নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৪র্থ বর্ষ
১ম সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

১৩ই জ্যৈষ্ঠ
১৩৩৪

নাট্য-জগৎ

কিন্তু সাহিত্য-জগতে কি অবতার-বাদ না? চলা উচিত। মাইকেল, বঙ্কিম ও নাথকে অবতার ছাড়া আর কি বলতে

•

তারের এক অর্থ, চরম অভিব্যক্তি। গদ্য-সাহিত্যের প্রথম যুগে—সে —বঙ্কিমচন্দ্রকে অনায়াসেই বাংলা র অভিব্যক্তি ব'লে গ্রহণ করতে

•

'সে প্রভা: . উদয় ক . যদি না আসতেন, তা'হ'লে গায় রবীন্দ্রনাথের হাতের ছাপ তে পেতুম কিনা—অন্তত এতটা দেখতে পেতুম কিনা, সে বিষয়ে হ আছে।

•

র কথা প্রমাণিত করবার জন্যে র্ক অবতারণার দরকার নেই। ক ইঙ্গিতই যথেষ্ট।



প্রফুল্ল (নীহারবালা) ও মদন ঘোষ (অপরেশ বাবু)

এই তীর্থক্ষেত্র সংপ্রতি লোপ পেতে বসেছে। সরকারি তরফ থেকে ঘোষণা বেরিয়েছে, বঙ্কিমের আবাস-বাটি রেলওয়ের প্রসারের জন্যে ধ্বংস করা হবে।

•

বিলাতে এমন ঘোষণা বেরুলে সমস্ত জাতি ক্ষেপে উঠত। সেখানে এটা একটা অসম্ভাবিত ব্যাপার। কিন্তু পরাধীন দেশে হয়তো অসম্ভব ব'লে কোন কিছু নেই।

•

কিছুকাল আগে আর একবার এই চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু সেবারে লর্ড কার্জন এই অনাচার ঘটতে দেন নি। এবারে বাধা দেবে কে?

•

এবারে বাধা দেবে বাঙালী জাতি। দেশের সমস্ত প্রতিষ্ঠান, সমস্ত সাময়িক পত্র, সমস্ত লোক একবাক্যে এই অধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করুন। সকলে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিন যে, বাঙালী জাতি এত-বড় অন্যায় কখনোই সহ্য করবে না।

•

কাঁটালপাড়ার তীর্থক্ষেত্র যদি রেলওয়ের কুক্ষিগত হয়, তাহলে সে জাতীয় কলঙ্ক চির-স্মরণীয় হয়ে থ করবে। গঙ্গার সমস্ত জল ঢাললেও স কলঙ্কের দাগ আর মুছবে না।

•

ত বাংলাভাষার জন্মদাতা হচ্ছেন, বঙ্কিমচন্দ্র। আজও সাহিত্যের বিভাগেই তাঁর ধ্বনি ও প্রতিধ্বনিকে আমরা পরিহার করতে আজও তাঁর উপন্যাসগুলি, নাট্যজগতের একটা প্রধান আলম্বন।

•

র "বন্দে মাতরম" বাংলা তথা ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীত।

•

র এই প্রতিভার অঙ্কুর বিকশিত হয়েছিল কাঁটালপাড়ার তাঁর অধিকাংশ রচনাই ঐখানে ব'সে লেখা হয়েছিল। শেষত্ব সাহিত্যের মধ্যে। সুতরাং কাঁটালপাড়া সমগ্র

নাট্যজগতে করুণ আর্তনাদ উঠেছে,—কোন রঙ্গালয়ই নাকি আর ভালো চলছে না!

•

না চলাই সে স্বাভাবিক। বর্তমানের প্রতি যেখানে এত অবহেলা, আধুনিকদের প্রাণ সেখান থেকে ক্ষুধার খোরাক সংগ্রহ করবে কেমন ক'রে?

•

যুগধর্মকে অস্বীকার করলে রঙ্গালয় বেশীদিন দর্শকের মন আকর্ষণ করতে পারে না। এদেশে প্রথম যখন রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়, সে বেশীদিনের কথা নয়। তখন সেখানে দর্শকদের ভিড় হ'ত নূতনত্বের মোহে। কিন্তু সে যুগেও রঙ্গালয়ে সামাজিক নাটকের আবশ্যক হ'য়েছিল। এদেশে যে-সব সামাজিক

তারপর এল স্বদেশী আন্দোলনের যুগ। সে যুগে বাঙালীর প্রাণের ডাকে রঙ্গালয় যে কতখানি সাড়া দিয়েছিল সকলেই তা জানেন।

•

কিন্তু এখনকার রঙ্গালয় বর্ত্তমানের জীবনকে মোটেই গ্রহণ করতে পারছে না। সে প্রাণপণে আলিঙ্গন ক'রে আছে অতীতকেই। নবীনের পক্ষে এতটা প্রাচীনতা অত্যন্ত অস্বাভাবিক।

•

প্রশ্ন উঠতে পারে, রবীন্দ্রনাথের নাটক তো আধুনিক, তবু তা দর্শক সংগ্রহ করতে পারছে না কেন?

•

রবীন্দ্রনাথ, মেটারলিঙ্ক, ইবসেন, ষ্ট্রীণ্ডবার্গ, ইবানেজ ও আন্দ্রীভ প্রভৃতি যে-শ্রেণীর আধুনিক নাটক রচনা করেন, তার জন্যে বিশেষ রঙ্গালয় আবশ্যক। এ-সব নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ের আভিজাত্য-গৌরব বাড়াতে পারে, কিন্তু সর্ব্ব-শ্রেণীর দর্শকের মনকে সেখানে আকর্ষণ করতে পারে না। য়ুরোপেও তা সম্ভব হয়নি।

•

সাধারণ রঙ্গালয় সর্ব্বসাধারণের জন্যে। এখানে সর্ব্বসাধারণের উপযোগী আধুনিক নাটকেরই আদর হবে বেশী।

•

এদেশে নবীনরা যখন প্রথম রঙ্গালয়ে যোগ দিয়েছিলেন, তখন তাঁদের অভিনয়ের নূতনত্ব দেখবার জন্যেই দলে দলে লোক রঙ্গালয়ে ছুটত— নাটকের স্বরূপ দেখবার জন্যে ততটা ব্যগ্র হ'ত না। সে নূতনত্বের ঝোঁক আজ কেটে গেছে। লোকে এখন রঙ্গালয়ে আধুনিক নাটক এবং যুগধর্ম্মের অভিব্যক্তি দেখতে চায়। তাদের সে আশা পূরণ না করলে রঙ্গালয় চলা অসম্ভব। অন্ততঃ আমাদের এই বিশ্বাস।

•

ষ্টার থিয়েটার নাকি রবীন্দ্রনাথের "নটীর পূজা" অভিনয়ের সঙ্কল্প ত্যাগ করেছেন? ভালো কাজই করেছেন। ও নাটকখানি সাধারণ রঙ্গালয়ে মোটেই চলত না।

•

তারাসুন্দরী 'ষ্টারে' যোগ দিয়েছেন। দানীবাবুও আবার ফিরে এসেছেন। 'ষ্টারে'র কর্ত্তৃপক্ষ তাই শীঘ্রই এমন কয়েকখানি পুরাতন নাটকের পুনরভিনয়ের আয়োজন করছেন, যেগুলির মধ্যে তারাসুন্দরী ও দানীবাবুর সংশ্লিষ্ট প্রতিভা উজ্জ্বল মহিমায় আত্মপ্রকাশ করতে পারবে। আমরা দেখবার জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করছি।

•

সেদিন 'শোধবোধ' নাটকে শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর দ্বারা অভিনীত সতীশের ভূমিকায় দুর্গাদাসবাবু কেমন অভিনয় করেন তাই দেখতে গিয়েছিলুম। আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করছি, দুর্গাদাসবাবু আমাদের হতাশ করেন নি। তাঁর অভিনয় বেশ হয়েছে।

•

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী এখন কলকাতায়—যদিও রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবার মত স্বাস্থ্য আজও তিনি ফিরিয়ে পান নি। আশা করি তিনি শীঘ্রই একটি নূতন ভূমিকা নিয়েই রঙ্গমঞ্চের উপর আবার আত্মপ্রকাশ করবেন। এবং এ কথাও শোনা যাচ্ছে যে, "নাট্যমন্দিরে" নাকি ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের "ষোড়শী" ...সাধাই সুরু হয়ে গেছে।

তাঁর অভাবেও যে "নাট্যমন্দির" অচল হয় নি, এজন্যে শ্রীযুক্ত বিশ্বনা[থ] ভাদুড়ী, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন রায়, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযু[ক্ত] ভূমেন রায় প্রমুখ অভিনেতাগণ গৌরবের দাবি করতে পারেন নিশ্চয়ই। "প্রতাপাদিত্য" ও "বিল্বমঙ্গল" নাটকে তাঁরা নায়কবিহীন হয়েও যে অভিনয় করছেন বাস্তবিকই তা প্রশংসার যোগ্য।

•

"বিল্বমঙ্গলে" পাগলিনীর ভূমিকায় শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনীর অভিনয় বিশেষরূপে উল্লেখ করবার মত। যেমন ভাব-বিচিত্র অভিনয়, তেমনি মধুমধুর সঙ্গীত শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী যে কত মিষ্টি গান গাইতে পারেন, সকলে গিয়ে একবার শুনে আসুন। আমরা কিছুমাত্র অত্যুক্তি করছি না। শ্রীমতী প্রভা "চিন্তামণি"ও চমৎকার—বিশেষ ক'রে প্রথম দুই অঙ্কে।

•

দুটি সুখের ও দুঃখের গুজব শুনছি:—শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী নাকি দিন কয়েকের মধ্যেই "প্রফুল্ল" নাটকে যোগেশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন এ[বং] মিত্র থিয়েটার নাকি লুপ্ত হয়ে গেল!

চিত্র-জগৎ

শ্রীমতি এমরি জন্‌সন্ ও তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী এলা হল উভয়েই অভিনয়-কৃতি[ত্বের] জন্যে নাম ক'রেছেন। এঁদের দুজনের বনিবনাও হ'চ্ছিল না ও বিবাহ-বিচ্ছিন্ন হবার কথা শোনা গেছল্। সে আশঙ্কা কেটে গেছে—স্বামী[-স্ত্রীতে] মিটমাট হ'য়েছে।

•

ম্যাক সেনেট দলের মেয়েদের মধ্যে শ্রীমতী মারি প্রেভষ্ট ও সোয়ানসানই খুব যশ পেয়েছেন। তাঁদের পরে শ্রীমতী ফিলিস্ হেভারের [মত] খ্যাতি আর কেউ পাননি। এখন তিনি শ্রীযুক্ত এমিল জ্যানিংসের সঙ্গে [অভিনয়] করবার গৌরবলাভ ক'রেছেন।

•

'সেনোরিটা' নামক নতুন ছবিতে শ্রীমতী বিবি ড্যানিয়েলসকে যুবক[বেশে] অনেকক্ষণ অভিনয় ক'রতে হ'য়েছে ও সেই জন্যে তাঁকে কৃত্রিম গোঁফ [ধারণ] ক'রতে হ'য়েছে। তিনি বলেন অধিকাংশ ভদ্রলোক কেন কামান এ[খন] তা বুঝতে পেরেছেন, আর সকলেই কেন কামান না, তা তাঁর বুদ্ধির [অগম্য।] পুরুষরা কি ক'রে গোঁফ সহ্য করে, শ্রীমতী তা কল্পনাও ক'রতে পারেন [না।]

•

শ্রীযুক্ত জ্যাক্ ডোহার্টির সঙ্গে শ্রীমতী ভার্জ্জিনিয়া ব্রাউন ফেয়ারে[র] হোলো বিয়ে হ'য়েছে। শ্রীমতী তাঁর স্বামীর হলিউডের বাড়ীতে উঠে[ছেন।] শোনা যাচ্ছে অচিরেই শ্রীমতী রেনে এ্যাডারের সঙ্গে কোনো চিত্রন[াট্যে] অভিনয় ক'রবেন।

•

'বড়লোকের ছেলেরা' (Rich men's Sons) একখানি নো[তুন ছবির] নাম—এর কাজ এখন চ'লছে। প্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত রাল্‌ফ গ্রেভ[স] ডবল কাজ ক'রেছেন। তিনি এই ছবির 'director' আর নায়ক। এই ছবি 'ডাইরেক্‌ট্' করবার চুক্তিই তাঁর ছিল, কিন্তু নায়কের ভূমিকায় উ[পযুক্ত] অভিনেতা না পাওয়া যাওয়ায়, তিনি স্বয়ংই অবতীর্ণ হ'য়েছেন।

•

শ্রীমতী বেটী ব্যাল্‌ফার অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও, আজ পর্য্যন্ত [আমেরিকায়] গিয়ে ছবি তোলাতে রাজি হননি। সেইজন্যে কোনো আমেরি[কান কোম্পানী] বিলাতে এসেই তাঁর ছবি নেবেন।

•

'অভিজাত প্রাণী' (The Exquisite S...

হ'ল। খোকার মুখ দেখে রাজা এত খুশি হলেন যে, নেলকে রাজ-সংসারে রাণীর মহলে একটি মহা-সম্মানের পদ প্রদান করলেন। পুত্রের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করতেও রাজা ভুললেন না। পরে এই জারজ পুত্রই রাজ-পিতার অনুগ্রহে ডিউক অফ সেণ্ট আলবান্স নামে সুপরিচিত হয় এবং তার বিবাহ হয় মহা-সম্ভ্রান্ত-বংশীয় আর্ল অফ অক্সফোর্ডের সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী একমাত্র কন্যার সঙ্গে! জারজের ভাগ্যে এই কল্পনাতীত সৌভাগ্য য়ুরোপেই সম্ভবপর!

রাজার অন্য যে দুইজন ডাচেস উপাধিধারিণী উপপত্নী ছিলেন, সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র মহিলা হ'লেও তাঁরা রাজার বিশ্বাস রাখতে পারেননি। তাঁরা প্রকাশ্যভাবেই রাজা ছাড়া আরো অনেকেরই উপরে অনুগ্রহ বৃষ্টি করতেন।

কিন্তু বারবনিতার কন্যা ও নিজেও বারবনিতা হ'লেও, রাজার অনুগ্রহ লাভ করবার পর নেল কোনদিন আর দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকটে দেহ বিক্রী করেনি— এদিকে তার "সতীত্ব" ছিল অসাধারণ! রাজা তা জানতেন এবং বলতেন যে—"আশ্চর্য্য! আমার বিশ্বাস, নেলি আমাকে সত্যিই ভালোবাসে!"

চার্লস যখন নেলকে "কাউণ্টেস অফ গ্রীণউইচ" উপাধি দানের ব্যবস্থা করছিলেন, সেই সময়ে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর পরে যিনি রাজা হবেন সেই ভ্রাতাকে চার্লস মৃত্যু শয্যায় ব'লে যান, "দেখো, নেলী-বেচারী যেন উপোস ক'রে মারা না যায়!" তাঁর ভ্রাতা—পরে দ্বিতীয় জেম্‌স্—রাজার এ আদেশ পালন ক'রেছিলেন।

চার্লসের মৃত্যুর পর নেল আর বেশীদিন বাঁচেনি। দু হাতে সারাজীবন খরচ ক'রেও মৃত্যুকালে সে পনেরো লক্ষ টাকার সম্পত্তি রেখে গিয়েছিল!

(আসছে বারে এইরকম আর এক বিখ্যাত অভিনেত্রীর
কৌতূহলোদ্দীপক জীবন-কাহিনী প্রকাশিত হবে)

গান

মাধবী আজ অশোক-বনে
উড়িয়ে দিলে লাল-পতাকা,
জাগ্‌ লো প্রাণের বাসন্তিকা!
শুন্‌চ না কি কোকিল ডাকা?

আজ ধরণীর যৌবনেতে,
শ্যাম্‌লা সেতার মৌ-বনেতে,
চৈতী হাওয়ার সৌরভেতে
যায় উড়ে বায় মন-বলাকা!

প্রজাপতি দেখ্‌চে স্বপন
বকুল-চাঁপার কুঞ্জবনে,
মঞ্জরিকার গোপন কথা
মৌমাছিদের গুঞ্জরণে!

হাসির তানে চাঁদের বাঁশী,
বল্‌চে যেন—'ভালোবাসি'!—
বুকের পটে দেখ্‌চি শুধু

পাদপ্রদীপের আলোকে

অকথ্যের অকথা

সকলেই জানেন, বিলাতে অভিনয়-বিদ্যা শিক্ষার পাঠশালা আছে। স... ছাত্রেরা সেখানে শিক্ষা সম্পূর্ণ না করলে, প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে প্রবেশ করা ... পক্ষে সহজ হয় না।

এদেশে এমন কোন প্রতিষ্ঠান নেই। এবং সেজন্যে শাস্তিভোগ ... দর্শকরা—গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে যারা অভিনয় দেখতে যায়।

নতুন নট-নটীদের যে-সব দোষ সর্বপ্রথমে কাণ ও চোখকে ব্যথিত ... তা হচ্ছে ভাবহীন আবৃত্তি, কণ্ঠস্বরের জড়তা, ভুল উচ্চারণ এবং অ... সঙ্কুচিত ভাবভঙ্গী।

প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হবার আগে রীতিমত সাধনা না করলে ... দোষ সংশোধন করা অসম্ভব।

অনেকেই বারকয়েক অবৈতনিক নাট্য-সম্প্রদায়ে আবির্ভূত হয়েই ভেবে... যে, তাঁরা পুরোদস্তুর ওস্তাদ হয়ে উঠেছেন।

প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে নামবার আগে অবৈতনিক সম্প্রদায়ে অভিনয় কর... উচিত। কারণ বহু দর্শকের সামনে অভিনয় করলে এমন অনেক ... জানা যায়, লোকচক্ষুর অন্তরালে ব'সে বহু-বৎসরব্যাপী সাধনার দ্বারাও ... অর্জন করা সম্ভব নয়।

কিন্তু উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ গুরুর অধীনে মহলা না দিয়ে অবৈতনিক সম্প্র... আত্মপ্রকাশ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কারণ তার ফলে সাধারণ দো... অভ্যাসের দ্বারা আরো বদ্ধমূল হয়ে যায় এবং জ্ঞানের চেয়ে অজ্ঞানতাই ... করবার সম্ভাবনা থাকে বেশী।

এবং উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ শিক্ষক আছেন অবৈতনিক সম্প্রদায়ে খুবই ক...

প্রকাশ্য রঙ্গালয়েই উচ্চশ্রেণীর শিক্ষকের সংখ্যা বোধ হয় দু-এক জনের ... নয়। অন্তত আমাদের প্রকাশ্য রঙ্গালয়গুলির অভিনয় দেখলে মনের ... এই সন্দেহই উঁকিঝুঁকি দিতে থাকে।

বিজ্ঞাপন-বিখ্যাত অনেক নট-নটীর স্বর, উচ্চারণ ও আবৃত্তি শুনে ... চলা-ফেরা ও হাত-পা নাড়ার কায়দা দেখলে সময়ে সময়ে লজ্জায় অ... হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

লজ্জা আবার চরমে ওঠে তখন, যখন শুনি সেই কু-অভিনয় ঘন ঘন ... ধ্বনির দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হচ্ছে!

আবৃত্তি ও কণ্ঠস্বরের কৌশলের কথা তুললে, নতুন যুগের অভি... মধ্যে সর্বপ্রথমে মনে পড়ে শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ীকে।

এ সম্পর্কে অতি সামান্য বিষয়ে তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টি দেখলে অবাক হ... একটা ছোট দৃষ্টান্ত দি। 'কোমল' ও 'কঠিন' এই দুটি কথাই ধরুন। ... দেখবেন, ঐ দুটি কথা উচ্চারণের সময়ে শিশিরকুমারের কণ্ঠস্বরও ... কোমল ও কঠিন হবে। এই সামান্য উদাহরণের মধ্যেই আবৃত্তির ... নিহিত আছে। যখন যে ভাব-উদ্দীপক কথা উচ্চারিত হবে, ঠিক সেই ভাবের লীলাই ফুটে উঠবে।

শুনতে ভারি সহজ। কিন্তু এটা কাজে খাটাতে যে পরিমাণ শক্তি ও সাধনার ও অভিজ্ঞতার দরকার, নূতন দলের অধিকাংশ অভিনেতার মধ্যে তার যথেষ্ট অভাব আছে।

নূতন দলের আরো কয়েকজন অভিনেতার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে আবৃত্তি-ক্ষমতার উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। এঁরা হচ্ছেন শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন রায়। শেষোক্ত তিন জন অভিনেতার কোন কোন খুঁৎ ধরলে আশা করি তাঁরা আমাদের ক্ষমা করবেন। বিশ্বনাথবাবুর গলা খুব বেশী উঁচুতে ওঠে না। দুর্গাদাসবাবুর কাব্যাংশের আবৃত্তি অনুচিত-রূপে দ্রুত হয়। এবং রবীন্দ্রবাবুর কণ্ঠস্বরে সময়ে সময়ে পর্দ্দা ঠিক থাকে না।

আমাদের বিশ্বাস, অভ্যাসের দ্বারা অল্প দিনেই এঁরা ঐ ঐ দোষ থেকে মুক্ত হ'তে পারেন।

মাঝে কোন এক বাংলা কাগজে য়ুনিভার্সিটির ছাপ-মারা কে-একজন লিখেছিলেন, কণ্ঠস্বরের শ্রেষ্ঠতা নাকি অভিনেতার পক্ষে শ্রেষ্ঠতার লক্ষণ নয়। "নির্ব্বোধের স্বর্গে"ও এমন কথা উঠলে বোধ করি তুমুল হাস্যধ্বনির সৃষ্টি হয়।

কিন্তু বাঙালী সম্পাদক এমন কথাও পত্রস্থ করতে ঈষৎ লজ্জিত হন না। তার কারণ বোধ হয়, এদেশে কথার মূল্য নেই। যে-কোন কথা এখানে কথার কথা মাত্র। তা বলা যায়, লেখা যায় এবং শোনা যায়, কিন্তু তা নিয়ে কারুর মাথা ঘামাবার দরকার নেই। একরকম ভালো।

শুনেমাসা

(জাপানী নাটক)

পুরোহিত

আমার নাম—'শোজু গিয়োকি'।…'নিরাজি'-মন্দিরে আমি কাজ করি।…'টেরা'-নিকেতনের 'টাজিমানো-কামি-শুনেমাসা' তার বাল্যকালে সম্রাটের অতি প্রিয়পাত্র ছিল।…কিন্তু, সুদূর অতীতে সে পশ্চিম সমুদ্রের যুদ্ধে নিহত হয়।…যুদ্ধের পূর্ব্বে এই 'শিজান্'-সারঙ্ সম্রাট তাকে উপহার দিয়েছিলেন।…আজ তারই উদ্দেশ্যে পবিত্র সলিলাঞ্জলির পরিবর্ত্তে, এই সারঙ্ আমি তাকে অর্ঘ্য দিলুম।…আমি জানি, তার প্রীতির জন্যে, এই-ই হচ্ছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাজ।…

[প্রার্থনায় নিযুক্ত হওন্ এবং ক্ষণপরে অভিব্যক্তি]

রাত্রি প্রগাঢ় হ'লেও, ওই চন্দ্রলেখার মাঝে অস্পষ্ট এক মানুষের ছায়া আমি দেখতে পাচ্ছি!…কে তুমি?…যদি তুমি কোন প্রেতাত্মা হও, তোমার পরিচয় দাও আমার কাছে!…

প্রেতাত্মা

…মাসা'র প্রেতাত্মা আমি!…তোমার প্রার্থনা আমাকে এনেছে

পুরোহিত

…নেমাসা'র প্রেতাত্মা?…কিন্তু, আমি ত তোমার মূর্ত্তি আর …শুধু, শুনতে পাচ্ছি স্বর!…

প্রেতাত্মা

…অস্পষ্ট ধ্বনি জেগে রয়েছে।…

পুরোহিত

…ছিলুম!…

পুরোহিত

হ্যাঁ, দেখেছিলুম!…

প্রেতাত্মা

বাস্তবিকই তুমি দেখতে পেয়েছিলে?…

পুরোহিত

তা হ'লে কি, সে তুমি ছিলে না?…

কোরাস্

পরিবর্ত্তন-শীল 'শুনেমাসা' সচল তার অস্তিত্ব নিয়ে, পৃথিবীর বুকে নেমে এসেছে!…জ্যোৎস্নালোকে কান্না-হারা তার কণ্ঠের বাণী শ্রুত হ'য়েছিল!…কেউ তাকে দেখতে পায় নি!…সে কিন্তু তার ছায়া-মূর্ত্তি নিয়ে, এই বিশ্বের উপর একটি স্বপ্নের পানে লক্ষ্য ক'রেছিল!…

পুরোহিত

আশ্চর্য্য!…'শুনেমাসা'র মূর্ত্তি ওই চন্দ্রালোকে পরিদৃষ্ট হ'য়েছিল!…কিন্তু, এখন আর তা নেই!…শুধু, জেগে আছে এখানে একটা ক্ষীণ কণ্ঠস্বর!…স্বপ্ন!…এ যেন একটা স্বপ্নের লীলা!…আমার প্রার্থনার এই-ই চরম উপহার!…

প্রেতাত্মা

যখন আমি রাজসভায় গিয়েছিলুম, আমি তখন নিতান্ত বালক!…আমার চেহারাখানি ছিল অতি সুন্দর!…সম্রাটের আমি প্রিয়পাত্র হলুম!…তিনি আমাকে একটি সারঙ্ উপহার দিলেন!…তোমার হাতের ওই সারঙ্-টি-ই তিনি দান ক'রেছিলেন আমাকে!…ওর-ই নাম—"শিজান্"!…আমার পৃথিবী ভ্রমণের সময়ে ওটি আমি পেয়েছিলুম!…

কোরাস্

এইবার সে যুদ্ধের সঙ্গীত গাইবে!…

পুরোহিত

তোমার যা-কিছু তারের বীণা আছে নিয়ে এস, আর তা'র গানকে অনুসরণ কর!…

প্রেতাত্মা

আমি অদৃশ্য অবস্থায় তোমাকে পরিচালিত ক'র্বো।…(বীণা বাদন)

পুরোহিত

রাত্রি গভীর হ'য়েছে!…আমরা দুপুর রাতের সুর বাজাবো!…

প্রেতাত্মা

সুনীল আকাশ ধীরে ছেয়ে যাচ্ছে—ঘন মেঘরাশিতে!…প্রচণ্ড বেগে বৃষ্টির ধারা নেমে আস্ছে!…

পুরোহিত

তারা কাঁপিয়ে তুল্ছে—তৃণ আর তরুরাজিকে!…

প্রেতাত্মা

না,—না!…ও বৃষ্টির ধারা নয়!…চেয়ে দেখ—ওই ওদিকে!…

কোরাস্

লতা-বিতানের উপর আকাশের রূপ-সায়রে চাঁদের শলাটিকা ফুটে উঠেছে!…বাতাসের কাঁপন-মর্ম্মরে,—মনে হচ্ছে যেন,—বৃষ্টির আকুলতা মেশানো র'য়েছে!…কুহক-ভরা এই অপূর্ব্ব মুহূর্ত্ত!…বীণার কোমল সুরে বেজে উঠ্ছে যেন—বৃষ্টির নূপুর-নিক্বণ!…ক্ষুদ্র তারগুলিতে তার জেগে উঠছে—অচ্ছ কাকলি!…গম্ভীর তারের মুখে ধ্বনিত হচ্ছে—হেমন্ত-বাতাসের গভীর স্বননিকা!…তৃতীয় আর চতুর্থ তারে বেজে উঠছে—সান্ধ্য-সমাগমে শাবক-দর্শনাকুলা কুলায়-…ন-বাণী!…স্তব্ধ কর পাখীর ভাষা!…তারা যেন

প্রেতাত্মা

বীণা-বিতানে আকাশের বক্ষ হ'তে ধীরে ধীরে মেঘ অপসারিত হচ্ছে !··· অনন্তের নীল-পটে ফুটে উঠছে ওই অযুত তারার আলো !···তাদের অভিনব লীলা সুরু হ'য়েছে !···সুন্দর ! বিচিত্র এই সঙ্গীত !···আমি পৃথিবীতে নেমে এসেছি !···আমার বীণার তারে পূর্ব্বেকার সুর আমি লীলায়িত ক'রেছি !··· এখানে আমি বড় সুখে ছিলুম !···হায় !···সে সুখ আমার শীঘ্র-ই বিলীন হ'য়ে গেল !···

পুরোহিত

যে মূর্ত্তি আমি এখানে দেখেছিলুম, সেই মূর্ত্তিই এখন দেখতে পাচ্ছি !···
কি 'শুনেমাসা' ?···

প্রেতাত্মা

আমার মুখের ছবি এখন করুণ হ'য়ে আছে !···যদি তুমি আমাকে দেখতে চাও ত, আলোগুলো আগে নিবিয়ে দাও !···

কোরাস্

তার অন্তরের দুঃখ চারিদিকে অগ্নির প্রসার বিছিয়ে আছে।···সেই অগ্নি-শিখা ঘন বৃষ্টিধারায় পরিবর্ত্তিত হ'লো !···যুদ্ধক্ষেত্রে অসির আঘাতে শত্রু বিনাশ ক'রে, সে নিহত হ'য়েছিল !···তার সেই শোণিত-তরঙ্গ অগ্নির উত্তেজনায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছিল !···সেই অনল-শিখার মাঝে সে দ'গ্ধে ম'রছে !··· চারিদিকের আলো নির্ব্বাপিত ক'রতে ব'লেছিল সে !···তারপর সে নিশাচরের মত উড়ে' চ'লে গেল !···

তার সুচিক্কণ ডানাগুলিতে ছিল ঝঞ্ঝার গতি !···তার আত্মা এখন মিলিয়ে গেছে—অঁাধারের মাঝে !···

[যবনিকা]

শ্রীভারতকুমার বসু

এদেশের রঙ্গালয়ের ভবিষ্যৎ

গত পঞ্চাশ বৎসরের রঙ্গালয়ের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে এ শহরে চারটি বাংলা থিয়েটার একসঙ্গে কোনও দিনই বেশ সহজ ভাবে চলেনি। যতবারই এখানে চারটি রঙ্গালয়ের পত্তন হয়েছে ততবারই একটি না একটি ক্রমাগত ক্ষতিগ্রস্ত ও ঋণজালে জড়িত হয়ে অবশেষে বিলুপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট তিনটি থিয়েটারও যে স্বচ্ছল অবস্থায় চলত না, তার প্রমাণ পাই আমরা তাদের পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দীর্ঘতর প্রমোদ-সূচীর আয়োজন থেকে এবং দর্শকদের ভিতরে উপহার বিতরণের ব্যবস্থা দেখে। ফলে, কিছুদিনের মধ্যে তিনটি থিয়েটারেরও একটি তাদের দ্বার বন্ধ করতে বাধ্য হওয়াতে শহরের বাংলা রঙ্গালয় শেষটা বরাবর দুটিতে এসেই ঠেকেছে। সেইজন্য আমাদের মনে হয় যে দুটি থিয়েটারই এ দেশের অল্পসংখ্যক দর্শকদের পক্ষে যথেষ্ট !

দুটির বেশী থিয়েটার এখানে চলা যে সম্ভব নয় এটা বারম্বার প্রমাণিত হ'লেও বছর দুই পূর্ব্বে হঠাৎ একটা দমকা বাতাসের মতো এখানে যেন থিয়েটারের একটা মস্ত হুজুগ এসেছিল ! দুটি থিয়েটার থেকে আবার তিনটি হয়েছিল এবং তিনটি আবার অনতিবিলম্বে চারটিতে এসে দাঁড়িয়েছে ! কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তার কোনটাই আজ আর ভাল চলছে না ! দর্শকদের যে পরিমাণ আগ্রহ ও উৎসাহ এখানে আবার চারটি থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা সম্ভব ক'রে তুলেছিল, আজ আর তাদের মধ্যে থিয়েটার দেখবার সে প্রচণ্ড উৎসাহ ও আগ্রহ নেই ; নূতন নাটক অভিনয়ের প্রথম রাত্রেও আজকাল অধিকাংশ নাট্যশালার প্রেক্ষাগৃহ শূন্য পড়ে থাকতে দেখা যায়। এর কারণ কি ? তবে কি দর্শকদের থিয়েটার দেখবার সখ মিটে গেছে ?

আমাদের কিন্তু তা মনে হয় না। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে আমরা দেখতে পাই যে, বিভিন্ন নাট্য-সম্প্রদায়ই তাদের নিজেদের এই দুরবস্থা ডেকে এনেছে ! যখন তাঁরা যত্নপূর্ব্বক মহলা দিয়ে প্রয়োগনৈপুণ্যের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখে এবং পোষাক ও দৃশ্যপটাদিতে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় ক'রে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে একখানি নাটকের অভিনয় করতেন তখন তাঁদের প্রেক্ষাগৃহে দর্শকের অভাব হ'তো না—কিন্তু আজ কেন তা হয় ? এর কারণ আর অন্য কিছুই নয়, নাট্য-সম্প্রদায়গুলির নিজেদের অতিরিক্ত অবহেলা ! যেদিন থেকে তারা প্রয়োগ-নৈপুণ্যে শৈথিল্য এবং পোষাক ও দৃশ্যপটে ব্যয়সংক্ষেপ সুরু করলে, উপযুক্ত মহলা না দিয়ে অপ্রস্তুত অবস্থাতেই নামতে আরম্ভ করলে এবং দর্শকদের ফাঁকি দিয়ে থিয়েটার চালাবার চেষ্টা চলতে লাগল, তখনই আস্তে আস্তে থিয়েটার থেকে দর্শকসংখ্যাও কমে যেতে সুরু হ'ল !

যেই তারা তাদের কষ্টার্জ্জিত অর্থ ব্যয় ক'রে একখানি টিকিট কিনে থিয়েটারে গিয়ে দেখতে লাগল যে কোথাও ষ্টেজের উপর জড়িত রসনায় ও টলিত চরণে নায়কের অসহ্য মাতলামি চলেছে, কোথাও বা ছেঁড়া দৃশ্যপটে তালি দিয়ে পুরাতন পোষাক ঝেড়ে-ঝুড়ে বার ক'রে ভূমিকালিপি কণ্ঠস্থ হবার আগেই নূতন বই অভিনয় করতে নেমে কেলেঙ্কারি চল্‌ছে, আবার কোথাও বা বৃদ্ধ অকর্ম্মণ্য অভিনেতৃগণকে নিয়ে পুরাতন নাটকের পিঁজরাপোল খোলা হয়েছে, তখনই তাদের মনে হয়েছে যে তাদের টাকা একেবারে জলে গেল !

বার বার অভিনয় দেখতে গিয়ে, বার বার এমনি ভাবে ঠ'কে ঠ'কে ক্রমে থিয়েটারের উপর তাদের একটা বিতৃষ্ণা জ'মে গেল ! তারা থিয়েটার দেখা ছেড়ে দিয়ে দলে দলে "সিনেমা হাউস" গুলি ভর্ত্তি করতে লাগল। ফলে থিয়েটার-গুলির অবস্থা আজ একেবারে অচল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

এ অবস্থা থেকে উদ্ধার হবার তাদের একমাত্র উপায় সু-নাটকের সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর অভিনয় ! চলচ্চিত্রে ক্রমাগত উচ্চ-অঙ্গের অভিনয় দেখে দেখে এ দেশের দর্শকদের আদর্শ, জ্ঞান, রুচি ও কলাবোধ সম্পূর্ণ বদলে গেছে। আজকের দর্শকরা আর ম্যানেজারের যথেচ্ছাচারের পোষকতা করে না। তারা অভিনয় দেখে এখন জনে জনে সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে ! সুতরাং যদি বর্ত্তমান যুগের দর্শকদের রুচি ও আদর্শের অনুযায়ী ভাল ভাল নাটক কেবলমাত্র সুচেহারা, সুকণ্ঠ ও সুনিপুণ অভিনেতৃদের নিয়ে নূতন দৃশ্যপট ও কালোপযোগী পোষাক-পরিচ্ছদের সঙ্গে প্রয়োগ-কৌশলের প্রতি প্রখর দৃষ্টি রেখে কোনও রঙ্গালয় অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন, তবেই, তাঁদের থিয়েটার ব্যবসা হিসাবেই হোক্, বা 'আর্ট' এর অভিব্যক্তির দিক দিয়েই হোক্ চলবে—নইলে আর কোনও আশা নেই ! যে ভাবে এখন চলছে, এ ভাবে আর কিছু দিন চললেই সব থিয়েটারের দরজাই একে একে বন্ধ হ'য়ে যাবে ! এ দেশের রঙ্গালয়ের ভবিষ্যৎ আজ মোটেই আশাপ্রদ বলে মনে হচ্ছে না। নবযুগের তরুণের দলও এরি মধ্যেই যেন একে একে ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন।

শ্রীমানবেন্দ্র গুপ্ত

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৪র্থ বর্ষ
২য় সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

২০শে জ্যৈষ্ঠ
১৩৩৪

নাট্য-জগৎ

মোটে তিনটি বছর—এই তো 'নাচ-ঘরে'র বয়স। এরি মধ্যে কলকাতায় তিনটি রঙ্গালয়ের পত্তন ও পতন হ'ল! এবং আর একটি সুপ্রতিষ্ঠিত রঙ্গালয় এর ভিতরেই লুপ্ত হয়ে গেছে।

*

এই উদয় ও বিলয়ের লীলায় কত অশ্রুজলের কাহিনী গাঁথা আছে, সেই কথাই আজ বার বার মনে হচ্ছে। রঙ্গদর্শনের কি কোন মূল্যই নেই? এ-সব দেখেও লোকের চোখ ফোটে না কেন? রসাতলের রাস্তা কি এতই লোভনীয়?



"ষ্টারের 'চণ্ডীদাসে'র একটি দৃশ্য"

*

বন্ধু বলছেন—পতঙ্গ চিরকালই পুড়ে আসছে। সে সংস্কারের দ্বারা কাজ করে, অভিজ্ঞতার দ্বারা নয়। কিন্তু মানুষ যে শ্রেষ্ঠতর জীব। তার হৃদয় সংস্কারে বিচলিত হ'তে পারে, কিন্তু তার মস্তিষ্কে তো অভিজ্ঞতার অভাব নেই!

*

থিয়েটারী সখ যেন ঘোড়দৌড়ের নেশা। যার এ সখ আছে সে আশার বিরুদ্ধেও আশা করে। মৃত্যুর পদধ্বনি সে হৃদয়ের মধ্যে শুনতে পায়, তবু সাবধান হ'য়ে চায় না। এ যেন এক নূতন উপায়ে আত্মহত্যা।

*

এ সখে মানুষ নিজেও মরে, আর দশজনকেও মারে। নিরীহ শিল্পী হয়তো কোন সুপ্রতিষ্ঠিত রঙ্গালয়ে নিরাপদে জীবিকা অর্জ্জন করছিল, বাজে লোভ দেখিয়ে তাদের সেখান থেকে ছাড়িয়ে আনা হ'ল—তারপর? অথই জলে হাবুডুবু!… … …

*

অতঃপর শিল্পীরাও সাবধান হোন। নতুন থিয়েটারি বাবুদের দেখে ভোলবার আগে ভাববেন। কারণ ওরা "আগে রাহ্ বতারকে পাছে গোতা দেয়"! অর্থাৎ গাছে তুলে মই কেড়ে নেয় আর কি!

*

অল্প মূলধনে আর রঙ্গালয় চল্‌বে না। অবশ্য তার মানে এ নয় যে, বেশী মূলধনেও রঙ্গালয় চল্‌বে। তাহ'লে ম্যাডানের বাংলা রঙ্গালয় ও 'মনোমোহন থিয়েটার' উঠে যেত না।

*

রঙ্গালয় চালাবার যোগ্যতাই হচ্ছে আসল কথা। এবং সে যোগ্যতা বড় দুর্লভ। এবং তার সঙ্গে চাই অর্থবল। আর দরকার যুগধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রবল সচেতনতা—সেই সঙ্গে জনতার মনোবিজ্ঞানে গভীর অভিজ্ঞতা।

*

রঙ্গমঞ্চের উপরে যাঁরা El Doradoর সন্ধান করেন তাঁরা অনায়াসেই পাগলা গারদের বাসিন্দা হ'তে পারেন। বাংলা সাহিত্যের মত বাংলা রঙ্গালয়ও ধনপ্রদ নয়। শিকা ছেঁড়ে কদাচ।

*

'চণ্ডীদাসে'র দেখাদেখি 'তুলসীদাস' এলেন এবং 'রামপ্রসাদে'র অতি সৌভাগ্য যে প্রাচীর-পত্রাসন ত্যাগ ক'রে তাঁকে আর পাদপ্রদীপের আলোকে গান গাইতে হ'ল না! বর্দ্ধমানের সাধক কবি কমলাকান্তের কি কোন ভক্ত নেই?

*

এই যে গড্ডরিকা-প্রবাহ, কোন দিক দিয়েই একে সমর্থন করা চলে না। এই যে সব শেয়ালের এক রা, এর একঘেয়েমে পালাই পালাই ডাক ছাড়তে হয়। এই যে প্রাকৃতজনোচিত মনোভাব, বাংলা রঙ্গালয়ের আদর্শ কিছুতেই তা উচ্চে উঠতে দিচ্ছে না।

*

অনুকরণের দ্বারা প্রতিযোগিতা সফল হয়, এমন বিশ্বাস আমাদের নেই। বিশেষ একখানা নাটক লোকের ভালো লেগেছে ব'লে সেই রকম নাটকই যে বার বার সকলে পছন্দ করবে, এ ধারণাও ভুল। মানুষ চায় বৈচিত্র্য, মানুষ চায় নূতনত্ব!

*

আমাদের রঙ্গালয়ে মাঝে মাঝে এক একটা বিশেষ বিশেষ নাটকের ঢেউ আসে। কখনো ধর্ম্মনাটক, কখনো ঐতিহাসিক নাটক, কখনো পৌরাণিক নাটক! লোকে তা দেখতে চায় ব'লেই যে এমন হয়, তা নয়। লোককে তাই দেখতে বাধ্য করা হয়। আমাদের রঙ্গালয় যে বর্ত্তমানে দর্শক আকর্ষণ করতে পারছে না, তার একটা প্রধান কারণ কর্ত্তৃপক্ষদের অনুকরণপ্রিয়তা।

*

শুনছি 'মিত্র থিয়েটার' লুপ্ত হ'লেও 'মনোমোহন থিয়েটার' চলবে, অবশ্য তার নায়ক থাকবেন শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীই। এবং শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতা করবেন। খবর ঝুটো না হ'লেই মঙ্গল। কারণ তাহ'লে অনেকগুলি নট-নটীর অন্ন আর মারা যায় না।

*

মিনার্ভায় "তুলসীদাস" চলছে। যেমন নাটক, অভিনয় হয়তো তার উপযোগীই হচ্ছে। আমরা কিন্তু এ-ধরণের নাটক পছন্দ করি না এবং এই জন্যেই কোনরকম সমালোচনাও করলুম না।

*

রঙ্গমন্দিরকে ধর্ম্ম-মন্দির ব'লে সন্দেহ করবার মত প্রবল ধর্ম্ম-জ্ঞান আমাদের নেই এবং ধর্ম্ম-মন্দিরকেও আমরা কোনদিন রঙ্গমন্দির ব'লে ভ্রম করি না। ধান ভানতে শিবের গীত যার খুসি সে গাইতে পারে, আমরা কিন্তু কাণে তখন তুলো না গুঁজে থাকতে পারব না।

*

আমরা যখন রঙ্গালয়ে যাই তখন নাটক আর অভিনয়ই দেখতে যাই। বড় বড় নীতির বুলি বা শাস্ত্রের বাণী থাকলেই এবং সেগুলি সুর ক'রে আওড়ালেই কোন নাটক এবং অভিনয়কে ভালো বলবার বুদ্ধি আমাদের নেই, এ সত্য কথাটা এখানে সবিনয়ে নিবেদন করছি।

*

হিতোপদেশ এবং শাস্ত্র-পুঁথি খুব সস্তাতেই বাজারে বিক্রী হয়। ধার্ম্মিকরা সেগুলিকে যখন নাটক ব'লে কেনেন না, তখন নাটককেই বা তাঁরা ধর্ম্মগ্রন্থ ব'লে ভ্রম করবেন কেন?

*

"মস্কো আর্ট থিয়েটার" এক বৎসর দুই বৎসর মহলা দিয়ে তবে নতুন নাটক খোলেন! বহুদিনের অভ্যাসের ফলে অভিনয়ের কতখানি উন্নতি হয়, সেদিন ষ্টারের "চিরকুমার সভা" দেখতে গিয়ে রীতিমত উপলব্ধি করতে পেরেছি।

*

অপরেশবাবু, তিনকড়িবাবু, দুর্গাদাসবাবু, নীহারবালা ও সুশীলাসুন্দরীর অভিনয় আরো কত সচ্ছন্দ, স্বাভাবিক ও সুন্দর হয়ে উঠেছে! কোন প্রশংসাই এঁদের পক্ষে বেশী নয়! নীহারবালার গান যতবার শুনি, আরো শোনবার সাধ থাকে!

*

চন্দ্রবাবুর ভূমিকা সম্বন্ধে মনে একটা খট্‌কা ছিল। কিন্তু এ ভূমিকায় রাধিকাবাবু আমাদের দস্তরমত বিস্মিত করেছেন! কারুর সঙ্গে তুলনা না ক'রেই বলছি রাধিকাবাবুর অভিনয় সত্যই চমৎকার হয়েছে। ভালো অভিনয় আমরা দেখি, সুখ্যাতি করি, উপভোগ করি—কিন্তু তার তুলনা খুঁজে নিজেদের আনন্দকে পান্‌সে ক'রে ফেলি না।

*

"নাট্যমন্দিরে"র প্রাচীর-পত্রে "কুঞ্জ ও সরজী"র নাম যত বারই দেখি, ততবারই চম্‌কে উঠি! অনেক অভ্যাসেও ও-নামটি আমাদের সহ্য হচ্ছে না। অবশ্য নাট্যখানির অভিনয় ভালোই হচ্ছে, কিন্তু "কুঞ্জ ও সরজী" বিডন ষ্ট্রীটে নির্ব্বাসিত হ'লেই আমরা সুখী হব, "নাট্যমন্দিরে" তাকে মোটেই মানাচ্ছে না।

*

দুই রঙ্গালয়ের "প্রফুল্ল" বাজারে এর মধ্যেই উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। বিশেষ আলোচ্য হবে শিশিরকুমারের গৃহীত যোগেশের ভূমিকা, কারণ সাধারণ রঙ্গালয়ে সামাজিক নাটকে এই তাঁর প্রথম আবির্ভাব।

*

যোগেশের ভূমিকায় শিশিরকুমার কি ভাবে অভিনয় করবেন তাই ভাবছি। এই ভূমিকায় আমরা গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমরেন্দ্রনাথ ও দানীবাবুর অভিনয় আগেই দেখেছি। শিশিরকুমারের অভিনয় জনপ্রিয় হবে কিনা জানিনা—এবং জনপ্রিয়তাই কোন আর্টের শ্রেষ্ঠতার মাপকাঠি নয়—তবে যোগেশের ভূমিকার মধ্যে তিনি যে এক সূক্ষ্ম ও নূতন সৌন্দর্য্যের সঞ্চার করবেন, সে বিষয়ে আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। তাঁর শক্তি সম্বন্ধে আমাদের একটা সচেতনতা আছে এবং সেইজন্যেই অসঙ্কোচে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি যে শিশিরকুমারের যোগেশ শিশিরকুমারেরই উপযোগী হবে।

*

পাঁচ ছয় বৎসর ধ'রে বাংলার দৈনিক সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রাদিতে নৃত্য সম্বন্ধে আমরা ধারাবাহিক আলোচনা করেছিলুম। আমাদের আগে এখানে নাচ নিয়ে কাগজে-কলমে আর কেউ আলোচনা করেন নি। এবং বাংলাদেশের ভদ্র ঘরের মেয়েদেরও নাচ শেখা উচিত, এই কথা প্রথম আমাদের মুখে শুনে সকলে কি-রকম ঠাট্টা-তামাসা করেছিলেন তা আমাদের মনে আছে।

*

কিন্তু আজ আমাদের আলোচনার ফল ফলেছে। বাংলাদেশে ললিত কলার সকল কার্য্যে অগ্রণী ঠাকুর-পরিবারই ভদ্র বালিকাদের নিয়ে নৃত্যকলার প্রবর্ত্তন ক'রেছেন এবং তাঁদের দেখাদেখি আরো অনেক উচ্চবংশের মেয়ে এখন প্রকাশ্য-ভাবে নৃত্য-নৈপুণ্য দেখাতে সঙ্কুচিত নন। নিন্দুকদের জিভও অনেকটা সংযত হয়ে এসেছে। আমাদের চেষ্টার সাফল্যে আজ আমরা আনন্দিত। আশা করি অদূর ভবিষ্যতে নৃত্যও মেয়েদের শিক্ষার একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ ব'লে বিবেচিত হবে।

*

বাংলা রঙ্গালয়েও যুগোপযোগী নৃত্য-ভঙ্গীর প্রথম প্রতিষ্ঠা হয় আমাদেরই চেষ্টা ও পরিশ্রমে। "সীতা" অভিনয়ের আগে এ ধরণের নাচ বাংলা রঙ্গালয়ে আর কখনো দেখা যায় নি। কিন্তু এখন অন্যান্য রঙ্গালয়েও দেশী আদর্শের ভাব ও ভঙ্গি প্রধান নাচের সূত্রপাত হয়েছে দেখছি। এগুলি সুলক্ষণ।

*

ভারতের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভঙ্গির নৃত্যের প্রচলন আছে। উড়িষ্যা ও দাক্ষিণাত্যের মন্দির-গাত্রের শিলা-চিত্রেও অসংখ্য ভঙ্গির সঙ্গে পরিচয় হ'তে পারে। রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের উচিত, নব্য-শিক্ষিত নৃত্যনিপুণ কয়েকজন লোককে ভারতের সেই-সব দেশে পাঠানো, যেখানে প্রাচীন ও আধুনিক নৃত্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করা যায়। তাহ'লে বাংলাদেশে কেবল যে একটি নূতন কলার জন্ম হবে, তা নয়; সেইসঙ্গে রঙ্গালয়ও অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে উঠবে।

*

অনেকবার বলেছি, আর একবারও বলি যে, নাচ শুধু ঘুঙুরের চটুল আওয়াজ বা তবলার বোলের নকল নয়, কারণ ঘুঙুরকে বাদ দিয়েও নাচ চলতে পারে! নাচ হচ্ছে মনের সমস্ত ভাব প্রকাশের একটি সুন্দর ছন্দ এবং উচ্চশ্রেণীর নৃত্য-কলার মধ্যে জীবনের সমগ্র নাটক তার বিচিত্র আলো-ছায়া ও অশ্রু-হাসি নিয়ে লীলায়িত হয়ে উঠতে পারে।

*

'নাচঘরে'র ছাপা শেষ হয়েছে, এমন সময় শোনা গেল, অতঃপর 'মনোমোহন থিয়েটারে'র পরিচালক হলেন 'আর্ট থিয়েটার লিমিটেড'।

চিত্র-জগৎ

অনেকে ভাবেন অভিনেতা অভিনেত্রীদের নামের কোনো মানে নেই, কিন্তু প্রত্যেকটিরই বিশেষ অর্থ আছে। আমরা উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটির উল্লেখ ক'রছি:—'এলিনর' মানে মশাল; 'ডোরি', ভগবানের প্রসাদ; 'বেঞ্জামিন,' আমার দক্ষিণ হাতের ছেলে; 'জর্জ্জ'—কৃষক; 'ষ্টিফেন' মুকুট; 'হ্যারল্ড'—যোদ্ধার শক্তি; 'রুথ'—স্বপ্ন বা সৌন্দর্য্য; 'ইজাবেল'—ভগবানের শপথ, 'মিউরিয়েল'—সুগন্ধযুক্ত; 'নোরা'—সম্মান।

*

...বিখ্যাত অভিনেতা শ্রীযুক্ত ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কসের ভাইঝি শ্রীমতী ফ্লোরে... ফেয়ারব্যাঙ্কস্ চিত্রজগতে নাম ক'রছেন। তিনি স্বাধীন ভাবেই অভি... ক'রতে চান—কোথাও চুক্তিতে বাঁধা থাকাতে রাজী নন। এই জন্যে ... লোভনীয় ও মূল্যবান চুক্তির প্রস্তাব তিনি অগ্রাহ্য ক'রেছেন। এখন তিনি ...তী মে ম্যাক এ্যাভয়ের সঙ্গে একখানি নোতুন ছবিতে অভিনয় ক'রছে—ছবিখানি অচিরেই মুক্ত হবে।

•

'স্বপ্নপথ' (Dream ftfeet) নামক ছবিখানি মাসকতক আগে কলকাতায় দেখানো হয়েছিল। যাঁরা এই ছবি দেখেছিলেন তাঁরা শ্রীযুক্ত চার্লস এমেট ম্যাক্‌কে ভোলেন নি। আমরা শুনে দুঃখিত হলুম যে মোটর দুর্ঘটনার ফলে সম্প্রতি ওঁ মৃত্যু হ'য়েছে।

•

শ্রীমতী লিলিয়ান গিস্ শুধু খ্যাতিতে নয়—মাথায়ও বেড়ে গেছেন। তাঁর যশোবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি আগেকার চেয়ে ৬/৭ ইঞ্চি বেশী লম্বা হ'য়েছেন। এ কথা শ্রীমতী নিজেই ব'লেছেন। 'রক্তলেখা' (The Sscarlet Letter) আর "জাতি জন্ম" (The Birth of a Nation) এই দুটি ছবিতেই তিনি শ্রীযুক্ত হেন্রী ওয়ালথলের সঙ্গে অভিনয় ক'রেছেন। শ্রীমতী বলেন আগের ছবিতে অভিনয় করবার সময় তিনি ওয়ালথলের কাণ পর্য্যন্ত পৌঁছতেন, কিন্তু শেষের ছবিতে তিনি ঐ অভিনেতার মাথা ছাড়িয়ে গেছেন।

•

হলিউডে বিখ্যাত চলচ্ছবি অভিনেতা অভিনেত্রীদের টেলিফোনের নম্বর টেলিফোন কোম্পানির বইতে নেই। টেলিফোন কোম্পানির অফিসে তা গোপন ভাবে আছে। নানারকমে বহু লোকে তাঁদের ব্যস্ত ও জ্বালাতন করে ব'লে, অভিনেতা অভিনেত্রীদের আত্মরক্ষার জন্যে এই পথ অবলম্বন ক'রতে হ'য়েছে।

•

প...মাউ চিত্র-সঙ্ঘের ভূমিকা-নির্ব্বাচন-কর্ত্তা শ্রীযুক্ত ফ্রেড ডাটিগ (Fred Dati) আবিষ্কার ক'রেছেন যে লাল-চুল যে মেয়েদের মাথায় আছে তাদের চলচ্ছবি অভিনেত্রী হবার বা থাকার সম্ভাবনা খুব কম।

•

তিনি হিসাব ক'রেছেন যে ২৪৫০ জন অভিনেত্রী পদপ্রার্থীদের মধ্যে মাত্র কুড়ি জনের চুলের রং ছিল লাল। সোনার বরণ চুল যাদের তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকই অন্নয়ে নাম ক'রতে পারে। চলচ্ছবিতে খুব যশস্বিনী যাঁরা হ'য়েছেন, তাঁদের ভিতর এই ক'জনের সোনা-রংয়ের চুল আছে—ক্লারা বো, মেরি এ্যাষ্টর, ডোরথি হিল, ডোরোথি লি।

•

স্নায়ুহীন লোক (The Man Without Nerves) একখানি জারমান ছবি। এতে নায়কের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত হ্যারি পিল অভিনয় ক'রেছেন। 'নীল রক্ত' (Blue Blood) আর একখানি নোতুন ছবি—শ্রীযুক্ত জর্জ্জ ওয়ালশ্ এতে প্রধান চরিত্রের ভূমিকা নিয়েছেন।

•

তিনটি কোকিল (Three Cuckoo Clocks) ব'লে যে চিত্র-নাট্যখানি ...তি বেরিয়েছে ... শ্রীমতী নিনা ভান্নাওলিলিয়ান, হল ডেভিস ও শ্রীযুক্ত ...ক বার্কলে অভি... ক'রেছেন।

•

...বো জেষ্ট' ছবি... ইংরাজের গর্ব্বের বিষয় সত্যই আছে। শুধু তার কয়েকটি ...ন ভূমিকার অভি... বিলাতের লোক নন—প্রযোজক শ্রীযুক্ত হার্ব্বার্ট ...ও ইংরাজ।

•

শ্রীমতী এল্‌সি বার্টলেট পোর্টারের সঙ্গে সুবিখ্যাত চলচ্চিত্রাভিনেতা শ্রীযুক্ত জোসেফ শিল্ডক্রটের পরিণয় হ'য়েছে।

শ্রীযুক্ত আইভর নভেলোর আগেকার নাম হ'চ্ছে ডেভিড আইভর ডেভিস। আদালতের হুকুম নিয়ে তিনি সে নাম বদল ক'রেছেন।

রবীন্দ্রনাথের বাণী

১

চাই নূতন রঙ্গালয়

জগৎপূজ্য রবীন্দ্রনাথের পায়ের তলায় ব'সে সেদিন রঙ্গালয় সম্বন্ধে কতকগুলি উপদেশ শুনলুম। কাজের ভিড়ের ভিতরেও ব'সে তিনি যে রঙ্গালয় সম্বন্ধে চিন্তা করবার অবসর পান, এটা খুবই বিচিত্র, কিন্তু এতে বিস্ময় প্রকাশের অবকাশ নেই। কারণ রবীন্দ্রনাথ নিজে একজন উচ্চশ্রেণীর অতুলনীয় অভিনেতা। দেশে নাট্যকলার উন্নতি সাধনের জন্যে সারাজীবনই তাঁর যত্ন ও চেষ্টার অন্ত নেই। প্রকাশ্যভাবে কতবার তিনি অভিনয়ের আয়োজন করেছেন, সকলেই তা জানেন।

তাঁর উপদেশের সার মর্ম্ম আমাদের ভাষায় ব্যক্ত করলুম।

যে-ভাবে এখন সাধারণ রঙ্গালয় চলছে তা মোটেই আশাপ্রদ নয়। যাঁর মনে রসবোধ ও কলাজ্ঞান আছে, সেখানে গিয়ে তাঁর প্রাণ কিছুতেই তিষ্ঠতে পারবে না।

সর্ব্বসাধারণের জন্যে নয়,—যাঁরা ললিতকলার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে চান—তাঁদের জন্যে কি বাংলাদেশে একটি অতিরিক্ত রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করা চলে না?

সাধারণ রঙ্গালয়ে হপ্তায় অনেকবার ক'রে অভিনয় হয়, এই অতিরিক্ত রঙ্গালয়ে তা হবে না।

সাধারণ রঙ্গালয়ের শিল্পীরা দিনের পর দিন ধ'রে দীর্ঘকাল একই নাটকে, একই ভূমিকায় নামতে বাধ্য হন। মানুষ কলের পুতুল নয়, প্রকৃত শিল্পীর প্রাণ এই একঘেয়ে জীবনের ভিতরে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। অতিরিক্ত রঙ্গালয়ে কোন নাটকই দীর্ঘকাল ধ'রে চালানো হবে না।

এমন একটি অতিরিক্ত রঙ্গালয় অবশ্য সর্ব্বসাধারণের সাহায্যে চলতে পারে না। এজন্যে কয়েকজন গুণগ্রাহী রসিকের সাহায্য আবশ্যক। দেশে এমন দুশো লোক খুঁজলে নিশ্চয়ই পাওয়া যায়, মাসে যাঁরা দশটাকা ক'রে দর্শনী দেবেন। তার উপরে অন্যান্য দর্শকের কাছ থেকেও সাহায্য পাওয়া যাবে। তাতেই অতিরিক্ত রঙ্গালয়ের ব্যয় সংকুলান হবে।

অতিরিক্ত রঙ্গালয় আকারে খুব বড় না হ'লেও চলবে, কারণ সেখানে যাঁদের মিলনক্ষেত্র হবে তাঁরা সকলেই বাছা বাছা লোক। সেখানকার আসনাদির ব্যবস্থা হবে সমস্তই উচ্চশ্রেণীর উপযোগী।

পাশ্চাত্য দেশে "লীটল্ থিয়েটার" নামে যে প্রেক্ষাগারগুলি আছে, এই অতিরিক্ত রঙ্গালয় সেই আদর্শেই প্রতিষ্ঠিত হবে।

সাধারণ রঙ্গালয় দর্শকদের মুখ চেয়ে যেমন চলচে চলুক, অতিরিক্ত রঙ্গালয়ের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই থাকবে না।

এখানে যে-সব নাটক নির্ব্বাচিত হবে, কলারসিকের উন্নত মনে তা ভাবের রেখাপাত করতে পারবে। সর্ব্বসাধারণের উপযোগী নয় ব'লে যে-সব উঁচুদরের নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ে অচল, এখানে অনায়াসেই সেই-সব নাটকের অভিনয় সম্ভব হবে।

এমন রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা হ'লে আমাদেরও অভিনয় দেখতে সাধ হয় এবং মনের ভিতরে নাটক লেখবারও ইচ্ছা জাগে।

এই হ'ল গিয়ে রবীন্দ্রনাথের বাণীর সার মর্ম্ম—অর্থাৎ যতদূর আমাদের মনে আছে।

কবির চক্ষু যেমন ধুলো-ভরা মাটির মালিন্য ছেড়ে মাঝে মাঝে নীলাকাশের স্নিগ্ধতায় গিয়ে শান্তি পায়, রসিকের চিত্তও তেমনি রবীন্দ্রনাথের কল্পিত রঙ্গালয়ে গিয়ে মুক্তির সন্ধান লাভ করবে।

খাঁটি আর্টে সওদাগরি দেখলে মন আহত হয়। অথচ সওদাগরি না থাকলে সাধারণ রঙ্গালয়ও অচল হবে। অতএব সেখানে প্রকৃত আর্টের চর্চ্চা হওয়া অসম্ভব। সুতরাং একটি—অন্তত একটিমাত্র—অতিরিক্ত রঙ্গালয় থাকলেও আমরা তবু অনেকটা সান্ত্বনা পেতে পারি।

সাধারণ দর্শকরাও অনেকটা আশ্বস্ত হবেন। অল্পশিক্ষিত কিংবা অরসিক মনের উপরে "গৃহপ্রবেশ" বা "ডাকঘর" বা "রাজা" ঠিক গদারই মতন গিয়ে আঘাত করে। তাই আমোদের জন্যে পয়সা খরচ ক'রে রঙ্গালয়ে গিয়ে এ-সব নাটক দেখলে তাঁরা যার-পর-নাই বিরক্ত হন এবং মনে করেন রঙ্গালয়ের কর্ত্তারা তাঁদের ফাঁকি দিচ্ছেন! অতিরিক্ত রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা হ'লে তাঁদেরও আর আক্ষেপ করবার কারণ থাকবে না।

মাত্র দুইশো জন রসগ্রাহী! এবং জনকয়েক উৎসাহী যুবক! তাহ'লেই কাজ সুরু করা চলে। বাংলা দেশে কি তার অভাব হবে?

পাদপ্রদীপের আলোকে

ডিউজের উক্তি

ইতালীর অমর অভিনেত্রী,—পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নারী-শিল্পী ইলিয়োনরা ডিউসের পরিচয় 'নাচঘরে'র প্রথম বৎসরে প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে তাঁর কতকগুলি উক্তি তুলে দিলুম, পাঠকরা এর ভিতর থেকে তাঁর কলাসরস, উচ্চশিক্ষিত মনের পরিচয় পাবেন এবং বুঝবেন শ্রেষ্ঠ আর্টিষ্টের মনেও কি চিরন্তন হাহাকার গোপন হয়ে থাকে!

*

"রঙ্গালয়কে রক্ষা করতে গেলে রঙ্গালয়কে নিশ্চয়ই ধ্বংস করতে হবে! নট-নটীদের নিশ্চয়ই মড়কে মরতে হবে!—বাতাসকে তারা বিষাক্ত ক'রে তুলেছে, আর্টের সাধনা তারা অসম্ভব ক'রে তুলেছে! তারা নাটকের অভিনয় করে না, তারা ছেলেখেলা করে।

*

"আমাদের উচিত গ্রীক যুগে ফিরে যাওয়া, মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে অভিনয় করা। 'ষ্টল' আর 'বক্স' আর হালফ্যাসানের সান্ধ্য পোষাকের চাপে এবং আহারের পরে রঙ্গালয়ে যারা হজম করতে আসে তাদের অত্যাচারে নাটকের অন্তিমকাল উপস্থিত হয়েছে।

*

"তাকেই বলি সুখ! ছোট্ট একটি ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে ব'সে থাকা—সামনে একটি টেবিল নিয়ে! এবং সৃষ্টি করা!—জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবনসৃষ্টি করা!

*

"কবির সামনে আমরা নত হ'তে বাধ্য—যখন তাঁকে ভ্রান্ত মনে হবে তখনো! তিনি কবি, তিনি কিছু দেখেছেন—একান্তে ব'সে দেখেছেন। তাঁর স্বপ্নাদেশ আমরা মানতে বাধ্য, কারণ তা স্বপ্নাদেশ।

*

"সেক্সপিয়ার আর গ্রীকদের পর আর কোন মহানাটককার জন্মগ্রহণ করেন নি। ইবসেন? যে চেয়ার-টেবিলের ভিড়ে ভরা ঘরে আমি ব'সে আছি, ইবসেন এই ঘরের মত! আমি তাঁকে চাই না।

*

"আমি চাই রোম, আমি চাই কলিসিয়াম, আক্রোপলিস, এথেন্স! আমি চাই সৌন্দর্য্য! এবং জীবনের অগ্নিশিখা।

*

"মেটারলিঙ্ক? তাঁকে আমি পূজা করি। মেটারলিঙ্ক যেন একটি ফুল। কিন্তু তিনি আমাকে মূর্ত্তি দেখান, কুয়াশার মধ্যে।

*

"আমি চেষ্টা করেছি, আমি ব্যর্থ হয়েছি—আমার প্রতি দণ্ডবিধান করা হয়েছে সর্দ্দো ও পিনেরোর নাটকে অবতীর্ণ হবার জন্যে!

*

ওয়াগনার নিজেকে নিজে বলেছেন:—"আমি যা করতে চাই আমি তা করব! আমাকে গ্রহণ করতে পৃথিবীকে আমি বাধ্য করব!"—তিনি সফল হয়েছেন, কিন্তু নিজের উদ্দেশ্য, নিজের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে আত্মসচেতনতা গোপন রাখতে পারেন নি।

*

"বীথোভেন যখন সঙ্গীত রচনা করেন তখন তিনি নিজেকেও ভুলে যান, জগৎকেও! তিনি সচেতন থাকেন কেবল সুখ এবং দুঃখ সম্বন্ধে।

*

"ফ্লবেয়ার—কলাদেবীর পুরোহিত ফ্লবেয়ার, সেক্সপিয়ার সম্বন্ধে কি বলেছেন, স্মরণ আছে কি? 'আমি যদি স্বচক্ষে সেক্সপিয়ারের দেখা পেতুম, তবে তখনি অজ্ঞান হয়ে পড়তুম!'

*

সেক্সপিয়ার ও ভেলাসকুয়েজকে স্বচক্ষে দেখব, এই আমার জীবনের স্বপ্ন!"

*

(পরিচয়:—সার্দ্দো—ফরাসী নাট্যকার। পিনেরো—ইংরাজ নাট্যকার। ওয়াগনার ও বীথোভেন—জার্ম্মাণ সঙ্গীতজ্ঞ। ভেলাসকুয়েজ—স্পেনদেশীয় চিত্রকর। ইবসেন ও মেটারলিঙ্ক তো সকলেরই সুপরিচিত)।

রংমহলের গল্প

ডোরোথি জর্ডনের কাহিনী

ডোরোথি জর্ডনের নাম এদেশে পরিচিত নয়। কিন্তু একযুগে সে ছিল বিলাতের সর্বশ্রেষ্ঠ হাস্যরসের অভিনেত্রী। তার যশ ও সৌভাগ্য দেখে বিলাতের অমর অভিনেত্রী মিসেস সিডন্স পর্য্যন্ত হিংসা প্রকাশ করতেন।

গরিবের মেয়ে ডোরোথির অর্থ, রূপ ও যশের কিছুই অভাব ছিল না। কিন্তু তার শেষ-জীবন অশ্রুজলে করুণ হয়ে উঠেছিল।

তার বাপ মা অভিনয় করতেন। ডোরোথিও ডাবলিন সহরে প্রথম রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়।

সে রঙ্গালয়ের কর্ত্তা ছিল রিচার্ড ডালি। ডোরোথির রূপ দেখে তার এমন মাথা ঘুরে যায় যে শেষটা সে জোর ক'রে তার সর্ব্বনাশ করে। অবিলম্বে তার সন্তান সম্ভাবনা হ'ল। নারী-জীবনের চরম অপমান এবং ডালির কবল থেকে মুক্ত হবার জন্যে ডোরোথি ইংলণ্ডে পালিয়ে গেল।

লণ্ডন সহরে দেখতে দেখতে তার অভিনয়-চাতুর্য্যের কথা লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল। তার অসীম রূপ-যৌবনের লোভে অগুণ্তি প্রেমিকেরও অভাব হ'ল না। ডোরোথি কিন্তু অটল রইল।

এই সময়ে রিচার্ড ফোর্ড নামে এক ব্যারিষ্টারের সঙ্গে ডোরোথির পরিচয় হ'ল। বিবাহ ও গার্হস্থ্য জীবনের লোভ দেখিয়ে ডোরোথির হৃদয়ে সে একটি স্থায়ী আসন দখল করলে; ডোরোথি তাকে স্বামীর মতই ভালোবাসত এবং তার মাহিনা থেকেই ফোর্ড পরম আরামে জীবন যাপন করতে লাগল। ফোর্ড কিন্তু ডোরোথিকে বিবাহ করলে না।

ডিউক অফ ক্লারেন্স (পরে ইংলণ্ডের রাজা) ডোরোথির প্রেমে পড়লেন। অনেক দিনের চেষ্টার পরে, অনেক কাকুতি মিনতির পর ডোরোথি আর যুবরাজকে উপেক্ষা করতে পারলে না। তখন তার বিবাহের স্বপ্ন ছুটে গেছে। সে যুবরাজের উপপত্নী হ'ল।

রাজার কাণে একথা উঠল। যুবরাজকে ডেকে তিনি বললেন, "এ-সব কি, এ-সব কি? তুমি নাকি একটা নটীকে বাঁধা রেখেছ?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"বটে! তাকে কত টাকা ক'রে দাও শুনি?"

—"বছরে পনেরো হাজার টাকা!"

—"পনেরো হাজার? বড় বেশী, বড় বেশী! সাড়ে সাত হাজার দিও!"

যুবরাজের চরিত্রহীনতার জন্যে রাজা কিছুমাত্র রাগ প্রকাশ করলেন না, কেবল উপপত্নীর মাহিনা কমাতে বললেন! গত শতাব্দীতে ইংলণ্ডের নীতিজ্ঞান ছিল এম্নি ধারাই!

যুবরাজ ডোরোথিকে বৎসরে পনেরো হাজার টাকা দেবার অঙ্গীকার করেছিলেন বটে, কিন্তু সে অঙ্গীকার মাত্র! কারণ যুবরাজের নিজের খরচ এত বেশী ছিল যে, টাকা দেওয়া দূরে থাক, ডোরোথি রঙ্গালয় থেকে যা-কিছু রোজগার করত যুবরাজ তার সমস্তই নিজের হাতে গ্রহণ করতেন!

এই ব্যাপার নিয়ে লোকের মুখে মুখে অনেক রকম ছড়া চলত। একটি ছড়ার নমুনা :—

"As Jordan's high and mighty squire
Her playhouse profits deigns to skim,
Some folk audaciously enquire,
Does he keep her or she keep him?"

ডোরোথি এমন প্রাণ-মন দিয়ে যুবরাজকে গ্রহণ করেছিল যে, আপনার কষ্টার্জ্জিত সমস্ত অর্থ তাঁর হাতে তুলে দিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করত না। দীর্ঘ বিশ বৎসর কাল সে যুবরাজের সঙ্গিনী ছিল। এর মধ্যে একদিনের জন্যেও সে অবিশ্বাসিনী হয় নি। তার জীবন ছিল বিবাহিত জীবনের মতই পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক। তার চরিত্রের প্রভাবে যুবরাজের বিশৃঙ্খল জীবনও সংযত হয়ে উঠেছিল,—এমন কি যুবরাজ পার্লামেন্টে যে সব বক্তৃতা দিতেন তার ভিতরেও ডোরোথির হাত ও শিক্ষিত মনের প্রভাব থাকত! যুবরাজের পারিবারিক উৎসবাদিতেও ডোরোথি গৃহস্বামিনীর পদে অধিষ্ঠিত হয়ে ইংলণ্ডের সর্ব্বোচ্চ সম্ভ্রান্ত

ব্যক্তিগণকে অভ্যর্থনা করত। সুতরাং ডোরোথিকে যাঁরা সাধারণ পণ্যাঙ্গনা ব'লে মনে করবেন, তাঁরা ভুল করবেন।

কিন্তু এমন একদিন এল যুবরাজ যেদিন বলতে লজ্জিত হ'লেন না—"আজ থেকে আর আমাদের দেখা হবে না!"

উত্তরে ডোরোথি যুবরাজকে একটিও কটু কথা বললে না!

বুকের ভিতরে জলন্ত চিতা নিয়ে ডোরোথি একান্ত ভাবে নাট্য-সাধনায় নিযুক্ত হ'ল। কিন্তু এত বড় দুর্ভাগ্যের আঘাতে যার মন থেকে সমস্ত আশা-আনন্দের আলো নিবে গেছে, সে কি আর অপরকে আনন্দ দিতে পারে? তার অভিনয় আর তেমন জমল না।

জীবনে কোনদিন সে টাকা জমাতে পারে নি, টাকার পূজা করে নি। কাজেই এখন তার অর্থকষ্টের আর সীমা রইল না।

যুবরাজের ঔরসে ডোরোথির দশটি ছেলে-মেয়ে হয়েছিল। তার অধিকাংশই বড় বড় বংশে বিবাহিত হয়েছিল। এক মেয়ের বিয়ে হয়, আর্ল ফকল্যাণ্ডের সঙ্গে। আর দুই মেয়েও আর্ল ও লর্ডের ঘরণী হয়। তার এক ছেলে আর্ল অফ মানষ্টার নামে বিখ্যাত।

অর্থকষ্টে প'ড়ে ডোরোথি শেষটা যুবরাজের কাছে সাহায্য ভিক্ষা চাইলে। উত্তর কি পেলে জানি না, কিন্তু প্রকাশ যে, পাছে ডোরোথি তাঁকে বিরক্ত করে সেই ভয়ে যুবরাজ ভয় দেখিয়ে তাকে ফ্রান্সে নির্ব্বাসিত করেন!

সেইখানেই, এক বৎসরের মধ্যে (১৮১৬ অব্দে) পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে অভাগিনী ডোরোথির মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে সে ভিখারিণীর মতন দারিদ্র্যের যাতনা ভোগ করেছিল। তার উপাধিধারী ছেলে-মেয়েরা টাকার কাঁড়ির উপরে ব'সেও মায়ের পানে ফিরে তাকায় নি!

পরে ডোরোথির প্রপৌত্র ডিউক অফ ফাইফের সঙ্গে রাণী ভিক্টোরিয়া তাঁর প্রপৌত্রী রাজকুমারী রয়েলের (রাজা জর্জ্জের সহোদরা) বিবাহ দেন! অদৃষ্টের পরিহাস!

বেচারী ডোরোথির একমাত্র দোষ এই যে, পুরুষের হৃদয়কে সে বিশ্বাস করেছিল!

(আস্‌ছে বারে :—গ্যারিকের নিষ্ঠুর প্রেমকাহিনী)

বাদ্‌লার গান

আজ আকাশের নয়ন-জলে
পিয়ালা মোর যায় ভ'রে!
রাঙা হৃদয় কাজল ক'রে
পড়ুছে সজল সুর ঝ'রে।

ঝরুচে সবুজ পাতার গানে
তোমার বাঁশীর সুরট-তানে,
দেয়ার তালে কেয়ার প্রাণে
ঝরুচে সারা দিন ধ'রে।

নরম তোমার বুকের বাসায়
একলা আমার যায় বেলা,
দেখ্‌চি ব'সে তাল-পুকুরে
চকাচকীর জল্‌-খেলা!

মেঘ্‌লা আনে কেবল কালো,
চোখ-চপলার প্রদীপ জালো!
বেসেচি আজ প্রেমকে ভালো,—
পাত্র আমার চায় তোরে!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

কোরিয়ো

(জাপানী নাটক)

চরিত্র

[প্রথম শিটে—একটী বৃদ্ধ লোক।
দ্বিতীয় শিটে—কোশেকো।
ওয়াকি—কোরিয়ো।]

প্রথম অঙ্ক

ওয়াকি

আমার নাম—"কোরিয়ো"। সম্রাট "কোশো"র প্রজা আমি।…অনেক কাজে ব্যস্ত থাকলেও, মাঝে মাঝে এক অদ্ভুত স্বপ্ন এসে উপস্থিত হয় আমার সামনে।…আমি যেন দেখি যে,—"কাহি"র সেই মৃন্ময় সেতুর উপর আমি দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় একটী বৃদ্ধ লোক অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ ক'রে, আমার কাছে আসে।…তারপর, তার একটি জুতা নীচে ফেলে দিয়ে, আমাকে তা কুড়োতে বলে!…তার এই ব্যবহার আমার কাছে অত্যন্ত অভদ্র ব'লে বোধ হয়!… কিন্তু, তাকে যেন কোন অসাধারণ ব্যক্তি মনে ক'রে, এবং তার বৃদ্ধত্বের স্থবিরতা দেখে,' আমি জুতাটি নিজের হাতে তুলে নি!…তখন সে বলে, "তোমার মন খুব খাঁটি!…পাঁচদিন পরে আবার তুমি এখানে এস!…আমি তোমাকে যুদ্ধের বিষয় শিক্ষা দে'বো!…" এর পরই, আমার ঘুম ভেঙে যায়!…

আজ এই ষষ্ঠ দিন!…"কাহি"-র দিকে আমি যাচ্ছি!…পূর্ব্বের উদয়-তোরণে ধীরে ধীরে জেগে উঠ্‌ছে ওই—তরুণারুণের রক্ত উত্তরী!…আমার ভাব্‌না হচ্ছে,—পাছে আমি দেরী ক'রে ফেলি!…পাহাড়ের চূড়ায় সোণার মোহর্‌ ঝ'রে প'ড়্‌ছে!…এই আমি এসে পৌঁছেচি—সেই সেতুর উপর!…

শিটে

কোরিয়ো!…তুমি দেরী ক'রে এসেছ!…তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা, রাখতে পারনি!…আমি এখানে অনেক আগেই এসেছি!…অতি বিলম্ব,—অতি বিলম্ব করেছ তুমি!…ওই শোন,—প্রভাতী-ঘণ্টা বাজ্‌ছে ওখানে!…

কোরাস্‌

যদি তোমার মন পবিত্র হয়, তা হ'লে, পাঁচ দিন পরে আবার এখানে এস!… আমি এখানে থাকবো, এবং তোমাকে রণকৌশল শিক্ষা দে'বো!…তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কোরো, আর, এবারে সময় ঠিক রেখো!…বৃদ্ধলোকটী যেন কত ক্রুদ্ধ হ'য়েছে ব'লে, বোধ হ'লো!…কী রকম অকস্মাৎ সে চ'লে গেল!… কোরিয়ো! এবারে যথাসময়ে ঠিক এখানে হাজির থেকো!…

কোরিয়ো

সে যে ক্রুদ্ধ হ'য়েছে, এজন্য আমি দুঃখিত!…কিন্তু, সম্পূর্ণ-এক বিদেশীর কথা কেন আমি শুনতে যাবো?…নির্ব্বোধ আমি!…না, না,—সে যে আমাকে সৈন্য-পরিচালন-বিদ্যার গুপ্ত তথ্য ব'লে দেবে!…

কোরাস্‌

বৃদ্ধ তার সময়ের অপব্যবহার ক'রতে চায় না!…তবুও, সে আবার আসবে ব'লে বোধ হয়!…এখান থেকে যাবার সময়, তার মুখে ফুটে উঠেছিল হাসি,— আনন্দের হাসি!…

দ্বিতীয় অঙ্ক

কোরিয়ো

তুষার-বিন্দুর বিচিত্র শুভ্রতায় চারিদিকে যেন একটা অপার্থিব শোভা ফুটে উঠেছে !…রং-বেরঙের সারস্ উড়ে' চ'লেছে—অসীমার বুকের ভিতর দিয়ে !… "হাকু"র উপত্যকাতেই হেমন্তের বিকাশ !…পাহাড়ী-পথ নির্জ্জন !…

কোরাস্

নিশীথ-প্রভাতের পাণ্ডুর চন্দ্রলেখা এসে প'ড়ছে—সারাটা পৃথিবীর বুকে, আর ওই পাহাড়গুলির ফাঁকে ফাঁকে !…"কাহি"-সেতুর উপর তুষারের চাদর পাতা র'য়েছে !…সেতুর নীচে নদীর জল উদ্দাম গতিতে ছুটে চ'লেছে !… সেতুর উপর তুষার-কণার বুকে ত কোনই পদচিহ্ন দেখতে পাচ্ছি না !…তা হ'লে, এখনো কোন লোক আসে নি !…কোরিয়ো ! এ তোমার সৌভাগ্য !… ও কি !…ওই যে একটী ছায়া তার অশ্বকে সঞ্চালিত ক'রে আনছে এদিকে !…

বৃদ্ধলোক

আমি-ই সেই বৃদ্ধ !…আমার নাম—"কোশেক্কো"…যে-হেতু 'কোরিয়ো' বোকা নয়, আমার কাছে বিদ্যা শিখবার জন্ত সে খুব বাধ্য হ'য়ে আছে—

কোরাস্

এবং যেহেতু সাধারণের প্রতি তার সহানুভূতি আছে—

কোশেক্কো

তাই সুদূর স্বর্গেও তার উদার মনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠছে !…

কোরাস্

দেবতারা তাকে আশীর্ব্বাদ ক'রতে প্রস্তুত !

কোশেক্কো

যুদ্ধের গুপ্তকাহিনী আমি তাকে ব'লবো !…

কোরাস্

কোশেক্কো ব'লছে যে, কেমন ক'রে শত্রু-দমন এবং লোক-শাসন ক'রতে হয়, সে-বিষয়ে সে "কোরিয়ো"কে শিক্ষা দেবে !…এখানে আস্‌বার সময়, সে অশ্বকে উত্তেজিত ক'রলে এবং দূর থেকেই তার মূর্ত্তির হঠাৎ পরিবর্ত্তন হ'লো !… "কোরিয়ো" তা' দেখলে, এবং, গভীর বিস্ময়ে, অসীম সম্ভ্রমে নতজানু হ'য়ে সেখানে ব'সে, "কোশেক্কো"র জন্তে অপেক্ষা ক'রতে লাগ্‌লো !…

কোশেক্কো

'কোরিয়ো' ! তুমি ঠিক সময়েই এসেছ !…শোন,…কাছে এস !…

কোরিয়ো

'কোরিয়ো' উঠে দাঁড়ালো' এবং তার পোষাক ও টুপি খুলে ফেললে !…

কোশেক্কো

সে যে বুদ্ধিমান, এ-কথা আমি খুব ভালভাবেই জানি !…কিন্তু তবুও, আমি তাকে পরীক্ষা ক'রবো !…

কোরাস্

কোশেক্কো হঠাৎ তার একপাটি জুতা ছুঁড়ে দিলে !…সেটা গিয়ে প'ড়লো— নদীর জলে !…

কোরাস্

"কোরিয়ো"ও অমনি কিছুমাত্র ইতস্তত না ক'রে নদীর মধ্যে লাফিয়ে প'ড়লো —জুতাটার জন্ত !…নদীটী প্রবাহিত হচ্ছিল—দুটী পাহাড়ের ভিতর দিয়ে !… কি প্রখর তার স্রোত ! কি দ্রুত তার গতি !…ঢেউয়ে ঢেউয়ে ধাক্কা খেয়ে ভাসতে ভাসতে সে এগিয়ে চল্‌লো !…কিন্তু তবুও, জুতাটাকে ধ'রতে পার্‌লে না !… দেখ,—দেখ ! স্রোতের গতি যেন পিছিয়ে আসছে !…ঘন কুহেলীতে ঢেকে গেল ওই স্থানটী !…একটী ভীষণাকার সর্প, জিহ্বা বিস্তার ক'রে, ওই আঁধারের মধ্যে দিয়ে খরস্রোতে ভেসে আসছে !…"কোরিয়ো"র সঙ্গে সে যুদ্ধ ক'রছে !… ধ'রলে,…এইবার "কোরিয়ো" ওই জুতাটা ধ'রলে !…

কোরিয়ো

"কোরিয়ো" ধীরে ধীরে তার তরবারী বা'র করলে !…

কোরাস্

সে—সাপটার উপর প্রবল এক আঘাত ক'রলে !…অসিতে তার বিদ্যুৎ-মালা ঝরে পড়ল !…দেখ,…দেখ !…সাপটা পিছিয়ে যাচ্ছে !…যে কোরিয়োকে ছেড়ে পালালো !…তারপর কোরিয়ো অসি কোষবদ্ধ ক'রলে, এবং জুতাটী কোশেক্কোর কাছে এনে, তার পায়ে তাড়াতাড়ি সসম্ভ্রমে পরিয়ে দিলে !…

কোশেক্কো

কোশেক্কো ধীরে ধীরে তখন তার ঘোড়া হ'তে নাম্‌লো !…

কোরাস্

তারপর সে প্রীতি-মাখা স্বরে বল্‌লে, "সুন্দর !…সুন্দর !…" ব'লেই,কোরিয়োর হাতে—প্রাচীন যুদ্ধের গুপ্ততথ্য-সম্বলিত একটী গুটানো পত্র দিলে !… পরে বললে, "ওই সাপই ছিল—স্বয়ং ছদ্মবেশিনী দেবী-ওয়াম্নন !…তিনি তোমার হৃদয় পরীক্ষা ক'রতে এসেছিলেন !…এখন হ'তে তিনিই তোমার আরাধ্যা হবেন !…"

সাপটী মেঘের দিকে চ'লে গেল, আর, কোশেক্কো…পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় ফিরে গেল !…সারা আকাশটা জল্ জল্ ক'রে উঠলো তার দেহের জ্যোতিতে !…তার পরই সে একটী পীতবর্ণ প্রস্তরে পরিণত হ'য়ে গেল !…

[যবনিকা]

শ্রীভারতকুমার বসু।

পুস্তক-পরিচয়

চাঁদসদাগর—শ্রীবসন্তবিহারী চন্দ্র এম, এ, প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান, দি বুক কোং, ৪।৪ এ, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ১।০।

বইখানি নাটক। চাঁদ সদাগরের কাহিনী বাঙ্গালী মাত্রই জানেন। নাটক খানি সেই প্রসিদ্ধ কাহিনী অবলম্বন করিয়া লিখিত। চলিত কথা, সাহিত্য ও মনসার ভাসান হইতে গ্রন্থকার তাঁহার তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছেন। চন্দ্রধর বণিকের ঐকান্তিক শিবভক্তি, অলৌকিক ধর্ম্মনিষ্ঠা, মনসাদেবীর সহিত বিবাদের পর চন্দ্রধরের কিরূপে দিব্যজ্ঞানলাভ ঘটিল, কি করিয়া মনসা-পূজার প্রচলন হইল নাট্যকার নাটকের মধ্য দিয়া তাহা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বই-খানি এইরূপ কতকগুলি ঘটনার সমষ্টি। মাঝে মাঝে গিরীশবাবুর ছন্দের অনুকরণের ও চেষ্টা আছে। আধুনিক যুগের সাধারণ রঙ্গমঞ্চের এ নাটক চলিবে বলিয়া মনে হয়। ডাক্তার শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস, এম, এ, পি এইচ, ডি লিখিত গবেষণাপূর্ণ ভূমিকাটি পুস্তকের গৌরব।

দেবদূত—শ্রীমন্মথমোহন বসু এম, এ প্রণীত। বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও বিনামূল্যে বিতরিত।

বইখানি বালকবালিকাদের উপযোগী স্বাস্থ্যনীতিমূলক নাটিকা। নাটিকা-খানিতে প্রোটীন, কার্ব্বোহাইড্রেট, ভাইটামিন প্রভৃতি পদার্থ ব্যক্তিরূপে কল্পিত হইয়াছে। এই সকল ব্যক্তি কথোপকথন দ্বারা নিজ পরিচয় দিয়া শিক্ষা ও আনন্দ দিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই ধরণের নাটিকা বোধ করি, বাংলা ভাষায় এই প্রথম। যদিও ইংরাজীতে Everyday Godmothers প্রভৃতি এই জাতীয় নাটিকা অনেক আছে। এই প্রকার বই স্কুলের ছেলেরা অভিনয় করিলে অনেক নতুন জিনিস শিখিতে পারিবে। এই বইএর প্রচলন আমরা কামনা করি।

নমো নটনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিফোন নং ৩০৪০—বড়বাজার।

শুক্রবার ৩রা জুন, ২০শে জ্যৈষ্ঠ, ম্যাটিনী ৫টায়

ক্ষীরোদপ্রসাদের চিরনূতন ঐতিহাসিক নাটক

আলমগীর

আলমগীর—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

উদীপুরী—শ্রীমতী চারুশীলা

পরদিন শনিবার, ২১শে জ্যৈষ্ঠ, রাত্রি ৭॥০ টায়

ক্ষীরোদপ্রসাদের সেই যুগান্তকারী নাটক

প্রতাপাদিত্য

(ত্রয়োদশ অভিনয় রজনী)

প্রতাপ—শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায়

কল্যাণী—শ্রীমতী প্রভা

বিজয়া—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী

(অন্যান্য ভূমিকা পূর্ব্ববৎ)

কুঞ্জ ও দজ্জা

পরদিন রবিবার ম্যাটিনা ৫ টায়

গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ সামাজিক নাটক

প্রফুল্ল

(মহাসমারোহে দ্বিতীয় অভিনয় রজনী)

যোগেশ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সীট রিজার্ভ হয়। অভিনয়ান্তে মোটরবাস পাওয়া যাইবে

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্তৃক মুদ্রিত ও ২নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৪র্থ বর্ষ
৩য় সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

২৭শে জ্যৈষ্ঠ
১৩৩৪

নাট্য-জগৎ

আর্টে তুলনামূলক সমালোচনা পছন্দ করি না। অধিকাংশ স্থলে তুলনা শুধু রসবিরোধী ও বিজ্ঞানবিরোধী নয়, সেই সঙ্গে অশান্তিকর ও বিপদজনকও বটে।

*

এবং পদ্ধতিটা সেকেলে। সমালোচনা যত বেশী পুরাতন, তার মধ্যে তুলনার মাত্রাও দেখবেন ততোধিক। সমালোচকের অভিজ্ঞতা এখন তুলনাকে প্রায় ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে।

*

অনেকে আমাদের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন, দুই রঙ্গালয়ের "প্রফুল্ল" দেখে একটা তুলনামূলক সমালোচনা করতে। কিন্তু তাঁরা উপভোগ করবেন ব'লে আমরা তপ্ত কটাহে আরোহণ করতে প্রস্তুত নই।

*

অতএব সেকাল ও একালের অনেক "প্রফুল্লে"র অভিনয় দেখলেও তুলনাকে আমরা সর্ব্বত্রই পরিহার ক'রে চলব। পিছল পথের পথিক হলুম না ব'লে যাঁরা হতাশ হবেন, তাঁদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি।



আলমগীরের ভূমিকায়—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

*

প্রথম "যোগেশ" কি স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্র? কিন্তু তাঁর অভিনয় দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। অতএব তাঁর সম্বন্ধে আমরা মৌনব্রত অবলম্বন করতে বাধ্য।

*

যোগেশের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্রকে দেখেছি একাধিকবার। "নাচঘরে"র প্রথম বৎসরে "গিরিশচন্দ্র" প্রবন্ধে এই বিষয় নিয়ে আলোচনাও করেছি। গিরিশ-চন্দ্র যোগেশের ভূমিকায় বাস্তব অভিনয় করতেন। আর্টে যে মার্জ্জনা-যোগ্য আতিশয্য ও কৃত্রিমতা থাকে, গিরিশচন্দ্র অনেক স্থানে তাও বর্জ্জন ক'রে চলতেন। যোগেশের ভূমিকায় তিনি যে 'পার্সনালিটি' বা ব্যক্তিত্ব, সূক্ষ্ম অনুভূতি, করুণ রসের অজস্র ধারা ও সেই সঙ্গে যোগেশের মত্ততার মধ্যেও যে অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য সঞ্চার করতে পারতেন, তা এ জীবনে ভুলব না। সেই সঙ্গে এটাও ব'লে রাখি, কোন অভিনেতাই যোগেশের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্রকে আজ পর্য্যন্ত অতিক্রম করতে সক্ষম হন নি।

*

অর্দ্ধেন্দুশেখরের 'যোগেশে'র অভিনয়ও সুরবর্জ্জিত ও বাস্তব হ'ত। তিনি চমৎকার অভিনয় করতেন, কিন্তু তার মধ্যে স্থানে স্থানে চপলতা ও তারল্য থাকত। শেষ-দৃশ্যে করুণ রসও উচিতমত প্রগাঢ় হয়ে উঠত না।

*

অমরেন্দ্রনাথের 'যোগেশে'র অভিনয়ে ব্যক্তিত্ব, ধীরতা ও চিন্তাশীলতার অভাব ছিল। তাঁর অভিনয় আমাদের মনে ছাপ রাখতে পারে নি।

*

দানীবাবুকে 'যোগেশের' ভূমিকায় বছর তিন চার আগেও দেখেছি, এবারও দেখলুম। এবারকার দ্বিতীয় অভিনয়-রাত্রে তাঁকে দেখে মনে হ'ল, তিনি যেন তাঁর পনেরো বৎসর আগেকার পুরাণো শক্তি আবার ফিরিয়ে পেয়েছেন! বিশেষ কয়েকটি দৃশ্যে তাঁর অভিনয় ও অঙ্গভঙ্গি অত্যন্ত মনোহারী হ'য়েছিল। সকলকে তাঁর অভিনয় দেখতে অনুরোধ করি।

*

আজ আমাদের বিশেষ আলোচ্য, শিশিরকুমারের গৃহীত 'যোগেশে'র ভূমিকা। এর আগে বীররসপ্রধান ও অন্য নানা নাটকে প্রায়ই তিনি অলঙ্কৃত অভিনয় ক'রে নাম কিনেছেন, ঘরোয়া সামাজিক নাটকে এই তাঁর প্রথম রঙ্গাবতরণ,—নব-যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতার পক্ষে নিশ্চয়ই এটা স্মরণীয় ঘটনা এবং সেই কারণেই বিশেষরূপে আলোচনাযোগ্য।

*

যোগেশের ভূমিকায় তাঁর অভিনয়ে সর্ব্বপ্রথমে যা দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে তা হচ্ছে সহজ-সরল বাস্তবতা এবং সেই সঙ্গে যুগোপযোগী আধুনিকতা। হাততালির মোহে অভিনয়কে রংদার করতে দেখি অনেক বড় কলাবিদকেও। কিন্তু যোগেশের ভূমিকায় শিশিরকুমার তাঁদের অনেক উপরে উঠে প্রমাণিত করেছেন যে, আর্টের ক্ষেত্রে তিনি হাততালির প্রাধান্য মানেন না।

*

কী স্বাভাবিক তাঁর অভিনয়, আগাগোড়া এতটা স্বাভাবিকতা যে রঙ্গমঞ্চের উপর সম্ভব হ'তে পারে, শিশিরকুমারের অভিনয় না দেখলে সে কথা বিশ্বাস করা শক্ত! চমকদার আবৃত্তি, চোখ-ঠকানো ভঙ্গি বা উত্তেজক চীৎকারের দ্বারা শিশিরকুমার অনায়াসেই যোগেশের ভূমিকা জমাতে পারতেন। সে সব trick বা প্যাঁচ যে তাঁর জানা আছে, বহু ভূমিকায় তিনি তার প্রমাণ দিয়েছেন। কিন্তু যোগেশের ভূমিকায় এ-সব কৌশল ব্যবহার করলে তার স্বাভাবিকতা আহত হ'ত। তাই উচ্চশ্রেণীর কলাবিদের মতই তিনি এ সুযোগ ও প্রলোভন ত্যাগ করেছেন। কিন্তু তাঁর এই ত্যাগস্বীকারের মহিমা জনতা ও জনপ্রিয় সমালোচকরা বুঝতে পারবে ব'লে মনে করি না।

*

শিশিরকুমারের 'যোগেশে'র অভিনয়ে আর-একটা বড় জিনিষ হচ্ছে, তার মধ্যে সঙ্কেতের প্রাধান্য। ফরাসী কবি ভার্লেনের কবিতার মত শিশিরকুমারের অভিনয়ও "always suggestion, never statement, always a renunciation"। এবং ডিউজের অভিনয় সম্বন্ধে আর্থার সিমন্স যা বলেছেন, শিশিরকুমারের অভিনয় সম্বন্ধেও সেই ভাষায় বলতে পারি "And it conquers almost the last obstacle, as it turns the one wholly external art, based upon mere imitation, existing upon the commonest terms of illusion, triumphing by exaggeration, into an art wholly subtle, and almost spiritual, a suggestion an evasion, a secrecy."

*

এই যে suggestion বা সঙ্কেত,—আধুনিক চিত্রে, ভাস্কর্য্যে, স্থাপত্যে, সঙ্গীতে, নৃত্যে, কাব্যে ও অভিনয়ে তার প্রভাব যেমন বেড়ে চলেছে, সেই অনুপাতে তা বুঝবার লোক কিন্তু বেড়ে উঠছে না। একেবারে সবটা ব্যক্ত না করলে মন ওঠে না এখনো এই দলেই লোক বেশী। উচ্চ স্তরের আর্টের নূতন বিকাশ ঘটলেই তার বিরুদ্ধে তাই এমন গগনভেদী কোলাহল শুনতে পাই।

*

ফেউ ডাকা অনেক সময়ে বাঘের আগমন সূচনা করে। তেমনি অনেক সময়ে তথাকথিত কোলাহলই দেশে উচ্চশ্রেণীর আর্টের আগমন-সংবাদ দেয়। এই কোলাহল শ্রেষ্ঠ কলার আগমনী-গান! পরে আর্টই থাকে, মরে খালি কোলাহল।

*

যাঁদের শক্তি কম, তাঁরাই রঙের উপরে রঙ চড়িয়ে, নানান অলঙ্কার দিয়ে রঙ্গমঞ্চের উপরে আপনাদের দুর্ব্বলতার ঢাকবার চেষ্টা করেন। শিশিরকুমারের তা করবার দরকার নেই। কারণ তিনি নিশ্চয়ই জানেন যে, "all stage actions and all stage words must first of all be clearly seen, must be clearly heard" (গর্ডন ক্রেগ)। তাঁর বাণী ও ভাবভঙ্গির ভিতরে এতটুকু জড়তা নেই। এবং ঐ স্পষ্টতার জন্যেই যোগেশের ভূমিকায় এমন সমারোহহীন, সহজ ও স্বাভাবিক অভিনয়ও এতখানি মর্ম্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে।

*

অভিনেতার ভাব-ভঙ্গির ভিতরে কতটা ক্রিয়া বা গতি থাকা সম্ভব, জ্ঞানদার মৃত্যুদৃশ্যে শিশিরকুমার তা দেখিয়েছেন। তখন তিনি যেন কথা না কইলেও কোন ক্ষতি ছিল না—কারণ তখন তাঁর মুখের উপর দিয়ে তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত ভাবের পর ভাবের লীলা প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছিল—প্রত্যেক ভাবটি আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, এবং প্রবহমান হ'লেও প্রত্যেক ভাবটি মুহূর্ত্তকালের মধ্যেই হয়ে উঠছিল ভাস্করের স্থির শিলাচিত্রের মতই অতি স্পষ্ট! সেই যাত্রা-চঞ্চল ভাবের প্রবাহই যোগেশের মনের কথা যতদূর ফোটাবার তা ফুটিয়ে তুলছিল।

*

শুনতে পাই অভিনেতার সব-চেয়ে বড় আর্ট হচ্ছে, এই গতিশীল মুহূর্ত্তের ভাবকে অভিব্যক্ত করায়। যোগেশের ভূমিকায় শেষ-অংশে শিশিরকুমার এই কঠিন কার্য্যে সফল হয়েছেন এবং কেবল এই এক কারণেই যোগেশের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় আশ্চর্য্য-রকম সার্থক হয়ে উঠেছে।

*

"আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল" এই কথাগুলি বলবার সময়ে শিশিরকুমার তাঁর মুখে বারংবার যে কান্না-মাখা হাসির অবতারণা করেছিলেন, তা যেমন বিচিত্র তেমনি অপূর্ব্ব! এ হাসি তাঁর নিজের সৃষ্টি। গিরিশচন্দ্র এখানে প্রস্তরীভূত মূর্ত্তির মত শুম্ভিত হয়ে থাকতেন, অর্দ্ধেন্দুশেখর মুখ ঢেকে রোদন করতেন, অমরেন্দ্রনাথ অধীর ভাবে চেঁচিয়ে উঠতেন এবং দানীবাবু অর্দ্ধ-চেতন ও অর্দ্ধ-অচেতনের মতন হয়ে থাকেন। শিশিরকুমার শেষের দিকে 'যোগেশ'-ভূমিকায় যে নূতন 'ধারণা' করেছেন, তাতে এই আধ-পাগলের মত কান্না-মাখা হাসি তাঁর মুখে অত্যন্ত খাপ্ খেয়ে গেছে।

*

শুনছি, কেউ নাকি বলেছেন শিশিরকুমারের 'যোগেশ' "unemotional"। গিরিশচন্দ্রের "যোগেশ"ও যতটা "unemotional" ছিল, শিশিরকুমারের "যোগেশ"ও তার চেয়ে বেশী "unemotional" নয়। যেখানে দরকার, শিশিরকুমারের 'যোগেশ'ও সেখানে emotionএর পরিচয় দিয়েছে। দুঃখের পর দুঃখের আঘাতে যোগেশের বুক ক্রমে এত কঠিন হ'য়ে ওঠে যে, সেখানে emotionএর ছাপ সহজে বসে না—যোগেশ-চরিত্রের এইরকম ধারণাই যুক্তি-সঙ্গত। যোগেশ মৃত স্ত্রীকে পথে ফেলে রেখে যায়—অনাহারী পুত্রের হাত থেকে পয়সা ছিনিয়ে নেয়! আমাদের বিশ্বাস, গিরিশচন্দ্রের কাছ থেকেই শিশিরকুমার তাঁর এই ধারণার ইঙ্গিত লাভ করেছেন। যোগেশ-চরিত্রের আগাগোড়া "emotional" করলে তার সমস্ত বিশেষত্বই নষ্ট হ'য়ে যায়।

*

মোটকথা, "নাট্যমন্দিরে"র যোগেশ আমাদের মোহিত করেছে এবং বর্ত্তমান যুগে আমরা এইরকম যোগেশকেই দেখতে চেয়েছিলুম। শিশিরকুমার যে বোকা-ভুলানো সস্তা অভিনয় করেন নি, এজন্যে তাঁকে অনেক ধন্যবাদ!

*

আর্ট থিয়েটার যে 'মনোমোহন থিয়েটার' পরিচালনা করবেন, এজন্যে আমরা অত্যন্ত আশান্বিত হয়েছি। কারণ এটা অন্তত নিশ্চিত যে, 'মনোমোহনে', অতঃপর প্রথম শ্রেণীর রাবিস নাটকের উৎসব আর চলবে না।

*

খুব উচ্চশ্রেণীর নাটকীয় রস জনসাধারণ হয়তো গ্রহণ করতে পারে না। আবার একেবারে ওঁচা নাটক অভিনয় করলেও যে রঙ্গালয় অচল হয়, 'মিত্র থিয়েটারে'র পতনে সেটা বোধ হয় সকলেই বুঝতে পেরেছেন। "শ্রীদুর্গা" বা "দেবলাদেবী"র মত নাটকের কাল এখন গিয়েছে।

*

শীঘ্রই 'ষ্টার' খুলবেন 'সাগরিকা' ও 'মগের মুল্লুক', এবং 'নাট্যমন্দির' খুলবেন 'ষোড়শী', কিন্তু 'মিনার্ভা'র অভিপ্রায় কি? আবার কি 'ধর্ম্মের বন্যায় রঙ্গমঞ্চ প্লাবিত' করবার নূতন চেষ্টা চলবে?

কিন্তু 'মিনার্ভা'র বাহাদুরি আছে! বর্ত্তমানকে অবহেলা ক'রেও মিনার্ভার কর্ত্তৃপক্ষ রঙ্গালয় চালাতে পারছেন। কিন্তু 'ষ্টারে'র মত একটি বিখ্যাত ও আধুনিক রঙ্গালয় বিডন ষ্ট্রীটে শাখা খুললে তাঁদের বোধ হয় চিন্তিত হবার যথেষ্ট কারণ থাকতে পারে।

*

দুই রঙ্গালয়ে "প্রফুল্ল" চলছে। আমরা এ হপ্তায় "নাট্যমন্দিরের প্রফুল্লের একটি সমালোচনা যথাস্থানে পত্রস্থ করলুম। আসছে বারে "ষ্টারে"র প্রফুল্লের সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দেব। স্থানাভাবের জন্যে গত সপ্তাহে বিজ্ঞাপিত "গ্যারিকের প্রেম-কাহিনী" এবারে প্রকাশ করা সম্ভব হ'ল না।

গান

তোমার হৃদয়-বীথির পথিক আমি,
মন তো তোমার জেনেছে?
তোমার চিত্ত-গোলাপ মর্ম্মে আমার
রং-বিজুলী হেনেছে!
তোমায় আমায় যেদিন মেশা,
সেদিন থেকেই নিবিড় নেশা,
আহা, বিভোর কোরে পরাণ আমার
তোমার ধ্যানেই টেনেছে!
ওগো আমার তরুণ স্বপন!
মেঘলা-বেলার অরুণ তপন!
আমার সকল গরব তোমার কাছে,
আজ পরাজয় মেনেছে!

শ্রীমতী প্রভা
নাট্যমন্দির

চিত্র–জগৎ

'ফাষ্ট ন্যাশানাল' চিত্র-সঙ্ঘের দ্বারা শ্রীমতী বিলি ডাভ্ 'তারা'-ত্বে উন্নীত হ'লেন। তারকা-অভিনেত্রীরূপে তিনি প্রথম অবতীর্ণা হবেন 'চুরি করা ক'নে' (The Stolen Bride) নামক চিত্র-নাট্যে। এতে প্রধান পুরুষ ভূমিকায় নাম্‌বেন শ্রীযুক্ত লয়েড্ হিউডাস্। এর প্রযোজনের ভার পেয়েছেন শ্রীযুক্ত আলেকজান্দার কর্ডা।

*

যশস্বিনী চলচ্ছবি অভিনেত্রী শ্রীমতী জোবিনা র‍্যালষ্টনের সঙ্গে শ্রীমতীর বাক্‌দত্ত পাত্র শ্রীযুক্ত রিচার্ড আর্লেনের বিয়ে হবে। এক বছর ধ'রে এঁদের 'কোর্টশিপ্' চ'ল্‌ছে। পরলোকগতা বারবারা লা মারের ভূতপূর্ব্ব স্বামী শ্রীযুক্ত জ্যাক্ ডমারুটির সঙ্গে শ্রীমতী ভার্জ্জিনিয়া ব্রাউন ফেয়ারের সম্প্রতি পরিণয় হ'য়ে গেছে।

*

কেউ কেউ যেমন যুক্ত হ'চ্ছেন, অপর কেউ তেম্‌নি আবার বিযুক্ত হচ্ছেন। তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী উইনিফ্রেড্ ওয়েষ্টোভারের সঙ্গে শ্রীযুক্ত উইলিয়াম হার্টের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হোলো। তাঁর স্ত্রী লিটার সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটায় শ্রীযুক্ত চার্লি চ্যাপলিনের বিবাহ-বন্ধনও ছিন্ন হবার সম্ভাবনা ঘটেছিল। শোনা যাচ্ছে উভয় পক্ষেয় বন্ধুদের মধ্যস্থতায় তাঁদের একটা আপোষে নিষ্পত্তি হবে, ব্যাপারটা আর আদালতে যাবে না।

*

বিলাতী রঙ্গমঞ্চের সুপ্রসিদ্ধা গীতি-নাট্য অভিনেত্রী শ্রীমতী এভ্‌লিন লে চলচ্ছবিতে অভিনয় ক'রবেন ব'লে শোনা যাচ্ছে। তাঁর বহু সুহৃদের একান্ত অনুরোধেই গীতি-নাট্য থেকে তিনি চিত্র-নাট্যে আস্‌বেন।

*

"নেল গুইন্" (Nell Gwyn) নামক চলচ্ছবির একটি দৃশ্যে দেখানো হ'য়েছে নায়িকা (শ্রীমতী ডোরথি গিশ্) নাইবার টবের ভিতর ব'সে নাইছেন। এই অবস্থায় একবার তিনি তাঁর হাত দুটি বের ক'রে সাবান ও তোয়ালে এবং আর একবার রাজার পাঠানো উপহারের পুলিন্দা নেন। দুবারই দেখা গেল তাঁর হাত শুকনো—জল কি ভিজে ছিল না?

*

আমেরিকার ছবিতে এই রকম ব্যতিক্রম অনেক দেখা যায়। 'নষ্ট্রোমো' (Nostromo) নামক ছবিতে নায়কের (জর্জ্জ ও'ব্রায়েন) সঙ্গে একজন দুর্বৃত্তের (লুটে লেগেন) সংঘর্ষের দৃশ্য আছে। প্রথমে দেখা গেল দ্বন্দ্বযুদ্ধের ফলে নায়কের জামা ছিন্নভিন্ন, কিন্তু খানিক পরেই (দ্বন্দ্বযুদ্ধ তখনো চ'লছিল) তাঁকে অটুট জামা পরা অবস্থায় দেখা গেল। জামা বদলান হোলো কখন?

*

চিত্র-জগতে প্রথম খাটো ক'রে চুল ছেঁটেছিলেন সুবিখ্যাতা অভিনেত্রী শ্রীমতী ভায়োলা ডানা—তিনি আগে মেট্রো চিত্র-সঙ্ঘের অভিনেত্রী ছিলেন।

*

'পাহাড়ের উপর দিয়ে' (Over the Hill) ছবিটি এখানে অনেকেই দেখেছেন। মায়ের ও বাপের ভূমিকায় যথাক্রমে শ্রীমতী মেরী কার ও উইলিয়াম ওয়েলশ এতে অভিনয় ক'রেছিলেন। 'দাম দেওয়া' (Paying the Price) নামক ছবিতে ঠিক এঁরা দুজনই আবার মায়ের ও বাপের ভূমিকা নিয়েছেন।

*

যশস্বী প্রযোজক মণ্টা বেল একটি আখ্যায়িকা রচনা ক'রেছেন। 'জন-সঙ্ঘ' (People) নাম দিয়ে সেটি চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত হবে আর তাতে নায়কের অংশে নাম্‌বেন শ্রীযুক্ত জন্ জিল্‌বার্ট।

*

'জেঁকো' (The Boaster) একখানি নোতুন ছবি। এতে রিচার্ড হোল্ট, মোরিয়া গ্রে, জর্জ্জ বার্ণি, জোসেফ জিরার্ড প্রভৃতি অভিনয় ক'রেছেন।

নাট্যমন্দিরে 'প্রফুল্ল'

তারকনাথের 'সরলার' পর গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল'কে সেকালের সামাজিক ছবি হিসাবে একখানি শ্রেষ্ঠ চিত্র বলা যেতে পারে; নাটক হিসাবেও সম্ভবতঃ গিরিশচন্দ্রের এখানি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা। ১২৯৫ সালে ১৫ই বৈশাখ "প্রফুল্ল" ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়েছিল, তারপর আজ এই চল্লিশ বৎসর ধ'রে বছরার বহু রঙ্গালয়ে "প্রফুল্ল"র পুনরভিনয় হ'য়েছে এবং হচ্ছে।

'নাট্যমন্দির' এ যুগের নূতন রঙ্গপীঠ। রূপদক্ষ শিশিরকুমার তরুণ দলের প্রিয়তম নট। কিন্তু তিনি এ পর্য্যন্ত তাঁ'র রঙ্গালয়ে কোনও সামাজিক নাটকাভিনয়ের আয়োজন করেন নি। তাই যেদিন অকস্মাৎ প্রাচীরপত্রে ঘোষণা দেখা গেল যে, নাট্যমন্দিরে 'প্রফুল্ল' অভিনয়ের আয়োজন হ'য়েছে এবং শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী স্বয়ং 'যোগেশের' ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন, সেদিন আজকের এই বিরক্ত নাট্যজগতেও একটা যেন নূতন সাড়া প'ড়ে গেল, সকলেরই মুখে শোনা যেতে লাগল—তাইত! যে লোক কখনও কোনও সামাজিক নাটকে এ পর্য্যন্ত প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়নি, সে আজ প্রথম দিনই দেখা দেবে একেবারে 'যোগেশে'র মত একটি কঠিন ভূমিকা নিয়ে! শিশিরবাবুর এই অসীম সাহসের পরিচয় পেয়ে অনেকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। তাঁর এই গভীর আত্মবিশ্বাসের এত বড় প্রমাণ এর আগে আর কখনও পাওয়া যায়নি!

গত বুধবার 'নাট্যমন্দিরের' প্রেক্ষাগার তাই অসংখ্য কৌতূহলী দর্শকের সমাগমে একেবারে জন-অরণ্যে পরিণত হয়েছিল। অভিনয় আরম্ভ হবার পূর্ব্বে দর্শকদের মধ্যে 'যোগেশে'র ভূমিকা নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা চ'লছে শোনা গেল। প্রবীণ নাট্যামোদীরা বলছেন—আমরা গিরিশবাবুরও 'যোগেশ' দেখেছি, অমৃতলাল মিত্রেরও যোগেশ দেখেছি, এবার দেখা যাক্ এ ছোকরা কেমন করে? তেমনটি কি আর হবে? মধ্যবয়সী নাট্যামোদীরা বলছেন—আমরা গিরিশবাবুর বা অমৃতবাবুর অভিনয় দেখিনি বটে, কিন্তু মুস্তফী সাহেবের দেখেছি, প্রবোধ ঘোষের দেখেছি; অমরেন্দ্রনাথ দত্তের দেখেছি, আজ শিশিরবাবুর দেখবো! আর যাঁরা অল্পবয়স্ক নাট্যামোদী, তাঁরা বলছেন—দানীবাবুর চেয়ে শিশিরবাবুর 'যোগেশ' নিশ্চয় ভাল হবে, ভুবনেশ মুস্তফীর 'যোগেশ' নেহাৎ মন্দ হয়নি, প্রকাশ মুস্তাফীর 'যোগেশ'ও আমাদের খানিকটা বেশ লেগেছিল; কিন্তু আজ শিশিরবাবুর 'যোগেশ' বোধ হয় সবাইকেই কাণা ক'রে দেবে;—তরুণ সম্প্রদায়ের আর একদল বলছেন শোনা গেল যে,—শিশির বাবু কখনই কারুর অনুকরণ করবেন না, তিনি নিজে যোগেশের 'পার্ট ষ্টাডি' (study) ক'রে তার একটা নূতন 'ইণ্টারপ্রিটেশন (interpretation) দেবেন নিশ্চয়! তিনি একটা কিছু 'ওরিজিনালিটি' (originality) দেখাবেনই। এদের মতে শিশিরবাবু will act in his own inimitable style;—এই সব আলোচনা থেকে শিশিরবাবুর শক্তির উপর নবীন নাট্যামোদীদের একটি গভীর আস্থার পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সমস্ত দর্শকদের মধ্যে তুলনামূলক সমালোচনার ভাবটা পূর্ব্ব হ'তেই জেগে উঠেছে এটাও বেশ বোঝা গেল! প্রবীণের দল বলতে লাগলেন—"বড় শক্ত মশাই! একটা পয়সা দাও,—কিম্বা আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল—এ গিরিশবাবু যা শুনিয়ে গেছেন তার উপর টেক্কা দিতে পারে এমন 'এ্যাকটর' তো আজও জন্মায়নি কেউ।"

এই রকম সব তর্ক-বিতর্ক চলতে চলতেই ঘণ্টা বেজে উঠল। ধীরে ধীরে যবনিকা অপসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যোগেশের অন্তপুরস্থ কক্ষ দেখা গেল। প্রশস্ত সুন্দর কক্ষ। চেয়ার টেবিল সোফা প্রভৃতিতে বেশ সুরুচিসঙ্গত ভাবে সুসজ্জিত। কক্ষস্থ প্রাচীরগাত্রে স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের একখানি সুরঞ্জিত বৃহৎ প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্যে সুশোভিত হয়ে শোভা পাচ্ছে। যোগেশের অন্তঃপুরস্থ কক্ষে গিরিশবাবুর এই ছবি থাকার কোনও সঙ্গত কারণ থাক্ বা না থাক্, এই ছবিখানি কিন্তু সেদিন নাট্যমন্দিরের গিরিশপ্রীতির পরিচয় বেশ স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করে ছিল, এবং দর্শকদের মনের উপরও এই ছবিখানি যে একটা বেশ সহানুভূতির প্রস্তাব বিস্তার করতে পেরেছিল, সে বিষয়েও কোনও সন্দেহ নেই। আর্টের দিক দিয়ে এটা অন্যায় বা অপরাধ কিনা বলতে পারিনি, কিন্তু ব্যবসা বা commerce হিসাবে এ চালটা বেশ সার্থক হয়েছিল।

প্রথম দৃশ্য ; উমাসুন্দরী তীর্থ দর্শনে যাবার আগে তাঁর বড় বউ জ্ঞানদাকে সংসারের ভার সব বুঝিয়ে দিচ্ছেন এমন সময় মেঝবউ প্রফুল্ল এসে শাশুড়ীর সঙ্গে বৃন্দাবন যাবার বায়না ধরলে। কিন্তু উমাসুন্দরী তাঁর একমাত্র আদরের নাতি যাদবকেও রেখে যাচ্ছেন শুনে সে বেচারী হতাশ হ'য়ে পড়'ল। কবে উমাসুন্দরী বৃন্দাবন থেকে ফিরে আসবেন তারই একটা হিসাব করতে সে যখন ব্যস্ত সেই সময় বট্ঠাকুরের গলার সাড়া পেয়ে সে ভিতরে চলে যেতে বাধ্য হ'ল। শ্রীমতী প্রভা প্রফুল্লর ভূমিকায় এই প্রথম দৃশ্যেই দর্শকদের মনের উপর যে একটা সহানুভূতির ছাপ এঁকে দিয়ে গেলেন, নাটকের শেষ পর্য্যন্ত অতি অপূর্ব্ব অভিনয় নৈপুণ্য দেখিয়ে তিনি এই সরলা কোমলহৃদয়া মধুর প্রকৃতি বধূর ছবিটি বড় চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

তারপর যোগেশের প্রবেশ। অসুস্থতার জন্য দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির পর শিশিরবাবু আজ আবার এই প্রথম পাদ-প্রদীপের সম্মুখে যোগেশের ভূমিকায় দেখা দিলেন। সহস্র দর্শকের সম্মিলিত উচ্চ করতালি-ধ্বনি প্রেক্ষা-গৃহ মুখরিত ক'রে তুলে তাঁকে দর্শকদের সাদর অভিবাদন জানালে!

কেবল কাঁচাপাকা চুল ছাড়া 'যোগেশের' ভূমিকার প্রথমাংশে রূপসজ্জার দিক দিয়ে শিশিরবাবু নিজের স্বরূপ চেহারা গোপন করবার কোনও চেষ্টা করেন নি দেখা গেল এবং তার কোনও প্রয়োজন ছিল ব'লেও আমাদের মনে হ'ল না, কারণ যোগেশের ভূমিকায় তাঁকে এই অল্প আয়াসেই বেশ মানিয়ে ছিল। "তিরিশ বৎসর পরিশ্রম করছি" যোগেশের মুখের এই কথা শুনে অনেকেই ভুল ক'রেন যে যোগেশ নিশ্চয়ই প্রবীণ লোক! কিন্তু তাঁর একমাত্র পুত্র যাদবের বয়স থেকে আমাদের মনে হয় খুব অল্প বয়সেই তাঁর স্কন্ধে সংসারের ভার পড়ায় তিনি তখন থেকেই পরিশ্রম করতে বাধ্য হ'য়েছিলেন। তাঁর বয়স এখন অনুমান পঁয়তাল্লিশ ছে'চল্লিশ হওয়া উচিত। শিশিরবাবুও দেখলুম, 'যোগেশের' রূপসজ্জায় তার চেয়ে বেশী বয়স দেখাবার চেষ্টা করেন নি।

যোগেশের ভূমিকায় তাঁর উচ্চঅঙ্গের অভিনয় দেখে আমরা সত্যই বিস্মিত হ'য়েছি! সামাজিক নাটকে শিশিরবাবু কখনই ভাল অভিনয় করতে পারবেন না এই ধারণা নিয়ে যাঁরা সেদিন নাট্যমন্দিরের "প্রফুল্ল" অভিনয় দেখতে গেছলেন, তাঁদের সকলকেই একথা স্বীকার করতে হ'য়েছে যে প্রথম চেষ্টাতেই নাট্যমন্দিরে সামাজিক নাটকের যে এমন নিখুঁৎ অভিনয় হ'বে, এটা তাঁদের পক্ষে একটা আশাতীত ব্যাপার বটে!

শিশিরবাবুর 'যোগেশে'র অভিনয় অনেকটা গিরিশচন্দ্রের ঢৌলেই চলেছে ব'লে আমাদের মনে হ'লেও, তাকে গিরিশবাবুর অনুকরণ বলা চলেনা! কারণ শিশিরবাবুর অসামান্য প্রতিভা কোথাও তাঁর নিজের বৈশিষ্ট্য হারায় নি। কোনও কোনও প্রসিদ্ধ 'যোগেশের' অভিনেতার মতো তার বক্তৃতার মধ্যে কোথাও যাত্রাদলের অস্বাভাবিক নাকী সুর ও কাঁদুনী ছিল না। বেশ সহজ সাদা কথায় তিনি সুরবর্জ্জিত ও সতেজ এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন। অতিরিক্ত মদ্যপানেও তাঁর যে মত্ততা, সেও অত্যন্ত ভদ্র ও সংযত। তাঁর দেহের বাহ্যিক অবস্থা ও মনের ক্রমপরিণতি এমন একটা Scientific Phisiological basis এর উপর অগ্রসর হ'য়ে চলেছে দেখলুম যা এ পর্য্যন্ত যোগেশের ভূমিকায় আর কেউ দেখাবার চেষ্টা করেন নি। alcohol এর Psycological effect তিনি এমন সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম ভাবে বিশ্লেষণ ক'রে তাঁর অভিনয়ে দেখিয়েছেন যার তুলনা হয় না। এই অতি উচ্চ অঙ্গের অভিনয়-কলা প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কণ্ঠস্বরের অপূর্ব্ব লীলা-বৈচিত্র্য যোগেশের ভূমিকায় এমন একটা নূতন শ্রী ও মর্য্যাদা এনে দিয়েছিল যা নাট্যকলারসিক দর্শকদের চিরদিন স্মরণ থাকবে!

রোরুদ্যমান পীতাম্বরের মুখে ব্যাঙ্ক ফেল হয়েছে শুনে যোগেশের সেই ত্রস্ত সচকিত প্রশ্ন "এ্যাঁ! কি—কি—কোন্ ব্যাঙ্ক?"—তার পরই সেই "বড় বউ, আজ বড় আমোদের দিন! আবার ফকীর হলুম!" কিম্বা তাঁর মত্ত অবস্থায় রমেশ যখন তাঁকে ভুলিয়ে একটা সই করিয়ে নিলে—তখন তাঁর মুখের সেই—"কি—কি ভাবছ? কাজ গুছিয়েছো? আমি বুঝতে পেরেছি—" কিম্বা সেই—"ভ্যালা মোর ভাইরে!—উকীল কি চিজ্!"—আর রাণীমুদিনীর গলির সেই কাণ্ড—সেই "পীতাম্বর, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আমোদ হবেনা!" এ-সব শিশিরবাবু শুধু নূতন রূপে নয়, অতি চমৎকার ক'রেই বলেছেন। তারপর সেই দুর্দ্দশাগ্রস্ত যোগেশ,—মলিন বসন, ধূলিধূসরিত অঙ্গ, রুক্ষকেশ, দীর্ঘকাল ক্ষৌরকার্য্যের অভাবে একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ী গোঁফ, অতিরিক্ত মদ্যপানে অধরের দু'পাশ 'হেজে' যাওয়ার দাগ—ক্রমে ক্রমে এই মূর্ত্তিতে তিনি যখন দেখা দিলেন, তাঁর সে অদ্ভুত রূপসজ্জার প্রশংসা না ক'রে থাকা যায় না! তখনকার যোগেশের কথাবার্ত্তা, চালচলন, কার্য্যকলাপও সম্পূর্ণ অন্য রকমের! দৈন্য দুর্দ্দশা ও অধোগতির চরম সীমায় উপনীত পাষাণমূর্ত্তি—যোগেশের অভিনয়েও শিশিরবাবু অপূর্ব্ব কলানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। জ্ঞানদাকে প্রহার ক'রে যোগেশ সেই বাক্স কেড়ে নিয়ে পলায়ন,—সেই পথে পথে ভিক্ষা—"ওহে একটা পয়সা দাওনা!" তারপর স্ত্রীকে রাস্তায় পড়ে ম'রতে দেখে তাঁর সেই ব্যথিত অথচ নির্ব্বিকার উক্তি—"মচ্ছো!, মর, রাস্তায় মর্ত্তে এসেছ—ঘরে মর্ত্তে পাল্লে না!"—আর সেই—"আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল!" শিশিরবাবু এ সকলের মধ্যে এমন সব নূতনত্ব ও বৈচিত্র দেখিয়েছেন যা শুধু চরিত্র হিসাবেই যে সুসঙ্গত ও সমঞ্জস্ হ'য়েছে তাই নয়; কলাকৌশলেও তা অদ্বিতীয়।

রমেশের ভূমিকায় অমিতাভবাবুর অভিনয়ের বিরুদ্ধে যেমন কিছু অভিযোগ খুঁজে পাওয়া যায় না, তাঁর অভিনয়ের সপক্ষে বলবার মতো উল্লেখযোগ্য কোনও বৈশিষ্ট্যও তিনি দেখাতে পারেন নি। শোনা গেল বিশ্বনাথবাবুর উপর এই ভূমিকার ভার ছিল, কিন্তু তিনি হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় অমিতাভবাবু মাত্র একদিন আগে এই ভূমিকা অভিনয়ের ভার পেয়েছেন! এদিক থেকে বিচার ক'রে দেখলে কিন্তু তাঁর বাহাদুরী আছে বলতে হবে! সুরেশের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র চৌধুরীর অভিনয় মনোজ্ঞ হয়েছে। পীতাম্বরের ভূমিকায় শীতলবাবুর অভিনয় অতি সুন্দর বলা যেতে পারে! যোগেশবাবুর মদন ঘোষ একটা দেখবার মতো অভিনয় হয়েছে! গোপালবাবুর ভজহরি চমৎকার! ধীরেন বাবুর শিবনাথও মন্দ হয়নি। অমলেন্দু বাবুর 'দরওয়ানজীর' ভূমিকা আমাদের খুব ভাল লেগেছে। যে ছোট মেয়েটি 'যাদবে'র ভূমিকা নিয়েছিল তার করুণ অভিনয় বড় মর্ম্মস্পর্শী। কালে এই মেয়েটি একজন ভাল অভিনেত্রী হবে ব'লে আশা করা যায়!

স্ত্রী-চরিত্রের মধ্যে 'উমাসুন্দরীর' ভূমিকায় শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী যে অচিন্ত্যপূর্ব্ব কলানৈপুণ্য দেখিয়েছেন, তা অন্য কোন রঙ্গালয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীরাও এ পর্য্যন্ত দেখাতে পারেন নি! তাঁর সেই "বুক যায়!" দর্শকদের বুকের ভিতরও যেন একটা বেদনার পরশ এনে দিয়েছিল! শ্রীমতী চারুশীলা 'জ্ঞানদার' ভূমিকায় আগাগোড়া অতি সুচারু অভিনয় করেছেন! বিশেষ ক'রে শেষ-দৃশ্যে তাঁর সুঅভিনয় একেবারে অতুলনীয় হয়েছিল!

শ্রীমতী সুশীলা 'জগমণির' ভূমিকায় অতি চমৎকার অভিনয় ক'রে সকলকে আশ্চর্য্য ক'রে দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর সেই চিরকেলে কালিঝুলমাখা রূপসজ্জা আমাদের তেমন ভাল লাগল না। তেমনি হীরালালবাবুর "কাঙালীচরণের" সেই মামুলী ভাষা ও গলারও আমরা অনুমোদন করতে পারলুম না। নাট্যমন্দিরের অভিনয়ে অন্ততঃ 'জগমণি' ও কাঙালীচরণের ভিতরে আমরা নূতন রূপ দেখতে পাবো আশা ক'রছিলুম!

মোটের উপর 'নাট্যমন্দিরে' 'প্রফুল্ল'র অভিনয় যে প্রায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে একথা তাঁদের শত্রুরাও স্বীকার করতে বোধ হয় কুণ্ঠিত হবেন না।

শ্রীনরেন্দ্র দেব

জর্জ্জ বার্ণাডশ ও তাঁর স্মৃতি

জগদ্বরেণ্য পাশ্চাত্য নাট্যকার বার্ণার্ড শ' এতদিন আপনার মধ্যে সমাহিত হ'য়ে আর্ট ও সাহিত্যের আরাধনা ক'রে এসেছেন। তিনি চিরদিন একান্ত-বাসী। তাই তিনি জীবনের অধিকাংশ দিবসই একলা হ'য়ে প'ড়েছিলেন। তাঁর মানবচিত্ত অন্য চিত্তের অপেক্ষা একেবারেই রাখেনি। মানুষের সহিত মানুষের সঙ্গের ভিতর দিয়েই প্রাণ-শক্তির উদ্বোধন হ'লেও বার্ণার্ড শ পরস্পরের সহিত তাঁর রস-বিনিময় না ক'রে—আপনা আপনি নিভৃতে আপনাকে প্রচ্ছন্ন রেখে' সাহিত্য-সেবা ক'রে চল্‌ছিলেন। তিনি আপনার সৃজনের মহিমায় আপনি মহিমান্বিত হ'য়ে উঠছিলেন—কিন্তু কোনো দিন নিজেকে প্রকাশ কর্‌বার ব্যগ্রতা অনুভব করেন নি। আর্টিষ্ট সংসার হ'তে যত উর্দ্ধে উঠতে পারেন—ততই বিশুদ্ধ রস ভোগ ক'র্ত্তে পারেন—তিনি মুক্ত প্রাণে আপনার রচনা, কাব্য বা নাটকের ভিতর দিয়ে সে-টি প্রকাশ করতে পারেন। বার্ণার্ড শ এই শ্রেণীর রসস্রষ্টা কবি। তিনি আপনার অন্তরের আনন্দলোকে এককী গান গেয়ে গেছেন—তিনি নিজেই ছিলেন গীতী এবং শ্রোতা। এতদিনে—তাঁর অন্তঃপুরিকা সাহিত্য-লক্ষ্মী বিশ্বের দরবারে এসে সকলের সম্মুখে অবগুণ্ঠন খুলে ফেলেছে—তিনি জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত যে বাঁশীর সুরে মুখরিত ক'রে তুলেছিলেন—আজকে তাঁর জীবনের শেষ-বেলায়—সেই সুর বিশ্বজনের প্রাণে গিয়ে ঝঙ্কার তুলেছে। তাঁর রসসৃষ্টির আনন্দ শুধু তাঁর অন্তর স্পর্শ ক'রে ক্ষান্ত হয়নি, তা নিখিল বিশ্বকে তৃপ্ত ক'রেছে। আজকে এই মনীষী নাট্যকারের সাহিত্য-সৃষ্টির জয়জয়কার হ'য়েছে—আজকে তাঁর পূজা-গৌরব, দেশের সঙ্গে দেশের সম্বন্ধ ভিন্ন ভিন্ন মানুষের সঙ্গে বিভিন্ন চিত্তের সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে তাঁর এতদিনের সাধনাকে মহিমান্বিত ক'রে তুলেছে।... নির্ম্মম দারিদ্র্য ও কষ্টের সহিত সংগ্রাম করতে করতে বার্ণার্ড শ'কে পদে পদে বহুবিধ আঘাত পেতে হ'য়েছে। কিন্তু যখন বার্ণাড শ যশের উচ্চশিখরে—দুঃসহ দারিদ্র্য তাঁর কাছে সুদূর প্রত্যাশিত—সেই সময়ে বিশ্ব তাঁকে তাঁর সৃষ্টি-নৈপুণ্যের মজুরীস্বরূপ নোবেল পুরস্কার প্রদান ক'রেছে। তিনি এ অর্থ নরওয়ে সুইডেন এবং ইংল্যাণ্ডের মধ্যে শিল্প ও সাহিত্যের সম্বন্ধ নিকটতম ও দৃঢ় ক'রবার জন্যে একটি সঙ্ঘ-গঠন পরিচালনে ব্যয় করতে দান ক'রেছেন। বার্ণার্ড শ'র সৃষ্টির আশ্চর্য্য শক্তি আছে; তাঁর প্রকাশ বিশ্বজগতের কাছে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। সাহিত্য-জগতে চিরকাল সমকক্ষতার যোগ হ'য়ে আস্‌ছে—তাই যে সমস্ত ঐশ্বর্য্য দ্বারা বিশ্বের সাহিত্য-ভাণ্ডার ঐশ্বর্য্যশালী হয়—সেই সমস্ত ঐশ্বর্য্য দিয়েই সমকক্ষতার সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে থাকে।—আজ বার্ণার্ড শ' তাই যথার্থ বিশ্ববরেণ্য কবি নাট্যকার!

•

জর্জ্জ বার্ণার্ড শ' খ্রীষ্ট ১৮৫৬ অব্দে ২৬শে জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাহিত্যের প্রেরণা ও সাধনার আদর্শ, সাধারণ মতের প্রতি ঔদাসীন্য এবং তাঁর কলানুরাগ—বিশেষতঃ সঙ্গীতের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা—আপনার জননীর নিকট হ'তে উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করেন।

একজন যাজক আত্মীয় তাঁর বাল্যকালের শিক্ষার ভার নিয়েছিলেন। পরে ডাবলিনের অন্তর্ভুক্ত ওয়েস্‌লি কলেজে তাঁর শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়—এখানে তিনি চতুর্দ্দশ বৎসর পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। তিনি অবাধ্য ও অলস প্রকৃতির বালক ছিলেন; সাধারণ ছাত্রের যে যে গুণপনা একান্ত আবশ্যক তা'রও যখন বিলক্ষণ অভাব লক্ষিত হ'তে লাগলো—আর তাঁর বুদ্ধিহীনতা বিশেষভাবে প্রকাশ পেতে লাগলো—তখন তাঁর পরমাত্মীয়েরা তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের দুর্দ্দশা কল্পনা ক'রে মনে মনে লজ্জিত হ'য়ে উঠলেন। তার পর তাঁকে অন্যান্য বিদ্যালয়ে অনির্দ্দিষ্টভাবে প্রেরণ করা হয়—কিন্তু তা'তেও কোনো সুফল ফলেনি। বিদ্যালয় পরিত্যাগ ক'রে তিনি চাকরী করতে আরম্ভ ক'রলেন। চাকরীও তাঁকে আনন্দ দিলে না। কুড়ি বছর বয়সে এই অসন্তুষ্ট যুবক চাকরীর কবল হ'তে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। তাঁর পিতা তাঁকে যে কোনো রকমের কাজে নিযুক্ত করতে বিপুল চেষ্টা ক'রেছিলেন—কিন্তু তাঁর মতিগতি ছিল অন্য প্রকারের—"This square peg refused to be fitted into a round hole, and skillfully evaded such a course."

এ সংসারে সৎ উপায় যা'কে বলে—সেই রূপে জীবিকা অর্জ্জন করতে তিনি একবার শেষ চেষ্টা করলেন। তিনি ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে এডিসনের টেলিফোন প্রদর্শনীর জন্য একটি দল গঠনে সাহায্য করেন। এর পর হ'তে তিনি উপন্যাস রচনায় মন দিলেন।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাঁর পাঁচখানি উপন্যাস শেষ হ'লো, কিন্তু একজন প্রকাশকও তাঁর উপন্যাস করতে চাইলে না। তাঁর তখন বড়ই অর্থের অনটন,—তাঁর দৈনিক অভাব—তাঁর সঙ্গীত-শিল্প-নৈপুণ্য পূরণ ক'রে দিত।

তিনি সংবাদপত্রে, সাপ্তাহিকে ও মাসিকে লিখতে আরম্ভ ক'রলেন; Journalism তাঁকে অনেকটা লোকলোচনের সম্মুখে এনে দিলে বটে, কিন্তু এতে তাঁর আর্থিক সমস্যা ঘুচ্‌লো না। তাঁর পরিশ্রমের বিনিময়ে যে কয়টী মুদ্রা পেতেন—তা' অতি সামান্য বল্লেও অত্যুক্তি হয় না; ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পেলমেল গেজেটের কর্ম্মীদলের মধ্যে সমালোচকরূপে নিযুক্ত হন; এর পরেই তিনি World পত্রে আর্ট-সমালোচক হ'লেন। "Cornettodi Bassetto" নামে তিনি "ষ্টার" (১৮৮৯-৯০) পত্রে সঙ্গীত-কলা সমালোচকের কার্য্যও—করতেন। এবং এই সময় হ'তেই তাঁর নাট্যরচনা আরম্ভ হয়।

সর্ব্বপ্রথমে "Widower's Houses"—তার দু' বছর পরে "Arms of the Man" প্রকাশিত হয়। চার বৎসর তিনি Saturday Reviewএ নাট্য-সমালোচক ছিলেন এবং তিনি তাঁর সমালোচনাগুলি সংগ্রহ ক'রে এক সঙ্গে "Dramatic Opinions" ব'লে দুইটী বিভিন্ন পুস্তকাকারে বাহির করেন। "Fabrian Society"তে তিনি যোগদান করেন। এবং ইবসেনের উপর তিনি যে প্রবন্ধ লেখেন—সেই প্রবন্ধ তিনি শ্রীমতী বেসান্টের সভাপতিত্বে St. James Restaurantএ পাঠ করেন—পরে এই প্রবন্ধ—"Quin tessence of Ibsenism" নামে অভিহিত হয়।

বার্ণার্ড শ'র পূর্ব্ববর্ত্তী সমাজ সমালোচক সাহিত্যিকগণ ভাবুকতা ও ভাব-প্রবণতার মধ্যে একটা প্রভেদ বা পার্থক্য সৃষ্টি ক'রেছিলেন। তাঁদের মতে ভাবুকতা কল্পনার মোহন স্বপ্ন (romanticism) হ'তে স্বভাবজাত, এবং সেই কাল্পনিক স্বপ্ন (romanticism) সর্ব্বপ্রকারে ও সর্ব্ববিষয়ে আদৃত ও প্রশংসনীয় ছিল। কিন্তু বার্ণার্ড শ এতে বিশেষরূপে সন্দিহান হলেন। তাঁর মতে ভাব-

প্রবণতা হ'তেই এই কাল্পনিক স্বপ্নকামনার সৃষ্টি। একে বিদূরিত করতে হ'লে এই সকল মিথ্যা কল্পনা সমূলে উৎপাটিত করতে হবে—ইংরাজী মনোবৃত্তির বিরোধী এই নূতন তন্ত্রের প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করার দিক দিয়ে তাঁকে অনেক বাধা ও বেগ পেতে হ'লো। কিন্তু তাঁর দুর্জ্জয় একগুঁয়েমি, দুঃসাহসিক স্পর্দ্ধা এবং রসবোধ ছিল। তাই তিনি অতি শীঘ্রই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হলেন। যদিচ জনতা তাঁর নবন তি, বিধান ও ধর্ম্মোপদেশ হাল্কা আমোদপ্রদ কৌতুকরূপে গ্রহণ করত, তবুও তাঁর চেষ্টা নিষ্ফল হয়নি। তাঁর নিক্ষিপ্ত শর অনেক গৃহের অন্তরতম প্রদেশে গিয়ে বিদ্ধ হয়েছিল। তিনি এ পর্য্যন্ত স্বীয় যুগের জনবর্গকে তাঁর মতে সম্পূর্ণরূপে জয় ক'রে নিতে পারেন নি সত্য—তথাপি তাদের বিশেষ ভাবে তিনি ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলতে সমর্থ হয়েছেন এবং সেই জন্যই সকলের কৌতূহলদৃষ্টি তাঁর প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হ'য়েছে।

বার্ণার্ড শ'র আরব্ধ সংগ্রাম এখনও অর্দ্ধসমাপ্ত। তিনি চিরদিনই আপনার দেশে যথার্থ পূজা পান নি—তাঁর পূর্ব্বেই অন্যান্য স্থানে তাঁর প্রতিভার বিজয়-গাথা রচিত হ'য়েছিল। এবং তাঁর এই সম্মান ও খ্যাতি-প্রতিপত্তির অগ্রদূত ছিলেন—একজন অষ্ট্রীয় তরুণ কবি—Siegfiied Trebitsch.

শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য

গান

এই চামেলীর মালা—
আজ এনেছি লীলাবতী'
তোমায় দিতে ডালা।

পদ্ম-সাদা কণ্ঠতটে,
একটু-খোলা বক্ষপটে,
গাইবে এরা মৌন সুরে
মন-হারানোর পালা!

গোপন কথা রইল গাঁথা
ফুলের বোঁটার সাথে,
করবে তারা কাণাকাণি
চাঁদ-জাগানো রাতে!

ঠোঁট অলি তোর পাপড়ি ছুঁয়ে,
চুমু'র নেশায় পড়বে নুয়ে,
দখিন হাওয়া খুলবে এসে
বন্ধ প্রাণের তাল।।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

স্বাভাবিকতা ও কৃত্রিমতা

(গর্ডন ক্রেগ)

আমার মনে হয়, রঙ্গালয় প্রায় সর্ব্বদাই 'স্বাভাবিক' হবার চেষ্টা করেছে।

নাট্যকার, অভিনেতা, দৃশ্য-চিত্রকর প্রায় সর্ব্বদাই 'থিয়েটারি' ঢং থেকে মুক্ত হবার জন্যে যোঝাযুঝি করেছে।

এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীর উপর-চক্‌চকে কৃত্রিমতার যুগেও মলিয়ার আবির্ভূত হ'য়ে সব জিনিষ আবার 'স্বাভাবিক' ক'রে তুলতে চেষ্টা ক'রেছিলেন। কিন্তু মলিয়ারের নাটককে এখন আর কেউ স্বাভাবিক বলে না এবং যে-ভাবে তাদের অভিনয় হয় তাও আমাদের কাছে অত্যন্ত কৃত্রিম ব'লে মনে হয়।

এক শতাব্দী নয়,—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে মানুষ এক-একজন নাট্যকারকে আর-সকলের চেয়ে 'স্বাভাবিক' ব'লে সাদরে বেছে নিয়েছে।

কিন্তু সেক্সপিয়ারকে এখন কি আমরা 'স্বাভাবিক' ব'লে স্বীকার করি?

এমন লোকও আছে যারা ব'লতে সঙ্কুচিত হয় না যে, স্যর আর্থার পিনেরোর আগেকার এবং মিঃ বার্নার্ড স'য়ের পরেকার নাটকগুলি এখন কৃত্রিম ব'লে মনে হচ্ছে।

দৃশ্যপট সম্বন্ধেও ঐ কথা।

একশো বছর আগে ক্লার্কসন ষ্ট্যানফিল্ড 'স্বাভাবিক' দৃশ্যপট এঁকে সমালোচকদের অবাক ক'রে দিয়েছিলেন। অবিলম্বেই ষ্ট্যা[illegible]ন অস্বাভাবিক, কারণ বড় টেলবিনের আঁকা দৃশ্যপটগুলিই সকলের চোখে 'স্বাভাবিক' ব'লে ঠেকতে লাগল। দু'দিন না যেতেই টেলবিন গেলেন পিছনে এবং প্রকৃতি ধরা দিলে হস ক্র্যাভেনের আঁকা দৃশ্যপটে। তার পরেই 'স্বাভাবিকতা' দেখা গেল হার্কারের তুলির মুখে!

অভিনেতাদেরও কপালের লিখন অন্যরকম নয়!

এক সময় গেছে কেম্বেলদের মাথায় ক'রে লোকে নেচেছে।

কিন্তু এডমণ্ড কীনের আবির্ভাবে কেম্বেলদের স'রে দাঁড়াতে হয়েছে তাদের মস্ত কৃত্রিমতা নিয়ে।

ত্রিশ বৎসর পরে এডমণ্ড কীন আর 'স্বাভাবিক' রইলেন না। ম্যাক্রেডীর অভিনয় অধিকতর 'স্বাভাবিক' ব'লে গণ্য হ'ল।

হেনরি আর্ভিংয়ের আগমনে পুরাণো আর সব অভিনেতা 'অস্বাভাবিকতা'র অজুহাতে নস্যাৎ হয়ে গেলেন।

তারপর আণ্টয়নের অভিনয় দেখে সকলে আর্ভিংয়ের 'অস্বাভাবিকতা'র কথা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল।

এখন ষ্টানিসলাস্কির অভিনয়ের তুলনায় আণ্টয়নেরও অভিনয় 'অস্বাভাবিক' ব'লে প্রিয়মাণ।

তাহ'লে 'স্বাভাবিকতা'র তথাকথিত প্রকাশের অর্থ কি?

আমি তো দেখছি এ-সমস্তই এক-একটি নূতন কৃত্রিমতার দৃষ্টান্ত মাত্র—স্বাভাবিকতার কৃত্রিমতা।

'ঘুমন্ত সুন্দরী'র গল্প স্মরণ আছে? নাট্যকার, অভিনেতা ও দৃশ্য-চিত্রকর সকলেই নিদালীতে আচ্ছন্ন! এই নিদালীর মায়া দূর ক'রে তবে তাদের জাগাতে হবে। এ মায়া দূর করা একদিকে সহজ এবং একদিকে কঠিন! যারা জন্মেছে জাগতে, তাদের পক্ষে এটা অতি সহজ এবং যারা জন্মেছে ঘুমোতে, তাদের পক্ষে এটা অতি কঠিন।

এটা কিন্তু নিশ্চিত যে, যতদিন না ঐ যাদুমন্ত্রের মোহ সম্পূর্ণরূপে দূর করা হচ্ছে, ততদিন সমস্ত নাটক, অভিনয় ও দৃশ্যপটই কৃত্রিম ও 'থিয়েটারি' থাকতে বাধ্য।

আচ্ছা, মুক্ত আকাশের তলায় অথবা দেওয়াল-ছাদে-ঘেরা স্থানে, কোথায় অভিনয় করা ভালো?

প্রথম স্থানে আমাদের চারিদিকে থাকবে 'স্বাভাবিকতা' এবং দ্বিতীয় স্থানে থাকবে কৃত্রিমতা।

গান

সজল মেঘের ডাক এসেচে প্রাণের খোলা দ্বারে,
তাই শুনে ঐ কদম ফোটে পাগ্‌লী নদীর ধারে—
মেঘ ডেকেচে প্রাণের খোলা দ্বারে।

দুলচে ছায়া সব্‌জে বনের তলায়,
বাহুর মালা দুলাও আমার গলায়,
বিজ্‌লীকে আজ আউলী কর চপল আঁখির ঠারে—
মেঘ ডেকেচে প্রাণের খোলা দ্বারে।

পদ্ম-ফোটা বুক-সায়রে
বইচে রূপের ঢেউ,
আজকে তোমার মনের ঘরে
নেই কি মানুষ কেউ?

আজকে শোনো বৃষ্টি-বীণা বাজে,
অশ্রু কেন দৃষ্টি ভ'রে সাজে,
বিরহে কী মিলন কাঁদে পুলক-হাহাকারে?—
মেঘ ডেকেচে প্রাণের খোলা দ্বারে।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩, টাকা

৪র্থ বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা

সম্পাদক:—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

২রা আষাঢ়
১৩৩৪

নাট্য-জগৎ

একফোঁটা সাহিত্য-রস! এ দেশের অধিকাংশ অভিনেতাকে ধ'রে নিংড়োলেও তা পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ!

*

গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর প্রভৃতি গতযুগের যে-সব অভিনেতা নাম করেছেন, তাঁদের মধ্যে যে সাহিত্যের রীতিমত অনুশীলন ছিল সকলেরই তা জানা আছে।

*

একালেও যাঁরা সৃষ্টিক্ষম শিল্পী, সাহিত্য নিয়ে তাঁরা অল্পবিস্তর নাড়াচাড়া ক'রে থাকেন। তাঁরাও যশের অধিকারী হ'য়েছেন।

*

কিন্তু বাকি অধিকাংশই সাহিত্যের সার্থকতা বুঝেন না। তাই আড়ালে শিক্ষক যা শেখান, তাঁদের প্রকাশ্য অভিনয় হয় তারই হীন নকল মাত্র।



*

সাহিত্যের অনুশীলন মানুষকে চিন্তাশীল করে, তার সৌন্দর্য্যের অনুভূতিকে প্রখর করে, তার মস্তিষ্ককে ভাবগ্রাহী এবং হৃদয়কে রসবন্ত করে। অভিনেতার পক্ষে এ-সব গুণ না থাকলে চলে না।

*

যা তা নাটক-নভেল নয়—উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য! তা নিয়ে প্রত্যেক অভিনেতার নিয়মিত আলোচনা করা কর্ত্তব্য। ভূমিকার ধারণা করা যারপরনাই কঠিন। কিন্তু সাহিত্যবোধ থাকলে এ কার্য্য কতটা সহজ হয়ে আসে!

*

অধিকাংশ বাঙালী অভিনেতার হাতে ইউরোপের বা এদেশের রবীন্দ্রনাথের আধুনিক নাটক দিয়ে পরীক্ষা করলেই জানতে পারবেন, তাঁদের রসগ্রহণশক্তি কতটা সেকেলে এবং অপরিপূর্ণ!

*

প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে রবীন্দ্রনাথের কোন কোন নাটকের যে দুর্দ্দশা দেখেছি, তাথেকেই আমরা বাঙালী নট নটীদের সাহিত্য সম্বন্ধে অজ্ঞতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লাভ করেছি। কথাটা অনেকের পক্ষে কর্ণশূল হবে, কিন্তু আমরা অত্যুক্তি করছি না।

*

রুশদেশে এখন জনপ্রিয় রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। অর্থাৎ কেবল বাছা বাছা রসিকদের জন্যেই যে রঙ্গালয়, সেখানে তা আর মানা হয় না। সেখানে আর্টের আভিজাত্য-গৌরব লুপ্ত ক'রে তাকে জনসাধারণের উপযোগী ক'রে তোলা হয়েছে।

*

আপনারা বোধহয় ভাবছেন, তাহ'লে রুশ রঙ্গালয়ে নিশ্চয়ই এখন "দেবলাদেবী", "বঙ্গে বর্গী", "পরদেশী", বা "কুঞ্জ ও দর্জ্জী"র মতন নাটক অতুল সমারোহে অভিনীত হচ্ছে? মোটেই তা নয়।

*

১৯১৪-১৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জনপ্রিয় রুশ রঙ্গালয়ে এই-সব নাট্যকারের নাটক অভিনীত হয়েছে:—কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ, সেক্সপিয়ার, গোগোল, টলষ্টয়, টুর্গেনিভ, ইবসেন, অষ্ট্রোভস্কি, বাইরণ, পুস্কিন, ডোষ্টোয়েভস্কি, ডিকেন্স, জোর্ণসেন, মেটারলিঙ্ক, শেখভ, অস্কার ওয়াইল্ড, হফম্যান, ম্যাক্সিম গোর্কি, রোমা-রোলাঁ ও কুট হানজুন প্রভৃতি।

*

যে-দেশের অভিনেতারা বৎসরের পর বৎসর ধ'রে এই সব নাট্যকারের নাটক অভিনয় ক'রে জনপ্রিয় হন এবং রঙ্গালয়কে বাঁচিয়ে রাখেন, তাঁদের মধ্যে কতখানি উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য বোধ আছে তা আন্দাজ করা কিছুমাত্র কঠিন নয়।

*

এদেশে ও-রকম নাটক অভিনয় করলে রঙ্গালয়ে যথেষ্ট দর্শক সমাগম হয়

না। এবং তার একটা প্রধান কারণ কি এই নয় যে, অধিকাংশ বাঙালী নট-নটী ঐ-শ্রেণীর নাটকের রস ঠিকমত ফুটিয়ে তুলতে পারেন না?

*

অনেক নামজাদা বাঙালী অভিনেতার উচ্চারণ-জ্ঞান দেখলেই অবাক হ'তে হয়। সাহিত্যে সমস্ত বাক্য উচ্চারণেরই একটা বাঁধা রীতি আছে। অনেক বাঙালী অভিনেতা সেই প্রাথমিক শিক্ষারই কোন ধার ধারেন না। শুনতে পাই, বিলাতী কলেজের উচ্চশ্রেণীর ছাত্ররাও সেখানকার রঙ্গালয়ে উচ্চারণ শিক্ষা করতে যান। কিন্তু এদেশী ছাত্ররা যদি ঐ পথ অবলম্বন করেন, তাহ'লে তাঁদের পরকাল বোধকরি ঝরঝরে হয়ে যায়!

*

"আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী!" সকল শাস্ত্রবোধের চেয়ে আবৃত্তির গৌরব বেশী। কিন্তু সাহিত্যের অনুশীলন না ক'রেও কেউ যে নির্দ্দোষ আবৃত্তি করতে পারে, এ কথা আমরা বিশ্বাস করি না। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর আবৃত্তি-ক্ষমতা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ নেই। তার কারণ আজীবন সাহিত্যের অনুশীলনে তাঁর ব্যগ্রতা আছে।

*

অভিনেতার আর্ট সঙ্গীত, কাব্য, চিত্র বা ভাস্কর্য্যের মত সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়। তা অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর, কারণ সাহিত্যের সাহায্য ভিন্ন সে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে না। তাকে নাটকের সহায়তা গ্রহণ করতেই হবে। সে যতই নূতন সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করুক, নাটকের স্বরূপ প্রকাশ করাই তার প্রধান কার্য্য। অর্থাৎ সে সাহিত্য ও দর্শকের মাঝখানে থাকে মধ্যস্থের মত।

*

সাহিত্যবোধ না থাকলে সাহিত্যকে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এইজন্য নটজীবন গ্রহণ করবার আগে সকলেরই উচিত, সাহিত্য নিয়ে রীতিমত আলোচনা করা। রঙ্গালয়ে কি ভাবে স্বর নিক্ষেপ করতে হয়, কি-রকম ক'রে হাত-পা নাড়তে ও চলতে-ফিরতে হয়, এ-সব অভ্যাস করলে সহজেই শেখা যায়। কিন্তু সাহিত্যের অন্তর্গূঢ় রস যে বোঝে না, তার পক্ষে ও সব শিক্ষাই ব্যর্থ—একেবারে ব্যর্থ!

*

গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দুশেখর প্রভৃতি যতদিন হাতে নাতে অভিনয় শিক্ষা দিয়েছেন, ততদিন তাঁদের ছাত্ররা বাংলাদেশে নাম কিনেছিলেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দুশেখরের মৃত্যুর পরই তাঁদের অধিকাংশ ছাত্র আর কোন নূতন সৌন্দর্য্য সৃষ্টি ক'রে নাম কিনতে পারছেন না। গুরু যেমন শিখিয়েছেন আজও তাঁরা তেমনি ভাবেই সকল ভূমিকাতেই কথা কইছেন, হাত-পা নাড়ছেন, চলা-ফেরা করছেন। কিন্তু গুরুর যে চিন্তাশীলতা ও রসগ্রাহিতা ছিল, তার অভাবে আজ তাঁরা জনসাধারণের সহানুভূতি এমন ভাবে হারিয়েছেন। সাহিত্যরস থাকলে আজ তাঁদের এ দুর্গতি আর ঘটত না।

*

আমাদের ভয় হয়, পাছে নবীন দলের অভিনেতারাও শেষকালে এমনি মুস্কিলে পড়েন! কারণ স্পষ্টই দেখছি, তাঁদেরও অধিকাংশই শিক্ষকের নিকটে প্রাপ্ত বিদ্যাকেই অবিকল প্রকাশ ক'রে যাচ্ছেন—তাঁদের ব্যক্তিগত চিন্তা, ভাব, ভঙ্গি বা ধারণার কোন ছাপই দিতে পারছেন না। এখনো সময় থাকতে সাবধান না হ'লে তাঁরাও শীঘ্রই বিগতের দলে গিয়ে পড়বেন।

*

নবীন দলে লেখাপড়া-জানা লোকের সংখ্যা বেশী বটে! কিন্তু লেখাপড়ার অভিমান নিয়ে রঙ্গমঞ্চের উপরে কেউ ইষ্ট লাভ করতে পারবেন না। লেখাপড়া জানার লাভ শুধু এই যে, তার দৌলতে অল্প আয়াসে সাহিত্যবোধকে সুলভ করা যায়। বিনা অনুশীলনে এম, এ পাশ ক'রেও সাহিত্যরসিক হওয়া অসম্ভব।

*

সেদিন "নটরাজে"র সম্পাদক মহাশয় আমাদের কাছে এক প্রস্তাব করেছেন। তিনি এমন একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করতে চান, যেখানে সাহিত্য-সেবক, অভিনেতা ও নানা বিভাগের শিল্পীরা সমবেত হয়ে আলোচনা, অনুশীলন ও ভাবের আদান প্রদান করতে পারবেন। উত্তম প্রস্তাব। দরকার হ'লে এজন্যে তাঁকে সাধ্যমত সাহায্য করতেও আমরা প্রস্তুত আছি।

*

ষ্টার থিয়েটারের "প্রফুল্ল" অভিনয় সম্বন্ধে সবিস্তারে কিছু না বললেও চলে। কারণ "প্রফুল্ল" ওখানে নূতন নয়, ওর বিষয়ে যা বলবার তা আগেই অনেকবার বলা হয়ে গেছে। তবে তার প্রতি যে নতুন ক'রে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে তার প্রধান কারণ, "নাট্যমন্দিরে" ঐ নাটকেই যোগেশের ভূমিকায় শিশির-কুমারের আবির্ভাব। সুতরাং দানীবাবুর যোগেশ সম্বন্ধে অন্ততঃ দু-চার কথা বললে বাহুল্য হবে না।

*

কিন্তু এরি মধ্যে একটা কথা মনে হচ্ছে। বাঙালী দর্শকদের লোকে যতটা নির্ব্বোধ ও অরসিক ব'লে মনে করে, আসলে তারা ততটা দোষী নয়। তাদের অনুভূতি ও ভাবগ্রাহিতা কতখানি তীক্ষ্ণ তা আমরা জানি না, তবে উচ্চশ্রেণীর কলা-সৌন্দর্য্যের দিকে তাদের যে প্রাণের টান আছে, মাঝে মাঝে এ সত্যটা বেশ স্পষ্টরূপেই ধরা দেয়।

*

"প্রফুল্ল" একখানি সামাজিক নাটক, যা পুরাতনের মধ্যেও পুরাতন বললে অত্যুক্তি হয় না। সে নাটকের অভিনয় দেখবার জন্যে এখন আর উল্লেখযোগ্য দর্শক সমাগম না হ'লেও সেজন্যে কেউ দর্শকদের রসবোধকে নিন্দা করবার অবসর পাবে না।

*

অথচ দেখা যায়, এমন বহু অভিনীত পুরাতন নাটকের অভিনয়েও যতবার উচ্চশ্রেণীর আর্টের বিকাশ দেখবার সম্ভাবনা জেগেছে, ততবারই প্রেক্ষাগার লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠেছে। "প্রফুল্লে"র তৃতীয় অভিনয় রাত্রে "নাট্যমন্দিরে" গিয়ে দেখলুম, প্রেক্ষাগারে সত্যসত্যই দাঁড়াবার জায়গা নেই। "ষ্টার থিয়েটারে"ও বুধবারের মত বেবারেও লোক বড় কম হচ্ছে না।

*

এ ব্যাপার কি বাঙালী দর্শকের রসবোধ ও গুণগ্রাহিতা প্রমাণিত করছে না? যে নাটক দেখে দেখে সবাই শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছে, যার ভাব ও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে আর কোন নূতনত্ব পাবার আশা নেই, যার ভিতরে নাচ-গানের প্রাচুর্য্যের অভাব এবং পুরাতন ব'লে যার মধ্যে কর্ত্তৃপক্ষ দৃশ্যপট বা সাজ-পোষাকেরও নূতন বাহার দেখাতে নারাজ, কেবলমাত্র অভিনয়ের জন্যে তারই এমন সাদর অভ্যর্থনা!

*

অতএব বাঙালী দর্শকদের প্রশস্তি নিবেদন করতে আমরা বাধ্য! সমালোচকরা বাঙালী দর্শককে যতটা কালো ক'রে আঁকেন, তাঁরা তত-বেশী কালো নন। চেরাগের নীচে অন্ধকার থাকতে পারে, কিন্তু উপরে আলোকেরও অভাব নেই এবং সে এক পরম সান্ত্বনা নয় কি?

*

এখানে আবার রুশ নাট্যজগতের হর্ত্তা-কর্ত্তা এবং সেখানকার "শিক্ষা ও কলাবিভাগের কমিসেরিয়েট" এ, লুনাচারস্কির যুক্তিপূর্ণ কথাগুলি মনে পড়ছে। আমরা এখানে তার কতক কতক তুলে দিলুম :—

*

"তত্ত্বাবধায়কের যদি দক্ষতা থাকে, তাহ'লে জনসাধারণের মতি গতি বুঝে তাদের রুচির উন্নতি-বিধান করা মোটেই শক্ত কথা নয়।

*

"যাঁরা বিশেষ ভাবের ভাবুক ও উচ্চশিক্ষিত, রঙ্গালয় যে কেবলমাত্র তাঁদের সংকীর্ণ আসরে পরিণত হবে, এটা আমরা চাই না।

*

"কারণ আমার বিশ্বাস, সাধারণ ও অসাধারণ দর্শক যেখানে সমান ভাবে আনন্দ উপভোগ করতে পারবে, অনায়াসেই এমন রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা করা চলে।

*

"চপলতার বশবর্ত্তী হয়ে জনসাধারণ হয়তো খেলো অভিনয় দেখতে যায়। কিন্তু যেখানে তাদের জীবন-সমস্যার সমাধান আছে, সেখানে উঁচুদরের নাটকের রস গ্রহণে তারা যে অক্ষম, এ কথা আমি মানব না।"

*

হচ্ছিল দানীবাবুর "যোগেশের কথা। বিদেশ থেকে ফিরে এসে দানীবাবু প্রথমেই তাঁর পুরাতন সহ-অভিনেত্রী শ্রীমতী তারাসুন্দরীর সঙ্গে আবার দর্শন দিয়েছেন, এ হচ্ছে আকর্ষণের উপরে আকর্ষণ!

*

এঁদের দুজনকে আবার এক সঙ্গে দেখে অনেক দিনের পুরাণো স্মৃতি মনে জাগছে! বিশ বৎসর আগে তারাসুন্দরীর সঙ্গে দানীবাবুকে প্রথম দেখি, মিনার্ভা থিয়েটারে "দুর্গেশনন্দিনীর" ওসমান ও আয়েষার ভূমিকায়। সে রাত্রে অর্দ্ধেন্দু শেখর সেজেছিলেন 'বিদ্যাদিগগজ' ও 'বিমলা' সেজেছিলেন—যতদূর মনে পড়ে—স্বর্গীয়া তিনকড়ি। কিন্তু সে কথা এখন থাক্।

*

বহু নটের দ্বারা অভিনীত কোন ভূমিকা আবার কোন অভিনেতা যখন গ্রহণ করেন, তখন প্রথম ও প্রধান দ্রষ্টব্য হচ্ছে, ভূমিকায় নূতন কোন ধারণা আছে কি না? যিনি পুরাতনকেই পুনরায় প্রকাশ করেন, তাঁর সম্বন্ধে মৌন ব্রত অবলম্বনই প্রশস্ত।

*

এ হিসাবে বলতে পারি, দানীবাবু 'যোগেশ'-ভূমিকার নূতন ধারণা করতে পেরেছেন। অমৃতলাল মিত্রের 'যোগেশ' দেখিনি, তা ছাড়া আর যত বিখ্যাত 'যোগেশে'র সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে, দানীবাবুর 'যোগেশের' সঙ্গে তাঁদের তফাৎ আছে যথেষ্ট। এইখানেই অভিনেতার শক্তির প্রমাণ।

*

দানীবাবু পুরাতন দলের লোক এবং সুরবর্জ্জিত অভিনয়ে তিনি অভ্যস্ত নন, তাঁর শিক্ষা, দীক্ষা, সাধনা সব ঐ সুরের ও ভঙ্গির ভিতর দিয়েই সম্পুর্ণ হয়ে উঠেছে। সুতরাং পুরাতন মাপকাঠি দিয়েই তাঁর অভিনয়ের বিচার করা উচিত। এবং সে বিচারে তিনি যে জয়মাল্য লাভ করবেন, তাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

*

গেলবারে গর্ডন ক্রেগের কথায় দেখিয়েছি যে, রঙ্গালয়ে স্বাভাবিকতার আদর যদি থাকে তবে তা সাময়িক মাত্র। আজ যে নূতন ভঙ্গি বাংলা রঙ্গালয়ে 'স্বাভাবিক' ব'লে আদর পাচ্ছে, কয়েক বৎসর পরে কেউ যে তাকে হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করবে না, এটা একেবারে নিশ্চিত। তখন বাহবা পাবে অন্য কোন 'ষ্টাইল' বা ভঙ্গি। সব দেশের রঙ্গালয়েই বরাবর এটা হয়ে এসেছে এবং বাংলা দেশ সব দেশের বাইরে নয়।

*

সুতরাং দানীবাবুর ভঙ্গি বা 'ষ্টাইল' পুরাতন ব'লে নিন্দনীয় হতে পারে না, কেননা আর্টে পুরাতনেও প্রতিভাকে সম্মান দেওয়া কর্ত্তব্য। তা না দিলে আজ মাইকেল ও বঙ্কিমকেও ত্যাগ করতে হয়।

*

দানীবাবুর 'যোগেশের' অভিনয়ে রং চড়ানো আছে বেশী এবং তাই তা জনপ্রিয় হবে। সামাজিক নাটকে এটা না থাকলেই ভালো—এমন াক উপভোগ্য হ'লেও।

*

জ্ঞানদার মৃত্যু-দৃশ্যে যোগেশরূপী দানীবাবুর সেই নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত স্তম্ভিত ভাব, শুঁড়িখানার সামনে তাঁর অভিনয় এবং শেষ দৃশ্যে তাঁর সেই অর্দ্ধচেতন ও অর্দ্ধ অচেতন অবস্থায় "সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল" উক্তি, এ সব আমাদের খুবই ভালো লেগেছে।

*

শ্রীমতী তারাসুন্দরীর "উমাসুন্দরী" খুব স্বাভাবিক হয়েছে।

গান

এ যে চিতাদাহ, প্রাণ!
মিছে কেন গাহ গান—
গেয়োনা গো, গেয়োনা!
ভোলা মন দখিনায়
যদি ডাকে—সখি, আয়!
তবু তুমি যেয়ো না!
গেয়োনা গো, গেয়ো না!

*

চল শ্যাম-গহনে!
তাতালিয়া দহনে
হিয়া হ'ল মায়া-মরু,
ম'রে গেছে ছায়া-তরু,—
তার পানে চেয়ো না!
—গেয়োনা গো, গেয়ো না!

*

নিধুবনে মধু নাই
আছে শুধু স্মৃতি তার—
ত্রিভুবনে কাঁদে হা-হা,
নাই সুর গীতিকার!

*

নয়নের তটিনী
হয় যদি নটিনী,
ভুলে হৃদি দান করি,
খুলে দিয়ে প্রাণ-তরী
আঁখিজলে বেয়ো না!
গেয়ো না গো, গেয়ো না!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

চিত্র-জগৎ

জোড়বাঁধা অভিনেতা অভিনেত্রী আগে লোকের খুব প্রিয় ছিল অর্থাৎ নায়িকা নায়কের অংশে কোনো বিশেষ দু'জনকে লোকে সব ছবিতেই দেখ্‌তে চাইতো। আগে ছিল লী আর মোরান, জন্ বানি আর ক্লোরা ফিঞ্চ। ইদানীং এ ব্যাপার প্রায় হোতোনা। কিন্তু সম্প্রতি রোণাল্ড কোল্‌ম্যান ও ভিল্‌মা ব্যাঙ্কি এবং ওয়ালেস বিয়ারী ও রেমণ্ড হ্যাটনের সময়য় জনপ্রিয় হ'য়ে উঠ্‌ছে।

*

জ্যাক্ মাল্‌হল ও ডোরোথি ম্যাকাইলের যুগ্ম অভিনয়ও দর্শকদের ইপ্সিত। স্ফটিক পাত্র (Crystal cup) নামক নোতুন ছবিতে এঁরা দুজনে অভিনয় ক'র্‌বেন ঠিক্ হ'য়েছে।

*

শ্রীযুক্ত জন জিল্‌বার্ট উত্তরাধিকার-সূত্রে তাঁর অভিনয়-কৃতিত্ব লাভ ক'রেছেন। তাঁর মা বাবা দু'জনেই রঙ্গালয়ের নাম করা নটী নট ছিলেন। তাঁর যখন বয়স মাত্র এক বছর তখন এড্ডি ফয়ের সঙ্গে তিনি রঙ্গমঞ্চে অভিনয় ক'রেছিলেন। রবার বিক্রেতার ও খবরের কাগজের রিপোর্টারের কাজও তিনি ক'রেছেন।

*

শ্রীযুক্ত ডেভিড্ ব্ল্যাঙ্কেনহর্ণের সঙ্গে শ্রীমতী আইরিন রিচের বিয়ে হ'য়ে গেল। শ্রীযুক্ত প্যাসাডেনার ও লস্ এঞ্জেলেসে অনেক জমি আছে। শ্রীমতীর পূর্ব্ব বিবাহ-জাত দুটি সন্তান বর্ত্তমান, তারা স্কুলে প'ড়্‌ছে।

*

প্রসিদ্ধ প্রযোজক শ্রীযুক্ত রেক্স্ ইন্‌গ্রাম দক্ষিণ ফ্রান্সে গিয়ে ডোরাল্ড ফিল্‌ডিং নামক একজন ইংরাজ বালক অভিনেতাকে আবিষ্কার ক'রেছেন। রাডল্ফ্ ভ্যালেনটিনো, এ্যালিস্ টেরি, বারবারা লা মার্ রেক্স্ ইনগ্রামের জন্যেই লোক-চক্ষুর গোচর হ'য়েছিলেন। সুতরাং তাঁর নোতুন আবিষ্কারটির ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ ব'লে অনুমান করা যেতে পারে।

*

স্থানীয় 'পিকচার হাউসে' যাঁরা 'চিরন্তন দ্রোহ' (The Eternal Struggle) নামক ছবিটি দেখেছেন তাঁরা আর্ল উইলিয়াম্‌সের অভিনয় নিশ্চয় নজর ক'রেছেন। আমরা শুনে দুঃখিত হ'লুম যে ইনি সম্প্রতি মারা গেছেন। এই ছবিতে পরলোকগতা অভিনেত্রী বারবারা লা মারও অভিনয় ক'রেছেন।

*

শ্রীযুক্ত ইউজেন্ ও'ব্রায়েনের একদিন চিত্র-জগতে খুব পসার ছিল। সকল প্রসিদ্ধা অভিনেত্রীর নায়িকার অংশের অভিনয়ে এঁকে নায়কের ভূমিকা দেওয়া হোতো। অধুনা চিত্র-জগতে তাঁর নাম কমে গেছে সেই জন্যে তিনি সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় ক'র্‌বেন ব'লে শোনা যাচ্ছে।

*

'রাজার রাজা' (The king of kings) নামক চিত্রনাট্যে সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী শ্রীমতী জ্যাকোরেলাইন লোগান মেরি ম্যাগ্‌ড্যালিনের ভূমিকা নিয়েছেন।

*

আমরা গতবারে খবর দিয়েছিলুম যে শ্রীমতী জোবিনা র‍্যাল্‌ষ্টনের সঙ্গে শ্রীযুক্ত রিচার্ড আর্লেনের বিয়ে হবে। শুভদিনে শুভলগ্নে এ মিলন সংঘটিত হ'য়েছে। প্রকাশ যে অভিনয় কার্য্যের তাগাদা ছাড়া তাঁরা আজকাল বড় একটা বাইরে বেরন না, দিনরাত ঘরেই থাকেন। নিমজ্জিত!

*

'প্রতিশোধ' (The Revenge) ব'লে সম্প্রতি একখানি ছবি বেরিয়েছে। এতে শ্রীমতী সুজি ভার্ণন ও ম্যারায়া পামার আর রবার্ট ডিসেল হেন্‌রি রবার্টস্ বেন্ স্মাইদ্ প্রভৃতি অভিনয় ক'রেছেন। মিশরের জাতীয় দলের দ্রোহ হোলো এর মূল ঘটনা।

*

'এলা সিন্‌ডারস্' ব'লে আর একখানি নোতুন ছবিও সম্প্রতি মুক্ত হ'য়েছে। এতে নায়িকা ও নায়কের ভূমিকায় যথাক্রমে শ্রীমতী কলিন মুর ও শ্রীযুক্ত লয়েড হিউজেস্ অবতীর্ণ হ'য়েছেন। তা ছাড়া শ্রীমতী ভেরা লুইস, ডোরিস্ বেকার, এমিলি জার্ডে'স্, মাইক ডনলিন্, ডেড্ প্রাউটি এবং জ্যাক্ ডাফি প্রভৃতিও এতে অভিনয় ক'রেছেন।

*

শ্রীযুক্ত হ্যারি কেরি ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী জন্মেছিলেন। তাঁর হেনরি জর্জ্জ নামে একটি ছেলে ও এথেল এ্যাডা নামে একটি মেয়ে আছে।

কৌতুকরসিক আন্তন শেখভ *

আন্তন শেখভ একজন সুন্দর অভিনেতা ছিলেন। তাঁর সম্পূর্ণ বাল্যকালেই তিনি আপনার মস্তিষ্কের আবিষ্কৃত কালোপযোগী ত্বরিত রচনা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি অভিনয় ক'রে প্রায় আমাদের পারিবারিক চক্রের প্রতি সন্ধ্যা আনন্দ-বিভোল ও মধুময় ক'রে তুলতেন। তিনি অনেক প্রকার চরিত্র অভিনয় করতেন—কখনও বা এক বৃদ্ধ অধ্যাপকের পড়ানোর নীতি নকল ক'রে সকলের সম্মুখে প্রকট করলেন, তার পরক্ষণেই অপর একজন দন্ত-চিকিৎসকের চরিত্র অভিনয় ক'রে দেখালেন। কিম্বা হয়তো চার্চ্চের ধর্ম্মচারী সাজলেন। এমনি ক'রে কত রকমের চরিত্র সৃষ্টি ও অভিনয়ে তা'র রূপ ব্যক্ত ক'রে আপনার বহুমুখী মনীষার পরিচয় দিয়েছিলেন। সান্ধ্য ভোজনের পর প্রতিদিন প্রদোষলগ্নে তিনি আপনার কণ্ঠস্বর অসাধারণভাবে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ক'রে ফেলতেন্‌—সে স্বর একেবারেই চেনা যেত না! তিনি এই বিচিত্র কণ্ঠস্বর নিয়ে কৌতুক-ভরা গল্প ও কাহিনী বলতেন—আর তাই শুনতে শুনতে আমরা সকলে হাসির তরঙ্গবিলোড়নে আত্মহারা হ'য়ে যেতুম।

শেখভ যখন একজন চার্চ্চের ধর্ম্মযাজক হবার জন্যে পরীক্ষা দিচ্ছেন—তাঁর সেই অভিব্যক্তি অত্যন্ত আনন্দকর ও কৌতুকাবহ ব'লে বোধ হ'তো। তিনি চার্চ্চের নবধর্ম্মব্রতীর অভিনয় কর্ত্তেন—আর আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আলেকজাণ্ডার বিশপের চরিত্র নিতেন। আন্তন এই চরিত্র অভিনয় করবার সময় গলাটি এমন বাড়িয়ে দিতেন—যেন ঠিক একজন বৃদ্ধের মাংসল গলার মতন দেখাতো—তারপর মুখের চেহারা সম্পূর্ণ বদলে ফেলে বৃদ্ধ গ্রাম্য ধর্ম্মযাজকের ন্যায় কম্পিতকণ্ঠে আমাদের বিশপরূপী ভ্রাতার সম্মুখে সমস্ত আটটি মন্ত্র (keys) গান ক'রে পড়তে হ'তো—আন্তন যেন বিশপের কাছে পরীক্ষা দিতে দিতে কতই ভয় পেয়েছেন—এই রকম ভাব দেখাতেন, ভয়েতে যেন গলার আওয়াজ রুদ্ধ হ'য়ে আসছে—বারম্বার অর্গণন ভুল করছেন, কিন্তু অবশেষে পরীক্ষার ফলে বিশপের ঘোষণা ধ্বনিত হয়ে উঠতো—আপনি ধর্ম্মযাজক হবার যোগ্য।

আন্তন এমন সুন্দর অঙ্গরূপসজ্জা কর্ত্তেন যে তাঁর অতি-নিকট আত্মীয় পর্য্যন্ত একেবারেই তাঁকে চিনতে পারতেন না। একদিন তিনি একটা ভিখারীর সাজে একখানি ভিক্ষার চিঠি হাতে নিয়ে সমস্ত ট্যাগানরগ (taganrog) সহর ঘুরে ঘুরে শেষে আমাদের খুল্লতাতের হাতে চিঠিখানি দিলেন। খুল্লতাত মহাশয় আন্তনকে চিনতে পারলেন না—তিনি তাঁকে তিনটি কোপেক (রুশ মুদ্রা) দান করলেন।

ডাক্তারী উপাধি নিয়ে আন্তন ডাক্তারী ক'র্‌বার ইচ্ছা মোটেই প্রকাশ করলেন না,—কিন্তু প্রথমে অনিশ্চয়তা তাঁর সাহিত্যিক প্রচেষ্টাকে নিরুৎসাহ ও ভয়ব্যাকুল ক'রে তুলে ছিল। কেবলমাত্র পিটাসবর্গএ প্রথম যাওয়ার পর থেকে তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস জন্মালো যে, তাঁর সাহিত্যজীবনের ভবিষ্যৎ একদিন উজ্জলপ্রভায় উদ্দীপ্ত হ'তে পারে—এই পথই তার পথ। এবং এরপরেও 'মস্কো' কাগজের পৃষ্ঠায় কয়েক বৎসর ধরে আপনার পরিশ্রম ও রচনা-নৈপুণ্যের ছাপ দিয়ে সত্য সত্যই কতকগুলি কোপেক উপার্জন করতে পেরেছিলেন।

Novosti Duya" নামক দৈনিকে তাঁর সুদীর্ঘ উপন্যাসের—'A Drama at the Hunt"—জন্যে সপ্তাহে তিনি তিনটি rouble (মুদ্রা) পেতেন। আমি সেই সময় মস্কোতে আইন পড়ছিলুম,—এবং আমি সম্পাদক—কার্য্যালয়ে আন্তনের প্রাপ্য মুদ্রা আদায় কর্ত্তে যেতুম, সেই কাজের জন্যে তিনি আমাকে এই সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন—

মেডিক্যাল সার্টিফিকেট

মস্কো ইম্পিরিয়াল য়ুনিভারসিটির ছাত্র ধর্ম্মবিশ্বাসী মাইকেল শেখভ সম্বন্ধে নিশ্চয় ক'রে বলা যায় যে, তিনি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ হ'তে আমার সহোদর হ'য়েছেন—এবং সেই জন্যে তাঁকে আমি ক্ষমতা প্রদান করচি—যে-সম্পাদকীয় কার্য্যালয়ের জন্যে আমি কাজ করি সেই সকল কার্য্যালয় হ'তে তিনি আবশ্যকমত যে কোন সংখ্যা মুদ্রা নিতে পারেন—এবং আমি আমার স্বাক্ষর ও মোহরাঙ্কন দিয়ে এই কার্য্যের সাক্ষী রইলুম।

আন্তন শেখভ—এম্, ডি, মস্কো
১৫ই জানুয়ারী, ১৮৮৬

প্রমাণ স্বরূপ সেই চিঠিটী নিয়ে 'Novosti Duya'তে সপ্তাহের তিনটী rouble আনতে যেতুম। সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব'সে থাক্‌তে হ'তো—যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সংবাদপত্র-বিক্রেতা বালকেরা রাস্তায় বিক্রয় ক'রে কিছু মুদ্রা আন্‌তো—প্রায় ততক্ষণই আমাকে অপেক্ষা ক'রতে হ'তো। অপর অপর লেখকগণ ঘরের মধ্যে ব'সে থাক্‌তেন, আর সেই ঘরের মধ্যেই একটী কিশোরী পিয়ানোর গৎ অভ্যাস ক'রত। আর যে কোনো কারণের জন্যেই হোক্—সেখানে আমায় অপেক্ষা ক'রে ব'সে থাক্‌তে হ'তো ব'লে সর্ব্বদাই এক পেয়ালা চায়ের পিয়াসী ছিলুম।

"আপনি অপেক্ষা ক'চ্ছেন কেন?"—অবশেষে প্রকাশকের মুখ থেকে এই সদয় বাণী বাহির হ'তো; প্রকাশকের এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'র্‌বার কারণ ছিল—যাঁরা ঐ ঘরের মধ্যে ব'সে থাকতেন—তাঁদের প্রতি তাঁর বিশেষ কৃপাদৃষ্টি ছিল।

"আমি তিনটি rouble পাবার জন্যেই ব'সে র'য়েছি।"

"আমার কাছে কিছুই নেই;…এখন আমি কোথায় পাবো? আপনি বোধ হয় থিয়েটার দেখ্‌তে যাবার জন্যে টীকিট কিন্‌তে চান?—কিম্বা একজোড়া নোতুন পাজামা কিন্‌বেন?—তাই যদি হয়—বেশতো—দরজির কাছে গিয়ে আমার খরচে একজোড়া পাজামার অর্ডার দিয়ে আসুন।"

সেই সময়ে আন্তন্‌ "Budibrik," "Novosti Duya", "Moskva", "Sviet Tieni"—তে লিখ্‌ছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত শেষের দু'টী অকালে অন্তর্হিত হয়। কিন্তু সেখানে লিখে' আন্তন্‌ কবি পাল্‌মিন্‌ (Palmin) এর বিশিষ্ট বন্ধু হ'তে পেরেছিলেন। পাল্‌মিন্‌ প্রতিদিন নিয়মিতরূপে মদ্যপান ক'রতেন এবং একজন রমণীর সঙ্গে বাস কর্ত্তেন। সেই রমণীকে আন্তন্‌ লেডি প্লাট ব'লে ডাক্‌তেন। লেডি প্লাট প্রচণ্ড সুরাপায়ী ছিলেন। এবং মধ্যে মধ্যে অতি অল্পক্ষণ অন্তর টাট্‌কা চুমুক পাবার লোভে পাল্‌মিন্‌কে এই কথা ব'লে সজাগ ক'রে দিতেন:—

"লিওডোর আইভানীচ, বলি আর একবার বিয়ার খাবার সময় হয়নি কি?"

পাল্‌মিন পিটার্স্‌বার্গের ব্যঙ্গকৌতুক সম্পর্কীয় 'Oskolki' কাগজে কবিতা লিখ্‌তেন এবং সম্পাদক ল্যাইকিন্‌-এর সঙ্গে তাঁর বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল।

একদিন ল্যাইকিন্‌ মস্কোতে এসে তাঁকে তাঁর গুহা হ'তে বা'র ক'রে বেড়া'তে নিয়ে যাবেন ব'লে অনেক কথাই শুনিয়ে দিলেন। কথা শুনিয়ে ফলও হ'লো। পালমিন্‌ বেরুলেন। যখন তাঁরা Turskaya Street দিয়ে গাড়ী ক'রে

* আন্তন শেখভ (Anton Tchekhov) রুশ সাহিত্যের একজন শক্তিক্ষম কথা-শিল্পী ও নাট্যকার। এই জীবন-কাহিনী আন্তনের ভাই মাইকেল বিবৃত করেছেন।

চ'লেছেন, ঠিক সেই সময়ে দেখ্‌তে পেলেন ফুট্‌পাথের ওপরে একজন দীর্ঘকেশ যুবক বেড়াচ্ছেন।

পাল্‌মিন্‌ ল্যাইকিন্‌কে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন—"ও—কে? ব'ল্‌তে পার?"—

"না—আমি তো চিনি না"—ল্যাইকিন্‌ এই ব'লে উত্তর দিলেন।

"ওই হ'চ্ছে শেখভ—আন্তন্‌! তোমার "Oskolki"তে লেখ্‌বার জন্যে ও-কে অনুরোধ করো।"

এই কথোপকথন অ্যান্‌তনের নোট-খাতায় ল্যাইকিন্‌ লিখে' দিয়েছিলেন। বাস্তবিক, আন্‌তনের সাহিত্য-জীবনের এই ঘটনা একটা বিশেষ সময়ের পরিবর্ত্তন ক'রে দিয়েছিল।

"Myedvyed" restaurantতে ল্যাইকিনের সঙ্গে যখন কয়েক বছর পরে দেখা হ'লো, ল্যাইকিন সজল নয়নে হাত ঠুকে আমার সম্মুখে ঘোষণা ক'রে ছিলেন—

"I begot Tchekhov"—আমি শেখভের অভ্যুত্থানের কারণ—সেদিন আমি ল্যাইকিনের মনোগত ভাব বু... [illegible]

যাই হোক্‌, Tuerskaya Streetএ সেই সাক্ষাতের ফলে ল্যাইকিন শেখভকে "Oskolki"র জন্যে লিখ্‌তে আমন্ত্রণ করেন। এবং তার পর থেকে আনতনের মনোযোগ মস্কো হ'তে পিটার্সবার্গে গিয়ে প'ড়লো। ল্যাইকিনের নিমন্ত্রণের পর—আন্‌তন্‌ "Peterburgskaia Gazette"এ লিখ্‌তে অনুরুদ্ধ হ'ন। এই পত্রে তিনি তাঁর কতকগুলি শ্রেষ্ঠ গল্প প্রকাশ করেন।

আমরা পরে শেখভের দুই একখানি কৌতুক-নাট্য প্রকাশ ক'র্‌তে প্রয়াস পাবো।

শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য

আয়ে-নো উই

(জাপানী নাটক)

স্থান—কিয়োটো

ডেজিন্‌

আমি—পুণ্যবান সম্রাট 'শুজাকুইনে'র একজন প্রজা!...."শাডেজিন"-নিকেতনে ভবন-বিখ্যাত নারী 'আয়ে-নো-উই'র পীড়ার জন্যে (১) অনেক বড় বড় পুরোহিত আহুত হ'য়েছিলেন!...তাঁরা কিন্তু প্রার্থনা ক'রেও, দেবতার কাছ থেকে একটুও কৃপা অর্জন করতে পারেন নি!...উপস্থিত আমি সুবিজ্ঞ "মিকো'র কাছে যাচ্ছি—প্রেমাত্মাদের কাছে তাঁকে প্রার্থনা ক'রতে বলবার জন্য! তুমি কি প্রার্থনা ক'রবে?

মিকো

টেন্‌শোজো! চিশোজো!
নেগেশোজো! রাক্কোন্‌শোজো!

পৃথিবী!...পুণ্যময়ী পৃথিবী!...তোমার ১৬টী শিকড়ের নিষ্পেষনে এই অনিষ্টকে দূরীভূত কর!...

প্রেতাত্মা (২)

হ্যাঁ হ্যাঁ। হবে হবে!...নরকের দুয়ার পার হ'য়ে যুগ-যানে আমি এসেছি এখানে!...ইউগায়ো (৩) এবং তার ভগ্ন-চক্র গাড়ীর জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত!...ক্ষেত্র যেমন গো-জাতির দ্বারা কর্ষিত হয়, এই পৃথিবীর বক্ষও তেমনি বিক্ষত হয়—দুঃখের দ্বারা!...মানুষের জীবন ঠিক দণ্ড-বদ্ধ চক্রের মত!...কোন দিকেই তার পলায়নের উপায় নেই!...আধার তার—পদ্ম-পত্রের উপর শিশির কণার মতই লঘু!...মনে হচ্চে যেন,—বিগত বসন্তের অনবদ্য সৌন্দর্য্য একটা শুধু স্বপ্ন!...আর...আর আমরা এতই নির্ব্বোধ যে, এই স্বপ্নকে আমরা গ্রহণ করি—বাস্তবের গৌরবে!...ও! আমি দুঃখ পেয়ে বিদ্বেষী হ'য়ে উঠেছি! শান্তি—শান্তি চাই!...(গীত)...যদিও আমি লজ্জায় সমস্ত রাত্রি গোপনে শকটের মধ্যে লুকিয়ে ছিলুম, এবং দুঃখে চাঁদের দিকে চেয়েছিলুম, তবুও চাঁদ আমার মুখ দেখতে পায় নি!...

ওই যেখানে "মিকো" তার যাদু-ধনুক আকর্ষণ ক'রছে, সেইখানে,
আমি আমার সমস্ত দুঃখ উজাড় ক'রে ঢেলে দে'বো!

(সহজ ভাষায়) ও শব্দ কোথা হ'তে আসছে?...ও শব্দ "আজুশা"র ধনুকের।

মিকো

যদিও আমি সেই সমচতুষ্কোণ বাড়ীটার দ্বারে গিয়েছিলুম—

প্রেতাত্মা

তুমি ভেবেছিলে যে, কেউই সেখানে সাঙ্কেতিক শব্দ করে নি!

মিকো

কি আশ্চর্য্য! উচ্চ, সম্ভ্রমশীলা এই নারীকে আমি চিনি না! সে এক ভগ্ন-শকটে এখানে এসেছে! সে কাঁদছে! এইই কি—

ডেজিন্‌

হাঁ!...আমার বোধ হয়, আমি একে চিনি!...(প্রেতাত্মার প্রতি) বল ত আমাকে—তোমার কি নাম?

প্রেতাত্মা

অশান্ত বিদ্যুৎ-লেখার লীলায় ভরা এই পৃথিবীর মধ্যে আমার কোন দাস অথবা দূত নেই! আমার দুঃখ কিন্তু আমার কোনই ক্ষতি করে না!...ধনুর শব্দে আকৃষ্ট হ'য়ে, আমি এখানে লক্ষ্যহারা অবস্থায় এসেছি!...আমার পরিচয় সম্বন্ধে তোমার কি মনে হয়?...রাজকুমারী 'রোকুজোর' প্রেতাত্মা আমি (৪)—আমি যখন এই পৃথিবীতে ছিলুম, বসন্ত আমার পাশে চির-জাগ্রত ছিল!...মেঘমালার অনিন্দ্য আসরে আমি কুসুমোৎসবে মেতে উঠেছিলুম!...অনেক আত্মা সে উৎসবে যোগদান ক'রেছিল!

তারপর, প্রোজ্জ্বল-প্রদোষে চাঁদের শুভ্র প্রতিচ্ছবি হ'য়েছিল আমার স্বচ্ছ মুকুর!...বর্ণ-সৌরভে আমি মাতাল হয়ে উঠেছিলুম!...আমার তখনকার তনু শ্রীগৌরব-ময় হ'লেও, প্রভাতের কিশোর রূপরাশির মত, অস্ফুট আমার লাবণ্য নিয়ে, আমি এখন অপেক্ষা করছি—অরুণোদয়ের জন্য!...দেয়াল!...একটা

(১) আয়ে-নো-উই তার সপত্নীর প্রতি বিদ্বেষ নিয়ে বাড়ী হ'তে গোপনে বেরিয়ে আসে। পথে আসবার সময় "আমি" উৎসব-ক্ষেত্রের কাছে তাহার গাড়ী ভগ্ন হয়, ও, সে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হয়। এই আঘাতই তার রোগের কারণ।

(২) "আয়ে-নো উই" এর মনের ভিতরকার হিংসারূপ প্রেতের কল্পিত সজীব মূর্ত্তি!

(৩) আয়ে-নো-উই

(৪) প্রেতাত্মারা এই ভাবে নিজেদের মিথ্যা পরিচয় দেয়।

খেয়ালের প্ররোচনায় আমি এখানে এসেছি! কোনরূপ সময়ের নির্দ্দিষ্টতা আমি জানি না! এখানে আমি আমার সমস্ত দুঃখ মুছে ফেলবো! অন্য কেউ বরং দুঃখকে আমার এই গ্রহণ করুন্।

কোরাস

ফিরে-পাওয়া ভালবাসার গৌরবে প্রণয়িনী আজ হাস্যমুখী! ওকি! নিষ্ঠুরতা! নিষ্ঠুরতার অনিষ্ট ঘনিয়ে উঠছে!···কোন সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে, তুমি এই দুঃখের রাশি আমাদের কাছে ঢেলে দাওনি! আমাদের দুঃখ অসীম হ'য়ে উঠছে!

প্রেতাত্মা

ঘৃণিতা ওই নারী! আমি আমার হাতের উত্তেজনাকে নিবৃত্ত ক'রতে পারছি না! (আঘাত করণ)

মিকো

না—না! তুমি—রাজকুমারী 'য়োকুজো'! তোমার পক্ষে এ-কাজ করা সম্ভব নয়! ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও! ক্রমশঃ

শ্রীভারতকুমার বসু

—

ডাকঘর

নাট্যমন্দিরে "প্রফুল্ল"

দীর্ঘ দিনের অনুপস্থিতির পর শিশিরবাবু শীঘ্রই আবার রঙ্গপীঠে অবতীর্ণ হবেন যোগেশের ভূমিকা নিয়ে, সারা সহরের বুকে এ সংবাদ চারিয়ে গেল যেন বিদ্যুতের মতন। তাই যখন সেরাত্রে নাট্যমন্দিরে পৌঁছে দেখি যে, প্রেক্ষা-গৃহে তিলধারণের ঠাঁই নাই, তখন কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হই নি; কারণ ঠিক এইটি আমরা আশা করেছিলুম সেদিন। পুষ্প, পতাকা, আলোক, আলিপনা, পূর্ণ কুম্ভ, ধূপের সুরভি এবং সানাইয়ের সুর এক সঙ্গে মিলে রঙ্গগৃহের বাইরের শ্রী ও শোভাকেও বেশ কল্যাণমণ্ডিত ক'রে তুলেছিল।

ইতিপূর্ব্বে শিশিরবাবু যে কয়টি চরিত্রকে রঙ্গে-রসে সঞ্জীবিত কোরে সাধারণ সুধী দর্শকবৃন্দের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছেন, তার সবগুলিই হয় ঐতিহাসিক নয় পৌরাণিক আখ্যায়িকার ছবি। সে-সবের মধ্যে অনুপ্রাণনার উপাদান আছে প্রচুর, মাদকতারও অভাব নাই। তাঁর আলমগীর, রঘুবীর, চাণক্য, রাম, প্রবীর, পুণ্ডরীক, জয়সিংহ, কর্ণ, রতনচাঁদ, বৃহন্নলা, অর্জ্জুন, শ্রীকৃষ্ণ, রঘুপতি, ভীম, ইন্দ্র, গৌতম, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি আমাদের মুগ্ধ করেছে, অভিভূত করেছে। যতবারই দেখেছি, ততবারই আমাদের চিত্ত রসসিক্ত হয়ে উঠেছে। তবুও আজ যোগেশের আকর্ষণ যে এতটা বেশী প্রবল হয়ে উঠেছে সকলের কাছে তার কারণ বোধ করি এই, সামাজিক চরিত্রের মধ্যে আমরা আমাদের বর্ত্তমান জীবনের দৈনন্দিন সুখ, দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ, বেদনাকে মূর্ত্তি পরিগ্রহ কোরতে দেখি;—আপন আপন অন্তরলোকের চিরন্তন রহস্যের সন্ধান পাই। অতীতের স্বপ্ন-কুহেলিকা আমাদের পথ ভুলিয়ে কল্পস্বর্গের সিংহদ্বার পর্য্যন্ত এনে হাজির কোরে দিতে হয় তো পারে; কিন্তু, মর্ম্মের অন্তস্থলটিতে প্রাণের স্পর্শ দান কোরতে পারে শুধু সংসারের অতি পরিচিত অসংখ্য ছোটোখাটো খুটিনাটি দিয়ে গড়া করুণ মধুর অন্তরের ইতিহাস—যার মাঝে মানবতার আবেদন। যোগেশের জীবনের Tragedyর ভিতরে সে খোরাক আমরা অনেকখানিই পাই। তাই প্রফুল্লের অভিনয় দেখবার বাসনা আমাদের প্রাণে সাড়া জাগিয়ে তোলে, মস্তিষ্কে নাড়া দেয়।

এবার অভিনয়ের কথা। কিন্তু গোড়াতেই বোলে রাখা ভালো যে, আমরা সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে গম্ভীরভাবে আমাদের ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করার পক্ষপাতী নই; সুতরাং তা করবোও না। সে ভার যোগ্যজনের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমরা এখানে শুধু আমাদের ভাল লাগা বা মন্দ লাগার সম্বন্ধে মোটামুটি দু এক কথা বোলেই আজকের মতন বিদায় নিতে চাই। আশা করি অন্ততঃ এটুকু ন্যায্য অধিকার আমাদের আছে।

যোগেশের চরিত্র শিশিরবাবুর হাতে পেয়েছে এক অভিনব রূপ; সহজ সরল অনাড়ম্বর স্বাভাবিকতার মধ্যে মাতালের মদিরোচ্ছ্বাস কোথাও এতটুকু অসংযমের পরিচয় দেয় নি। হাব ভাব, কথাবার্ত্তা, চলাফেরা, প্রবেশ প্রস্থান সমস্তের ভিতর দিয়ে যোগেশরূপী শিশিরবাবুর মানব মনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তির ওপরে কতখানি অধিকার তা বেশ ধরা পোড়ে যায়। মানব চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতার প্রাচুর্য্য যোগেশের ভূমিকার সুনিপুণ অভিব্যক্তির ভিতর দিয়ে বিশেষ রূপেই আত্মপ্রকাশ করে। হাসি যে কান্নার চাইতেও কত বেশী করুণ হয়ে উঠতে পারে, তা যোগেশের মুখের পানে তাকালে বুঝতে কারুর এক মুহূর্ত্তও দেরী লাগে না। নিরাশা-জর্জ্জর, অস্ফুট কণ্ঠস্বরে অভিশপ্ত জীবনের যে নিদারুণ অসহায় অসহ বিষাদের সুর ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে, সর্ব্বনাশের নেশায় বিভোর মাতাল যোগেশের মুখ দিয়ে রিক্ততার যে নিস্ফল আক্ষেপ মর্ম্মন্তুদ ভাষায় ঝোরে পড়ে, ব্যথিত চিত্ত তাতে মথিত না হয়েই পারে না। এক কথায় শিশিরবাবুর যোগেশ মনের কোমল পর্দ্দায় বড় বেশী কোরেই ঘা দ্যায়। যবনিকা পড়বার পরেও সারাটা অন্তর যোগেশের প্রতি সমবেদনায় হায় হায় কোরতে থাকে। উদ্বেল অশ্রুর স্বচ্ছ ঝর্ণাধারা ভিতরে বাহিরে উজ্জ্বল হয়ে উঠে; করুণার অমৃতে কিনারার কিনারায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে হৃদয়ের গোপন পেয়ালাখানি।

আমাদের আশা মূর্তিমতী হয়ে দেখা দিয়েছে এতেই আমরা পরিতৃপ্ত। খুঁটি নাটি নিয়ে চুলচেরা আলোচনা করবার অবসর এবং প্রবৃত্তির আমাদের একান্ত অভাব।

সন্তানবৎসলা শোকবিহ্বলা পাগলিনী বিধবা মায়ের একখানি নিখুঁত ছবি আমাদের উপহার দিয়েছেন, নবযুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী তাঁর উমাসুন্দরীর মারফতে। তিনি আমাদের কল্পনাকেও হার মানিয়েছেন। প্রার্থনা করি, তাঁর শক্তি ও সাধনা উত্তোরত্তর অধিকতর জয়যুক্ত ও যশোমণ্ডিত হয়ে উঠুক।

অমিতাভবাবুর কাছে আমরা যতটা আশা করেছিলুম, তার ঢের বেশীই তিনি দিয়ে ফেলেছেন আমাদের। তাঁর সমগ্র অভিনয়টুকুর ভিতর এমন একটা সংহত শ্রী ফুটে উঠেছে যা আমাদের বিস্মিত দৃষ্টিকে আকৃষ্ট এবং মুগ্ধ না কোরে পারে নি। কোথাও এতটুকু অতি-অভিনয়ের চেষ্টামাত্রও নেই; আগাগোড়া সহজ শোভনতায় ভরা।

শ্রীমতী প্রভার প্রফুল্ল অতুলনীয়। এমনটি আর কারুর দ্বারা সম্ভব হ'তে পারে বোলে আমাদের ত একেবারেই মনে হয় না। সরলহৃদয়া বালিকা বধূর কমনীয় ভঙ্গিমাটুকু তিনি অপরূপ বিভায় বিকশিত কোরে তুলেছেন। শ্রীমতী চারুশীলার জ্ঞানদা মোটের উপর মনোজ্ঞ হয়েছে। শ্রীমতী সুশীলার জগমণি এক কথায় চমৎকার বলা যেতে পারে। শ্রীযুত শৈলেন্দ্র চৌধুরীর সুরেশ এবং শ্রীযুত যোগেশ চৌধুরীর মদন ঘোষ বাস্তবের অবিকৃত প্রতিকৃতি। অমলেন্দুবাবুর দরোয়ান পরম উপভোগ্য। শিবনাথ ও পীতাম্বর রীতিমতই উল্লেখযোগ্য। ধীরেনবাবু ও শীতলবাবুর কৃতিত্ব এর মধ্যে আছে। নবাগত তরুণ গায়ক কৃষ্ণ ঘোষের 'মন আমার দিন কাটালি' গানটি বাস্তবিকই মর্ম্ম স্পর্শ করে। গোপালবাবুর ভজহরির লোলুপ চোখে পড়ে। রাণী মুদিনীর গলির দৃশ্যে ভূপেনবাবু, বাদলবাবু, সুহাসবাবু, বিশ্বেশ্বরবাবু প্রভৃতির নির্ব্বাক মাতালের অভিনয় আমাদের তৃপ্তি দিয়েছে। বাদ্য যথার্থই সুন্দর।

পরিশেষে, যোগেশের গৃহকক্ষ এবং রাণী মুদিনীর গলির শুঁড়িখানার নয়নাভিরাম দৃশ্যপট পরিকল্পনার জন্য তরুণ শিল্পী শ্রীযুক্ত রমেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে আমাদের অন্তরের অভিনন্দন জানিয়ে আজকের মতন আমরা বিদায় গ্রহণ করি।

শ্রীঅনাথ বসু

—

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৪র্থ বর্ষ
৫ম সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

৯ই আষাঢ়
১৩৩৪

নাট্য-জগৎ

"মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ
শ্যামাস্তমালদ্রুমৈর্নক্তং"..........

*

আমার মনোবনভূমি আজ তমালদ্রুমে শ্যামায়িত হয়ে উঠেছে এবং উপরে তার মেঘমেদুর আকাশের মনোহর সমারোহ !

*

জানি না, মেঘ-যবনিকার আড়ালে নভো-নাট্যশালার কোথায় নটরাজ আজ তাণ্ডবে প্রমত্ত হয়েছেন, কিন্তু তাঁর উত্তাল নৃত্যের তালে তালে যে বজ্র-বিষাণ ধ্বনিত হয়ে উঠছে ঘন ঘন, চিত্ত যে তাকে উপেক্ষা করতে পারছে না কিছুতেই !

*

আজ কলম হাতে ক'রে 'নাট্য-জগৎ' লেখবার দিন নয়। আজ্‌কের দিনে যে-অভিনেতার অপূর্ব্ব তৌর্য্যত্রিক চোখের সাম্‌নে জেগে উঠেছে, তার লীলা চলেছে নীলিমার সমস্ত নীলিমা ঢেকে, বাতাসের সমস্ত শুষ্কতা সরস ক'রে, মধুজ্বার সমস্ত হৃদয় হরষ ভ'রে !...আজকের এ মহোৎসব কাল থাক্‌বে কিনা কে বলতে পারে ?



কলকাতার মাথায় বর্ষার মেঘ-চ্ছায়া ঘনিয়ে ওঠে বটে, কিন্তু তার গায়ে সজল শ্যামলতার, অভাব একান্ত। ভিজে বাতাস এখানে পথে পথে কেঁদে কেঁদে খুঁজে বেড়ায় সেই অনেক-দিন-আগে-হারিয়ে-যাওয়া কাব্যবন্দিতা গৌড়-সুন্দরীদের,—যাদের চারিধারে ঝরত কেলিকদমের রেণু, যাদের কবরীবন্ধনে বন্দী হ'ত ধারানন্দিত চম্পকমালা, যাদের করকমলে লীলায়িত হ'ত তরুণ তাজা লীলা-কমল, যাদের শ্রীমন্ত তনুর পেলবতাকে চুম্বন করবার জন্যে ভেসে আসত কেয়াকাঁদির সুগন্ধ !

*

এবং কোথায় আজ সেই "কুঞ্জর-গামিনী দামিনীচমকনেহারিণী" নব-যৌবনীরা, যখন "অম্বরে ডম্বর ভরু নব মেহ, বাহিরে তিমির না হেরি নিজ দেহ", তখন যারা মহীপঙ্ক, ভীম ভুজঙ্গম ও "ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত" উপেক্ষা করে ধারাকাতর রাত্রে বিজনপথে চরণকমল ফুটিয়ে সুদূর কুঞ্জে অভিসারে গমন করত ?

*

তাই বর্ত্তমানকে অবহেলা করতে পারছি না। তাই আজ সকাল থেকে পিয়াসভরা প্রাণপাত্রখানি পেতে চুপ ক'রে ব'সে আছি এবং একমনে কাণ পেতে শুনছি আর শুনছি, লক্ষতন্ত্রী প্রাবৃট-বীণায় কি বিচিত্র মেঘমল্লার বেজে চলেছে অশ্রান্ত ছন্দে—দ্রুত, মধ্য, বিলম্বিত লয়ে !

*

এবং কোথায় সেই বৃষ্টিপাতনির্ম্মল নির্জ্জন বনভূমি—বুকে যার বাদল হাওয়ায় চঞ্চল তাল-তমালের দল কাজরী-গানে উতল হয়ে উঠছে ;—সেই কূলে-কূলে-ভরা কলকণ্ঠ জলদছায়াশ্যামল নদনদী—যার জল-অঙ্গুলি তটে তটে দূর্ব্বাপটে প্রেমপত্র লিখে দিয়ে যাচ্ছে ;—সেই ঝুলনঝুলানো মিলনমিলানো পুলকবুলানো কুঞ্জকানন—যার ছায়াদুলানো প্রাণ কদমঝাড়ের সিতিমায়, ময়ূরের নৃত্যছন্দে, কেকার আনন্দে, চুম্বনঝঙ্কারে,

কঙ্কনকলনাদে এবং অঞ্জনপরা খঞ্জনচোখের বিদ্যুৎলাস্যে ক্ষণে ক্ষণে অভিভূত হয়ে পড়ছে!

*

সে সব কিছুই নেই। তবু এই বর্ষা আজ আমার বুকে স্মৃতির সেতারের তারে তারে আনন্দবেদনার সুর জাগিয়ে তুলছে। চুপ ক'রে ব'সে আছি তেতালার নিরালা কোণের ঘরে এবং জান্‌লা-পথে এই ইষ্টক-মরুর মধ্যেও চোখের পটে যে ছবিখানি জেগে আছে, ছোট হ'লেও তার জন্যে নিজেকে ভাগ্যবান ব'লে মনে করছি।

*

একটি পুকুর। জলে তার মেঘের দোলা দুলছে। পাড়ে ঘাস-বিছানায় একটি পোষা ময়ূর প্যাখম তুলছে। ওপারে গুটিকয় গাছ—তার একটি কদম্ব। আরো-ওদিকে একটি তালগাছ। ব্যাস্, আর কিছু নয়।

*

ওখানে মেঘ্‌লা বাতাস জলের মালা গাঁথে,কেকার বাঁশী বাজে, দাদুরী ডাকে, কদমের শুভ্র হাসি ফোটে, সবুজের ইঙ্গিত জাগে এবং আকাশে বাহু তুলে তাল গাছ দুলে দুলে দেয়ার তালে তালে অধীর সুখে করতালি দেয়। তাইতেই মন খুসি।

*

কারণ চোখ থাকলে ছোট'র ভিতরেই বড়কে খুঁজে পাওয়া যায়। তাই তো সামনে আজ বৃহত্তর বাদলমহল তার দ্বার খুলে দিয়েছে, চিরন্তনী বর্ষাসুন্দরী গগনে গগনে তার ভিজে মেঘকুন্তল ছড়িয়ে দিয়ে, পবনে পবনে জুঁই-বেলা-চাঁপা-কেয়ার গন্ধস্বপন ভরিয়ে দিয়ে, ভবনে ভবনে মিলনের বিরহের অশ্রু-হাসি আলো-ছায়া ঝরিয়ে দিয়ে বিদ্যুন্মালা প'রে বজ্রমন্ত্রে বিশ্বের নিদালী আবার দূর করতে এসেছে। তাকে তো অবহেলা করা যায় না, তাই আজ ধান ভান্‌তে কাজরীর গীত গাইলুম।

*

বাংলা দেশে সব ঋতুর চেয়ে বেশী ক'রে ফুটে ওঠে এই বর্ষার রূপ। বৎসরের আর কোন সময়ে সমারোহের এতখানি স্পষ্টতা থাকে না, এত বেশী শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ পাওয়া যায় না। বর্ষা যেন বাংলা দেশের বিশেষ ঋতু।

*

কিন্তু বাংলা রঙ্গালয়ে তার বিশেষত্বের সমাদর করা হয় না কেন? রঙ্গালয় শরৎকালে আগমনী গায়, বসন্তকালে 'হোরী' গায়, কিন্তু বর্ষাকালে 'কাজরী' গাইতে আজও সে নারাজ হয়ে আছে।

*

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের চিত্তের যে নিত্যকার যোগ আছে, তাকে ফুটিয়ে তোলাই তো আর্টের স্বধর্ম! এই যোগক্ষেত্রে ব'সে বিশ্ব-শিল্পীরা আজ পর্য্যন্ত অশ্রান্ত ভাবে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি ক'রে আসছেন, বাঙালী নাট্যকার আর নাট্যশালার কর্ত্তৃপক্ষরা এমন সব সুযোগ অবহেলা করেন কেন, তা জানি না।

*

প্রকৃতির ডাকে শিল্পীরা সাড়া দিলে, শিল্পীর ডাকে জনতাও সাড়া দেবে নিশ্চয়। বর্ষার মিলন-বিরহ নিয়ে বেশ চমৎকার একখানি গীতিনাট্য রচনা করা যেতে পারে এবং তা যে জনপ্রিয় হবে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। বাংলা রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষরা আমাদের প্রস্তাবে সায় দেবেন কি?

*

মহাকবি রবীন্দ্রনাথ কয়েকবার "বর্ষামঙ্গল" অনুষ্ঠান ক'রে মানব-চিত্তের সঙ্গে প্রকৃতির এই মিলনোৎসবকে গীতিমাল্যে ও সুন্দর ছন্দে অভিনন্দিত ক'রেছিলেন। কিন্তু এবারে তিনি যাচ্ছেন বিদেশে—ভারতের অতীতগৌরববাহী যবদ্বীপে। বর্ষার আহ্বানে এবারে দেশ আর সাড়া দেবে না। বাদল-বাউলকে এবার একতরফা একতারা বাজিয়েই বিদায় নিতে হবে।

*

প্রকাশ, আসছে হপ্তাতেই "মনোমোহন থিয়েটারে" উৎসবের শাঁখে ফুঁ দেবেন "ষ্টার থিয়েটার।" তাঁরা 'শ্রীরামচন্দ্র'কে নিয়ে আসরে নামবেন। অবশ্য অপরেশচন্দ্রের কাছ থেকে আমরা এর চেয়ে আরো-কিছু নূতনত্বের আশা ক'রেছিলুম। তবে এবারে এই ব'লে মনকে প্রবোধ দিতে পারি, মানুষের সব আশা সব সময়ে সফল হয় না।

*

এবারে "মনোমোহনী" নাট্যকাররা কার আশ্রয়ে ব'সে আপনাদের 'প্রতিভা'র ডিমে তা দেবেন? "মিত্র"কে তো তাঁরা না তুলে ছাড়লেন না, তাঁদের উপযোগী একমাত্র রঙ্গালয় এখনো বেঁচেবর্ত্তে আছে, তাঁরা সেইখানেই কল্কে পাবার চেষ্টা ক'রে দেখুন না কেন?

*

বাংলা দেশে "গ্রাণ্ড অপেরা"র উপযোগী কোন বিশেষ রঙ্গালয় নেই অথচ বাঙালী গীতপ্রিয় জাতি। একমাত্র প্যারিস সহরে এ বিভাগে National Academy of Music, Comedie Francaise, Odeon ও Opera Comique প্রভৃতি সরকারী সাহায্যে পুষ্ট রঙ্গালয় আছে ছয়টি। "গ্রাণ্ড অপেরা"র জন্যে জার্ম্মানীর Stadt Theatre,মিলানের La Scala ও নেপল্‌সের San Carlo প্রভৃতির নাম পৃথিবীপ্রসিদ্ধ।

*

"ষ্টার থিয়েটারে"র পরিচালকগণ "মনোমোহন থিয়েটারে" যদি বিশেষভাবে গীতিনাট্যের দিকে ঝোঁক দেন, তা'হলে আমাদের একটা মস্ত অভাব দূর হ'তে পারে। গীতিনাট্যের উপযোগী নট-নটীর অভাবও "ষ্টারে"র নেই এবং যথার্থ ভাবে চোখ ও মন দিলে এ বিভাগে তাঁরা যশ ও অর্থ দুই লাভ করতে পারবেন।

*

ঘর-পালানো ছেলেদের ঘরে-ফেরার আনন্দে "ষ্টার থিয়েটার" এখন পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠেছে। শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী, তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গাপ্রসন্ন বসু, ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, শ্রীমতী কুসুমকুমারী, নিভাননী, ও আশ্চর্য্যময়ী প্রভৃতি নট-নটী 'ষ্টারে'র আসরে আবার প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন এবং শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্রও নাকি আবার এলেন ব'লে! ঘর পালানো যে প্রায়ই বিপদজনক আশা করি এতদিনে এঁদের কেউ কেউ তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন! "চার দিন্‌কা চাঁদনী"!

*

কিন্তু শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীর খবর কি? তাঁর মগজের ভিতরে যে ঘূর্ণী আছে, শুনছি তা নাকি এখনো শান্ত হয় নি। প্রকাশ, তিনি এখন এক দল নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবেন। কিন্তু এর পরিণামে 'নাভে ব্যাং অপচয়ে ঠ্যাং' হবার সম্ভাবনা যে আছে সেটাও এখানে না ব'লে পারলুম না।

*

পাদ-প্রদীপের আলোক থেকে শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর আকস্মিক অন্তর্ধানের জন্যে যেমন দুঃখিত হয়েছিলুম, তাঁর পুনরাবির্ভাব সম্ভাবনায় আজ আবার তেমনি আনন্দিত হলুম।

*

"নাট্যমন্দির" মহা-উৎসাহে "ষোড়শী"র মহলা সুরু করেছেন। এতদিন যে "ষোড়শী"র সাক্ষাৎ মেলে নি তার কারণ শুনলুম "ডোলী ন কহার্ বীবী হৈ তৈয়ার"! শরৎচন্দ্র এবারে তাঁর এই নাটকখানি ঢেলে সেজেছেন। "ভারতী"তে প্রকাশিত "ষোড়শী"র সঙ্গে এ "ষোড়শী"র কোন মিল নেই বলাও চলে। নাটকখানি যে দর্শক-মহলে যথেষ্ট উত্তেজনার সৃষ্টি করবে সে-বিষয়ে সন্দেহের কারণ নেই।

*

—সঙ্গে-সঙ্গেই আর একখানি নাটকেরও জন্যে "নাট্যমন্দির" প্রস্তুত হচ্ছেন—রবীন্দ্রনাথের "গোড়ায় গলদ"। আমূল পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধনের গুণে কবিবরের হস্তে এ নাটকখানিও সম্পূর্ণ নূতন আকার লাভ করেছে এবং এর মধ্যে নূতন গান বসানো হ'য়েছে ছয়খানি। নাটকখানি একেবারে নূতন হওয়ার দরুন পুরাণো নাম পর্য্যন্ত বদলে তার নতুন নামকরণ হয়েছে "শেষরক্ষা"। উপভোগের কল্পনায় সমস্ত মন এখন থেকেই মধুর হ'য়ে উঠছে।

*

"নাট্যমন্দিরে"র "প্রফুল্লে"র অন্যান্য ভূমিকা সম্বন্ধে আমরা এর আগে কোন মতপ্রকাশ করি নি। যে-ভূমিকাগুলির অভিনয় আমাদের ভালো লেগেছে এবারে তা বলতে চাই।

*

সব-চেয়ে ভালো বলি মদন ঘোষের ভূমিকায় যোগেশবাবুকে। আমাদের মতে আজ পর্য্যন্ত যোগেশবাবু যতগুলি ভূমিকা অভিনয় করেছেন তার মধ্যে এইটিই হচ্ছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি তরল ভূমিকা অভিনয় করেছেন অথচ কোথাও Vulgarismকে প্রশ্রয় দেন নি। এটি মস্ত বাহাদুরি।

*

আর ভালো লাগল শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র চৌধুরীর 'সুরেশ'। চরিত্রহীনের মধ্যেও যে-বংশমর্য্যাদার জ্ঞান, যে-কর্ত্তব্যের টান, যে-ভ্রাতৃভক্তি ও মনুষ্যত্ব গোপন থাকে, সেটুকু তিনি বেশ ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। শ্রীযুক্ত অমলেন্দু লাহিড়ীর দরোয়ানটিও বেশ।

*

রমেশ, পীতাম্বর, শিবনাথ ও ভজহরির ভূমিকায় যথাক্রমে শ্রীযুক্ত অমিতাভ বসু, শীতলচন্দ্র পাল, ধীরেন্দ্রনাথ দাস ও গোপালদাস ভট্টাচার্য্য চলনসৈ অভিনয় করেছেন। অমিতাভবাবুকে আর এক কারণে তারিফ করতে পারি। ঘন ঘন বিকট মুখভঙ্গি এবং অতি-অভিনয়ের দ্বারা রমেশের পৈশাচিকতা কোথাও তিনি ভীষণতর ক'রে তুলতে চেষ্টা পান নি—অন্যান্য অনেকে যা ক'রে থাকেন।

*

স্বয়ং নাট্যকার 'রমেশে'র উপরে অবিচার করেছেন। রমেশ যেন সেকেলে 'মেলো-ড্রামা'র এক পৈশাচিক চরিত্র—আগাগোড়া কালোরঙে আঁকা। কেবল অন্ধকার, আলো নেই একটুও। এ রক্তমাংসের ছবি নয়—মানব সম্পূর্ণ দানব হ'তে পারে না কখনো।

*

স্ত্রী-ভূমিকায় শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনীর 'উমাসুন্দরী'কে জ্যান্ত চিত্রের মত ভালো লাগল। একেবারে নিখুঁৎ অভিনয়—অশ্রুকরুণ এবং মর্ম্মস্পর্শী। প্রফুল্লের মত ভূমিকার পক্ষে শ্রীমতী প্রভাকে বড় দেখাচ্ছিল এবং সেইজন্যে তাঁর অভিনয় সুন্দর হ'লেও লাগসৈ হচ্ছে না ব'লে মনে হ'ল। শ্রীমতী চারুশীলার "জ্ঞানদা" আমাদের মনে রেখাপাত করতে পেরেছে। শেষের দিকে তাঁর অভিনয় হয়েছে অধিকতর উপভোগ্য। জগমণির ভূমিকায় শ্রীমতী সুশীলা আশাতীত সাফল্য লাভ করেছেন। তুলনায় এ নাটকের পুরুষ-ভূমিকার চেয়ে স্ত্রী-ভূমিকাগুলির অভিনয় উচ্চতর হয়েছে ব'লেই আমাদের বিশ্বাস। পুরুষের চেয়ে নারীরাই কি শিশিরকুমারের অপূর্ব্ব শিক্ষার মর্ম্মগ্রহণ করতে পারে বেশী?

*

শোনা যাচ্ছে, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় "মিনার্ভা"র জিম্মায় একখানি নূতন গীতি-নাটক অর্পণ করেছেন। নাটকখানি নাকি জাতকের কথা অবলম্বনে লেখা।

*

"মিনার্ভা"য় যে অমৃতলালের "যাজ্ঞসেনী"র অভিনয় হবার কথা ছিল সে কি "শুধু মিছেকথা ছলনা"?

*

"ষ্টারে" অমৃতলালের "সাগরিকা"ই বা কবে গুণ্ঠন মোচন করবে?

*

নবীন আষাড় এসে তার শীতল অশ্রুজলে নির্ম্মল ক'রে একদিন আমাদের এক বুকের সখাকে জীবনের পরপারে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে—তিনি বঙ্গ-সাহিত্যে অমর কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। ঐ দুঃখের দিনের কথা স্মরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছে, তাঁর লেখা "ধূপের ধোঁয়া" নাটকখানি রঙ্গালয়ে যে অভিনীত হবার কথা ছিল তা আজও কাজে পরিণত হ'ল না কেন? সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন শিশিরকুমারের বন্ধু। শিশিরকুমার এই বন্ধুকৃত্য পালন করলে আমাদের আনন্দ রাখবার আর জায়গা থাকবে না।

*

"ষ্টার থিয়েটার" রবীন্দ্রনাথের "প্রায়শ্চিত্ত" নাটক অভিনয়ের অনুমতি পেয়েছেন।

—:*:—

গান

আয়রে আমার গানের পাখী,
আষাড় মাসের নতুন সাকী!
রামধনুকের রং মেখে আয়
তমাল-শ্যামল মোর প্রাণে!
অ-ধর তোমার ফুলেল ঠোঁটে,
আজকে আমার হৃদয় ছোটে,
দাঁড়াও এসে কেকার তালে
কদম-ফোটার মাঝখানে!

*

মূর্ত্তি ধর! মূর্ত্তি ধর!
পাত্র আমার পূর্ণ কর!
সৃষ্টি-ভরা বৃষ্টি-নূপুর
মিষ্টি তানের ছাঁদ আনে!

*

চন্দ্র না আজ সূর্য্য না—
মল্লারীতে মূর্চ্ছনা—
কাজল-পরা সজল চোখে দৃষ্টি-বীণার সুর শোনা!

*

বাজ-মাদোলে বাজ্‌ল ধামার,
বাদ্‌লাতে বুক মাত্‌লা আমার,
আগ্‌লাবে কে পাগ্‌লাকে আজ,
মেঘ্‌লাতে তার মন টানে!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

চিত্র-জগৎ

আমেরিকা, টিকিট-ঘরের আয় হিসেবে প্রধান প্রধান অভিনেতা অভিনেত্রীদের স্থান নির্দ্দেশ ক'রেছেন। প্রথম পনেরোর ভিতর স্থান পেয়েছেন;—জন্ ব্যারিমোর, হ্যারল্ড লয়েড, কলিন মুর, গ্লোরিয়া সোয়ানসান্, রিচার্ড ডিক্স, টমাস্ মিহান্, টম্ মিক্স্, লন্ চ্যানি, বাষ্টার কিটন,রিন্-টিন্ টিন্ (কুকুর), রেজিনাল্ড ডেনি, ফ্রেড্ টম্সন্, হুট্ গিবসন্, স্যালি ও'নীল, উইলিয়াম বয়েড্, হ্যারি কেরি, এবং (এক বন্ধনীভুক্ত) জর্জ্জ সিড্নি আর চার্লি মারে।

*

চার্লি চ্যাপলিন এই হিসেবে ছাব্বিশ জনের নীচে হ'য়েছেন। মারি প্রেভষ্ট, এইচ্ বি, ওয়ার্ণার, ওয়ালেস্ বিয়ারী, আইরিন্ রিচ্ মাঝামাঝি আছেন। ডগ্লাস্ ফেয়ারব্যাঙ্কস্, মেরি পিক্‌ফোর্ড, টাল্‌মাজ ভগ্নীরা, গিস্ ভগ্নীরা, পোলা-নেগ্রী, রোণাল্ড্ কোল্‌ম্যান, জন্ জিলবার্ট, এ্যাডল্‌ফে মঞ্জু—একেবারে তলিয়ে গেছেন।

*

এই অদ্ভুত ফলাফলে এখানকার অন্য সব জায়গার দর্শকরা বিস্মিত হ'য়েছেন। কিন্তু বিস্মিত হ'লে কি হবে চিত্রাভিনয়-গৃহ সমূহের অধিকারীরা টিকিট বিক্রীর পরিমাণ দেখে যে যথার্থ হিসেব দিয়েছেন, তাতে ভুল হবার যো নেই। অনেকে এই হিসেবের স্থান নির্দ্দেশ সম্বন্ধে প্রতিবাদ ক'রেছেন কিন্তু কঠিন হিসেবের পাশে মনের কল্পনা চুরমার হ'য়ে যাচ্ছে।

*

মনে হ'চ্ছে আজ রাডল্‌ফ্ ভ্যালেন্‌টিনো বেঁচে থাকলে সব প্রথম স্থান তাঁর হোতোই; এখানের অনেককেই মুরুব্বিয়ানা ক'রে ব'ল্‌তে শুনি 'ভ্যালেন্‌টিনো কি এমন এ্যাক্টর?' এ কথা সকলকেই কিন্তু মান্‌তে হয় যে কোনো দিন কোনো চলচ্ছবি অভিনেতা আবাল বৃদ্ধ-বনিতার কাছে ভ্যালেন্‌টিনোর মতো খাতির পাননি—এমন জনপ্রিয় আর কোনোদিন কেউ হন্‌নি।

*

'অন্তঃপুরিকা' (The Lady of the Harem) ব'লে নোতুন একখানি ছবি সম্প্রতি বেরিয়েছে। এতে শ্রীমতী গ্রেটা নিসেন্,শ্রীমতী লুইসি ফ্যাজেন্‌ডা, শ্রীযুক্ত উইলিয়াম কলিয়ার (ছোট), আর্ণেষ্ট টরেন্স্ ও শ্রীযুক্ত সো জিন অভিনয় ক'রেছেন।

*

আর একখানি নোতুন ছবির নাম 'গ্রীষ্মের আইবুড়োরা' (Summer Bachelors) শ্রীমতী ম্যাজ বেলামি, শ্রীযুক্ত এ্যালেন ফরেষ্ট ও শ্রীযুক্ত ম্যাট মুর প্রভৃতি এতে প্রধান প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়েছেন।

*

'লণ্ডন' নাম দিয়ে শ্রীযুক্ত টমাস্ বার্কের একটি কাহিনী চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত হ'য়েছে। 'ব্রিটিশ ন্যাশনাল' চিত্রসঙ্ঘের দ্বারা এই ছবিখানি সম্প্রতি মুক্ত হ'য়েছে। অনেক নাম করা অভিনেত্রী ও অভিনেতা এতে নেমেছেন:—ডোরথি গিশ্, এ্যাডেল্‌কি মিলার, জন ম্যানার্স, এলিস্‌স্ ল্যাণ্ডি, গিব্ ম্যাক্‌লাফলিন।

*

অনেক ভালো ভালো অভিনেত্রী ও অভিনেতার সংযোগ ঘটলেও কোনো কোনো ছবি আদৌ মনোমদ হয় না কেন তা ভাববার বিষয়। বিখ্যাত প্রযোজক শ্রীযুক্ত এ্যাল রজেলের কর্ত্তৃত্বে 'নিশাচর' (Men of the night) ব'লে যে ছবিটি দিনকতক আগে বেরিয়েছে, অভিজ্ঞ ও রসগ্রাহী দর্শকদের তা' মোটেই ভালো লাগেনি। অথচ এতে গ্যারেথ হিউজেস্, ওয়াণ্ডা হলি, হার্ব্বার্ট রলিনসান, লুসি বোমণ্ট, জে হাণ্ট ও ম্যাথিল্‌ডি ব্রানডেজ প্রভৃতি অভিনেতা অভিনেত্রীরা সব ভূমিকা নিয়েছেন।

আয়ৈ-নো-উই

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

প্রেতাত্মা

না,—আমি তা পারি না,—যতই প্রার্থনা কর না কেন !

[পরবর্ত্তী ব্যাপার বিবৃত ক'রে]

তারপর সে শয্যার দিকে এগিয়ে গেল। আর, বালিশের উপর বারবার আঘাত ক'র্‌তে লাগলো !

মিকো

বিদ্বেষের বহ্নি—

প্রেতাত্মা

নিজেরই হাতে লেগে, জালা প্রদান করবে !

মিকো

তুমি কি এর কারণ জান না ?

প্রেতাত্মা

জানি না ? এই ত ঠিক প্রতিশোধ গ্রহণ !

কোরাস

ঘৃণায় যদিও তোমার বুক ভ'রে গেছে,—অশ্রু যদিও তোমার সজল সম্বল, 'গেন্‌জর' প্রতি অটুট ভালবাসা তোমার—নিশার আঁধারে জোনাকীর মত নিভে যাবে না !

প্রেতাত্মা

গুল্মের মত আমি —

কোরাস্

মূল-হারা পদার্থের মত ! পাতার পরে শিশির-বিন্দুর মত আমি শুকিয়ে যাই ! তার একটা কারণ—আমি সেই নারীকে ঘৃণা করি ! আমার ভালবাসা আর পুনপ্রতিষ্ঠিত হ'তে পারবে না ! না, স্বপ্নেও না ! অতীতের এ এক জাগরণী ! বহু আশা নিয়ে আমি ব'সে আছি ! আমি গোপনে আমার শকট নিয়ে বেরিয়ে প'ড়্‌বো ! তারপর সেই নারীর ছায়াকে আমার গাড়ীর সঙ্গে নিষ্পেষিত ক'রবো !

ডেজিন্

সাহায্য কর !...সাহায্য কর !...আয়ৈ-নো-উই অতলে তলিয়ে যাচ্ছে ! টোকোকাওয়ার 'কোহজির' কোথায় আছে—তুমি জান ?

কিয়োজেন্

আমি তাকে ডাক্‌ছি !...

ওয়াকি (কোহিজিরি)

তুমি কি আমাকে "জ্ঞানের" মন্দিরে, অথবা, রাজকীয় আসনের উপরে, অথবা কোন পূত সলিল-সিক্ত স্থানে, কিম্বা কোন সুনির্ম্মল চন্দ্রকিরণোদ্ভাসিত ভূমিতে প্রার্থনা ক'রতে ব'ল্‌ছ ?

কিয়োজেন্

হ্যা হ্যা ...

ওয়াকি

কিন্তু, আমি তা জান্‌বো কি ক'রে ?...আমি ত পৃথিবীর সব স্থানেই যাই না !...তুমি 'ডেজিন্' হ'তে এসেছ !...আচ্ছা, দাঁড়াও !...আমি প্রস্তুত !...যাচ্ছি এখনি ! ..(গমন)

ডেজিন্

তোমার এই আগমনের জন্য, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ !

ওয়াকি

কই রোগী কই ?...

ডেজিন

সে ওই শয্যার উপর র'য়েছে !...

ওয়াকি

আমি আমার মন্ত্র-কার্য্য এখনি আরম্ভ ক'রবো !...

ডেজিন্

ধন্যবাদ ! তোমাকে অনেক ধন্যবাদ !...একটু শীগ্‌গির শীগ্‌গির কর !...

ওয়াকি

(উপাসনা আরম্ভ ক'রে)

তারপর "গিয়োজা"—"এন্-নো-গিয়োজা"র উদ্দেশ্যে প্রার্থনা ক'রতে লাগলো !...অশুচি বস্তু হ'তে পৃথক থাকবার জন্য, সে তার দেহ আবৃত ক'রলে পুরোহিতের এক পবিত্র পোষাকে !...তারপর কতকগুলি রাঙা-কাঠের গুটিকা নিয়ে, সেই নারীর দিকে তা নিক্ষেপ ক'রে, মন্ত্র ব'লতে লাগলো,—"নামাকু !... শামাগুা !...বাশারাডা !"

(এই কথাগুলি বলবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রেতাত্মা অদৃশ্য হ'য়ে গেল এবং পর মুহূর্ত্তেই তার স্থানে ফুটে উঠলো তারই পরিবর্ত্তিত মূর্ত্তি—'হেন্না' !...অঙ্গে তার শ্বেতবর্ণের পোষাক !...মুখে—স্বর্ণোজ্জল চক্ষু-বিশিষ্ট এক মুখোস্ !)

হেন্না

(ভয় দেখিয়ে)

'গিয়োজা' !...এখনও থামো ব'লছি !...নইলে তোমায় পরিতাপ ক'রতে হবে পরে !...

ওয়াকি

হোক্ সে যত-বড়ই দুষ্ট প্রেত,—'গিয়োজা'র কাছে তাকে পরাজয় মানতেই হবে !...'গিয়োজা' তাকে তাড়িয়ে দেবেই !...

(জপমালা আন্দোলন করন)

কোরাস্

(শক্তিমান সৎ আত্মাদের আহ্বান ক'রে)

পূর্ব্ব দিকে র'য়েছে—'গোশান্‌জি মিয়োউ' !...

হেন্না

(অন্যান্য সৎ আত্মাদের বাধা দিয়ে)

দক্ষিণ দিকে র'য়েছে—'গুণ্ডারি ইয়াশা' !...

কোরাস্

পশ্চিম দিকে আছে—'ডাই ইটোকু সিয়োউ' !...

হেম্না

উত্তর দিকে আছে—'কোঙ্কো'...

কোরাস

—'ইশা মিয়োউ' !...

হেম্না

মধ্যে আছে—'ডাই শি—

কোরাস্

—ফুডো-মিয়েডি !...

নামাকু শামাণ্ডা বাশারাডা !...
শেণ্ডা মাকারোশানা শোওয়াটাইয়া
উন্ টারাটা কাম্মান্ !...
কোজ্ঞা শেশ্‌শা টোকুডাই চিন্নী
কিজ্ঞা শিজ্ঞা শোকুশিন্ জোবুত্ত !...

হেম্না

(মন্ত্রশক্তিতে অধীর হ'য়ে)

ওঃ !...কী ভীষণ নাম এই প্রেতাত্মাদের !...এই আমার শেষ আসা এখানে !...

কোরাস্

পুণ্য-বাণী শুনে দুষ্ট আত্মা মিলিয়ে গেছে !...ক্ষমা এবং করুণায় সুন্দর মূর্ত্তিখানি ভ'রে, 'বোশাট্‌সু' (৫) এখানে এসেছিলেন !...'আয়ে নো উই'র হৃদয় কোমল হ'য়ে গিয়েছে !...সে চ'লে গেছে এখন বুদ্ধের কাছে !...

তাঁকে ধন্যবাদ !...

তাঁকে ধন্যবাদ !...

[যবনিকা]

শ্রীভারতকুমার বসু

(৫) বুদ্ধ।

ষ্টার থিয়েটারে 'প্রফুল্ল'

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ আর্ট থিয়েটারে যোগ দিবার অব্যহিত পরেই ষ্টারে যখন 'প্রফুল্ল' অভিনীত হয়েছিল, তখন কোন কোন সমালোচক বলেছিলেন 'প্রফুল্ল' বর্ত্তমান কালোপযোগী নাকি নয়। কেন নয়, সে প্রশ্ন তুলে তখন সদুত্তর পাইনি—জবাবে শুনেছি কেবল কতগুলি যুক্তিহীন কথা। এখন বাঙলার দুইটি প্রধান থিয়েটারে একই সময়ে 'প্রফুল্ল' অভিনীত হচ্ছে। সুখের কথা, এখন কোন সমালোচক কালোপযোগী নয় বলে 'প্রফুল্ল' নাটকের মর্য্যাদা-হানি করেন নি।

নাটকখানির নাম 'প্রফুল্ল' অথচ যোগেশের ভূমিকা ভালো কি মন্দ হলো, তাই হয়ে উঠল 'প্রফুল্ল' অভিনয়ের সাফল্যের বা ব্যর্থতার বিচারের মানদণ্ডস্বরূপ। কেন? যোগেশ 'প্রফুল্ল'কে ম্লান ক'রে দিল কি কেবল অভিনেতার অভিনয়-কৌশল দিয়ে, না নাট্যকার স্বয়ং স্বেচ্ছায়ই যোগেশকে উজ্জলতর ক'রে তুলেছেন এবং স্বেচ্ছাচারের বশবর্ত্তী হয়ে নাটকখানির নাম 'যোগেশ' না দিয়ে 'প্রফুল্ল' দিয়েছেন? এ সম্বন্ধে আপাততঃ দীর্ঘ আলোচনা করবার ইচ্ছে আমার নেই, তবে নাটকখানির 'প্রফুল্ল' নাম যে নাট্যকারের স্বেচ্ছাচারিতার ফল নয়, সেই কথাটি আমি এখানে বলে রাখতে চাই এবং সেই কথাটি বুঝতে পারলেই বোঝা যাবে যে 'প্রফুল্ল' কালের অনুপযোগী নয়। নাটকখানিতে একটা classical সর্ব্বকালীন ভাব রয়েছে। যদি ব্যাঙ্ক কখনো ফেল নাও হয়, বিশ্বে যদি একটিও মাতাল না থাকে, সম্পত্তির লোভে যদি ভাইয়ের মনে ভাইয়ের সর্ব্বস্ব হরণ করবার প্রবৃত্তি নাও জাগিয়ে দেয়—তাহলেও মানুষ যতদিন আজকার মানুষের মতই থাকবে, ততদিন বংশধর সৃষ্টিধর যাদবের দলকে রক্ষা করবার জন্য পরিবারের আত্ম-কলহের আগুনে আত্মাহুতি দেবে সর্ব্বংসহা মায়ের জাতির অগুণতি প্রফুল্ল। এতদিন তাই দিয়েও এসেছে আর তা এসেছে বলেই 'প্রফুল্ল' চিরন্তনী, কোন কালের বা যুগের অতীত বলে উপেক্ষার পাত্রী নয়।

এক সময়ে যোগেশের সংসারে স্নেহের একটা স্নিগ্ধ প্রস্রবণ সহজভাবেই বয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু রমেশের অকৃতজ্ঞতার উত্তাপে, তার লালসার আগুনে তা শুকিয়ে উঠে গিয়ে সংসারটি করে ফেল্লে উত্তপ্ত মরুর মতই একটা অসহনীয় স্থান আর তারই ফলে যোগেশের সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল।

সেই সংসার-মরুর কঠোর শুষ্কতা, দারুণ নির্ম্মমতার মাঝেও দলে দলে বিকশিত হল স্নেহের শতদল 'প্রফুল্ল'। ওই মরুর হাহাকার বোঝাবার জন্যই সৃষ্টি করতে হয়েছে, যোগেশকে। 'প্রফুল্ল' নাটকে তাই তার অতখানি এবং অতবড় স্থান দিতে হয়েছে।

ষ্টারে এই যোগেশের ভূমিকাভিনয় করছেন নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ দানীবাবু। দানীবাবুর এ অভিনয় অপূর্ব্ব কিনা, তা আমি বলতে পারিনে, কেননা পূর্ব্বাচার্য্যদের অভিনয় আমি দেখিনি—তবে দানীবাবুর মত শ্রেষ্ঠ নটের যে এ শ্রেষ্ঠ অভিনয় একথা বলতে আমি দ্বিধাবোধ করিনে এবং অভিনয় দেখবার সময় কখনও নাটকের যোগেশের পূর্ণ পরিচয় পেতে বাধা পাইনি।

প্রথমে যখন যোগেশের দেখা পাই, তখন সে ভাগ্যবান বিত্তবান, স্নেহবানদেরই একজন। কাজে উৎসাহের অভাব নেই, মনে অবসাদের আভাসটুকুও নেই, সংসার তার কাছে স্বর্গ। তার বসবার ঘরে অন্তঃপুরিকাদের আলোচনার মাঝে সে এসে উপস্থিত হলো। দানীবাবু মঞ্চে প্রবেশ করলেন, প্রবেশ করবার ভাবটা দিয়েই তিনি তখনকার যোগেশের কর্ম্মপটু দেহ আর আনন্দপূর্ণ মনের পরিচয় দিয়ে ফেল্লেন। তারপর কথাপ্রসঙ্গে আবৃত্তির ধ্বনি দিয়ে ভাবের অভিব্যক্তি দিয়ে তিনি

যোগেশের অতীত জীবনের ইতিহাস জানিয়ে বুঝিয়ে দিলেন তখনকার যোগেশের হৃদয়খানি দয়া-মায়া-স্নেহে, নিষ্ঠায় উদারতায় কর্ত্তব্য-পরায়ণতায় কতই না সম্পন্ন ছিল। দর্শকদের মনে সেই যোগেশের সেই ছবিখানি এঁকে দিতে না পারলে ত যোগেশের সমস্ত অভিনয়টা একেবারে ব্যর্থ হয়ে যেত। তাঁর 'একটী পয়সা দাওনা', তাঁর 'সাজান বাগান শুকিয়ে গেল' প্রভৃতি কথার কোনই সার্থকতা থাকত না। রূপদক্ষ দানীবাবু তাই দক্ষতার সঙ্গে এই দৃশ্যের অভিনয় করে দর্শকদের মনে sympathy জাগিয়ে তুলে সমগ্র নাটকের সার্থকতার সূত্রপাত করেছেন।

যোগেশের অভিনয়ে ইমোশনের স্থান নেই এম্নি একটা কথা শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু এ কথার কোন অর্থ আমি বুঝতে পারি না। নাট্যকার যোগেশকে যে ভাবে তৈরী করেছেন তাতে প্রথম দিকটায় সে ত অত্যন্ত অধিকমাত্রায় ইমোশনাল—ইমোশনের মাত্রা প্রথমে অত বেশী ছিল বলেইত, শেষে সে ইমোশন মরে গিয়ে যোগেশের প্রাণকে পাষাণ করে ফেলে ছিল। ইমোশনের আতিশয্য এবং পরিণামে তার একান্ত অভাব, এইত psychologically সিদ্ধ। সুতরাং যাঁরা যোগেশের পরবর্ত্তী অবস্থা ইমোশনের অপ্রকাশের জন্য স্বাভাবিক মনে করেন, তাঁরা পূর্ব্ববর্ত্তী ইমোশনের আতিশয্য কি কারণে এবং কেমন করে অস্বাভাবিক বলেন, তা বুঝতে আমি অক্ষম। দানীবাবু শেষেরটিকে রেখে আগেরটীকে বর্জ্জন করেন নি এবং না করে ভালোই করেছেন বলে আমার মনে হয়। আগেকার ইমোশনাল যোগেশকে ভাল করে দেখতে না পারলে ত শেষের যোগেশের কোন দামই থাকেনা—আগাগোড়া হয়ে যায় একটা callous character আর তাহলে তার কোন সার্থকতাই থাকে না।

কিন্তু অভিনয়ের সর্ব্বত্র ইদানীবাবু ইমোশনকে প্রকট হতে দেননি। নাট্যকার অভিনেতার জন্য তা করবার হেতুও কিছু রাখেন নি। শেষের দিকটা দানীবাবু অভিনয় করেন যেন tranceএ আচ্ছন্ন হয়ে। মাঝে মাঝে খুব অল্প সময়ের জন্য সে ভাবটা কেটে যায়, তখনই জ্ঞান হয় সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল—তারপরই আবার এসে যায় সেই পূর্ব্ব ভাব, সেই সুখ-দুঃখ, হিতাহিত বিচারের অক্ষমতা। সব শেষের যোগেশ একটি moral wreck, মানুষের প্রস্তর-প্রতীক।

দানীবাবুর আবৃত্তির সুর, বিশেষ করে যোগেশের ভূমিকাভিনয়কালীন আবৃত্তি নাকি স্বাভাবিকতার হানি করে এমন একটা কথাও শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু সুর কি স্বাভাবিকতা নষ্ট করে? মনোভাব প্রকাশের পক্ষে সুর ত অনেক ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বলেই দেখতে পাই। মনের দুঃখে মানুষ কাঁদে, আনন্দে গান গায়, উল্লাসে হাসে—এই সব কাজগুলির ভিতরেই ত অজ্ঞাতসারে এসে পড়ে একটা সুর, এখন সে সুর আমাদের সকলের ভালো লাগুক বা নাইই লাগুক। এই সুর ভালো লাগা বা না লাগার কথা তুলে সুরকে গ্রহণ বা বর্জ্জন করা হয়ত যেতে পারে—কিন্তু স্বাভাবিক নয় বলে সুরকে প্রত্যাখ্যান করা সঙ্গত বলে আমার মনে হয় না। যোগেশের অভিনয়ে দানীবাবু যেখানে সুরের আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেখানে সুর ত মোটেই অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না, মনে হয় সে সুর যেন অন্তরের সুরধুনিকে বাইরে বহিয়ে দিচ্ছে।

অভিনয়ের আগা-গোড়া সর্ব্বত্র দানীবাবু তাঁর অসাধারণ প্রতিভা দিয়ে যোগেশকে যে ভাবে মূর্ত্ত জীবন্ত করে তুলেছেন, যে উদাত্ত ভাব-সমাবেশে তাকে সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করেছেন, তা দেখবার, উপভোগ করবার বিষয়। অভিনয় করে দানীবাবু যা দেখিয়েছেন লিখে তা বোঝাবার শক্তি আমার নেই। তাই সত্যিকার রসপিপাসুদের আমি অনুরোধ করছি তাঁরা দানীবাবুর এই অভিনয় একবারটি দেখুন। দেখে শুনে বুঝে তাঁর শক্তি সম্বন্ধে নিজেরা একটা ধারণা করে নিন। দেখে আর কিছু না পান, প্রচুর আনন্দ যে পাবেন, এ কথা অশংসয়ে আমি বলতে পারি।

যোগেশের মা উমাসুন্দরী অসাধারণ রমণী নন। বাঙালীর মায়েরা যেমন হয়ে থাকে। তেমনই নেহাৎ ভালো মানুষ, স্নেহদুর্ব্বলা এবং স্নেহোন্মাদিনীও বটে। অভিনেত্রীসম্রাজ্ঞী শ্রীযুক্তা তারাসুন্দরী এই ভূমিকা অভিনয় করেছিলেন।

বেশ পরিষ্কার তিনটি বিভিন্ন অবস্থা তারাসুন্দরী অভিনয়ে বিভিন্নরূপ দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রথমত সংসার সুখের হাট জমাট দেখে একটা তৃপ্তি নিয়ে তীর্থযাত্রার আগ্রহ, দ্বিতীয়ত সেই হাট ভেঙে যাবার পর একটা অবসাদ এবং প্রতিকারে পরাঙ্মুখ হয়ে অশান্তির জ্বালা বুকের মাঝেই গোপন রাখবার একটা চেষ্টা, আর শেষকার স্নেহের উন্মাদনা।

মাত্রা ঠিক রেখে, ছন্দ কোথাও না ভেঙে, তাল ও সুরের সমন্বয় সাধন করে শ্রীযুক্তা তারাসুন্দরী এই ভূমিকা অভিনয় করেছেন।

প্রফুল্ল হয়ে দেখা দিচ্ছেন শ্রীমতী নীহার। স্নেহ আর সারল্য কেবল এই দুই দিয়েই যেন প্রফুল্ল গড়ে উঠেছিল। সংসারের কারুর টানই সে উপেক্ষা করতে পারে না। মা বৃন্দাবনে যাবেন, সেও যাবে—কিন্তু যেদো যাবে না যখন, তখন সেও যেতে পারে না। স্ত্রী যেমন করে স্বামীকে পায়, তেমনটি করে কখনো সে রমেশকে পায়নি—তার কাছ থেকে পেয়েছে শুধুই লাঞ্ছনা, শুধুই কঠোরতা—কিন্তু তবুও স্বামী, তাকে আপন করে নেবার আগ্রহও রয়েছে। ক্রমে এই স্বামীর ছলতা আর খলতার পূর্ণ পরিচয় সে পায়, পেয়ে নির্যাতিতা, নিপীড়িতা, গৃহবিতাড়িতা, দিদি জ্ঞানদার জন্য তার আর ভাবনার অবধি থাকে না, সর্ব্বশেষে বংশধর যাদবকে রক্ষা করবার জন্য সে নিজে প্রাণ দান করে।

চির-মধুর এই চরিত্রটি শ্রীমতী নীহার অত্যন্ত স্বাভাবিক অভিনয় দ্বারা নিখুঁত সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তুলেছেন। ছোট্ট কনে বউটির মত প্রথমকার সেই আব্দার, বায়না, অভিমান, সরম-জড়িত ভাব-ভঙ্গি, চোখে মুখে সারল্যের সুন্দর প্রকাশ চিরপরিচিত বাঙালীর বধূর মধুর ভাব থেকে সুরু করে শেষকার আত্ম-বিসর্জ্জনের দৃঢ়-সঙ্কল্প এবং সেই সঙ্কল্প সাধন, সবই সুন্দর অভিনয়-কৌশল প্রয়োগে তিনি ব্যক্ত করেছেন।

যোগেশের স্ত্রী জ্ঞানদার ভূমিকা অভিনয় করছেন শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী। জ্ঞানদা একটিমাত্র সন্তানের জননী হলেও, সংসারের গৃহিণী। শাশুড়ী উমাসুন্দরী সংসারের সকল ভার তার উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে তীর্থযাত্রা করতে যেতে পারেন, সুরেশকেও সে আপন সন্তানের মতই দেখে, বাড়ীর সকলেই তাকে শ্রদ্ধা করে ভালোও বাসে। চরিত্রের মাঝেও একটা জোর আছে, মর্য্যাদাজ্ঞানেরও তার অভাব নেই।

শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী জ্ঞানদার ওই চরিত্রটি বেশ মাত্রা ঠিক রেখে অভিনয় করেছেন। ঠিক যেখানে যেমনটি হলে শোভা পায়, প্রথম থেকেই শেষ অবধি তেমন অভিনয় তিনি করেছেন। তাঁর শেষের দিককার অভিনয় হয় অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী।

প্রফুল্লর স্বামী রমেশ আস্ত একটি শয়তান। সেই শয়তানীর পরিচয় অভিনয়ে অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়। রমেশ যে সাধারণ দশজনের মতই একজন নয়, হঠাৎ উত্তেজনার মুখে প্রকট একটা অন্যায় কাজই যে করে ফেলে না—ভেবে চিন্তে, প্রান খাটিয়ে, শয়তানী সমগ্রভাবে আয়ত্ত করে সে যে প্রতি কাজ করে, রাধিকাবাবু তাই-ই দর্শকদের ভালো করে বুঝিয়ে দিয়ে ওই ভূমিকার অভিনয়কে সাফল্যমণ্ডিত করেছেন।

বড় সুন্দর অভিনয় করেছেন শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সেনগুপ্ত পীতাম্বরের সুন্দর ভূমিকাটির। সামান্য দু'চারটি কথা বলবার সুর ও ভঙ্গি দিয়েই তিনি সরল বিশ্বাসী কর্ম্মচারিটির চরিত্র প্রকাশ করেছেন—সহজ অভিনয় করে দর্শকদের কাঁদিয়েছেন।

যোগেশের ভালো মানুষ বয়াটে ভাইয়ের ভূমিকা অভিনয় করেছেন শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রনাথ ঘোষ। সব জায়গায় ভালো না লাগলেও মাঝে মাঝে তাঁর অভিনয় মন্দ হয়নি। এই ভূমিকাটি নিয়ে কিছু সাধনা করলে, হয়ত তিনি ভালো অভিনয় করতে পারবেন।

অন্যান্য সকল ভূমিকা সুন্দরভাবে অভিনীত হওয়ায় ষ্টারের প্রফুল্ল সমগ্রভাবে সুন্দর হয়েছে।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

—

নমো নটনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিফোন নং ৩০৪০—বড়বাজার।

শনিবার, ১০ই আষাঢ়, ২৫শে জুন, রাত্রি ৭৷৷০ টায়

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত

সেই সর্ব্বজনপ্রিয় অভিনব পৌরাণিক নাটক

নাট্যমন্দিরের জয়শ্রী

সীতা

রাম—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

কৌশল্যা—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী　　সীতা—শ্রীমতী প্রভা

তুঙ্গভদ্রা—শ্রীমতী চারুশীলা

পরদিন রবিবার ম্যাটিনী, ৫ টায়

গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ সামাজিক নাটক

প্রফুল্ল

(মহাসমারোহে চতুর্থ অভিনয় রজনী)

যোগেশ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

রমেশ—ভূমেন রায় (এমেচার)　　সুরেশ—শ্রীশৈলেন্দ্র চৌধুরী

যাদব—শ্রীমতী প্রমীলা　　শিবনাথ—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস

মদনঘোষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী　　পীতাম্বর—শ্রীশীতলচন্দ্র পাল

কাঙ্গালীচরণ—শ্রীহীরালাল দত্ত　　ভজহরি—শ্রীগোপালদাস ভট্টাচার্য্য

উমাসুন্দরী—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী　　জ্ঞানদা—শ্রীমতী চারুশীলা

প্রফুল্ল—শ্রীমতী প্রভা　　জগমণি—শ্রীমতী সুশীলাবালা

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়। অভিনয়ান্তে মোটরবাস পাওয়া যাইবে

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৪র্থ বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

১৬ই আষাঢ়
১৩৩৪

নাট্য জগৎ

আগে সুবাতাস বয় না। আগে খানা-নর্দ্দামা সাফ করতে হয়। নইলে খানা-ডোবার পাক সুবাতাসকেও কুবাতাস ক'রে তুলে। গড়ের মাঠের হাওয়া বয় চৌরঙ্গীতে। কিন্তু সেই হাওয়াই যখন আসে বড়বাজারে, তখন নাকে দিতে হয় কাপড় চাপা।

*

(বিশ্ববিশ্রুত কলাবিদের কথা! আমরা নিজেদের ভাষায় ব্যক্ত করছি। তাঁর নামের দরকার নেই।)

*

রবীন্দ্রনাথের উচ্চশ্রেণীর নাটক যে বাংলা রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়, এ আমি মোটেই পছন্দ করি না। ও-নাটকগুলি আমাদের রঙ্গালয়কে উঁচুতে তুলতে পারবে না, বরং নিজেরাই নীচুতে নেমে পড়বে। খামোকা ভালো জিনিষকে খারাপ ক'রে লাভ কি?

*



একটা পয়সা দাও না

যোগেশের ভূমিকায়—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)

যাঁরা বলেন রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনয় করলেই রঙ্গালয়ের আদর্শ উঁচু হবে, তাঁরা ভুল বলেন। আগে রঙ্গালয় উন্নত হোক্, তারপর সে রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনয় করতে পারবে। আগে সুবাতাস বয় না। আগে খানা-নর্দ্দামা সাফ করতে হয়।

*

মুখে বলছ 'পায়েস নাও', হাতে দিচ্ছ চালভাজা। আমরা তাকে পায়েস ব'লে মানব কেন?

*

শুনছি নাকি, রঙ্গালয়ের অবস্থা মাঝে এখনকার চেয়ে আরো খারাপ ছিল। এখনকার চেয়েও খারাপ? গিরিশ-অর্দ্ধেন্দুদের অভিনয়ও দেখেছি, এখনকার অভিনয়ও দেখছি। সে-যুগের চেয়ে এ-যুগের অভিনয় উন্নত নয়।

*

আমি বাংলা রঙ্গালয়ে অভিনয় দেখতে যাই না। ম্যাজিক দেখতে যাই, তামাসা দেখতে যাই! আশ্চর্য্য কৌশলে জ্যান্ত মানুষের মাথা উড়ে গেল। বেশ লাগে।

*

বাংলা রঙ্গালয়ে "চিরকুমার সভা" বা "শেষরক্ষা"র ভালো অভিনয় সম্ভব হ'তে পারে। কিন্তু যা হাল্কা নয়, তার সুন্দর অভিনয় আমাদের রঙ্গালয়ে অসম্ভব।

*

কি বলচেন? রঙ্গালয়ের বর্ত্তমান অবস্থায় বেশী-কিছু আশা করব না? আশা করব না! কেন আশা করব না মশাই? আশা আমি করবই—আপনাদের অক্ষমতার জন্যে আমার আশা দায়ী নয়!

*

"প্রায়শ্চিত্ত" নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগীর কথা ধর। প্রকাণ্ড রঙ্গালয়ের যে-কোন নামজাদা গায়ক-নট ঐ ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'লেও প্রহারের দ্বারা ধনঞ্জয়কে বিদায় করবার জন্যেই মনটা প্রলুব্ধ হয়ে উঠবে। ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভূমিকার উপযোগী কোন নট, এখন নামজাদাদের ভিতরে খুঁজলেও হয় তো পাওয়া যাবে না।

*

… … … কলাবিদের কথাগুলি ভাবতে ভাবতে বাড়ীতে এলুম। তাঁর মতের সঙ্গে অনেকের মত হয়তো মিলবে না, কিন্তু তাঁর কথার মধ্যে যে যথেষ্ট অপ্রিয় সত্যের অভাব নেই, সকলকেই এটা স্বীকার করতে হবে।

*

রবীন্দ্রনাথের মুখে "প্রায়শ্চিত্ত" নাটকের আবৃত্তি শুনলুম। সে "প্রায়শ্চিত্ত" আর নেই। সংস্কারের গুণে সুপরিচিত নাটকখানি অপরিচিত হ'য়ে উঠেছে

অনেকখানি। এবং এর প্রথম জন্ম যে "বৌঠাকুরাণীর হাটে"র মধ্যে, তাও আর চট্ ক'রে বুঝবার যো নেই।

*

রবীন্দ্রনাথের অনেক পাণ্ডুলিপি দেখেছি। তাতে প্রায়ই যথেষ্ট কাটাকুটি থাকে। তাঁর প্রকাশিত পুস্তকও বারংবার সংশোধনের গুণে কতবার যে সম্পূর্ণ নূতন আকার লাভ করেছে সে কথাও কারুর অবিদিত নেই। দেখলে মনে হয়, কোন লেখা লিখে কোনদিনই তিনি পূর্ণ-পরিতৃপ্ত হন না।

*

এই অতৃপ্তিই হচ্ছে সকল আর্টের উন্নতি-সোপান। কারণ আর্ট হচ্ছে অনন্ত, সর্ব্বযুগেই সে বিশ্বকে আনন্দ দিয়েছে, কিন্তু কোন প্রতিভাই তার চরমতাকে সীমার বাঁধনে প্রকাশ করতে পারে নি। আমরা যে 'আর্টের চরম বিকাশে'র বিজ্ঞাপন দেখি, সে হচ্ছে মূঢ় লেখনীর উচ্ছ্বাস মাত্র—রসিক সমালোচক এমন কথা কখনো লিখবেন না। শিল্পীর চিত্তে যেদিন পূর্ণ-পরিতৃপ্তি আসবে, সেই-দিনই বোধ হয় তাঁর মৃত্যু হবে।

*

আলোচ্য গ্রন্থখানির উপরে কবির তিন বয়সের মনের ছাপ পড়েছে। "বৌ-ঠাকুরাণীর হাটে" এর আখ্যানবস্তু ছিল ঘটনাপ্রধান, এখন বর্ত্তমান আকারে বইখানি হ'য়ে উঠেছে ভাবপ্রধান। ধনঞ্জয় বৈরাগীর মুখে আমরা একালের উপযোগী রাজনীতির সাড়াও যে পাই না তা বলতে পারি না।

*

রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তির কথা বলাই বাহুল্য! থিয়েটারি পারিপার্শ্বিকের মধ্যে যাদের কাণ ব্যথিত হ'য়ে আছে, রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি শুনলে তারা পরম সান্ত্বনা লাভ করবে। তাঁর অপূর্ব্ব কণ্ঠস্বরের ভিতর দিয়ে গদ্যের আকারেও যা বেরিয়ে আসে, সঙ্গীতের অনুরণন ছাড়া তা আর কিছু নয়।

*

কথা উঠেছে, প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে এখন যে-সব পুরাতন দলের নট-নটী একটা বিশেষ সুরে কথাবার্ত্তা কন, তা স্বাভাবিকতা নষ্ট করে কিনা? আমরা বলি, করে। আমরা সকলেই কথাবার্ত্তায় সুর ব্যবহার ক'রে থাকি, এ কথা সত্য। কিন্তু বাক্যের অর্থ অনুসারে সে সুরের পরিবর্ত্তন হয়। কারণ অধিকাংশ স্থলেই এই সুরের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে কথার অর্থও পরিবর্ত্তিত হয়।

*

একালের প্রাচীনপন্থীরা এই সহজ কথাটা বোঝেন না। একটা কৃত্রিম বাঁধা সুরের ভিতর দিয়েই তাঁরা সকল কথা প্রকাশ করতে চান। সে সুর হচ্ছে বেসুর। বেসুরো কথাকে সমর্থন করা চলে না কিছুতেই।

*

লাগসৈ সুর যে কতকখানি অর্থবোধক রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি শুনলেই তা বোঝা যায়। তাঁর আবৃত্তি তো বিশেষ ক'রে সুরপ্রধান, তবু তা কাণে বাজেনা কেন? কারণ তাঁর সুর কথার অর্থকে অস্বীকার করে না। তাই অনেক স্থলে তাঁর আবৃত্তি গদ্য-সঙ্গীতের মতন শুনতে হ'লেও আমরা তন্ময় হ'য়ে ভাবের স্বপ্নলোকে বিচরণ করতে থাকি,—তখন কোন বেসুরো ধ্বনি জেগে হঠাৎ আমাদেরও জাগিয়ে তোলে না।

*

আর্টের মধ্যে সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য বা পূর্ব্বাপর-সম্বন্ধই হচ্ছে আসল কথা। এমন কি, আমি একটা বিশেষ সুরেও কথাবার্ত্তা কইতে পারি—যদি তার আগাগোড়ায় সঙ্গতি থাকে এবং যদি তা অর্থবোধক হয়। সেকালের গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি তা বুঝতেন, একালে তাঁর তথাকথিত শিষ্যদের সে জ্ঞান নেই। আমাদের আপত্তি অর্থবোধক সুরের বিপক্ষে নয়, অর্থবিরোধী সুরের বিপক্ষে।

*

গোড়াতেই আমরা এক কলাবিদের মতের কথা বলেছি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মনেও সন্দেহ জেগেছে, তাঁর ধনঞ্জয় বৈরাগীর গীতিবহুল ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন, এমন অভিনেতা প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে আছেন কিনা? ষ্টার থিয়েটারের উচিত, অবিলম্বেই কবির এই সন্দেহ নিরসন করা। এ ভূমিকায় গান ও কথা দুয়েরই প্রাচুর্য্য আছে এবং আসল মুস্কিল হচ্ছেই এইখানেই। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে অনায়াসেই এই ভূমিকার অভিনয় করতে পারতেন, যদি তিনি অন্ধ না হতেন।

*

রঙ্গালয়ে গায়ক-নট আরো আছেন। কিন্তু ওস্তাদ-গায়ক হ'লেই যে কেউ রবীন্দ্রনাথের গান ভালো ক'রে গাইতে পারবেন, আমাদের এ ভ্রম অনেক দিন আগেই ঘুচে গেছে। ওস্তাদরা গানের কথার চেয়ে সুরের দিকেই ঝোঁক দেন বেশী। রবীন্দ্রনাথের গানে ও-দুটির কোনটিই বেশী প্রধান নয়—কথা ও সুর সেখানে সমানভাবেই অগ্রসর হয়।

*

কোন রঙ্গালয়ে একজন জনপ্রিয় বিখ্যাত গায়ক এসেছিলেন। একটি ভূমিকা তাঁকে দেওয়া হ'ল—তাতে "মম যৌবননিকুঞ্জে গাহে পাখী"—রবীন্দ্রনাথের এই বিখ্যাত গানটি ছিল। কিন্তু পনরো দিন ধ'রে দীর্ঘকালব্যাপী ধস্তাধস্তির পরেও যখন তাঁর গলা দিয়ে ঐ গানটি বেরুল না, তখন ঐ গায়কটি নিজেই লজ্জিত হয়ে রঙ্গালয়ের চাকরি ছেড়ে পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন।

*

রবীন্দ্রনাথের গান ঠিকমত গাওয়া বড় সহজ নয়। বিশেষ, ওস্তাদি গলায় তার কাব্যসুষমা ও ভাব-নিয়মিত সুরের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তোলা অত্যন্ত কঠিন। এখনকার ওস্তাদ-গায়কদের মধ্যে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে ছাড়া সে শক্তি আর কার আছে তা জানিনা।

*

রঙ্গালয়ে অনেক বিখ্যাত গায়িকার মুখে রবীন্দ্রনাথের গান শুনেছি। অথচ এর আগে গায়িকা ব'লে বিখ্যাত না হ'লেও, এ বিভাগে শ্রীমতী নীহারবালা যতটা উৎরে যেতে পেরেছেন ততটা আর কারুকে ওৎরাতে দেখলুম না। এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, আর কোন গায়িকা রবীন্দ্রনাথের গানের ভাব হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারেন নি।

*

ওস্তাদ-সমাজে যাঁদের আসন নাই, অনেক সময়ে দেখি, রবীন্দ্রনাথের গান তাঁরাই চমৎকার গাইছেন! এর কারণ বোধ হয়, ওস্তাদি কসরতের চাপে তাঁদের কণ্ঠ ভাব সম্বন্ধে অসাড় হ'য়ে পড়ে নি। হয়তো ভৈরবীতে বিরোধী রাগিণীর মিলন বুঝতে না পেরে তাঁরা সঙ্কুচিত হন না, কিংবা তবলার দিকে তাকিয়ে সুর ও ভাবের স্বাধীনতা নষ্ট করতে তাঁরা এখনো অভ্যস্ত হন নি।

*

আমাদের বিশ্বাস, যাঁরা এখনো ওস্তাদ হ'য়ে ওঠেন নি, যাঁদের কণ্ঠ এখনো তরুণ, মধুর ও ভাবগ্রাহী, তাঁদের মধ্যে সন্ধান করলে রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষরা রবীন্দ্রনাথের গান গাইবার উপযোগী গায়ককে লাভ করতে পারবেন। বড় গায়করা নিজেদের এত বড় এবং রবীন্দ্রনাথের গানকে এত ছোট মনে করেন যে, দূর থেকে তাঁদের গড় করাই হচ্ছে প্রশস্ত।

*

জনৈক বিখ্যাত সাহিত্যসেবক বন্ধু বলছিলেন, "সমালোচকরা এদেশের দর্শকদের যখন অরসিক ও নির্ব্বোধ প্রভৃতি বলে তুচ্ছতাচ্ছীল্য করেন, তখন তারা নীরবে তা সহ্য করে কেন?" এর উত্তর বোধ হয় এই যে, বাঙালী দর্শকদের অস্বাভাবিক মৌনব্রতই তাদের অরসিকতার প্রধান প্রমাণ। সমালোচকদের গালাগালির রসগ্রহণ করতে পারলে নিশ্চয় আজ তারা বিদ্রোহ প্রকাশ করত!

*

—যেমন বিদ্রোহ প্রকাশ করেছে রুসিয়ার জনসাধারণ। ষ্টানিসলিউস্কি ও কাচালভ প্রভৃতি কলা-জগতে কৌলীন্য-গৌরবের পক্ষপাতী ব'লে জনসাধারণ আজ তাঁদের মানতে রাজি নয়। তারা বলে, উচ্চস্তরের কলাকীর্ত্তি কেবল যে বাছা বাছা জনকয়েক লোকই বুঝতে পারে, এ কথা মিথ্যা! আর্ট হচ্ছে সর্ব্বসাধারণের জন্যে এবং এখানে অধিকারী-ভেদের কথা উঠতেই পারে না!

*

রুসিয়ার কুলীন কলাবিদ্‌রা আজ এই বিদ্রোহ-বন্যায় তলিয়ে গেছেন অতল তলে! অভিজাতদের হতাশ নেত্রের সামনে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে এখন জনসাধারণের নিজস্ব নাট্যমন্দির! রুসিয়ার শিল্প-সাম্রাজ্যে স্থাপিত হয়েছে আজ পক্ষপাতশূন্য সাধারণ-তন্ত্র!

*

এদেশে আমরা যে দিন ষ্টানিসলিউস্কি ও কাচালভ প্রভৃতির নাম প্রথম শুনলুম, রুসিয়ায় সেদিন তাঁরা সেকেলে স্মৃতিতে পরিণত হয়েছেন। সে জারও নেই, সে রুসিয়াও নেই!

*

কিন্তু যে গভীর কলানুরাগ রুসিয়ার জনসাধারণকে বিদ্রোহচঞ্চল ক'রে তুলেছিল, বাংলা দেশে যে তার একান্ত অভাব! বাঙালী জনসাধারণ আপনার দুর্ব্বলতা জানে। তাই এখানে সমালোচকের অপ্রিয় কথা শুনে দর্শকরা লজ্জিত হয় বটে, কিন্তু বিদ্রোহী হয় না।

*

তারা যদি সত্যই রসিক হ'ত তা'হলে বাংলা রঙ্গালয়ে আজকাল যে-রকম নাটক অভিনীত হয়, কর্ত্তৃপক্ষরা তার অধিকাংশই কি নির্ব্বাচন করতে ভরসা পেতেন? যে দেশের লোক নাটক বলতে বোঝে "জয়দেব", "তুলসীদাস" বা "বঙ্গে বর্গী" এবং গীতিনাট্য বলতে বোঝে "আলিবাবা" ও "কিন্নরী", সে দেশের দর্শকদের মাথা তোলবার সাহস কোথায়?

*

অতএব সমালোচকদের উচিত, বাঙালী জনসাধারণকে লক্ষ্য ক'রে ক্রমাগত চোখা চোখা বাক্যবাণ নিক্ষেপ করা! তবেই একদিন এক শুভ প্রভাতে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হ'তে পারে!

*

হাঁ, একদিন না একদিন কুম্ভকর্ণ জাগবেই জাগবে! এবং সে দিনের জন্যে বাংলা রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষরা এখন থেকেই সাবধান হোন। কারণ সদ্যজাগ্রৎ কুম্ভকর্ণ তাঁদের প্রতি দয়া প্রকাশ করবে না—ভীষণ তার জাগরণ, নিষ্ঠুর তার আচরণ!

*

'নাট্য-জগতে'র ছোট ছোট খবর আর লিখে জানাতে ইচ্ছে হয় না। এত-বেশী নূতনত্বের অভাব ভারতের-বাইরে আর কোন দেশেই নেই। দু'একজন ছাড়া এখানকার সমস্ত নট-নটী-নাট্যকার, গায়ক, নর্ত্তক ও দৃশ্য-চিত্রকর সেই একই সঙ্কীর্ণ সীমানার মধ্যে ঘোরাফেরা করছে—আর্টের উন্নতির জন্যে নয়, কোনক্রমে উদরান্ন সংগ্রহ ক'রে দেহপিঞ্জরে প্রাণপক্ষীকে বন্দী রাখবার জন্যে!

*

কিছু হচ্ছে না, কিছু হচ্ছে না,—যা হচ্ছে তা ছেলেখেলার নামান্তর! গগনভেদী শত শত বেসুরো চীৎকারের মধ্যে একজন শিশিরকুমার বা একজন দানীবাবুর কণ্ঠ কতক্ষণ সমস্ত দেশকে আকর্ষণ করবে? রঙ্গালয় না জাতীয়তাকে প্রকাশ করে? আমাদের রঙ্গালয় জাতীয়তার কতখানি প্রকাশ করছে? রঙ্গালয় না জাতির পথনির্দ্দেশ করে? আমাদের রঙ্গালয় আমাদের সামনে কোন্ পথের সঙ্কেত জাগিয়ে তুলছে?

*

যাক্ ও-সব কথা। কারণ খবর আমাদের দিতেই হবে। খবর নেই অথচ খবর লেখা চাই, সাংবাদিকের জীবনে এইটুকুই হচ্ছে মস্ত ট্রাজেডি।

*

এই হপ্তার প্রধান খবর, 'আর্ট থিয়েটারে'র পরিচালনায় আজ 'মনোমোহন থিয়েটার' আবার তার দরজা খুলবে। এ সম্বন্ধে ঢের ঢের উড়ো খবর আমরা কাণে শুনছি। কিন্তু চোখে সব না দেখে আমরা কোন কথা লিখতে চাই না।

*

"নাট্যমন্দিরে" শরৎচন্দ্রের "ষোড়শী"র মহলা সমান চলছে। শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ভাদুড়ী, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীমতী চারুশীলা প্রভৃতি অভিনেতৃগণ এই নাটকের প্রধান প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন।

*

"নাট্যমন্দির" রবীন্দ্রনাথের "শেষরক্ষা" খুলবে আসছে শ্রাবণ মাসের ভিতরে। শিশিরকুমার এ নাটকেও একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করবেন। প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে হাস্যরসমধুর ভূমিকায় এই হবে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ।

*

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী "বঙ্গে বর্গী" নিয়ে ভবানীপুরের "পূর্ণ থিয়েটারে" অবতীর্ণ হবেন। "মনোমোহন"কে তিনি ছেড়েছেন, কিন্তু "বঙ্গে বর্গী" আজও তাঁকে ছাড়ল না কেন?

*

"মিনার্ভা" নূতন কি করছে প্রকাশ নেই। বোধ হয় সামনেই আবার এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখে আপাতত সে স্তম্ভিত হয়ে আছে।

*

এ হপ্তার খবরের ফর্দ্দ এইখানেই শেষ! বাজার ভারি মন্দা!

গান

ওগো শাঙন, তোমার বাঁশী
ময়ূর-নাচানো,
সুন্দরীদের মন-সায়রে
স্বপন-সাঁচানো।
তুমি ময়ূর-নাচানো।

*

আমার প্রাণের তমাল-তলে
দোলনাতে কি জল্‌সা চলে,
হৃদয়ে আজ হৃদয় দিয়ে
জীবন বাঁচানো!
তুমি ময়ূর-নাচানো!

*

কদম-ঝাড়ে ঝরিয়ে এস
দিনের জোছনা,
প্রীতম, তোমায় ডাক্‌চে যত
হরিণ-লোচনা!

*

আজ যে প্রেমের জন্মতিথি,
উলসে ওঠে কুঞ্জবীথি!
নেত্র নটীর নৃত্যতে আজ
চিত্ত যাচানো—
তুমি ময়ূর-নাচানো!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

চিত্র-জগৎ

আমরা স্থানীয় 'পিক্‌চার প্যালেসে' সেদিন 'নিষিদ্ধ স্বর্গ' (Forbidden Paradise) দেখে এসেছি—নায়িকা ও নায়কের ভূমিকায় শ্রীমতী পোলা নেগ্রী ও শ্রীযুক্ত রড্‌ লা রক্‌ অভিনয় ক'রেছেন। তবু এই ছবির আখ্যান-বস্তু অতি অকিঞ্চিৎকর—কেবল রাজকীয় ও সামরিক কায়দা-কানুন আর পোষাক পরিচ্ছদের জাঁকজমক ছাড়া কিছুই নেই। 'ঈগল' নামক প্রসিদ্ধ ছবিটির অনুকরণে এটি তৈরী হ'য়েছে কিন্তু এতে রাডলফ ভ্যালেন্‌টিনোও নেই, ভিল্‌মা ব্যাঙ্কিও নেই—অভিনয়ের সে চমৎকারিত্ব দেখাবে কে?

*

ওয়ার্ণার চিত্রসঙ্ঘ শ্রীযুক্ত জন্‌ ব্যারিমোরকে নায়কের ভূমিকা দিয়ে 'ডন্‌ জুয়ান্‌' নামক যে ছবিটি বের ক'রেছেন তা' এত জনপ্রিয় হ'য়েছে যে ক্রমাগত আটমাস ধ'রে সে ছবিটি দেখানো হ'চ্ছে আর প্রতি প্রদর্শনীতেই লোক আর ধ'রছেনা। শোনা যাচ্ছে যে এই ছবি দেখিয়ে ছবির অধিকারীরা প্রতি সপ্তাহে পঁচাত্তর হাজার টাকা, খরচ খরচা বাদে লাভ করছেন।

*

স্থানীয় পিক্‌চার প্যালেসে দিন কতক পরে 'সমুদ্রের জানোয়ার' (The Sea Beast) ব'লে একখানি ছবি দেখান হবে। শ্রীযুক্ত জন্‌ ব্যারিমোর এতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় ক'রবেন। নায়িকার ভূমিকা নেবেন শ্রীমতী ডোলোরেস্‌ কষ্টেলো। তাঁর পিতা মরিস্‌ কষ্টেলো একদিন জনপ্রিয় চলচ্ছবি অভিনেতা ছিলেন। চিত্রজগতে আসার আগে শ্রীমতী চিত্রকরের 'আদর্শ' (model) হ'য়ে আর নাচ দেখিয়ে জীবিকা অর্জ্জন ক'রতেন। বড় চুল আর ধারালো প্রতিভা আছে এমন একজন অভিনেত্রীর দরকার হওয়ায় শ্রীযুক্ত ব্যারিমোর উক্ত ছবির নায়িকারূপে নিজেই শ্রীমতী'কে বেছে নিয়েছিলেন। শ্রীমতীর সুন্দর ও সুষম তনুলতা সত্যই মনোহর—তা ছাড়া অভিনয়-কলায় তিনি অতি বিখ্যাতা।

*

ছেঁড়ে খোঁড়া কাপড় চোপড় প'রলে এক একজনকে ভালো পোষাক পরার চেয়ে অধিকতর মনোমত দেখায়। টমাসমিহান্‌, রড্‌ লা রক, লায়োনেল ব্যারিমোর, জর্জ্জ কে আর্থার প্রভৃতিকে ছিন্নবাসেই বেশ দেখায়। চার্লি চ্যাপলিনের কথা স্মরণ করলেই এর উত্তম প্রমাণ পাওয়া যাবে।

*

একেবারে নিখুঁৎ পোষাক পরার জন্যে চিত্রজগতে সব চেয়ে বেশী নাম আছে রেমণ্ড গ্রিফিথ, জ্যাক্‌ বুকানান আর ক্লাইড কুকের।

*

চলচ্চিত্রের অভিনেত্রীরূপে শ্রীমতী পলিন ফ্রেডরিককে দোহারা লম্বা দেখায় কিন্তু বাস্তব জীবনে শ্রীমতী তন্বী আর হ্রস্ব।

*

সুবিখ্যাতা অভিনেত্রী ফ্লোরা লে ব্রেটন ছবির কাজে মরক্কোয় অবস্থান ক'রছেন। তিনি বিলাতী অভিনেত্রী।

*

'পিকার্ডির গোলাপ' (Roses in Picardy) নামক চিত্র-নাট্যের ছবি তোলার জন্যে আর দুজন বিলাতী অভিনেত্রী অভিনেতাকেও বিদেশে যেতে হ'য়েছে। এঁরা হ'লেন শ্রীমতী লিলিয়ান হল্‌ ডেভিস্‌ আর শ্রীযুক্ত জন্‌ ষ্টুয়ার্ট।

*

একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন যে আমেরিকার মেয়েদের কটকটে সৌন্দর্য্য আর মানসিক তীক্ষ্ণতার সর্ব্বোত্তম নিদর্শন হ'লেন স্বনামধন্যা চলচ্ছবি অভিনেত্রী শ্রীমতী লরা লা প্লান্ট।

*

'আমেরিকার শ্যেন' (The American Eagle) একখানি নোতুন ছবি। শ্রীযুক্ত রেমণ্ড কীন্‌ ও নিগেল ব্যারি এবং শ্রীমতী বার্ব্বারা কেণ্ট এতে অভিনয় ক'রেছেন।

রঙ্গ-রেণু

সম্প্রতি-বিবাহিতা চিত্র-নাটের প্রথিত-যশা তরুণী অভিনেত্রী 'পোলা নেগ্রী' প্রায় ৮ মাস পূর্ব্বে বিগত-নট 'রুড্‌লফ্ ভলেন্‌টিনো'র কবরের উপর আছ্‌ড়ে প'ড়ে কেঁদে কেঁদে ব'লতেন যে, তিনি ছিলেন রুড্‌লফের একমাত্র বাগ্‌দত্তা প্রণয়িনী !...রুড্‌লফ্ তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁকে প্রাণের সঙ্গে ভাল-বাসতেন !...তাই, আজ তাঁর (পোলা'র) জীবনের সমস্ত সুখ, সমস্ত শান্তি জন্মের মত নিভে গেছে !...

পোলার অশ্রু-সজল বেদনাটী এখন শুধু জেগে উঠ্‌ছে এই কটা নিয়ে বাণী যে,—"দুর্ভাগ্যের কোলে বিলীন সেই তরুণ প্রণয়ীটীর সঙ্গে সঙ্গে, পোলার জীবনও চিরকালের জন্য অভিশপ্ত হ'য়ে গেল !"...

পোলার উপস্থিত স্বামীর নাম—যুবরাজ Serge Mdivani ! বিবাহ-দিনের সন্ধ্যা-বেলায় পোলা বলেছিলেন, "আমার বুকের নিথর স্পন্দন নিয়ে আজ আমি বিবাহিত হ'তে চ'লেছি !...এতে যা-হোক্—একটা-কিছু হবে !... সদাই কিছু হ'য়ে থাকে !"...

তাঁর বিবাহ সম্বন্ধে নানাপ্রকারে সংলাপিকায় ক্লান্ত হ'য়ে, তিনি বিবরণ-লেখকদের উৎসব-সভায় আসবার আজ্ঞা দেন নি !...

বিবিধ দৈনিক পত্রের তরফ হ'তে প্রবেশ-প্রার্থী অগণ্য ব্যক্তির সাম্নে "Chateau de Revil" গির্জ্জার ফটক বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল !...

কেবল মাত্র আলোক-চিত্রকরেরা প্রবেশাধিকার পেয়েছিল, কারণ, বিবাহিত পোষাকে পোলা তাঁর একটা "ফটো" দেখ্‌তে ইচ্ছা ক'রেছিলেন !...তাঁর উপস্থিত স্বামী তাঁর চেয়ে বয়সে দু বছরের ছোট !...

*

চার্লি চ্যাপ্‌লিনের প্রচুর অস্থায়ী সম্পত্তি দখল করবার জন্য, উকীলদের সাহায্য নিয়েও, চার্লির পরিত্যক্ত স্ত্রী মিসেস্ লিটা গ্রে চ্যাপ্‌লিন্ এখনও ও-বিষয়ে কৃতকার্য্য হ'তে পারেন নি !...আজ তিনি এক রকম রিক্তহস্ত ব'ললেও চলে !... তাই তিনি Holly woodএ প্রচার ক'রে দিয়েছেন যে, খুব শীগ্‌গীরই তিনি 'ষ্টেজ' কিম্বা 'সিনেমায়' যোগদান ক'রবেন !...তিনি বলেন যে, উপস্থিত তিনি প্রায় অনাহারিণী অবস্থাতেই আছেন।—তবে কি তাঁকে চার্লির কাছে বশ্যতা স্বীকার করবার জন্যই, চার্লি এই রকমভাবে তাঁকে অনাহারিকার গণ্ডীর মধ্যে ফেলে রেখেছেন ?...অবশ্য, চার্লির প্রকাশ্য ইচ্ছাটাই হচ্ছে তাই !...যাই হোক্, উপস্থিত কোর্ট হ'তে তিনি মাসিক ৬০০ পাউণ্ড ক'রে পাবার হুকুম পেয়েছেন।... কিন্তু, সে হুকুম এখনও কার্য্যকরী হ'তে পারছে না, কারণ, আয়কর-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষদের দাবীর অর্থ সম্পূর্ণভাবে মিটে না যাওয়ায় চ্যাপ্‌লিনের সমস্ত আয় তাঁদের (উক্ত কর্ত্তৃপক্ষদের) অধিকারভুক্ত হ'য়ে আছে !...

তাই মিসেস্ চ্যাপ্‌লিন এখন Beverly Hillsএ তাঁর স্বামীর বাড়ীতেই তাঁদের দুটী বালক পুত্রকে নিয়ে আছেন !...সম্প্রতি, দোকানদারদের কাছ থেকে ধারে-নেওয়া জিনিষের রাশীকৃত 'বিলে'র টাকা জোগাড় করবার চিন্তা কোন চাকুরী গ্রহণ করবার জন্য বাধ্য ক'রে তুলেছে !...

সৌভাগ্যক্রমে এর মধ্যেই, সিনেমা এবং থিয়েটারের তরফ থেকে তাঁর কাছে রীতিমত লোভনীয় প্রস্তাব এসেছে !...তাঁরা তাঁকে সপ্তাহে ৫০০ পাউণ্ড ক'রে দিতে চাইছেন। এ ছাড়াও, তিনি প্রতি সপ্তাহেই তাঁর "রয়্যাল্‌টী" পাবেন !...তবে, তাঁকে অভিনয় ক'রতে হবে—তাঁর দুটী ছেলেকে নিয়ে !...

ছেলেদের ষ্টেজে নামানোর সম্বন্ধে তিনি কিন্তু নিতান্ত অরাজী !...

*

পাশ্চাত্য রঙ্গ-জগতের সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী মিসেস্ ব্যান্‌ক্রফ্‌টের স্বামী Sir Squire Bancroft এর কতকগুলি রঙ্গ-রসাত্মক গল্পের পরিচয় নিয়ে দেওয়া হ'লো :—

*

Boyd Carpenter নামে একজন খৃষ্টান ধর্ম্ম-পুরোহিতকে একদিন এক জন-সভায় কতকগুলি প্রশ্ন ক'রলেন যে Jonah কি সত্যই তিমিমাছের উদরগত হ'য়েছিল ? এবং এ কথা কি বিশ্বাস করেন ?...

ধর্ম্মযাজক ব'ললেন যে, যদি সে স্বর্গে গিয়ে থাকে তা হ'লে তিনি তাকে খুঁজে বার ক'রতে পারেন।...

একজন লোক চীৎকার ক'রে ব'ললে, "কিন্তু ধরুন, সে যদি সেখানে না গিয়ে থাকে—?"

পুরোহিত তক্ষুনি উত্তর দিলেন, "তা হ'লে তুমি তার কাছে গিয়ে, তার অবিশ্বাসের স্থানটী জেনে এস !"

*

Archdeacon Wilberfo ce নামে এক ব্যক্তি তাঁর পোষা কুকুরগুলিকে খুব ভালবাসতেন ।...একদিন তাঁর এক বন্ধু তাঁকে ব'ললেন, "আচ্ছা, তুমি কি বিশ্বাস কর যে, পরজন্মেতেও ওই সব প্রাণীগুলোর প্রতি আমাদের ভালবাসা সমান থাকবে ?"

Archdeacon বললেন, "নিশ্চয়ই !"

বন্ধুটী বললেন "তবে কি তুমি ব'লতে চাও যে, আমার কুকুরগুলোর সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে ?—"

Archdeacon উত্তর দিলেন, "নিসন্দেহে !...তবে অবশ্য তাদের সঙ্গে তোমার সদ্ভাব রাখতে হবে !..."

*

সুপ্রসিদ্ধ হাস্যরসিক Sir W. S. Gilbert একদিন একটা এক্কায় চ'ড়ে, তাঁর গন্তব্য স্থানে নেমে, চালকের হাতে একটা 'হাফ্ ক্রাউন্' দিলেন। চালকের তাতে বোধ হয় পোষাল না। সে বললে, "এ কি দিয়েছেন, বাবু ?"

Gilbert বললেন, "কেন, তোমার ভাড়া !"—

চালক বললে, "না বাবু, এতে হবে না !"

Gilbert 'হাফ্ ক্রাউনটী' ফিরিয়েই বললেন, "ওহো ! ভুল হ'য়েছে আমার এই নাও তোমার ভাড়া !" ব'লেই, যেন কত লজ্জিতভাবে বেমালুম চালকের হাতে একটী 'ফ্লোরিন্' দিলেন !...

একটী ফ্লোরিণে'র মূল্য—২ শিলিং; আর একটা 'হাফ ক্রাউনের' মূল্য আড়াই শিলিং।...

*

Gilbert এর কাছে তাঁর এক বন্ধু একদিন এসে খবর দিলেন যে, হেন্‌রী আর্থার জোন্‌স্ তাঁর নূতন নাটকের অদ্ভুত নাম দিয়েছেন।...

Gilbert বললেন, "কি রকম?"

বন্ধু বলিলেন, "রাজকুমারীর নাক'!"

রসিক Gilbert এর অম্‌নি "নাসিকেশ্বরী"র কথা মনে প'ড়ে গেল! তিনি ভাবলেন, এ নাকও সেই সচলা হবে না ত?...—

———

—ভারত—

সেক্‌সপিয়ারের রঙ্গালয়

১৬০০ খৃষ্টাব্দ। রাণী এলিজাবেথ তখন ইংলণ্ডের সিংহাসনে। টেমস নদীর দক্ষিণ দিকে, বিখ্যাত 'লণ্ডন ব্রীজে'র কাছে একটি বড় কাঠের বাড়ী ছিল, ইতিহাসে যা "গ্লোব থিয়েটার' নামে প্রসিদ্ধ। সেই রঙ্গালয়ে সেক্‌সপিয়ারের "অ্যাজ্ ইউ লাইক ইট্" নামে "কমেডি"খানি প্রথম অভিনীত হয়। তার আগে "কমেডির" অভিনয় বিলাতের আর কেউ দেখেনি।

বিলাতের প্রথম রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে। কাঠের বাড়ী, কিন্তু ভিতরটা দেখতে ঠিক উঠানের মত। সেখানে অনেক দর্শককে অভিনয়কালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজতে হ'ত, কারণ প্রেক্ষাগৃহের সব জায়গার ছাদও ছিল না এবং বিলাতে তখনো ছাতাও আবিষ্কৃত হয় নি! 'গ্লোব থিয়েটারে' সর্ব্বপ্রথমে এ-সব অসুবিধা দূর করা হয়।

'গ্লোব থিয়েটারে'র সঙ্গে এখনকার রঙ্গালয়ের কিছুই মিল নেই। তখন রঙ্গমঞ্চে যবনিকা ছিল না, দৃশ্যপটও ছিল না। অভিনয়ের সুবিধার জন্ম এবং দরকার হ'লে, রঙ্গমঞ্চের উপরকার দর্শকের আসনই বারান্দারূপে ব্যবহৃত হ'ত। রঙ্গমঞ্চের উপরে থাকতেন রোমিও এবং উঁচু তালার দর্শকের আসনে এসে দাঁড়াতেন জুলিয়েট! সেই অবস্থায় দুজনের মধ্যে প্রেমের অভিনয় চলত।

দৃশ্যপটের পরিবর্ত্তে রঙ্গমঞ্চের উপরে এক একখানি বিজ্ঞাপন টাঙিয়ে দেওয়া হ'ত এবং তাতেই লেখা থাকত, কোথায় কোন্ দৃশ্যের অভিনয় হচ্ছে।

অভিনয়ের সময়ে দর্শকদের আসন থেকে সর্ব্বদাই ওঁচা ঠাট্টা-তামাসা শোনা যেত। অনেক সময়ে সেখানকার তর্কযুদ্ধ তরবারি-যুদ্ধেও পরিণত হ'ত, কারণ তখন সঙ্গে তরবারি বহন করা একটা সাধারণ রীতি ছিল।

"গ্লোবে"র প্রাচীর-গাত্রে লাটিন ভাষায় একটি বচন লেখা ছিল—"All the World's a Player"। সেক্‌সপিয়ারের বিখ্যাত উক্তি—All the world's a stage" যে উক্ত বচন থেকেই জন্মলাভ করেছে, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই।

অভিনয় একবার সুরু হ'লে সমান একটানা চলত—দুই অঙ্কের মাঝখানে] বিশ্রামের অবকাশ ছিল না। দর্শকরা অভিনয় দেখতে দেখতেই বই পড়ত, আপেল খেত এবং মদ্যপান করত। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা আনা-ছয় বেশী পয়সা খরচ করলেই, রঙ্গমঞ্চের উপরে বসবার অধিকার পেতেন। কিন্তু সে যুগে ছয় আনার দাম ছিল এখনকার চেয়ে অনেক বেশী।

অভিনেতারা অভিনয় করত মুখোস প'রে। নারীর ভূমিকা গ্রহণ করত বালক বা তরুণ যুবকরা।

এই রঙ্গালয়েই সেক্‌সপিয়ার অভিনয় করতেন এবং এমনি পারিপার্শ্বিকের মধ্যেই পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যরত্নগুলি সর্ব্বপ্রথমে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল! সে-যুগের দর্শকরা বোধহয় ভ্রমেও কোনদিন সন্দেহ করতে পারেনি যে, তাদের অবহেলার মধ্যে যে কাব্য-সৌন্দর্য্য আত্মপ্রকাশ করছে, ভবিষ্যতে সমস্ত জগৎকে তা বিস্ময়-আনন্দে অভিভূত ক'রে তুলবে এবং বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে তার তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে না! চোখের সামনে বিরাট অমরতাকে জন্মগ্রহণ করতে দেখেও তারা তাকে যোগ্য অভিনন্দন দিতে পারে নি।

———

সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী এলেন্ টেরী

কল-কোলাহল-মুখরিত বিরাট একটি পল্লী।...তার-ই এক কোণে পাহাড়ের উপর ছোট্ট একটি বাড়ী।...তার-ই এক ঘরের ভিতর দেওয়ালের পাশে ছিল 'ওক্' গাছের শক্ত-গুঁড়ির তৈরী একটা টেবিল।...প্রত্যহ দুপুর হ'তে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ছোট একটি মেয়ে তার উপর ব'সে ব'সে জানালার ভিতর দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতো।...ঘরটি তখন বাইরে থেকে বন্ধ করা ছিল!.. প্রথমে মেয়েটির চোখের সামনে ভেসে উঠতো—কেবল আলো আর আলো!...কী প্রখর তার দীপ্তি!...মনে হ'তো যেন সারা আকাশটা একেবারে ধু ধু জ্বলে উঠেছে—তার সেই সুতীব্র তেজে!...ক্রমশ: বেলা বাড়তো!...

চারিপাশের চিম্‌নীর ধোঁয়া—তার এবং আকাশের উজ্জ্বল আলোর মাঝখান দিয়ে যেন একটা কুহেলীর ওড়না উড়িয়ে যেতো!...তারপর, বেলা শেষের দিকে অস্ত-সূর্য্যের আবীর-আ'লোক সোনালী রেণুমালা প'রে ডুবে যেতো কোন্ অজানার পারে—ধীরে ধীরে!...

এর কিছু পরেই সেই ঘরের দরজা বাইরে থেকে খুলে যেতো।...দুটী তরুণ তরুণী ভিতরে এসে, মেয়েটিকে কোলে ক'রে নিয়ে, চুমোতে চুমোতে তার মুখ আচ্ছন্ন ক'রে দিতো...

পিতামাতার স্নেহের আদরে আদরিণী এই মেয়েটিই যে পরে একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর গৌরবের দাবী নিয়ে, পৃথিবীর কাছ থেকে তার প্রাপ্য আদরটুকু আদায় ক'রে নেবে, তা তখন কে জানতো?...

রঙ্গ শিল্পকার কল্প-নটনাথের আদর্শ মানস-কন্যা এই মেয়েটীরই নাম ছিল —টেরী—এলেন্ টেরী!...

ছেলেবেলায় সমস্ত দুপুরটি তাঁকে উক্তভাবে গৃহ-বন্দিনী অবস্থায় কাটাতে হ'তো!...কারণ, ওই সময়টুকু—তাঁর মা ও বাবা—মিষ্টার ও মিসেস্ টেরীকে এবং তাঁর বোন্ 'কেট্'কে থিয়েটারে থাকতে হ'তো!...তাঁরা সকলেই নট ও নটী যে!...

২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৪৮ সালে এলেনের জন্ম হয়।...রঙ্গ-জগতের কাছে সে একটি মহা স্মরণীয় দিন!...Conventrya Market Street এখনও এইজন্য তার গৌরবের দাবী করে!...

এ সম্বন্ধে একটু মজার ব্যাপার আছে।...

এলেনের জন্মাবার অনেক বছর পরে, হঠাৎ সেখানকার লোকেদের খেয়াল হ'লো যে,—তাঁর জন্ম-ঘরটি খুঁজে বার ক'রতে হবে!···খেয়ালের সঙ্গে সঙ্গেই অন্বেষণ আরম্ভ হ'লো।···ফলে, অনুসন্ধিৎসুরা ছুটি দলে বিভক্ত হ'য়ে গেল। আর, প্রথম দল,—তাদের আবিষ্কারের ফলে, একটি বাড়ীর গায়ে আখরের আঁচড় দিয়ে লিখলে,—"এলেন্ টেরীর জন্মস্থান।" দ্বিতীয় দল তাতে মহা আপত্তি জানালে ···অভিজ্ঞের মত গম্ভীরভাবে গিয়ে, আর একটা বাড়ীর গায়ে তারা লিখে দিলে,—"এলেনের আসল জন্ম-কুটির!"

এই ছুটি বাড়ীর প্রথমটির স্বরূপ এখন একটি পোষাকের দোকানে এবং দ্বিতীয়টির স্বরূপ একটি হোটেলে পরিণত হয়েছে!···এলেনের বাস্তবিক জন্ম-কুঞ্জটি কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি!···এলেন বলছেন যে, অভিনেত্রী-জীবনের মত কঠোর এবং কঠিন জীবন আর নেই!···

তার একটা দৃষ্টান্ত বলি।—

এলেনের মা প্রত্যহ রাত্রে এলেনকে বাড়ীতে রেখে থিয়েটারে যেতেন।···একদিন রাত্রির বেলায় হঠাৎ তিনি থিয়েটারে শুনলেন যে, তাঁদের বাড়ীতে আগুন লেগে গেছে!···উন্মাদিনীর মত তিনি তখনই ছুটলেন বাড়ীর দিকে।—সেখানে যে এলেন ঘুমিয়ে আছে!···

বাড়ীতে এসে, যে কোন প্রকারে হোক্, তিনি এলেনকে বাইরে বের ক'রে আনলেন।···তারপর থিয়েটারে এসে, যেন তাঁর কিছুই হয়নি এতক্ষণ,—এই রকম স্বাভাবিকতায় পরবর্ত্তী দৃশ্যে বেশ সুন্দর অভিনয় ক'রলেন!···তাঁর কিছুক্ষণ পূর্ব্বেকার মানসিক পরিবর্ত্তনের বিষয় দর্শকরা কিছুই জানতে পারলেন না।···এই রকম ভাবে পাষাণে বুক বেঁধে, সলীল সরল হাসিতেই প্রত্যেক অভিনেত্রীকে অভিনয় করতে হয় মঞ্চের উপর,—ক্ষণপূর্ব্বে তার প্রাণের অতি-প্রিয় ব্যক্তির দুঃসংবাদ,—এমন কি, মৃত্যু-সংবাদ পর্য্যন্ত পেলেও!···

এলেন একটু বড় হতেই, তাঁর বাবা তাঁকে তাঁদের থিয়েটারের দলে টেনে নিলেন।···এইখানে একদিন একটা নাটকের অভিনয় করবার আয়োজন হ'লো! থিয়েটারের অধিকারী মহাশয়ের এবং এলেনের বাবার একান্ত ইচ্ছায় এলেনকে তৈল-কটাহ-হ'তে-উত্থিত প্রেতের ভূমিকা দান করা হ'লো।···বালিকা এলেন,—অভিনয়-ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা এলেন,—মাথায় রেশমের-মত-চিক্কণ-চুলে-সুন্দর এলেন,—তেলের কড়া থেকে তাঁর আবির্ভাবের কথা শুনেই, সভয়ে চীৎকার ক'রে উঠে, এই ভূমিকা গ্রহণে তাঁর অনিচ্ছা জানালেন।···অধিকারী মহাশয় তখন তাঁর বাবা মিঃ টেরীকে বললে, "আপনার মেয়েকে একবার ওই কড়াটার মধ্যে নামিয়ে দিয়েই দেখুন না, কি হয়!"···অসীম স্নেহশীল মিঃ টেরী তক্ষুণি তাঁকে বললেন, "মাপ করবেন!···আপনার জন্যে কি, অন্য যে-কোন ভদ্রলোকের জন্যেই হোক্ না কেন, আমি আমার মেয়েকে ভয় পাওয়াতে পারবো না!"···কিন্তু, সেদিন বাড়ীতে এসে তিনি এলেনকে খুব তিরস্কার ক'রে বললেন, "অবাধ্য মেয়ে!···তুমি কখনো ভাল অভিনেত্রী হ'তে পারবে না!···"

এলেন্ নিরুপায়!···

১৮৫৬ সাল হ'তে ১৮৫৯ সাল পর্য্যন্ত এলেন্ "কীন্" দম্পতীর সঙ্গে অভিনয় করেন।···

একবার তিনি "A Midsummer Night's Dream" নাটকে Puckএর ভূমিকায় অভিনয় ক'রছিলেন।···তাঁর বোন্ Kateও তখন Titaniaর ভূমিকা গ্রহণ ক'রেছিলেন!···

শেষ অঙ্কে যবনিকা-পাতের পূর্ব্বে এলেনের একটি ফাঁদের উপর দিয়ে যাবার কথা ছিল।···যথাসময়ে তিনি সেখান দিয়ে গেলেনও ঠিকভাবে!···হঠাৎ, উইংসের পাশে অপেক্ষাকারী ব্যক্তিটি ভুল ক'রে, অত্যন্ত শীঘ্র শীঘ্রই ফাঁদের দড়িটি টেনে দিলে!··· সঙ্গে সঙ্গে এলেনের একটি পা ভীষণভাবে তার মধ্যে আটকা পড়ে গেল, এবং তিনি কাতরস্বরে চীৎকার ক'রে উঠলেন।···কেট দ্রুতগতিতে মঞ্চের উপর এল!···ফাঁদের দড়িধারী ব্যক্তিটী কিন্তু তাঁর সেই আর্ত্তনাদের অর্থ বুঝতে না পেরে, ফাঁদটিকে অধিকতর জোরে বন্ধ ক'রে দিলে।···

ঠিক এই সময়ে মিসেস্ কীন্ সেখানে এসে, তাঁর ব্যাচারী পাখানিকে ফাঁদ থেকে মুক্ত ক'রে দিলেন, এবং স্নিগ্ধস্বরে বললেন, "লক্ষ্মী মেয়েটি!—তোমার 'প্লে' শেষ কর আজ, আমি তোমার মাইনে দ্বিগুণ ক'রে দেবো!···"

তাঁর মাইনে দ্বিগুণই হ'য়েছিল।··· আগে তিনি পেতেন—প্রতি সপ্তাহে ১৫ শিলিং ক'রে,—পরে তা ৩০ শিলিং হ'য়েছিল!···কিন্তু, তাঁর এই পারিশ্রমিক বর্দ্ধিত হওয়ার জন্য, তিনি যত না সুখী হয়েছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশীই সুখী হ'য়েছিলেন—উক্ত বিশিষ্ট রাত্রে জনতার ভিতর হ'তে এক ব্যক্তির স্নেহ-মাখা কতকগুলি সান্ত্বনার বাণী শুনে ···মুখ ভাব তাঁর গম্ভীর, উন্নত তাঁর ললাট, এবং ভাবুকতা-মাখা তাঁর সমস্ত কান্তিটি।···বড় সহানুভূতির স্বরেই তিনি তখন ব'লেছিলেন "কেঁদোনা রাণী।···পৃথিবীর রঙ্গালয়ের কাছে একদিন তুমি অভিনেত্রী-সম্রাজ্ঞীর গৌরবের দাবী নিয়ে আসবে।"···উন্নত-মন এই ব্যক্তিটিরই নাম ছিল—"জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আর্টিষ্ট অভিনেতা স্যার হেনরী আর্ভিং"

এলেনের সঙ্গে তাঁর অভিনয়ের কথা আমরা পরে লিপিবদ্ধ করবো।···

Puckএর অভিনয়-কালে এলেনের বালিকোচিত চাতুর্য্যের কথা বড়ই সুন্দর।···মঞ্চের উপর শূন্যে তাঁকে তখন কিছুক্ষণ ধ'রে ঘুরতে হ'তো।···দু একটা পাক্ দেবার পরই কিন্তু তিনি লুকিয়ে যেতেন—উইংসের পাশে; এবং তাঁর স্থানে ঘোরানো হ'তো আর একটি Puck-রূপিণী পুতুলকে ···

একবার এইরকমভাবে একটি নকল-Puckকে ঘোরানো হচ্ছিল। হঠাৎ, দড়ি ছিঁড়ে সেটা মঞ্চের উপর প'ড়ে গেল।···এলেন্ তা দেখতে পেয়েই, আনন্দে লাফাতে লাফাতে গিয়ে, সেটিকে তুলে নিয়ে এলেন।···এই রকমভাবে "ষ্টেজ" নষ্ট করবার অপরাধে সেই রঙ্গালয়ের একজন কর্ত্তার কাছে তাকে অনেক তিরস্কার, এমন কি, প্রহার পর্য্যন্ত পেতে হ'য়েছিল।···

এলেন সে সব কিছুই গায়ে মাখলেন না!···শুধু মনকে তিনি এই বলে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন যে, "আমি ত ওদের উপকার-ই ক'রেছিলুম!···পুতুলটা যে নইলে ভেঙে যেতো!···"

এর পর King John নাটকে তিনি Prince Artherএর ভূমিকা গ্রহণ করলেন।···'আর্থারের' চরিত্র ফোটাবার জন্য তিনি বিশেষ ভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন। এমন কি, অর্দ্ধেক রাত্তিরে ঘুম থেকে উঠে, আয়নার সামনে গিয়ে, 'পার্ট' রিহার্শাল্ দিতেও বাদ দিলেন না!···কিন্তু, আবৃত্তির উপযুক্ত বচন-ভঙ্গীকে তিনি কিছুতেই আয়ত্তে আনতে পারলেন না!···ফলে, প্রথম দিনের 'রিহার্শালে' তিনি মিসেস্ 'কীনে'র কাছে বিরাট একটী 'চড়ে'র উপহার পেলেন!···সঙ্গে সঙ্গে মুখটা তার কেমনতরো হ'য়ে গেল, এবং তিনি কেঁদে ফেললেন!···মিসেস 'কীন্'ও অমনি ব'লে উঠলেন, "হ'য়েছে! হ'য়েছে!···এইবার তুমি পেরেছ! ···এই স্বরকেই তুমি খেলিয়ে যাও!···তা হ'লেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে!"···রিহার্শাল্ শেষ হ'য়ে গেলে, মিসেস কীন্ এলেনের গালে প্রীতিমাখা একটু চুমু দিয়ে ব'ললেন, "খুব সুন্দর ব'লেছ তুমি!—এই রকমই আমি চেয়েছিলুম!···যাও, এখন তুমি বড় ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েছ! বাড়ীতে গিয়ে ঘুমোও!···"

মিসেস কীনের আদর-মাখা সেই চুমোটির কথা এলেন সারা জীবনেও ভুলতে পারেন নি!···

ক্রমশঃ

শ্রীভারতকুমার বসু!

কলিকাতা ২০, ৫/০২।১ ষ্টীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩, টাকা

৪র্থ বর্ষ
৭ম সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

২৩শে আষাঢ়
১৩৩৪

নাট্য-জগৎ

যে কোনও বিলাতী রঙ্গমঞ্চের উপর দুই বীরে যখন দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ হয়, তাঁরা দু'জনেই দক্ষ যোদ্ধার মতো এমন নিপুণ হস্তে অসি চালনা করেন যে তাঁদের সেই বীরোচিত অঙ্গভঙ্গী ও অস্ত্র-আস্ফালন-কৌশল—সেই রণ-শাস্ত্র সম্মত ও যুদ্ধ-বিদ্যার বৈজ্ঞানিক রীতি ও পদ্ধতির অনুকূল দ্বৈত সমর দর্শকদের একটা দর্শনীয় ও উপভোগ্য ব্যাপার হ'য়ে ওঠে!

*

পলকের মধ্যে লক্ লক্ অগ্নি-শিখার লোল জিহ্বার মতো দু'খানি খরশাণিত তীক্ষ্ণ অসি কোষমুক্ত হয়ে দুই প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বীর বজ্র-মুষ্টির মধ্যে যখন আকাশের বুক-চেরা বিদ্যুৎ-চমকের ন্যায় মহাশূন্যে আলোড়িত ক'রে ঝলসে ওঠে, দর্শকদের দৃষ্টি অপলক আগ্রহে সেই অস্ত্র-লীলায় নিবিষ্ট হ'য়ে পড়ে!

*

সতর্ক সর্পের মতো ত্বরিত তির্য্যক গতিতে উভয় যোদ্ধার যুগ্ম বাহুর সেই ক্ষিপ্র আবর্ত্তন, সর্ব্বদেহের সেই মুহুর্মুহু বিভিন্ন ভঙ্গীতে সঙ্কোচন প্রসারণ-উল্লম্ফন, উভয়ের উভয়কে সেই বীর-বিক্রমে আক্রমণ, পরস্পরের করধৃত দুই বিঘূর্ণিত তরবারীর তীব্র রক্ত পিপাসু উন্মত্ত অধরের সেই সশব্দ চুম্বনের ভীম ঝনৎকার! সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের দেহ মনেও যেন একটা রণোল্লাস এনে দেয়। শিরায় শিরায় শোণিত উত্তপ্ত হ'য়ে উঠে, সর্ব্বাঙ্গে তারা একটা পুলক কম্পন—একটা সমর-শিহরণ অনুভব করে।

*

আক্রমণকারীদের উভয়ের মধ্যে অসিমুখে পরস্পরের আঘাত ব্যর্থ ক'রে একজনের আর-একজনকে আহত করবার জন্য সেই প্রাণান্তকর চেষ্টা, জয়ী হবার সেই দৃঢ় অধীর আবেগ—ক্ষত রক্তাক্ত বক্ষ এক হাতে চেপে ধরে আর-এক হাতে মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত অদম্য উৎসাহে অমিত বীর্য্যবলে যুঝে যাওয়া সে দৃশ্য, সেই দুই হিম-শীতল কঠিন ইস্পাত-ফলকের কঠোরতর সংঘর্ষে অগ্নি যাঁরা দেখেছেন তাঁরা বুঝতে পারবেন কি সে উত্তেজনাপূর্ণ আবেগময় উপভোগ্য সেই দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের মধ্যে দুই নগ্ন তরবারির তাণ্ডব নৃত্যের অবসরে ঘনঘন উত্তপ্ত আলিঙ্গন! দেখতে দেখতে প্রাণ-মন যেন শোণিত-লালসায় নেচে ওঠে!

*



বিশ্বামিত্র—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু

আমাদের রঙ্গমঞ্চেও দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ হয়। দুই বীরে দু'খানি টিনের ভোঁতা তরবারি নিয়ে অতি সন্তর্পণে ভয়ে যথাসম্ভব দূর থেকে পরস্পরের সঙ্গে খুব আস্তে দু'চারবার ঠোকাঠুকি করবার চেষ্টা করে, তারই মধ্যে পাঁচবারের ভিতর হয়ত তিনবার তারা ফস্‌কে যায়! সে যে কি হাস্যকর শোচনীয় দৃশ্য সে সকলেরই জানা আছে বোধ হয়। বড় বড় ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ও পুরাণ-খ্যাত মহাবীরকে যখন রঙ্গমঞ্চের উপর এই কাপুরুষের মতো অস্ত্র-চালনার ব্যঙ্গ অভিনয় করতে দেখি তখন আমাদের যে দুস্তর দুঃখ ও লজ্জা রাখবার আর স্থান পাই না! কতদিন ভেবেছি রঙ্গমঞ্চের কর্ত্তারা কি এর প্রতিকার করতে পারেন না?

*

ইচ্ছা করলেই তাঁরা অনায়াসে এর প্রতিকার ক'রতে পারেন। যারা নাচতে জানে না তাঁদের কর্ত্তারা নাচ শিখিয়ে নেন, যারা গাইতে জানেনা তাদের গান শিখিয়ে নেন, যারা অভিনয় ক'রতে জানেনা তাদের অভিনয়-বিদ্যা শিক্ষা দেন, আর যারা অসি-চালনা জানেনা তাদের কি প্রভুরা অসি-শিক্ষা দিয়ে নিতে পারেন না। অসি-চালনা শিক্ষা দিতে পারেন এমন বহুলোক শহরেই আছেন। তাঁদের কাউকে পারিশ্রমিক দিতে সম্মত হ'লেই তাঁরা সানন্দে গিয়ে নাট্যজগতের বীরবৃন্দকে অসি-চালনা ও তরবারি-যুদ্ধ শিক্ষা দিয়ে আসতে পারেন! কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁরা কেউ সেটার কোনও প্রয়োজন আছে ব'লেই মনে করেন নি!

*

আমরা শুনে বড় খুসী হলুম যে আর্ট থিয়েটারের উদ্যোগী কর্ত্তৃপক্ষেরা তাঁদের নূতন নাটক "শ্রীরামচন্দ্রের" মধ্যে রণস্থলের দৃশ্যে রাম-রাবণের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ রণ-শাস্ত্র-সম্মত অসি-পরিচালনা-কৌশল দেখবার ব্যবস্থা করেছেন। বাংলাদেশের সুপ্রসিদ্ধ অসি-ধর শ্রীযুক্ত পুলিন দাস মহাশয়ের নিকট তাঁদের বীর অভিনেতারা অসি চালনা কৌশল শিক্ষা করছেন! এ একটা যে কত বড় আশার কথা তা বলাই বাহুল্য।

*

প্রত্যেক অভিনেতার এই অস্ত্র-ক্রীড়া শিখে রাখার একান্ত প্রয়োজন আছে ব'লে আমরা মনে করি। সু-অভিনেতা হ'তে হ'লে তাকে সর্ব্ব-বিদ্যাবিশারদ হবার চেষ্টা করতেই হবে নইলে পদে পদে রঙ্গজীবনে তাকে অনুতাপ করতে হবে! য়ুরোপের শুধু অভিনেতা নয় প্রত্যেক লোকই প্রায় অসি চালনা জানে; আমাদের নিরস্ত্র দেশে, অন্ততঃ রঙ্গালয়টা অসি ধরবার অভিনয় করতেও শিখুক!

*

পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের অন্তর্ধান যে বাংলাদেশের পক্ষে কতখানি ক্ষতিকর সে কথা বাঙলা আজ না বুঝুক, এর পর হাহাকার করবে।

*

গিরিশচন্দ্রের পর ক্ষীরোদবাবুই একমাত্র নাট্যকার যাঁর প্রতিভার আলোয় বাংলা মধ্যযুগের রঙ্গমঞ্চ আলোকিত হ'য়ে উঠেছিল। অবশ্য তাঁর পরেই আমরা দ্বিজেন্দ্রলালকে পেয়েছিলেম, কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদের জ্যোতি তাতে এতটুকুও নিষ্প্রভ হয়নি।

*

বাঁকুড়ায় তাঁর নিজ ভবনে মাসাধিককাল জ্বর ভোগের পর কবি পরলোকে যাত্রা করেছেন। ১২৭১ সালে তিনি খড়দায় ভূমিষ্ঠ হ'য়েছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৬৪ বৎসরও পূর্ণ হয়নি। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন। জড়বিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্রে তিনি এম-এ পাশ ক'রে অধ্যাপকের কাজেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু নটনাথের ইচ্ছা অন্যরূপ, তাই এই বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতকে বিদ্যামন্দিরের আচার্য্য আসন ছেড়ে নাট্যমন্দিরের অধার হ'তে হ'য়েছিল।

*

ক্লাসিক থিয়েটারে স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্তের চেষ্টায় তাঁর 'আলিবাবা' গীতিনাট্য সর্ব্বপ্রথমে অভিনীত হয়েছিল। গীতিনাট্য হিসাবে তাঁর এই বইখানি এতবেশী সাফল্য লাভ করেছিল যে অদ্যাপি শহরের প্রত্যেক নাট্য-শালায় 'আলিবাবা' অভিনয় বিঘোষিত হ'চ্ছে। পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলিবাবা' যেন চির নূতন!

*

তারপর আমরা তার "সাবিত্রী" প্রভৃতি বহু নাটক ও 'প্রমোদরঞ্জন' প্রভৃতি আরও গীতিনাট্য পেয়েছি। বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে সেগুলি অক্ষয় সম্পদ হ'য়ে আছে। নাটকের মধ্যে তিনি যে ভাষার প্রচলন ক'রে গেছেন তা কাব্যের চেয়ে মধুর সঙ্গীতের মতোই শ্রবণ সুখকর! তাঁর 'প্রতাপাদিত্য' 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত', 'উলুপী', 'রঞ্জাবতী' 'রাজা নন্দকুমার' প্রভৃতি একাধিক নাটক দেশাত্মবোধ প্রচারে প্রভূত সাহায্য করেছে! এদিক থেকে তাঁর দানকে অমূল্য বলা চলে। দেশের প্রতি একটা গভীর ভালবাসা তাঁর বুকের মধ্যে সাগ্নিকের হোমানল শিখার মতো চির প্রজ্জ্বলিত ছিল! তাই তাঁর প্রায় প্রত্যেক নাটকেই আমরা স্বদেশ প্রেমের প্রগাঢ় পরিচয় পাই! এমন কি গীতিনাট্যের মধ্যেও তাঁর সেই সুর আমরা শুনতে পেয়েছিলেম 'দাদা ও দিদি'তে! সরকার বাহাদুর সভয়ে তাঁর একাধিক নাটক ও প্রহসনের অভিনয় বন্ধ করে দিয়েছেন।

*

তাঁর রচনার মধ্যে এমন একটা নিজস্ব বিশেষত্ব ছিল যেটা গিরিশচন্দ্রের গৌরবের পাশেও সগর্ব্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ লালের নাটকের ঘটনা বহুল গ্যালারী সুলভ চমকপ্রদ চাকচিক্য পণ্ডিত মহাশয়ের ভাব প্রধান রচনার নিকটবর্ত্তী হ'তে পারেনি। 'বাঙলার মসনদ' 'আহেরিয়া' প্রভৃতি নাটককে ঐতিহাসিক কাব্য বলে উল্লেখ করা চলে। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, ভক্তি ও ধর্ম্মমূলক বিভিন্ন রসাশ্রিত নাটক ও প্রহসন, এবং 'পলিন' 'বাসন্তী' প্রভৃতি গীতিনাট্য ও কয়েকখানি উপন্যাস তাঁর সর্ব্বতোমুখী প্রতিভারই পরিচায়ক।

*

পণ্ডিত মহাশয়কে 'কবি' বলেই অভিনন্দিত ক'রে এসেছি! নাটকের ক্ষেত্রে তার শেষ দান 'নরনারায়ণে' নাট্যাংশের চেয়ে কাব্যাংশই বেশী করে ফুটে উঠেছে! গীতিনাট্যের ক্ষেত্রে তাঁর শেষ দান 'জাতকের' গল্প অবলম্বনে রচিত হয়েছে। শোনা যাচ্ছে মিনার্ভায় সেখানি অভিনীত হবে। বাংলা দেশের একজন শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকারের তিরোধানে আমরা আজ শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে তাঁর আত্মার শান্তি ও পরিবার বর্গের কল্যাণ কামনা করি।

*

ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকের অভিনয় করে' যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করে নাই এরূপ নাট্যশালা কলিকাতায় নাই। কিন্তু, আশ্চর্য্যের বিষয়, এক 'নাট্য-মন্দির' ব্যতীত আর কোনো নাট্যশালাই একদিনমাত্র অভিনয় বন্ধ রেখে এই মনীষীর স্মৃতির সম্মান করলে না। কৃতজ্ঞতা বটে!

*

মহলার রকম দেখে 'নাট্য-মন্দির' যে 'ষোড়শী' খুলবেন এই মাসের ভেতরেই এরূপ আশা করা যাচ্ছে।

*

'মিনার্ভা' এ সপ্তাহে 'রামায়ণে আর্ট' দেখাবেন।

*

এবার থেকে আর্ট থিয়েটারের নব-পরিচালিত মোনমোহন রঙ্গমঞ্চে বুধবার দিনও অভিনয়ের আয়োজন হচ্ছে। 'সাজাহানে'র অভিনয় হবে বলে' শোনা যাচ্ছে।

*

বাংলা দেশে বর্গীর হাঙ্গামা বহুদিন চলেছিল তাই কি নির্ম্মলেন্দুবাবু 'বঙ্গে বর্গী'কে কিছুতেই ছাড়িয়ে উঠতে পারছেন না? উঁরাও দেশটাকে 'মগের মুলুক' করে' ছাড়বেন—তারপর 'পরিত্রাণ' পেলে বাঁচি!

*

'শ্রীরামচন্দ্র' সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত পাওয়া যাচ্ছে। এ সম্বন্ধে আমাদের পরে সবিশেষ আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল!

চিত্র-জগৎ

*

এই ভুল বিশ্বাস এখনো অনেকের আছে যে কেবলমাত্র সৌন্দর্য্য থাকলেই চলচ্চিত্র-অভিনেত্রী হওয়া খুব সহজ। আসলে কিন্তু মোটেই তা নয়। কোনো মেয়ের চেহারা তার বন্ধু, প্রণয়ী বা আত্মীয় স্বজনের কিম্বা দর্পণে তার নিজের ভালো ব'লে বোধ হ'লেও, ক্যামেরার চোখে তার খুঁৎ থাকতে পারে।

*

ধরা যাক কোনো সুন্দরী মেয়ের মাথা-ভরা চমৎকার লাল রঙের চুল আছে। সকলের চোখেই এই সমাবেশটি মনোহর ব'লে বোধ হবে, কিন্তু ক্যামেরা এর ব্যতিক্রম ক'রবে—কারণ লাল চুলের 'ফোটোগ্রাফ' তা' কালো দেখায়। তা ছাড়া গালে দু একটা ছোট্ট টোল থাকতে পারে—বায়োস্কোপের ক্যামেরায় তার ছবি নিলে সে সব দেখে মনে হয় যেন কঠিন ডাক্তারী অস্ত্রোপচার সেখানে হ'য়েছে।

*

মুখের সম্বন্ধে শুধু নয়, দেহের সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। কোনো মেয়ের হাত পা ও অন্যান্য অবয়ব খুব শোভন ও সুগঠিত হ'তে পারে। কিন্তু তার হাত-নাড়ার বা চলার ভঙ্গী হয়তো খারাপ। 'ফটো' নিলে কাজেই তাদের চলা ফেরা আর অঙ্গহার ভারি বিসদৃশ দেখাবে—সুতরাং এই সব মেয়েরা পর্দ্দা-পরীক্ষায় (Screen test) অগ্রাহ্য হবে।

*

কোনো বায়োস্কোপেই এবারকার একটা বিদেশী ছবিও ভালো নয়। 'নীরো' (Nero) দৃশ্য আর নীতির আধিক্যে মনঃপীড়াদায়ক, 'মেয়ে' (female) অভিনয় হিসাবে বা আখ্যানভাগে কিছুই নয়। বাংলা চিত্র 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এ সবের চেয়ে অধিকতর উপভোগ্য।

*

'ভগবানের দোলা' (The Credle of God) নামক নোতুন একখানি ছবিতে শ্রীমতী এ্যানেট বেনসন্ অভিনয় ক'রেছেন। বাইবেলের ঘটনায় ছবিখানি কণ্টকিত। এর ব্যাপার হ'চ্ছে একজন নাস্তিকের কোনো চাষার মেয়ের প্রেমে পড়ে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ও আস্তিক হওয়া।

*

'সাবধান করবার কল' (The Warning Signal) নামক আর একখানি নোতুন ছবিতে শ্রীযুক্ত কেনেথ মীড ও গ্ল্যাডিস্ হিউলেট অভিনয় ক'রেছেন। ছবিটি মোটেই ভালো নয়– মামুলী ধরণের রেলগাড়ী সংক্রান্ত চিত্র নাট্য।

পাদ-প্রদীপের আলোকে

"Miss Perkin's broom !"—"শ্রীমতী পার্কিনের ঝাঁটা !"—বিশ্ব-বিশ্রুত একটা অভিনব জন-প্রবাদ !···

*

আটলাণ্টিক্ মহসাগরের উত্তাল জলরাশি কবে কোন্ এক অশুভ মূহুর্ত্তে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে একেবারে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠে, শ্রীমতীর ছোট্ট কুটীরখানিকে গ্রাস ক'রতে এসেছিল !...শ্রীমতী তাতে বিরক্ত হননি। কিন্তু, সাগরের এই অত্যাস্পর্দ্ধা দেখে ভীষণ রাগে একগাছি ঝাঁটা নিয়ে, রুখে দাঁড়িয়েছিলেন—সাগর-স্রোতের সেই বিপুল প্রচণ্ডতার বিরুদ্ধে !···শুনতে পাওয়া যায় নাকি যে, তাই দেখে, মহাসাগর তার গতি ফিরিয়ে নিয়ে, কুঞ্চিত লাঙুলে ধীরে ধীরে পলায়ন ক'রেছিল সেখান থেকে !···

*

Miss Parkin's broomএর সার্থকতা এইখানেই !···

*

পৃথিবীতে বিভিন্ন জন-সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের মধ্যে রহস্ত আছে প্রচুর !··· মধ্যে বিশিষ্টতা আলোচনার যোগ্য পাত্র !···থিয়েটারের দর্শকরূপে তাঁদের খুব 'সার্টিফিকেট' দেওয়া যেতে পারে ; কারণ, তাঁদের একমাত্র গুণ হচ্ছে—তাঁরা "দোষমিচ্ছন্তি বর্ব্বরাঃ"র মূল রসটুকুকে রীতিমত আয়ত্ত ক'রেছেন !···

*

তাদের কাজই হচ্ছে শুধু—নায়িকাদের খুঁৎ ধরা !···তারপর, নিজেদের মনস্তুষ্টির জন্য, কাগজের সাহায্যে, বিপুল বমন্ উদ্গার করা !···পূতি-গন্ধ-মাখা সেই উদ্গারের ঝাঁঝ বড়ই তীব্র !···

*

পাশ্চাত্য নটীরা এই রকম অবস্থায় ধৈর্য্যকে আর সীমাবদ্ধ ক'রে রাখতে পারেন না !···কাগজের সাহায্যে "মিস পার্কিনে"র মত, লেখনী-ঝাঁটা হাতে নিয়ে, রুখে দাঁড়ান—তথা-ব্যক্তিদের বমন-বন্যার বিরুদ্ধে !···

*

এদেশের নারীরা কিন্তু নীরব থাকেন ···কেন ?···

*

এমন একশ্রেণীর লোক আছেন, যাঁরা অভিনয় দেখা পছন্দ করেন না এবং নাটককে ঘৃণা করেন !···কি জন্য ?···অথচ, তাঁরা নিজেদের পরিচয় দেন—রস-শাস্ত্রিক ব'লে !···

*

নানাভাবোপসম্পন্নং নানাবস্থান্তরাত্মকম্।
লোকবৃত্তানুকরং নাট্যমেতন্ময়া কৃতম্ ॥"

"যা থেকে মানুষের সকল প্রকার মনোবৃত্তি জানতে পারা যায়, যা হচ্ছে লোকচরিত্রের অনুকরণ, সেই নাট্য-শাস্ত্র আজ রচিত হ'লো !"

*

রস-শাস্ত্রের জন্মদাতা স্বয়ং ব্রহ্মার উক্তি হচ্ছে এইগুলি !···

*

আবার একদল রসিক আছেন, তাঁরা বলেন যে,—"The world is a stage !...The human life is a poetry !···"

*

তাঁরাই আসল ভাবুক !···

*

জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টির সনাতন সত্যটুকু উপলব্ধি ক'রে অরসিকের মত তাঁরা তা অস্বীকার করেন না, বা, তার বিরুদ্ধে খড়্গধারী হন না !···রহস্য-কুহেলীর সন্ধিতে জন্মগ্রহণ ক'রে, পৃথিবীর প্রথম আলো দেখবার সৌভাগ্য পেয়ে, রহস্যকে তাঁরা ভুলে যান না !...তার আলো-ছায়া-মাখা মায়া মরীচিকা তাই তাঁদের তরুণ আঁখির তরুণ স্বপন !···রসরাজ বৃদ্ধ অমৃতলাল তাই বড় দুঃখেই ব'লেছেন,—"সাবাস্ বাঙালী মোরে পোরে আস্তাবলে !"···অথচ, একখানি "নটীর পূজা," কি, একখানি "রক্তকরবী" রসিকদের সানন্দ অভিনন্দন পেয়ে, অসীম গৌরবে গরীয়সী !···

*

বিপক্ষ-পক্ষ ভ্রূ-কুঞ্চন ক'রছেন !···শুন তাঁদের—"বড় ভালবাসি, তাই ছুটে আসি তোমার কাছে" ব'লতে, তাঁরা আহ্লাদে নেচে ওঠেন !··· কিন্তু,—"ওই, আকাশ-ভরা তারার মাঝে আমার তারা কই।" ব'ললে, চট্ ক'রে একবার আকাশটার চারিদিকে তাকিয়েই, বেমালুম ব'লে দেন, "গুলিয়ে গেছে!"

*

হাসি পায় তাঁদের কথা শুনে !···

*

সংস্কার ! সংস্কার !—সমাজ ব'লছে, "চাই সংস্কার !" রুচি বলছে, "চাই সংস্কার !" বিশ্বের মানুষ ব'লছে, "চাই সংস্কার !"

*

বিবেক উত্তর দিচ্ছে, আমাকে গ'ড়ে তোল !"

—ভারত—

চিঠিপত্র

প্রতিবাদ

মাননীয় "নাচঘর"-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

আপনাদিগের সাপ্তাহিকে আমার এই "প্রতিবাদ"টিকে যদি স্থান দেন ত বড়ই বাধিত হইব।

১০ই আষাঢ় তারিখের "নটরাজে"র মতে শিশিরবাবু যোগেশের একটা new representation না ক'রে, দানীবাবুর অনুকরণ করিলেই ভাল করিতেন। ইহা হইতে এই সত্যটুকু বাহির করিলে বোধ হয় খুব দোষের হইবে না, যে, শিশিরবাবুর যোগেশ, স্পষ্টভাবে বলিতে হইলে, একটা failure. কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নয়; "নটরাজ" এই failureএর কারণ পর্য্যন্ত দেখাইয়াছেন। তাঁহারা 'উড়োভাসা' কিছু বলেন নাই, রীতিমত যুক্তির ব্যূহ রচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত, একেবারে অভ্রান্ত, অমোঘ।

নটরাজ বলেন, শিশিরবাবুর যোগেশেও emotional. কিন্তু আবার একটু পরেই বলিয়াছেন যে তাঁর সংযত অভিনয়ের জন্ত যোগেশের sentimentalismটা প্রকাশ পায় না। কথাগুলি বড়ই অদ্ভুত। এ যেন সাপ আর বেঙ্‌এর গালে একসঙ্গে চুমা খাওয়ার মত। বিজ্ঞ হইয়াও এত self-contradictory কথা কি করিয়া বলেন তা উঁহারাই জানেন। তবে আমি বলিতে চাই যে, monotony of tone and tune is not emotion. চীৎকার না করিলেও যে emotion toneএ mark করা যায়, তা আচার্য্য শিশিরকুমারের আবৃত্তিতে যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়।

দ্বিতীয়, শিশিরকুমারের যোগেশ দু'কুলপ্লাবিনী তরঙ্গিনীর মত না ছুটিয়া আপন সীমার মধ্যে বহিয়া যাওয়াতে পরিকল্পনার ব্যাঘাত হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, ইহাও কি দোষ স্বেচ্ছাচারীর উচ্ছৃঙ্খলতা কি সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি ক'রে? আমার ত মনে হয়, সৌন্দর্য্য সৃষ্টি, নাটকের তথা অভিনয়ের, একটী অন্যতম উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্যে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে যথেষ্ট সংযম ও শৃঙ্খল প্রয়োজন করে।

আচার্য্য শিশিরকুমার, যোগেশের ভূমিকায়, দু'এক জায়গায় কথা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া বলেন এবং দু'একটি কথা সংযোগও করেন। নটরাজের মতে ইহা একটি মহা অপরাধ। আমাদের কিন্তু মনে হয় যে, শিশিরবাবু এমন এমন স্থান-বিশেষে উপরোক্ত কার্য্যগুলি করিয়া থাকেন যাহাতে অভিনয়ের সৌন্দর্য্য যথেষ্ট বাড়িয়া যায়। আরও এক কথা, নাট্যকার এবং নটের কার্য্য বিভিন্ন; নাট্যকার মূর্ত্তি গড়েন, নট তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন এবং এই প্রাণ-প্রতিষ্ঠার জন্ত অভিনেতার রূপ দিবারও অধিকার আছে।

নটরাজ বলেন, রাণী মৃদিনীর গলির দৃশ্যের পর থেকে শিশিরবাবু একেবারে মাতালের অভিনয় করেন এবং তাঁর তখনকার রূপসজ্জা দিয়ে বুঝিয়ে দিতে চান যে তখন থেকে যোগেশ শুধুই মাতাল এবং মাতাল ছাড়া আর কিছুই নয়। কথাটা একটু হাস্যকর ঠেকিয়াছে। নটরাজ কি যোগেশের তখনকার psychological stateটাকে "মাতাল" বা "মাতাল নয়" দিয়ে explain করিতে চান? আমার মনে হয়, তখনকার যোগেশকে judge করিতে হইলে তার মনের গতি লক্ষ্য করা উচিত। যোগেশ, তখন খালি আপনাকে দুনিয়ার হট্টগোল থেকে তফাৎ করবার জন্ত বড়ই ব্যস্ত, একজন বিস্মৃতির উপাসক এবং তাই সে আকণ্ঠ মদ্যপান করিতেছে আপনার জীবন ও মনুষ্যত্বের দিকটা ভুলিয়া। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য হওয়া উচিৎ শিল্পী এই জিনিষটা ফুটাইয়াছেন কিনা? "মাতাল" কিম্বা "মাতাল নয়" নহে।

জ্ঞানদার মৃত্যুর পর যোগেশ-বেশী শিশিরবাবু stage থেকে বাহির হইয়া যান বলিয়া নটরাজ ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। কিন্তু আমি বলি, যে নিজের একমাত্র বালক পুত্রের হাত মুচ্‌ড়াইয়া একটা সিকি কাড়িয়া লইতে পারে, সাধ্বী স্ত্রীকে লাথি মারিয়া যে গহনা-বেচা টাকা লইয়া পলাইতে পারে, এককালের লক্ষপতি হইয়াও যে একটা পয়সার জন্ত রাস্তার লোকের কাছে হাত পাতিতে পারে তার নিকট আর অধিক কি আশা করা যাইতে পারে? "মানুষ পাষাণ হওয়া" কথার কথা হিসাবেই জানিতাম, কিন্তু আচার্য্য শিশিরকুমারের যোগেশে সেটা প্রত্যক্ষ দেখিলাম।

নটরাজ বলেন, শিশিরবাবু 'সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখেন দানীবাবু যেমনটি অভিনয় করেন তেমনটি যাতে না হয়ে পড়ে।' কথাটা বড় mean বলিয়া মনে হয়। শিশির বাবু artist; সৃষ্টি করাই তাঁর কাজ। তাতে যদি দানীবাবুর সঙ্গে ওঁর conception different হয়—সে ভালই হোক আর মন্দই হোক—তার জন্ত শিশিরবাবু দানীবাবুকে একটা concious effortএর দ্বারা avoid করেন, এ কথাটা বলা বিশেষ বুদ্ধির পরিচয় নয়।

Comparative study করিতে আমার আগ্রহ নেই; কেননা, comparision, is almost always, odious. তবে আমার মনে হয় যে শিশিরবাবুর যোগেশ is a pure creation, ওঁর কথার ভঙ্গীতে এবং specially movementএ একটা চমৎকার artistic touch আছে। ওঁর অভিনয়ে একটা natural grace পাই, যেটা আর খুব কম অভিনেতার কাছ থেকেই পাবার আশা করিতে পারি। আচার্য্য শিশিরকুমারের নিকট আমরা সর্ব্বদাই কিছু জানিবার, শিখিবার ও ভাবিবার মতন আশা করি এবং পাইও তাই। ওঁর "আলমগীর", "রাম", দেখে অপার আনন্দ পেয়েছিলাম, কিন্তু "চাণক্য" এবং "যোগেশ" আমাদের স্তম্ভিত করেছে।

সম্প্রদায়-বিশেষের পক্ষপাতিত্বের জন্ত সত্যকে দাবিয়া রাখিবার চেষ্টা বৃথা। যাহা সত্য তাহা চিরদিনই সত্য।

ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, শ্রদ্ধেয় আচার্য্য শিশিরকুমার ভাহুড়ী মহাশয় দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া যুগরুচিকে আরও মার্জ্জিত হইবার সুযোগ দিন। উঁনি মাত্র নট নহেন, উঁনি কবি এবং শিল্পী; এবং আমরা ভরসা করি, উঁনি কখনও ব্যবসাদারের মলিন গলীতে নামিয়া যাইবেন না। ইতি

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল লাহিড়ী

সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী এলেন টেরি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এলেনের বাল্যাবস্থা খুব দারিদ্র্যের মধ্যেই কেটেছিল!…কিন্তু, তা সত্ত্বেও, তাঁর মা তাঁকে সদাই সুন্দরটী ক'রে সাজিয়ে রাখতে কিছুমাত্র যত্নের ত্রুটি করতেন না!…কতবার এলেন রাত্তিরে থিয়েটার থেকে বাড়ীতে এসে দেখতেন যে, তাঁর মা ব'সে ব'সে একমনে তাঁর সুন্দর 'ফ্রক্' গুলি সেলাই ক'রছেন!… কী উৎসাহ এবং আনন্দ তাঁর সে কাজে!…এক একদিন এলেন যখন তাঁর পশমী-চুলে রেশমী-ফিতে ঝুলিয়ে, আর শোভন্ পোষাকে তন্বীর লীলা দুলিয়ে বেরিয়ে আসতেন, তখন মনে হ'তো, যেন এইবার তিনি কোন রাজার সঙ্গে নৃত্য করবার উপযুক্ত হ'য়েছেন!…এ সৌভাগ্য হ'তে তিনি বঞ্চিতও হন নি!… Cambridgeএর Dukeএর সঙ্গে একবার তিনি নৃত্য ক'রেছিলেন!…জীবনের মধ্যে সেটী তাঁর স্মরণীয় দিন!…

এর কিছু দিন পরে তিনি Madame Albina de Rhonaর দলে এসে যোগ দিলেন।…Madame de Rhona ছিলেন ফরাসী-প্রহসনিকা!…তাঁর পরিচালনায় Royalty থিয়েটারের প্রথম উদ্বোধন হয়!…প্রথমে Royalty র

নাম ছিল—"Royal Soho" অভিনেত্রী হিসাবে ম্যাডামের—প্যারিসে, পিটার্সবার্গে এবং লণ্ডনের সেণ্ট জেম্‌স্‌ ও ড্রুরী লেনে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল!... তা ছাড়াও, নাচে তিনি ছিলেন অতুলনীয়া!...ছোট দেহটী দুলিয়ে, নৃত্য-নাট্যের যে-সুর-তরলিমার গড্ডলিকা-প্রবাহ তিনি বহিয়ে দিতেন, তা দেখে' এলেনের বড্ড হাসি পেয়ে যেত!...তখন তাঁর কেবল-ই মনে হ'তো যে, ম্যাডাম্‌ যেন ঠিক একটি ঘুরতী লাট্টু!...হাত-পা গুলি তাঁর কত ছোট!...স্বাধীনভাবে সঞ্চালনের যথেষ্ট সুবিধে আছে ওতে!...আর তাঁর?...ওঃ! কী প্রকাণ্ড তার হাত দুটা!... শরীরটাও দিব্যি লম্বা এবং কৃশ!...অত্যন্ত বিশ্রী!...

তাঁর প্রতি বিধাতার এই অভিনব অবদানের জন্য, লজ্জা এল তাঁর মনে!...

এর পর থেকে তিনি নিজের লম্বা হাত দুটীকে বাহুর আস্তানার মধ্যে সদাই লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা ক'রলেন!...তাই দেখে, ম্যাডাম্‌ একদিন আপত্তি তুললেন!...তিনি তাঁকে ব'ললেন, "এলেন!...তোমার হাত নামিয়ে দাও!... কী বিশ্রী দেখাচ্ছে!...মনে হচ্ছে যেন, একটা পাখী দিনরাত শুধু চেষ্টা ক'রছে—তার বাসার ভেতরে যাবার জন্য!..." এলেন তবুও ওই অভ্যেসটি ছাড়তে পারেন নি—অনেকদিন পর্য্যন্ত!...শেষে, একদিন তাঁর এক বন্ধু তাঁকে বললেন, "তোমার ওই হাত দুটা নিশ্চয়ই খুব বিশ্রী দেখতে; তাই তুমি কাউকেই তা দেখাও না!..."

এলেন একবার ধীর চোখে চাইলেন—বন্ধুটির দিকে!...তারপর, আস্তে আস্তে তাঁর হাত দুটী বেরিয়ে এল—আস্তানার ভিতর থেকে!...কিন্তু একি!... ধারণার অতীত সৌন্দর্য্য, শুভ্র শতদলের অনবদ্য সুষমা যে উপচে প'ড়ছে তাদের গা থেকে; আর সঙ্গে সঙ্গে তারা যেন বিদ্রূপের স্বরে অ-বলা ভাষায় ব'লছে, "তোমরা যা ভাবছ, আমরা অত কালো নই গো! অত কালো নই!...চেয়ে' দেখ! একটিবার চেয়ে' দেখ!..." বন্ধুটী অবাক হ'য়ে গেলেন!..."রয়্যাল্টি" থিয়েটারে এলেন Mr. Kendalএর সঙ্গে প্রথম অভিনয় ক'রেছিলেন!...

কিছুদিন পরে সেখানকার চুক্তি তাঁর ফুরিয়ে এল। এবং তিনি 'ব্রিষ্টল্‌'—থিয়েটারে এসে যোগদান ক'রলেন।...এখানে Stock Companyর সঙ্গে অভিনয় করে, জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা তিনি অর্জ্জন ক'রতে পেরেছিলেন!...

...পূর্ব্বে যখন লণ্ডন হ'তে থিয়েটারের "ষ্টারে"রা পল্লী-সন্দর্শনে যেতেন, তখন এই Stock company গুলিই তাঁদের অভ্যর্থনা ক'রতেন এবং সাহায্য ক'রতেও প্রয়াস পেতেন!...যখন এডমাণ্ডকীন্‌, কেম্বল্‌ দম্পতী, ম্যাক্রেডী এবং মিসেস্‌ শডন্স পল্লী-ভ্রমণে আসেন, তখন এই company গুলিই সেক্সপীয়ার্‌ অভিনয় ক'রে তাঁদের সাহায্য করেছিলেন!...মিঃ Chute ছিলেন এই রকম একটি companyর পরিচালক!...তাঁর দলে বিশিষ্টা অভিনেত্রীদের মধ্যে ছিলেন—মিসেস্‌ ব্যান্‌ক্রফ্‌ট্‌ (এঁর জীবনী আমরা ইতিপূর্ব্বেই "নাচঘরে" লিখেছি।) মিস্‌ ম্যাজ রবার্টসন (পরে, মিসেস্‌ কেণ্ডাল) এবং মিস্‌ হেনরীয়েটা হড্‌সন্‌ (পরে, মিসেস্‌ Labonchere.)

১৮৬৩ সালে মিষ্টার চুট 'রয়্যাল্‌ বাথ' থিয়েটার খুললেন!...এলেনও সঙ্গে সঙ্গে এলেন!...কিন্তু, কিছুদিন পরেই তিনি চ'লে গেলেন 'হে মার্কেট' থিয়েটারে!...Tom Taylor তখন সেখানকার কর্ত্তা!...এঁর দ্বারা এলেন একটা সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকরের সঙ্গে পরিচিত হন।...তাঁর নাম—মিঃ জর্জ্জ ফ্রেডারিক্‌ ওয়াটস্‌, ও এম, আর, এ।...আসল আর্টিষ্টের সম্পর্কে এলে, সকলেরই যা হ'য়ে থাকে, এলেনেরও তাই হ'লো!...সারা দুনিয়াটা তার কাছে যেন ছন্দময়ী, সুরময়ী, পুষ্পময়ী ব'লে মনে হ'লো!... তার চারিদিকে যেন ফুটে উঠতে লাগল—অজস্র স্বপ্ন-কুসুমিকা!...তার নিজের অস্তিত্বকে যেন তিনি বিলিয়ে দিলেন—আর একটা আলোর দেশে, আর একটা ছবির রাজ্যে, আর একটা গানের জগতে!...মিঃ ওয়াটসের ষ্টুডিয়ো সৌন্দর্য্যের কাছে বিশ্বের রঙ্গমঞ্চকে যেন একটা হীন, কদর্য্য বস্তু ব'লে মনে হ'তে লাগ্‌লো!...

এলেন পরে ওয়াটস্‌কেই তার স্বামিত্বে বরণ ক'রে নিয়েছিলেন!...বিবাহের পর, তিনি থিয়েটার হ'তে তার সমস্ত সংস্রব কাটিয়ে দেন!...

বড় ভাল লাগ্‌তো তাঁর ওয়াটসের ষ্টুডিওটিকে!...সেখানে তিনি চুপ্‌টী ক'রে ব'সে থাকতেন, আর ওয়াটস্‌ তার সুন্দর মুখখানির ছবি আঁকতেন তার তুলিকার সাহায্যে,—যেন তার সারা জীবনের ঈপ্সিতা মানসীকে এতদিনের পর শরীরিণী অবস্থায় সামনে পেয়ে!...

বিবাহের সময় এলেনের বয়স ছিল ১৭ বৎসর!…নব জীবনারম্ভে তার তখন কী তৃপ্তি!…কিন্তু হায়! এত আনন্দ তার সইল না!…তাদের বিবাহ ঠিক যেভাবে সম্পন্ন হ'য়েছিল, তাদের বিচ্ছেদও ঠিক সেইভাবেই সম্পন্ন হ'লো—সম্পূর্ণ অকস্মাৎ!…এলেন কিন্তু এ বিচ্ছেদে আদৌ রাজী হন নি!…প্রথম জীবনের প্রাণ-ভরা ভালবাসা একজনকে উজাড় ক'রে ঢেলে দিয়ে,—নির্দ্দোষী তার বুকখানা যে ও-কথা স্মরণ করেই কেঁপে কেঁপে উঠেছিল!…কিন্তু হায়!—ওয়াট্সের প্রাণে তার সেই আন্তরিকতা মোটেই পৌছল না!…তরুণ যৌবনের সুরভিত ফাল্গুনের যে অরুণ-স্বপ্নখানি নিয়ে এলেন জেগে উঠেছিল, কাল-বৈশাখীর দমকা হওয়ায় তা হঠাৎ কোথায় মিলিয়ে গেল—দুর্ভাগিনী এলেনকে একটুও ভাব্‌তে সময় না দিয়ে!…জীবনের মধ্যে প্রচণ্ড এই আঘাত এলেন প্রথম পেয়েছিলেন!…

ক্রমশঃ

শ্রীভারতকুমার বসু।

বার্ণার্ড শ'র রচনার আদর্শ

বার্ণার্ড শ' ঘোরতম আদর্শবাদী! সাহিত্য রচনায় একটি প্রকৃষ্ট রূপ দেওয়া তাঁর সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য নয়। কতকগুলি বিশেষ প্রথা বা সমস্যার আলোচনা করাই তাঁর সর্ব্বপ্রথম উদ্দেশ্য। এবং এগুলিকে কালোপযোগী ও তাঁর উদ্দেশ্যের অনুকূল করবার জন্যে যে পথ সুবিধাজনক—সেই পথই তিনি নির্ব্বাচন ক'রে থাকেন।

বার্ণার্ড শ' মানব-জীবনের একটি বিশিষ্ট নীতি গ'ড়ে নিয়েছেন, তা'তে যাই দোষগুণ থাকুক না কেন—তার সকল প্রকার রচনাতেই একই রূপ সঙ্গতি বর্ত্তমান আছে। বার্ণার্ড শ'র চিন্তার গতি নির্দ্দিষ্ট পথে চলে থাকে, তা'র বিভিন্নরূপ প্রকাশ হ'লেও—তা'র গতি সেই একদিকে। তিনি তাঁর যুগে এতোদিন স্পষ্টবাদী ও সুতীব্র সমালোচক ব'লে খ্যাতি পেয়ে এসেছেন। সকল বিষয়েই তিনি আপনার অভিমত মোহন সুন্দর নির্ভীকতার সঙ্গে ব'লতে পেরেছেন। তাই তিনি socialism সম্বন্ধে তাঁর অদম্য নির্ভীক মত প্রকাশ ক'র্ত্তে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন নি,•তাঁর চির-সরল সত্যবাদিতা তাঁর সেই উক্তিতে উজ্জ্বল মহিমায় ফুটে উঠেছে।—

বার্ণার্ড শ'র তাপস-তুল্য মনোবৃত্তি ও মানসিক রুচি হ'তে বেশ বুঝতে পারা যায়—তিনি নীতি বিরোধী কিম্বা বিদ্রোহী নন। তিনি কিন্তু নীতিতত্ত্ব পরিত্যাগ ক'রে আপনাকে বিদ্রোহী নামে ঘোষণা ক'রে অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি (life force) উদ্বুদ্ধ ক'রেছেন—এবং তা'র মুক্তবিকাশের জন্যে আমাদের পথ-নির্দ্দেশ ক'রবার চেষ্টা করতে ছাড়েন নি। বার্ণার্ড শ'র সঞ্জীবনী প্রাণশক্তি (life force) প্রকৃতিজাত হ'লেও তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মত প্রচণ্ড নয়। কিন্তু সামান্য লক্ষ্য ক'রলেই বোঝা যায় যে এই শক্তির একটি কঠোর মূর্ত্তি আছে—আর তার চিন্তাধারার গতি ও লক্ষ্য চিরদিনই ধর্ম্মানুমুখীন। বার্ণার্ড শ'র ভাবরাজ্য তার মনোরাজ্যের সর্ব্বথা অধীন।

•

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ-দশক হেনরি আর্থার জোন্স ও আর্থার উইং পিনেরো এমন একটি পরিবর্ত্তন সূচনা ক'রে গেলেন—যা'র সাহায্যে বর্ত্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী ইব্‌সেনের প্রতিভার আদরের পথ প্রস্তুত হ'য়ে রইলো। দর্শকেরা পূর্ব্বে যে সকল চিত্র দেখতে অভ্যস্ত ছিল—তা'র পরিবর্ত্তে তাঁদের প্রচেষ্টা দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যক্ষ ও অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত চিত্রদর্শনে তাদের একটা প্রীতি জাগিয়ে তুললে। এই সময়ে ইংরাজী নাটকে যে সকল পরিবর্ত্তন ও উন্নতি ঘটেছে—সেই উন্নতির প্রতিষ্ঠাতা বলতে গেলে কেবলমাত্র ইবসেনকেই বুঝিয়ে থাকে। উইলিয়াম আর্থার ছিলেন—তাঁর নবতন্ত্রের প্রধান প্রচারব্রতী,—এবং বার্ণার্ড শ' তাঁর ভাবের সাধক।

…বার্ণার্ডশ'র সাহিত্যজীবনে ইবসেন বিপুল প্রভাব বিস্তার ক'রেছেন। ইবসেন ও বার্ণার্ডশ' সম-মতাবলম্বী ছিলেন। ইবসেন যে উদ্দেশ্য ও আদর্শ নিয়ে নাট্য-রচনা ক'রেছেন—তাঁরও যে লক্ষ্য একই আদর্শে অনুপ্রাণিত—সে কথা তাঁরই যুক্তিযুক্ত উক্তিতে প্রকৃষ্টরূপে ব্যক্ত হ'য়েছে:—

"what we might have learned from Ibsen was that our fashionable dramatic material was worn out as far as cultivated modern people are concerned; that what really interests such people on the stage is………… but stories of lives, discussion of conduct, unveiling of motives, conflicat of characters in talk, laying bare of souls, discovery of pitfalls in short, illumination of life."

•

বার্ণার্ডশ' এই যুগের একজন শ্রেষ্ঠ সূক্ষ্ম হাস্যরস-স্রষ্টা। তাঁর অমল হাস্যরস-ধারার একটি সহজ সুন্দর গতি আছে। বিশ্বনাট্য-সাহিত্যে বার্ণার্ডশ'র প্রভাব বড় সামান্য নয়,—তাই মনে হয় আমরা যদি বলি তাঁর "Plays Pleasant and Unpleasant"—কমেডি রচনায় একটা নোতুন দিক খুলে দিয়েছে—তাহ'লে এ-কথা যে অতিরঞ্জিত প্রশংসাবাণী ব'লে বোধ হ'বে না—সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই ভবিষ্যতে একদিন সমগ্র ইউরোপ এই মত ও রচনাপ্রণালী সাগ্রহে বরণ ক'রে নেবে।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রতিভাশালী কমেডিয়ান মলেয়ার যে মত প্রকাশ ক'রেছিলেন—আজ দুইশত ত্রিশ বৎসর পরে বার্ণার্ডশ' সেই যুক্তিরই অবতারণা ক'রেছেন। বার্ণার্ড শ'র ও মলেয়ারের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি বিশেষভাবে সকল-প্রকার কাব্যের কাল্পনিক ঘটনা হ'তে নির্মুক্ত চরিত্র বিশ্লেষণ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই দুই বিভিন্ন যুগের প্রতিভাবান নাট্যকার একই রকম যুক্তির অবতারণা ক'রেছেন—

—মানুষের দুর্ব্বলতা বা পাপাচার সংশোধন করাই যদি কমেডির কার্য্য হয়—আমি তো বুঝ্‌তে পারি না কেন তাহ'লে কতকগুলি বিশিষ্ট পাপাচার বা দুর্ব্বলতা সুবিধাজনক স্থান পা'বে না! ধর্ম্মের ভণ্ডামি রাজ্যে বর্ত্তমান আছে—অন্য কোনো জিনিষের অপেক্ষা অধিকতর মন্দ ও দুষ্ট প্রভাব বিস্তার ক'রে থাকে,—আর আমরা জানি—রঙ্গমন্দির সংশোধনের একটী প্রধান যন্ত্র …………আমরা দুষ্ট যদি হই—তা'তে কিছু আসে যায় না—কিন্তু আমরা যুক্তির জন্যে অপেক্ষা ক'র্ত্তে পারি না তা'কে ঠেকিয়ে রাখ্‌তেও পারি না।—

বার্ণার্ডশা'র বিরুদ্ধে অভিযোগ যে—তিনি সত্য আদর্শের যথার্থ রূপ প্রদর্শন ক'র্ত্তে পারেননি। এই মিথ্যা নিন্দা তাঁর প্রতি আরোপ করা হ'লেও—তিনি যে চির সত্য আদর্শে অনুপ্রাণিত—তা'র প্রমাণ তিনি নিজেই দিয়েছেন। মানুষের মিথ্যা আদর্শের ফাঁকি, অন্ধ বিশ্বাসের সুযোগে মানুষকে প্রবঞ্চনা করা মানুষের প্রতি মানুষের কৃতঘ্ন আচরণ এবং মূঢ়তা ও অজ্ঞানতা-অন্ধকার। এই সকলের বিরুদ্ধে তিনি সকল সময়েই দুঃসাহসিক সংগ্রাম ঘোষণা ক'রেছেন।

joan এর সরলতা ও সত্যের প্রতি ভালবাসার বিষয়ে কোনো সন্দেহের কুটীল প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে না। "St joan" প্রকাশিত হ'বার পরও—"শ' মানব বিদ্বেষী"—এই অপবাদের হাত হ'তে নিস্তার পান নি। এই নাটকে সত্য ও ধর্ম্মের অমল রূপ উজ্জ্বল মহিমায় মহিমান্বিত, এবং এরই মধ্যে মন্দের ওপর ভালোর শক্তির প্রাধান্য সুন্দর আদর্শে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে। এই নাটকখানি তথাকথিত ভাষা ও ধর্ম্মকে লাঞ্ছিত করবার জন্যে কিম্বা মানুষের ব্যর্থ অহঙ্কার বা দাম্ভিকতার আবরণ ও ছদ্মবেশ শতছিন্ন ক'র্‌বার উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্ট হয়নি;—কিন্তু একজন আদর্শ সতীরাণী ও একজন ভীষণতম অসৎ প্রকৃতির পুরুষ আপনাদের চারি পাশে যে প্রভাব বিস্তার ক'রে থাকে—সেই চিত্র অঙ্কিত করাই এই রচনার উদ্দেশ্য।

বার্ণার্ডশ' তাঁর নিজ চিন্তালোকে রচিত কাল্পনিক স্বপ্নাবেশ ও ইন্দ্রজালের মায়া নির্দ্দয়ভাবে তিরস্কৃত ক'র্‌তে ক্ষান্ত হননি, তিনি আবার (সেইরূপ ভাবেই)

ভাবনাহীন সাধারণ নরনারীর ওপর যে ভুলের সমষ্টি প্রভাব বিস্তার করে সেটাও কঠিন সমালোচকের ন্যায় লোকলোচনের সমক্ষে অনাবৃত ক'রে দেখিয়েছেন।

শ' একেবারেই টলষ্টয়ের মতাবলম্বী ছিলেন না—তিনি—"Arms and the Man" এর ভিতর সংগ্রামের বিরুদ্ধে কোনোরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন নি। মহাসমরের অন্তঃপুরে যে করুণ কোমল মায়া সৃষ্ট-হয়—তা'কে তিনি ধিকৃত ক'রেছেন।

"Candida"তে তিনি ভালোবাসা বা প্রেমের বিরুদ্ধে কোনো রকম বলেন নি। এখানে আবার একটী অযৌক্তিক ব্যাপারের দৃষ্টান্ত পাচ্ছি। তিনি বলেন—এই যুক্তিহীনতার হাত হ'তে নিস্তার পাবার উপায় নেই, সেই জন্যে একে যতদূর শুদ্ধ সরল প্রকৃত অবস্থায় আনা যায়—যতদূর যুক্তিসঙ্গত করা যায়—তাই আমাদের ক'ত্তে হ'বে। (Candida পত্নীর কর্ত্তব্য কোনোরূপ সংস্কার বা নীতির অনুশাসন মেনে' স্থির করেনি—সে আপন প্রবৃত্তির বশে ক'রেছিল)। Candida ব'লেছিল—"I give myself to the weaker of the two—" (March banks—ও Morell) এবং শেষে তা'র সঙ্গকামী অধিকতর দুর্ব্বল সাহায্যপ্রার্থী আত্মবিশ্বাসী স্বামী (Morell) সহিত থাকবে ব'লে মনস্থ ক'র্‌লে—তরুণ কবি Engene March banksকে এই ব'লে সান্ত্বনা দিলে—

"একটী শেষ কথা।—ইউজিন—এখন কত বয়স হ'বে ?

"এখন ধরিত্রীর বয়স যত। আজ সকালে আমি আঠারো।"

"আঠারো! তোমাকে আমি যে দু'টো লাইন ব'ল্‌বো—তাই নিয়ে একটা ছোট্ট কবিতা লিখবে—আমার অনুরোধ; আর যখনই আমার কথা ভাববে—তখন ওই ক'টী লাইন মনে ক'রবে বলো—প্রতীজ্ঞা করো!"

—"লাইন গুলো বলো।"

"আমার যখন বয়স তিরিশ—তখন তার বয়স পঁয়তাল্লিশ। যখন আমি ষাট—তখন সে পঁচাত্তোর।"

"একশো' বছরের মধ্যেই আমরা একই বয়স পাবো। কিন্তু ওর চেয়েও আমার হৃদয়ে সুন্দরতর গোপন মহিমা লুক্কায়িত আছে। আমি যখন যাই। বাইরে রজনী চঞ্চলা হ'য়ে উঠছে।"

"বিদায়!"—কিন্তু কবির হৃদয়ের গোপনতম রহস্য অজানা র'য়ে গেলো।

"You never can tell" এর মধ্যে প্রেমের সম্বন্ধে গ্লোরিয়ার অসম্ভব্য মত উচ্ছ্বাসিত হৃদয়ের কামনার প্রথম জাগরণেই সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ে, এবং এক মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রেমের অমরতা বিদ্যুৎ-দীপ্তিতে প্রাণের পরতে পরতে ঝল্‌সে উঠে।

মনে হয় বার্ণার্ডশ যেন মানব জীবনের অবস্থিতি ও মানবত্বকে সত্যমূর্ত্ত ক'রে তোলবার আকাঙ্ক্ষায় তাঁর তাপসোচিত মনোবৃত্তিকে সাথী ক'রে জীবনে ধর্ম্মযুদ্ধ আরম্ভ ক'রেছেন। কিন্তু জীবন যুক্তি বা একটী নির্দ্দিষ্ট প্রণালী দ্বারা পরিচালিত নয়, তাই তিনি অবশেষে স্থির ক'রেছেন যে ঐ আরব্ধ কার্য্য এক-প্রকার অসম্ভব। শ'কে আমরা একজন উদাসীন যুক্তিপন্থী বা স্বাতন্ত্রবাদী ব'ল্‌তে পারি।

"Arms and the Man to Pygmalion"—প'ড়ে মনে হয়—যে আমাদেরই মতন একজন মানুষ—তীক্ষ্ণ প্রাণহীন মানসিক চাতুর্য্য বা কুশলতা নিয়ে জীবনের যুক্তিহীনতা-সম্ভূত সমস্ত ভুল-ভ্রান্তির সঙ্গে যুঝে আসছে—তবুও সেই লোকই মনে মনে অনুভব ক'চ্ছে যে—সে যা' যা' কল্পনা করেছিল—যুক্তিসিদ্ধ বাস্তবতায় তা'র সন্ধান মেলে না। ইতিপূর্ব্বে আমরা সঞ্জীবনী প্রাণ-শক্তির কমেডি দেখেছি এখানে ট্র্যাজেডির সন্ধান পেলুম। (সর্ব্বশেষ দৃশ্যে এটা পরিস্ফুট হ'য়েছে)।

এ হ'তে প্রতীয়মান হয়—বার্ণার্ডশ' যেখানে অভিশাপ দিতে মানস করেছেন সেইখানেই তিনি আশিস্-মঙ্গলে আপনার রুদ্ধ প্রাণের আবেগ শক্ত করে ফেলেন। তিনি সর্ব্বপ্রথমে মানসিক শক্তির উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত ক'ত্তে ক'ত্তে সুকোমল মনোবৃত্তিকে বিদ্রূপ ক'ত্তে থাকেন, তা'রপর তিনি বুঝতে পারেন ভাবাবেশ প্রবৃত্তিতে অন্তর্নিহিত এবং প্রবৃত্তির বশেই জীবন পরিচালিত হ'য়ে থাকে; তিনি সর্ব্বশেষে প্রবৃত্তিকেই বিজয়-মহিমান্বিত করে তোলেন।

বার্ণার্ডশ'র সাহিত্য-সৃষ্টির যথার্থ ও প্রকৃত স্থান নির্দ্দেশ ক'ত্তে হ'লে তাঁর সঞ্জীবনী প্রাণশক্তির তত্ত্ব ভালো ক'রে পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য,—এই প্রাণশক্তি "Man and Superman" হ'তে আরম্ভ ক'রে তাঁর পরবর্ত্তী নাট্যরচনায় একটা বিশিষ্ট অতিআবশ্যক রূপ গ্রহণ ক'রেছে। বার্ণার্ডশ' অধিক দার্শনিক তত্ত্বের সঙ্গে আপনাকে সংশ্লিষ্ট করেন নি, অধ্যাত্মতত্ত্ব এবং বিজ্ঞান এই উভয় বিষয়ের প্রতি তাঁর বিরাগ ছিল, কিন্তু মানবের সামাজিক মঙ্গলের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল ব'লেই তিনি এই সঞ্জীবনী প্রাণশক্তির ভিতর আপনার সমস্যার সমাধানের পন্থা খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি ডারউইনের মত বিরোধী, এবং প্রাণীতত্ত্বের ক্রমবিকাশে বিশ্বাসী নন। তিনি অনুষ্ঠান বিধির ঐক্যের পরিপন্থী ও জড়বাদীর প্রবল শত্রু ব'লে নিজের পরিচয় দেন। তিনি পরিপূর্ণ সাম্যবাদী।

বার্ণার্ড শ'র ভাব-গঙ্গায় দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত ধারা জোয়ার ভাঁটা খেলে থাকে—একটী সুতীক্ষ্ণ বাস্তব ধারা—এবং অপরটি কাল্পনিক নিগূঢ় রহস্য ধারা। তিনি তাঁর এই বৈচিত্র্য প্রকাশ ক'ত্তে গিয়ে সঞ্জীবন প্রাণশক্তির অন্তরে সন্ধির সন্ধান পান।

*

যৌন সমস্যা সম্বন্ধে বার্ণার্ড শ'র মত এই যে—দুর্দ্দমনীয় মনোবৃত্তির কামনা বা প্রেরণা মানুষের কাছে অত্যাচারীর খড়্গের মতন। তাঁর নিকট নর-নারীর যৌন-সম্বন্ধ একটা অকিঞ্চিৎকর ক্ষুধা ছাড়া আর কিছুই নয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না এই আত্মীয়তা জাতির উন্নতির জন্যে অনুপ্রাণিত হয়—ততক্ষণ এর কোনই মূল্য নেই। রমণীর মধ্যে যে সঞ্জীবনী শক্তি আছে—তা' একটী সুপ্রজনন বিষয়ীভূত ব্যাপার—এবং নারী সকল সময়েই আপনার বিপদের আশঙ্কা ভুলে' তা'র অমান্য করে। সঞ্জীবনী প্রাণশক্তি বহু প্রসবক্ষমা রমণীর ভেতরেই স্বতঃই স্ফুরিত হ'য়ে থাকে। সন্তানবতী হ'বার এই যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি বা সুখ সম্ভোগের জন্য নয়।—মানুষ যদি কামুকতা ও ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব স্বীকার করে—তা'কে জীবনে বহু কষ্টভোগ ক'ত্তে হয় এবং তা'র অবস্থা এরূপ দুরূহ ও ভয়াবহ হ'য়ে ওঠে যে সৎপথাবলম্বী হ'বার জন্যে তা'র আগ্রহ সহস্রগুণে বর্দ্ধিত না হ'য়ে যায় না।

"Man and Superman" নাটকে (জাতি জনন বিস্তার দিক হ'তে) মিলন লাভ কর্‌বার (অর্থাৎ বিবাহ কর্‌বার) যে কামনা তা একটী তাপসোচিত মনোভাব দ্বারা বিবৃত হয়েছে। সঞ্জীবনী শক্তির যে মূর্ত্তি ইন্দ্রিয়াসক্তা রমণীর মধ্যে জাগ্রত হ'য়ে ওঠে—সেই তাকে মনীষাবান পুরুষের সন্ধানে (যে তা'কে ঘৃণায় চক্ষে দেখে) ফির্‌তে বাধ্য করে। সেই রমণী পুরুষকে আক্রমণ করে—অবশেষে উপায়ান্তর না দেখে পুরুষ ভীষণ অনিচ্ছার সঙ্গে পরাজয় স্বীকার করে। এ যে জাতির মঙ্গলের সূচনা করে—তা'তে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। এই নাটকে সমকালবর্ত্তী জীবনের নিপুণ সমালোচনা পাওয়া যায়।

ক্রমশঃ

শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৪র্থ বর্ষ ৮ম সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

৩০শে আষাঢ় ১৩৩৪

নাট্যজগৎ

সমালোচকদের মুখের উপরে নট-নটীদের প্রায়ই বলতে শুনি "তোমাদের মতামতের কোন তোয়াক্কাই আমরা রাখি না। তোমরা ভালোই বল আর মন্দই বল, তাতে আমাদের কিছুই যায় আসে না—ইত্যাদি"।

*

অথচ যায় আসে যে কতখানি, একবার কারুর নিন্দা করলেই সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেতে বিলম্ব হয় না!

*

ভূতের ভয় যাদের মজ্জাগত তাদেরও প্রায় বলতে শোনা যায় যে, "ভূত আমরা মানি না।" তথাকথিত নট-নটীরাও ঐ দলের লোক। মনে মনে তাঁরা সমালোচকদের যত-বেশী ভয় করেন, মুখে তাঁরা তত-বেশী সহসের নমুনা দিতে ছাড়েন না।

*

মুখসাপট দেখিয়ে এবং উপেক্ষাপ্রকাশ ক'রে নট-নটীরা ভাবেন, সমালোচকদের তাঁরা রীতিমত দমিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সমালোচকরা তখন যে তাঁদের কতদূর কৃপাপাত্র জীব ব'লে ভাবেন এ কথা বোধ হয় তাঁরা বুঝতে পারেন না।



হরধনুভঙ্গ—শ্রীরামচন্দ্র—শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

*

প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণীর সকল নট-নটীই মনে মনে এই দুরাশাই পোষণ ক'রে থাকেন যে, সমালোচকরা তাঁদের সামনে গোলামের মত হাত জোড় ক'রে ব'সে থাকবে! এই মনোভাব এখন বদলানো দরকার।

*

সারা বার্ণার্ড যত দিন সমালোচকদের তুচ্ছতাচ্ছীল্য করতেন, ততদিন তিনি নাম কিনতে পারেন নি। সমালোচকরা তাঁর উপরে এমন প্রতিশোধ নিয়েছিলেন যে সারা বার্ণার্ডকে শেষটা তাঁদের খোসামোদ পর্য্যন্ত করতে হয়েছিল!

*

*

কবি, চিত্রকর বা সঙ্গীতবিদ—অভিনেতার চেয়ে এঁরা উচ্চ-স্তরের শিল্পী। কারণ এঁরা সম্পূর্ণ-স্বাধীন ভাবে সৃষ্টি করতে পারেন এবং এঁদের আর্ট স্বয়ংপ্রধান। অভিনেতা সাহিত্যকে অবলম্বন করতে বাধ্য, নইলে তাঁর অস্তিত্বই থাকে না।

*

কবি, চিত্রকর ও সঙ্গীতবিদ কালজয়ী, তাঁদের সৃষ্টি অমর। কালিদাস ও সেক্সপিয়ার, র‍্যাফেল ও মাইকেল এঞ্জেলো এবং তানসেন ও বীথোভেন আজ পরলোকে, কিন্তু তাঁদের আর্ট আজও ইহলোকেই বিদ্যমান। এঁরা বরং সমালোচকদের প্রতি উপেক্ষাপ্রকাশ করতে পারেন। কারণ যে আর্ট কালজয়ী, মানুষ তাকে একদিন না একদিন চেনবার সুযোগ পাবেই।

*

কিন্তু "দেহ-পট সনে নট সকলি হারায়।" সমালোচকের খাতায় যে নটের নাম ওঠে না, একশো বছর পরে তার স্মৃতি কেউ মনে রাখবে না। এ যুগের কোন্ নটের কি বিশেষত্ব আছে, ভবিষ্যতের রসিক-সমাজ তার হুবহু বর্ণনা পাবে কেবলমাত্র সমালোচকের দৌলতেই।

*

সাহিত্য শুধু অভিনেতার আর্ট-সাধনার প্রধান আলম্বন নয়,—একমাত্র সাহিত্যই আবার অভিনেতাকে অমর করতে পারে।

*

অতএব যে নট সমালোচককে বিষ-দৃষ্টিতে দেখেন, তাঁকে অকৃতজ্ঞ ছাড়া আর কিছু বলতে পারি না।

*

জর্জ বার্ণার্ড স তাঁর "Dramatic Opinions and Essays"এ বলছেন: "যে-সব অভিনেতা আমার মতন লোককে গ্রাহ্য করেন না ব'লে ভাণ করেন, আমি তাঁদের আমার সমালোচনা পড়তে বলি। কারণ যে নট স্থায়ী যশ চান

তিনি সাধারণ দর্শকের কাছে তা পাবেন না, সমালোচকের সাহায্যেই তাঁকে তা লাভ করতে হবে।

*

"সমসাময়িক জনসাধারণের কাছ থেকে তিনি যথেষ্ট অর্থ ও হাততালি লাভ করতে পারেন, কিন্তু অমরতা আসে কেবল সমালোচকের দৃষ্টিপথ দিয়ে। সমালোচককে তিনি যদি খুসি না রাখতে পারেন, তবে তাঁর যশও চিতা-শয্যায় দেহের সঙ্গে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

*

"জুনিয়াস ব্রুটাস বুথের চেয়ে যে এডমণ্ড কীন বড় অভিনেতা, এ কথা পৃথিবী আজ বিশ্বাস করে কেন? কারণ তাই হচ্ছে হাজলিটের মত। এবং ফর্স্‌টাস্‌ বলেছেন ব'লে আজ আমরাও সকলে বলছি যে, ম্যাক্রেডীর চেয়ে ফরেষ্ট হচ্ছেন নিম্নশ্রেণীর অভিনেতা।

*

"মেলো-ড্রামা'র চেয়ে উচ্চতর কোন নাটকে অভিনয় ক'রে সমালোচক লিউসকে মুগ্ধ করতে পারেন নি, চার্লস কীনের জীবনে এটা হচ্ছে মস্ত একটা ব্যর্থতা।

*

"একদিন আমার এই সমালোচনা লোকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করবে। ওগো বড় বড় রূপসী নটী এবং হে জাঁকালো পোষাক-পরা অভিনেতাগণ! তখন তোমাদের ঐ পাউডারের তুলি, আলোকচিত্র, কাগুজে ঘর-বাড়ী আর সুলভ সফলতা কি কাজে আসবে বল? ভবিষ্যৎ যদি আমাদের কারুর কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে রাজি হয়, তাহলে আমার চোখেই সে তোমাকে নিরীক্ষণ করবে। অতএব আমার খোসামোদ কর, আমাকে ঘুস দাও, আমার ধাত্‌ বুঝে কাজ কর এবং রঙ্গালয়ের কর্ত্তাদের ভালো ক'রে বুঝিয়ে দাও যে আমি বড় একটা যেমন-তেমন লোক নই!"

*

'নাট্যমন্দিরে' একসঙ্গে তিনখানি নাটকের মহলা চলছে—'ষোড়শী', 'শেষ-রক্ষা' ও 'সধবার একাদশী'।

*

আসছে হপ্তায় "নাট্যজগতে'র সর্ব্বপ্রধান বিস্ময়, "নাট্যমন্দিরে" 'সধবার একাদশী'র অভিনয়। ২০শে জুলাই বুধবারেই "সধবার একাদশী খোলা হবে এবং বলাবাহুল্য নিমচাঁদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী।

*

"শেষরক্ষা" নাটকে যে নূতন গানগুলি যোগ করা হয়েছে তা শেখাবার ভার নিয়েছেন ওস্তাদ-গায়ক শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

*

আমাদের বিশ্বাস, বেশী লোকে যা বোঝে না তাই হচ্ছে বড় আর্ট। "নাট্য-মন্দিরে'র 'যোগেশ' যে উৎরে গেছে তার প্রধান প্রমাণ এই যে, তার আসল সৌন্দর্য্য অনেকেই উপলব্ধি করতে পারছেন না। এইখানেই সমালোচককে দরকার।

*

'যোগেশে'র ভূমিকায় শিশিরকুমার যে ইচ্ছা করলেই রংদার ও চমকদার অভিনয় করতে পারেন এটা বোধ হয় অনেকেই মানতে চাইবেন না। আমাদের আবেদন এই, অন্ততঃ একদিনের জন্তেও সেইরকম লোকভুলানো অভিনয় ক'রে শিশিরকুমার যদি সকলের ভ্রম ভেঙে দেন, তাহ'লে বড় ভালো হয়!

*

'মিনার্ভা'র আসরে 'বলিদানে'র অভিনয়ে একদিন আমরা গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর, সুশীলাসুন্দরী (গাইয়ে) ও শ্রীমতী তারাসুন্দরী প্রভৃতিকে দেখে-ছিলুম। আজকের 'মিনার্ভা'য় নট-নটীর এই একান্ত অভাবের দিনেও, প্রাচীর-পত্রে হঠাৎ 'বলিদানে'র ঘোষণা বেরিয়েছে। 'মিনার্ভা'র কর্ত্তারা কি জোনাকীকে চাঁদ ব'লে চালাতে চান? না, তাঁরা পাদপ্রদীপ নিবিয়ে অভিনয় করবেন?

*

'মনোমোহন থিয়েটারে' আবার সন্ধ্যাদীপ জালিয়ে 'আর্ট থিয়েটার কোম্পানী' আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। ওখানে 'শ্রীরামচন্দ্রে'র অভিনয় দেখে এলুম।

*

রাম, লক্ষণ, দশরথ, রাবণ, পরশুরাম, সীতা, কৈকেয়ী ও মন্দোদরীর ভূমিকায় যথাক্রমে শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাপ্রসন্ন বসু, শ্রীমতী সুশীলা—বড় ও ছোট'র অভিনয় ভালো লাগল। মাঝির ভূমিকায় যে নূতন গায়ক-নটকে দেখলুম, তাঁর ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ ব'লে মনে হ'ল।

*

দৃশ্যপটাদি কোন বিশেষ যুগের শিল্পভঙ্গীকে প্রকাশ করতে না পারলেও, জনসাধারণের পক্ষে অত্যন্ত উপভোগ্য হবে। লঙ্কাদাহন দৃশ্যটি সকলকেই অভিভূত করবে।

*

শুনছি 'ষ্টার থিয়েটারে' রবীন্দ্রনাথের 'পরিত্রাণ' (বা 'প্রায়শ্চিত্ত') নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর গীতিবহুল ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন যাত্রার দলের খ্যাতনামা নট-অধিকারী শ্রীযুক্ত মুকুন্দদাস। এ ভূমিকায় তাঁর চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তির নির্ব্বাচন সম্ভব নয়। 'ষ্টারে'র কর্ত্তৃপক্ষ এখানে যে নির্ব্বাচন-শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তাতে তাঁদের প্রশংসা না ক'রে থাকা যায় না।

*

'দৈনিক বসুমতী' বিজ্ঞাপনের ওজরে গিরিশচন্দ্রের নামে যে কলঙ্ক-পতাকা উড়িয়েছে, তা দেখে স্তম্ভিত হলুম। বাঙালীর কি এতটা অধোগতি হয়েছে যে, দেশমান্য নাট্যকারের স্বর্গগত আত্মার এই ধারণাতীত অপমান সকলে নীরবে সহ্য করবে? গিরিশচন্দ্রের উপযুক্ত পুত্র বর্ত্তমান, তাঁরও মনে কি কোনরকম সাড়া জাগছে না?

*

গিরিশচন্দ্রের 'অশোক' 'ষ্টারে' মহলায় পড়েচে। 'অশোকে'র ভূমিকায় দানীবাবুকে পাদ-প্রদীপের আলোকে দেখতে পাওয়া যাবে।

—

চিত্র-জগৎ

এ সপ্তাহে আমরা স্থানীয় 'পিক্‌চার প্যালেস' ও 'প্যালেস অফ ভ্যারায়েটিস্‌' এই দুজায়গাতেই দুখানি ভালো চিত্রনাট্য দেখেছি। 'মহিলা' (The Lady) নামক ছবিতে শ্রীমতী নর্ম্মা টাল্‌মাজ যে চমৎকার অভিনয় ক'রেছেন তা তাঁরই যোগ্য। আমরা সকলকে তাঁর অভিনয় দেখতে বলি। 'ভ্যারায়েটিজ'এ 'লে মিজারাব্‌লে'ও (Les miserlbdes) সবগুলি ভূমিকার অভিনয় সুন্দর হ'য়েছে।

*

তের রীলের চিত্রনাট্যের আংশিক প্রদর্শন কি বেশী অর্থাগমের চেষ্টায়? এত বড় ছবি এর আগে বহুবার একবারেই দেখান হ'য়েছে, এটা হোলনা কেন? Serial ছাড়া এই রকম ছবি দুবার করে অংশতঃ দেখালে রসভঙ্গ হয়, আম্‌রা এর আদৌ পক্ষপাতী নই। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এর চেয়ে বড় ছবি, কিন্তু তা একবারেই দেখানো হয়।

*

'আমায় ফের চুমু খাও' (Kiss me again) ব'লে মাস কয়েক আগে একখানি ছবি আমেরিকায় বেরিয়েছে। এতে শ্রীমতী মারি প্রেভোষ্ট ও শ্রীযুক্ত মন্টি ব্লু প্রধান ছুটি ভূমিকায় অভিনয় ক'রেছেন। ছবির নাম আমাদের এটি দেখবার জন্যে উৎসুক ক'রে রেখেছে, কিন্তু এখানে ঐ ছবি বোধ হয় ১৯২৯ সালের আগে আস্বেই না।

*

রূপ-সজ্জার জন্যে প্রসিদ্ধ চিত্রাভিনেতা শ্রীযুক্ত মুর ম্যারিয়ট খ্যাতিলাভ ক'রেছেন। যাঁরা স্থানীয় 'মোব থিয়েটারে' দিনকতক আগে 'লণ্ডন লাভ' নামক ছবিটি দেখেছেন তাঁরা ইহুদী দর্জ্জীর ভূমিকায় এঁর সু-অভিনয় দেখে নিশ্চয়ই আনান্দিত হ'য়েছেন।

*

জার্ম্মান অভিনেত্রী শ্রীমতী লিল্ ড্যাগোভার চিত্রজগতে কম দিনেই বেশ নাম ক'রেছেন। 'প্রেম অন্ধ' (Love is blind) নামক চিত্রনাট্যে পত্নীর ভূমিকায় ইনি সুচারু অভিনয় ক'রেছিলেন। ডেন্‌মার্ক দেশীয় অভিনেত্রী শ্রীমতী ক্যারিনা বেলও নামজাদা হ'য়ে উঠছেন। 'ক্ষুদে ডোরিট' (Little Dorit) নামক চিত্রনাট্যে নাম-ভূমিকায় তিনি খুব ভালো অভিনয় ক'রেছিলেন।

*

জেম্‌স্ হল চিত্রজগতের নবপ্রবিষ্ট অভিনেতা। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা ব'লছেন এঁর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। ইনি শ্রীমতী পোলানেগ্রি ও বিবি ড্যানিয়েল্‌সের সঙ্গে অভিনয় ক'রে প্রশংসা পেয়েছেন। শোনা যাচ্ছে ল্যাস্‌কি চিত্রসঙ্ঘ এঁকে 'তারকা'-চিহ্নিত ক'রবেন।

*

আমেরিকার বেভারলি পর্ব্বতমালার সান্নিধ্যে সমুদ্রের ধারে চারদিকে কাঁচের দেওয়াল দেওয়া ক্যাসা ডেল মার নামক একটি ভোজনাগার আছে। এখানে এ্যানা নীলসন' নর্ম্মা শিয়ারার, ডান রশ, চাল্‌স্ রে, এইলিন প্রিঙ্গল্, বিবি ড্যানিয়েল্‌স্, করিন্ গ্রিফিথ ও তাঁর স্বামী ওয়ালটার মরোস্কো, ভিক্টর ডার্কনি প্রভৃতিকে প্রায়ই দেখা যায়।

*

গেল মঙ্গলবার অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় মাদ্রাজ মেলে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ মাদ্রাজ গেছেন। সেখান থেকে তিনি জাহাজে জাভায় যাবেন। হাওড়া ষ্টেশনে আর্ট থিয়েটার কোম্পানী দ্বারা এই ঘটনার চলচ্ছবি নেওয়া হ'য়েছে।

*

যশস্বী লেখক শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর রচিত 'নিশির ডাক' থেকে 'পুনর্জ্জন্ম' (Incarnation) নাম দিয়ে ইণ্ডিয়ান সিনেমা আর্টস্ কর্ত্তৃক যে চলচ্ছবিটি তৈরী হ'য়েছিল তা কবে প্রদর্শিত হবে ?

—০—

গান

আমায় পথ থেকে কে টেনে নিয়ে
করল আপন জন।
ও তার তৃপ্তি-ভরা পরশে মোর
জাগল ভাঙন-মন।



মধুর হাসির কোমল বাণে—
বঁধুর বাঁশীর বিভোল তানে—
সে যে ফিরিয়ে আনে সুপ্ত হিয়ায়
লুপ্ত গোপন-ধন।
চাউনিতে তার উঠল ফুটে
মুখের যত ভাষা—
ব্যাকুল সুখে ঘুম ভুলে যায়
বুকের ভালবাসা।
প্রাণের ছোঁয়াচ্ লাগিয়ে প্রাণে—
গানের আয়োয়াজ জাগিয়ে কানে—
এ যে অশ্রু-হাসির ঝরণা-ধারায়
ভরল নয়ন-কোণ।

শ্রীমতী প্রভা

'সেই গিরিশ'

কয়েকদিন থেকে 'দৈনিক বসুমতী'র বিজ্ঞাপন-স্তম্ভে মহাকবি গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে এমন কতকগুলো লেখা বের হচ্চে যা পড়ে আমরা বিস্মিত, স্তম্ভিত, ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হয়েছি। কোনো ভদ্রলোক-পরিচালিত সাময়িক পত্রে এরূপ দায়িত্ব বোধহীন লেখা যে বের হতে পারে তা আমাদের ধারণার অতীত ছিল।—বিশেষতঃ বসুমতীতে। কারণ গিরিশ-গ্রন্থাবলী বিক্রয় ক'রে শুনতে পাই, 'বসুমতী'র সুযোগ্য স্বত্বাধিকারীরা যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করতে সক্ষম হয়েচেন। দ্বিতীয়তঃ ৺গিরিশচন্দ্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একজন প্রধান ভক্ত ও শিষ্য ছিলেন। বর্ত্তমানে যিনি বসুমতীর স্বত্বাধিকারী তিনিও নাকি পরমহংসদেবের পরম ভক্ত, বেলুড় ও বাগবাজারে যখন তখন হাঁটাহাঁটি করেন এবং ঠাকুরের উৎসবের সময় ধুমপানের খরচা বহন ক'রে সাধুসেবার পুণ্য সঞ্চয় করেন। এই ভক্ত পুণ্যবান ব্যক্তির আজ এ কি বুদ্ধি উপস্থিত, যাহার ফলে এরূপ বিজ্ঞাপন প্রচার হ'তে পারে?

* * *

আমরা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও বসুমতীর এই কীর্ত্তি কাহিনীর দু'এক ছত্র উদ্ধৃত করে' এই রুচির পরিচয় দিচ্ছি :—

"সেই গিরিশ!……যিনি অনেকগুলি ধনীসন্তানকে থিয়েটারের মোহে মুগ্ধ করিয়াছিলেন,…এমন কি তাঁহাদের কেহ কেহ নাট্যরসে মুগ্ধ হইয়া সর্ব্বস্বহারা পথের ভিখারী হইতেও কাতর হন নাই।—সেই গিরিশ…নামকাটা কলেজের ছাত্রগণের যিনি প্রেমের অবতার, যাঁহার অভিনয়-ভঙ্গীতে ছাত্রগণ কলেজ কামাই করিত, মহিলাগণ গৃহকার্য্য ভুলিয়া যাইত—যাঁহার অভিনয়-শিক্ষা প্রণালীতে কুটিরবাসিনী বারবিলাসিনীও শ্রেষ্ঠ রঙ্গ-রঙ্গিনী অভিনেত্রী হইয়া সৌখীন নাগরিকগণের প্রমোদিনী হইতে সক্ষম হইয়াছে;—যাঁহার ভাবের গানে প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া অনেক যুবক পরকালের পথ পরিষ্কার (!) করিয়াছে!—আসুন, বাংলার হুজুগে সাহিত্য-পরিষদের সদস্যবৃন্দ ইত্যাদি"।

* * *

এই বিজ্ঞাপনে বসুমতীর ওস্তাদ লেখক কাহাকেও বাদ দেন নি। বাংলার (১) ধনীসন্তানদের (২) কলেজের ছেলেদের (৩) গৃহলক্ষ্মীদের (৪) সাহিত্য-পরিষদের সদস্যবৃন্দের।

জিজ্ঞেস করি, বাংলার কলেজের ছেলেরা গিরিশবাবুর লেখায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে কবে 'নামকাটা সেপাই' সেজেছে? স্যর আশুতোষের আমল থেকে গিরিশচন্দ্রের বই বি, এ ও এম, এ পরীক্ষার পাঠ্য নির্দ্দেশিত হয়েচে। তবে কি স্যর আশুতোষও গিরিশবাবুর সহকর্ম্মী হয়ে ছেলেদের বয়াটে হ'তে সাহায্য করেছিলেন? বাংলার ক'টা ধনীসন্তানকে গিরিশবাবু যুক্তি-পরামর্শ দিয়ে থিয়েটারের মালিক করে' সর্ব্বস্বহারা করেছিলেন বসুমতী তার একটা তালিকা দিতে পারেন কি? আর থিয়েটারের মালিক হওয়াই কি খুব বড়-একটা অভিশাপ? বাঙালীর ঘরের গৃহলক্ষ্মীরা গিরিশবাবুর নাটক দেখে যদি মুগ্ধ হয়েই থাকে সেটাও কি তাঁদের অপরাধ? গিরিশচন্দ্রের নাটক ও অভিনয় দেখে মুগ্ধ হননি, এরূপ দর্শক বাংলায় ক'টী আছেন? শুনতে পাই পরমহংস-দেব পর্য্যন্ত মুগ্ধ হয়ে অশ্রু বিসর্জ্জন করেছিলেন—রামকৃষ্ণ-ভক্ত কি বলেন? এই নাটক দর্শনের ফলে গৃহলক্ষ্মীরা গৃহকার্য্যে অবহেলা করতেন, এ অমূল্য সংবাদ কে বা কাহারা 'বসুমতী'র নিকটে পাঠিয়েছেন? হতভাগ্য সাহিত্যপরিষদের সদস্যবৃন্দ! তোমরাও বাদ যাওনি। তোমরা হুজুগে মত্ত হয়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষকে মহাকবির আসনে বসিয়ে নিজেদের বুদ্ধির পরিচয় দিয়েচ। এইত বুদ্ধি—এই নিয়ে তোমরা পরিষৎ চালাও! ধরা পড়েছ ত—এইবার! তারপর বই ওজন দরে বিক্রী। কি মূল্য নির্দ্ধারণ!

* * *

শুনতে পাই কি সব কারণে গিরিশ-গ্রন্থাবলীর বর্ত্তমান দু'জন স্বত্বাধিকারীই ৩০শে আষাঢ়ের পর আর বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরকে মহাকবির বই বিক্রয় করতে দেবেন না। যদি এর ফলেই এই বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়ে থাকে তবে আর বল্‌বার কিছু নাই। যাহারা স্বার্থের খাতিরে এরূপ হীন জঘন্য বিকৃতরুচি-পূর্ণ বিজ্ঞাপন ছাপতে পারে আইনে তাদের শাস্তির কোনো বিধান কি নাই? দানীবাবু ও দুর্গাপ্রসন্ন বাবু বা গিরিশস্মৃতি-কমিটি এর কোনো প্রতিকার করতে পারেন না কি?

স্বর্গীয় নাট্যকার অতুলকৃষ্ণ মিত্র

(স্বলিখিত)

(সাহিত্যসেবক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের সৌজন্যে প্রায় তিন বৎসর আগে এই পাণ্ডুলিপিখানি আমরা পেয়েছিলুম। নলিনীবাবুর মুখে শুনেছি, স্বর্গীয় নাট্যকার এই জীবনীখানি নিজেই লিখে রেখে গিয়েছিলেন, যদিও পাণ্ডুলিপি পড়লে তা মনে হয় না, কারণ লেখক কোথাও নিজেকে প্রকাশ করেন নি। স্বর্গীয় নাট্যকারের হস্তলিপির সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে পাণ্ডুলিপিখানি দেখে তাঁরাও ব'লেছেন যে, এর হাতের লেখা অতুলবাবুরই হাতের লেখা বটে। তা হাতের লেখা যাঁরই হোক, জীবনীখানি যে অতুল-কৃষ্ণের, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই এবং সেইটুকুই যথেষ্ট। পাঠকরা এই জীবনকাহিনীর মধ্যে বাংলা রঙ্গালয়ের কতকগুলি না-শোনা খবর জানতে পারবেন। দুঃখের বিষয় জীবনীটি অসমাপ্ত—কারণ নিজের জীবনকাহিনী নিজেই শেষ ক'রে যাওয়া এতই কঠিন যে, আজ পর্য্যন্ত মনুবংশীয় কেহই সে কার্য্যে সক্ষম হয় নি! নাচঘর-সম্পাদক)

১২৬৪ সালের ৮ই অগ্রহায়ণ তারিখে কলিকাতা ঠনঠনিয়ায় অতুলকৃষ্ণ মিত্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ৺ রাজকৃষ্ণ মিত্র। তিনি কোন্নগরের মল্লিরাবাটীর মিত্রবংশীয়। তাঁহার ১০ মাস বয়সের সময় সিপাহী বিদ্রোহ হয়, সেই সময় তাঁহার পিতা সপরিবারে কলিকাতার বাস উঠাইয়া কোন্নগরের বাটীতে গিয়া বাস করেন। তাঁহারা ভ্রাতা-ভগ্নিতে সর্ব্বসমেত ১০টী, তিনিই

সর্ব্বকনিষ্ঠ। চারি বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে তিনি পিতৃহীন হন। বাটীতে পাঠশালা ছিল—দুই বৎসরকাল তথায় পড়িয়া কোন্নগরের বাঙ্গলা স্কুলে ভর্ত্তি হন। সাংসারিক সুবিধার জন্য তাঁহার মাতাঠাকুরাণী কিছুদিন পরেই পুত্র-পরিজনাদি সহ পুনরায় কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। কলিকাতায় আসিবার কয়েকদিন পরেই তিনি কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলে ভর্ত্তি হন ও কয়েক বৎসর পরে বাঙ্গলা বিভাগের পাঠ সাঙ্গ করিয়া ইংরাজী বিভাগে প্রবেশ করেন। ইংরাজী বিভাগের পাঠ সাঙ্গ করিয়া হেয়ার সাহেবের স্কুলে ভর্ত্তি হন। হেয়ার সাহেবের স্কুলে তিন বৎসর কাল পড়িয়া প্রবেশিকা পরিক্ষোত্তীর্ণ হন ও তৎপরে তাঁহার ভগিনীপতির অভিপ্রায়মতে নব-প্রতিষ্ঠিত আর্ট স্কুলে ভর্ত্তি হন। তথায় একবৎসর কাল মাত্র থাকিয়া কোন বিশেষ কারণে পরিত্যাগ করেন ও তাঁহার এক মাতুলের কাছে গৃহে বসিয়া কাব্য ইতিহাসাদি অধ্যয়ন করিতে থাকেন। উচ্চশিক্ষিত মাতুলের সাহায্যে তিনি ইংরাজী সৎ-সাহিত্যালোচনায় অনবরত ব্যাপৃত থাকিতেন। ইতিপূর্ব্বে সময়ে সময়ে "সুলভ-সমাচার", "সাহিত্য মুকুর" ও "দূত" ইত্যাদি তৎকালিন সাপ্তাহিক ও সাময়িক পত্রে তাঁহার রচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা প্রকাশ হইত। স্কুলের পাঠ্যাবস্থায় উক্ত মাতুলের সহিত তিনি একবার মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাটিতে "মালতী-মাধব" নাটক ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাটিতে "নব নাটকের" অভিনয় দেখিতে যান। এই অভিনয় দর্শনই তাঁহার নাট্যজগতের সহিত সম্বন্ধের মুল কারণ! ইহার পর কলিকাতায় যেখানে যখন নাট্যাভিনয় হইত, তিনি তথায় উপস্থিত হইতেনই হইতেন।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে ন্যাসন্যাল থিয়েটার নামে প্রথম রঙ্গশালার প্রথম অভিনয় রাত্রে "নীলদর্পন" নাটকাভিনয় দর্শনে তিনি বড়ই আনন্দিত হন ও পল্লীস্থ কয়েকটী সমবয়স্ক যুবককে লইয়া একটি অবৈতনিক নাট্যসমাজ সংস্থাপনে অগ্রসর হন। প্রথমে বহুতর বিঘ্নবিপত্তি ঘটিতে থাকে, কিন্তু তাহাতে ভগ্নোদম না হইয়া ক্রমে ক্রমে পল্লীস্থ প্রবীণ সম্প্রদায়কে নির্দ্দোষ আমোদের উপকারিতা বুঝাইতে থাকেন। ও সঙ্গে সঙ্গে "পাগলিনী" নাম্নী একখানি নাটিকা লিখিয়া তাঁহাদের শুনাইয়া দেন। তাঁহারা তখন আর কোন বাধা না দিয়া আপনারাই চাঁদা তুলিয়া দেন ও নিজেদের তত্ত্বাবধানে নাট্য-সম্প্রদায় সংগঠন করেন। এই সম্প্রদায়টি বহুদিন যাবৎ জীবিত থাকিয়া বহুবিধ নাটক, নাট্য-গীতি ও প্রহসনের অভিনয়ে সাধারণের মনোরঞ্জন করিয়া গিয়াছেন। অতুল বাবুকেই তাঁহারা তাঁহাদের লেখক ও শিক্ষক বলিয়া স্বীকার করিতেন।

উপরি উক্ত ন্যাসন্যাল থিয়েটার সম্প্রদায় অধিক দিন এক সঙ্গে কার্য্য করিতে না পারিয়া দুই দিলে বিভক্ত হইয়া যান। একদল মফঃস্বলে বাহির হইয়া দেশ-বিদেশে অভিনয় করিয়া বেড়াইতে থাকেন; অন্যদল—বাগবাজারস্থ শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন নিয়োগীর অর্থ সাহায্যে "গ্রেট ন্যাসনেল থিয়েটার" নাম দিয়া (এখন যেখানে "মিনার্ভা") এক রঙ্গশালা নির্ম্মাণ করিয়া নাট্যাভিনয় আরম্ভ করেন।

এই থিয়েটার বাটি নির্ম্মাণের কিছু পূর্ব্বে ৺ছাতুলাটু বাবুদের দৌহিত্র ৺শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় উক্ত বাবুদের বাটির সম্মুখস্থ ময়দানে চাঁদা তুলিয়া একটি রঙ্গশালা নির্ম্মাণ করাইয়া "বেঙ্গল থিয়েটার" নামে থিয়েটার চালাইতে আরম্ভ করেন। এই সম্প্রদায় প্রথম হইতেই বারাঙ্গনা লইয়া অভিনয় আরম্ভ করেন—ন্যাশন্যাল ও গ্রেট ন্যাশন্যাল সম্প্রদায়েরা বরাবর বালকের দ্বারাই স্ত্রীলোকের অংশ অভিনয় করাইতেন।

'গ্রেট ন্যাশনেল' সম্প্রদায়ও কিছুদিন পরেই উক্ত পথাবলম্বী হইতে বাধ্য হইলেন ও সঙ্গীত-অধ্যাপক ৺মদনমোহন বর্ম্মনের সাহায্যে কয়েকটি অভিনেত্রী লইয়া "সতী কি কলঙ্কিনী" নাম দিয়া একখানি গীতিনাট্য অভিনয় করিলেন। অভিনেত্রীগণের নৃত্য-গীতে শ্রোতা দর্শকের সংখ্যা বড়ই বাড়িতে লাগিল দেখিয়া কর্ম্মকর্ত্তাগণ দীনবন্ধু মাইকেলকে অবসর দিয়া—"পারিজাত-হরণ" "আনন্দ কানন" "বিদ্যাসুন্দর" প্রভৃতি গীতিনাট্য অভিনয় করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে একত্র এক পল্লীতে থাকা প্রযুক্ত ৺রামতারণ সান্যালের সহিত অতুলবাবুর আত্মীয়তা হয়। রামতারণ সান্যালের অনুরোধে তিনি "সাবিত্রী ও সত্যবান" অবলম্বনে "আদর্শ সতী" গীতিনাট্য রচনা করিয়া দেন। মৃত

উপেন্দ্রনাথ দাস (শরৎ সরোজিনী ও সুরেন্দ্র-বিনোদিনী প্রণেতা) তখন গ্রেট ন্যাশনেলের "ডিরেক্টার" ও শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু (বর্ত্তমান ষ্টার থিয়েটারের ম্যানেজার) ম্যানেজার ছিলেন। অমৃতবাবুর চেষ্টায় ও রামতারণ বাবুর যত্নে (উক্ত গীতিনাট্যের সমস্ত গানের সুর রামতারণ বাবুই দিয়াছিলেন) উক্ত গীতিনাট্যখানি সাধারণ সমক্ষে সর্ব্বপ্রথম প্রদর্শিত হয়। অভিনেত্রীবর্গের নৃত্যগীতে ও শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস সুর মহাশয়ের দৃশ্যপট প্রদর্শনীতে দর্শক সাধারণের প্রাণে এতই আনন্দ হইয়াছিল যে প্রতি সপ্তাহে অভিনয় স্থলে দর্শকের স্থান কুলাইত না। প্রায় একবৎসরকাল ঐ একখানি গীতিনাট্যেই সম্প্রদায়ের কার্য্য চলিয়াছিল। (এইখানে পাণ্ডুলিপির কয়েক পাতায় কিছু লেখা নেই। লেখক বোধ হয় পরে লেখবার জন্যে রেখে দিয়েছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে আশা কোনদিন সফল হয় নি। ইতি নাচঘর সম্পাদক)

এমারল্ড থিয়েটার উঠিয়া যাইবার পর দুই জন মাড়োয়ারী থিয়েটার লিস্ করেন ও B. D. Co. নাম দিয়া থিয়েটার চালাইতে থাকেন, কিন্তু থিয়েটার বেশী দিন না চলায় তিনি (?)সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র "বঙ্গবাসীর" সম্পাদনে ব্রতী হয়েন। প্রায় দুই বৎসর যাবৎ তিনি সম্পাদকের কার্য্য করিয়াছিলেন।

৺নীলমাধব চক্রবর্ত্তী মহাশয় City Theatre নাম দিয়া এমারল্ড রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতে থাকেন, তিনি ঐ সময়ে বঙ্কিম বাবুর সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস "দেবী চৌধুরাণী" নাটকাকারে পরিবর্ত্তন করিয়া অভিনয় করিতে দেন। দেবী চৌধুরাণী খুব প্রশংসার সহিত অভিনয় হইতে লাগিল—সিটী থিয়েটার কোম্পানীর নামও বেশ হইতে লাগিল, এমন সময়ে ৺গোপাললাল শীলের নিকট হইতে শ্রীযুক্ত বাবু অমরেন্দ্রনাথ দত্ত এমারল্ড রঙ্গমঞ্চ ভাড়া লইয়া সিটি থিয়েটার কোম্পানীকে উঠাইয়া স্বয়ং ক্লাসিক থিয়েটার নাম দিয়া প্লে করিতে আরম্ভ করিলেন। গোপালবাবুর এরূপ অন্যায় কার্য্যে তিনি একটু দুঃখিত হন। গোপালবাবু অমরেন্দ্রবাবুর থিয়েটারে যোগদান করিবার জন্য তাঁহাকে বিশেষরূপ অনুরোধ করেন। তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে আপনি আমায় প্রথম হইতে স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন, তজ্জন্য আমি আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ, কিন্তু আপনি যে ব্রাহ্মণকে কাঁদাইয়া অমর বাবুকে লিস দিলেন তাহাতে আমার বড়ই মনে কষ্ট হইয়াছে। দরিদ্র ব্রাহ্মণ আপনাকে প্রতি মাসেই ভাড়া নিয়মিতরূপে দিতেছিল—তার থিয়েটারও বেশ জমিয়া গিয়াছিল, ঠিক সেই মুখে আপনি বিনাকারণে তাদের তাড়াইলেন।" গোপালবাবু উত্তরে হাসিতে হাসিতে বলেন যে, "অতুল বাবু, আমি আপনাকে বার বার অনুরোধ করিতেছি। আপনি অমরের থিয়েটারে join করুন, অমর আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধু; সে বড় ধরেছে—তাই তাকে আমি লিস্ দিয়েছি। সে যাহা হউক আপনার তো কোনও অনিষ্ট হইবে না—আপনি তার থিয়েটারে বই লিখে দিন—মাসে মাসে মাহিয়ানা পাইবেন।" ৺গোপাল বাবুর বিশেষ অনুরোধ তিনি এড়াইতে না পারিয়া নিতান্ত অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও ক্লাসিক থিয়েটারে যোগদান করেন। অমর বাবু অত্যন্ত আদর করিয়া তাঁকে লইয়া গেলেন ও একখানা ভাল বই—Dramatise করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি বঙ্কিম বাবুর "ইন্দিরা" ও রমেশবাবুর "জীবন প্রভাত" নাটকাকারে পরিণত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 'ইন্দিরা' সমাপ্ত করিয়া—'জীবন প্রভাত' অর্দ্ধেক লিখিয়া উহা অমর বাবুকে প্রদান করেন। পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ 'ধ্রুব' নামক নাটক ও 'আলিবাবা' গীতিনাট্য লিখিয়া তাঁর নিকটে লইয়া আসেন। তিনি 'আলিবাবা' কাটিয়া ছাঁটিয়া ও তাহাতে প্রায় ৩০ খানি গীত রচনা করিয়া অমর বাবুকে অভিনয়ের জন্য অনুরোধ করেন। গিরিশ বাবুর নিকটে ঐ আলিবাবা পড়াইয়া শুনান হয় তাতে তিনি আনন্দে প্রকাশ করেন ও ২ খানি গান বাঁধিয়া দেন—ও অমর বাবু ২খানা গান দিয়া অভিনয় করিতে আরম্ভ করেন।

—:—

ক্রমশঃ

বার্ণার্ড স'র রচনার আদর্শ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

"The Doctor's Dilemma"তে আবার একটী অতিশয় সরল সুন্দর সমস্যার অবতারণা করা হ'য়েছে। বিশেষবিৎ চিকিৎসক Ridgeon ক্ষয়-রোগ আরোগ্য করবার জন্যে একটী নব চিকিৎসা-প্রণালী আবিষ্কার ক'রেছিলেন। দুইটী ঘটনা বিশেষভাবে তার মনোযোগ আকর্ষণ করলে। একটার অবস্থা—একজন সুন্দর প্রকৃতির "ছয় পেনীর" চিকিৎসক—অপরটী একজন নীচ প্রকৃতির সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী। Ridgeon সমস্যায় পড়লো—উন্নতনীতির স্থান আগে—কিম্বা উচ্চ কলার স্থান আগে ?—কিন্তু শ' সেই কঠিন সমস্যার সমাধান ক'রলেন,—শিল্পীর সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি Ridgeon এর দুর্ব্বলতা ও অন্ধ মোহ আখ্যান-বস্তুটীকে আরও জটীল ক'রে তুললে।—এই জটিলতা তাঁর রচনায় নাটকীয় বিভব এনে দিলেও অনেক সময়ে এর স্বাভাবিক স্বাধীন গতি প্রতিহত হ'য়েছে। তিনি একটী অসম্ভাব্য epilogue লিখে এর নাটকীয় মহিমা পর্য্যন্ত খর্ব্ব ক'রেছেন। তার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শিল্পীর স্ত্রী নারীর মনস্তত্ত্বের দিক হ'তে একটি মনোহর চরিত্র সৃষ্টি—এর পরেই সে নাট্যকারের ক্রীড়াপুত্তলি। এই নাটকে চিকিৎসকদের প্রতি তীব্র আক্রমণ দেখতে পাওয়া যায়।

*

বার্ণার্ড শ' সৃষ্টিক্ষম শিল্পী শুধু নন—তিনি এই যুগের একজন বিষম সংহার-কর্ত্তা। সমকালীন আর্ট ও নাটক সম্বন্ধে তাঁর শক্তিশালী সমালোচনায় তিনি কলাবিষয়ী সৃষ্টির মানসিক ও নৈতিক গুণকে প্রবুদ্ধ ক'রে শেষে সকল মহৎ আর্টের অন্তর্নিহিত শক্তি ও প্রভাবের গৌরব পরিব্যক্ত ক'রেছেন।

তাঁর অদম্য সাহস—কঠোর সত্য প্রকাশ ক'ত্তে তাই তিনি তিলমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন নি। তিনি বিদ্রূপপূর্ণ অবজ্ঞা ভরা যুক্তি-তর্কের ধূলি উড়িয়ে সমরক্ষেত্রে সমাজনেতাদের স্পর্দ্ধিত আহ্বান ক'রেছিলেন ব'লেই—"Mrs. Warrens profession" (১৮৮৩) বহুশত বাধা পেয়েছিল। এখন তা'র পুনরভ্যুত্থান হ'য়েছে শোনা যায়।

সংহারকের শক্তি মনীষীর প্রেরণা ও উত্তেজনা—বার্ণার্ড শ'র সৃষ্টিকে অলঙ্কৃত ক'রে তুলেছে। তাই তিনি আজকে বর্ত্তমান যুগ-সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট উন্নত স্থান অধিকার ক'রে বিশ্বমানবের মনের ওপর আপনার রাজত্ব বিস্তার ক'রতে পাচ্ছেন। তাঁর চরম উদ্দেশ্য এবং কর্ম্ম তাঁরই মর্ম্মবাণী সুন্দর ভাবে ব্যক্ত ক'রেছে—

আমার অভিমত—আমার জীবন সমগ্র সম্প্রদায়ের অন্তরঙ্গ, এবং আমি যতদিন বাঁচি—আমি তা'র জন্যে আমার সাধ্যমত যা কিছু ক'ত্তে পারি—তাই আমার মুক্তিপন্থী সাধনা।

যখন আমি অন্তপারে চ'লে যাবো—তখন আমি একেবারে নিঃশেষিত হ'য়ে যেতে চাই, কারণ যত আমি পরিশ্রম কর্‌বো—ততই আমি বেঁচে থাক্‌বো। আমার কাছে জীবন "ক্ষণিকের দীপশিখা" নয়। জীবন এক প্রকার প্রোজ্জ্বল মশাল—সেই মশাল আমি এই মুহূর্ত্তে হাতে পেয়েছি, এবং যেটাকে ভবিষ্যতের হাতে তুলে দেবার আগে আমি যতদূর সম্ভব—ততদূর জ্বলন্ত মহিমায় জ্বালিয়ে রাখতে চাই।"

*

বার্ণার্ড শ' আজ বিশ্ববরেণ্য জ্ঞান-ললামে বিভূষিত হ'য়ে জগতের কাছে যে বরমাল্য সাদরে বরণ ক'রে নিয়েছেন—তা'র মূল্য হয়তো যুগে যুগে তাঁর স্মৃতিকে অমর ক'রে রাখবে। তিনি চিরজীবন শত দুঃখ-দৈন্য-লাঞ্ছনা সহ্য ক'রে ভারতীর উপবনে একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় আপনার বীণার তারে ঝঙ্কার তুলেছেন; আজ তাঁর সাধনার ফল পরিপূর্ণ গৌরবে তাঁর জীবনের সকল অবসাদ লুপ্ত ক'রে দিয়েছে। তিনি নিজে মানুষ, তিনি মানুষের কল্যাণ কামনায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে আপনার বীণাবেণু একান্তমনে বাজিয়ে গিয়েছেন। তাঁর নাটক রক্তমাংসের মানুষের কথাই ব'লেছে; মানব আদর্শ, মানব সভ্যতা, ও মানব জাতির ভবিষ্যৎ ("Back to Methuselah") তা'র ভালোমন্দ, দোষগুণ, তা'র সত্য অধিকার, তা'র কর্ত্তব্য ও আশার বাণী তাঁর সৃষ্টির মূল তথ্য এবং আদর্শ। এ সকল তথ্য ও সত্য তিনি তাঁর "জীবন বিবর্ত্তন সম্বন্ধীয় পঞ্চ-নাট্য-তন্ত্র" "Back to Methuselah"তে অভিব্যক্ত ক'রেছেন। তাঁর সকল রচনাতেই আর্টিষ্টের উদ্দেশ্য ছাড়া অপর একটি মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত আছে,—তাই তিনি বিশ্বমানবের ওপর শত অত্যাচার অবিচার নির্ব্বাক বিস্ময়ে দর্শকের মতন সহ্য করেন নি।

শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য

চিঠিপত্র

মাননীয় নাচঘর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু —

মহাশয়,

গত রবিবারে নাট্য-মন্দিরে "প্রফুল্ল" অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। প্রথম অঙ্কের যবনিকা পড়িবার পর বাহিরে আসিয়া দেখিলাম অনেকে অভিনয় সম্বন্ধে দানী বাবুর সহিত শিশির বাবুর Comparison করিতেছেন—কোথায় তিনি দানী বাবুর অবিকল নকল করিয়াছেন, কোথায় পারেন নাই—ইত্যাদি। দেখিলাম অনেকেই শিক্ষিত। একটু বিস্মিত হইলাম।

প্রত্যেক Artist বিভিন্ন চরিত্রে নামিয়া বিভিন্ন প্রকারের interpretation দিয়া থাকেন। অনেকস্থলে দেখা যায় যাহার কণ্ঠস্বর অতিশয় কর্কশ অভিনয় কালে যে ব্যক্তি মধুর কণ্ঠকে হারাইয়া দেয়।

এই যোগেশের চরিত্র লইয়া আমাদের দেশে অনেক অভিনেতা অভিনয় করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ Stamp দিয়াছেন।

বিলাতে বহুকাল হইতে Shylock the Jew'র Character লইয়া অনেক বড় বড় অভিনেতা Shakspeareএর চরিত্রাঙ্কনানুসারে অভিনয় করিয়াছেন। কিন্তু যখন Henry Irving পুরাতন পদ্ধতি বদলাইয়া সম্পূর্ণ নূতন প্রকারের Interpretation দিয়াছিলেন তখন Old School Critics চীৎকার করিয়া গলা ফাটাইবার উপক্রম করিয়াছিল। কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্য, পরে সকলেই মানিয়া লইয়াছিল।

যোগেশের অভিনয় সম্বন্ধে আমায়—কোথায় দানীবাবু কি অর্দ্ধেন্দুবাবু কি রকম চীৎকার করিয়াছিলেন, কিরূপ মুখ ভঙ্গিমা করিয়াছিলেন যে সম্বন্ধে না আলোচনা করিয়া কোথায় তিনি নাট্যকারকে Interpretate করিয়াছেন, কোথায় "Improvement upon the author" হইয়াছে—ইত্যাদি লক্ষ্য করিলে যথার্থ আনন্দ পাওয়া যায়।

নাটকের উন্নতি বা অবনতি যথার্থই অভিনেতার উপর নির্ভর করে। Every actor should be critic of life.

সুতরাং নাট্য-মন্দিরে প্রফুল্ল অভিনয় দেখিয়া যাঁহারা মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছেন তাঁহারা যদি নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ও অভিনেতা শিশিরকুমারকে সম্মুখে রাখিয়া অভিনয় দেখেন তাহা হইলে বোধ হয় নিরানন্দের পরিবর্ত্তে আনন্দই লাভ করিবেন। Dramatist, Actor and Reason এই তিনটি লইয়া অভিনয় দেখিতে হয়।

সর্ব্বশেষে শিশির বাবুর Production সম্বন্ধে একটা কথা বলিব। সব নাটকে তাঁহার ছাপ থাকে। "প্রফুল্ল"ও বাদ যায় নাই।

অনেকে লক্ষ্য করিবেন curtain উঠিবার পর দেখিতে পাওয়া যায় উমাসুন্দরী ও জ্ঞানদা গিরিশচন্দ্রের তৈলচিত্রকে প্রণাম করিয়া লক্ষ্মীর আধার সিন্দুকের পূজা করেন। সেই সময় দৈবাৎ তাঁহাদের হাত হইতে (অবশ্য ইচ্ছাপূর্ব্বক) মঙ্গল-ঘটটী পড়িয়া যায়। ঘটনাটি অতি তুচ্ছ কিন্তু ইহার ভিতর কিরূপ দূরদর্শিতার প্রমাণ পাওয়া যায় ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইহা অমঙ্গলসূচক। First Actএই তাহার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইতি—

বিনীত—

শ্রীবিজলবিহারী বসু।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩, টাকা

৪র্থ বর্ষ
৯ম সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

৬ই শ্রাবণ
১৩৩৪

নাট্য-জগৎ

একখানি নাটকের গল্প শুনুন।

*

এক ছিল বড় ঘরের ছেলে। সে বিয়ে করলে এক ধনীর মেয়েকে। তারপর জুয়া খেলে আর স্ফূর্ত্তি ক'রে সব টাকা উড়িয়ে দিলে।

*

দিন আর চলে না। যুবক তখন বাধ্য হয়ে সয়তানের কাছ থেকে এই সর্ত্তে টাকা ধার করলে যে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ধার শুধতে না পারলে, সয়তানের হাতে সে নিজের স্ত্রীকে সমর্পন করবে।

*

নির্দ্দিষ্ট সময়ে সয়তান আবির্ভূত হ'ল। যুবকের অর্থাভাব। সয়তানের সঙ্গে অনেক বাদানুবাদের পরে যুবক শেষটা নিজের স্ত্রীকে ছাড়তে রাজি

*

বেড়াতে যাবার অছিলায় নিজের স্ত্রীকে নিয়ে যুবক সয়তানের কাছে চলল। পথের মাঝে এক গির্জ্জা। স্ত্রী কিছুক্ষণ উপাসনা করবার জন্যে তার মধ্যে ঢুকল। যুবক বাইরে দাঁড়িয়ে রইল।

*

তার উপাসনায় তুষ্ট হয়ে কুমারী মেরী তাকে দেখা দিয়ে বললেন, "তোমার স্বামী তোমাকে সয়তানের কাছে নিয়ে যাচ্চে। রও, তোমার বদলে আমিই যাব।"

*

যুবকের স্ত্রীর রূপ ধ'রে মেরী গির্জ্জা থেকে বেরিয়ে এলেন। তাকে সঙ্গে ক'রে যথাসময়ে সয়তানের কাছে গিয়ে যুবক বললে, "এই আমার স্ত্রীকে নাও।"

*

মেরীকে ধরতে গিয়ে সয়তান ভয়ে আঁৎকে উঠল।—"এ তোমার স্ত্রী নয়—ইনি যে কুমারী মেরী, এঁর গায়ে আমার হাত দেবার সাধ্য নেই!" ইতিমধ্যে মেরীর অন্তর্দ্ধান।

*

শেষ-দৃশ্য :—সয়তান ও যুবক পরস্পরকে জুতা মারতে লাগল।

*

সেদিন মেহুসির Storia Do Mogor পড়তে পড়তে নাটকের এই আখ্যান-ভাগটি পেলুম। এই নাটকখানি আওরংজেবের রাজত্বকালে, পণ্ডিচারীতে জেস্যুইট পাদরীদের দ্বারা অভিনীত হ'য়েছিল।

*

স্ত্রী ভূমিকাটি নিয়েছিল একজন ভারতীয় পুরুষ। যুবক ও সয়তানের ভূমিকায় অভিনয় করেছিল দুইজন শ্বেতাঙ্গ।

*

এ ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা। এথেকেই বেশ বোঝা যাবে, এদেশে বিলাতী রঙ্গালয়ের আদর্শ এসেছে কতদিন আগে! অমনি সব আদর্শ থেকেই বর্ত্তমান ভারতীয় রঙ্গালয়ের জন্ম। যাঁরা দেশী রঙ্গালয়ের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেন, তাঁদের কাজে লাগবে ব'লে এখানে অতীতের এই নাট্যকথার উল্লেখ করলুম।

*

"সুবর্ণবণিক-সমাচার" একখানি জাতিবিশেষের মুখপত্র। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাতে যে প্রবন্ধ লিখেছেন তার নাম "নৃত্য"। পঞ্চাশের নিকটবর্ত্তী



'সীতা' নাটকে রামের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী

হয়েই বিত্তাভূষণ মহাশয় কি ভীমরতির দ্বারা আক্রান্ত হ'লেন? অথবা "নৃত্য"কে আমরা অতঃপর স্নবর্ণবণিক জাতি-সম্বন্ধীয় কোন সমাচার ব'লে গণ্য করতে বাধ্য হব? যেখানে যা অশোভন সেখানে তাকেই চাওয়া বাঙালী চরিত্রের একটা বিশেষত্ব। আমরা রঙ্গালয়ে দেবালয়কে খুঁজব এবং ধর্ম্মধানীর মধ্যে বার বনিতাকে দেবদাসী রক্ষা করব!

*

"সেই গিরিশ" লিখে 'বসুমতী'র স্বত্বাধিকারী দায়ে প'ড়ে মাপ চাইতে বাধ্য হয়েছেন! কিন্তু সে ক্ষমাপ্রার্থনার ভাষা নির্লজ্জতাকেও বোধ হয় লজ্জারক্ত ক'রে তুলবে! এমন বিরাট ন্যাকামি ও ভণ্ডামির কল্পনাও কখনো করতে পারি নি! কৃতাপরাধ যদি পাপের উপরে আবার মিথ্যা কথা বলতে সঙ্কুচিত না হয়, তাহ'লে সে মার্জ্জনার অযোগ্য। আমরা 'বসুমতী'কে কখনো ক্ষমা করব না।

*

বসুমতীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নিম্নলিখিত চিঠিখানা লিখেছেন :—

মাননীয় গিরিশচন্দ্র স্মৃতি সমিতির সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

বসুমতীর বিজ্ঞাপন স্তম্ভে গিরিশ-গ্রন্থাবলীর বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া অনেকে ব্যথিত হইয়াছেন শুনিতেছি এবং এজন্ত প্রতিবাদ-সভার আয়োজন করা হইয়াছে। কিন্তু আমার অকপটে স্বীকার করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা নাই যে, স্বর্গীয় মহাকবি গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে জ্ঞানতঃ আমি শ্লেষাত্মক কিছু লিখিতে পারি না; কারণ তিনি দেশবাসীর নিকট মহাকবি হইলেও আমার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ স্বতন্ত্র। তিনি আমার পূজ্যপাদ স্বর্গীয় পিতৃদেবের গুরুভাই, সে সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র আমার পূজনীয়। তাঁহার সম্বন্ধে আমার লিখিত বিজ্ঞাপন পড়িয়া যদি কেহ ব্যথিত হইয়া থাকেন, আমি তাঁহাদের অপেক্ষা কম মর্ম্মাহত বা ব্যথিত নহি। যদি আমার লেখায় কোথাও ভিন্নরূপ অর্থ হয়, তজ্জন্ত আমার হৃদয় কিছুমাত্র দায়ী নহে—আমার মস্তিষ্ক দায়ী হইতে পারে। কারণ আমার ধারণা আমি তাঁহার স্তুতি করিয়াছি। অদ্য এই সভার প্রারম্ভে যাঁহারা এই সভা আহ্বান করিয়াছেন তাঁহাদিগকে ও মহাকবি সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি যে, আমার এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্ত আন্দোলন না করিয়া স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্রের প্রতি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি সাধারণের সমক্ষে নিবেদন করিবেন। যদি আমার লেখনী তাঁহার আত্মাকে পীড়া দিয়া থাকে তজ্জন্ত সেই মহান আত্মা যেন আমাকে ক্ষমা করেন, কারণ জীবিত অবস্থায় তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, পরলোক হইতেও যেন তাঁহার স্নেহাশীর্ব্বাদ হইতে বঞ্চিত না হই। আমার পত্রখানি কল্যকার বসুমতীতে প্রকাশিত হইবে।

বিনীত

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

*

জনৈক পাঠক লিখেছেন—"বর্ত্তমানে নাটকগুলি কলিকাতায় যেভাবে আধুনিকতম দৃশ্যাবলীর সহিত অভিনীত হইতেছে, তাহাতে ঐ সব নাটক মফস্বলে অভিনয় করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।"

•

পত্রপ্রেরক আমাদের কাছে থেকে পরামর্শ চেয়েছেন। কিন্তু আমাদের পরামর্শ সকলের মনে না ধরতেও পারে। কারণ মফস্বলের নাট্যসম্প্রদায়রা যদি কলিকাতার বৃহৎ রঙ্গালয়গুলির জাঁকজমককে আপনাদের ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যে প্রকাশ করতে বদ্ধপরিকর হন, তাহ'লে আমাদের পরামর্শ নিয়ে তাঁদের কোনই লাভ হবে না।

•

("আধুনিকতম দৃশ্যাবলী"র অর্থ হচ্ছে সঙ্কেতপ্রধান বা suggestive দৃশ্যাবলী। এ রকম দৃশ্য ছোট-বড় সব রঙ্গালয়েই অল্প অর্থব্যয়ে ও অল্প আয়াসে দেখানো চলে এবং য়ুরোপে এখন উচ্চশ্রেণীর নাট্যাভিনয়ে এই ধরণের দৃশ্যপটই বেশী চলছে, কারণ সেইটেই হচ্ছে অধিকতর কলাসঙ্গত।

*

পত্রপ্রেরক যদি রবীন্দ্রনাথের দ্বারা অনুষ্ঠিত কোন নাট্যাভিনয় দেখবার সুযোগ পেয়ে থাকেন, তাহ'লেই সঙ্কেতপ্রধান দৃশ্যপট বলতে কি বোঝায়, তার কতকটা আন্দাজ তিনি করতে পারবেন।

•

কলিকাতার প্রকাশ্য রঙ্গালয়গুলিতে আমরা দৃশ্যাবলীর যে বিপুল সমারোহ দেখি, যথার্থ কলারসিককে নিশ্চয়ই তা তুষ্ট করতে পারে না। রঙ্গমঞ্চের উপর প্রধান দ্রষ্টব্য হচ্ছে অভিনয়। দৃশ্যপট অপ্রধান থেকে অভিনয়কে সাহায্য করে মাত্র। কিন্তু আমাদের রঙ্গালয়ে দৃশ্যপটই প্রধান হয়ে উঠে অভিনয়কে এমন ঢেকে দাঁড়ায় যে, কোনমতেই তাকে সমর্থন বা অনুকরণ করা উচিত নয়।

*

দৃশ্যপটের অত্যধিক সমারোহ যেমন সুঅভিনয়কে ক্ষুণ্ণ করে, তেমনি কুঅভিনয়ের দুর্ব্বলতাকেও ঢাকতে পারে। হয়তো শেষোক্ত কারণেই আমাদের রঙ্গালয়গুলি দৃশ্যপটের দিকে বেশী ঝোঁক দিতে বাধ্য হয়!

*

দর্শক মাত্রেই হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে, অভিনয়ের রস যখন জমাট বাঁধে এবং অভিনয়ের সুর যখন উচ্চস্তরে ওঠে, তখন দৃশ্যপটের দিকে চোখ দেওয়া তো দূরের কথা, তার অস্তিত্বই আমাদের ভুলে যেতে হয়। ভালো অভিনয়ের পক্ষে দৃশ্যপটের মূল্য এত কম!)

*

এই গৌণ ব্যাপারটাকে মুখ্য ক'রে তুলে লাভ কি? মফস্বলের ও সহরের সখের নাট্য-সম্প্রদায়ের প্রতি আমাদের এই নিবেদন, দৃশ্যপটের জাঁকজমকের দিকে তাঁদের নজর দেবার কোন দরকার নেই। অল্পের ভিতরে সুন্দর অথচ নিতান্ত সাদাসিধে দৃশ্যপটের দ্বারাই তাঁরা অনায়াসে কাজ চালিয়ে নিতে পারবেন।

*

আর্ট ও সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয় সরলতার মধ্যে। বাহুল্য, সমারোহ এবং অতিরিক্ত অলঙ্কারের মধ্যে কোন দিনই তারা পূর্ণমহিমায় আত্মপ্রকাশ করতে পারে নি। কবি, ভাস্কর, গায়ক ও অভিনেতা, সকলেই এই সত্য কথাটা জানেন।

*

মিঃ ওটেন সম্প্রতি বিদ্যালয়ে ভারতীয় সঙ্গীত প্রচলনের পক্ষে যে কথাগুলি বলেছেন সকলেরই তা সমর্থন করা উচিত। তাঁর মতে, প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই সঙ্গীত সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান থাকা দরকার এবং প্রত্যেক বিদ্যালয়ে সঙ্গীত আলোচনার ব্যবস্থা করা উচিত। মিঃ ওটেন, শিক্ষা বিভাগের উচ্চপদস্থ ব্যক্তি এদিকে তিনি নিজে যদি দৃষ্টি দেন তাহ'লে কিছু ফল ফলতে পারে।

*

গেল সোমবারে 'এম্পায়ার থিয়েটারে' রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মিকী-প্রতিভা'র অভিনয় হয়ে গেছে। শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীমতী লীলা দেবী যথাক্রমে বাল্মীকি ও সরস্বতীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

*

শীঘ্রই কলিকাতার কোন রঙ্গালয়ে রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব গীতিনাট্য "মায়ার খেলা"র অভিনয় হবে। প্রকাশ, শ্রীমতী সরলাদেবীও নাকি এই নাটকের কোন ভূমিকায় দেখা দেবেন। মহলা চলছে এবং অভিনয় শিক্ষা দিচ্ছেন শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীমতী প্রতিমা দেবী।

•

বাস্তবিক, নাট্য-জগতেও ঠাকুর-পরিবারের প্রচেষ্টা এদেশে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। দেশের ভদ্র সমাজে উচ্চশ্রেণীর অভিনয়-আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্যে ঠাকুর-গোষ্ঠী দীর্ঘকাল ধ'রে নিস্বার্থভাবে যে যত্ন, শ্রম ও উৎসাহের পরিচয় দিয়ে আসছেন তার তুলনা নেই। এখানে যাঁরা সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপন ক'রেছেন তাঁদের চেয়ে ঠাকুর-গোষ্ঠী বেশী গৌরবের দাবী করতে পারেন এইজন্যে যে, নাট্যকলা-চর্চ্চার বিনিময়ে কোনদিন তাঁরা আর্থিক পুরস্কার কামনা করেননি। সবাইকে আনন্দ দিয়ে তাঁরা আনন্দ পেয়েছেন এবং যেখানে প্রণামী লাভ করেছেন তা বিলিয়ে দিয়েছেন জনসাধারণের উপকারের জন্যে নানা শুভ কার্য্যে। তাঁদের ঋণ অপরিশোধ্য।

*

ঠাকুর-পরিবারের দ্বারা অনুষ্ঠিত এই সব অভিনয়ের মধ্যে আমরা যে কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতাকে লাভ করেছি তাঁদের ভিতরে প্রধান হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ। এঁদের প্রত্যেকেরই এমন এক একটি নিজস্ব অভিনয়-ভঙ্গি এবং ব্যক্তিত্ব আছে, মুহূর্ত্ত মধ্যেই যা চিত্তকে একেবারে অভিভূত ক'রে দেয়। এঁদের কথাবার্ত্তায়, হাবভাবে ও চলা-ফেরায় এমন একটি তাজা রস থাকে, প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে একমাত্র শিশিরকুমার ছাড়া আর কারুর অভিনয়ে যা প্রকাশ পায় না।

*

ঠাকুর পরিবারের প্রত্যেক অভিনয়ে নূতনত্ব ও আধুনিকতাও থাকে যথেষ্ট। দৃশ্যপট এখানে কোথায় অভিনয়কে বাধা দেয় না এবং শিল্পীর সঙ্কেতে তুলির গুটিকয় টানে তার মধ্যে ভাবের যে অপূর্ব্ব ইঙ্গিত ফুটে ওঠে, প্রকাশ্য রঙ্গালয়ের অধিকাংশ পটুয়া বিপুল সমারোহের আয়োজন ক'রেও তার মহিমাকে ঈষৎ ক্ষুণ্ণ করতে পারে না।

এখানকার গানের রচনা-পদ্ধতি, সুর দেওয়ার কায়দা এবং গাইবার কৌশল নিয়ে আলোচনা করলে প্রকাশ্য রঙ্গালয়ের গান-বাঁধিয়েরা এবং সঙ্গীত-শিক্ষকরা যথেষ্ট উপকৃত হবেন! গানের সময়ে এখানে সব-চেয়ে খুশী হই তখন, গায়কের গলার আওয়াজ ডুবিয়ে যখন হার্ম্মোনিয়াম ও ক্লারিওনেট কাণে-তালা-ধরানো আর্ত্তনাদ ক'রে ওঠে না!

*

এই হার্ম্মোনিয়াম আর ক্লারিওনেট! প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে যখন বহুকণ্ঠে সঙ্গীত হয় তখন এদের সার্থকতা থাকতে পারে, কিন্তু একলা বা দোকলা গানের সময়ে এদের উপদ্রব একেবারেই অসহনীয়। ও দুটি যন্ত্রই আমাদের দেশী সঙ্গীতের চালের ও সূক্ষ্মতার সঙ্গে কিছুতেই খাপ খায় না!

*

শুনতে পাই, গাইয়েদের গলার দোষ নাকি ঐ দুটি যন্ত্রের দ্বারা অনায়াসে ঢাকতে পারা যায়। কিন্তু যাদের গলার দোষ আছে, রঙ্গমঞ্চের উপরে তাদের গাইতেই বা দেওয়া হবে কেন? এবং যাদের গলার দোষ নেই উক্ত যন্ত্রদ্বয় তাদেরও গীত-মাধুর্য্যকে কটু ক'রে তুলবে কেন?

*

এস্রাজ, বেহালা বা সারং ও আমাদের দেশী বাঁশী,—গানের সঙ্গে এদের সঙ্গত থাকাই উচিত, কারণ এদের সুর চড়াও নয়, কড়াও নয়।

*

আমাদের দেশী কাগজওয়ালারা যুক্তি সংগ্রহ করেন ন্যায়শাস্ত্র থেকে নয়, অন্যায় শাস্ত্র থেকে। শিশিরকুমার যতদিন সামাজিক নাটকে অবতীর্ণ হন নি, ততদিন তাঁরা ধুয়ো তুলেছিলেন তিনি সামাজিক নাটকে অভিনয় করতে অপারগ! অথচ সব শ্রেণীর নাটকেই তিনি যে রকম বাস্তব অভিনয় করেন, তাতে এমন যুক্তিহীন সন্দেহ প্রকাশের অবকাশ যে কোথায় ছিল, তা আমরা অনুমান করতে অক্ষম।

*

শিশিরকুমারের 'যোগেশ' সম্বন্ধে সুখ্যাতিপূর্ণ এত পত্র আমরা 'নাচঘরে' প্রকাশের জন্যে পেয়েছি যে তা ছাপলে আমাদের কাগজের সম্পূর্ণ কয়েক সংখ্যাতেও কুলাবে না। সুতরাং প্রকাশযোগ্য হ'লেও অনেকের পত্র আমরা স্থানাভাবে ছাপতে পারলুম না, পত্রপ্রেরকগণ মার্জ্জনা করবেন।

*

'নাট্যমন্দিরে' 'সধবার একাদশী'র অভিনয় হয়ে গেল। আসছে বারে তার বিস্তৃত আলোচনা করব।

*

'নাট্যমন্দিরে' 'ষোড়শী' ও 'শেষরক্ষা'র মহলা সমানে চলছে। কোন্ নাটকখানি আগে খোলা হবে, তা এখনও নিশ্চয় ক'রে বলা যায় না। আমরা নীচে ঐ দুই নাটকেরই ভূমিকালিপি দিলুম—তবে এ কথাও এখানে ব'লে রাখা ভালো যে, ভূমিকালিপি সম্বন্ধে এখনো কোন চরম ব্যবস্থা হয় নি।

*

'ষোড়শী'র ভূমিকালিপি :—জীবানন্দ—শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী। প্রফুল্ল—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র রায়। জনার্দ্দন—শ্রীযুক্ত যোগেশ চৌধুরী। নির্মল—শ্রীযুক্ত শৈলেন চৌধুরী। শিরোমণি—শ্রীযুক্ত অমলেন্দু লাহিড়ী। এককড়ি—শ্রীযুক্ত গোপালদাস ভট্টাচার্য্য। সাগর সর্দ্দার—শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল রায়। ফকির সাহেব—শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য। ষোড়শী—শ্রীমতী চারুশীলা। প্রভৃতি।

*

'শেষরক্ষা'র ভূমিকালিপি :—চন্দ্র—শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী। বিনোদ—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র রায়। গদাই—শ্রীযুক্ত শৈলেন চৌধুরী। নিবারণ—শ্রীযুক্ত যোগেশ চৌধুরী। ললিত—শ্রীযুক্ত ভূমেন রায়। শিবচরণ—শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল রায় কিম্বা শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য। ক্ষান্তমণি—শ্রীমতী চারুশীলা। ইন্দুমতী—শ্রীমতী প্রভা। কমল—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী।

*

যে সব নট-নটী নিয়ে 'ষ্টার' 'কর্ণার্জ্জুন' খুলেছিলেন, মাঝে তাঁদের অনেকেই শিকলি কেটে পালিয়েছিলেন বিভিন্ন রঙ্গালয়ে। এখন শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী ছাড়া আর সবাই আবার পুরাণো বাসায় ফিরতে বাধ্য হয়েছেন। গেল হপ্তায় তাঁরা সকলেই 'কর্ণার্জ্জুনে' রঙ্গাবতরণ করেছিলেন। সুতরাং অভিনয় জমেছিল নিশ্চয়।

*

প্রসিদ্ধ নট শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র আবার 'ষ্টারে' যোগ দিয়েছেন দেখে খুশী হলুম। এবারে তাঁর নাট্যসাধনা যেন অনাহত থাকে, এই আমাদের প্রার্থনা ইচ্ছা করলে তিনি সোনা ফলাতে পারেন, এ বিশ্বাস এখনো আমরা হারাই নি।

*

ভ্রাম্যমান দল নিয়ে শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী দেশে দেশে ঘূর্ণায়মান হচ্ছেন, মাঝে মাঝে সে উড়ো খবর আসছে। 'স্বর্গী' তাঁকে কবে ছাড়বে, আমরা যে তাঁর অভাব অনুভব করছি!

*

'মিনার্ভা'র কথা নিয়ে কেউ আর মাথা ঘামায় না কেন? নতুনের আওতায় সে যে ক্রমেই ঝিমিয়ে এবং জীবন্মৃত হয়ে পড়ছে। অন্ধকে ভেড়িয়ে ও revoloing stageএর লোভ দেখিয়ে দিন চলার বিশেষ সুবিধা হবে ব'লে তো মনে হয় না! 'মিনার্ভা'র ঘুমন্ত কর্ত্তারা এখনো বোধ হয় আবিষ্কার করতে পারেন নি যে, একালের নির্ব্বোধ দর্শকরা রঙ্গালয়ে গিয়ে অভিনয় দেখতে চায়।

*

কর্ত্তারা তো 'ষ্টার' ও 'মনোমোহনে'র জুড়ী চালাচ্ছেন, কিন্তু এই অভব্য গ্রীষ্মে এবং অসভ্য বর্ষায় কর্ণোয়ালিস ষ্ট্রীট ও বিডন ষ্ট্রীটে ক্রমাগত টানা-পোড়েন ক'রে আর্টিষ্টদের হৃদয়ে কতখানি পুলকের সঞ্চার হচ্ছে, তা আমরা জানি না। তবে মজুরীতে পোষালেই ভালো! এবং আর্টের মঞ্চ এমন চমৎকার যে পেটে না খেলেও পিঠে সয়!

*

'ষ্টার থিয়েটারে' রবীন্দ্রনাথের 'পরিত্রাণ' হয়তো খুব শীঘ্র খোলা হবে না। সম্ভবতঃ এর উদ্যোগ-পর্ব্ব কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হবে।

*

'আর্ট থিয়েটারে' আজকাল বাংলার এত বেশী নট-নটী এসে আসর মাৎ করে তুলেছেন যে, ওখানে অনায়াসেই 'মিরাক্‌ল্‌-প্লে'র অভিনয় হ'তে পারে। কর্তৃপক্ষ এদিকে একটু মন দিলে প্রচুর লাভের সম্ভাবনা আছে—কারণ 'মিরাক্‌ল্‌-প্লে' এ দেশের পক্ষে একটি না-দেখা আশ্চর্য্য ব্যাপার। পাশ্চাত্য প্রয়োগকর্ত্তারা এই শ্রেণীর নাট্যাভিনয়ের দ্বারা লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করেছেন। 'আর্ট থিয়েটারে' উৎসাহী কর্ম্মীর অভাব নেই, একমাত্র তাঁদের রঙ্গালয়েই এখন এমন অনুষ্ঠান সফল হতে পারে।

*

নূতন যুগে নূতনত্বের আবাহনই হচ্ছে সিদ্ধি লাভের চরম ও পরম উপায়। এবং কলালক্ষ্মীর জয়যাত্রা হয় নিত্য-নূতন বিস্ময়ের পথে।

*

শুনলুম 'ষ্টার' রঙ্গমঞ্চে গেল হপ্তায় প্রায় চল্লিশ জন সখীর আবির্ভাব হয়েছিল। এটা লোভের কথা না ভয়ের কথা তা আমরা জানি না। উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা বা তিলোত্তমারা দলে ভারি হ'লে আপত্তির কোনই হেতু থাকে না, কিন্তু বাংলার সখীদের রূপ যেমন নয়নমনবিমোহন তাতে তাদের সংখ্যাধিক্যের সংবাদ শুনে আমাদের বুক কেমন ধরাস ধরাস করে উঠছে!

*

শত চাঁদ লোভনীয়, কিন্তু শত রাহু দেখবার কামনা করে কে?

গান

ঝুমুর্ ঝুমুর্ নূপুর বাজে
বাদ্‌লা বাঁশীর সাঁঝ সুরে!
শ্যাম্‌লা মেয়ে! মাত্‌লা কেন
কুঞ্জ-বীথির ওই দূরে?

মনের বনের বকুল তোমায় চায়
আঁখির ইসারায়!
আউলল্ বাতাস বাউল হ'য়ে ডাকে!
কদম বাণী পাঠায় পাতার ফাঁকে!
বৃষ্টি হেঁকে ব'লছে "সখী!
আয়রে আমার প্রাণ-পুরে!"

যুঁই, কামিনী, কেয়ার বনে
তোমার গানের সুর লাগে!
তপ্ত তাদের বুকের কোণে
সরম্-সুরায় ঢেউ জাগে!

কাজ্‌রী বীণায় গুজ্‌রী বাজে ওই
তোমায় ডেকে, সই!
বিজ্‌লী-আলোয় ক'রতে আলা আঁখি!
সজল্-মেঘের কাজল্ দিতে আঁকি'।
প্রাণ-পেয়ালা পূর্ণ ক'রে,—
মাতাল ক'রে অন্তরে!
বাদ্‌লা-বাশীর-সাঁঝ-সুরে!

শ্রীভারতকুমার বসু।

চিত্র-জগৎ

— :*: —

চলচ্চিত্রের কর্ত্তৃপক্ষদের পছন্দকে ধন্য। মৃদু, শান্ত, সরল মেরি এ্যাষ্টরকে নোতুন একখানি ছবিতে তাঁরা ছলনাময়ী শয়তানী নারীর ভূমিকা দিচ্ছেন। তাঁরা ব'লছেন থিডা বারা ও বার্‌বারা লা মারের স্থানে এই রকম ভূমিকায় অভিনয় করবার মতো অভিনেত্রী পাওয়া যাচ্ছে না ব'লে আদর্শ নারী-চরিত্রের অভিনেত্রীদের এই রকম সব ভূমিকা দিতে হ'চ্ছে। এই ছবিখানির নাম 'দুটি আরব বীর' (Two Arabian Knights) আর এর প্রযোজকের নাম জন্ কন্‌সিডাইন (ছোটো)। কন্‌সিডাইন বলেন এই রকম শয়তানীর ভূমিকাতেও শ্রীমতী এ্যাষ্টর চমৎকার অভিনয় ক'রছেন।

*

প্রণয়ঘটিত জটিলতাকে আগে 'ত্রিকোণ' ব'লেই অভিহিত করা হোতো—তার কারণ নায়কনায়িকা ছাড়া আর একজন তৃতীয় প্রায়ই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকতো। কিন্তু এবার triangle (ত্রিকোণ) বদলে হোলো quadrangle (চতুষ্কোণ)। 'রসাতল' (Underworld) নামক ছবিতে আছে একজন নারী আর তিন জন পুরুষ—শ্রীমতী এভ্‌লিন ব্রেণ্ট এবং শ্রীযুক্ত জর্জ ব্যাকক্রফ্‌ট্, ক্লাইভ ব্রুক্ আর ফ্রেড্ কোলার। ব্যাক্‌ক্রফ্‌ট্ হোলো একদল বদমাইসের সর্দ্দার

যে এড্‌নিন ব্রেণ্টকে ভালোবাসে। কোলার হোলো আর এক প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সর্দ্দার সেই একই নারীকে ভালোবাসে। নারীটি কিন্তু ভালোবাসে আর একজন ভদ্র পুরুষকে (ক্লাইভ ব্রুক)।

*

শ্রীমতী মেরিয়ন নিক্সনের খুব সুন্দর চুল ছিল—তিনি কতবার ব'লেছেন হালের মেয়েদের মতো তিনি কখনই তাঁর চুল খাটো ক'রে ছাটবেন না এবং হ্রস্ব কেশের তিনি একজন প্রবল বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি তাঁকেও ছোটো ক'রে চুল ছাঁটতে হ'য়েছে। রেজিনাল্ড ডেনির সঙ্গে 'আমি সেখানে থাক্‌বো' (I'.l be there) ব'লে একখানি নোতুন ছবিতে তিনি অভিনয় ক'রবেন। সেই ছবির জন্যে তার প্রযোজক শ্রীযুক্ত উইলিয়াম সিটারের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে শ্রীমতীকে খাটো ক'রে চুল ছাঁটতেই হোলো।

*

বঙ্গ ও চিত্রজগতের নামজাদা অভিনেতা শ্রীযুক্ত পোরোনেশ ব্যারিমোর বলেন ছেলেবেলায় তাঁর সব চেয়ে বড় আকাঙ্খা ছিল পুলিশ কর্ম্মচারী হওয়া।

*

শ্রীমতী ডোলেরেস্ ডেল রায়ো 'তারকা'-অভিনেত্রীর পদে উন্নীত হ'লেন। এই পদোন্নতির পর তাঁর যে সব ছবি হবে তার প্রথমটির নাম 'র‍্যামোনা'। স্বনামখ্যাত প্রযোজক শ্রীযুক্ত এড্‌উইন ক্যারুর তত্ত্বাবধানে এই চলচ্ছবিটি তৈরী হবে।

*

'ট্যাক্সি! ট্যাক্সি'! (Taxi! taxi!) ব'লে সম্প্রতি একখানি ছবি বেরিয়েছে। শ্রীযুক্ত এডওয়ার্ড এভারেট হর্টন ও শ্রীমতী মেরিয়ন নিকসন এতে নায়ক ও নায়িকার অংশে অভিনয় ক'রেছেন। একজন স্থপতির মেয়ের সঙ্গে তার একজন অধীনস্থ কর্ম্মচারী কি ক'রে প্রেমে প'ড়েছিল ও মেয়েটিকে নিয়ে স'রে প'ড়েছিল তার কৌতুকপূর্ণ ঘটনার বিবরণ এতে আছে।

আমরা সম্প্রতি তিনটি বেশ ভালো ছবি স্থানীয় চিত্রমঞ্চসমূহে দেখেছি। পিকচার হাউসে 'ব্রাউন অফ্ হারভার্ড' পিক্‌চার প্যালেসে 'গ্রেটার গ্লোরি' ('মহত্তর গৌরব') আর প্যালসে অফ ভ্যারায়েটিজএ 'লে মিজারাবল'। গ্লোবে 'লাল মাছ' (Gold fish) ব'লে যে ছবিটি দেখান হ'য়েছিল সেটি অন্তঃসারশূন্য। 'গ্রেটার গ্লোরি'তে শ্রীমতী এ্যানা কোয়েরেন্‌স্‌রিয়া নিলসন ও শ্রীযুক্ত কন্‌ওয়ে টীলের অভিনয় চমৎকার। অন্যান্য সব অংশের অভিনয়ও প্রশংসনীয়।

—০—

স্বর্গীয় নাট্যকার অতুলকৃষ্ণ মিত্র

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অমর বাবুর সঙ্গে তাঁর আর্থিক গোলযোগ হওয়ায় তিনি ক্লাসিক থিয়েটারের সংস্রব ত্যাগ করেন। মিনার্ভা থিয়েটারের তখন স্বত্বাধিকারী ছিলেন—নরেন্দ্রনাথ সরকার। শ্রীযুক্ত বাবু প্রমথনাথ দাস কর্তৃক বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি একখানি আলাদা গীতিনাট্য 'আলিবাবা' লিখিয়া দেন ও উহা মিনার্ভায় অভিনীত হয়।

রাজসাহীর সুবিখ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু ললিতমোহন মৈত্র রামপুর বোয়ালিয়ার একটী প্রকাশ্য রঙ্গালয় খুলিবার মনস্থ করিলেন। কলিকাতা হইতে ভাল ভাল অভিনেতা ও অভিনেত্রীবর্গকে যথেষ্ট বেতন দিয়া লইয়া গেলেন। গ্রন্থকাররূপে গিরিশবাবু আর অতুলবাবু ছুটি লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। ইত্যবসরে ললিতবাবুর সখ ফুরাইয়া যাওয়ায় তিনি সমস্ত দলকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন।

অতুলবাবু ললিতবাবুকে ১খানি পত্র লিখিয়া সমস্ত ঘটনা জানিতে চাহিলেন—উত্তরে ললিতবাবু তাঁহাকে লিখিলেন যে তাঁর সখ ফুরাইয়া গিয়াছে ও কতিপয় অসৎ লোকের দ্বারায় চালিত হইয়া তিনি বৃথা অর্থের অপব্যয় করিতে অস্বীকৃত। ললিতবাবু অতুলবাবুর 'নন্দবিদায়' অভিনয় দেখিয়া তাঁহার একজন পরম ভক্ত

হইয়া উঠেন ও তাঁর নিকটে যথারীতি বেতন লইয়া চাকরী লইতে অনুরোধ করেন,—অতুলবাবুও সানন্দে চাকরী গ্রহণ করিয়া রামপুরে চলিয়া গেলেন।

তিনি রামপুর হইতে প্রতি দুই মাস অন্তর ১০।১৫ দিনের অবকাশ লইয়া কলিকাতায় আসিতেন। প্রায় ১ বৎসর পরে একবার কলিকাতা আসিয়া রাস্তায় একদিন বেড়াইতেছেন—হঠাৎ দেখিলেন ৺গোপাল লাল শীল জুড়ি হাকাইয়া যাইতেছেন, বহুদিন পরে গোপালবাবু অতুলবাবুকে দেখিয়া গাড়ী থামাইয়া অনেক কথাবার্ত্তার পর তাঁহাকে গাড়িতে তুলিয়া তাঁহার Cossipore villaর উপস্থিত হইলেন ও অতুলবাবুকে তাঁহার অধীনে চাকরী প্রদান করিলেন। তিনি রামপুর ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় রহিলেন। প্রায় দুই বৎসর গোপালবাবুর নিকট চাকরী করিয়াছিলেন।

মিনার্ভা ও ক্লাসিকে প্রতিযোগিতায় 'কপালকুণ্ডলার' অভিনয় হইতেছিল। ক্লাসিকে গিরিশবাবু নূতন ধরণে dramatise করিয়া দিয়াছিলেন আর মিনার্ভায় অতুলবাবুর পূর্ব্বেকার নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত নাটক। সত্য কথা বলিতে কি—প্রতিযোগিতায় মিনার্ভাই সর্ব্বাংশে ও সর্ব্ব রকমে জিতিল। তিনি বঙ্কিমবাবুর যে সকল পুস্তক নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন সব গুলিই অতি উচ্চ গৌরবে খুব প্রশংসার সহিত অভিনীত হইয়াছিল। তিনি উপন্যাসকে নাটকাকারে পরিণত করিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

কপালকুণ্ডলা অভিনয় করিয়া মিনার্ভার বেশ অর্থাগম হইতে লাগিল। মিনার্ভার স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সরকার তাঁহাকে বেতন লইয়া মিনার্ভায় যোগদান করিতে অনুরোধ করেন তিনি থিয়েটারের সহিত সম্পর্ক রাখিতে অস্বীকৃত হন। নরেন্দ্রবাবু ও সুবিখ্যাত অভিনেতা প্রিয়নাথ ঘোষের অভিপ্রায়ানুসারে বঙ্কিমবাবুর 'দুর্গেশনন্দিনীর' প্রায় চতুর্থ অঙ্ক অবধি নাট্যাকারে পরিণত করিয়াছেন এমন সময়ে ক্লাসিক থিয়েটারে প্ল্যাকার্ড দেওয়া হইল যে, গিরিশবাবু দুর্গেশনন্দিনী নাট্যাকারে পরিণত করিয়াছেন ও শীঘ্রই ক্লাসিকে মহা-সমারোহে অভিনীত হইবে। সুতরাং তিনি নরেন্দ্র বাবুকে তাঁর dramatised বই Play করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন ও তাঁর নিকটে প্রতিশ্রুত হইলেন যে ১ খানা গীতিনাট্য মিনার্ভার জন্য শীঘ্রই তিনি লিখিয়া দিবেন।

৺নীলমাধব চক্রবর্ত্তী তাঁহাকে Aurora Theatre এ উপযুক্ত বেতন দিয়া লইয়া গেলেন। তিনি "অপূর্ব্ব কারাবাস" নামক সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস নাটকাকারে পরিণত করিয়া "সরঃসুন্দরী" নাম দিয়া অভিনয় করিতে দেন। বড়দিনের সময় "পত্নী-শাসন" নামক একখানি সামাজিক হাস্যোদ্দীপক প্রহসন লিখিয়াছেন। সেই বৎসর কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল। কলিকাতায় দেশদেশান্তর হইতে বহু ডেলিগেট আসিয়াছিল, তাহাদের জন্য একরাত্রি বিশেষ অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। তিনি সময়োপযোগী একখানি রূপক "নিবেদন" লিখিয়া দেন। মহামতী বাল গঙ্গাধর তিলক প্রভৃতি ভারতের বহু কৃতী সন্তান সে রাত্রি "আরোরা" রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। সে রাত্রে প্রথমে 'নিবেদন' পরে 'বিজয়া' নাটকের অভিনয় হয়। নিবেদন অর্থাৎ পরাধীনা বঙ্গমাতার সন্তান সকল একত্রিত হইয়া ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকট কৃতাঞ্জলি-পুটে স্বাধীনতা ভিক্ষা চাহিতেছে। অভিনয় দেখিয়াও পুস্তকের উচ্চ ভাবের আদর্শ দেখিয়া মহামতি তিলক Box হইতে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন যে many many thanks to the writer of this piece! অভিনয়ান্তে তিলক গ্রন্থকারকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। কুইন ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে তিনি "রাজভক্তি" নামে শোকপূর্ণ একখানি নাটক লিখিয়া দেন। এই সময়ে তাঁর বৃদ্ধা মাতাঠাকুরাণীর বিয়োগ হয়।

তার পর তিনি বঙ্কিমবাবুর "যুগলাঙ্গুরীয়" drmatise করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। লেখা শেষ হইলে "হিরণ্ময়ী" নাম দিয়া আরোরা থিয়েটার কোম্পানীকে প্লে করিতে দেন। দুঃখের বিষয় আরোরা থিয়েটার বন্ধ হইয়া যাওয়ায় উহা আর অভিনীত হইল না।

রাজসাহীর জমিদার ললিতবাবু সেই সময়ে কলিকাতায় বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া অতুলবাবু পুনরায় তাঁর নিকট চাকুরী গ্রহণ করিয়া বৃন্দাবন ইত্যাদি পশ্চিমাঞ্চলে বেড়াইতে যান—ও পরে তাঁর সঙ্গে রামপুরে চলিয়া যান।

অতুলবাবুর লিখিত 'হিরণ্ময়ী'—যাহার একমাত্র কপি ৺নীলমাধব চক্রবর্ত্তীর নিকটে ছিল। মাত্র ৪০৲ টাকা লইয়া নীলমাধববাবু অমরেন্দ্রবাবুকে বিক্রয় করেন। অমরেন্দ্রবাবু উক্ত পুস্তকখানির অভিনয় করিয়া বেশ দুই পয়সা পাইতে লাগিলেন। তিনি রামপুর হইতে কলিকাতায় যখন আসিলেন, তখন 'হিরণ্ময়ী'খুব উচ্চ প্রশংসার সহিত অভিনীত হইতেছে। তিনি ক্লাসিকে অভিনয় দেখিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, ও যে কয়দিন কলিকাতায় ছিলেন তন্মধ্যে একখানি নূতন নাট্যগ্রন্থ লিখিতে মনস্থ করিলেন। যথাসময়ে তিনি রামপুরে চলিয়া গেলেন। কিছুদিন পরে যখন পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন তখন রাজস্থানীয় ইতিবৃত্তমূলক গীতিনাট্য "বাপ্পা-রাও" লিখিয়াছিলেন ও উহা Grand Theatreএ নিঃস্বার্থ ভাবে অভিনয় করিতে প্রদান করেন।

মিনার্ভা থিয়েটার তখন শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয়ের স্বত্বাধিকারীত্বে খুব জোর চলিতেছে। খুব উচ্চ অঙ্গের নাটকের অভিনয় হইতেছে। গিরিশবাবুর 'বলিদান,' 'সিরাজদ্দৌলা' প্রভৃতি নাটকে খুব লোক সমাগম হইতেছে. কিন্তু গীতিনাট্যের অত্যন্ত অভাব অনুভব হওয়ায় গিরিশবাবুর 'বাসর' নামে অপেরা মিনার্ভায় অভিনীত হইল, কিন্তু দর্শকের তত চিত্তাকর্ষক না হওয়ায় মনোমোহনবাবু একজন ভাল গীতি-নাট্যকার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অদ্বিতীয় হাস্য-রস রসিক অর্দ্ধেন্দুবাবু বলিয়াছিলেন যে, অপেরার গানই হচ্ছে প্রাণ, গানে অতুল মিত্র সিদ্ধহস্ত, সেই অতুল মিত্রকে যদি কোনও প্রকারে যোগাড় করিতে পার তবে অপেরা প্লে করে সুখ হবে। তখন চারিদিকে কোথায় অতুলবাবু আছেন খোঁজ পড়িতে লাগিল। মিনার্ভা থিয়েটারের বর্ত্তমান সুযোগ্য বিজ্‌নেস্ ম্যানেজার শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্রবাবু একদিন প্রাতে শ্যামবাজারের যে বাটীতে অতুলবাবু থাকিতেন—সেই বাটীতে আসিয়া উপস্থিত এবং অতুল বাবুর লিখিত কোন নাটক আছে কিনা খবর লয়েন। সন্ধানে জানিতে পারেন যে একখানা নূতন অপেরা লেখা পড়িয়া আছে—কিন্তু তার শেষের দুটি দৃশ্য বাকি আছে, লেখা নাই। চারুবাবুর অনুরোধ মত অতুলবাবুকে পত্র দেওয়া হইল, পরে সেখান হইতে শেষ দুইটী সিন শেষ করিয়া লিখিয়া আনিবার জন্য লোকও পাঠান হইয়াছিল। পুস্তকখানি শেষ করিয়া মিনার্ভা থিয়েটার কোম্পানীকে দেওয়া হয়। মনোমোহনবাবু বইখানা পাঠ করিয়া বলেন—এ কি রকম মহাশয়,এ বই বোধ হয় অভিনয়ে সুবিধা হইবে না। মিনার্ভার অন্যতম অংশীদার মহেন্দ্রনাথ মিত্র পাঠ করিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকেন ও বলেন—বইখানা খুব ভাল Dramatic action ও incidentsএ ভরা। Rehersalএ বইখানা পড়িতেই, সুবিখ্যাত নৃত্যশিক্ষক নৃপেন্দ্রবাবু ও শিক্ষক অর্দ্ধেন্দুবাবু খুব আনন্দ সহকারে মহলা দেওয়াইতে লাগিলেন। গিরিশচন্দ্রের নাটক "মীর কাসিম"শনিবারে নূতন খোলা হইয়াছে,সুতরাং রবিবারে মিনার্ভার স্বত্বাধিকারীদের হেলায় 'শিরী ফরহাদের' প্রথম অভিনয়রজনী ঘোষণা করা হয়। বহুকাল পরে কবি অতুলকৃষ্ণের নূতন ধরণের অপেরা বাঙ্গালী দর্শকের প্রাণে যেন সহসা বিদ্যুৎ ছুটাইয়া দিল। মিনার্ভার শনিবারে গিরিশবাবুর 'মীর কাসিম' আর রবিবারে অতুলবাবুর 'শিরী ফরহাদ' একাদিক্রমে প্রায় ছয় মাস চলিয়াছিল, ইহাই এই অতুলনীয় অপেরার গুণের পরিচায়ক নহে কি? বঙ্গরঙ্গমঞ্চ সৃষ্টি হওয়া অবধি আজ পর্য্যন্ত যাহা কখনও হয় নাই হইবেও না, এইরূপ এক অঘটন ঘটাইয়া দিয়াছিল ঐ 'শিরী ফরহাদ'—কারণ রবিবারে কোনও নূতন নাটক অথবা গীতিনাটকের প্রথমাভিনয় রজনী, ও প্রত্যেক সপ্তাহে লোকের ভিড় ও ঠেলাঠেলি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। তাই তখন মনোমোহনবাবু অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে অতুলবাবুকে কলিকাতা আসিতে পত্র দিলেন ও উপযুক্ত বেতন দিয়া নিযুক্ত করিলেন।

(এইখানেই পাণ্ডুলিপি শেষ হয়েছে। নাঃ সঃ)

"দশ মিনিটে নাট্যকলা"

(প্রথম অংশ)

বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় আধুনিক নাট্যকলা।

কলা বা Art কি ?

কথায় বলে "Life is short, but Art is long",—এই Art জিনিষটা কি এবং কেনই বা ইহাকে স্থায়ী সনাতন আখ্যা দেওয়া হয় ?

Art এর মূলগত অর্থ

"মনোরম সুরুচিপূর্ণ ব্যাপারে বিধিনিয়ম দ্বারা চালিত ও নিয়ন্ত্রিত মানবীয় কার্য্যকরী কুশলতা বা চাতুর্য্য ইংরাজীতে যাহাকে বলা যাইতে পারে—

"A practical human skill (as opposed to and at the same time an adaptation of skill" of nature), guided by rules, as applied to subjects of taste.

আরও একটু পরিষ্কার ভাবে বলিতে গেলে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের ব্যাপারাদির যথাযুক্ত মতে সুরুচি-সঙ্গত ভাবে প্রকাশের জন্ম যে ধ্যান বা স্বপ্ন বা যথার্থ আত্মনিবেদন বা প্রয়াস তাহাকেই Art বলা যাইতে পারে।

Ruskin বলেন—"High art consists in seeking throughout nature for whatsoever things are lovely, whatsoever things are pure."

কুৎসিতের উলঙ্গ চিত্র বিকাশ করাই উচ্চ কলা নহে, "এমন কিছু সামনে ধরতে হবে না যার দিকে চ হইতে দৃষ্টি লজ্জিত হ'য়ে ফিরে আসে, বিবেক সঙ্কুচিত হয় বা যাতে সুরুচির দৃষ্টান্ত খর্ব্ব হয়। যদ্বারা সমাজে দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া না হয় পরন্ত সমাজের মতিগতি কাল-ধর্ম্মের অনুযায়ী যথার্থ পথে ধাবিত হয় তাহাই প্রকৃত Art.

Art এর সার্থকতা

Art এর সার্থকতা লোককে আনন্দ দেওয়ায়—লোককে নিয়মাধীন হইতে শিক্ষা দেওয়ায়, যথার্থ মানুষ গড়ে তোলায়।

বিভিন্ন কলা Art

যথা কাব্য, চিত্রকলা, নাট্যকলা, নৃত্যকলা ইত্যাদি; একই কার্য্য করিয়া থাকেন—সার্থকতা একই—কিন্তু বিভিন্ন প্রকার অস্ত্রে বা উপায়ে—

কাব্য—মসী দ্বারা
চিত্রকলা—তুলিকা দ্বারা
নাট্যকলা—আবৃত্তি ও অবয়বের ভঙ্গী দ্বারা
নৃত্যকলা—চরণাদি যাবতীয় বহির্দেহকে সুর লয়-সঙ্গত বিচিত্র বিচিত্র ভঙ্গীতে চালনা দ্বারা।

"Life is short but Art is long"

গবেষণায় প্রবৃত্ত না হইয়া মোটামুটি ভাবে এতৎ সম্বন্ধে এইরূপ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, অবশ্য ইহার অন্যরূপ সুষ্ঠু ব্যাখ্যাও যে নাই তাহা নহে ;—

যদিও মানবাদি সৃষ্ট যাবতীয় বস্তুচয়ের বহির্দেহ ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসপ্রবণ, তথাপি সৃষ্টি-স্থিতির অন্তর্নিহিত underlying মূলসূত্রগুলি তথা, ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা তাহাদের প্রকাশের প্রচেষ্টা সনাতন ও অবিনশ্বর। কবি বলিয়া যাইতে পারেন, কিন্তু কবির অনুভূতি বা স্বপ্ন বা ধ্যান, spirit ও inspiration অবিনশ্বর। শরীরের ধ্বংস হইলেও যথার্থ কবির প্রেরণা বা যে কবি-কুশলতা তাঁহার কাব্যে প্রকাশ, বা যাহা তাঁহার Art, তাহা অবিনশ্বর। এক কবি Artএর উপাসনা করিয়া যে Production রাখিয়া গেলেন তৎপরবর্ত্তী ও সামসাময়িক তাহা হইতে inspiration এর বস্তু লাভ করেন এবং নব নব ভাবে নিজ কবি-স্বপ্নের সার্থকতার চিহ্ন রাখিয়া যান ; এইরূপ অনাদি অনন্ত-কাল চলিয়াছে ও চলিবে, Art এর ধ্বংস নাই। "Poets leave their souls on earth"—কবিগণ "double-lived"।

নাট্যকলা

নাট্যকলা বল্‌তে strictly অভিনয় বা নাটক বোঝায় না ; এরূপে কোন কোন পাশ্চাত্য মনীষীর (গর্ডন ক্রেগের) মত হইলেও আমরা ঐ মতের আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া (সময় ও সামর্থ্যের অভাব হেতু) বর্ত্তমান প্রবন্ধে নাট্যকলাকে loosely অভিনয়ের প্রতিশব্দ স্বরূপই ব্যবহার করিব।

অভিনয় সুন্দর কিসে হয়

ভাল নাট্যগ্রন্থ ও সুযোগ্য অভিনেতৃগণের সমাবেশে এবং তৎসঙ্গে দৃশ্য-পটাদির উৎকর্ষে ও বিনিয়োগ কৌশলে অভিনয় মনোরম হয়। ভাল নাটক নাট্যকারের উপর নির্ভর করে—নাট্যকারের চাই—(১) মানব-চরিত্রে অন্তর্দৃষ্টি ; (২) চরিত্র-ক্রমবিকাশের (development) কৌশল এবং (৩) বিভিন্ন বিভিন্ন ভাবের ঘাত প্রতিঘাতের চরিত্রের সুন্দর স্বাভাবিক পরিণতি দর্শাইবার দক্ষতা (৪) মনোহারী সংযত ও উপযুক্ত বাক্য বিন্যাস (৫) ছন্দের দিকে দৃষ্টি ইত্যাদি।

শ্রীব্রহ্মানন্দ নাগ

পুস্তক-সমালোচনা

সেপাই ঝোরা :—শ্রীবিনয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ১।০

এই বইএ 'সেপাই ঝোরা', 'দীক্ষা', 'বার-বেলা', 'লেপু-মামা' ও 'ব্যথা' এই পাঁচটী গল্প আছে। লেখকের এইখানি প্রথম বই প্রথম বইএর তুলনায় গল্পাংশ ও লিখন-ভঙ্গী উভয় দিক দিয়াই আশাপ্রদ বলে মনে হয়। এক গল্প অপর গল্পের উপর কোনো ছায়াপাত করে নাই—প্রত্যেকটীরই একটী মূলসূত্র আছে যাকে বর্ণনা ও ঘটনা দ্বারা পল্লবিত করে তোলা হয়েছে। বর্ণনার আতিশয্য ও ভাষার চাপেও গল্প চাপা পড়ে নাই। তবে দু' এক যায়গায় ভাষা আরো ঝরঝরে হওয়া দরকার ছিল।

নমো নটনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিফোন নং ৩০৪০—বড়বাজার।

শনিবার, ৭ই শ্রাবণ, ২৩শে জুলাই, রাত্রি ৭॥ টায়

১। সধবার একাদশী

নিমচাঁদ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

কাঞ্চন—শ্রীমতী চারুশীলা

২। কুজ ও দজ্জী

পরদিন রবিবার ম্যাটিনী, ৫ টায়

গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ সামাজিক নাটক

প্রফুল্ল

(মহাসমারোহে নবম অভিনয় রজনী)

যোগেশ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

রমেশ—ভূমেন রায় (এমেচার) সুরেশ—শ্রীশৈলেন্দ্র চৌধুরী

যাদব—শ্রীমতী প্রমীলা শিবনাথ—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস মদনঘোষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী পীতাম্বর—শ্রীশীতলচন্দ্র পাল

উমাসুন্দরী—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী জ্ঞানদা—শ্রীমতী চারুশীলা প্রফুল্ল—শ্রীমতী প্রভা জগমণি—শ্রীমতী সুশীলাবালা

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়। অভিনয়ান্তে মোটরবাস পাওয়া যাইবে

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্তৃক মুদ্রিত ও ২নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৪র্থ বর্ষ ১০ম সংখ্যা	সম্পাদক :— শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী	১৩ই শ্রাবণ ১৩৩৪

নাট্য-জগৎ



"নাট্যমন্দিরে" 'সধবার একাদশী' অভিনয় সুরু হওয়ার সঙ্গে আবার তার অশ্লীলতা নিয়ে কথা উঠেছে।

*

'সধবার একাদশী'যে অশ্লীল, তা স্বীকার না করলে সত্যকে অস্বীকার করা হয়। তাহ'লেও আমরা এই নাটক খানির অভিনয় দেখতে চাই! কেন, তা পরে বলছি।

*

এর অশ্লীলতার স্বপক্ষে অনেকের একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস আছে। তাঁরা বলেন, 'যে-যুগে 'সধবার একাদশী'র জন্ম, সে-যুগে অশ্লীলতাই ছিল স্বাভাবিক এবং এজন্যে দীনবন্ধুকে নিন্দা করা যায় না'।

*

কিন্তু যে-যুগে 'সধবার একাদশী'র জন্ম, অশ্লীলতার জন্যে সে-যুগেও নাটক-খানি যে বাহবা পায় নি তার প্রমাণ আছে। এমন-কি নাট্যকার স্বয়ং অশ্লীলতার জন্যে নাটকখানি কিছুকাল প্রচার করতে পারেন নি।

*

দীনবন্ধুর সমসাময়িক সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র পর্য্যন্ত 'সধবার একাদশী'র অশ্লীলতাকে একটা "অসাধারণ দোষ" ব'লে মেনেছেন। সুতরাং এর অশ্লীলতাকে যুগধর্ম্ম বলবার কোন উপায়ই নেই। ভারতচন্দ্র বা গুপ্তকবির বিশেষত্ব দীনবন্ধুর যুগে ছিল না।

*

কিন্তু অশ্লীল ব'লে 'সধবার একাদশী'কে ত্যাগ করলে এর নাটকত্বও ত্যাগ করতে হয়। নিমচাঁদ, অটল, রামমাণিক্য, কেনারাম ও ভোলা—এগুলি সুধু জ্যান্ত চরিত্র নয়, বাংলা সাহিত্যে এগুলি হচ্ছে তুলনাহীন সৃষ্টি! এদের জন্যে 'সধবার একাদশী'কে আমরা চিরকাল জীইয়ে রাখতে বাধ্য।

*

কেবল বাংলা সাহিত্যে নয়, এক কারণে বাংলা রঙ্গালয়েও 'সধবার একাদশী'র নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ধরতে গেলে, এই নাটকের উপরেই বাংলা রঙ্গালয়ের আসল বনিয়াদ খাড়া করা হয়।

*

বাংলা রঙ্গালয় যাঁরা স্থাপন করেছিলেন তাঁরা ধনী ছিলেন না। এমন-কি অভিনেতাদের সাজপোষাক তৈরি করাবার টাকার অভাবে তাঁরা অনেক সময়ে অভিনয়ই করতে পারতেন না। তাই দীনবন্ধুকে "শাস্তি কি শান্তি" উৎসর্গ করবার সময়ে গিরিশচন্দ্র এই কথাগুলি লিখেছিলেন :—

*

"আপনার সমাজচিত্র "সধবার একাদশী"তে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় নাই। সেই জন্য সম্পত্তিহীন যুবকবৃন্দ মিলিয়া "সধবার একাদশী" অভিনয় করিতে সক্ষম হয়। মহাশয়ের নাটক যদি না থাকিত, এই সকল যুবক মিলিয়া "ন্যাসন্যাল থিয়েটার" স্থাপন করিতে সাহস করিত না। সেই নিমিত্ত আপনাকে রঙ্গালয়স্রষ্টা বলিয়া নমস্কার করি।"

*

বাগবাজারের স্বর্গীয় প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়ীতে, ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে "সধবার একাদশী" সর্ব্বপ্রথমে অভিনীত হয়। এই নাটকের সাতবার অভিনয়ের পরেই শ্যামবাজারের স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল পালের আবাসে প্রথম স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করা হয়। অভিনেতাদের কেউ আর ইহলোকে নেই।

*

প্রথম অভিনয়ের ভূমিকালিপি এই :—নিমচাঁদ—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। কেনারাম—অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। অটল—নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। জীবনচন্দ্র—ঈশানচন্দ্র নিয়োগী। রামমাণিক্য—রাধামাধব কর। নকুড়—মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সৌদামিনী—মহেন্দ্রনাথ দাস। কাঞ্চন—নন্দলাল ঘোষ। কুমুদিনী—অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)। নটী—নগেন্দ্রনাথ পাল।

*

'নাট্যমন্দিরে' নিমচাঁদের ভূমিকায় নেমেছিলেন শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড় এবং এই ভূমিকার অভিনয়ে তিনি তাঁর প্রতিভার একটি না-দেখা দিককে সকলের সামনে প্রকাশ করেছেন।

*

এতদিন মুরুব্বি সমালোচকদের মুখে ক্রমাগতই শুনে আসছিলুম যে, 'শিশির-কুমার সু-অভিনেতা বটে, কিন্তু তিনি চৌকস অভিনেতা নন। কারণ তিনি সামাজিক ও হাস্যরসপ্রধান নাটকে অভিনয় করেন নি!'

*

কিন্তু উপর-উপরি দুইখানি সামাজিক নাটকে, অন্যোন্যবিরোধী দুটি কঠিন ভূমিকায় অভিনয়ে তিনি যে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা কেবল অপূর্ব্ব ও বিচিত্র নয়, বিস্ময়করও বটে! এবং বিভিন্ন ভূমিকায় তিনি নিজের অভিনয়-ভঙ্গীকে কতখানি বদ্‌লে ফেলতে পারেন, তাও একটা লক্ষ্য করবার বিষয়।

*

নিমচাঁদের মধ্যে হাস্যরস যথেষ্ট আছে এবং সেইসঙ্গে আছে চিন্তাশীলতার সূক্ষ্ম ধারা। তার মত্ততার প্রলাপ একসঙ্গে হাসায় এবং ভাবায়। সাধারণ হাসির ভূমিকার মত এই ভূমিকায় অভিনয় করা তাই মোটেই সহজ নয়।

*

কিন্তু কাঠিন্য ও বন্ধনের মধ্যেই তো আসল কলাবিদের মুক্তি! শিশির-কুমারের নিমচাঁদের অভিনয় দেখলে সকলে বুঝতে পারবেন যে, প্রতিভার মায়া-স্পর্শে একটি বহু-পুরাতন ভূমিকাও কতটা নূতন, জীবন্ত ও চিত্তগ্রাহী হয়ে ওঠে!

*

নিমচাঁদের ভূমিকার একটা প্রধান উপভোগ্য বিশেষত্ব হচ্ছে তার বচনগুলি। আমরা এর আগে অনেকবার লক্ষ্য ক'রে দেখেছি, কেবলমাত্র এই বচনগুলি ভালো ক'রে আবৃত্তি করতে না পারার দরুণ সমস্ত ভূমিকাটি প্রায় মাঠে মারা গেছে! কিন্তু শিশিরকুমারের মুখ দিয়ে নিমচাঁদের প্রত্যেকটি বচন ফুটে উঠছিল এক-একটি হীরার টুকরার মত!

*

নিমচাঁদের অচেতন মাতলামি ও সচেতন রসনিপুণতা এবং অধঃপতনের মধ্যেও তার আত্মসম্মানজ্ঞান—এগুলি শিশিরকুমারের অভিনয়গুণে উচিতমত উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। বলা বাহুল্য, নিমচাঁদের ভূমিকায় যাঁরা শিশির-কুমারকে দেখবেন, তাঁরা কখনো এ অভিনয় ভুলতে পারবেন না।

*

রামমাণিক্যের ভূমিকা নিয়েছেন শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য। বেশী বাক্য ব্যয় না ক'রে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, এর আগে 'সধবার একাদশী'র আর কোন অভিনয়ে আমরা এতটা-জীবন্ত রামমাণিক্যের সাক্ষাৎ পাই নি। সাবাস মনোরঞ্জনবাবু!

*

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'কেনারাম'—এক কথায়, চমৎকার! 'ঘটিরাম ডেপুটি'র যে ছবিটি আমাদের মনের ভিতরে লুকানো ছিল যোগেশবাবু ঠিক সেইটিকেই যেন রঙ্গমঞ্চের উপরে এনে প্রকাশ করেছেন।

*

অটলের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র চৌধুরী সেকেলে ধনী-পরিবারের আদুরে, বয়াটে ও মূর্খ যুবকের আসল রূপটি হুবহু ফুটিয়ে তুলেছেন। এই নবীন নটের উত্তরোত্তর উন্নতি দেখে আমাদের মনে আশার সঞ্চার হচ্ছে।

*

ভোলার অঙ্গসজ্জা এবং অভিনয় দুই-ই উপভোগ্য,—চর্চ্চা রাখলে এই ভূমিকার তরুণ অভিনেতাও যশস্বী হ'তে পারবেন। জীবনচন্দ্র, গোকুলচন্দ্র, নকুলেশ্বর, বৈদিক ও রামধনের ভূমিকাতেও যথাক্রমে শীতলবাবু, হীরালালবাবু, গোপালবাবু, নৃপেশবাবু ও কানাইবাবু উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন।

*

এ নাটকে কাঞ্চন ছাড়া অন্য অন্য স্ত্রী-চরিত্র অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার। কিন্তু ওরই মধ্যে শ্রীমতী প্রভা কুমুদিনীর ভূমিকায় বিশেষ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। সৌদামিনীর ভূমিকায় শ্রীমতী ঊষার অভিনয়ও বেশ! শ্রীমতী হরিসুন্দরীর "গিন্নি"ও মন্দ না।

*

শ্রীমতী চারুশীলা নিয়েছেন কাঞ্চনের ভূমিকা। এ ভূমিকায় তাঁর অভিনয়কে ম্লান করতে পারে, বাংলা রঙ্গালয়ে এমন নটী এখন বোধ আর দ্বিতীয় নেই। খালি অভিনয় নয়, তাঁর রং ঢং ও নাচের মাধুরী দেখলে শুকনো কাঠেও রসের ফুল ফুটে উঠবে! আমরা মোহিত হয়েছি।

*

'নাট্যমন্দিরে'র 'সধবার একাদশী' একরকম নিখুঁৎ হয়েছে বললেও অত্যুক্তি হবে না। বাস্তবিক, আজকাল একখানিমাত্র নাটকে একসঙ্গে এতগুলি ভূমিকাভিনয়ের প্রশংসা করবার সুযোগ আমাদের ভাগ্যে প্রায়ই ঘ'টে ওঠে না!

*

জর্জ্জ মেরিডিথ যখন "An Essay on Comedy" নামক পুস্তকে লিখেছিলেন "The English public have the basis of the comic in them: an esteem for common sense."—মিঃ বার্ণার্ড শ' তখন এ উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন।

*

বিলাতী জনসাধারণের মতিগতির কথা বলতে পারি না; কিন্তু বাঙালী জনসাধারণের স্বপক্ষে এইটুকু বলতে পারি যে, বাংলা সাহিত্যের আদি যুগ থেকে এখন পর্য্যন্ত তারা হাস্যরসকে বরাবর আমোল দিয়ে এসেছে এবং এখানে বার্ণার্ড শ' কথিত bond of common nonsenseএর দ্বারা তাদের রসগ্রহণ-শক্তি মোটেই আড়ষ্ট হয়ে পড়ে নি। তাই 'সধবার একাদশী' ও 'বিবাহ-বিভ্রাটে'র মত পুরাতন নাটক থেকেও এখনো তারা নূতন রসগ্রহণ করতে পারে।

*

শুনছি, আসছে হপ্তাতেই 'নাট্যমন্দিরে' একখানি নূতন নাটকের অভিনয় সুরু হবে। সুসংবাদ!

*

জল ম'রে গেলে দুধ যেমন হয়, 'নাট্যমন্দিরে'র 'প্রফুল্লে'র অভিনয় এখন ঠিক তেমনি জ'মে উঠেছে! গত সপ্তাহে যোগেশের অভিনয় হয়েছিল অসাধারণের মধ্যেও অসাধারণ!

*

আর্ট-থিয়েটার-কোম্পানী তাঁদের দুই রঙ্গালয়ে দুখানি পুরাতন নাটকের পুনরভিনয়ের আয়োজন করেছেন—ক্ষীরোদপ্রসাদের 'অশোক' ও গিরিশচন্দ্রের 'শঙ্করাচার্য্য'।

*

ক্ষীরোদপ্রসাদের 'অশোক' যখন আন্দাজ উনিশ-কুড়ি বৎসর আগে 'কোহিনূর থিয়েটারে' অভিনীত হয়, তখনই আমাদের তা দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। এবং অশোকের ভূমিকায় দানীবাবু যে সুন্দর অভিনয় করেছিলেন আমরা এখনো তা ভুলতে পারি নি।

*

নিবিড় বনের ভিতরে একটি দৃশ্যে ক্ষুধায় উন্মত্ত অশোক অন্ধের কাছ থেকে খাবার কেড়ে নিয়েছিলেন। দানীবাবুর তখনকার মুখভঙ্গী এখনো আমাদের মনে আছে, ছবির মত!

*

সে অভিনয়ে আর এক নবীনা অভিনেত্রীর বিকাশোন্মুখ প্রতিভা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম। বোধহয় তাঁর নাম শ্রীমতী প্রমদা। তিনি কোথায় গেলেন?

*

সেকালের মিনার্ভা থিয়েটারে "শঙ্করাচার্য্যে"রও প্রথম অভিনয়-রাত্রে আমরা উপস্থিত ছিলুম। দেখা যাক্ নবযুগে 'শঙ্করাচার্য্যের'র অভিনয় কতটা উন্নত হয়!

*

অবশ্য, ক্রমোন্নতি জগতের বিধান হ'লেও আর্ট যে যুগে যুগে অধিকতর উন্নত হয়ে ওঠে, এ বিশ্বাস আমাদের নেই। অন্তত এটা সাধারণ নিয়ম নয়। যুগে যুগে সে অধিকতর বিচিত্র হ'তে পারে, কিন্তু তার উন্নতি নিশ্চিত বলতে পারি না।

*

কালিদাস, চণ্ডীদাস, ব্যাস, বাল্মীকি, সেক্সপিয়ার, রবীন্দ্রনাথ, ভিক্টর হুগো, ওয়াগনার, বীথোভেন, তানসেন, ফিডিয়াস বা র‍্যাফেল—এই যে সব নানা বিভাগের কলাবিদ, প্রাচীন হ'লেও এঁদের মাথা সকলের মাথার উপরেই থাকবে।

*

নাট্য-জগতেও তাই। নব যুগের কোলাহল এখনো সেকালের গিরিশ ও অর্দ্ধেন্দুর পায়ের তলায় নির্বিষ সর্পের মত মাথা নত করতে বাধ্য। নবযুগে যে গত যুগের চেয়ে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সংখ্যা বেড়েছে, এ-কথাও আমরা মানতে বাধ্য নই। বর্ত্তমান যুগের অভিনয় অধিকতর বিচিত্র হয়ে উঠছে—এইমাত্র।

*

বরং নাট্য-সাহিত্যের দিক দিয়ে বর্ত্তমান যুগ যে কত-বেশী গরিব হয়ে পড়েছে তার প্রমাণ আর না দিলেও চলে! দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, ও ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটক থেকে আমরা এখন দোষ বার করতে পারি অসংখ্য, কিন্তু তাঁদের সমকক্ষ হবার স্পর্দ্ধা রাখেন এমন একজন নাট্যকারের নামও আমাদের মনে হয় না কেন?

*

'মনোমোহন থিয়েটারে' 'শ্রীরামচন্দ্রের' অভিনয় এখন পরিবর্ত্তিত ও পরিমার্জ্জিত হয়েছে। আমাদের মতে "শ্রীরামচন্দ্র" নাটকে এখনো কয়েক স্থানে পরিবর্জ্জন অত্যন্ত দরকার। রস তা'হলে জমাট বাঁধবে।

*

শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী সীতার ভূমিকায় যশ অর্জ্জন করেছেন দেখে সুখী হলুম। ঐ ভূমিকায় তিনি যে-রকম অভিনয় করেন, তাঁর মত নবীনা অভিনেত্রীর পক্ষে বাস্তবিকই তা সুখ্যাতির কথা।

*

শ্রীমতী তারাসুন্দরী কি আর কোন নূতন নাটকের নূতন ভূমিকায় আত্ম-প্রকাশ করবেন না? আমরা যে অপেক্ষা ক'রে আছি! তাঁর সঙ্গে এক নাটকে আমরা শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীকেও দেখতে চাই!

*

কানে কানে কে ব'লে গেলেন, 'মিনার্ভা থিয়েটারে' অমৃতলালের 'যাজ্ঞসেনী'র অভিনয় হবার সম্ভাবনা এখনো আছে! এবং মাঝে মাঝে মহলাও নাকি হচ্ছে! সত্যি?

*

কিন্তু তাঁদের 'বলিদানে'র খবর কি? অভিনয় হোক আর নাইই হোক্ প্রাচীরপত্র প্রচার করা আজকাল কি একটা রীতি হয়ে দাঁড়াল? ক্রমাভিব্যক্তির নিয়ম অনুসারে ভবিষ্যতে বাঙালী দর্শক কি অভিনয় দেখবে রাজপথে, প্রাচীরগাত্রে?

*

গুজব, শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র ও শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কলিকাতায় একটি নূতন বায়োস্কোপের দল গড়বার চেষ্টায় আছেন। তাঁদের চেষ্টা সফল হ'লে সুখী হব।

গান

শ্রবণ ভরা শ্রাবণ সুরে
তপন-হারা ভুবন ঝুরে,
ওগো দোসর, মেঘের ছায়া
বাদল-ধারা-নূপুর-পরা—
শ্রবণ আজি শ্রাবণ-ভরা।

*

স্বপন জাগে বেণুর বনে
চপল চাঁপা-রেণুর সনে!
পবন কাঁদে কানন-প্যারে—
কোকিল-বধূ কূজন-হরা—
শ্রবণ আজি শ্রাবণ-ভরা।

*

এস পীতম, আমার ঘরে
জ্বালাও দুটি আঁখির বাতি,
একলা আমি থাকবো না গো,
সামনে আসে মেঘলা রাতি!

*

শোনো শাঙন-গানের পালা,
দিলাম সঁপে প্রাণের ডালা,
আঁধার হ'লে আকাশ-ধরা
অধর দেবে তোমায় ধরা—
শ্রবণ আজি শ্রাবণ-ভরা।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী এলেন্ টেরী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

জীবনের মধ্যে মানুষ যখন প্রথম ব্যথা পায়, তখন সে খুবই কাতর হ'য়ে পড়ে !···কিন্তু, ছুদিন পরেই আবার নিজেকে সাম্‌লে নেয় !···

এইটাই জগতের নিয়ম !···

অপ্রত্যাশিত ভাবে স্বামী-বিচ্ছেদ-ব্যথা পেয়ে, এলেন-ও প্রথম খুব কাতর হ'য়ে প'ড়লেন। শেষে, কিন্তু নিজেকে অনেকটা শান্ত ক'রে তুললেন !··· আজন্মের সাধনা-মন্দির পুণ্য রঙ্গপীঠকে আবার তখন তাঁর মনে প'ড়ে গেল !··· তার পর থেকে, দর্শকের দল আবার তাদের "অভিনেত্রী এলেনকে" ফিরে পেলে !···১৮৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসের সে এক কুহেলী-ঘন রাত্রি !··· এলেন তখন বিখ্যাত নট হেন্‌রী আর্ভিংয়ের সঙ্গে প্রথম অভিনয় করেন !··· অভিনেয় নাটকটী ছিল--গ্যারিকের অনুবাদিত—"The Taming of the Shrew." এতে তিনি—Katherineএর, এবং আর্ভিং Petruchioর ভূমিকা অভিনয় ক'রেছিলেন !···

তিনি ব'লতেন যে, আর্ভিং যেন একটী অদ্ভুত মানুষ !···সমস্তখনই তাঁর কাছে কাজ আর কাজ লেগেই আছে !···কতবার তিনি আহার না ক'রে দোকানের উদ্দেশ্যে ছুটতেন,—কতকগুলি বই অথবা অন্য কিছু কিনবার জন্য, যার সাহায্যে তিনি ষ্টেজের উন্নতি ক'রতে পারবেন !···

একবার তিনি এক এয়া লম্বা তরবারী কিনে এনে হাজির !···'হাতল্‌টী' তার উজ্জ্বল ছিল—কতকগুলি বিবিধ পাথরের দ্বারা !···রোজ রাত্রে শোবার সময় তিনি সেটীকে নিজের শয্যার পাশে রেখে দিতেন !···আর থেকে' থেকে' ঘুম থেকে উঠে, 'দেশলাইয়ে'র কাটী জেলে সেটীকে দেখতেন; বা, কখনও কখনও সেটাকে তুলে, গভীর প্রীতিতে হাতে ক'রে ঘোরাতেন !—

খেয়ালী আর কাকে বলে !···

আর্ভিংয়ের সঙ্গে "The Taming of the Shrew" নাটকে অভিনয় করবার পর এলেন—"The Household Fairy"—নামে আর একটী নাটকে ভূমিকা গ্রহণ করেন !···এর পর দীর্ঘ ছয় বৎসরের জন্য তিনি রঙ্গালয় হ'তে অবসর গ্রহণ করেন !...তখন তাঁর বয়স ছিল একুশ বৎসর !···

১৮৭৪ সালে New Qunen's থিয়েটারে ফিলিপা রূপে আবার তিনি দর্শকদের সানন্দ সাক্ষাৎ দেন !···তার পর তিনি "কোর্ট" থিয়েটারে 'অলিভিয়া'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হন্ !···

এই সময়ে তাঁর লণ্ডনের ভাড়াটিয়া বাড়ীতে একটী দুর্ঘটনা ঘ'টলো !

তাঁর গৃহকর্ত্রী থাকতেন সেই বাড়ীতেই !···

একদিন হঠাৎ রাত্তির বেলায় উক্ত কর্ত্রীর কতকগুলি বহুমূল্য অলঙ্কার চোরের দ্বারা অপহৃত হয় !.. কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তার জন্য 'টান' এসে প'ড়লো নির্দ্দোষ এলেনেরই উপর !···বন্ধুদের (?) একান্ত অনুগ্রহে তাঁকে তখন সে বাড়ী ছেড়ে দিয়ে, তবে নিজের মান বাঁচাতে হ'লো !···এই ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত মর্ম্ম-বিদ্ধ হ'লেন !···কিন্তু সেই সময়ে স্নেহময়ী জননীর মত একজন এসে তাঁকে প্রবুদ্ধ ক'রলেন !···তিনি ছিলেন লণ্ডন রঙ্গালয়ের সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী, Prince of Wales's Theatre এর সুযোগ্য পরিচালিকা মিসেস্ ব্যান্‌ক্রফ্‌ট্ !···

সান্ত্বনার সুশান্ত বাণীতে এলেনকে পরিতুষ্ট ক'রে, তিনি তাঁকে তাঁদের থিয়েটারে আসবার জন্য প্রস্তাব করলেন !···

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মত পুণ্যকণ্ঠের এই অনুরোধ শুনে, ব্যান্‌ক্রফ্‌টের দলে যেতে এলেন আর দ্বিধা ক'রলেন না !···

এর পর প্রিন্স অফ্ ওয়েল্‌সের থিয়েটারে "ভেনিসের বণিক" নাটক খোলা হ'লো !···এলেন তাতে পেলেন "পোর্সিয়া"র ভূমিকা !···এ হচ্ছে ১৮৭৫ সালের ঘটনা !...

এর এক বছর পরে ব্যান্‌ক্রফ্‌ট-দম্পতী মিসেস্ কেণ্ড্যাল্‌কে পোর্সিয়ার ভূমিকা দিলেন !...এ-দেওয়ার মধ্যে তাঁদের একটা বিশিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল !... সে উদ্দেশ্য—দুইজনার বিভিন্ন প্রকারের "পোর্সিয়া-প্রতিযোগিতা"-জনিত আকর্ষিত দর্শকদের পকেট-হ'তে-পড়া সিন্ধুক-ভরা অর্থের দিকেই নিবদ্ধ ছিল !···যাই হোক্, উক্ত প্রতিযোগিতায় এলেনই জয়-মাল্য উপহার পেয়ে ছিলেন !···সামাজিক নাটকে কিন্তু মিসেস্ কেণ্ড্যালের কাছে এলেনকে সব সময়েরই পরাজয় স্বীকার ক'র্‌তে হ'য়েছিল !

একবার তাঁরা দুজনে "The Merry Wives of Windsor" নাটকে, যথাক্রমে মিষ্ট্রেস্ ফোর্ড এবং মিষ্ট্রেস্ 'পেজে'র ভূমিকা নিয়ে অভিনয় করেন !··· সেই অভিনয় দেখে এক আমেরিকান দৈনিক পত্র—প্রায় পাঁচ ইঞ্চি লম্বা হরফে লিখেছিল :—"এলেন তার আ-জন্মের শত্রুর সঙ্গে অভিনয় ক'রছে !"···কিন্তু বাস্তবপক্ষে, এলেন আর মিসেস্ কেণ্ড্যালের মধ্যে বিদ্বেষ-ভাব কখনও ছিল না !···

ছয় প্রকারের বিভিন্ন অনুপ্রেরণায় এলেন পোর্সিয়ার ভূমিকাকে গৌরবান্বিত ক'রেছিলেন !···'পোর্শিয়ার' পর তিনি--Pauline, Clara, Douglas, Mabel Vane এবং Blanche Hayes এর ভূমিকায় অভিনয় ক'রেছিলেন !··· এক বৎসরের জন্য ব্যান্‌ক্রফ্‌ট্ থিয়েটারে অবস্থান করবার সময়, এই গুলিই ছিল তাঁর প্রধান ভূমিকা !···

এই সময়ে মিঃ Hareএর পরিচালনায় Lycium থিয়েটার খুব জোর চ'ল্‌ছিল !···Henry তখন Queen Mary নাটকে রাজা-ফিলিপের ভূমিকা অভিনয় ক'রছিলেন !...

তাঁর তখন কী খ্যাতি !···

Phillipএর পর তিনি হ্যামলেটের ভূমিকা নিয়ে নামলেন !···

এলেন তাঁর হ্যামলেটের অভিনয় দেখে এসে খুব প্রীত হ'লেন !···

এর পূর্ব্বে বহুবার তিনি বহু লোকের দ্বারা অভিনীত হ্যামলেট্ দেখে-ছিলেন।···Flechter, Charles Kean, Rossi, Frederick Haas, Forbes Robertson এবং গর্ডন্ ক্রেগ এই ভূমিকাটী নিয়ে কতবার অভিনয়

ক'রেছিলেন!…কিন্তু, তুলনা ক'রতে গেলে, তাদের হ্যামলেট যেন হেন্‌রীর নতুন হ্যামলেটের কাছে ম্লান হ'য়েই প'ড়েছিল!…

হেন্‌রী দিয়েছিলেন—তাঁর হ্যামলেটে এক নতুন রূপ, নতুন অনুপ্রেরণা এবং নতুন জীবন!…তাঁর হ্যামলেট দর্শকদের কাছে অনুগ্রহভিক্ষা ক'রতো না!… বরং দর্শকরা নিজেই আকর্ষিত হ'য়ে এসে তাঁর হ্যামলেটের কাছে তাদের শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিয়ে যেতো!…

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, টেনিসনের মত অত বড় একজন কবি আর্টিষ্ট ব'লতেন যে, হেন্‌রীর 'হ্যামলেট' সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নয়!…

তাঁর মুখ থেকে এই রকম অরসিকের মত কথা শুনে, এলেন অত্যন্ত বিস্মিত হ'য়েছিলেন!…এর কিছুদিন পরেই, এলেন চ'লে এলেন আভিংয়ের দলে!…

সেখানে তিনি প্রথমেই 'ওফেলিয়া'র ভূমিকা পান!…

তখন থিয়েটারের মঞ্চ-সজ্জার বড়ই দৈন্য ছিল!…পর্দ্দার দৃশ্যগুলি ছিল খুবই সাধারণ!…তারপর যে পোষাক প'রে হেন্‌রী হ্যামলেটের অভিনয় ক'রতেন, তার দাম ছিল মোটে ২ পাউণ্ড (৩০ টাকা), এবং এলেনের "ওফেলিয়া"-পোষাকের প্রতি গজের মূল্য ছিল দুই শিলিং (দেড় টাকা)। এর পর "লিসিয়ামে" New men and Old Acres" নামে একটা নাটক খোলা হ'লো!…এলেন তাতে নিয়েছিলেন—Lillian Vavasourএর ভূমিকা!…এই নাটকটী অনেকদিন পর্য্যন্ত চ'লেছিল, এবং এর দ্বারা আয় হ'য়েছিল—৩০,০০০ পাউণ্ড!

এর পর সেখানে "অলিভিয়া" অভিনীত হয়!…এই সময়ে হেন্‌রী Lyciumএর পরিচালক হন!…

হেন্‌রীর সঙ্গে 'ওফেলিয়ার' ভূমিকা গ্রহণ ক'রে, এলেন প্রথমে বড় মুস্কিলে প'ড়েছিলেন!…'ওফেলিয়ার' উন্মত্ত ভাবকে তিনি কিছুতেই আয়ত্তে আনতে পারছিলেন না!…তখন তিনি তাঁর পূর্ব্ব অভিনেত্রীদের মত-পাগলা গারদ দেখতে গেলেন, সেখানে যেতেই, প্রথমে তাঁর দৃষ্টি প'ড়লো—একটা মেয়ের ওপর!…তার বয়স খুব বেশী নয়!…সে তখন দাঁড়িয়েছিল—কী যেন এক আনমনা ভাব নিয়ে!…মুখটী তার কত করুণ—যেন কী এক গোপন ব্যথা সদাই গুমরে গুমরে উঠ্‌ছে তার বুকের মধ্যে!…অথচ ওইতেই তাকে কত সুন্দর দেখাচ্ছে!…হঠাৎ সে কাতর একটা আর্ত্তনাদ ক'রে শুয়ে প'ড়লো—মেঝের উপর!…

আর এক জায়গায় এলেন দেখলেন, শুকনো চুলে রুক্ষ মূর্ত্তি নিয়ে—অপ্রকৃতিস্থা একটা মেয়ে উচ্চকণ্ঠে হাসছে!…তার সে হাসির যেন বিরাম নেই!…

পাগলা গারদের করুণ এই দৃশ্যগুলি দেখে, এলেন যা-অভিজ্ঞতা পেয়েছিলেন, অভিনয়ের সময়ে ওফেলিয়াকে তা' গৌরবান্বিত ক'রে তুলেছিল!… ১৮৭৮ সাল হ'তে ১৮৮৭ সালের মধ্যে লিসিয়াম থিয়েটারে নিম্নলিখিত নাটকগুলি অভিনীত হ'য়েছিল:—

Hamlet; The Lady of the Lyons; Engene Aram; Charles I; The Merchant of Venice; Iolanthe; The Cup; The Belle's Stratagem; Othello; Romeo and Juliet, Much Ado About Nothing; Twelfth Night; Olivia; Faust; Raising the Wind; এবং The Amber Heart.

The Merchant of Venice নাটকে পোর্সিয়ায় ভূমিকায় এলেনের অভিনয় হ'য়েছিল অতি সুন্দর!…এমন কি, চারিদিকে এইরকম প্রচার হ'য়ে গিয়েছিল যে, তাঁর পোর্সিয়া—"প্রিন্স অফ্ ওয়েল্‌সের" থিয়েটারের চেয়ে, "লিসিয়ামে" হয়েছিল অধিকতর উপভোগ্য!…

কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশতঃ Blackwood নামে Londonএর একটা সাময়িক পত্র তাঁকে দোষ দিয়ে লিখেছিল যে, ব্যাসানিয়ো পোর্সিয়ার চিত্তকে জয় করবার পূর্ব্বেই, পোর্সিয়া কেন ব্যাসানিয়োকে ভালবেসেছিল?…

এলেন ব'লেছিলেন যে, এই প্রকারের সমালোচনা শুধুই নির্ব্বুদ্ধিতার

পরিচায়ক মাত্র !...কারণ, ব্যাসানিয়ো তার অন্তরের ইচ্ছা প্রকাশ করবার পূর্ব্বেই, সেক্‌স্‌পীয়ার পোর্সিয়াকে দিয়ে বলাচ্ছেন :—

"আমার জীবনের অর্দ্ধেটুকু তোমার !
বাকী টুকুও তোমার! ...সবটাই শুধু
তোম র—তোমার !"...

এলেনের "পোর্সিয়া" অভিনয় দেখে, ডাক্তার ফার্নিভ্যাল্ নামে একটী উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি তাঁর কাছে এক প্রশংসাপত্র পাঠিয়েছিলেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন :—

"নতুন—সেক্সপীয়ার-সঙ্ঘের একজন প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক-রূপে—আমি তোমার "পোর্সিয়া"-অভিনয়ের সাফল্য দেখে, আমার আন্তরিক ধন্যবাদ তোমাকে জানাচ্ছি !...'আমাদের কবি'র পোর্সিয়ার যে ব্যক্তিত্ব তুমি ফুটিয়েছিলে, আমি সানন্দে তা কাল রাত্তিরে দেখে এসেছি !...ওই চরিত্রের দিক দিয়ে তুমি এক নতুন আলোর সন্ধান এনে দিয়েছিলে আমার কাছে !... সমালোচকের চক্ষু এতদিন যেখানে অন্ধ ছিল, তোমার প্রতিভার আলো সেখানে জেলে, একটী নিখুঁত ছবি চিরজন্মের মত তুমি আমার স্মৃতি-পটে এঁকে রেখে দিয়েছ !...সেক্সপীয়ারের নতুন সংস্করণে এই ব্যাপারটী আমি লিখে দিতে ইচ্ছা করি !"...

"লিসিয়াম" থিয়েটারে "ভেনিসের বণিক" নাটকখানি উপর্য্যুপরি আড়াইশো রাত্তির ধ'রে চ'লেছিল !...

ক্রমশঃ
শ্রীভারতকুমার বসু

—

বর্ত্তমান যুগের দেশীয় নাটক

বড়ই দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান যুগে আমাদের দেশে আর যেন পূর্ব্ব-যুগের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নাটকের সৃষ্টি হইতেছে না। ইহাতে কি মনে করিব ? মানুষের অন্তর্দৃষ্টি কমিয়া যাইতেছে, ইহাই নহে কি ?

নাটকের কার্য্য ও সার্থকতা

অভিনেতা সম্বন্ধে বক্তব্য প্রবন্ধ-শেষে বলা যাইবে, তৎপূর্ব্বে নাটকের কার্য্য ও সার্থকতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। বহির্জ্জগতের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুনিচয়ের সংস্পর্শে আমাদের অন্তর্জ্জগতের বৃত্তিনিচয় স্পন্দন পাইয়া থাকে এবং অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগৎ একের ডাকে অন্যে সাড়া দিয়া থাকে, উভয়ের inter-dependence ও এরূপ ভাবে উভয়ে inter-related। বহিঃপ্রকৃতির সংস্রবে আসিয়া অন্তঃপ্রকৃতিতে যে বিরুদ্ধ বিরুদ্ধ ভাবের ঘাতপ্রতিঘাত হয় তাহার সমাবেশ ও সমন্বয় চিত্রিত করা অথবা অবস্থাভেদে ও স্থলভেদে মানব-প্রকৃতির যে বিভিন্ন বিভিন্ন ভাব সকল বাহিরে প্রকাশ হয়, তাহা faithfully চিত্রিত করাই নাটকের কার্য্য —"Truth is beauty, beauty is Truth"— "সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম"।

চিত্র যত স্বাভাবিক হয় বা true to nature হয়, ততই তাহা সজীব, ততই তাহা সুন্দর, True to life.

ইহা দ্বারা যেন এরূপ বুঝা না হয় যে যাহা দেখিয়া শুনিয়া থাকি তাহাকে colourless ভাবে সাজানই নাট্যকলার কার্য্য ; প্রকৃত প্রস্তাবে colour দেওয়া কার্য্যটিই প্রকৃত শিল্পীর কার্য্য। রং ফলানই নাট্যকারের বিশিষ্টতা ; এরূপ ভাবে রং ফলান চাই যেন তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র "as it natural" বলিয়া মনে হয়, বাস্তবের সহিত কাব্যের সংমিশ্রণ ফলেই নাটকীয় চরিত্রের সৃষ্টি, ক্রমবিকাশ ও পরিণতি। বহির্জ্জগতের সৃষ্ট বস্তুকে কাঁচের পরকলায় বসাইয়া দেওয়া artএর সার্থকতা নহে, তাহাকে সজীব ভাবে কাঁচের পরকলায় canvasএর উপর চিত্রিত করাই artএর কার্য্য ও সার্থকতা। Background ভেদে ছবি বিভিন্ন হয়।

নাটকীয় উপাদান

(১) ক্রিয়া বা action ইহাই নাটকের soul বা আত্মা —
(২) বাক্য বা আবৃত্তি বা oration—ইহা নাটকের দেহ
(৩) দৃশ্যপটের রেখা ও রং—ইহা অভিনয়ের হৃদ্‌পিণ্ড
(৪) নৃত্যগীত—ইহা নাটকের ছন্দ

"দশ মিনিটে নাট্যকলা"

(দ্বিতীয় অংশ)

Shakespeare

Shakespeare যথার্থ creator ছিলেন ; তাঁহাকে myriad-minded বলা হইত ;—চরিত্রের বনিয়াদ পত্তন হইতে আরম্ভ করিয়া, তাহার ক্রমবিকাশ ও পরিণতি এরূপ ভাবে দেখাইয়াছেন যে তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি মানবের সৃষ্ট না হইয়া ভগবানের সৃষ্ট বলিয়া স্বতঃই মনে হয়। বনিয়াদের দৃষ্টান্ত স্থলে, King Lear নাটকে—Edmund চরিত্রের বনিয়াদ বা keynote প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যের ৫।৭ লাইনের মধ্যে, যথা "Out he hath been these eight years etc." তৎসম্বন্ধে Prof. Percivalর টিপ্পনী যাহা এই দীর্ঘ অষ্টাদশ বর্ষ পরেও যেন কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে, যথা "He knows nothing of the genial influence of home life" স্মর্ত্তব্য। এই চরিত্রই অকল্যাণের প্রতিমূর্ত্তি, অস্বাভাবিক ইহার মনোবৃত্তি, King Lear tragedyর সহায়ক।

গোটা Hamlet নাটকটি একটি tragedy—কিসের tragedy ? "Tragedy of a life of imagination"। কেবল imagination মানুষকে জয়যুক্ত করিতে পারে না, চাই তৎসঙ্গে action, নতুবা পতন অবশ্যম্ভাবী, তাহাই Shakespeare সুনিপুণ ভাবে এই নাটকে দেখাইয়াছেন। এ সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা দেওয়ার এ সময় নহে, Hamlet—চরিত্র-বিশ্লেষণ 'আপাততঃ রহুক্ ঃস্থগিত'।

পুরাতন পেশাদারী নাট্যশালা ও পুরাতন পেশাদারী অভিনেতা

পূর্ব্বে প্রথমোক্তটীর অভাব অসদ্ভাব অনেক স্থলেই লক্ষিত হইত ; দ্বিতীয়টীর ধারা কোন কোন স্থলে কতকটা গ্রাম্যভাবাপন্ন ছিল ; ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, শিক্ষিত সম্প্রদায় নটের ব্যবসাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, নাট্যমন্দিরের অভিনেতৃগণ অনেক স্থলেই অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত এবং যথার্থ নাট্যকলায় অরসিক ছিলেন ; কেবলমাত্র কথার emotion দ্বারাই অনেক সময় কাজ সারিতেন ; অভিনয়কে রূপেরসে সঞ্জীবিত করিয়া তুলতে হইলে emotion বা প্রাণের স্পর্শের প্রয়োজন খুবই বেশী সন্দেহ নাই ; কিন্তু তৎসঙ্গে technique বা নাট্যসূত্রে দখল না থাকিলে অভিনয় ষোলকলা পূর্ণ হয় না। যে কোন কলারই শৈশবাবস্থায় নানারূপ ত্রুটি থাকে ; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে নানা বিঘ্ন-বাধার মধ্যে সংগ্রাম করিয়া পুরাতন নাট্য বিদ্‌গণ নিজ পথ করিয়া নিয়াছেন এবং আধুনিক নাট্য-কলার সূত্রপাত করিয়াছেন। অতীতের যে সকল শিল্পী নাট্য-কলাকে সমৃদ্ধ করিয়া মহা প্রয়াণ করিয়াছেন ও যাঁহারা এখনও বর্ত্তমান আছেন তাঁহাদিগের উদ্দেশে আমি ভক্তি ও শ্রদ্ধা বিজ্ঞাপন করিতে চাই। তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও ক্ষমতা যে অসাধারণ ; এ বিষয়ে দুই মত নাই।

শ্রীব্রহ্মানন্দ নাগ

—০—

চীনে-রঙ্গমঞ্চ

চীনে রঙ্গমঞ্চ—চীনে নাটকের রচনা-পদ্ধতি হচ্ছে ঠিক প্রবাহহীন হ্রদের মতন। হাজার বছর পুর্ব্বে যেমনটি ছিল, আজও তা' তেমনি আছে—পরিবর্ত্তনের নামগন্ধও নেই। চীনে-রঙ্গমঞ্চের নিয়ম, অভিনেতৃবৃন্দ ডান দিক দিয়ে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ কোরবে ও বাঁ দিক দিয়ে প্রস্থান কোরবে। আজ পর্য্যন্ত এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে-নি।

চীনে নাটকের পাত্র-পাত্রীর সামাজিক পদমর্য্যাদা নানা রঙের দ্বারা অভিব্যক্ত হয়। পোষাক ও রূপ-সজ্জা দেখেই দর্শকেরা চিনে নিতে পারে, পাত্র-পাত্রী সমাজের কোন দরের লোক। তা'ছাড়া বিভিন্ন মানসিক ভাবও নানা রঙের দ্বারা প্রকাশ পায়। যথা—রক্ত-রঙের অর্থ হচ্ছে হর্ষ, গৌরব, উচ্চ-মর্য্যাদা। শুভ্র রঙ শোকের অভিব্যক্তি। কালো রঙ হীনাবস্থা ও নিষ্ঠুরতার অভিব্যক্তি।

চীন দেশটার সবই অদ্ভুত। চীনে-রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপট ইঙ্গিতে দেখানো হয়। যথা—ঘোড়া বোঝাতে হোলে একটি চাবুক দেখানো হয়, মাছ-আঁকা নিশান খাড়া কোরলে বুঝতে হবে জল।...ইত্যাদি।

রূপ-সজ্জায় বা make upএ চীনে অভিনেতাগণের স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্যটুকু বজায় রাখবার জো নেই। অভিনেতা যত বড়ই প্রতিভাশালী হোন্ না কেন, এ বিষয়ে তিনি গতানুগতিক নিয়মের সম্পূর্ণ অধীন। একটু ব্যতিক্রম ঘটলেই দর্শকরা প্রবল কোলাহল তুলে প্রতিবাদ করে।

আজকাল চীনে রঙ্গালয়ে অভিনেত্রী দুর্লভ। শুধু 'সাঙ্গহাই'এ 'মউ-ইউল-হাই' রঙ্গমঞ্চে স্ত্রী অভিনেত্রী আছে।

মোঙ্গলিয়ান সম্রাটদের কালে চীনে রঙ্গালয়ে বহু অভিনেত্রী ছিল। কিন্তু সম্রাট কিয়েন-লঙ একটি সুন্দরী অভিনেত্রীর অপরূপ রূপমাধুরীতে আকৃষ্ট হোয়ে, তাকে উপপত্নীরূপে গ্রহণ করার ফলে, চীনে রঙ্গমঞ্চে স্ত্রী অভিনেত্রীর প্রবেশ বন্ধ হোয়ে যায়।

চীনে অভিনেতারা সমাজের ঘৃণার পাত্র। তারা ঘৃণা পায় রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করার জন্যে নয়, তাদের জন্মগত হীনতার জন্যে। প্রায় ছ' বছর ধরে তাদের শিক্ষানবীশ হোয়ে থাকতে হয়, তারপর আরো ছ' বছর ধরে শিক্ষকের অধীনে কাজ-কর্ম্ম কোরতে হয়। দীর্ঘ বারো বছর পরে তারা অভিনেতা বোলে গণ্য হয়।

চীনে-নাটক প্রায় সবই নীতি-মূলক। নাট্যকারেরা কয়েকটি মামুলি বিষয় নিয়ে নাটক রচনা করেন—যথা, পিতৃ-মাতৃভক্তি, স্বদেশ-প্রেম, বীরত্ব, অপত্য-স্নেহ ইত্যাদি। দেশের জন-সাধারণ নীতিশিক্ষা পাবে—এই হোল চীনে-রঙ্গালয়ের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য। আর্টের নব-নব বিকাশ এখানে নেই। নৃত্য-কলা চীনে-রঙ্গালয়ে একরকম দুর্লভ।

শ্রীপ্রণব রায়

সিনেমার সংখ্যা

সিনেমা থিয়েটার বা বায়োস্কোপের চলন ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯২২ সালে যে সিনেমা সেন্সাস লওয়া হইয়াছে তাহার রিপোর্ট্ পাঠে জানা যায় যে সমগ্র পৃথিবীতে ৪৭০০০ সিনেমা থিয়েটার (বা বায়োস্কোপ) আছে। নীচে বিভিন্ন মহাদেশ ও দেশের সিনেমা থিয়েটারের সংখ্যা দেওয়া হইল।

(ক) আমেরিকা মহাদেশ		২০৪৫০
(১) ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স	১৮০০০	
(২) দক্ষিণ আমেরিকা	১২০০	
(৩) কানাডা	৭৫০	
(৪) সেণ্ট্রাল আমেরিকা	৫০০	
	২০৪৫০	
(খ) ইউরোপ		১৮০৯৩
(গ) আফ্রিকা, এসিয়া, অষ্ট্রেলিয়া ও ওসেনিয়া		৮১৫৭

ইউরোপের দেশসমূহে যত সিনেমা থিয়েটার আছে তার মোটামুটি হিসাব নীচে দেওয়া হইল।

(১) জার্ম্মানী	৩৭৩১
(২) রুষিয়া	৩৫০০
(৩) গ্রেটব্রিটেন (ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌স)	৩০০০
(৪) ফ্রান্স	২৪০০
(৫) ইটালি	২২০০
(৬) অষ্ট্রীয়া	৮০০
(৭) বেলজিয়াম্	৭৭৮
(৮) স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া	৭০৩
(৯) পোলাণ্ড	৩০০
(১০) হল্যাণ্ড	২২৭
(১১) হাঙ্গেরী	১৮০
(১২) স্পেন	১৫
(১৩) চেকোশ্লোভাকিয়া	১২৩
(১৪) সুইটজারল্যাণ্ড্	১২৩
(১৫) জুগোশ্লাভিয়া	১১৭
(১৬) তুরস্ক	৩২
(১৭) বল্কানরাজ্য	২৩

গ্রীস, ডেন্‌মার্ক, বুল্‌গেরিয়া, রুমানিয়া, সার্ভিয়া—এই কয়টি দেশের সংখ্যা জানা যায় নাই।

একা আমেরিকার যুক্তরাজ্যেই আঠার হাজার সিনেমা আছে। বিভিন্ন দেশের সংখ্যা হিসাবে যুক্তরাজ্য সর্ব্বপ্রধান। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে জার্ম্মাণী।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৪র্থ বর্ষ ১১শ সংখ্যা	সম্পাদক :— শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী	২০শে শ্রাবণ ১৩৩৪



নাট্য-জগৎ

—:*:—

আর চাই নাট্যকার!—কেবল অভিনয়, সাজপোষাক ও দৃশ্যপটের নূতনত্ব নয়, চাই নবযুগের উপযোগী নবীন নাট্যকার! রঙ্গমঞ্চে এখনো তাঁর পদধ্বনি শুনতে পাইনি।

*

আশা আছে শীঘ্রই শুনব। কারণ দেশ তাঁকে চাইছে। জাতি তাঁকে খুঁজছে। এইটেই হচ্ছে সবচেয়ে শুভলক্ষণ।

*

দেশ ও জাতি যদি অসাড় থাকত, তাহ'লে নিরাশার কারণ ছিল বটে। কিন্তু একটা জাতির প্রার্থনা কখনো ব্যর্থ হয় না। তাই আমরা হতাশ হইনি।

*

একদিন জাতির প্রার্থনায় এদেশে মাইকেল, দীনবন্ধু গিরিশ প্রভৃতি আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তখন যতটুকু উচিত, তাঁদের দ্বারা সে কার্য্য সিদ্ধ হয়েছিল। জাতীয় সাহিত্যকে তাঁরা যথেষ্ট অগ্রসর ক'রে দিয়ে গেছেন।

*

কিন্তু বাঙালী-জীবন হয়ে উঠেছে এখন অধিকতর বিচিত্র। চারিদিকে জেগে উঠেছে নূতন সমস্যা, নূতন আকাঙ্ক্ষা, নূতন ভাবের ধারা। যে নাটকে তার প্রতিধ্বনি থাকবে না, জনসাধারণও তাকে স্বীকার করবে না।

*

নাট্যকার জাতীয় রথের সারথী। জাতীর আদর্শ তাঁর লক্ষ্যস্থান। দরকার হ'লে নূতন পথে বিনাবিলম্বে তাঁর ভাবের রথকে তিনি চালিয়ে নিয়ে যাবেন। পুরাতনের দ্বারা নূতনের এই কার্য্য সাধিত হ'তে পারে না।

*

অতএব চাই নূতন নাট্যকার!—হ্যাঁ, নূতন নাট্যকার—হাতে যাঁর নবীনের বিজয়-পতাকা, মুখে যাঁর তরুণের আদর্শবাদ, ললাটে যাঁর যৌবনের রাজটীকা! তাঁর নয়ন দেখবে অনাগতের উজ্জ্বল চিত্র এবং তাঁর চরণ অবলম্বন করবে সম্মুখের প্রশস্ত রাজপথ—যার অবসান নয় পুরাতন অতীতের জীর্ণ স্তূপের মধ্যে।

*

১লা আগষ্টের ইংরেজী 'বসুমতী' in lighter veinএ যা লিখেছেন তার কতকাংশ প্রলাপ কিনা জানতে পারলে সুখী হব। "শিশির ভাদুড়ী (!'বসুমতী'র ভদ্রতা এমন চমৎকার যে শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নামের আগে একটি 'মিষ্টার' পর্য্যন্ত বসানো তিনি দরকার মনে করেন নি!) আগে 'মাষ্টার অফ আর্টস্' ছিলেন", কিন্তু নটজীবন গ্রহণ ক'রে তিনি এখন কি হ'য়েছেন, 'বসুমতী'র তাই জানবার বাসনা হয়েছে।

*

আমরা 'বসুমতী'র বাসনা চরিতার্থ করতে পারি। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী আগেও যা ছিলেন এখনো তাই আছেন—অর্থাৎ পাঁচ ফুট কয়েক ইঞ্চি লম্বা একটি গৌরবর্ণ, হৃষ্টপুষ্ট মনুষ্য—তিনি হাত দিয়ে অন্ন গ্রহণ করেন, পা দিয়ে ভ্রমণ করেন এবং পাগলের প্রলাপ শুনলে মুখ দিয়ে হাস্য করেন, প্রভৃতি।

*

'বসুমতী' আর একটি মজার প্রশ্ন করেছেন,—"Does the professional actor lose his artistic characteristics as soon as he appears on the public stage" প্রভৃতি। মানে কি?

*

'পেশাদার নট' তাকেই বলে, যে 'সাধারণ রঙ্গমঞ্চে' ইতিমধ্যেই অবতীর্ণ হয়েছে, তার আগে তাকে 'পেশাদার' বলে না, 'সখের অভিনেতা' বলে। সুতরাং "পেশাদার নট কি সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নামলে তাঁর বিশেষত্ব হারিয়ে

ফেলেন ?"—এ অর্থহীন প্রশ্নের কোনরকম উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না। ইংরেজী 'বসুমতী' এই প্রথম পড়লুম, এ-রকম প্রশ্ন কি এতে প্রতিদিনই প্রকাশিত হয় ?

*

"ইণ্ডিয়ান ব্রডকাষ্টিং কোম্পানী" নামে একটি নূতন ব্যবসায়ীর দল কলিকাতার ১নং গার্ষ্টিন প্লেসে বিস্তৃত কার্য্যালয় স্থাপন করেছেন। বোম্বাই সহরে ইতিমধ্যেই তাঁরা কার্য্যালয় খুলেছেন। আসছে ছাব্বিশে আগষ্ট তারিখে বাংলার মাননীয় গভর্ণরের দ্বারা তাঁদের কলিকাতার কার্য্যালয়ের দ্বার উন্মোচিত হবে !

*

এঁদের উদ্দেশ্য, বেতারের সাহায্যে কলিকাতার ঘরে ঘরে বিখ্যাত গায়ক, বাদক ও অভিনেতার কলা-প্রতিভার নিদর্শন প্রচার করা। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আজ বেতারের আশাতীত প্রচার হয়েছে, কেবল আমাদের দেশই এখনো তার মহিমা বুঝতে পারেনি। "ইণ্ডিয়ান ব্রডকাষ্টিং কোম্পানী"র দৌলতে বাঙালী যদি বেতারের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে, তাহ'লে আমরা আনন্দিত হব। সব দেশ যেখানে এগিয়ে গিয়েছে, সেখানে যদি আমরাই কেবল পিছিয়ে থাকি তবে তা জাতীয় দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

*

এই নূতন ব্যবসায়ীর দল এর মধ্যেই কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর কালোয়াতকে হস্তগত ক'রেছেন এবং তাঁদের এই কৃতকার্য্যতার কারণ যে কোম্পানীর অন্যতম প্রধান সাহায্যকারী সঙ্গীত-বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র মজুমদারের একান্ত যত্ন ও পরিশ্রম, তাও আমরা বেশ অনুমান করতে পারছি।

*

এই দলে যাঁরা যোগ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনের নাম এখানে দিলাম। (১) বাংলার নবীন গায়কদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান কলাবিদ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে। ইনি সংপ্রতি মনোমোহন থিয়েটার ছেড়ে এইখানেই স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হয়েছেন। (২) মধুরকণ্ঠ গায়ক শ্রীযুক্ত বিজয়লাল মুখোপাধ্যায়। (৩) একসঙ্গে চটুল ও গম্ভীর গানের ওস্তাদ বকুবাবু।

*

(৪) ওস্তাদ ইম্দাদ ইলিয়াস। কলিকাতায় এঁর নাম হয় তো অনেকের কাছে নূতন ব'লে মনে হবে, কিন্তু মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে এঁকে চেনে না এমন লোক নেই। এঁর গান আমরা শুনেছি,—ইনি চমৎকার খেয়াল গাইতে পারেন।

*

(৫) মিনার্ভার শ্রীমতী আঙুরবালা, (৬) ষ্টারের শ্রীমতী নীহারবালা, এবং (৭) নাট্যমন্দিরের ভূতপূর্ব্ব গায়িকা শ্রীমতী প্রফুল্লকুমারী (সীতায় যাঁর গান আসর মাৎ করত), এবং (৮) কলিকাতার অন্যতমা শ্রেষ্ঠ গায়িকা শ্রীমতী হীরাবাই।

*

(৯) বাঁশীর যাদুকর শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার ক্লারিওনেট বাজাবেন এবং (১০) তবলা বাজাবেন স্বর্গীয় লালচাঁদ বড়ালের উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত রাইচরণ বড়াল। এ সম্বন্ধে অন্যান্য সংবাদ আমরা যথাসময়ে পত্রস্থ করব।

*

গেল হপ্তায় অভিনয়-জগতে সব-চেয়ে উপভোগ্য ঘটনা :—ব্রজনাথ-মন্দির-তলায় কীর্ত্তন-অনুষ্ঠানে ওস্তাদ-নট শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীর দশাপ্রাপ্তি। চেতনা লাভের পর কেউ 'এঙ্কোর' দিয়েছেন কি ?

*

কলিকাতা ইউনিভার্সিটিতে সংপ্রতি এক প্রহসনের অভিনয় হ'য়ে গেছে। ভাইসচ্যান্সেলর ও বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকারকে Board of Higher Studies in Historyতে সভ্যরূপে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি ! জলে মাছের প্রবেশ নিষেধ ! প্রথম শ্রেণীর প্রহসন,—রঙ্গালয়েও দুর্লভ !

*

থিয়েটারের ডিরেক্টর হয়ে জনৈক বাবু ভূপেন বাড়ুয্যের মধ্যে বোধহয় নাট্যরসের সঞ্চার হয়েছিল। কাজেই সেই ব্যক্তির সংস্পর্শে 'বেঙ্গল ন্যাসন্যাল ব্যাঙ্কে'ও 'ট্রাজেডি'র লীলা চলছে !

*

বাংলা দেশে এখন সাহিত্যে, সমাজে, রাজনীতিতে, ধর্ম্মে—অভিনয় চলছে সর্ব্বত্র ! যেদিকেই তাকাই, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও দানীবাবুর চেয়েও বড় বড় অভিনেতাকে দেখতে পাই। এঁদের নট-নিপুণতাই বা 'নাচঘরে'র আলোচ্য হবে না কেন ? অতএব ভবিষ্যতে এ-সব রংদার অভিনয়েরও টুকিটাকি দেবার চেষ্টা করব।

*

অতঃপর আমরা আশ্বস্তির দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে পারি,—কারণ মিনার্ভা থিয়েটার অবশেষে সত্যসত্যই "বলিদান" নিয়ে আসরে অবতীর্ণ হলেন।

*

ছেলে ধরা যাঁদের ব্যবসা তাঁরা কেউটে ধ'রে কি করেন তা দেখতে যাবার সাধ ছিল। কিন্তু আজকাল বিজ্ঞাপনে তাঁরা নিজেরাই প্রচার করছেন, তাঁদের অভিনয়ে নাকি 'হার্টফেলে'র সম্ভাবনা আছে, তাই ডাক্তারের পরামর্শে ওমুখো আর হলুম না।

*

মিনার্ভা থিয়েটার 'বলিদানে'র যে প্রাচীরপত্র প্রকাশ করেছেন, তার চিত্র-ব্যাখ্যা এ ছাড়া আর-কিছু হ'তে পারে না:—"শ্রীমতী সুবাসিনীর পুরস্কার-রজনী"-রূপ খড়্গ দ্বারা মিনার্ভা থিয়েটারের কণ্ঠচ্ছেদ করা হচ্ছে ! এই দুঃসময়ে অনেক-গুলো টাকা স্বত্বাধিকারীর ট্যাকের বাইরে গেল, তাই কি এমন বিষাদময় চিত্রের পরিকল্পনা ?

*

নাট্যমন্দির আসছে কাল "ষোড়শী"র ঘোমটা খুলবেন। পরের হপ্তায় তার রূপগুণের সমালোচনা করব।

*

নামজাদা নট শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় নাট্যমন্দিরে যোগ দিলেন। "শেষরক্ষা"য় তাঁর দেখা পাব কি ?

*

এবং শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরীও নাকি অবিলম্বে নাট্যমন্দিরে যোগ দেবেন—অন্ততঃ গুজব তাই বলে !

*

গুজবে শুনছি, আগামী সপ্তাহেই নাট্যমন্দিরে "শেষরক্ষা"র অভিনয় নাকি সুরু হবে। নাট্যমন্দিরে হঠাৎ এযে উৎসাহের উৎস উচ্ছলিত হয়ে উঠল ! এখন এ অতি-উৎসাহের স্রোত একটানা বজায় থাকলেই বাঁচি !

*

"শেষরক্ষা"র পরেই কি "হাস্নুহানা ?" শুনছি তো এই গীতিনাট্যখানি একরকম তৈরি হয়েই আছে, খুললেই হয়।

*

মনোমোহন থিয়েটার শীঘ্রই "লয়লামজনু" এবং আর একজন নবীন নাট্যকারের একখানি নাটক অভিনয় করবেন।

*

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় "সীতা"র শম্বুকের ভূমিকায় বারকয়েক দেখা দিয়েই আবার সরকারি "কমার্সিয়াল কলেজে"র অধ্যাপকের পদে লম্ফ প্রদান করেছেন। তাঁর সুদীর্ঘ লম্ফ আমাদিকে চমৎকৃত করেছে।

*

ইনষ্টিটিউটের খবর জানতে আগ্রহ হয়। ওখানকার নাট্যশালা যে অন্ধকার ! যেখানে শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতির মত কলাবিদের আত্মপ্রকাশ সম্ভব হয়েছে, আজ সেখানে আলো জ্বালবার লোকের কি এতই অভাব ?

ভজন-গান

—:*:—

মূল—কবীর

জিন্‌কে হৃদি মে শিরি রাম রসে
উন্ সাধন ঔর ন কিয়ে ন কিয়ে।
জিন্ সন্ত্-চরণ-রঙ্কো পরশা
উন্ তীরথ-নীর পিয়ে ন পিয়ে॥
সব ভূত দয়া জিন্‌কে চিত মে
উন্ কোটন-দান দিয়ে ন দিয়ে॥
জিন্ রামরূপকো ধ্যান ধরে,
উন্ রাম-নাম ন লিয়ে ন লিয়ে॥

অনুবাদ—শ্রীদিলীপকুমার রায়

যাঁর অন্তর রাম-সুবাস ভরে,
সেকি ধায় সদা জপ-কৃচ্ছ্র তরে?
যেই সজ্জন সাথ সদা বিহরে,
সেকি তীর্থ নীর পরশে শিহরে?
সব জীব-দয়া যার চিত্তপুরে,
সেকি মরে দান করি বিশ্ব ঘুরে?
যেই রামরূপ নিতি ধ্যান ধরে
সেকি মুখে নিরন্তর নাম করে?

——

চিত্র-নাটের রূপকথা

—:*:—

ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দ্দার—এ হচ্ছে বাংলাদেশের প্রবাদ! সমুদ্রের ওপারে ঢাল-তরোয়াল না থাকলে কেউ সর্দ্দার হ'তে পারে না—তা তিনি যত-বড় নামজাদা লোকই হ'ন না কেন!

*

এই ধরুন ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কসের কথা! চলচ্চিত্রে তিনি যে প্রতিভার শিরোমণি, এ কথা কাকপক্ষীও জানে। কিন্তু তা ব'লে তিনিও যা তা ক'রে কোন কাজ সেরে ফাঁকা হাততালি পেতে চান না।

*

সংপ্রতি "The Gaucho" নামে একখানি চিত্রনাট্যে ডগলাসের প্রধান বিশেষত্ব হবে, তাঁর নৃত্য-প্রদর্শনীতে। তিনি নাচ জানেন। তবু নিজের নাচকে নিখুঁৎ করবার জন্যে তিনি এক হাজার বিভিন্ন শ্রেণীর নৃত্য নিয়ে রীতিমত শিক্ষকের অধীনে পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয়েছেন! এতরকম নাচ শিখতে তাঁর কত সময়ের দরকার হচ্ছে, আপনারাই বিবেচনা ক'রে দেখুন।

*

চিত্রনাট্যের আর্ট মৌন। তার নাচও কাণে ধরা প'ড়বে না, চোখের পটে ফুটে উঠবে। পাছে শিক্ষাকালে পায়ের ধ্বনির দ্বারা অভিভূত হন, ডগলাস তাই কাণে আঙুল দিয়ে তাঁর গুরুর নাচ দেখেন! তিনি বলেন, "কোন্ নাচ কেবল দেখায় ভালো এবং কোন্ নাচ কেবল শোনায় ভালো, এটা ঠিক করা বড় সোজা নয়!"

*

ডগলাস যে নাচ নাচবেন তা বড় উপর-চালাকির ব্যাপার নয়। নাচের ঘুর হয় সামনের দিকেই। কিন্তু এক জায়গায় তাঁকে ঘুরতে হবে উল্টো—অর্থাৎ পিছন দিকে। শত শত বৎসর আগেকার আরব-নৃত্য থেকে এ ব্যাপারটা ধার করা হয়েছে।

*

জন ব্যারিমোরের নায়িকা-নটী রূপে ডোলোর্স কষ্টেলোস প্রথমে বিখ্যাত হন। কিন্তু চিত্রনাট্যের জন্যে প্রাণপণ পরিশ্রমের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য এখন এমন ভেঙে প'ড়েছে যে, চিকিৎসকের আদেশে তাঁকে ছুটি নিতে হয়েছে। চিত্র-নাট্যের নট-নটীরা যে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ফূর্ত্তি ক'রে বেড়ান না, এই দৃষ্টান্ত থেকেই সেটা বেশ বোঝা যাবে।

*

"The Wrath of the Gods" একখানি নতুন ছবি। বিখ্যাত জার্মান নর্ত্তকী লিনি রিয়েফেন্‌স্টাহ্‌ল তাতে যে নাচ নাচেন, তার সঙ্গে সঙ্গত হয় আল্‌পস পর্ব্বতে সুলভ ঝড়-বৃষ্টি বজ্র এবং তুষারস্তূপপাত দ্বারা।

*

জ্যাক ডাফি চলচ্চিত্রে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন তাঁর অভিনব গুম্ফের মহিমায়। কিছুকাল আগে ঘোড়দৌড়ের মাঠে ঘোড়ার পদাঘাতের ফলে তাঁকে দন্তহীন হ'তে হয়। কিন্তু তার পরে তিনি নিয়তির উপরেও বেশ এক হাত নিয়েছেন। কারণ ফোগ্‌লা ডাফি অ-দেঁতো হাসি দেখিয়ে এখন কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা রোজগার করছেন।

*

গোড়াতেই ডগলাসের কথা বলেছি, এখন আর এক খ্যাতনামা চিত্রাভিনেতা র‍্যামন নোভ্যারোর কথা শুনুন। "প্রেমিকগণ" চিত্রনাট্যে অভিনয় করবার জন্যে তিনি অসিক্রীড়া এবং "বেন-হুরে" অভিনয় করবার জন্যে তিনি চার ঘোড়ার রথ বা 'chariot' চালানো শিক্ষা ক'রেছিলেন। এখন "রোমান্স" নাট্যে অভিনয়ের জন্যে তিনি এক যাদুকরের কাছে তাসের ম্যাজিক শিখছেন। ওদেশে কেউ ফাঁকি দেয় না, তাই ফাঁকেও পড়ে না।

*

ডোরোথি ফিলিপ্‌স্ এখন কিছুকালের জন্যে চিত্রনাট্যের-পর্দ্দানসিন হয়ে না থেকে পর্দ্দা তুলে রঙ্গমঞ্চে দেখা দেবেন—ঢের বেশী টাকার টোপ খেয়ে। ইংলণ্ডের 'চলচ্চিত্রের রাণী" বেটি ব্যালফোরও আপাততঃ মাসকয়েকের জন্যে গীতি-নাট্যের আসরে আপনার মৌনব্রত ভঙ্গ করবেন।

*

গতিশীল চিত্র-ব্যবসায়ে প্রতি বৎসরে কত জুতো কেনা হয় তার হিসাব নেবেন? ত্রিশ লক্ষ টাকার!

*

"চিত্রজগৎ" বলতে চলচ্চিত্র-জগৎ বোঝায় না। অতএব ভবিষ্যতে এই বিভাগের নিয়মিত আলোচনা "চিত্রনাট্যের রূপকথা" নামেই প্রকাশিত হবে। এত দিন এ ভ্রম সংশোধিত হয় নি, এজন্যে আমরা দুঃখিত।

"প্রসাদ"

অভিনেত্রীর ছিন্ন-বীণা

—(অস্কার ওয়াইল্ড)

সে ছিল একজন মস্ত নামজাদা অভিনেত্রী। সে তার অভিনয়ে এতদূর উচ্চসফলতা লাভ করেছিল, যে কলাবিদ্ রসিকেরা দলে দলে তার পায়ের কাছে তাদের শ্রদ্ধার অঞ্জলি পৌঁছে দিত। প্রশংসা, যশ, পূজার্চ্চনার সুরভি তার জীবনকে অনেকদিন পর্য্যন্ত মস্‌গুল ক'রে রেখেছিল, যাতে ক'রে সে তার চোখের রঙীন দৃষ্টি দিয়ে অন্য-কিছু দেখতে পারেনি। সে যা পাচ্ছিল, তাইতেই সে খুশি, তার আর অন্য কাম্য ছিল না।

তারপর কিন্তু এমন একদিন এল, যে দিন একজনকে সে তার দেহপ্রাণ দিয়ে ভালবেসে ফেল্লে; তখন তার অভিনয়-কলার, তার সমস্ত খ্যাতি-প্রতিপত্তির, যশের ধুমধুমার কিছুমাত্র মূল্যই থাকল না—সে দেখলে প্রেমই জীবন, আর সবই বাজে। এই যে এত বড় প্রেম, এর প্রতি কিন্তু তার প্রণয়ী নিতান্ত অবিচার ক'রে বস্‌লো, তার মনে ঈর্ষার সঞ্চার হ'ল সেই সব স্তাবকবর্গের প্রতি, যাদের দিকে এখন আর সে অভিনেত্রী ফিরেও তাকাত না।

প্রণয়ীর কাছ থেকে কঠিন আদেশ এল—"অভিনেত্রী-জীবনের পালা সাঙ্গ করতে হবে, রঙ্গপীঠের সংশ্রবে আর থাকা হবে না।"

অভিনেত্রীও স্বচ্ছন্দ-অবহেলায় হুকুমমত কাজ করতে সক্ষম হ'ল, কেননা তখন তার মনে জাগছে—"প্রেম শিল্পকলার চেয়ে ভালো, যশসৌরভের চেয়ে সে ঢের উঁচুতে— জীবনের অপেক্ষাও মূল্যবান্!"

এক নিমিষে হাসিমুখে সে তার যশের মন্দির ত্যাগ করলে, তারপর নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিলে তার প্রণয়ীর হাতে।

দিন যায়। তরুণ প্রণয়ীর ভালোবাসার স্রোতে ভাঁটা পড়তে লাগল। অভিনেত্রীর চোখে এটা ঠেক্‌ল, আগুণের হল্‌কার মত এটা তার চোখকে ধাঁধিয়ে দিলে, অঘ্রাণের কুয়াসা তার অন্তরটাকে ছেয়ে ফেল্লে, হতাশায় তার দেহমন ভ'রে উঠল। কিন্তু সে সহিষ্ণু, তার শক্তি ছিল প্রচুর, তাই সে খুব নির্ভীকচিত্তেই তার বর্ত্তমান অবস্থাটা তলিয়ে বুঝে নিলে। সে দেখলে যে তার জীবনের চরম সন্ধিস্থল উপস্থিত হয়েছে, এর ফলাফলের ওপর নির্ভর করছে তার সমস্ত ভবিষ্যৎ।

যে-প্রেমের জন্যে তার বহুদিনের সাধনালব্ধ অমূল্য রতন এক মুহূর্ত্তে ত্যাগ করলে, সেই প্রেমই তাকে আজ ব্যর্থতার পাঁকে ডুবিয়ে মারতে চায়। নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখাকে উজ্জ্বলতর করবার আশু ব্যবস্থা করতে না পারলে

সেটা শীঘ্রই নিবে যাবে, আর তা' হ'লে তাকে তার ব্যর্থজীবনের ধ্বংসাবশেষের মধ্য দিয়ে একাকীই বিচরণ করতে হবে—সাথীহীন ভাবে।

আজ অভিনেত্রী বুঝলে যে, তার চারুশিল্পকলা জীবনের এই কুহেলি-তিমিরাচ্ছন্ন পথে কোন কাজেই আসচে না, বরং সেটা একটা প্রকাণ্ড রকম বাধা ও অসুবিধার কারণ হয়েই দাঁড়িয়েছে। আজ সে না পায় রঙ্গপীঠাধ্যক্ষের নির্দ্দেশ, না পায় গ্রন্থকারের ভাব ও ভাষা সম্পদ, অথচ অভিনেত্রী-জীবনে এই ছিল তার মূলধন; প্রত্যেকটি ভাবধারা, কথন-বাচন, স্বর-বিন্যাস, গতিলীলা, অঙ্গহার, সবই যে তার বাইরে থেকে ধার-করা বিদ্যে, কেননা, এ হ'তেই ত অভিনেত্রীর যা-কিছু শিল্পকলা। কাজেই আজ যখন তার নিজে ভাববার নিজের একান্ত স্বাধীনভাবে কাজ করবার প্রয়োজন হয়ে পড়ল, তখন তার নিজেকে একটা জটিল সমস্যার সামনে শিশুর মতই নিতান্ত অসহায় ও উপায়-বিহীন ব'লে বোধ হ'ল। কিন্তু ক্রমেই যত দিন এগুতে লাগল, ততই খুব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দৃঢ়চিত্তে কাজ করবার প্রয়োজন তাকে চেপে চেপে ধরতে লাগল। একটা উৎকট নৈরাশ্য তার ভেতর দিন দিন বেড়েই চল্ল।

এই অবস্থায় একদিন সে মনের ভেতর দারুণ দুর্ভাবনা নিয়ে নিজের কক্ষমধ্যে পাদচারণা করছে, এমন সময় হঠাৎ সেখানে এসে উপস্থিত হ'ল, তারই লীলাক্ষেত্র যে রঙ্গালয়, সেখানকার অধ্যক্ষ। ভদ্রলোক এসেই তাকে একখানি নতুন বইয়ের নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করলে—কিন্তু অভিনেত্রী সম্মত হ'ল না। আবার রঙ্গপীঠ! না, ওর সঙ্গে তার আর কোন সম্পর্কই নেই—অভিনয়-কলা মিথ্যা! অভিনয় কলা তার সাধনাকে রঙ্গপীঠাধ্যক্ষ ও নাট্যকারের হাতের খেলার পুতুল ক'রে তোলে—তা'রা তাকে যেমনভাবে সুতো বেঁধে খেলায়, সে তেমনিভাবে খেলে—তা'র স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারিয়ে যায়!

আজ সে তার জীবনের সত্যকার করুণ ট্র্যাজেডির সামনে মুখোমুখি হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে—এর কাছে রঙ্গমঞ্চের ওপর শোকের দৃশ্যগুলোর অভিনয় কি বিকট ছেলেমানুষীই না মনে হচ্ছে। কিন্তু অধ্যক্ষ নাছোড়বান্দা—সে হাত-যোড় ক'রে, অভিনেত্রী যদি অনুগ্রহ ক'রে সম্মত হয়, তা হ'লে সে একদিন কাল হ'য়ে উঠবে এটা সে ভালরকমই জানত—কাজেই সে চট্ ক'রে আশা পরিত্যাগ করলে না; খুব উদ্যমের সহিত অভিনেত্রীর কানের কাছে গুন্ গুন্ করতে লাগল; এ যেন শরৎকালের মধুমক্ষিকা, ফুলের কাছ থেকে তাড়াবার হাজার চেষ্টা করলেও নড়েনা।

"কিছু না হোক্, একবার নাটকখানা প'ড়ে দেখতে দোষ কি?" অধ্যক্ষের হাত থেকে নিষ্কৃতিলাভের আশায় অভিনেত্রী বইখানা পড়তে নিলে। এ কি, এ যে তারই জীবনের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী ছত্রে ছত্রে গাঁথা, ঘটনার একটুও পার্থক্য নেই, উপরন্তু সমস্যার মীমাংসা পর্য্যন্ত দেওয়া রয়েছে!

দৈব আজ অভিনেত্রীর বিপদের দিনে সাহায্য করতে নাটকরূপ ধ'রে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে! একে সে বরণ না ক'রে পারে না! সে তার জীবনের অনুভূতি দিয়ে ভূমিকার প্রত্যেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশ রূপে রসে সঞ্জীবিত ক'রে সমগ্র অভিনয়কে প্রাণবন্ত ক'রে তুলবে!

সে ভূমিকাটিকে প্রাণ দিয়ে আয়ত্ত করলে; তারপর একদিন অগণিত উৎসুক দর্শকমণ্ডলীর সামনে অভিনয় হয়ে গেল।

সে তার মর্ম্ম ছিঁড়ে এতখানি দরদ ঢেলে অভিনয় করলে যে, তার পূর্ব্বের অপরাপর সমস্ত চরিত্রাভিনয়কে ছাপিয়ে উঠল এই এক রাত্রের অভিনয়, গত অভিনেত্রী-জীবনের সমস্ত যশোভাতিকে ম্লান ক'রে উজ্জ্বল হয়ে উঠল এই রাত্রির অভিনয়খ্যাতি! চারিদিক থেকে যে প্রশংসা তার ওপর বর্ষিত হ'ল, সেটা সর্ব্বজয়ী প্রতিভার প্রতি মানবের হৃদয়-মনের অযাচিত শ্রদ্ধাঞ্জলি!

অভিনয়-শেষে সে অবসন্নচিত্তে অর্দ্ধঅচেতনের ন্যায় টলতে টলতে বাড়ীর দিকে ফিরল—কানে তার তখনও বিশাল জনতার স্তুতিনিনাদ। সে তাদের তার যথাসাধ্য দিয়েছে, তার জীবন কুম্ভের সমস্ত অমৃত তাদের পায়ে নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছে। তার আর আছে কি! এখন তার মধ্যে শক্তিহীন দুর্ব্বলতার একটা তীব্র চেতনা অস্থির হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে মাত্র। ক্লান্ত শ্লথচরণে যেন একটি ফুলের ভারেই নুয়ে পড়তে পড়তে সে তার বাড়ীর ভেতর ঢুকল।

হঠাৎ তার চোখে পড়ল—নৈশ-আহারের টেবিলটার সামনে দু'খানা চেয়ার খাড়া রয়েছে! আচম্বিতে তার মনে পড়ল—আজ রাত্তেই তার অদৃষ্ট পরীক্ষা! এতক্ষণ পর্য্যন্ত সে এ কথাটা ভুলেই ছিল!

মুহূর্ত্ত পরেই তার প্রণয়ী বাগ্‌দত্তার সঙ্গে তার সামনে এসে প'ড়ে বললে—"ঠিক সময়েই এসেছি, কি বল বন্ধু?"

অভিনেত্রী একবার মুখ তুলে দেওয়ালের ঘড়িটার পানে তাকাল, তারপর ধীরে ধীরে বললে, "ঠিক সময়েই এসেছ; কিন্তু বড় দেরী হয়ে গেছে, প্রিয়তম!"—তারপরেই মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ল।

অভিনেত্রীর জীবন-বীণার ছিন্নতন্ত্রী জোড়া লাগল কি না কে বলতে পারে?

শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

"দশ মিনিটে নাট্যকলা"

(শেষ অংশ)

বর্ত্তমান নাট্যশালা ও আধুনিক অভিনেতা

বর্ত্তমান যুগে—প্রথম ও দ্বিতীয়োক্ত উভয় দিক দিয়াই নানারূপ উন্নতি অভিনেতা-সাধারণে দৃষ্ট হয়। এতদুভয় বিষয়ে ও দৃশ্যপটের স্বাভাবিকতার দিকে রঙ্গাধ্যক্ষগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট অনেকটা হইয়াছে ও আরও হইবে। আশা করি, নূতন ধরণের নৃত্যগীতও রঙ্গালয়ে স্থান পাইতেছে।

অভিনয় কলার প্রসার সর্ব্বতোমুখী হওয়া দেশেরই সম্পদবৃদ্ধি, সন্দেহ নাই, কিন্তু সমস্ত দেশ ইহাতে মাতিয়া থাকিলে অন্য কার্য্যের ব্যাঘাত হয়। একটা line মনে পড়িল—ধ্বংসোন্মুখ অধঃপতিত Rome সম্বন্ধে Harmony the path to fame, তাহা না হয়।

Art সার্ব্বকালীন ও সার্ব্বজনীন

"রসো বৈসঃ":—ভগবানই রস; বিশ্বসঙ্গীত অনাদি অনন্তকাল হইতে ধ্বনিত হচ্ছে; সৌন্দর্য্যের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে—শাশ্বত মুক্তির আনন্দ-লোকের আহ্বান নিয়ত দোরে এসে ঘা দিচ্ছে; সেই শোনে, সেই দেখে, যার কান আছে, যার চোখ আছে; সেই সে বার্ত্তা জগতের নিকট পৌঁছাতে সাহায্য করে—যে সে ডাক শুনেছে ও সে দৃশ্য দেখেছে, জেনেছে, বুঝেছে;—কিন্তু আগে ফুল তবে ফল; মাকাল বৃক্ষে অমৃত ধরে না। স্থান, কাল, পাত্র পারিপার্শ্বিকের দিকে দৃষ্টি না রেখে সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব যথেচ্ছ উদ্ঘাটনে ফলোদয় হয় না;—কবির সংযম ও শ্রোতা, দর্শক, পাঠকের সংযম একসঙ্গে কাজে না লাগলে কোন কাজই হয় না; অন্যান্য limitationsও বহুল আছে—তাহা এড়ান যায় না। সকল দিকে দৃষ্টি না রাখলে বাঁশীর ডাকে উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টির আশঙ্কা

যথেষ্ট। প্রকৃতির উলঙ্গ চিত্র বিকাশই যে কলার সার্থকতা তাহা নহে; মানুষের বহির্বাস ছাড়া চলে না; মানুষের হাতের ছবিও পর্দ্দাযুক্ত হওয়াই স্বাভাবিক।

Maud Allanএর নগ্ন নৃত্যের কথা ছাড়িয়া দি; প্রকৃতির দানে গরীয়সী এবং সচ্চরিত্রা ও সুশিক্ষিতা পুরমহিলা বা কিশোরীর সুমার্জ্জিত সুসংযত এবং সম্পূর্ণ রুচিসম্মত আত্মনিবেদনের নৃত্যেও দর্শক ভেদে যে লালসার ইন্ধন যোগাইবেনা এবং তাহাতে যে তাহার নৈতিক জীবনে ঘা লাগিবে না এবং সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা আসিবে না, যতদিন পর্য্যন্ত জমিন যথার্থরূপে প্রস্তুত না হয়, এবং নিরাপদ অবস্থা প্রাপ্ত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত একথা কেহ দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারেন কি? সে জন্য মনে হয়, art হিসাবে ঐরূপ নৃত্যের প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও তাহা সময়ের অপেক্ষায়, অনধিকারীর চক্ষুর অন্তরালে (অবশ্য অধিকারী, অনধিকারী বিচারের বস্তু) হইলেই ভাল হয়। কোন কালে, কোন দেশে সর্ব্বলোকচক্ষু সমক্ষে, সুশিক্ষিতা পুরললনাগণ ঐরূপ নৃত্যকলার বিকাশ দেখাইয়াছেন কিনা—জানি না। মনে হয় ইহা কেবল কবিকল্পিত অমরার লালসাশূন্য দেবসভায়ই (ideally ও ideaতে মাত্র) সম্ভব; মরজগতে ব্রহ্মচর্য্যের যুগেও (এক কালে তাহা ছিল শুনিয়াছি, ভবিষ্যতে তাহা কখনও প্রবর্ত্তিত হইবে কিনা জানি না) যে তাহা ছাত্রজীবনের পরিপন্থী বলিয়া গণনীয় ছিল না তাহা কে বলিবে? ছাত্রগণই দেশের আশা, ভরসা ও মেরুদণ্ড স্বরূপ।

অভিনেতার সংযম ও চরিত্রবল

এক প্রসিদ্ধা দেশনেত্রী মনে করেন যে আজকালকার দিনে দেশের যুবকেরা অভিনীত চরিত্রের চেয়ে অভিনেতৃদের ব্যক্তিগত চরিত্রই বড় ক'রে দেখেন এবং ফলে অভিনেতার স্খলিত নীতি (যদি ঐরূপ স্খলন ঘটে; অনেক সচ্চরিত্র অভিনেতাও আছেন) যুবকদের নীতির আদর্শ স্বতঃই খর্ব্ব ক'রে দেয়। কথাটা অনুধাবনের বিষয় বটে। এই বিশ্ব ভগবানের বিভূতি। অভিনয় ভগবানের বিভূতিরই প্রকাশের প্রয়াস মাত্র; অভিনেতা বাণীর মন্দিরের উপাসক, বিশ্বপিতার রূপ-সৃষ্টির অন্তরে প্রবেশার্থী। যথার্থ নিষ্ঠা, একাগ্রতা, সংযম ও অনন্যভাব লইয়া সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন ভিন্ন সৃষ্টি-রহস্যের জ্ঞান কি প্রকারে হয় ও কি প্রকারে তাহা সার্থকতায় মণ্ডিত হয়? মহৎ হইতে মহীয়ানের পরিকল্পনায় দুর্নীতির স্থল কোথায়, অবসরই বা হয় কেন? একনিষ্ঠ সাধক ও একনিষ্ঠ সাধনা চাই, সমস্ত দুর্নীতি দূর করা চাই, উন্মাদনা চাই, মাদকতা চাই না। ঈশ্বর সাধনায় মাদকের বা কারণের সাহায্যের প্রয়োজন করে না। দেহ ভগবানের গচ্ছিত দান, তাহাও রক্ষা অবশ্য-কর্ত্তব্য। আমাদের সনাতন ঋষিগণ যে শিক্ষার্থীর পক্ষে কঠোর নিয়ম ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাও স্মর্ত্তব্য।

আমার শেষ কথা:—নাট্যকলা, প্রকারান্তরে বিশ্বনিয়ন্তারই রূপকীর্ত্তন, নিজেকে বিশ্বস্রষ্টার পদে নিবেদন; তাহাতে চাই, সংযম, শুচিতা, একনিষ্ঠতা, তবে না যথার্থ oration ও action জীবনে প্রতিফলিত হইবে এবং দেশের ও দশের শিক্ষা জয়শ্রী ধারণ করিবে? বড়ই সুখের বিষয় যে অভয় আশ্রমের আত্মত্যাগী ব্রহ্মচারীগণ এই কলাকে তাঁহাদের কার্য্যসমষ্টির অঙ্গীভূত করিতে প্রয়াসী। প্রার্থনা করি, তাঁহাদের হাতে নাট্যকলার পবিত্রতা রক্ষিত হইয়া তাহা লোকশিক্ষার সহায়ক হউক। স্বস্তি। *

শ্রীব্রহ্মানন্দ নাগ

* অভয় আশ্রম গ্রন্থাগার-সম্মিলনীর ১৩৩৩ সালের বর্ষারম্ভ উৎসবে পঠিত।

ক্ষীরোদপ্রসাদ ও বাঙলা নাট্য-সাহিত্যে তাঁর দান

যে-সমস্ত প্রতিভাবান ব্যক্তি তাঁদের চিন্তা ও ভাবরাশিকে উপন্যাসে ও কল্প-কথিকায় মূর্ত্ত ক'রে, প্রচুর যশ অর্জ্জন ক'রে গেছেন, সেই সমস্ত ব্যক্তির তুলনায়···মনোজ্ঞ সাহিত্য-ক্ষেত্রে···পৃথিবী অতি অল্পমাত্র-ই নাট্যকারকে এনে দিতে পেরেছে!···তারপর, যিনি-ই নাটক লেখেন, তিনি-ই যে একজন নাট্যশিল্পী, এ চিন্তা একেবারেই পরিহার্য্য!···

আমার মনে হয় যে, চার্লস্ ডিকেন্স্ তাঁর গল্প ও উপন্যাসে বিভিন্ন এবং সজীব রূপে এত বেশী মানব-চরিত্র ফুটিয়ে গেছেন যে, আর কেউ ই তাকে ছাপিয়ে যেতে পারবে না!···আমার আর-ও মনে হয় যে, সেই সমস্ত লেখকের সংখ্যা খুব অল্প নয়, যাঁরা তাঁদের নাটক ও নক্সা আদির জন্য সেই সৃষ্টি-কারী প্রতিভার কাছে অনুপ্রেরণা পেয়ে বিশেষভাবে ঋণী!··· কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি যে, 'বজ'এর প্রশংসাকারী সেই অগণ্য ব্যক্তি কেমন ক'রে তাঁর (ডিকেন্সের) নাটকাভিনয় দেখতে যেতো, যদি ও—অবৈতনিক সম্প্রদায়ে—একজন ভাল নট এবং মঞ্চাধিকারী ব'লে তাঁর সুনাম ছিল!···

আর্থিক প্রয়োজনীয়তাই থিয়েটারী লেখকদের অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর নাটক লিখতে বাধ্য করায়!···কিন্তু, প্রত্যেক নাট্যকার-ই একজন সেক্সপিয়ার, কি গিরিশ নন্!···কাজে কাজেই, বাধ্যতায় মুকুলিত এই তরুণ চারাগুলি—খুব সাধারণতঃই—হয় অল্প-আয়ু!···যদি এঁদের সৃষ্টি-শক্তি বহু ব্যক্তির দ্বারা প্রশংসিত হ'তো, তা হ'লে, স্পেনের "ভেগা" বোধ হয় বহু দিন পূর্ব্বেই ভুবন-বিজয়ী নাট্যকারের যশোমাল্যে গৌরবান্বিত হতেন!—শুনতে পাওয়া যায় নাকি যে, তিনি মোট ১৮০০ খানি নাটক লিখেছিলেন। কিন্তু, তার মধ্যে অল্পাধিক ৪০০ খানির অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় মাত্র!···

৫৫ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্‌লাদেশের কেউ-ই স্বপ্নেও ভাবেন নি যে, উপস্থিত কলিকাতায় সুগঠিত চার চারটী রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হবে! এবং তা ছাড়াও এখানে থাকবে অনেকগুলি সিনেমা-ভবন···প্রয়োজন হ'লে, অভিনয়ের আনন্দ-অনুষ্ঠানে-ও ব্যবহৃত হবার জন্য!···

রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে নাট্যকার

কিন্তু, কেবলমাত্র কবি-নাট্যকারেরা-ই বাঙ্‌লা-নাট্য-মঞ্চের সৃষ্টি ক'রেছেন!··· সূত্রধরেরা অপ্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণ করবার পূর্ব্বেই, তারাচাঁদ শিকদার এবং হরচন্দ্র ঘোষ বাঙ্‌লায় নাটক রচনা ক'রেছিলেন!···এই সময়ে পণ্ডিত রামনারায়ণের "কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব" প্রায় একটা ঘরোয়া প্রবাদেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল!···

অভিনেতার শিল্পকলার কাছে দীনবন্ধুর নাট্যকারোচিত যশ ঋণী ছিল না···এবং নটের মুখে "মেঘনাদ"-মাধুরিমা যখন লীলায় অভিব্যক্ত হয়েছিল——সাধারণের সামনে,—তার আগেই, মধুসূদন প্রথম নাট্যকার ব'লে পরিচিত হন!···

ওই কথাগুলি লেখা হ'লো, শুধু এইটুকু দেখাবার জন্য যে, একটী জনপ্রিয় নাট্যশিল্পী হচ্ছেন—সভ্য দেশের শেষের পুঁজি মেলাবার সময়কার এক একটা মূল্যবান 'দফা' ····সুতরাং. পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের তিরোধান, একাধিক দিক দিয়েই, একটী জাতীয় ক্ষতি!···

বিদ্যাবিনোদের স্থান

আমাদের দেশ যে কেবলমাত্র এমন একটা মহামূল্য বস্তু হারিয়েছে, যার কাছ থেকে সে এতদিন পেয়ে এসেছিল—মনোরাজ্যের যত-কিছু সম্পদ, রুচি-সুন্দর যত-কিছু ঐশ্বর্য্য, তা নয়!…ক্ষীরোদবাবুর নাটকগুলি কতকাংশে আমাদের রঙ্গালয়ের গ্রাসাচ্ছাদনী জুগিয়ে এসেছিল!…এবং থিয়েটারও তার কর্ত্তব্যস্বরূপ,—অভিনেতা, যন্ত্র-গায়ক, চিত্রকর, মঞ্চসজ্জাকর, মিস্ত্রী, ছুতার, দর্জ্জী, দৃশ্য-চালক এবং অনেকগুলি পোষ্য-বিশিষ্ট আরও অনেক নিযুক্ত ব্যক্তির সংসার যাত্রা-নির্ব্বাহের খোরাক দিয়ে এসেছিল!…ক্ষীরোদবাবুর পিতৃ-পুরুষদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বিদ্বান এবং ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি!…তাঁর বাবা ছিলেন—মহানুভব গুরুদাস ব্যানার্জ্জীর গুরু!…

১৮৮৯ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ হ'তে পরীক্ষা দিয়ে যুবক ক্ষীরোদ রসায়ন-শাস্ত্রে এম, এ উপাধি পান!…এর তিন বৎসর পরে, সাধারণ সঙ্ঘের শিক্ষাগারে (উপস্থিত স্কটিশ্-চার্চ্চ্-কলেজে) রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক-রূপে তিনি এসে যোগদান করেন!…

নাট্য-প্রসঙ্গ

এই সময়েই আমি তাঁর প্রথম পরিচয় পাই!…এবং পুরুষানুক্রমিক রঙ্গাধিকারীত্বের উৎসাহ নিয়ে, মহাসম্ভ্রমে তাঁকে অভিনন্দন দিই!…কিন্তু, নাট্যকার-রূপে তাঁর সাফল্য সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল!…আমার মনে হ'তো যে, তাঁর নাটক—বড় জোর হয় ত হবে,—মনোরসায়নাগার হ'তে উদ্ভূত একটা বিজ্ঞান-জাতীয় বস্তু!…

পুনঃ পুনঃ সাক্ষাতের ফলে, আমাদের পরিচয় ক্রমে বন্ধুত্বে এসে দাঁড়ালো!…পরে, এই বন্ধুটির মধ্যে আমি সম্বন্ধ দেখতে পেয়েছিলুম!…পূর্ব্ব-অঞ্চলে ব্রাহ্মণ এবং অ-ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রতিবেশীর আবেগ নিয়ে সম্বন্ধ স্থাপিত হ'তে পারে!…এবং বিদ্যাবিনোদের খাশুড়ী-ঠাকুরাণী হয়েছিলেন আমার বোন্!…

আমি তাঁকে (বিদ্যাবিনোদকে) উপন্যাস লিখবার জন্য কলম ধ'রতে উপদেশ দিয়েছিলুম; কারণ, আমি ভেবেছিলুম যে, ওইতেই তিনি বেশী-উপযুক্ত!…কোমল সাহিত্যের এই শাখায় তিনি তাঁর শক্তির যথেষ্ট প্রমাণ দিয়ে গেছেন!…

তিনি ছিলেন সুচিন্তাশীল পুরুষ!…কল্পনা, ভক্তি এবং বীরত্ব-মূলক উত্তেজনা-পূর্ণ নাটক রচনাতেই ছিল তাই তাঁর অত নিপুণতা!…

বিভিন্ন রঙ্গালয়ে তাঁর তিনখানি কি চারখানি নাটক ভাল-ই অভিনন্দন পেয়েছিল!…কিন্তু, ১৯০৩ সালে ষ্টারে অভিনীত "প্রতাপাদিত্য"র প্রথম রজনীর পরবর্ত্তী প্রভাতে তিনি নিজেকে নাট্যকারের যথার্থ যশে মণ্ডিত হ'তে দেখেছিলেন!…

"আলিবাবা" ছিল তাঁর আর একটী বিজয়-বৈজয়ন্তী!…অমরেন্দ্রনাথ-পরিচালিত "ক্লাসিক" রঙ্গালয়ে জীবন-রসে অনুজীবিত হ'য়ে এই নাটকখানি বাঙলার ভিতরে ও বাহিরে—সব স্থানেই অনেক বৎসর ধ'রে সাধারণের বিশেষ প্রীতি অর্জ্জন ক'রেছে…

যে-কোন অবৈতনিক নাট্য-সম্প্রদায় দল গঠিত হ'লেই,—অভিনয় লাগিয়ে দিত—এই "আলিবাবা"'র! "আলিবাবা"র গান, মর্জ্জিনার ঘাঘ্‌রা এবং আব্‌দালার কৌতুক—নাট্য-অভিধানের প্রবাদ-বচন স্বরূপ হ'য়ে দাঁড়ালো!…

নাটক এবং উপন্যাসের দিক দিয়ে ক্ষীরোদবাবু প্রচুর দান ক'রে গেছেন!…জীবনের শেষ-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি কর্ম্মক্ষম ছিলেন!…তাঁর আকস্মিক অন্তর্ধান তাঁর বন্ধুদের ব্যথিত-বিস্ময়ে অভিভূত ক'রে ফেলেছে!…

তাঁর মত একজন ভাব-প্রবণ লেখকের পক্ষে তাঁর নিবাস-ভবন ছিল অতি নিকৃষ্ট কর্ম্মোপযোগী স্থান!…তাই তিনি বাঁকুড়ায় পালিয়ে যেতেন!…সেখানে—স্বাধীনভাবে বায়ু সেবন করবার ও শান্ত মনে চিন্তা করবার জন্য, তাঁর কিছু ভূ-সম্পত্তি ছিল!…

মৃত্যুতে নির্ভীক

তিনি ছিলেন যোগধর্ম্মের একজন অকপট শিষ্য! এবং আমি স্থির ধারণা করি যে, মৃত্যু তাঁর কাছে কোনই ভয় বা নিরাশার কারণ ছিল না।

তিনি তাঁর পুরাণো শিষ্য ও সাধারণ ছাত্রমণ্ডলীর প্রিয়পাত্র ছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রশস্ত মনখানি জড়াত্মক পরধ-চোঙাকে চাইল না। কাজেই তিনি অধ্যাপকের পদ পরিত্যাগ করলেন। এই সময়ে সবে তিনি কাব্য-যশো-মন্দিরের তোরণে এসে পৌচেছেন। তিনি তখন তাঁর আর্থিক পরিণতির বিষয়ে খুব বেশীরকম নিশ্চিত ছিলেন না। তিনি এগিয়ে গেলেন, কারণ তিনি এমন পিতামাতার সন্তান ছিলেন যাঁদের কাছে সাদাসিদেভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করার অর্থ ছিল না—কোন রকম ক্ষতি বোধ করা।

তিনি নিজের লেখা নিজেই পড়ে আনন্দ প্রকাশ করতেন। এমন কি সেগুলির উচ্চ প্রশংসাও করতেন। এই ব্যাপারটিতে অনেক অজ্ঞাত ব্যক্তি তাঁকে আত্মাভিমানী ব'লে মনে ক'রে থাকতে পারেন। কিন্তু না। তিনি ছিলেন খুব সরল, খুব স্পষ্টবাদী এবং বালকের মতই প্রাণখোলা। মন ছিল তাঁর পবিত্র, স্নেহপ্রবণ এবং প্রেমপিয়াসী!

(শ্রীভারতকুমার বসু দ্বারা অমৃতলালের ইংরাজী প্রবন্ধ হ'তে অনুবাদিত)

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১১নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয় ঃ—১১ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৪র্থ বর্ষ
১২শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

২৭শে শ্রাবণ
১৩৩৪

নাট্য-জগৎ

—:•:—

"It is pleasanter to have the entree to Balzac's society than to receive cards from all the duchesses in Mayfair."

*

গেল শনিবারে নাট্যমন্দিরে গিয়ে কবির ঐ উক্তি কী সত্য ব'লেই মনে হচ্ছিল! কলাবিদের সমাজ যে কতখানি উপভোগ্য হ'তে পারে সেদিন নাট্যমন্দির তা প্রমাণিত করেছেন।

*

রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা রঙ্গালয়ে বর্ত্তমান যুগের উপযোগী প্রথম আধুনিক নাটক হচ্ছে, শরৎচন্দ্রের "ষোড়শী"। অভাবিত বিস্ময়ে এবং অপরিমেয় আনন্দে আমাদের হৃদয়-মন অভিভূত হয়ে গেছে! প্রকাশের ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।

*

এমন অপূর্ব্ব মনোবিজ্ঞানের খেলা, এমন সূক্ষ্ম ভাবের ঘাত-প্রতিঘাত, এমন বাহুল্যহীন সৌন্দর্য্যের লীলা নবযুগের আর কোন্ নাটকে আছে জানি না। রবীন্দ্রনাথের পরে আর কেউ আধুনিক নাটক লিখছেন না ব'লে আমাদের আর অভিযোগ করবার উপায় নেই।

*

"দেনাপাওনা" উপন্যাসের উপরে "ষোড়শী"র ভিত্তি। সাধারণত রঙ্গালয়ে যে-ধরণের নাটকাকারে রূপান্তরিত উপন্যাস দেখা যায়, "ষোড়শী"কে তাই ভাবলে বিষম ভুল করা হবে। কারণ ভাবে, ভাষায় ও চরিত্রে "ষোড়শী" প্রায় একখানি নূতন নাটক। "দেনা-পাওনা"র অবসান মিলনে এবং 'ষোড়শী"র অবসান মরণের দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে।



কপালকুণ্ডলা—শ্রীমতী নীহারবালা

*

অস্কার ওয়াইল্ড লিখেছেন :—"Bad people are, from the point of view of art, fascinating studies. They represent colour, variety, and strangeness. Bad people stir one's imagination."

*

"ষোড়শী"র প্রধান পুরুষ-চরিত্র জীবানন্দ চৌধুরীকে দেখলে ঐ কথাগুলির সত্যতা বোঝা যাবে। তবে জীবানন্দের পশুত্বই এই নাটকের প্রধান আলোচ্য নয়। প্রেমের মায়াস্পর্শে জীবানন্দের হৃদয়ে কি-ক'রে ধীরে ধীরে নিষ্কলঙ্ক মনুষ্যত্ব জেগে উঠল, নাট্যকার বিচিত্র কৌশলে সেইটেই দেখবার চেষ্টা করেছেন।

*

নাটকের প্রধান স্ত্রী-চরিত্র হচ্ছে ষোড়শী—শরৎচন্দ্রেরই যোগ্য সৃষ্টি। ষোড়শীর মৌন প্রেম, কঠোর আত্ম-সংযম, তেজিষ্ঠ অটলতা, কর্ত্তব্যে নির্ভীকতা এবং সকলের প্রতি করুণা,—এ-সব যে কি চমৎকার ফুটেছে তা আর বলবার নয়!

*

কিন্তু আমাদের যেন মনে হচ্ছে, জীবানন্দের মৃত্যু এ নাটকের স্বাভাবিক পরিণতি নয়। মৃত্যু না দেখালেও চলত। অষ্টম দৃশ্যে ষোড়শী যেখানে জীবানন্দের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করলে, সেই 'ট্রাজেডি'র উপরেই শেষ-যবনিকা পড়লে নাটকত্ব ক্ষুণ্ণ হ'ত না।

*

শরৎচন্দ্রের "ষোড়শী" রঙ্গালয়ের অভিনয়ের উপযোগী একখানি তথাকথিত গ্রন্থ নয়। সে-রকম গ্রন্থ এখন সকলেই লিখছেন এবং এত-বেশী লিখছেন যে থাকে থাকে সাজিয়ে রাখলে রঙ্গমঞ্চে নট-নটীরা মাথা গোঁজবার ঠাঁই পাবেন না। কিন্তু "ষোড়শী" একখানি নাটক—আমাদের রঙ্গালয়ে যা দুর্লভ।

*

সুতরাং চলতি মত হয়তো "ষোড়শী"কে 'থিয়েটারী গ্রন্থ' ব'লে চিনতে পারবে না। "Originality is a fatal gift."

*

আসল নাটকে প্রকৃত অভিনেতা যে কী অকল্পিত সৌন্দর্য্যকে প্রকাশ করতে পারেন, জীবানন্দের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী তার জলন্ত প্রমাণ দিয়েছেন। শরৎচন্দ্রের সৃষ্টির মধ্যে এ আর এক অভিনব সৃষ্টি,—নূতন রূপের তরঙ্গ,—না-দেখা ভাবের মূর্ত্তি! আমাদের বিশ্বাস স্বয়ং জীবানন্দের স্রষ্টাই তাঁকে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়বেন, কারণ শিশিরকুমার হয়তো স্রষ্টার মানস-কল্পনাকেও অতিক্রম করেছেন!

*

শিশিরকুমারের দ্বারা অভিনীত অন্যান্য ভূমিকার সঙ্গে তুলনা ক'রে আমরা জীবানন্দের ভূমিকাকে ছোট করতে চাই না। শিশিরকুমারের শক্তি ও কলাজ্ঞানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান এই জীবানন্দের ভূমিকার মধ্যে আমরা লাভ করেছি। শরৎচন্দ্রের নববিকসিত নাট্য-প্রতিভার সঙ্গে শিশিরকুমারের অভিনয়-প্রতিভার মিলনে যে কী মধুর সুধার আস্বাদ-লাভের সুযোগ উপস্থিত হয়েছে, না দেখে তা ধারণা করা অসম্ভব—একেবারে অসম্ভব!

*

রঙ্গালয়ের জীবানন্দ কোথাও কর্ণভেদী গর্জ্জন বা হস্তপদের প্রচণ্ড আস্ফালন করেনি, কিংবা মুখ বিকৃত ক'রে কোলের ছেলেদের কাঁদিয়ে তোলেনি। অথবা চলচ্চিত্র ও বিলাতী অভিনয়ের সচিত্র কেতাব থেকে হরেক রকম ভঙ্গি চুরি ক'রে আমাদের চোখকে চমকে দিতে পারেনি। কিন্তু এ-রকম ভূমিকায় যা পাওয়া উচিত আমরা তাথেকে কিছুমাত্র বঞ্চিত হইনি।

*

জীবানন্দের ভূমিকায় শিশিরকুমারের মুখ দেখে একজন শ্রেষ্ঠ অভিনয়-সমালোচকের কথা বার বার আমাদের মনে হচ্ছিল:—"With him there can be no choice, no arresting moment of repose; but an endless flowing onward of emotion, like tide flowing after tide, moulding and effacing continnually."

*

বর্ত্তমান যুগে শিশিরকুমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা কেন? কারণ তিনি এখানকার আর সব নটের চেয়ে সরলভাবে আপনাকে অভিব্যক্ত করতে পারেন। এবং কেবলমাত্র স্বাভাবিকতার মুখ চেয়ে তিনি থাকেন না, উপরন্তু স্বাভাবিকতাকে নিজের ঈপ্সিত আকারের মধ্যে এনে তিনি স্বেচ্ছামত ফুটিয়ে তুলতে পারেন—ভাস্করের হস্তে কর্দ্দমপিণ্ড যেমন তাঁর স্বেচ্ছামত আকার লাভ করে। এক কথায় শিশিরকুমার হচ্ছেন—"A great, impersonal force, rushing towards the light, looking to every form of art for help, for sustenance, for inspiration; a soul which lives on the passionate contemplation of beauty, of all the forms of beauty; an intelligence alert to arrest every wandering idea that can serve it."

*

পঞ্চম, সপ্তম ও অষ্টম দৃশ্যে শিশিরকুমারের অভিনয়ে বিশেষ ক'রে যে সৌন্দর্য্য, যে ভাববৈচিত্র্য ও যে হাসি-কান্নার প্রশস্ত ইঙ্গিত ফুটে ওঠে, দর্শকের হৃদয় তাতে মৌন প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত না হয়ে পারে না। জীবানন্দের ভূমিকায় আমরা যা দেখেছি তা অভিনয় নয়;—অভিনয় বললে তাকে যেন ছোট করা হয়—তা হচ্ছে সৃষ্টি, স্বাধীন সৃষ্টি—যা নাটকের মুখাপেক্ষা করে না!

*

এবং শিশিরকুমারের সহ-অভিনেত্রী 'ষোড়শী'র ভূমিকায় এই মতী চারুশীলা! তাঁর দ্বারা অভিনীত অনেক ভূমিকার প্রশংসা আমরা করেছি, কিন্তু এবার তাঁর উপযোগী প্রশংসা করা আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে উঠেছে। কারণ অজস্র প্রশংসা করলেও হয়তো তাঁর কৃতিত্বের কথা সবাই বুঝতে পারবেন না।

*

"ষোড়শী" একটি সুকঠিন চরিত্র। কেবল তার মুখের কথায় নয়, তার প্রত্যেক ভাব-ভঙ্গির মধ্যেও এমন নির্দ্দিষ্ট অর্থ ও বিশেষত্ব থাকা দরকার, যা সুধু চোখ-মনকে মোহিত করবে না, সেইসঙ্গে দর্শকের হৃদয়েও আসল ভাবের ইঙ্গিত জাগাতে পারবে।

*

অধিকাংশ স্থলেই "ষোড়শী" নিজের মনের গুপ্তকথা প্রকাশ করতে পারছে না। তার মন যখন একান্ত ভাবে জীবানন্দকে প্রার্থনা করছে, তার প্রকাশ্য মুখের বাণী তখন কিছুতেই সেই পরম সত্যকে স্বীকার করছে না। "ষোড়শী"কে প্রায় শেষ পর্য্যন্ত নিজের সঙ্গে এমনি সংগ্রাম ক'রে ক্ষতবিক্ষত হ'তে হয়েছে।

*

এই সংগ্রামের ইতিহাস, আহত আত্মার এই গোপন ক্রন্দন-কাহিনী শ্রীমতী চারুশীলার অভিনয়-ভাষায় কী চমৎকার ভাবেই কথিত হয়েছে! অতীতের ও বর্ত্তমানের যে কোন প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রীর পক্ষে শ্রীমতী চারুশীলার মত কলানৈপুণ্য গর্ব্ব ও গৌরবের বিষয়। ভূমিকার সঙ্গে তিনি আপনাকে এমন ভাবে মিশিয়ে দিতে পেরেছেন যে, তাঁর অভিনয়কে অ। অভিনয় ব'লে মনে হয় না—এ যেন স্বতঃস্ফূর্ত্ত জীবনের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস। এত ভালো অভিনয় শ্রীমতী চারুশীলা আর কখনো করেননি,—"ষোড়শী অপূর্ব্ব অভিনয় বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসে স্থায়ী স্থান লাভ করবে।

*

সুযোগ ও ক্ষেত্র পেলে কি করতে পারেন, "এককড়ি"র ভূমিকায় শ্রীযুক্ত গোপালদাস ভট্টাচার্য্য তার উজ্জ্বল পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর "এককড়ি" আমরা অত্যন্ত উপভোগ করেছি। সাবাস!

*

জনার্দ্দন রায় ও শিরোমণির ভূমিকায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত অমলেন্দু লাহিড়ীও সামাজিক নাটকে তাঁদের উচ্চশ্রেণীর যোগ্যতা প্রমাণিত করেছেন। খুব ফুটেছে এই দুই পাড়াগেঁয়ে কপট, ফন্দিবাজ বর্ব্বরের ছবি। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের "সাগর সর্দ্দার"ও রীতিমত উৎরে গেছে। লোকে প্রকাশ্য প্রশংসা না ক'রে পারেনি।

*

'নির্ম্মল বসু' সেজেছেন শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র চৌধুরী। এ ভূমিকাতেও তাঁর বর্ত্তমান সুনাম ক্ষুণ্ণ হয়নি। 'প্রফুল্ল রায়'র ভূমিকায় বিশেষ কিছু দেখবার নেই—কথাগুলি ভালো ক'রে ব'লে যাওয়া ছাড়া। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র রায় তাতে সফল হয়েছেন। ছোট ছোট ভূমিকায় শীতলবাবুর ('পথিক'), হরিগোপাল বাবুর (তারাদাস) ও নৃপেনবাবুর ('ভিক্ষুক') অভিনয় আমাদের ভালো লাগল।

*

"হৈমবতী" ও "ম্যাজিষ্ট্রেটে"র অভিনয় উন্নত হওয়া দরকার। পঞ্চম ও সপ্তম দৃশ্যের মাঝখান থেকে "গাজনের সং"কে অন্যত্র না সরালে কিছুতেই চলবে না, কারণ ওখানে ও-দৃশ্যটি এসে পড়ে ঠিক পদ্মবনে মত্তহস্তীর মত।

হট্টগোলের ধাক্কায় পঞ্চম দৃশ্যের ধীরে-ধীরে-উঁচু পর্দ্দায়-ওঠা-করুণ ভাবের সুরটি নিষ্ঠুর ভাবে হঠাৎ ছিঁড়ে যায় এবং সপ্তম দৃশ্যের রস আবার জ'মে উঠতে রীতিমত দেরি লাগে। শিশিরবাবুর মত সূক্ষ্ম ভাবের রসিক এটা ভেবে দেখেননি এই ভেবে আশ্চর্য্য হচ্ছি। অবশ্য রঙ্গালয়ে 'গাজনের সঙে' নূতনত্ব আছে।

*

দৃশ্যপট আমাদের মনের মত হয়েছে। কোথাও অভিনয়কে বাধা দেয়নি এবং রঙ্গালয়ের দৃশ্যপটের পক্ষে এইটেই হচ্ছে সব-চেয়ে প্রশংসার কথা। অকারণ বাহুল্য ও চোখ-ধাঁধানো চাকচিক্যের স্বাভাবিক প্রলোভনে অভিভূত হননি ব'লে এই-সব দৃশ্যপটের পরিকল্পনাকৃৎ শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কলাজ্ঞানকে ধন্যবাদ দি। শিল্পীর তুলির মুখে নাটকের গড়চণ্ডী গ্রামখানি যেন চোখের সামনে ছবির মত জেগে উঠেছে!

*

"ষোড়শী" নাটককে আমরা অনাগতের প্রথম অতিথিরূপে সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। এ "ষোড়শী"র পূরন্ত যৌবন-শ্রী রসিকের মনোবসন্তকে আবার জাগিয়ে তুলতে পারবে এবং আমাদের চিত্তক্ষুধা যে এর দ্বারা নিবারিত হবে তাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। বাংলার রসিক সমাজের নিকটে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে "ষোড়শী"র আগমন-বার্ত্তা ঘোষণা করলুম, এবং এখানে যে তার যোগ্য অভ্যর্থনার ত্রুটি হবে না সে বিশ্বাস আমাদের আছে। 'ভালো নাটক দর্শক অভাবে বেশীদিন চলে না'—এবারে এ অভিযোগ নিশ্চয়ই আমরা শুনতে পাব না—কারণ 'ষোড়শী'র সৌন্দর্য্যের মধ্যে জটিলতার নামগন্ধ নেই। আর বেশী বলা বাহুল্য, কারণ "Good wine needs no bush"!

*

অতঃপর একটি পুরাতন নাটকের নূতন অভিনয়ের কথা বলব। গেল হপ্তায় 'ষ্টার থিয়েটারে' গিয়েছিলুম, "রাজসিংহ" দেখতে।

*

ঔরংজেবে'র ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীকে—অঙ্গসজ্জা বা অভিনয়—কোন্ দিক দিয়ে বেশী প্রশংসা করব তা বুঝতে পারছি না। অঙ্গসজ্জায় তাঁর শক্তি-বৈচিত্র্য ক্রমেই আমাদিগকে অধিকতর বিস্মিত করছে। তাঁর অভিনয় এবং অঙ্গভঙ্গী হয়েছে প্রথম শ্রেণীর উপযোগী।

*

শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের "মবারক" আমাদের ভালো লেগেছে। আর ভালো লেগেছে শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্রের "অনন্ত মিশ্র"। তিনটি দৃশ্যে এমন সুন্দর ও উজ্জ্বল ভাবে অনন্ত মিশ্রের চরিত্র ফুটে উঠেছে যে, নরেশবাবুকে বাহাদুরি দিতে হয়। ভৃত্যের ভূমিকায় সন্তোষবাবুর অভিনয়ও হাস্যরসমধুর হয়েছে।

*

দরিয়ার ভূমিকায় শ্রীমতী নীহারবালা উঁচুদরের অভিনয় করেছেন। সবরকম ভূমিকাতেই আজকাল তাঁর কৃতিত্ব বাস্তবিকই একটা লক্ষ্য করবার বিষয়। নির্ম্মলকুমারীর ভূমিকায় শ্রীমতী নিভাননীকে দেখে বুঝলুম, তাঁরও অভিনয়-শক্তি আগেকার চেয়ে উন্নত হয়ে উঠেছে। চঞ্চলকুমারী ও জেবুন্নিসার ভূমিকা নিয়েছেন যথাক্রমে শ্রীমতী সুশীলাবালা ও শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী। এঁদের অভিনয়ও উপভোগ্য।

*

প্রথম দৃশ্যটি নাচে গানে সৌন্দর্য্যে চমৎকার বললেও অত্যুক্তি হবে না। মোটের উপরে ষ্টারের "রাজসিংহ" দেখে খুশি হয়েছি—পুরাণো নাটক হ'লেও নূতন রূপের অভাব নেই।

গান

ডাগর চোখের চাকর আমি
প্রেম বিনা গান জানি না,
মেঘলা-বেলার অশ্রুমালা
ডালায় ভ'রে আনি না—
প্রেম বিনা গান জানি না।

*

নিত্য হাসির চন্দ্রকরে,
চত্ত বাঁশীর ছন্দ ধরে,
বন্ধ দ্বারের অন্ধকারে
অন্তরে মোর টানি না—
প্রেম বিনা গান জানি না।

*

মন যে আমার প্রজাপতি
চায় সে খালি চোত্-ফাগুন,
চায় সে খালি অশোক-বনে
উঠুক্ জ্ব'লে রং-আগুন!

*

চায় সে নব যৌবনীকে
ফুল্‌কো ঠোঁটের মৌ-খণিকে।
হৃৎকমলে বসত আমার,
দুঃখ-শোকে মানি না—
প্রেম বিনা গান জানি না।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

চিত্রনাট্যের রূপকথা

ডগলাস্ ফেয়ারব্যাঙ্কসের নূতন ছবি "The Gaucho" এখনো তৈরি হচ্ছে। তাঁর মতে, এইখানিই তাঁর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছবি।

*

তাঁর মত অভ্রান্ত কি না তা জানবার জন্যে এখনো আমাদের দুই-তিন বছর অপেক্ষা করতে হবে। কারণ এদেশে ও-ছবিখানি বোধ-হয় তার আগে এসে পৌঁছবে না।

*

শ্বেতলোকের নারী-মহলে এখন ঘাড়-ছাটা চুলের ফ্যাসান উঠেছে। চলচ্চিত্রের বিখ্যাত অভিনেত্রীদের মধ্যে এখন একমাত্র মেরী পিকফোর্ডই কিন্তু ও-রকম চুল-ছাটতে বড়ই নারাজ। তাঁর ভক্তদের মধ্যেও মতভেদের অভাব নেই। একদল তাঁকে চুল ছাটবার জন্যে মিনতি করছেন, আর একদল মানা করছেন। অতঃপর সুচতুরা মেরী তাই মধ্যপথ অবলম্বন করেছেন—অর্থাৎ তিনি এমনভাবে চুল বাঁধছেন দেখলে যাকে ঘাড়-ছাটা-চুল ব'লেই ভ্রম হবে!

*

পাশ্চাত্যের গত কুরুক্ষেত্রের একখানি ছবি তৈরি হচ্ছে তার নাম "The Somme"। এর জন্যে হাজার হাজার সৈনিককে নিযুক্ত করা হয়েছে এবং তার মধ্যে "সোম-যুদ্ধে"র কয়েকজন বিখ্যাত বীরপুরুষও আছেন।

*

বিশ্ববিখ্যাত নর্ত্তকী স্বর্গীয়া গেবি ডেলির সহ-নর্ত্তক শ্রীযুক্ত হ্যারি পিলসার অতঃপর স্থায়ী ভাবেই চিত্র-নাট্যে অভিনয় করবেন। তাঁর নূতন ছবির নাম হবে—"একটি নারী-জীবনের চব্বিশ ঘণ্টা"। তিনি বলেন, চিত্রাভিনয়ের একটা মস্ত সুবিধা এই যে, নিজের অভিনয় নিজে দেখে দোষ শোধ্‌রাবার সুযোগ পাওয়া পাওয়া যায়।

*

বিখ্যাত গণৎকার কাউন্ট হ্যামান ('Cheiro' নামে প্রসিদ্ধ) সংপ্রতি চিত্রনাট্যের বড় বড় নট-নটীর হাতের রেখা সংগ্রহ করছেন। চলচ্চিত্রে সেই-সব হাত দেখিয়ে তিনি তার ব্যাখ্যা দেবেন। এর আগেও তিনি এই ধরণের ছবি দেখিয়েছেন।

*

সুসংবাদ! জ্যাকি কুগান আবার চিত্র-নাট্যে ফিরে আসছে!

*

ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কসের যুবক-পুত্রও অতঃপর বাপের-পায়ে-চলা-পথের পথিক হলেন। সাবাস, 'বাপকো বেটা'!

*

চিত্রনাট্যের খ্যাতনামা নট-নটীদের জীবন-পথ ফুল-দিয়ে-মোড়া নয়! রিচার্ড ডিক্স বলেন, ছবির দাসত্ব ক'রে তিনি যেটুকু অবসর পান, ভক্তদের চিঠির জবাব ও হাতের লেখার নমুনা দিতে দিতেই তা ফুরিয়ে যায়!

*

বিলাতের প্রসিদ্ধ চিত্রাভিনেতা আইভর নভেলোও বলেন, "আমরা ফুলের বিছানায় শুয়ে থাকি না। চিত্রাভিনেতার জীবন হচ্ছে আত্মত্যাগের জীবন।

*

"তিনি বেশী খেতে পাবেন না, বেশী ঘুমাতে পাবেন না, বেশী খেলতে পাবেন না! তাঁকে সবদিকে সামঞ্জস্য বজায় রেখে এমনভাবে চলতে হবে, যাতে দেহ ঠিক তৈরি থাকে অথচ শ্রান্ত হয়ে না পড়ে।

*

"জনসাধারণের জন্যে তাঁকে তাঁর জীবন উৎসর্গ করতে হবে এবং সব-দিকের উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিবারণ করতে হবে। চলচ্চিত্রে অভিনয় করাকে যারা মজা ব'লে ভাবে, আসল ব্যাপারটা দেখলে তারা বুঝতে পারবে এর মধ্যে মজা নেই একটুও—এ হচ্ছে একটা গুরুগম্ভীর ললিতকলা এবং এর জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে একাগ্রতা ও সংযমের আবশ্যক।"

"প্রসাদ"

সধবার একাদশী ও নিমচাঁদ

—:*:—

(প্রধানতঃ শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর মতামত অবলম্বন ক'রে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব এই প্রবন্ধ লিখেছেন)

'সধবার একাদশী' এই নামটাই উদ্ভট ; এবং কেবল এই 'সোনার পাথর বাটী' নামটাতেই যদি কোনও হাসি থাকে তাহ'লে হয়ত এ নাটকখানিকে প্রহসন বলা যেতে পারে। কিন্তু,আমার মনে হয় বাংলা ভাষার নাট্য-সাহিত্যের প্রথম যুগে 'নীলদর্পণ' প্রভৃতি নাটকের সঙ্গ এখানিকেও একখানি আদিম 'সামাজিক নাটক' বলা যেতে পারে! "সধবার একাদশী" এই নামের মধ্যে যেন একটা মর্ম্মন্তুদ হাহাকার ও করুণ দীর্ঘশ্বাস জমাট হ'য়ে আছে—হাসি কোথা এ নামে ?— ;

বাংলার রঙ্গমঞ্চে 'সামাজিক' নাটকের অভিনয় পর্য্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে এদেশে 'সামাজিক' নাটকের ক্রমোন্নতি আজ যেখানে এসে পৌঁছেচে তার মধ্যে তিনটি বিভিন্ন অবস্থা বেশ সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে!

প্রথম যুগের 'সামাজিক' নাটক ছিল 'নীলদর্পণ', 'সধবার একাদশী' প্রভৃতি ; দ্বিতীয় যুগে আমরা দেখতে পাই সামাজিক নাটক তার আদিম অবস্থা কাটিয়ে অধিকতর সভ্য ও উন্নত হ'য়ে প্রকাশ পেয়েছে 'প্রফুল্ল', বলিদান' প্রভৃতি নাটকের মধ্যে। এরাই ছিল এতদিন বাংলার নাট্যসাহিত্যে দ্বিতীয় যুগের শ্রেষ্ঠতর সামাজিক নাটক। কিন্তু আজ এদেশের সামাজিক নাটক যে তার উন্নতির তৃতীয় ও শ্রেষ্ঠতম স্তরে এসে পৌঁছেচে এসংবাদ আমরা পাচ্ছি শরৎচন্দ্রের "ষোড়শী" নাটকের মধ্যে!

আমাদের মনে হয় এইবার ভবিষ্যতের অনাগত সামাজিক নাটকগুলি এই 'ষোড়শী' নাটকের আদর্শেই রচিত হবে। বাইরের জগতের খুন, জাল, জুচ্চুরী, বিশ্বাসঘাতকতা, ব্যভিচার প্রভৃতি মোটা মোটা ঘটনার উত্তেজনাপূর্ণ খেলো দৃশ্যাবলীর সমাবেশ ছেড়ে দিয়ে ভবিষ্যতের নাটক শুধু অন্তর্জগতের খবর দেবার চেষ্টা করবে। মানুষের মনের গোপন কথা—তার বুকের ভিতরের ঝড়-তুফান – হৃদয়ের অভ্যন্তরের দ্বন্দ্ব—দ্বিধা—সরম সঙ্কোচ আঘাত-আনন্দ—বেদনা-উল্লাস—জীবনের ব্যর্থতা—সফলতা—বঞ্চনা—সার্থকতা—এই নিয়েই হবে তার গঠন! তার গভীরতা হবে অতলস্পর্শী! সে কেবল উপরের খোসাটুকু ছুঁয়ে নিঃশেষ হ'য়ে যাবে না!

ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রথম ঢেউয়ের বেগে এদেশের ধনী ও মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ভদ্র যুবকদের মাথাটা এম'নই বিগড়ে গেছল যে, অনেক ঘরের সধবাদের স্বামী বর্ত্তমানেও বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ ক'রতে হোতো!—সেই সময়কার ছোট্ট একটু সমাজ-চিত্র হ'চ্ছে এই 'সধবার একাদশী'। কিন্তু এই ছোট্ট একটু সামাজিক ছবির মধ্যে দীনবন্ধু যে বিরাট সমস্যার সমাবেশ ক'রে গেছেন সেইটেই হ'চ্ছে এই ছবির প্রধান পটভূমিকা! ইংরেজীতে যাকে বলে Key-Note—অর্থাৎ আসল তত্ত্বের চাবি-কাঠি—সেটি আমরা লাভ করি নিমচাঁদের মুখ থেকেই!

মেয়ে সেজে ভদ্রলোকের বাড়ীর ভিতর ঢুকে বউ বার ক'রে আনার অভিযোগের উত্তরে রামধন খুড়ো কর্ত্তৃক প্রহৃত নিমচাঁদ ব'লছে...'আমি কিছু জানিনি মশাই, আমি কি এমন কাজ করতে পারি ?'

রামধন প্রশ্ন করলেন...'তবে কে করেছে ?'

তখন নিমচাঁদ বলছে—'সময়। সভ্যতার সহিত বিস্তাভাবের উদ্বাহ হ'লেই বিড়ম্বনার জন্ম হয়...... ।'

'সধবার একাদশী'র, এইটেই হচ্ছে আসল তাৎপর্য্য।

'সধবার একাদশীর' ভিতরের সমস্যা হ'চ্ছে ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার সংঘর্ষে বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ কি দাঁড়াবে? আমরা দেখতে পাই—নিমচাঁদ পাশ্চাত্য সভ্যতার সুরাপান ক'রে উন্মত্ত হ'য়েছে বটে, কিন্তু অটলের মতো অমানুষ হ'য়ে ওঠেনি!

অটলের মতিগতি ও চরিত্র যে কেন অমন হ'য়েছে,—তার নানা কারণের মধ্যে যেটা প্রধান সেটাও আমরা নিমচাঁদের মুখ থেকেই শুনতে পাই—

"Little learning is a dangerous thing,
Drink deep or taste not the Pierian spring!"

নিমচাঁদকে যদিও এই Little learning এর দোষ দেওয়া যায় না, কারণ আমরা তার পাণ্ডিত্যের বহু পরিচয় পাই। তবু একথা মানতেই হবে যে, জীবনের পরীক্ষায় সংসার-ক্ষেত্রে নিমচাঁদও একটা failure! তার কারণ কি ?

যে নিমচাঁদ বল্‌ছে—I read English, write English, talk English, speechify in English, think in English, dream in English...সে জীবনে কিছু ক'রতে পারলে না কেন? যাকে দেখে ক্যাবলা হাকিম—ঘটিরাম ডেপুটী—কেনারাম পর্য্যন্ত ব'লছে—"দত্তজা যদি মদ ছাড়েন উনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হ'তে পারেন!"—সে লোক শুধু বড় লোকের ছেলেদের বৈঠকখানায় আর বাগানে মদ খেয়ে বেড়িয়ে জীবনটার অপব্যয় ক'রছে কেন?

আমাদের মনে হয় ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দোটানায় প'ড়েই নিমচাঁদের "ইতোভ্রষ্ট স্ততো নষ্ট" হ'য়েছে।—ইংরাজীনবীশ নিমচাঁদের এই দুর্ব্বলতা আমরা টের পাই সে যখন কেনারাম ডেপুটিকে বলে—"কেন, আমাদের বঙ্গভাষায় কি দুর্ভিক্ষ হ'য়েছে, তাই তুমি যাবনিক ভাষার নিকটে ভিক্ষা চাচ্ছ?" অথচ এই নিমচাঁদ নিজেই কথায় কথায় ইংরেজী বুক্‌নী ছাড়চে!

নিমচাঁদ যখন মদ ধরেছিল, তখন নেশা করবার উদ্দেশ্য নিয়ে সে মদ ধরেনি, সে পাশ্চাত্য সভ্যতা'র অঙ্গস্বরূপ ইংরেজী শিক্ষার আদব-কায়দা ব'লেই মদ খেতে সুরু করেছিল, কারণ সে' শিখেছিল—

"Wine is the fountain of thought.
The more we drink, the more we think!"

কিন্তু নিমচাঁদ ঠিক থাকতে পারেনি। সে মাতাল হ'য়ে পড়েছিল! তার কারণ অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাই তার মনের অন্তর্গূঢ় ব্যথাই এর জন্য দায়ী। ওই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে তার মনে যে সব স্পৃহাকাঙ্ক্ষা স্থান পেয়েছিল, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন-যাত্রার যে আদর্শ তার মনের মধ্যে কল্পনার তুলিতে রাঙন হ'য়ে উঠেছিল, বাস্তব জীবনে তা কোনও দিনই সত্য হ'য়ে উঠবার সম্ভাবনা ছিল না বলে সে যেন জীবনে হতাশ হয়ে পড়েছিল। তার এই ব্যর্থতার বেদনা সকরুণ হ'য়ে ফুটে ওঠে সে যখন কেনারাম ডেপুটীকে পরিচয় দেবার সময় তার সমস্ত গর্ব্ব ধূলায় লুটিয়ে দিয়ে বলে—"শ্যামবাজারের মহেশ্বর ঘোষ আমার শালা। তার বাড়ীতেই থাকি। সেই শালার নাম না ক'রলে কেউ চিনতে পারে না। হুজুর, বান্দা মজুর! ধামার ধামা 'দামার চাইতেও অধম! ('দামা' অটলের ভৃত্য)

অত্যধিক মদ্যপান ক'রে সে যে উচ্ছন্ন যাচ্ছে, একথা সে জানতো! মদ ছেড়ে দেবার ইচ্ছেও তার মাঝে মাঝে হ'তো কিন্তু সে যথার্থই বলেছিল—"আমি ছাড়তে পারি, কিন্তু ও আমায় ছাড়ে কই?" মদ তাকে ভূতে পাওয়ার মতই পেয়েছিল, তাই 'হাকিম' পরিচয় পেয়েই সে কেনারামকে জিজ্ঞাসা করেছিল।

"Canst thou not minister to a mind diseased
Pluck from the memory a rooted sorrow.
Raze out the written troubles of the brain"—

কিন্তু সে এও জানে যে এ রোগের চিকিৎসা করা বৈদ্যেরও অসাধ্য! তাই সে একটু পরেই বলেছে—

"Therein the patient
Must minister to himself!"

যে লোক একেবারে Alcohol-এর patient, pathological অবস্থার স্বরূপ এর চেয়ে আর কিছুতে প্রকাশ হ'তে পারে না!

নিমচাঁদ তার স্ত্রীকে শ্রদ্ধা করে; তার অসীম ধৈর্য্য ও পতিভক্তি দেখে সে বিস্মিত; কিন্তু স্ত্রীকে সে কোনও দিনই নিজের যোগ্য ব'লে মনে ক'রতে পারেনি! এ খবরটা আমরা পাই সে যখন অটলের মুখে 'গোকুলবাবুর স্ত্রী খুব লেখাপড়া শিখেছে ও ইংরাজী জানে' এই খবরটা শুনে ব'লে ফেলে—"এ রত্ন আমার হাতে প'ড়লে right man in the right place হ'তো!"

স্ত্রীর সম্বন্ধে তার অন্তরের এককোণে এই যে গোপন ক্ষত ছিল সেটি আমরা একেবারে রক্তাক্ত হ'য়ে উঠতে দেখি—যখন অটল তাকে বলে—"তুই তবে তোর মেগের কাছে যা—"

নিমচাঁদ আহতের মতই কাতর হ'য়ে চেঁচিয়ে উঠে—"Ah! Thou sticks a dagger in me!—অটল, কী গালাগালিই দিলি!"

নিমচাঁদ মাতাল হয়ে প'ড়েছিল বটে, কিন্তু সে ইতর হ'য়ে ওঠেনি কোনও দিনই। গোকুলকে জব্দ করবার জন্যে অটলের মুখে গোকুলবাবুর স্ত্রীকে বার ক'রে আনবার প্রস্তাব শুনে সে প্রথমটা তাকে বুঝিয়ে বললে যে, "গৃহস্থের মেয়ে বার করবার মতলব কোরনা বাবা, ইহকাল পরকাল দুইই যাবে! আমার কথা শোনো, গোকুলো বেটাকে ধরে এনে এক'দিন খুব করে চাবকে দাও—"

কিন্তু অটল যা বায়না ধরে, তা সহজে ছাড়ে না। সে প্রস্তাব করলে যে নিমচাঁদকেই মেয়ে সেজে বাড়ীর মধ্যে গিয়ে গোকুলবাবুর স্ত্রী'কে ভুলিয়ে বৈঠকখানায় ধরে আনতে হবে। নিমচাঁদ চটে উঠে বললে—"একি ভদ্রলোক পারে?"

অটল টিট্‌কারি দিয়ে বললে, "মদ খেতে পারো? কেশবের নাম ক'রে কেশবের মেয়েমানুষকে বাগানে নিয়ে যেতে পারো?"

তখন সিংহের মত গর্জ্জে উঠে নিমচাঁদ বললে—

"I dare do all that may become a man
Who dares do more is none."

এই ছটি ছত্র থেকে নিমচাঁদের চরিত্র একেবারে সুস্পষ্ট জানতে পারা যায়। তারপর সে অটলের সঙ্গে তর্ক ক'রে তাকে বোঝাতে লাগল যে—কেন, এ জোংরা কাজের দরকার কি?—"We have willing dames enough." কিন্তু অটল তার পরামর্শ শুনলে না, সে অন্য বন্দোবস্ত ক'রে গোকুলবাবুর স্ত্রীকে বৈঠকখানায় আনবার ব্যবস্থা করলে, আর নিমচাঁদকে ব'লে দিলে যে, সে যেন তাকে আজ 'গোকুলবাবু' ব'লে ডাকে।

নিমচাঁদ মদের লোভে এটুকু ক'রতে রাজি হ'লো বটে, কিন্তু দুঃখে অনুতাপে তার মন পুড়ে যেতে লাগল! সে অনুরাগ ক'রে অটলকে বলতে লাগল—

"Bloody bawdry villain
Remorseless, treacherous, kindless villain!"

"তুমি গুওটার ছেলে, তুমি ভদ্রলোকের অপমান করেছ, তুমি ব্রাহ্মণের গলায় মরা সাপ দিয়েছো বাবা! ব্রহ্মশাপ হয়েছে; তোমার নিস্তার নেই!"

নিমচাঁদের এই অসহায় কাতরতা শুনলে তার উপর সহানুভূতি না হয়ে পারে না!

— —

ইবসেন সম্বন্ধে

—০—

ইউরোপে আধুনিক নাট্যজগতে ডাক্তার হেনরিক ইবসেনের যে প্রবল প্রভাব এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ইবসেন নরওয়ে-বাসী এবং নাট্যজগতে তিনি সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ইউরোপে বহু নাট্যকার যশস্বী ও জনপ্রিয় হইয়াছেন এই ইবসেনের নির্দ্দিষ্ট পথের পথিক হইয়া।

প্রায় সমস্ত ভাষাতেই তাঁহার নাটক অনূদিত হইয়াছে এবং ইউরোপে প্রত্যেক রঙ্গমঞ্চে সমাদরে ও বহু রজনী ধরিয়া অভিনীত হইতেছে। নাট্যজগতে তাঁহার নাটক যুগান্তর আনিয়া দিয়াছে। আধুনিক কোন লেখকই তাঁহার প্রভাব হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি সকলের গুরু-স্থানীয়। Plot বিহীন নাটক লিখিবার বাসনায় অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি যে সব নাটক রচনা করিয়াছেন তাহা ইউরোপকে বিস্মিত করিয়াছে। কল্পনার প্রসারতা ও চরিত্র-বিশ্লেষণ অতি সুনিপুণ ভাবে তিনি তাঁহার নাটকে দেখাইয়াছেন এবং সেইজন্যই তাঁহার নাটক আজ সর্ব্বত্র সমভাবে সমাদৃত।

আজন্ম সাহিত্য সাধনা করিয়া এবং অসংখ্য পুস্তক রচনা করিয়া তিনি যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি সাধারণের ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিয়া আসিয়াছেন। তিনি বেশী চাকর-চাকরাণী রাখার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার কোন secretary ছিল না। প্রতিদিন অসংখ্য পত্রের উত্তর তিনি নিজ হস্তেই লিখিতেন।

সমাজের যে চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। নাটকের উদ্দেশ্য যদি "to hold mirror upto nature" হয়, তাহা হইলে ইবসেনের নাটকগুলি অতি মনোজ্ঞ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিতে হইবে।

লিখিবার সময় যাহাতে মাঝে মাঝে মানুষের মুখ দেখিতে পান, সেইজন্য রাস্তার সম্মুখে জানালার ধারে বসিয়া তিনি লেখাপড়া করিতেন। তাঁহার পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষর দেখিয়া অনেকে মুগ্ধ হইত এবং তাহা কোন ইস্কুলের ছাত্রের সযত্নে লেখা বলিয়া ভুল করিয়া বসিত। এই খ্যাতনামা নাট্যকারের টেবিল ও তাঁহার সরঞ্জাম দেখিয়া সকলে নির্ব্বাক হইয়া যাইত। মধ্যে দোয়াতদান ও তাহার এক পার্শ্বে রাশীকৃত পত্রাবলী ও অপর পার্শ্বে পিতলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিড়াল, হাতি, কুকুর, প্রভৃতির মূর্ত্তি পূর্ণ একখানি ট্রে। ওগুলি কি জন্য রাখিয়াছেন,—একজন লোক এই প্রশ্ন করায় তিনি বলিয়াছিলেন, যে, ওগুলি তাঁহার Secret! তাঁহার নাটকের একটি লাইনও তিনি লিখিতে অক্ষম যতক্ষণ না ঐ ট্রে-খানি তাঁহার সম্মুখে আনা হয়। অপরের নিকট অদ্ভুত ঠেকিতে পারে কিন্তু ইবসেনের নিকট উহা মূল্যবান।

The Mastar Builder নামক নাটকে তিনি Doll সম্বন্ধে যে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন, কে বলিতে পারে এই ক্ষুদ্র জন্তুর মূর্ত্তিগুলিই তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করে নাই!

ইবসেন অতি শান্ত, ধীর ও ভাবুক ছিলেন এবং অতি ধীরে ধীরে ও দৃঢ়তার সহিত কথা বলিতেন। প্রত্যেক কথার মধ্যে তিনি ১ সেকেণ্ড বিশ্রাম লইতেন। লজ্জাশীলতাই ইহার কারণ, সামাজিক জীব বলিতে যাহা বুঝায় ইবসেন তাহা আদৌ ছিলেন না। একখানি কাগজ এবং একপাত্র বিয়ার লইয়া তিনি ক্লবে সময় কাটাইতেন। প্রত্যেক বড় বড় লেখকের এক একটা hobby থাকে। ইবসেনেরও ছিল। তিনি চিত্র-প্রিয় ছিলেন এবং ভাল ভাল মূল্যবান চিত্র ক্রয় করিবার জন্য তিনি যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়াছেন। তাঁহার একটা Gallery ছিল এবং যেখানেই তিনি যাইতেন উহা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত।

১৬ বৎসর বয়সে ইবসেন প্রথম অর্থোপার্জ্জন করেন। দুই বৎসর একটা ভৈষজ্য বিক্রেতার দোকানে তিনি চাকরী করেন। অবসরকাল বিচিত্র পুস্তক পাঠে ও নিয়তি-সম্বন্ধীয় কাব্য রচনায় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার রচিত প্রথম পুস্তকখানির মাত্র ৩০ কপি বিক্রয় হইয়াছিল এবং অবশিষ্ট পুস্তকগুলি বে-দরকারী কাগজ হিসাবে বিক্রয় করিয়া তাঁহাকে আহার্য্য সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল; তখন কে জানিত এই দরিদ্র হতাশপ্রাণ যুবক এক সময় সমস্ত ইউরোপকে বিস্মিত করিয়া দিবে! কে জানিত তাঁহার ক্ষুদ্র লেখনী এক সময় যুগান্তকারী মূল্যবান নাটক প্রসব করিবে!

ইবসেন সকলের সহিত মিষ্টালাপ করিতেন এবং সকল শ্রেণীর লোককে তিনি মৃদু হাস্য ও সমাদরের সহিত তাঁহার গৃহে অভ্যর্থনা করিতেন।

সর্ব্বাপেক্ষা কোন্ স্থান তাঁহার নিকট মনোমুগ্ধকর,—প্রশ্ন করায় তিনি বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীর মধ্যে নরওয়ে অপেক্ষা মনোহর স্থান কোথাও আছে বলিয়া মনে করি না।" স্বদেশ ভক্তের যোগ্য কথা বটে।

———

শ্রীবিজনবিহারী বসু

নমো নটনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিফোন নং ৩০৪০—বড়বাজার।

শনিবার, ২৮শে শ্রাবণ, ১৩ই আগষ্ট, রাত্রি ৭॥ টায়

নাট্যমন্দিরে—শরৎচন্দ্রের

ষোড়শী

তৃতীয় অভিনয়

পরদিন রবিবার ম্যাটিনী, ৫ টায়

শরৎচন্দ্রের অপূর্ব্ব প্রতিভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান

নূতন সামাজিক নাটক

ষোড়শী

(মহাসমারোহে চতুর্থ অভিনয় রজনী)

ষোড়শী ভৈরবী—গড় চণ্ডীর প্রধানা সেবিকা সন্ন্যাসিনী। অফুটন্ত কোরকটার মত—সে যখন অতি ছোট মেয়ে, নারীর প্রাণের গোপন ক্ষুধার রহস্য তার হৃদয়ের দ্বারে কোনআঘাত দেয় নি—সেই সময় এক অর্দ্ধ রাত্রির স্তিমিত আলোকে—তন্দ্রাতুর চোখে সে দেখেছিল—শুভবিবাহের শুভদৃষ্টির ভিতর দিয়ে তার স্বামীকে—সে রাত প্রভাত হ'ল না—তার আগেই 'জীবনের খরস্রোতে' কোথায় ভেসে গেল স্বামী আর কোথায় ভেসে গেলস্ত্রী। একজন তলিয়ে গেল জীবনের পঙ্কিলতার তলায়—আর একজন ভেসে উঠ্‌লো—পঙ্কের স্পর্শ থেকে উর্দ্ধে—শুভ্র পঙ্কজের মত। দু'জনে দেখা হ'ল।

এই দেখার গতি ও পরিণতি নিয়েই "ষোড়শী" নাটক।

জীবানন্দ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

ষোড়শী—শ্রীমতী চারুশীলা

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—১১ই আগষ্ট হইতে নাট্যমন্দিরে বৃহস্পতিবারে নিয়মিত ভাবে অভিনয় হইতেছে।

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়। অভিনয়ান্তে মোটরবাস পাওয়া যাইবে

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১১নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয় ঃ—১১ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

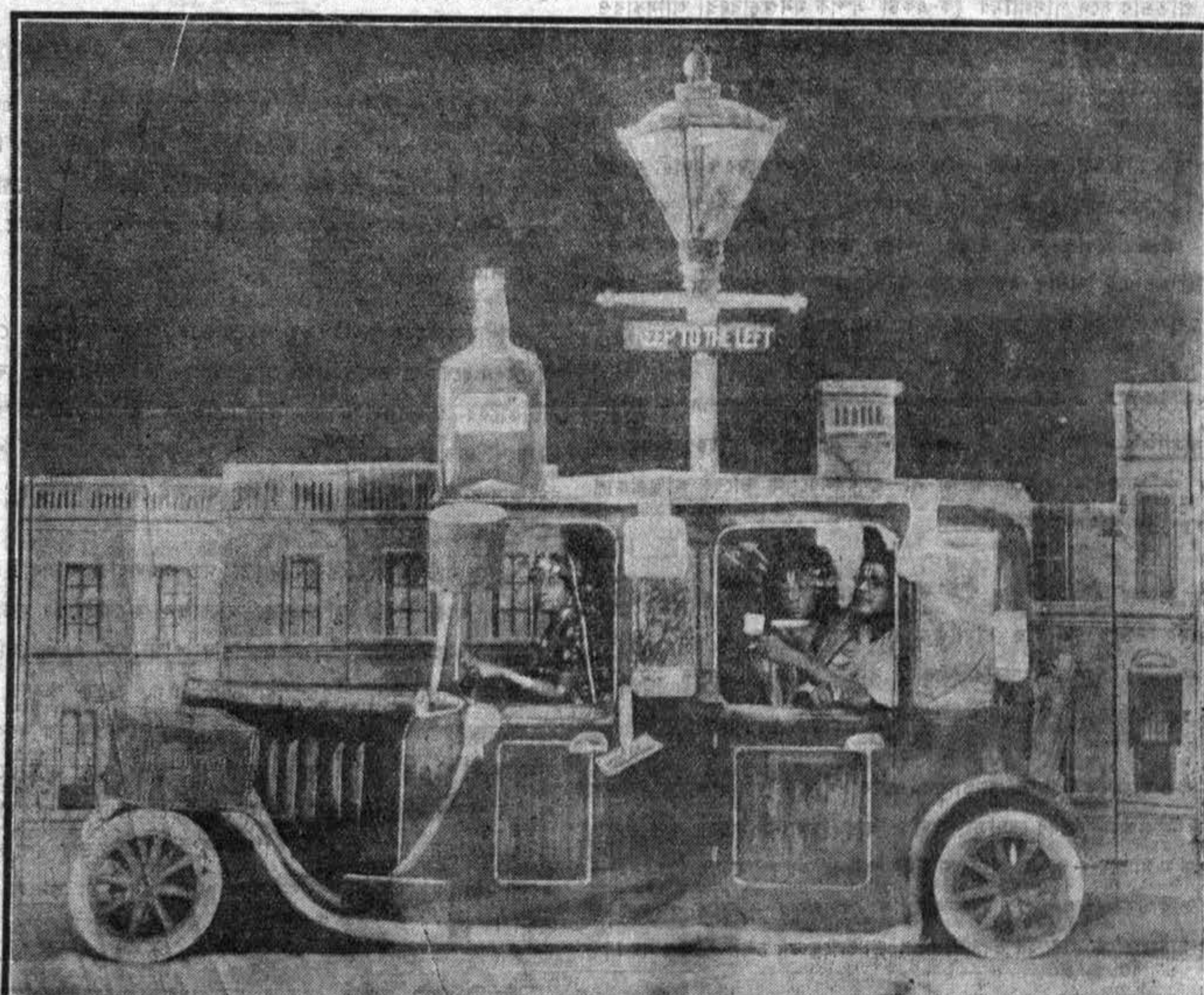
নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৪র্থ বর্ষ
১৩শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

২রা ভাদ্র
১৩৩৪



রামের বনযাত্রা—রামায়ণে আর্ট

নাট্য-জগৎ

—:*:—

প্রাণের বীণা তো বাঁধা হয় নি, এতদিন আলগা তারে ঘা পড়ছিল! সে বীণা আজ ঠিক সুরে বেঁধেছেন ওস্তাদ শরৎচন্দ্র এবং তাঁর "ষোড়শী" হচ্ছে সৌন্দর্য্যলোকের একটি নূতন রাগিণী!

*

পুরাণ খুব ভালো জিনিষ এবং ইতিহাসও তাই। ও-সব জিনিষের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করবার সাহস ও প্রবৃত্তি যে আমাদের আছে, এত-বড় কথাটাও আমরা বলতে পারি না। কিন্তু একটা জাতির রঙ্গালয়ে গিয়ে কেবলি যদি পুরাণের কথকতা আর ইতিহাসের 'লেকচার' শুনতে বাধ্য হই, তাহ'লে আমাদের ক্ষুণ্ণ হবার যথেষ্ট কারণ থাকতে পারে।

*

বিলাতী নাট্য-সাহিত্যের দ্বারা বিলাতের বর্ত্তমান সামাজিক জীবনের একটা স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের নাট্য-সাহিত্যের মধ্যে কোন বিদেশী যদি বাঙালীর বর্ত্তমান সামাজিক জীবন খোঁজে, সে কী দেখতে পাবে? অন্ধকার!

*

তবে কি বাঙালীর বর্ত্তমান জীবন নেই? তবে কি সে কেবল অতীতের স্বপ্নলোকের মধ্যেই জীবিত আছে?—কোন বিদেশী এমন প্রশ্ন করলে অসঙ্গত হবে না।

*

কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান জীবনের অস্তিত্ব যে আছে, এ পরম সত্যটা আমরা নিজেরাই তো আর অস্বীকার করতে পারি না! বাঙালী নাট্যকাররা তবু তা নিয়ে আলোচনা করেন না কেন?

*

কেন আর, শক্তির অভাব! পুরাণ আর ইতিহাসের মধ্যে আখ্যানবস্তু তৈরি হয়েই আছে, তার সঙ্গে একটুখানি কল্পনার রসান মিশিয়ে দাও—ব্যস্, খাসা একখানা নাটক চট্ ক'রে লেখা হয়ে যাবে! নাট্যকার হবার এমন সোজা পাকা রাস্তা থাকতে মাথা ঘামিয়ে নূতন পথ খুঁজে মরে যে, নিশ্চয়ই সে আস্ত পাগল।

*

এবং প্রতিভার সঙ্গে পাগলামির কি-একটা সম্পর্ক মনস্তত্ত্ববিদরা আবিষ্কারও করেছেন না?··· ··· ··· কিন্তু বাঙালী নাট্যকার বড় হুঁসিয়ার জীব, তাই পাগল হবার ভয়েই তিনি প্রতিভাবান হ'তে চান না, বোধ করি।

*

সামাজিক নাটকের অভাবের জন্যে রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদেরও দায়ী করলে চলবে না। উচ্চশ্রেণীর লেখকরা কি রঙ্গালয়ের মুখ চেয়ে ব'সে থাকেন? রঙ্গালয়ে অভিনয় হোক্ আর নাইই হোক্, তাঁরা স্বাধীনভাবে আমাদের নাট্য-সাহিত্যের এই অভাব দূর করেন না কেন? রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটকই তো রঙ্গালয়ের জন্যে লেখা হয় নি!

*

আসল কথা, দেশে শক্তিমান নাট্যকার থাকলে, এতদিনে বাংলা ভাষায় অসংখ্য সামাজিক নাটক রচিত হ'ত—এমন-কি এদেশে রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা না হ'লেও। শক্তি কখনো ঘুমিয়ে থাকে না—সে নিরপেক্ষ ভাবেই আত্মপ্রকাশ করে, বনস্পতির শ্যামলতার মত।

*

বাংলা ভাষায় নাম করবার মত পাঁচ-ছয়খানা সামাজিক নাটক আছে, কিন্তু তাদের ভিতরে এখনকার সামাজিক ছবি পাওয়া যায় না। সেইজন্যেই তো এই অজন্মার দেশে শরৎচন্দ্রের ঘরোয়া বাঁশীর সুরে আমাদের মন এমন পুলকিত হয়ে উঠেছে!

*

ও নকল বীরত্বের হুহুঙ্কার, বাঁখারির ধনুকে পাকাটির বাণ ছোঁড়া, টিনের তরোয়াল নিয়ে আনাড়িদের বেয়াড়া লড়াই আর মিথ্যা-কামানের কাণ-কালা-করা গুড়ুম-গাড়াম—ও-সব আর কতদিন ধাতস্থ হয়? দেশে বীর নেই—রঙ্গালয়ে তার ছড়াছড়ি! সারাদিন আপিসে শ্বেতপ্রভুর বুটজুতো হজম ক'রে রাত্রে রঙ্গমাচায় চ'ড়ে বীরত্বের উদ্গার, আর তা চলবে না, চলা উচিতও নয়।

*

তাইতো "ষোড়শী"কে দেখে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি। এ যে মনের কথা, বুকের খুশী, নাড়ীর টানের মত মিষ্টি! এ যে নকল নয়, এ যে আসল!—এইবারে প্রাণের বীণা বেজে উঠেছে—এতদিন আল্গা তারে ঘা পড়ছিল!

*

যে-শক্তির লীলায় "ষোড়শী"র আগাগোড়া অপূর্ব্ব হয়ে উঠেছে, অলস না থাকলে তা যে অদূর-ভবিষ্যতে বাংলার নাট্যজগতে যুগান্তর উপস্থিত করবে, এ-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। "ষোড়শী" দেখবার পরে আমাদের মনে প্রশ্ন জেগেছে, শরৎবাবুর হাত কিসে বেশী নিপুণ—উপন্যাসে, না নাটকে?

*

গত রবিবারে নাট্যমন্দিরের বিপুল জনতার মধ্যে প্রশংসার যে ঐকবাক্য দেখলুম, তারপরে "ষোড়শী"র পরমায়ু সম্বন্ধে আর কোন চিন্তার কারণ নেই। এ নাটক এখন দিনের পর দিন জনতা-স্রোতকে আকর্ষণ করতে পারবে, কারণ নাট্যমন্দিরে এর চেয়ে ভালো নাটকের অভিনয় আর হয় নি।

*

সহরে নূতন কোন নাটক খোলা হ'লেই আমরা রাশি রাশি অভিনয়-সমালোচনা উপহার পেয়ে থাকি। এই অনুগ্রহের জন্যে প্রবন্ধলেখকদের ধন্যবাদ দিয়ে জানাতে বাধ্য হচ্ছি, বিশেষ-কিছু নূতনত্ব না থাকলে ও-রকম লেখা আমরা প্রকাশ করি না—কারণ আমাদের স্থান নিতান্ত অল্প। লেখক হবার এই সহজ পথ ছেড়ে এঁরা যদি নাট্যকলা সম্বন্ধে চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠান, তাহ'লে এঁদেরও শ্রম সার্থক হয়, আমরাও উপকৃত হই।

*

ইংরেজী "বসুমতী" লিখেছেন শরৎচন্দ্রের "ষোড়শী" নাকি "মাসিক বসুমতী"তে প্রকাশিত হয়েছে। স্বেচ্ছাকৃত কিনা জানিনা, কিন্তু বিস্ময়জনক ভ্রম! কারণ "বসুমতী"র এ সৌভাগ্য এখনো হয় নি।

*

তারপর ইংরেজী "বসুমতী"র নাট্যসমালোচক আর এক আবিষ্কার করেছেন।—"When he (Jibananda) was suffering form liver disorders he brought his own wife" প্রভৃতি। সমালোচক নাটকের পাতা ওল্টালে নিজের গলদ নিজেই বুঝতে পারবেন। এ-রকম অসাবধানতা অমার্জ্জনীয়।

*

কাশীমবাজারের মহারাজের সভাপতিত্বে ক্ষীরোদপ্রসাদের যে স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়েছিল, তাতে একটি কমিটি গ'ড়ে স্থির করা হয়েছে যে, পরলোকগত নাট্যকারের স্মৃতিরক্ষা করতে হবে। উত্তম প্রস্তাব, কিন্তু অমন ইঁদুরের পরামর্শে আর আমাদের বিশ্বাস নেই। কারণ গিরিশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার যে চমৎকার ব্যবস্থা হয়েছে, তা তো আমরা স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছি।

*

অর্দ্ধেন্দু নাট্য-পাঠাগারের উদ্যোগে গত মঙ্গলবার আলবার্ট হলে ক্ষীরোদ-প্রসাদের আর একটি স্মৃতিসভার আয়োজন হ'য়েছিল। সভাপতি ছিলেন মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই-ই মহাশয়। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত জলধর সেন, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার ও শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত প্রভৃতি বক্তৃতা দান বা প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। সভার আরম্ভে শ্রীযুক্ত নলিনী সরকারের দ্বারা শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় রচিত যে গানটি গাওয়া হয়েছিল সেটি অন্যত্র প্রকাশিত হ'ল। এ সভায় শোকপ্রকাশ ছাড়া আরো এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটেছিল, আসছে বার তা শুনলে সবাই অবাক হবেন।

*

শ্রীমতী সরলা দেবীর নেতৃত্বে গত বুধবারে এম্পায়ার থিয়েটারে "মায়ার খেলা"র প্রথম অভিনয় হয়ে গেছে। আরো দুদিন অভিনয় হবে। প্রায় পঁইত্রিশ জন শিক্ষিতা মহিলা এই অভিনয়ে যোগ দিয়েছেন! অভিনয়ের কথা অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

*

নাট্য-জগতে নূতন খবরের বড়ই অভাব। দায়ে প'ড়ে আমাদের কোন সহযোগী আজকাল কল্পনালোক থেকে খবর সংগ্রহ সুরু করেছেন। কিন্তু আমাদের সে শক্তির একান্ত অভাব, কাজেই পাঠকদের কৌতূহল অপরিতৃপ্ত রাখতেই বাধ্য হলুম।

*

তবে একটা সংবাদ বারবার শুনছি, দানীবাবু নাকি আসছে ইংরেজী মাস থেকে মিনার্ভায় যোগ দেবেন এবং অমৃতলালের "যাজ্ঞসেনী"তে ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। কেউ কেউ বলছেন শ্রীমতী তারাসুন্দরীও নাকি তাঁর সঙ্গিনী হবেন।

*

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী সদলবলে ঢাকায় প্রস্থান করেছেন। আশা করি, স্থানের নামমাহাত্ম্যে তিনি ঢাকা পড়বেন না।

*

শুনে অত্যন্ত কাতর হলুম যে, বাংলা রঙ্গালয়ের জনপ্রিয় নৃত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বসু গত সোমবারে পরলোকে চ'লে গিয়েছেন। আমরা আসছে বারে তাঁর কথা নিয়ে আলোচনা করব।

স্মৃতি-গীতিকা*

——:*:——

ক্ষীরোদ, তোমার ক্ষীরোদকের পুণ্য-ঝারি চিত্তে ধরি
সজল চোখে
আমরা তোমায় প্রণাম করি ;
অমর তুমি নরের মাঝে নারায়ণের চরণ স্মরি'
ভক্ত কবি !
আমরা তোমায় প্রণাম করি।

•

··রিব তুমি, কণ্ঠে তবু ছিল তোমার রুদ্র-বাণী,
সরল তুমি, চিনতেনাকো অন্ধকারের ক্ষুদ্র প্রাণী,
কল্মী তুমি, ভাসিয়ে গেলে কাব্য-নদে মর্ম্ম-তরী—
ভাবের বাউল !
আমরা তোমায় প্রণাম করি।

•

আজ পলাসীর প্রান্তরেতে তোমার স্মৃতির দীর্ঘশ্বাসে,
যশোহরের প্রতাপ আবার খড়্গ নিয়ে শত্রু নাশে !

•

বাংলা দেশের চাঁদকবি গো, গাইলে রাঙা চারণ-গাথা,
বক্ষে তোমার কাপালিকের শব-জাগানো আসন পাতা !
সঞ্জীবনের মন্ত্র দিলে ঝঞ্ঝা-রাগে বিষাণ ভরি,
শাক্ত ঋষি !
আমরা তোমায় প্রণাম করি।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

---

* "অর্দ্ধেন্দু-নাট্য-পাঠাগারে"র দ্বারা অনুষ্ঠিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের স্মৃতি সভায় গীত।

সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী এলেন টেরী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

"ভেনিসের বণিক" নাটকের পর 'লিসিয়াম' থিয়েটারে 'দি কাপ' নামে আর একটী বই খোলা হয়।···তার অভিনয় কিন্তু সকল দিক দিয়েই ব্যর্থ হয়েছিল।···কিন্তু তবুও, বইখানি চলেছিল ১২৫ রাত্রি ধ'রে এবং প্রতি রাত্রে দর্শকের ভিড় হতো প্রচুর।···

এই নাটকখানি যখন রিহার্শালে ফেলা হয়, সেই সময়কার একটী ঘটনা আছে।

মঞ্চের উপর সমবেত অভিনেত্রীদের নিজের নিজের হাতদুটীকে মাথার উপর দিকে তুলেই, খুব ক্ষিপ্রতার সহিত পর মুহূর্ত্তেই দেবীর সামনে নতজানু হয়ে প্রণাম করতে হতো।···

এলেন একদিন লক্ষ্য করলেন যে, কেবলমাত্র একটী মেয়ে এই ব্যাপারটী করে—এক বিশিষ্ট ভঙ্গিমায়। দারুণ গ্রীষ্মের সময় হলেও সে প'রে আসত একটা কালো ভেলভেটের পোষাক।

এলেন এইজন্য তার নাম দিয়েছিলেন—'হ্যামলেট !'···

তিনি কতবার সেই মেয়েটীকে বলেছিলেন যে রিহার্শালের সময়, সে কেন এইরকম সুন্দর পোষাক প'রে আসে ? উত্তরে কিন্তু মেয়েটী কখনও তার সে বেশ পরিবর্ত্তন করেনি। থিয়েটারের অন্যান্য মেয়েরা এলেনকে বলেছিল যে, সেই মেয়েটী ছিল অত্যন্ত গরীব। এবং তার সেই—কি শীত, কি গ্রীষ্ম —সব ঋতুরই পরিধেয় কালো মখমলের পোষাকের নীচে ছিল—মাত্র এক জোড়া মোজা এবং একটি সেমিজ।···

'কাপের' প্রথম অভিনয়-রজনীর পর হঠাৎ আর সেই মেয়েটীকে দেখতে পাওয়া গেল না। এলেন তার জন্য অনেক অনুসন্ধান করলেন এবং পরে জানতে পারলেন যে সে হাসপাতালে মরণাপন্ন অবস্থায় রয়েছে।···তিনি তাকে দেখে এলেন। দুধের মত শাদা বিছানার উপর তাকে তখন কী সুন্দরই দেখাচ্ছিল। তিনি যখন তার ঘর হ'তে ধীরে ধীরে ফিরে আসছিলেন, তখন তার সেই কালো দুটি ডাগর চোখের করুণ দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল—তাঁরই চলন্ত মূর্ত্তিটির পানে। তাই দেখে তিনি আর থাকতে পারলেন না। ছুটে আবার ফিরে এলেন মেয়েটির পাশে। আর একদিন তিনি তাকে দেখতে আসবার সময় সঙ্গে ক'রে এনেছিলেন একটি খুব বড় পদ্মফুল। সেখান থেকে চলে যাবার সময় সেই ফুলটি তিনি মেয়েটির হাতে দিয়ে গেলেন।...

এর দু'দিন পরেই হঠাৎ হাসপাতাল থেকে তাঁর কাছে খবর এল যে, সেই মেয়েটী মারা গিয়েছে, এবং মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্বেই সে—'অসীম স্নেহময়ী' এলেন টেরীকে তার প্রাণের ভালবাসা জানিয়ে ব'লে গেছে যে, তাঁর-দেওয়া সেই পদ্মফুলটী যেন তার শবদেহের সঙ্গে কবর দেওয়া হয়।

দুঃখিনী 'হ্যামলেটের' এই কথাগুলি এলেন চিরকাল মনে করে রেখে ছিলেন। 'কাপে'র পর লিসিয়ামে খোলা হলো 'ওথেলো' নাটক। এতে এলেন ডেসডেমোনার এবং আর্ভিং ওথেলোর ভূমিকা গ্রহণ করেন।

এলেনের ডেসডেমোনা হয়েছিল অতি সুন্দর। কিন্তু, হেনরীর "ওথেলো" হয়েছিল একেবারে ব্যর্থ।

এই নাটকখানির শেষ অভিনয়-রাত্রে হেনরী একে একে তাঁর 'মুরে'র পোষাক খুলে ফেলে, অর্দ্ধ-বিরক্তিতে আপন মনেই বললেন, "আর এ নয়।" তারপর নিজের হাত দুটোকে উপর দিকে তুলে, একটা নিষ্কৃতির নিশ্বাস ফেললেন।

ওথেলোর পর হেনরী 'রোমিও-জুলিয়েট' নাটকখানি অভিনয় করেন ... "লিসিয়ামে" যতগুলি বই অভিনীত হয়েছিল, তার মধ্যে এই নাটকের অভিনয় হয়েছিল একেবারে অক্ষুণ্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর। এলেন এতে জুলিয়েটের, এবং আর্ভিং রোমিওর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

হ্যাম্পটন কোর্টের একটি কুটীর-কুঞ্জে শয্যায় শুয়ে শুয়ে সামনে এক বাগানের দিকে চেয়ে এলেন তাঁর জুলিয়েটের ভূমিকা শিক্ষা করতেন।...অভিনয়ের সময়ে জুলিয়েট-রূপে তাঁকে কিন্তু মোটেই মানায় নি।...এবং দর্শকেরাও তাঁর জুলিয়েটকে খুব বেশীরকম পছন্দ করতো না। কিন্তু তবুও রোমিও জুলিয়েটের একশততম অভিনয়-রাত্রে এলেন অনেক ফুল, প্রশংসাপত্র এবং কবিতা-অঞ্জলি উপহার পেয়েছিলেন।

এর পর "লিসিয়ামে" অভিনীত হয়েছিল "দি বেল্‌স্ ট্রাটাজেম্" নাটক। তারপর হয়েছিল—"দি ওয়াণ্ডারিং হেয়ার।" তারপর হয়েছিল "অলিভিয়া"।...

"অলিভিয়ায়" এলেন "অলিভিয়া"র ভূমিকায় অভিনয় করেন। ইতিপূর্ব্বে এলেনের বোন "ফ্লস্ও" এই ভূমিকাটী অভিনয় করেছিলেন। এই দুজনার অভিনয়ের কথা একটু বলবো।

"অলিভিয়ায়" তৃতীয় অঙ্কে যখন পুরোহিত তাঁর কন্যার সন্ধান পেয়ে একটা চটী হ'তে তাকে নিয়ে যেতে এলেন, সেই সময় পিতার ব্যবহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত কন্যা-রূপা এলেন বাপের সামনে আসতে ইতস্ততঃ করতেন। ফ্লস কিন্তু এই রকম অবস্থায়, বাপের স্নেহ-ভালবাসা সম্বন্ধে একেবারে সুনিশ্চিত হয়ে, দৌড়তে দৌড়তে এসে, তার পুরোহিত-পিতার সামনে গিয়ে উপস্থিত হ'ত।...

এলেনের আর এক বোন মেরিয়নও অলিভিয়ার ভূমিকায় অভিনয় ক'রেছিলেন। এ সম্বন্ধে একটু মজার গল্প আছে।...

যখন থর্ণহিল অলিভিয়াকে বললে যে, সে তার স্ত্রী নয়, তখন অলিভিয়া-রূপা এলেন দু হাতে থর্ণহিলকে ধাক্কা দিয়ে বলতেন, "পিশাচ"।

উইলিয়ম টেরিস করতেন থর্ণহিলের ভূমিকায় অভিনয়। এলেনকে তিনি বললেন, এইভাবে ধাক্কা দেওয়াটা তোমার অতি সুন্দর হয় বটে, কিন্তু আমার মনে হয় যে, তুমি যদি আমার মুখের উপর একটা ঘুষা চালাতে, তা হলে সেটা হয়তো আরও সুন্দর হ'ত।

এলেন হাসতে হাসতে বললেন, কিন্তু অলিভিয়া ত গুণ্ডা নয়।

যাই হোক, মুখের উপর ঘুষির ধারণাটা বেশ টেরিসকে পেয়ে বসলো।... ফলে, মেরিয়ন যখন অলিভিয়ার ভূমিকায় অভিনয় করতে নামলেন, তখন টেরিসের একান্ত শিক্ষকতায়, অভিনয়ের আর্ট-সঙ্গতির দিক দিয়ে, অলিভিয়ার দ্বারা 'পিশাচ' বলবার সঙ্গে সঙ্গেই, থর্ণহিল-বেশী উইলিয়ম টেরিস উপহার পেলেন তাঁর নাকের উপর—কোমল হাতের বেশ রীতিমত জোরালো-গোছের একটী আনন্দদায়ক ঘুসী। এবং বাকী দৃশ্যগুলি তাঁকে রক্তাক্ত নাকে রুমাল টিপে অভিনয় করতে হয়েছিল।

১৯০৭ সালে এলেন আমেরিকা-ভ্রমণে বেরোন।...সেখানে তিনি এক আমেরিকান ভদ্রলোককে বিবাহ করেন। এই ভদ্রলোকটি ছিলেন এলেনের তৃতীয় স্বামী। এর পূর্ব্বে এলেনের যিনি স্বামী ছিলেন, তাঁর নাম—মিঃ চার্লস কেলী। কেলী ছিলেন একজন সামান্য অভিনেতা মাত্র। ১৮৭৬ সালে এলেন এঁকে বিবাহ করেছিলেন। এলেনের প্রথম স্বামী জর্জ ফ্রেডারিক ওয়াটসের সঙ্গে কিছুকাল থাকবার পর এলেনের দুটী সন্তান হয়। প্রথমটী ছেলে; তার নাম টেডী। এবং দ্বিতীয়টি মেয়ে; তার নাম এডী। টেডীর পরে একজন ভাল অভিনেতা বলে নাম হয়ে ছিল।

(আগামী বারে সমাপ্য)

শ্রী ভারতকুমার বসু

———

'এম্পায়ারে' রবীন্দ্রনাথের 'মায়ার খেলা'

সে এক রূপসুন্দর ভাবের ভুবন!—রঙে, রেখায়, নাচে, গানে, অঙ্গভঙ্গে চমৎকার! শুধু সুর ছন্দ আর কাব্য! বিভোর চোখের সাম্‌নে দিয়ে শুধু সৌন্দর্য্যের বিচিত্র অভিযান!

এই মায়ার খেলা' কিছুদিন আগে সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হবে শুনে ঠিক খুসি হ'তে পারিনি। তার কারণ এ নয় যে, সাধারণ রঙ্গালয়ের নট-নটীরা এই গীতিনাট্যখানি অভিনয় করতে পারতেন না। আসল কারণ এই:—'মায়ার খেলা'য় যে-রকম পারিপার্শ্বিক আবশ্যক, আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়ে তা নেই—না রঙ্গমঞ্চের উপরে, না প্রেক্ষাগারের মধ্যে! (এবং পেশাদার নট-নটীদের কণ্ঠের সুরে ও অঙ্গের লীলায় একটা রুচিসঙ্গত শিষ্টতার অভাব যে ভাবগ্রাহী মনকে আঘাত দেয় এ কথাটাও আমি অস্বীকার করতে পারলুম না)।

তাই আমার দৃঢ়বিশ্বাস, 'মায়ার খেলা' কোন দিনই সাধারণ রঙ্গালয়ে জনপ্রিয় হ'তে পারবে না—অন্তত রসিক-সমাজে তো নয়ই!

কিন্তু গত বুধবারে 'এম্পায়ার থিয়েটারে' শ্রীমতী সরলাদেবীর নেতৃত্বে এবং শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ও ঠাকুর-গোষ্ঠীর অন্যান্য বিশেষজ্ঞ কলাবিদের চেষ্টায় ও সাহায্যে, অনেকগুলি সম্ভ্রান্তবংশীয়া তরুণীর দ্বারা 'মায়ার খেলা'র যে অভিনয় হয়ে গেছে, তা অপূর্ব্ব-সুন্দর বললেও অত্যুক্তি হবে না। কি গানের সুরে, কি গাইবার কায়দায়, কি ভাবাভিনয়ে এবং কি রঙ্গমঞ্চসজ্জায়—এতটুকু সাধারণ 'থিয়েটারি' গন্ধ কোথাও ছিল না এবং আর্টের সেই তাজা মুক্তির মধ্যে আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবার দুর্লভ সুযোগ পেয়ে আপনাকে কৃতার্থম্মন্য ব'লে মনে হচ্ছিল!

এবার আমাদের অত্যন্ত স্থান ও সময়ের অভাব, তাই ইচ্ছার বিরুদ্ধেই অভিনয়-বর্ণনা সংক্ষেপে সারতে হ'ল।

প্রমদা (কুমারী অমিয়া রায়), শান্তা (কুমারী সতী দেবী), অমর (শ্রীমতী দত্ত), কুমার (শ্রীমতী রমাদেবী), ও অশোক (কুমারী নীলিমা গুপ্ত) প্রভৃতি ভূমিকার গান ও অভিনয় সকলকেই ভাবাভিভূত করে তুলেছিল। শেষাংশে প্রমদার দরদ-ভরা করুণ গানের সুরে দর্শকদের নয়ন-মন অশ্রুজলে পরিপূর হ'য়ে উঠেছিল—সেই উপভোগ্য শুধুই অসাধারণ নাট-নিপুণতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ! শান্তা ও অমরের গানও দর্শকদের কাছ থেকে বারবার অভিনন্দন লাভ করেছে।

কয়েকটি নাচ এবং কয়েকটি নাচের আভাস দেখলুম—প্রত্যেকটিই উঁচুদরের কলা-সৌন্দর্য্যকে প্রকাশ করেছে—সচ্ছন্দ ছন্দে, লীলায়িত ভাবে ও গতির চাঞ্চল্যে মনোহর, অথচ কোথাও রুচিবিরোধী বাচালতার নামগন্ধ নেই। বিশেষ ক'রে কুমারী রেবা রায় ও কুমারী চিত্রা ঠাকুরের নাচ উল্লেখযোগ্য, কারণ এঁদের নাচ দেখা একটা সৌভাগ্যের মধ্যে গণ্য হ'তে পারে!

সখীদের ও মায়াকুমারীদের গানও ভালো লেগেছে অত্যন্ত! এই সব ভূমিকায় যাঁরা রঙ্গাবতরণ করেছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই যে সুঅভিনেত্রী, তাঁদের দৃষ্টিমধুর চলা-ফেরার ছাঁদে আর চিত্ত-রসানো ভাবের অভিব্যক্তিতে সেটা প্রকাশ পাচ্ছিল প্রতি মুহূর্ত্তেই!

যে শিল্পী রঙ্গমঞ্চ ও সাজ-সজ্জার ভার নিয়েছেন তাঁর নাম আমি জানি না। কিন্তু তাঁর কলাপটুতার প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। বাহুল্যকে পরিহার ক'রেও যে রঙ্গমঞ্চকে অলঙ্কৃত ও নাট্যরসকে বিকসিত করা যায় সেটা তিনি স্পষ্টভাবেই দেখাতে পেরেছেন। আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়ের মঞ্চশিল্পীরাও এই সরলতার আদর্শ ও উচ্চতর আধুনিকতার অনুসরণ ক'রে সূক্ষ্ম রসজ্ঞানের পরিচয় দিলে আনন্দিত হব। কিন্তু তাঁরা মিথ্যা গর্ব্বের হিমালয় থেকে চট ক'রে নেমে আসতে রাজি হবেন কি?

শুনছি আবার 'মায়ার খেলা'র অভিনয় হবে। যাঁদের সৌন্দর্য্যবোধ আছে, এ সুযোগ যে তাঁরা ত্যাগ করবেন না এমন আশা অনায়াসেই করতে পারি।

জীবানন্দ ও ষোড়শীর 'অন্তর:পেক্ষা'

(রঙ্গনাথ)

দেনা-পাওনা বা ষোড়শীর, উপন্যাস, নাটক বা অভিনয়ের সম্যক্ রসগ্রহণ করতে হলে সর্ব্বপ্রথমে আবশ্যক জীবানন্দ ও ষোড়শীর মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ। ষোড়শীর চিরন্তন নারীত্বের সংস্পর্শে—তার নিষ্ঠা ও ভালবাসার সংস্পর্শে—জীবানন্দের মনের পর্দ্দা সরে গেল, জীবানন্দের মনুষ্যত্বের বিকাশ হ'ল। কবি যে জীবানন্দকে এত বড় করলেন—এই বড়ত্বের বীজটী তিনি কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলেন সেইটী আমাদের খুঁজে বার করতে হবে। এই কথা ঠিক, যদি জীবের জীবনীশক্তি (vitality) না থাকে তবে তাকে বাইরের শক্তি দিয়ে, কেবল মাত্র Strychnine injection দিয়ে, বাঁচিয়ে রাখা চলে না। তেমনি যদি জীবানন্দের মনের মধ্যে তার ভবিষ্যতে মহত্বের বীজ কোথাও না থাকত তবে শত ষোড়শীর সংস্পর্শেও তার চেতনা হতো না।

একটা কথা উঠছে, জীবানন্দ ছিল শক্তিমান। শক্তি ত ছিলই, নতুবা এত বড় হলো কি ক'রে। কিন্তু সেই শক্তি কোন্ শ্রেণীর? জনার্দ্দন রায়েরও শক্তি ছিল—ধনবলে ও বুদ্ধিবলে সে ত কম শক্তিমান ছিল না! সাগর সর্দ্দারও ছিল শক্তিমান। এখন দেখতে হবে জীবানন্দের শক্তির স্বরূপ কি।

আর একটা কথা উঠেছে, জীবানন্দের মধ্যে ছিল একটা স্বাভাবিক বৈরাগ্য যা নারীর সংস্পর্শে আকার পেল। এই বৈরাগ্যেরই বা স্বরূপ কি? জীবানন্দের স্বেচ্ছাচারিতার কার্য্যপরম্পরা সংসারাসক্তির আকার পেলেও তার প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যেই একটা অনাশক্তির ভাব স্পষ্ট। দৃষ্টানুশ্রুতিক বিষয়-বিতৃষ্ণা যদি বৈরাগ্য হয় তবে জীবানন্দের অনুশ্রুতিক বিষয়াসক্তি একেবারে নাই। "আমি ঠাকুর দেবতা মানিনে—দরকারও হয় না। অপরাধ আর আমার হয় না একেবারে তার নাগালের বাইরে চলে গেছি।" কাজেও দেখেছি জীবানন্দ ধর্ম্মাধর্ম্ম মানে না। কিন্তু জীবানন্দের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সম্পর্কে আসক্তি ছিল না এমন কথা বলা চলে না। অতএব তার বৈরাগ্য ছিল আংশিক। তবে এটা ঠিক যে তার আসক্তি ছিল সাময়িক। কোনও কাম্যবস্তুর সঙ্গে তার মন বহুকাল আবদ্ধ থাকতো না।

তারপর জীবানন্দের নির্ভীকতা, বুদ্ধি ইত্যাদি কতগুলি গুণ, তার চিরাভ্যাসগত দুর্নীতির মধ্যেও আমাদের কাছে উজ্জ্বল হয়ে উঠে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই সকল গুণগুলির স্বরূপ কি? এদের মধ্যে কোথায় তার মহত্বের বীজ?

জীবানন্দের শক্তি, বৈরাগ্য, নির্ভীকতা ইত্যাদির সামঞ্জস্য রক্ষা করে এক কথায় বলা যেতে পারে জীবানন্দ ছিল 'অন্তরাপেক্ষী (Introvert)। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে বলা যেতে পারে মানুষের মনের দুইটী দিক অন্তরাপেক্ষা (Introversion) ও বহিরাপেক্ষা (Extraversion)। অন্তরাপেক্ষী নিজেকে ছাড়া বাইরের কারোও অপেক্ষা করে না—তার কর্ম্মপ্রেরণা বাইরের কারো উপর নির্ভর করে না। লোকে কে কি বলবে, অমুকের উপর নির্ভর করা উচিত ছিল, জিনিষটা ভাল কি মন্দ এ সব বালাই জীবানন্দের কোন কালেও ছিল না। নিজে যা ভাল বুঝেছে তাই করেছে—নিজের চাইতে কাউকে কোনও দিন বড়

বলে স্বীকার করে নি। তাইত সে নিজের অন্তরের সব চাওয়াকে পাওয়ায় পরিণত করতে চেয়েছে, ভ্রুক্ষেপ করেনি বাইরের কোনও শক্তিকে। তবুও নিচ্ছি, কেন না আমার চাই। এই চাওয়াটাই হচ্ছে সংসারের খাঁটী অধিকার।

'অন্তরাপেক্ষী'র ধর্ম্মাধর্ম্ম বা অনুশ্রুত বিষয়বিতৃষ্ণারূপ বৈরাগ্য স্বাভাবিক। কারণ, সে নিজের বাইরে কাকেও বড় বলে স্বীকার করে না। ধর্ম্মাধর্ম্ম—পাপপুণ্য—কিছুই না। মানুষের মধ্যে যে ধর্ম্মাধর্ম্মের ভাব আছে তার অধিক অংশই Conventional ভাব। 'অন্তরাপেক্ষী' এই Convention এর অতীত। এই অন্তরাপেক্ষারই নামান্তর নিজের শক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর, আত্মনির্ভরশীলতা। এরই নামান্তর বিবেকানন্দের ভাষায়—ভয়ই সকলের চাইতে বড় পাপ—নির্ভীকতা বড় পুণ্য। অন্তরাপেক্ষী ব্যক্তি বাইরের কারোও তোয়াক্কা রাখে না অতএব সে নির্ভীক। জীবানন্দের এই নির্ভীকতার পরিচয় পেয়েছি প্রতিপদে। প্রথম যৌবনে যখন বিপদ এলো তখন বিপদমুক্ত হবার জন্য অনায়াসে অলকার মার কথায় অলকাকে বিয়ে করতে রাজি হলো—মানলে না সমাজ, লোকমত বা ধর্ম্মাধর্ম্মের অনুশাসন। কারো দিকে না তাকিয়ে নিজের ইচ্ছামত কাজ করলে। দ্বিতীয় অধ্যায়—ষোড়শী হরণ ব্যাপারে ম্যাজিষ্ট্রেট বামাল শুদ্ধ ধরলে—তাতেও নির্ভীক। অনায়াসে ষোড়শীকেই বললে "শুধু বলতে হবে নিজের ইচ্ছায় এসেছো, নিজের ইচ্ছায় এখানে আছ," তারপর যখন দেখলে ষোড়শী তেমন রাজী নয় তখনও অনায়াসে বললে "তাই হোক যা সত্যি তাই তুমি বোলো, জমিদারের তরফ থেকে আর কোনো উপদ্রব তোমার উপর হবে না।" Extravert হলে জীবানন্দ এমন অবিচলিত থাকতে পারত না,—দ্বিতীয়তঃ বৈরাগ্যের সুর হৃদয়ে না থাকলে "আর কোন উপদ্রব হবে না।" আশ্বাস না দিয়ে বরঞ্চ "যদি এ যাত্রা রক্ষা পাই তবে এই অবাধ্যতার শোধ—তোমার সর্ব্বনাশ"—ইত্যাদি বলে শাসাত। এককড়ি যখন মুখ চুণ করে বললে "হুজুর এবার বোধ হয় আমাদেরও রক্ষা নাই।" তখনও নির্ভীক জীবানন্দ অবিকৃত কণ্ঠে সহজ ভাবে বললে "সম্ভব বটে।" তারপর জীবানন্দ যখন দেশহিতে রত তখনও সে ছিল সমানই নির্ভীক—অন্তরাপেক্ষী। জনার্দ্দন বললে "জেল খাটতে হবে। এবং আমরা একা নয় আপনিও বাদ যাবেন না।" জীবানন্দের জবাব—"তাই বা কি করা যায় রায় মশায়, সখ করে যখন গাছ পোতা গেছে ফল তায় খেতেই হবে বই কি।"

এমন ছোটখাট আরও অনেক ব্যাপারেও তার নির্ভীকতার পরিচয় পাই। কোথাও এতটুকু কুণ্ঠা বা সঙ্কোচ নাই। যখন জীবানন্দ দুর্নীতিপরায়ণ বা যখন সে দেশচর্চ্চায় রত সব সময়েই সমভাবে জীবানন্দের নির্ভীকতা—অন্তরাপেক্ষা। এইখানেই তার শক্তি। এই অন্তরাপেক্ষার মধ্যেই তার মহত্ত্বের বীজ।

অন্তরাপেক্ষার সঙ্গে যে শ্রেণীর বৈরাগ্য থাকা দরকার সেটুকু জীবানন্দের থাকলেও তার আকর্ষণ ছিল অতি-মাত্রায় পাওয়ার মধ্যে (Acquisitiveness)। অতএব চাওয়া আর তার পাওয়ার মধ্যেই ছিল তার প্রাণ এবং এই অন্তরাপেক্ষী ব্যক্তি Acquisitiveness এর জন্য যা দরকার তাই করেছে এবং এতটুকু বাহিরাপেক্ষা নাই ব'লেই—কারো প্রতি দৃকপাত করে নি। পাওয়ার দরকারে চুরি ডাকাতি কিছুই বাধে নাই। দণ্ড পুরস্কারে তার সমানই ভাব।

Primitive mindএ দেখতে পাই, পাওয়ার জন্য তারা সব করতে পারে—এমন কি হত্যা পর্য্যন্ত তাদের সহজসাধ্য, কিন্তু Cultured mind এ সামাজিকতা (Socialism) বিকাশ পাওয়াতে তারা অনেক অহিত কাজ হতে বিরত থাকে। জীবানন্দে Socialismএর বিকাশ তেমন ছিল না। Acqistiveness ও আত্মবিশ্বাসে রবিবাবুর সন্দীপ ও শরৎ বাবুর জীবানন্দ স্বগোত্র। কিন্তু সন্দীপের Culture এর সঙ্গে ছিল তার Socialism তাই সে এমন কিছু করতে পারে নি যা সমাজকে আঘাত করে।

জীবানন্দের Socialismএর বিকাশ না হবার কারণ বলা বড় শক্ত। একদল মনস্তত্ত্ববিদ বলবে Congenital, অপর বলবে heredity এবং অধিকাংশ বলবে অতীত জীবনের পারিপার্শ্বিকের প্রভাব। জীবানন্দের Culture তেমন ছিল না বটে কিন্তু বুদ্ধি ত তার কারো চাইতে কম নয়। তার কাছে এলেই তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। মনস্তত্ত্ববিদ হয়ত ইহার ব্যাখ্যা এক কথায় সারবে Congenital, যাকে আবার ব্যাখ্যা করবে—Freaks of nature।

যোড়শীর স্পর্শ পেয়ে জীবানন্দ পরের জন্ত ভাবতে শেখে, তখনই এলো তার সামাজিকতার আভাস (Socialism)এবং ক্রমে জীবানন্দের Acquisitiveness-এর বন্ধনটা ছিন্ন হ'য়ে গেল। "আমার থেকে কারও কোন ভয় না থাক্‌ তার পর যা হয় তা ঘটুক আমি কারো কাছে নালিশ করবো না।" এই Socialism-এর ভাব থেকেই বিশ্বমৈত্রীর উদ্ভব—তখন তার চাওয়া ও পাওয়া তাকে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু তখনও তার শক্তি ছিল নিহিত ঐ Introversionএ, নতুবা কেমন করে এত সহজে জনার্দ্দন রায়, এককড়ি নন্দী, নির্ম্মল ব্যারিষ্টার—এই সব জীবকে অতিক্রম করে এমন কি নিজের বিপদ টেনে এনেও বিশ্বহিতে রত হলো।

যোড়শীরও অন্তরাপেক্ষা প্রবল নতুবা কেমন করে এত সহজে পিতা, লোকমত, সমাজ, ধর্ম্মাধর্ম্মের অনুশাসন এ সব অতিক্রম করে লোকনিন্দা ও কলঙ্কের ডালি মাথায় নিলে! কিন্তু যোড়শী জীবানন্দের মত সম্পূর্ণ অন্তরাপেক্ষী নয়; তবে এটা ঠিক যে পাকা শিল্পীর স্পর্শে—যোড়শীর বহিরাপেক্ষা এমনই নিপুণভাবে আঁকা যে তাতে যোড়শীকে কিছু মাত্র ক্ষুণ্ণ হতে হয় নি। ফকীরটী কবির একটী নিপুণ সৃষ্টি। যোড়শী এই ফকিরের উপর নির্ভর করে শক্তি পেয়েছে—নিজকে বাঁচিয়েছে। নিজের উপর নির্ভর করতে গিয়ে অনেক সময় ভিতর থেকে সাড়া পায় নি বলে যোড়শী হাঁপিয়ে উঠেছে, তখন চেয়েছে বাইরের সহায়তা। যোড়শীর মন টানছে জীবানন্দের দিকে, কিন্তু নিজের মধ্যে এমন শক্তি পাচ্ছে না যাতে ধর্ম্মাধর্ম্মের Conventionকে অতিক্রম করতে পারে, তাইত জীবানন্দকে নিজের মনেরও অজ্ঞাতে আভাস দিচ্ছে—তুমি জোর কর না কেন।

"চৌধুরী মশাই, কিসের জন্ত এত অনুনয় বিনয়? আপনার পাইক পিয়াদাদের গায়ের জোরের ত আজও অভাব হয় নি। আপনি ত জানেন, আমি কারো কাছে নালিস করবো না।" এই খানে পুরুষ ও নারীর শক্তির তারতম্য দেখতে পাই। নারীর পক্ষে বহিরাপেক্ষা সম্যক ত্যাগ করা অসম্ভব, বিশেষতঃ আমাদের সমাজে।

বিশ্বমানবের ইতিহাসে এইটে সব চাইতে বড় কথা, নিজের শক্তিতে যে বিশ্বাসবান নয় সে কখনও বড় হয়নি। পৃথিবীর মনীষিগণ নানা ভাষায় নানা আকারে এই কথাই বলেছেন। আত্ম-নির্ভরশীলই জয়লাভ করে। None but the brave deserves the fair। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—Herculesএর পৌরাণিকী কথায়ও—God helps those who help themselves.—এই সমস্ত উপদেশের অন্তরালে ঐ একই কথা—'অন্তরাপেক্ষা'। শরৎবাবু চিরন্তন সত্যকে আজ নূতন আকারে সুসঙ্গত ভাবে সৃষ্টি করেছেন।

অতএব আমরা বলবো জীবানন্দ 'অন্তরাপেক্ষী' ব'লেই তার মুক্তি হ'লো যোড়শীর স্পর্শে।

সেদিন শুনছিলাম একজন বলছিল জীবানন্দ অতি-মানুষ (superman)। কথাটা রহস্যচ্ছলে বলেছিল কিনা জানি না কিন্তু কথাটা মিথ্যে নয়। অতি-মানুষের যেটা সব চাইতে বড় গুন—সেটা ত তার ছিল—নিটসের সঙ্গে যে এখানে জীবানন্দের স্বগোত্র লক্ষণ দেখতে পাই। নিটসে প্রভৃতি অতি-মানুষ পদ-বাচ্য ব্যক্তিরা সকলেই সম্পূর্ণ 'অন্তরাপেক্ষী'।—জীবানন্দে এই অতি-মানবত্বের বীজ না থাকলে কেমন করে এই দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি এক মুহূর্ত্তে—সন্ন্যাস গ্রহণ করে বিশ্বহিতে রত হ'লো!

সত্যের প্রেরণা কবির মনে আসে বলেইত মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে এতটুকু খুঁত তাঁর সৃষ্টিতে নেই। কবি মানব-মনের শুধু সত্যদ্রষ্টা নয়, সত্যস্রষ্টাও বটে—পাঠকের শ্রদ্ধার বরমাল্য চিরদিনই তাঁর প্রাপ্য।

মনোবিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে জীবানন্দ ও যোড়শীর মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করা গেল, কিন্তু চিত্তরাগ-বিজ্ঞানের তরফ হ'তে—শিশিরবাবু এই 'Introversion'-এর প্রকাশে কোথায় কি বিশেষত্ব দেখিয়েছেন তার বিশ্লেষণ করবার স্থান এখানে নাই—যদি সুবিধা-সুযোগ হয় তবে বারান্তরে চেষ্টা করবার ইচ্ছা আছে। তবে একথা বলা যেতে পারে যে নাট্যকারের প্রতিভারও যেমন তুলনা হয় না শিশির বাবুর প্রতিভারও তেমনই তুলনা মিলে না—একথা 'জীবানন্দ' অভিনয় আমাদের বুঝিয়েছে। It was all life.

নমো নটনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিফোন নং ৩৫৪০—বড়বাজার।

শুক্রবার ২রা ভাদ্র, ১৯শে আগষ্ট

জন্মাষ্টমী উপলক্ষে

সন্ধ্যা ৭টা হইতে সারারাত্রব্যাপী

অভাবনীয় অভিনয় আয়োজন

১। সীতা ২। নর-নারায়ণ (পূর্ব্বার্দ্ধ)

৩। জন্মাষ্টমী ৪। নন্দোৎসব ৫। রাধাকৃষ্ণ

শনিবার, ৩রা ভাদ্র, ২০শে আগষ্ট, রাত্রি ৭॥ টায়

পরদিন রবিবার ম্যাটিনী, ৫ টায়

শরৎচন্দ্রের অপূর্ব প্রতিভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান

নূতন সামাজিক নাটক

ষোড়শী

(মহাসমারোহে পঞ্চম ও ষষ্ঠ অভিনয় রজনী)

ষোড়শী ভৈরবী—গড়চণ্ডীর প্রধানা সেবিকা সন্ন্যাসিনী। অস্ফুটন্ত কোরকটীর মত—সে যখন অতি ছোট মেয়ে, নারীর প্রাণের গোপন ক্ষুধার রহস্য তার হৃদয়ের দ্বারে কোনআঘাত দেয় নি—সেই সময় এক অর্দ্ধ রাত্রির স্তিমিত আলোকে—তন্দ্রাতুর চোখে সে দেখেছিল—শুভবিবাহের শুভদৃষ্টির ভিতর দিয়ে তার স্বামীকে—। সে রাত প্রভাত হ'ল না—তার আগেই 'জীবনের খরস্রোতে' কোথায় ভেসে গেল স্বামী আর কোথায় ভেসে গেল স্ত্রী। একজন তলিয়ে গেল জীবনের পঙ্কিলতার তলায়—আর একজন ভেসে উঠ্‌লো—পঙ্কের স্পর্শ থেকে উর্দ্ধে—শুভ্র পঙ্কজের মত।

দু'জনে দেখা হ'ল।

এই দেখার গতি ও পরিণতি নিয়েই "ষোড়শী" নাটক।

জীবানন্দ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

প্রফুল্ল—শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায় একক‌ড়ি—শ্রীগোপালদাস ভট্টাচার্য্য জনার্দ্দন—শ্রীযোগেশ চৌধুরী

তারাদাস—শ্রীহরিগোপাল মুখোপাধ্যায় নির্ম্মল—শ্রীশৈলেন্দ্র চৌধুরী সাগর—শ্রীমনোরঞ্জনভট্টাচার্য্য

ষোড়শী—শ্রীমতী চারুশীলা

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—১১ই আগষ্ট হইতে নাট্যমন্দিরে

বৃহস্পতিবারে নিয়মিত ভাবে অভিনয় হইতেছে।

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়। অভিনয়ান্তে মোটরবাস পাওয়া যাইবে

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১১নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—১১ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৪র্থ বর্ষ
১৪শ সংখ্যা

সম্পাদক:—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

৯ই ভাদ্র
১৩৩৪

নাট্য-জগৎ

(আচ্ছা, যাত্রার যুগ যে এখনো গত হয়নি একথা কেউ ভেবে দেখেছেন কি? কলকাতায় চারটি মাত্র 'থিয়েটার', কিন্তু বাংলাদেশে 'যাত্রা'দলের সংখ্যা কত?) কারুর কাছে হিসাব আছে?

*

বাড়ীর সামনে একটি মস্ত-বড় যাত্রার দল একটি মস্ত-বড় অট্টালিকা ভাড়া নিয়ে থাকে। খবরের কাগজে তাদের অভিনয়ের (বিজ্ঞাপন বা সমালোচনা বেরোয় না। অথচ দেশবিদেশ থেকে তাদের বায়না আসছে ক্রমাগত।) শুনতে পাই এ-রকম দল আছে অসংখ্য।

*

(যাত্রাদলের নাটকের—যার নাম গীতাভিনয়—কাট্‌তি শুনলে অবাক হবেন। সমস্ত বাংলাদেশে তাদের প্রচার।) এই-সব গীতাভিনয়ের মত বই বিক্রী করতে পারলে বাঙালী ঔপন্যাসিক ও থিয়েটারের নাট্যকাররা আনন্দের সপ্তম স্বর্গে আরোহণ করতেন।

*



স্বর্গীয় নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু

মায়ারহোল্ড 'প্রসিনিয়াম' ও অঙ্কের শেষে যবনিকা পাতের বিরোধী। তিনি এক সমতল ক্ষেত্রের উপরেই রঙ্গমঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ নির্ম্মাণ করেছেন। তাঁর মতে অভিনেতা ও দর্শকের মাঝখানে বাধা বা আড়াল থাকলে unity of action নষ্ট হয়, কারণ সেক্ষেত্রে দর্শকদের মনের মধ্যে একটা "feeling of intimacy" বা অন্তরঙ্গতার ভাব জাগ্রৎ হয় না। জার্ম্মাণির খ্যাতনামা প্রয়োগ-কর্ত্তা ম্যাক্স রাইনহার্ডও অনেকটা এই মতাবলম্বী।

*

যাত্রার আসরে রাম বা রাবণ, ভীম বা দুর্য্যোধন কোনরকম রহস্যের আবরণে আমাদের কাছ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখে না। গদা ঘোরানো শেষ হ'লেই সেও আমাদের মত দর্শকে পরিণত হয় এবং আমাদেরই হাত থেকে কল্‌কে কেড়ে নিয়ে ধূমপান করতে থাকে। পৌরাণিক চরিত্রের সঙ্গে আমাদের এই যে অন্তরঙ্গতার যোগ, নাটকীয় ক্রিয়াকেও নিশ্চয়ই তা অধিকতর সফল ক'রে তোলে। যাত্রার জনপ্রিয়তার কারণ হয়তো তাই।

*

(দৃশ্যপট নেই, আলোর কায়দা নেই, ম্যাজিক নেই,—এবং নারীর সঙ্গেও কোন সম্পর্ক নেই। আছে কতকগুলো পেটমোটা কালো কালো ছোঁড়া এবং জনকয়েক অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত পুরুষ। জাতির প্রাণের উপরে তবু তাদের এতটা প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণ কি?

*

বিখ্যাত রুশ প্রয়োগকর্ত্তা মায়ারহোল্ড যাকে unity of action বলেন, বাঙালীর যাত্রার মধ্যে আর কিছু না থাকুক, সেটি যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। এখানে নট আর দর্শকের মাঝখানে ভেদের কোন সীমারেখা নেই। এইটেই কি যাত্রার সফলতার প্রধান কারণ?

*

আমাদের রঙ্গালয় কোন্‌দিকে অগ্রসর হচ্ছে তা জানিনা, কিন্তু য়ুরোপীয় রঙ্গালয় যে ধীরে ধীরে আমাদের যাত্রার দিকে এগিয়ে আসছে তাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। মায়ারহোল্ড ও রাইনহার্ডের রঙ্গালয় এবং সেখানকার "Open-air-mass and street theatres"—এ-সমস্তই আমাদের যাত্রার উন্নততর রূপান্তর।

*

যাত্রার পারিপার্শ্বিকের মধ্যে এমন এমটি অনাড়ম্বর সরলতা আছে, আর্টকে যা দুষ্প্রাপ্য, দুর্ব্বোধ ও কৃত্রিম হবার অবকাশ দেয় না। থিয়েটারে গিয়ে অনেক আয়োজন ক'রে আমরা যে-আর্টকে উপভোগ করতে বসি, নানা বাহুল্য, গোপনতা ও বাধার মধ্য থেকে তাকে আবিষ্কার করা দুষ্কর হয়ে ওঠে।

*

অবশ্য যাত্রার বর্ত্তমান যে রূপ আমাদের চোখে পড়ে, তাকে ঠিক বাঞ্ছনীয় বলতে পারি না। কিন্তু সমগ্র দেশের সঙ্গে যার এমন একটা আঁতের টান ও নাড়ীর যোগ রয়েছে, যার সাহায্যে দেশের মর্ম্মকেন্দ্রে অনায়াসে আধুনিক ভাব ও চিন্তার ধারা প্রবাহিত করা যায়, যুগোপযোগী সংস্কারের দ্বারা আমরা কেন তাকে উন্নততর ক'রে তুলব না? যাঁর দেশপ্রীতি আছে তাঁকে এইদিকে চোখ দিতে বলি।

*

অথবা, আমাদের থিয়েটারের ভিতর দিয়েই আমাদের যাত্রার কতকগুলি বিশেষত্ব যদি আত্মপ্রকাশ করে তাহ'লে কি মন্দ হয়? একটি মনের মতন সব দিকে-নিখুঁৎ থিয়েটারের জন্য যে বিপুল ব্যয়ের আবশ্যক গরিব বাঙালী জাতি তা জোগাতে পারে না। তার ভিতরে কি যাত্রার মত সহজ স্বাভাবিকতা ও অন্তরঙ্গতার ভাব আনা যায় না? বর্ত্তমানে আমাদের থিয়েটার ও যাত্রা,—কোনটাই পূর্ণশ্রী ও যুগোপযোগী নয়। এর মধ্যে অন্তত একটিকে জাতীয় গর্ব্বের নিদর্শন ক'রে তোলা উচিত। আমাদের দেশে কোন মায়ারহোল্ড বা কোন রাইনহার্ড্টের আবির্ভাব সম্ভব নয় কি? আমরা সেই আশায় রইলুম।

*

"নেপা বোস"! "What a friendly sign is a nickname. It is always a good fellow who is called Bob or Bill, Jack or Jim, Tom, Dick or Harry."—খাঁটি কথা। স্বর্গীয় নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসুকে দেশের লোক সত্যই যে ভালোবাসত সেটা তাঁর ঐ আদরের ডাক-নামেই প্রকাশ।

*

নৃপেন্দ্রচন্দ্রের নৃত্য-প্রতিভার প্রধান প্রমাণ তাঁর নৃতনত্ব। অমরেন্দ্রনাথের যুগে ক্লাসিক থিয়েটারে বাংলা নাচের শ্রী তিনি একেবারেই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর পরিকল্পিত নাচের গুণেই "আলিবাবা" আজ-পর্য্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে আছে। এখনো বাংলা রঙ্গালয়ের নাচ প্রধানত তাঁর ছাঁচেই ঢালা হয়।

*

শুধু নৃত্য-পরিকল্পনায় নয়, নৃত্য-নিপুণতায়ও আর কোন বাঙালী নর্ত্তক এখনো নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে অতিক্রম করতে পারেন নি। আবদালা (আলিবাবায়), ঘেঘেড়া (পাণ্ডবগৌরবে), গোপ (দোললীলায়), উৎপল (কিন্নরীতে), আলাদিন (আলাদিনে) ও নাগরিক (বসন্তলীলায়) প্রভৃতি ভূমিকায় নৃপেন্দ্রচন্দ্রের নৃত্যকৌশল দেখবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে, তাঁরা কখনো তাঁকে ভুলতে পারবেন না।

*

তাঁর অভিনয়-শক্তিও বড় কম ছিল না। আবদালা (আলিবাবায়), হামজাদ (শিরীফরহাদে) গঙ্গাজী (ছত্রপতি শিবাজিতে), জগন্নাথ (?) (শঙ্করাচার্য্যে) ও কাঙালিচরণ (প্রফুল্লে) প্রভৃতি ভূমিকায় আজও তাঁর অভিনয়-কুশলতা মনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে আছে।

*

এক সময়ে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল অসাধারণ। তাঁর দেখা পাওয়া যাবে শুনলে রঙ্গালয়ে দর্শকের ভিড় ভেঙে পড়ত। তিনি পথ দিয়ে চললে পথিকরা সসম্ভ্রমে তাঁর পানে চেয়ে থাকত। তিনি কারুর সঙ্গে কথা কইলে সে আপনাকে ভাগ্যবান জ্ঞান করত।

*

ক্ষীরোদপ্রসাদ ও নৃপেন্দ্রচন্দ্র—দুজনেই প্রথমে বিখ্যাত হন 'আলিবাবার জন্যে। বিচিত্র এই, দুজনেই প্রায় একই সময়ে আমাদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেলেন। এবং দুজনেরই অভাব পূরণ করবার লোক বাংলাদেশে নেই। বারান্তরে আমরা নৃপেন্দ্রচন্দ্রের জীবনী প্রকাশ করব।

*

ক্ষীরোদপ্রসাদ ও নৃপেন্দ্রচন্দ্র বাংলা রঙ্গালয়ের জন্যে আপনাদের সমস্ত জীবনীশক্তি ব্যয় ক'রে গেছেন। তাদের কৃতজ্ঞতার ঋণ বাংলা রঙ্গালয় কখনো শোধ করতে পারবে না। কিন্তু এই দুই পরলোকগত আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে একমাত্র "নাট্যমন্দির" ছাড়া আর কোন্ রঙ্গালয় অভিনয় বন্ধ রাখা আবশ্যক মনে করেননি। এই নিষ্ঠুর অকৃতজ্ঞতার কি কোন মার্জ্জনা আছে?

*

সাধে কি শিশিরকুমারকে জনসাধারণ এত ভালোবাসে? সাধারণ অভিনেতার জীবন গ্রহণ ক'রে অল্পদিনের মধ্যেই বহুবার তিনি এমনি সহৃদয়তা ও উদারতার পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা রঙ্গালয়ের কর্ত্তারা এটুকু বেশ মনে রাখবেন যে, মনুষ্যত্ব ও কর্ত্তব্যজ্ঞান বিসর্জ্জন দিয়ে অর্থোপার্জ্জন করা যায় বটে, কিন্তু জাতির হৃদয়ে আসনলাভ করা যায় না।

*

গেল হপ্তায় ক্ষীরোদপ্রসাদের শোকসভায় শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় যে অভাবিত প্রহসনের অভিনয় করেছেন, তাঁর রাশীকৃত পক্ব কেশের দিকে তাকিয়েও আমরা তা সমর্থন করতে পারছি না। কোন সুপরিচিত ও বিশিষ্ট সাহিত্য-সেবকের একটি বর্ণনা আমরা পত্রস্থ করলুম এবং এ বর্ণনা যদি অভ্রান্ত হয় তাহলে আমরা বলতে বাধ্য যে, কেবল রঙ্গালয় থেকে নয়, সাধারণ সভাসমিতির আসর থেকেও অমৃতলালের এখন বিদায় নেবার সময় এসেছে। নির্জ্জনবাসই এখন তাঁর পক্ষে প্রশস্ত।

*

জনপ্রিয় সুদর্শন অভিনেতা শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভাদুড়ী দীর্ঘকাল অবকাশযাপনের পর, আসছে হপ্তায় আবার নাট্যমন্দিরের রঙ্গমঞ্চে দেখা দেবেন শুনে সুখী হলুম।

*

আজ শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার সময়ে বাংলার গভর্ণরের দ্বারা 'ইণ্ডিয়ান ব্রডকাষ্টিং কোম্পানী'র (১, গার্ষ্টিন প্লেস) দ্বার উদ্ঘাটিত হবে। কলকাতায় রসিকজনের প্রীতিবিধানের জন্যে এই এক নূতন উপভোগের আসর স্থাপিত হ'ল।

*

আজ সন্ধ্যা সাতটা থেকেই বেতারের বৈঠক সুরু হবে। সাতটা থেকে আটটা পর্য্যন্ত ইংরেজী গান-বাজনা। ৮-১৫ থেকে ৯-১৫ পর্য্যন্ত বাংলা আসর। তারপর আবার ইংরেজীর পালা সুরু।

*

বাংলা আসরের কার্য্যতালিকা:—১। শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (রবীন্দ্রনাথের নূতন কবিতার আবৃত্তি)। ২। শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (রবীন্দ্রনাথের নবরচিত গান)। ৩। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে (খেয়াল ও তেলেনা—ভূপালি ও কামোদে)। ৪। শ্রীমতী হীরাবাঈ (ঠুংরি—খাম্বাজে)। ৫। প্রফেসর এস, দাস (হার্ম্মোনিয়াম বাদন—খাম্বাজে)। ৬। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র মজুমদার (ক্লারিওনেট বাদন—বেহাগে)।

*

শনিবারের বাংলা আসর। আরম্ভ ৭-৪৫, সন্ধ্যায়। ১। শ্রীমতী প্রফুল্ল-বালা (গান—সিন্ধু-খাম্বাজে)। ২। শ্রীযুক্ত অম্বিকা মজুমদার (হিন্দুস্থানী ও বাংলা গান—সুরট ও পিলুতে)। ৩। শ্রীমতী উমাবতী বাঈ (খেয়াল ও তেলেনা)। ৪। শ্রীযুক্ত এস, জে, মজুমদার (বকুবাবু) (খেয়াল—খাম্বাজে ও হাসির গান)। ৫। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার শীল (সেতার বাদন)।

*

এবং এই সঙ্গে ঘরে ব'সে সকলে প্রতিদিনকার নূতন খবরও জানতে পারবেন। এও একটা লোভনীয় সুযোগ।

গান

সকল কথার মর্ম্ম আমার
গাঁথা নয়ন-লোরে!
সুখেতে সুখ পাইনি খুঁজে
মন যে কেমন করে।
পথ চেয়ে তার হলুম সারা—
পাইনে তবু কূল-কিনারা—
দিন যে আমার এমনি ভাবেই—
কাটে স্বপন-ঘোরে।
এলোমেলো সুরের ফাঁকে
রূপটি আলো-করা!
ধরতে যে যাই আলিঙ্গনে—
দেয় না তো সে ধরা।
মিলন ওগো মিলন শুধু—
মিলন বিনা পরাণ ধূ ধূ—
বিরহ আজ অহরহ—
হানে গোপন শরে।

—শ্রীমতী প্রভা

চিত্রনাটের রূপকথা

আজকাল হ্যারল্ড লয়েডের ভারি নাম ডাক! ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে "লোনসাম লিউক" বা দোসরহারা লিউক ছদ্মনামে চিত্রনাট্যে তিনি সর্ব্বপ্রথমে আত্মপ্রকাশ করেন। তারপর যখন তাঁর মোটা শিঙের চশমা বিখ্যাত হয় তখন তিনি নাম নেন—'উইক্‌ল্!' এখন তিনি স্বনামেই প্রসিদ্ধ।

*

জার্ম্মাণীর সব-চেয়ে বিখ্যাত চিত্রাভিনেতা হচ্ছেন এমিল জ্যানিংস। গত শীতকালে আমেরিকায় গিয়ে তিনি যে চিত্রনাট্যে অবতীর্ণ হয়েছেন তার নাম 'ভগবান-ভোলা মানুষ'।

*

জ্যান্ত ছবির প্রথম আঁতুড়-ঘর কোথায়? ইয়াঙ্কিরা বলে, আমেরিকায়। ইংলণ্ডের রাথের মেয়র বলেন, বাথ সহরের নিউ বণ্ড ষ্ট্রীট প্লেসে স্বর্গীয় জে, এ, আর রাজ প্রথম জ্যান্ত ছবির জন্মদান করেন।

*

আমেরিকার বিখ্যাত চিত্রস্থান হলিউডে অতিরিক্ত ছয় হাজার যুবতী চিত্রনাট্যাভিনয়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে অবস্থান করে। প্রতি বৎসরে এই ছয় হাজারের মধ্যে মাত্র একশো জন যুবতী অভিনয় করবার সুযোগ পায়।

*

স্বর্গীয় ভ্যালেন্টিনোর প্রিয়তমা, সদ্য-বিবাহিতা পোলা নেগ্রি বলছেন:—"আমি কখনো খাটো পোষাক পারি না। খাটো পোষাক ভালো নয়। নারীর রূপ-মাধুরী মধুর হয়ে ওঠে রহস্যের মধ্যেই। এতখানি পা খোলা থাকলে শীলতা বা সৌন্দর্য্য কিছুই প্রকাশ পায় না। নারী-সমাজে ঘাড়-ছাঁটা চুলের রেওয়াজও আর বেশী দিন চলবে না। আমি তো এর-মধ্যেই ফের লম্বা চুল রাখতে সুরু করেছি।"

*

সুদূর অতীতে গভীর অরণ্যের মধ্যে প্রকৃতি ও পশুর সঙ্গে আদিম মানুষ যে চিরস্মরণীয় যুদ্ধ করেছিল, সংপ্রতি "চ্যাং" নামে পঞ্চাশ হাজার ফুট লম্বা চিত্রনাট্যে তা দেখানো হচ্ছে, আমেরিকায়। প্রকাশ, আজ-পর্য্যন্ত আর কোন ছবি সেখানে এত-বেশী উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে নি।

*

চলচ্চিত্রের প্রত্যেক নরনারী দেহকে তৈরি রাখবার জন্য প্রতিদিন কোন না কোন রকম ব্যায়াম করেনই। তাই তাঁদের সৌন্দর্য্য সহজে ম্লান হয় না—এমন-কি জরার আক্রমণেও। এদেশী নট-নটীরা যদি এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন তা হ'লে আমাদের রঙ্গমঞ্চের উপর থেকে অধিকাংশ অতি-কৃশ, অতি-স্থূল, কুগঠন ও স্বাস্থ্যহীন দেহ অবিলম্বে অদৃশ্য হয়ে যায়।

*

ম্যাডান থিয়েটার্স লিমিটেডের দ্বারা পরিচালিত প্রায় নব্বইটি চলচ্চিত্রাগার ভারতবর্ষ, সিংহল ও ব্রহ্মদেশে আছে। বলতে গেলে, এখানকার চিত্রনাট্যজগতে তাঁরাই একরকম হর্ত্তাকর্ত্তা-বিধাতা।

*

সংপ্রতি ইংলণ্ড ও আমেরিকার চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের কয়েকটি দল এখানকার বাজারে আসন গেড়ে বসবার চেষ্টা করছে। কেউ কেউ ম্যাডানদের কাছ থেকে চলচ্চিত্র রঙ্গালয়গুলি কিনে নিতেও চাইছে। এক জায়গা থেকে দরও পাওয়া গেছে ছয় লাখ পাউণ্ডের।

*

ম্যাডানরা যদিও এই লাভের ব্যবসাটি হাতছাড়া করতে বিশেষ ব্যগ্র নন, তবে মনের মত দাম পেলে একটা মস্ত দাঁও মারতেও তাঁরা রাজি আছেন। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে এখানকার জ্যান্ত ছবির নাচঘরে শ্বেতাঙ্গ কর্ত্তার আবির্ভাব অসম্ভব নয়।

*

ম্যাডানদের নামে অভিযোগ উপস্থিত হয়েছে যে, তাঁরা ইংরেজী ছবির পক্ষপাতী নন। এ কথা অস্বীকার ক'রে তাঁরা বলেছেন যে, ভালো ইংরেজী ছবি খুব কমই তৈরি হয়, কাজেই ইচ্ছা থাকলেও বেশী আনানো যায় না।

*

আসলে, আমেরিকা পৃথিবীর ছবির বাজার জুড়ে ব'সে আছে ব'লে ইংরেজদের গাত্র-জ্বালার অন্ত নেই। অন্তত বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে যাতে আমেরিকার প্রভুত্ব খর্ব্ব হয়, ইংরেজরা এখন প্রাণপণে সেই চেষ্টাই করছেন। "প্রসাদ"

গান

বাদল্-প্রিয়ার ঝুলন্-দোলে
কদম্-কেয়ার চামর ঢোলে ;
দোলন্-চাঁপার চোখের কাজল্
সজল্-মেঘের স্বপন্ তোলে!
—বাদল্-প্রিয়ার ঝুলন্-দোলে।

*

বেণুর বনে রেণুর বাঁশী
ঝরায় বুকে ফুলের রাশি ;
সুরের লতায় সুরার পারুল্
গোপন দিঠির্ নয়ন খোলে।
—বাদল-প্রিয়ার ঝুলন্-দোলে।

*

প্রাণের মাঝে আঁখির কথা
ক্লান্ত হ'সে চুপ্‌টি শোন।
বৃষ্টি ঝরার্ নূপুর্ কটী
বুক করতলে কেবল গোণ।

*

হৃদয় বীণার উতল তালে
মন্ অলি যায় ফুলেল্ গালে ;
একটী চুমুর মঞ্জরী গো
লহর তোলে অধর-কোলে।
—বাদল্-প্রিয়ার ঝুলন্-দোলে।

শ্রীভারতকুমার বসু

সুবিখ্যাতা নর্ত্তকী আনা পাভ্‌লোভা

(স্ব-লিখিত জীবনী হ'তে)

"সেই বিস্ময়কর রাতটার কথা আমি কখনো ভুলবো না, যে-রাত্রে আমার মা আমার প্রথম অভিনয় দেখবার জন্য, আমাকে নিয়ে "মেরিন্‌স্কাই থিয়েটারে" যান!···

অভিজ্ঞান-ভূমিকায় "নিদ্রিত সুন্দরী"র যশ-গৌরবে ক্ষুদ্র আমার তরুণ মনখানি অনন্ত আশায় নেচে উঠেছিল এবং সেই বিশিষ্ট নাটকটীও আমার চোখ দুটীকে ফিরিয়ে দিয়েছিল ভবিষ্যতের পানে—নৃত্যচটুল চরণের ছন্দ লীলার মাঝে যা হ'য়ে থাকবে নিত্তি-মুখরিত।···

তাই, এমনি এক সঙ্কল্প হৃদয়ে পোষণ ক'রে, সন্দেহের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ অগণিত সাগর এবং ক্লান্তি-করুণ বিশুষ্ক প্রান্তর পার হ'য়ে আমি চ'লেছিলুম!···কিন্তু হায়! আমার সমস্ত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হ'লো!···"মেরিন্‌স্কাই থিয়েটারে"র বার্ষিক উৎসবের দৃশ্য—আমার ও আমার মার কাছে যেন দারিদ্র্যের মরুভূমির মাঝে স্বর্গীয় কুসুম-কানন ব'লে মনে হ'তে লাগলো!···আমরা ছিলুম অতি গরীব!··· আমি যখন দু বছরের 'মেয়ে' বাবা আমার তখন মারা যান!···সেণ্ট পিটার্স-বার্গের ছোট বাড়ীখানিকে সাম্‌লাতে, আর, আমার খাওয়া-পরা ও লেখাপড়ার জন্য খরচ জোগাড় ক'রতে মাকে আমার অদৃষ্টের সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধ ক'রতে হ'য়েছিল!···আমি খুব গম্ভীর ছিলুম, আর, রাতদিন ভাবতুম!···কিন্তু, থিয়েটারের সেই অপূর্ব্ব বার্ষিক উৎসব-রজনীতে—!—ও! কী-যে নতুন জিনিষ দেখতে পেলুম আমি আমার চোখের সামনে সেখানে!···মূল্যবান অলঙ্কার, সুন্দর পোষাক—কী যেন এক প্রীতি-আশার স্বপ্নময় ইন্দ্রজাল গ'ড়ে তুল্‌লো আমার দৈন্য-ক্ষুণ্ণ মনের মধ্যে!···

"নিদ্রিত সুন্দরী"র দ্বিতীয় অঙ্কে কতকগুলি মেয়ে ও পুরুষ এক সঙ্গে নাচছিল!···সেই দিকে আমার গভীর একাগ্রতা দেখে' আমার মা আমাকে ব'ললেন, "ন্যুরা! তুমি কি ওদের সঙ্গে নাচতে ইচ্ছে কর?"

আমি একটু জোর গলাতেই বললুম, "না !···আমি ওই 'নিদ্রিত সুন্দরী'র মতই একা একা নাচবো !"

আমার কথা শুনে মা হেসে উঠলেন। বললেন, "বোকা !"

আমি কিন্তু আমার সঙ্কল্পকে ভীষণ ভাবে মনে মনে পোষণ ক'রেছিলুম !···"

•

"তখন আমার বয়স ৮ বছর ! নৃত্য-শিক্ষা করবার জন্য অনুমতি-লাভের সাহস অর্জন ক'রতে, আমাকে কিন্তু অপেক্ষা ক'রতে হ'য়েছিল আরও কয়েক সাহস !···"আর একটু বড় হ'লে নেচো" এই কথাগুলি আমার কল্পনার রঙিন এ কবারে দমিয়ে দিয়েছিল !···নৃত্য-কৌশলের ব্যাখ্যা শুনতে গিয়ে উত্তর পেয়েছিলুম আমি—পরিপূর্ণ যৌবন এবং প্রভূত অর্থব্যয়ের কতকগুলি অজুহাত !···

যাই হোক, ক্রমাগত বিনীত আবেদনে, পুলক-চঞ্চল মনে, একদিন আমি "এ্যাকাডেমী"র পরিচালকের সঙ্গে দেখা করলুম !···কিন্তু হায় ! তাঁর কাছে উত্তর পেলুম, "আর দু বছর পরে এস !···"

—ওঃ ! কী কান্নাই কেঁদেছিলুম সেই রাতটীতে !···

সেণ্টপিটার্সবার্গের বহিঃসীমায় আমার কতকগুলি জ্ঞাতি থাকতেন !··· গ্রীষ্মকালে আমি মাঝে মাঝে তাঁদের সঙ্গে দেখা ক'রতে যেতুম !···সেইখানেই আমি—নিরালায় একলা—আমার চির-আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটীকে অভ্যাস ক'রতুম !··· উন্মুক্ত পল্লী হ'তো আমার লীলা-মঞ্চ, শ্যামল তরুরাজি হ'তো আমার দৃশ্যপট, চন্দ্র ও সূর্য্য হ'তো আমার আলোর কার্য্যকারী এবং ফুল ও পাখী হ'তো আমার দর্শক !···

সম্ভবতঃ আমার বালিকাসুলভ ব্যগ্রতা এবং প্রকৃতির প্রতি আশক্তির জন্য, বস্তুত্বের মহিমা আমি কিছু কিছু বুঝতে পারতুম, এবং বন্য পাখীর চঞ্চলতার মাঝে যে অজানা রহস্য লুকিয়ে ছিল, তা'ও অনুভব করতে পারতুম ! এ কথা কি তখন কেউ জান্তো ?···আমার মনে হয় যে, কেবলমাত্র নদীর বুকে লীলায় ভোলা হাঁসের পাতিরাই, (যাদের ভঙ্গী আমি অনুকরণ করবার চেষ্টা করতুম আমার নাচে,) নিশ্চয় তা জানতো, কারণ তাদের বাচ্ছাগুলির কাছে আমি ছিলুম নিত্য চেনা !···

আমার দশম জন্মদিনে এ্যাকাডেমীতে ভর্ত্তি হবার সম্ভ্রম আমি পেয়েছিলুম।— সম্ভ্রম বললুম কারণ, এটিকে লাভ করা ছিল ঠিক তত শক্ত ব্যাপার যত শক্ত হচ্ছে —একটা ছত্রভঙ্গ সৈন্যদলকে পুনঃশান্ত করবার কাজ। জীবন আমার মঠের প্রথম শিক্ষার্থীর মতই হয়ে উঠলো। আমোদ প্রমোদ করা সীমাবদ্ধ হয়ে গেল— আড়ষ্ট নিয়মাবলীর মধ্যে। চলা ফেরা করা খুব সংযতভাবে। এবং মস্তিষ্ক ও পেশী চালনার কাজে বিরাম হলো না—হাত দিয়ে কোন কিছু করবার সময় পর্য্যন্ত রইল না। এই রকমভাবে অনবরত কাজ করে আমি প্রথমটায় বড়ই দমে গিয়েছিলুম। কিন্তু দ্বিগুণ বিশ্বাস ও কর্ম্মপটুতা আমার কাছে যেন স্বতঃসঞ্জাত অভিনব উৎসাহ এনে দিলে; এবং আমার সমস্ত শ্রান্তি সমস্ত ক্লান্তি—সুন্দর কর্ম্ম-কল্পনার মাঝে মিলিয়ে গেল।

অতীত দিনে যখন আমরা—রুষ-রাজাদের চিত্রে সুশোভিত একটা প্রকাণ্ড খালি ঘরে অনবরতই কাজ করতুম, এবং যখন আহারে কিম্বা বিহারে ব্যস্ত থাকতুম, তখন আমাদের শিক্ষয়িত্রী আমাদের প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দিকে দৃষ্টি রাখতেন ! সে কথা আজও আমার মনে আছে—খুব ভাল রকমই।

কিছুদিনের শিক্ষার পর মাঝে মাঝে আমরা রাজকীয় নর্ত্তকী-সঙ্ঘের কাজ দেখবার জন্য গাড়ীবন্দী হয়ে মিকেল থিয়েটারে যেতুম।

একদিন জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডার—সাম্রাজ্ঞী মেরীকে নিয়ে আমাদের একাডেমীতে এলেন। জার ছিলেন খুব দয়ালু এবং বিনম্র প্রকৃতির লোক। তিনি এসেই আমার একজন বন্ধু ষ্টানিসলাভা বেলিনস্কাকে কোলে তুলে নিলেন। আমি কেঁদে ফেললুম, তিনি এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে আমি জল-ভরা স্বরে বললুম যে আমিও ওই সম্মানটি চাই !···আমাকে খুসী করবার জন্য, ডিউক্ লাডিমির্ আমাকে তাঁর কোলে তুলে নিলেন এবং আমিও সেই সুযোগে আমার এতদিনকার উচ্চ আশাটি প্রকাশ ক'রে ফেললুম তাঁর কাছে !···ডিউক তাতে খুব আনন্দিত হ'লেন, কিন্তু, এ্যাকাডেমির পরিচালক মহাশয় ভয় পেয়ে গেলেন !···

নৃত্য-লীলার পর রাজ-অতিথিরা আমাদের সঙ্গে ব'সে চা পান ক'রলেন !··· মহিমাময় তাঁদের সেই স্নিগ্ধ পরিচয়ে, আমাদের সমস্ত সঙ্কোচ মুহূর্ত্তেই দূর হ'য়ে গেল !···

৬ বৎসর এ্যাকাডেমিতে থাকবার পর, কোম্পানীর দ্বারা স্বীকৃত "প্রথম-শিক্ষার নর্ত্তকী" এই উপাধি আমি পাই !···তারপর, কঠোর সাধনার ফলে, রুসিয়ার বিশিষ্টা চারজন নর্ত্তকীর মধ্যে একজনের সম্মান লাভ করি !···

আমার পায়ের তলে ঝ'রে-পড়া অজস্র ফুলের তোড়ার মত, অনন্ত আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে, ১৯০৭ সালে আমি পৃথিবী-ভ্রমণে বেরোই !···

মেয়েরা প্রায়ই আমার কাছে লিখতো এবং জিজ্ঞাসা ক'রতো যে, কেমন ক'রে নর্ত্তকী-জীবন গ'ড়তে পারা যায় ?···তাদের জন্য আমি বলতে চাই যে, যদি তুমি একজন স্বভাবতঃ ভাল নাচিয়ে হও, এবং পা ফেলতে পার খুব আল্‌তো-ভাবে, আর, যদি তোমার গতি-ছন্দ হয় ঠিক তালোপযোগী, তা হ'লে, তুমি তোমার সৌভাগ্য পেয়েছ !···তবে, এটা নিশ্চিন্ত মনে রাখতে হবে যে, এই সাধনাতেই তোমার ভবিষ্যৎ জীবনখানিকে পর্য্যন্ত তোমায় বিলিয়ে দিতে হবে ! ···এ ভিন্ন আর কিছুতেই তুমি গৌরবের প্রথম স্থান অধিকার ক'রতে পারবে না !···

সুন্দরের প্রকাশের জন্যই হবে তোমার প্রচেষ্টা ! নইলে তোমার পতন !···

কলা-সৌন্দর্য্যের সাধনাতে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছে, এ রকম মেয়েদের সংখ্যা খুব বেশী নেই !···সুতরাং কোন একটা অভিজ্ঞ নৃত্য-শিক্ষয়িত্রীর এবং তোমার নিজের সাহায্য নিয়ে, অবিরাম ভাবে অভ্যাস ক'রে যাও !···ক্ষুদ্র ভূমিকা-গ্রহণে সন্তুষ্ট হ'য়ো ! অধ্যবসায় ও ধীরতাকে মনে স্থান দিও !··· তার পর, একদিন তুমি তোমার সাধন-স্বপ্ন হ'তে জেগে উঠে দেখবে যে, তোমার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে প'ড়েছে !···"

শ্রীভারতকুমার বসু

মৃতের শোকসভায় অমৃত

অর্দ্ধেন্দু-নাট্য পাঠাগার থেকে নিমন্ত্রণ পাওয়া গেল। পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় পত্রদ্বারা জানিয়েছেন, ৩১শে শ্রাবণ মঙ্গলবার অপরাহ্ন ৬ ঘটিকার সময় এলবার্ট হলে ··· বাঙ্গলার অদ্বিতীয় নাট্যকবি পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ একটি বিশেষ অধিবেশন হইবে। ইত্যাদি। তারপর খবরের কাগজ মারফৎ জানা গেল যে, অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এই শোকসভায় উপস্থিতি হবেন।

যথাকালে সভায় উপস্থিত হয়ে দেখলাম—শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসনে এবং তাঁর আশে পাশে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, শ্রীযুক্ত জলধর সেন, শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার প্রভৃতি উপস্থিত হয়েছেন। সমবেত বিশিষ্ট ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে ক্ষীরোদপ্রসাদের অনুরাগী ও রাগী সুহৃদ্বৃন্দের পরিচয় ক্রমশঃ পাওয়া গেল।

সভারম্ভে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় রচিত উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হওয়ার পর একজন যুবক শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু বিরচিত একটি কবিতা পাঠ করলেন। গিরিজাবাবু কবিতার এক স্থানে লিখেছেন —

অদ্বিতীয় নাট্যকবি বলি রঙ্গভূমি
জানিনাকো নিল কি তোমায়, কারে তুমি
সরাইলে সিংহাসন হোতে, হে কোবিদ্!

এই কথাটাই এ দিনকার শোকসভায় সর্ব্বপ্রধান হয়ে উঠলো। যদি সেদিনকার সভায় শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের বক্তৃতা শোনা গিরিজাবাবুর পক্ষে সম্ভবপর হয়ে থাকে, তাহলে তিনি ভবিষ্যতে ক্ষীরোদপ্রসাদের উদ্দেশে আর প্রশ্ন করবেন না যে,

"কারে তুমি সরাইলে সিংহাসন হ'তে।"

আশা করি, গিরিজাবাবুর এই "কারের" সন্দেহ ভঞ্জন হয়েছে।

অতঃপর একজন কৃষ্ণকান্তি যুবক সহসা একখানি কাগজ হাতে দাঁড়িয়ে নিজস্ব ভূমিকায় শ্রোতৃবর্গকে শুনিয়ে দিলেন, এ কবিতাটি আমার বাবার লেখা। আমিটিই বা কে এবং বাবাটিই বা কে, এ সমস্যার সমাধান তখন হ'ল না। পরে লেখাটীর ছাপানো কাগজ বিলি হ'লে দেখা গেল, কাগজের নীচে লেখকের নাম ছাপানো আছে—উপাধি কবিরঞ্জন। ইনি কবি কি কবিরাজ, বোঝা গেল না। ইনি প্রতি ছত্রে চৌদ্দটি অক্ষর গুণে' গুণে' অনেক কথাই বলেছেন। সে সব কথা সকলের শুনে বিশেষ কোন লাভ নেই, তবে তিনি বেশ গুছিয়ে অতি সংক্ষেপে—একটি মাত্র লাইনে—একটি সারগর্ভ কথা বলেছেন। কথাটি এই—

দেখাইলে কত কলা সাহিত্য-জগতে।

এর মানে যদি এই দাঁড়ায় যে, ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁর সমসাময়িক নাট্যকারদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে' বড় হয়ে উঠেছিলেন, তাহলে অনেকেরই চটবার কথা।

এর পর শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় ক্ষীরোদপ্রসাদের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করবার পর শ্রীমতী পরিমল দেবীর রচিত একটি গান কুমারী শ্রীমতী শান্তি জল দেবী গাইলেন।

এইবার বক্তৃতার পালা সুরু। বৃদ্ধ অমৃতলাল প্রথমতঃ নটসুলভ অঙ্গভঙ্গী সহযোগে রসিকতা-ভরা বক্তৃতা ক'রে, এই শোকসভায় হাসির তুফান তোলবার চেষ্টা করতে লাগলেন। এই সময় দু'একজন বিশিষ্ট শ্রোতা সভাস্থল ত্যাগ ক'রে কেন-বা চলে গেলেন। তারপর তিনি নিমন্ত্রণ-পত্রে এবং কার্য্য সূচিপত্রে লিখিত 'বাঙ্গলার অদ্বিতীয় নাট্যকবি পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ' এই কথাটীর প্রতিবাদ করতে উদ্যত হলেন। ক্ষীরোদপ্রসাদকে 'বাঙ্গলার অদ্বিতীয় নাট্যকবি' বলায় প্রহসনকার অমৃতলাল বিবিধ প্রকারে অমৃত বর্ষণ করতে লাগলেন। সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় অগত্যা এই অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার কথা অমৃতবাবুকে জানাতে বাধ্য হলেন। সভাপতি মহাশয় নিষেধ-বাক্যে অমৃতবাবু নটসুলভ উত্তেজনার বশে কম্পান্বিত কলেবরে কেদারা পরিগ্রহ করলেন। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে দারুণ সোরগোল উঠলো। অনেকেই উচ্চ চীৎকারে আপন আপন অভিমত ব্যক্ত করতে লাগলেন। সভাপতি যেমন অগত্যা অমৃতবাবুকে বসিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, তেমনি অগত্যা আবার তাঁকে তুলে দিতে বাধ্য হলেন। অমৃতবাবু পুনরপি গাত্রোত্থান করে' তাঁর পূর্ব্ব প্রসঙ্গেরই পুনরাবৃত্তি করতেই একজন শ্রোতা দাঁড়িয়ে এই অন্যায় ও অসঙ্গত প্রসঙ্গের প্রতিবাদ করতে লাগলেন। এমন সময় একজন উদ্ধত প্রকৃতির যুবা ঠিক উন্মাদের মত ছুটে গিয়ে হাতের ছাতাটিকে বেশ ক'রে বাগিয়ে ধরে' সেই প্রতিবাদকারীর মস্তক লক্ষ্য ক'রে আঘাত করতে উদ্যত! এমন সময় কয়েকজন শ্রোতা যুবকটিকে ধরে' ফেললেন।

···সেই দিকেমৃতবাবুর বক্তৃতা, আবার সেই প্রসঙ্গ। তবে এবারে সুরের ঝাঁজ কিছু কম তীব্র। কিন্তু ভদ্রলোকের এক কথা। তিনি ক্ষীরোদ বাবুকে 'অদ্বিতীয় নাট্যকবি' বলায় তার প্রতিবাদ করবেনই। তাঁর এই বক্তব্যের বাঁধন আরও সুদৃঢ় করবার জন্য তিনি বললেন—'আমার বাবা ভাল ইংরাজী জানতেন কিন্তু তাই বলে' আমার বাবাকে যদি কেউ অদ্বিতীয় ইংরেজীওয়ালা বলেন, তবে আমি তাতেও আপত্তি করবো।'

আমার পাশের একজন শ্রোতা তাঁর পার্শ্ববর্ত্তী বন্ধুকে বলতে লাগলেন, অমৃত বাবু বোধ হয় একটু ভুল বুঝেছেন। তিনি নিজের বাবার সম্বন্ধে যা-ইচ্ছা তাই বলতে পারেন। জগতের প্রত্যেক মানুষেরই বাবা আছে। বাবার মৃত্যুর পরে হিন্দু সন্তান পিতার স্বর্গারোহণের জন্য আত্মীয়-স্বজনকে শ্রাদ্ধ-সভায় নিমন্ত্রণ ক'রে থাকেন। সেই শ্রাদ্ধ-বাসরে যদি কেউ নিমন্ত্রণ পত্র খানির প্রতিবাদ করে' বলে' বসে যে, তোমার লেখার ভিতরে ভাষার ভুল আছে,—তোমার পিতার যে স্বর্গারোহণই হয়েছে, এ কথা আমি মানব না; তা হলে সেই শোকার্ত্ত আত্মীয়-স্বজনের পক্ষে সেটা বড় শ্রুতি-সুখকর হয় না। আর শ্রাদ্ধবাসরে এরূপ উক্তি শুধু অপ্রাসঙ্গিক নয়—ভদ্রতাবিরুদ্ধ।

যাই হোক, অমৃতবাবু তাঁর বক্তব্য শেষ করে’ আর আসনে না বসে’ তৎক্ষণাৎ চলে গেলেন। স্বতঃই মনে হ’ল—এই শোক-সভায় প্রতিবাদ করতে আসাই অমৃতবাবুর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল।

তারপর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের সারগর্ভ বক্তৃতার পর শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি অমৃতবাবুর প্রসঙ্গ তুলে বললেন—শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে ছুটো একটা বাধা-বিপত্তি সামনে হাজির হ’য়ে কাজে গোল বাধায়। কাঙালী বিদায়ের সময়ে এমনি সোরগোল হ’য়ে থাকে।

কতকগুলি প্রস্তাব সভাস্থলে উত্থাপিত হ’লে, সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী শ্রদ্ধার সঙ্গে দাঁড়িয়ে সে সব প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

কয়েকজন বক্তা ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলে পর পরিশেষে সভাপতি শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় ক্ষীরোদবাবুর সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা ক’রে সভা শেষ করলেন।

পথে আসতে আসতে ভাবলাম এই শোক-সভায় যে আর একটা শোক-সভার উপাদান গজালো না, এইটেই লাভ।

শ্রী—

সমালোচনার আদর্শ

বঙ্গরঙ্গালয়ে যথার্থ নবযুগ আসিয়াছে কিনা, তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ থাকিলেও একথা অস্বীকার করা চলে না যে, শিশিরকুমার প্রভৃতির রঙ্গালয়ে যোগদানের পর এদেশের নাটকীয় স্রোত অন্যদিকে প্রবাহিত হইতেছে। আজ দেখা যায় যে, বহুতর ব্যক্তি নাটকের কথা কহে, অভিনয় দেখে! প্রায় প্রতি সংবাদপত্রই নাট্য-বিভাগ খুলিতে বাধ্য হইয়াছে ও তাহাতে নিয়মিত ভাবে নাটক ও অভিনয় সম্বন্ধীয় সমালোচনা বাহির হইতেছে। মাত্র রঙ্গালয় ও চলচ্চিত্র সম্পর্কীয় কাগজও দু’চারখানা চলিতেছে। ইহা আশার কথা, সন্দেহ নাই!

কথা উঠিয়াছে যে, সাপ্তাহিক বা দৈনিক প্রভৃতিতে যে সকল অভিনয় সমালোচনা বাহির হয়, তাহার কোন যথার্থ সত্যকারের মূল্য আছে কিনা! রঙ্গালয়ের অধিকারীরা অনেক সময় বলেন যে, তাঁহারা কাগজে সমালোচনার কোন ধারই ধারেন না। সমালোচকের দল উত্তরে বলেন, “এটা তোমাদের মুখের কথা বাপু! অবশ্য আমরা কখনো কখনো বিনামূল্যে অভিনয় দেখার লোভ সংবরণ করিতে পারি না বটে, কিন্তু তোমারাই কি একান্ত নিঃস্বার্থ ভাবে আমাদের অকাতরে পাশ বিতরণ কর? তোমরা আমাদের যথার্থ মতামত কিনিতে চাও, ঘুস দাও, এ কথাটা অস্বীকার করিলে তো চলিবে না দাদা, নেহাৎ অধর্ম্ম হইবে যে!” যাহা হউক, সমালোচনার যথার্থ কোন মূল্য আছে কিনা, তাহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বহু লোক বহু কথাই বলিয়াছেন ও নিজ নিজ রায় প্রকাশ করিয়া নিজেদের ‘কেউ-কেটা নয়’ প্রমাণিত করিয়াছেন। আমরা বলি, কোন সমালোচনার উপযুক্ত মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার পূর্ব্বে দেখা উচিত যে, সেই সমালোচনা যথার্থই সমালোচনা কিম্বা কাহারও খাতিরে ঢাকানিনাদ অথবা পাশ-না-পাওয়া রাগের বিষ উদ্গীরণ কিনা! কারণ যথার্থ সমালোচনার মূল্য আছেই, সত্য চিরকালই সত্য ও অমৃতফলপ্রসূ!

সমালোচনার মূল্য ও শক্তি সম্বন্ধে Richmond Templeএর মত আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

বারো বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার পেশাদারী ইংরেজ দলের (Maurice E. Bandmann বা Warwick Major) অভিনয় আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—

“এই নগরবাসী ইংরেজদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তির এরূপ অভাবনীয় অনুর্ব্বরতার কারণ কি, তাহা অনুসন্ধান করা বিশেষ কঠিন বলিয়া বোধ হয় না। সহরের তিনচারিখানি সংবাদপত্রের মধ্যে কোনখানিতে কোন-একটা অভিনয় ও ‘প্রোডাক্সান’ সম্বন্ধে নির্ভীক, সুচিন্তিত যথার্থ সমালোচনা বাহির হয় কি? সমালোচক একটা নাটকের অভিনয় কতবার দেখিতে যান? এবং কোন্ দিকে চাহিয়া সমালোচনা করেন? এটা কি বোধ হয় না যে, এই সকল ‘প্রোডাক্সানে’র যদি যথার্থই কোন গঠনক্ষম ও ন্যায়ানুমোদিত সমালোচনা বাহির হইত, তাহা হইলে এই সকল দলের অধ্যক্ষেরা গতানুগতিকের অভ্যস্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া চিন্তাশীলতা ও ধ্যানধারণার ধারা অনুসরণ করিতে বাধ্য হইত?

“যখনই দেশে সত্যকারের সমালোচনার দুর্ভিক্ষ পড়িয়াছে, তখনই বুঝা যায় যে, দেশের বুদ্ধিবৃত্তি অসাড় হইয়া গিয়াছে, রসিকের মধ্যে জীবনীশক্তির অভাব, যোগ্য ও গুণী ব্যক্তি মৃত। চিরকাল ধরিয়া ইহাই চলিয়া আসিতেছে, কোনদিন কোন কারণে ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

“আমাদের মনে হয়, আজকাল বোধ হয় সকলেই এ কথা স্বীকার করেন যে, সমালোচনা সৃজনীশক্তিবিশিষ্ট ও গঠনক্ষম কলানিচয়ের অন্যতম। তবে সকল সময়েই এরূপ সমালোচনা হইবে সম্পূর্ণ নির্ভীক, নিরপেক্ষ ও একান্ত আত্মনির্ভর।

“প্রচারই হইতেছে জনমতের এ-পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত সর্ব্বপ্রধান চালন-যন্ত্র (Publicity is the greatest engine of public opinion yet invented)। দৈনিক পত্রিকায় নিয়মিত ভাবে আমাদের এই ইঙ্গিত-মত সমালোচনা কর, দেখিবে যে, ইহা জনমতকে, সাধারণের চিন্তাশক্তিকে, সহজ জ্ঞানকে চালিত করিতেছে। ইহাই তখন এই অদ্ভুত অজ্ঞ “সাধারণের অনুগৃহীত দাস” রঙ্গালয়জীবিগণকে প্রকৃত বস্তুর সন্ধানে প্রবৃত্ত করিবে। অধুনা যে সকল জঘন্য বাহ্যআড়ম্বরবিশিষ্ট শূন্যগর্ভ রাবিশ নিয়মিত ভাবে প্রদর্শিত হইতেছে ও নির্ব্বিবাদে বিনা আপত্তিতে সর্ব্বদা সকল সংবাদপত্র কর্ত্তৃক গৃহীত হইতেছে, তৎপরিবর্ত্তে তখন অধিকতর মনোজ্ঞ, কলাসম্মত অথচ অল্পব্যয়-সাপেক্ষ উন্নত ধরণের প্রয়োগপটুতা দেখা যাইবে।”

Richmond Templeএর এই উক্তি আজ অনেকস্থলে বাঙলা অভিনয় ও তাহার সমালোচনা সম্বন্ধে প্রযুজ্য।

শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

নমো নটনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিফোন নং ৩০৪০—বড়বাজার।

শনিবার, ১০ই ভাদ্র, ২৭শে আগষ্ট, রাত্রি ৭॥ টায়

পরদিন রবিবার ম্যাটিনী, ৫ টায়

শরৎচন্দ্রের অপূর্ব্ব প্রতিভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান

নূতন সামাজিক নাটক

ষোড়শী

(মহাসমারোহে সপ্তম ও অষ্টম অভিনয় রজনী)

ষোড়শী ভৈরবী—গড়চণ্ডীর প্রধানা সেবিকা সন্ন্যাসিনী। অফুটন্ত কোরকটীর মত—সে যখন অতি ছোট মেয়ে, নারীর প্রাণের গোপন ক্ষুধার রহস্য তার হৃদয়ের দ্বারে কোনআঘাত দেয় নি—সেই সময় এক অর্দ্ধ রাত্রির স্তিমিত আলোকে—তন্দ্রাতুর চোখে সে দেখেছিল—শুভবিবাহের শুভদৃষ্টির ভিতর দিয়ে তার স্বামীকে—। সে রাত প্রভাত হ'ল না—তার আগেই 'জীবনের খরস্রোতে' কোথায় ভেসে গেল স্বামী আর কোথায় ভেসে গেল স্ত্রী। একজন তলিয়ে গেল জীবনের পঙ্কিলতার তলায়—আর একজন ভেসে উঠ্‌লো—পঙ্কের স্পর্শ থেকে উর্দ্ধে—শুভ্র পঙ্কজের মত।

দু'জনে দেখা হ'ল।

এই দেখার গতি ও পরিণতি নিয়েই "ষোড়শী" নাটক।

জীবানন্দ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

প্রফুল্ল—শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায় | সাগর—শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

এককড়ি—শ্রীগোপালদাস ভট্টাচার্য্য | নির্ম্মল—শ্রীশৈলেন্দ্র চৌধুরী

তারাদাস—শ্রীহরিগোপাল মুখোপাধ্যায় | জনার্দ্দন—শ্রীযোগেশ চৌধুরী

ষোড়শী—শ্রীমতী চারুশীলা

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—১ই আগষ্ট হইতে নাট্যমন্দিরে বৃহস্পতিবারে নিয়মিত ভাবে অভিনয় হইতেছে।

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়। অভিনয়ান্তে মোটরবাস পাওয়া যাইবে

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১১নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয় ঃ—১১ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৪র্থ বর্ষ
১৫শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

১৬ই ভাদ্র
১৩৩৪

নাট্যজগৎ

—:০:—

তা মন্দ লোকেরা যতই মন্দ হোক, এখানে তাদের স্বপক্ষে দুটো কথা বললে মন্দ হবে না। আর্টের ক্ষেত্রে তারা বড়ই বিচিত্র।

*

উপভোগকে তারা রঙিন ক'রে তোলে। ঘাত-প্রতিঘাতে তারা মনকে দুলিয়ে দেয়। নূতনকে তারা প্রতিপদে বিকসিত করে। শরৎচন্দ্রের 'ষোড়শী'র প্রসঙ্গে এ ইঙ্গিতটুকু আগেই দিয়ে রেখেছি, এবারে তাই নিয়েই কিছু আলোচনা করব।

*

গোপাল নিশ্চয়ই সুবোধ ও সুশীল বালক। সে খায়-দায়, ইস্কুলে যায়, লেখাপড়া করে। তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু ভাগ্যিস, সমস্ত পৃথিবীটা কেবলমাত্র গোপালের দলে পরিপূর্ণ হয়ে যায় নি!

*



শ্রীরামচন্দ্রে সীতার ভূমিকায়—শ্রীমতী সুশীলা

জীবনটা তাহলে কী এ কঘেয়ে হয়ে উঠত! ছেলেবেলায় বই নিয়ে সবাই খালি পড়া মুখস্থ করতুম, যৌবনে ভালোমানুষটির মত খালি আপিস-ঘর করতুম, প্রৌঢ়ে ও বার্দ্ধক্যে খালি জপতপ আর সৎচিন্তায় সময় কাটাতুম এবং অন্তিমে ইষ্টদেবতার নাম ভাবতে ভাবতে বিছানায় শুয়ে পরম শান্ত ভাবে নাভিশ্বাস টানতুম।

*

এবং কী মুস্কিলেই ঠেকতেন, এই নাট্যকারেরা! কেবলমাত্র যুধিষ্ঠিরদের নিয়ে আর যাই করা যাক, নাটক রচনা বা সাহিত্য সৃষ্টি করা চলে না।

*

একেবারে ধর্ম্মদাস হয়ে থাকলে যুধিষ্ঠিরও যে আর্টের ক্ষেত্রে নগণ্য হয়ে থাকবেন, ব্যাসদেব তা বুঝেছিলেন। তাই আদর্শ ধার্ম্মিকের শুভ্র চরিত্র আঁকতে গিয়েও মাঝে মাঝে তাঁকে রীতিমত কৃষ্ণবর্ণ ব্যবহার করতে হয়েছে!

*

তাই যুধিষ্ঠির জুয়াড়ি হয়েছেন, নিজের স্ত্রীকে বাজি রেখে পরপুরুষের হাতে অনায়াসে ছেড়ে দিয়েছেন এবং মিথ্যেকথা কয়ে গুরুনিপাতেও সঙ্কুচিত হন নি। কিন্তু এমন সব মহাপাপ ক'রেও নিরীহ ধর্ম্মের আশ্রয়ে থেকেছেন ব'লে আর্ট হিসাবে যুধিষ্ঠির চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠতে পারেন নি।

*

রামচন্দ্র কি রামায়ণ জমাতে পারতেন—রাবণ যদি রঙ্গভূমিতে প্রবেশ না করতেন? এবং দুর্য্যোধন না থাকলে আজ মহাভারত লেখা হ'ত না।

*

ধরুন গিরিশচন্দ্রের "প্রফুল্লে"র কথা। যোগেশ যতদিন গোপাল-জাতীয় সুবোধ বালকের মত ছিলেন, নাট্যকার ততদিন তাঁর চরিত্রে নাটকীয় উপাদান খুঁজে পান নি। যোগেশ সেইদিনই আর্টের ক্ষেত্রে সফল ও বিচিত্র হয়ে উঠলেন, যেদিন তিনি ঝাঁপ দিলেন অধঃপতনের গর্ভে।

*

ম্যাকবেথের হৃদয়ে যেদিন প্রথম পাপের বীজ অঙ্কুরিত হ'ল, সেক্সপিয়ারের প্রাণে সেইদিনই তাঁর ছবি আঁকবার কামনা জাগল।

*

আর্ট উজ্জ্বল হয় পাপের মধ্যে। সে পদ্মের মত,—পঙ্কে জন্ম নিয়েও সে বর্ণ-সুষমায় অপূর্ব্ব হয়ে ওঠে।

*

রঙ্গমঞ্চের উপরেও দেখা যাবে, যুধিষ্ঠিরের ভূমিকায় নটেরা অভিনয়ের উপাদান ততটা খুঁজে পাবেন না, যতটা পাবেন দুর্য্যোধনের ভূমিকায়। এদেশে অনেক নাটকেই যুধিষ্ঠিরের চরিত্র আছে, কিন্তু অভিনয়ে কখনো তা বিখ্যাত হয় নি।

*

ভীমের ভূমিকায় অনেক নট নাম কিনেছেন। কারণ? ভীম কোনদিন সুবোধ বালকের মত ছিলেন না এবং আদর্শ ধার্ম্মিক ব'লেও কেউ তাঁকে বাহবা দিতে পারে না। ষড় রিপু তাঁর মনের উপরে সমান কাজ করত—তাই তাঁর চরিত্র এত উজ্জ্বল, এত বিচিত্র এবং সেইজন্যেই এতটা অভিনয়ের উপযোগী।

*

আসছে বুধবারে নাট্যমন্দির "শেষরক্ষা" খুলবেন। নাট্যমন্দিরে কোন নাটক অভিনয় হিসাবে ব্যর্থ হবার আশঙ্কা খুবই কম। সুতরাং এবারেও যে নাট্যমন্দিরের চেষ্টা সাফল্যে মণ্ডিত হবে এমন আশা করলে অন্যায় হবে না।

*

শিশিরকুমার যে হাস্যরসেও একজন উচ্চশ্রেণীর অভিনেতা, 'নিমচাঁদের' ভূমিকায় তাঁকে দেখলে এ কথা বুঝতে বিলম্ব হয় না। 'শেষরক্ষার' 'চন্দ্রে'র ভূমিকাতেও আমরা তাঁর হাস্যরসসৃষ্টির ক্ষমতা দেখবার আশা রাখি।

*

আর্থার সিমন্স বলেন, "যে নট বা নটীর শক্তি একরকম্ বা বিশেষ এক শ্রেণীর ভূমিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তিনি কলাবিদ আখ্যা পাবার যোগ্য নন।" শিশিরকুমারেরও শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ তাঁর দ্বারা অভিনীত ভূমিকা-বৈচিত্রে।

*

'শেষরক্ষাকে' 'ইন্টেলেকচুয়াল ফার্স' বলা যায় কি? বিলাতে সবপ্রথমে অস্কার ওয়াইল্ডই এই জাতীয় নাটকের সৃষ্টি করেন এবং এদেশে এ বিভাগে প্রথম হচ্চেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর 'চিরকুমার সভা' 'ইন্টেলেকচুয়াল ফার্সে'র' অন্যতম দৃষ্টান্ত।

*

মাইকেল, অমৃতলাল ও দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি উঁচুদরের প্রহসন লিখেছেন, কিন্তু সেগুলি 'ইন্টেলেকচুয়াল ফার্স' নয়।

*

গেল হপ্তায় নাট্যমন্দিরের "ষোড়শী"র দরবারে বিপুল জনতা দেখে বিস্মিত হয়েছি। বহুকাল কোন রঙ্গালয়ে (জন্মাষ্টমী ও শিবরাত্রি ছাড়া) এত বেশী দর্শক দেখি নি। বাঙালী দর্শককে আর অরসিক বলবার উপায় নেই।

*

আমাদের কবিবন্ধু শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব তো প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন, তিনি উপর-উপরি ষোলো রাত "ষোড়শী" না দেখে ছাড়বেন না। এবং তিনি যে নিশ্চিতরূপে তাঁর প্রতিজ্ঞাপালন করবেন, তাঁর উৎসাহ দেখে সেটা বেশ বুঝতে পারছি। আরো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বলতে শুনলুম, এ নাটক একাধিকবার না দেখলে মনের আশ মেটে না।

*

বাংলা রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের প্রায়ই বলতে শুনতুম, সামাজিক নাটক নাকি জমে না। "ষোড়শী"র সাফল্য দেখে এখন তাঁরা মত পরিবর্ত্তন করবেন কি? আসল কথা, নাট্যকার ও নট-নটীর শক্তির উপরেই যে-কোন নাটকের পরমায়ু নির্ভর করে।

*

আমরা আশান্বিত হৃদয়ে শরৎচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে আছি—আবার তাঁর প্রতিভার কোন নূতন দান পাব ব'লে! "ষোড়শীকে" দেখিয়ে তিনি আমাদের লোভ বাড়িয়ে দিয়েছেন,—এ লোভ তাঁর কলমকে আর ছুটি দিতে রাজি নয়! "ষোড়শী"র পরে আমরা কাকে দেখব?

*

শরৎচন্দ্র অনেকবার আমাদের বলেছিলেন, জীবনে কখনো তিনি এক লাইন কবিতা লেখেন নি। কিন্তু "ষোড়শী"তে দেখছি তিনি একলাইনেরও অনেক বেশী একটি সম্পূর্ণ গান লিখে ফেলেছেন। গানটি ভালো লাগল। প্রাচীন বয়সে শরৎবাবু কি "ষোড়শী"র সংস্পর্শে এসেই কবিত্ব-ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হলেন?

*

ষ্টার থিয়েটার রবীন্দ্রনাথের "পরিত্রাণের" প্রাচীর পত্র প্রচার করেছেন। খোসখবর!

*

শুনেছিলুম যাত্রাধিকারী শ্রীযুক্ত মুকুন্দ দাস "পরিত্রাণে"র ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। এখনো সে কথা সত্য ব'লে মনে করতে পারি তো?

*

অমৃতলালের "সাগরিকা" এখনো বিস্মৃতি-সাগরে ডোবে নি শুনে সুখী হলুম। অপরেশচন্দ্রের "মগের মুল্লুকও" নাকি তৈরি হচ্ছে।

*

মনোমোহনে নব-নাট্যকার শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়ের 'চাঁদ সদাগর' কেমন হয়, আমাদের তা দেখবার আগ্রহ আছে। নূতনের নাম শুনলেই আমাদের মনে আশার সঞ্চার হয়। নূতন যে নব নব বিস্ময়ের সন্ধান দেয়—নূতন যে না দেখা সৌন্দর্য্যের বাহক!

*

নূতনের প্রতি নির্ভর ক'রে আমরা যে বার বার ঠকিনি, এমন কথাও জোর ক'রে বলতে পারি না। কিন্তু আমাদের রঙ্গালয়ে নূতনের আবির্ভাব এমন দুর্ল্লভ যে বার বার ঠকেও নূতন সম্বন্ধে আমরা এখনো হতাশ হয়ে পড়ি নি।

*

মিনার্ভা খুলছেন "বঙ্গে বর্গী"! অপরং বা কিং ভবিষ্যতি! "দেবলাদেবী" ও "ললিতাদিত্য" প্রভৃতি বোধ হয় বর্গীর পিছনেই অপেক্ষা করছে?

*

এম্পায়ার থিয়েটারে "মায়ার খেলা"র তৃতীয় অভিনয়ে আসনের মূল্য সুলভ হবে শুনে খুসি হলুম।

*

'মায়ার খেলা'য় বঙ্গনারীদের নাচতে দেখে কোন কোন রুচিবাগীশ নাকি প্রায় মূর্চ্ছাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁদের এ মূর্চ্ছারোগের প্রতিকার করতে হ'লে বঙ্গনারীদের পক্ষে আরো বেশী ক'রে নাচা দরকার। বিষে বিষক্ষয়!

*

কেবলমাত্র বাংলা দেশেই হিন্দুরা বাস করে না, এটা আমাদের সকলের মনে নেই। ভারতের নানা দেশে এমন সব শুদ্ধাচারী হিন্দু আছেন, যাঁরা মনে করেন বাঙালী হিন্দুর ছোঁয়া খাবার খেলে তাঁদের মহাপাপ হবে। কিন্তু তাঁরাও স্বদেশী মেয়েদের নাচতে দেখলে মনে করেন না যে, সনাতন হিন্দুসমাজের অন্তিম কালের আর বিলম্ব নেই।

*

পশ্চিমে ও দক্ষিণে নানা উৎসবে হিন্দু-মহিলারা নিয়মিতরূপে নেচে থাকেন, কিন্তু বাঙালীর মেয়েরা নাচলেই হিন্দুত্বের সর্ব্বনাশ হবে, এ যুক্তি মানুষের যুক্তি নয়। এত ঠুনকো হিন্দুত্ব নিয়ে একালে আর ঘর করা চলে না।

*

নাচের ভিতরে অধর্ম্মের বীজ লুকানো আছে, শাস্ত্র এমন কথা বলেছে ব'লেও মনে পড়ে না। নাচ মানুষের মনের স্বাভাবিক আনন্দ-নিবেদন—ললিত কলার আবেদনকে তা প্রকাশ করে—"Humanity, youth, beauty, playing the part of itself, more natural than nature !............The dance, then, is art because it is doubly nature."

*

অতএব কুমারী রেবা রায়, কুমারী চিত্রা ঠাকুর ও তাঁদের সঙ্গিনীরা আরো মন দিয়ে, আরো ভালো ক'রে নাচুন এবং নাচতে শিখুন! এবং এই বাংলাদেশে নিন্দুকের চীৎকার-ধ্বনিকে ডুবিয়ে দিয়ে যে-সাহসিকাদের নূপুরধ্বনি সর্ব্বাগ্রে আজ জেগে উঠেছে, ভবিষ্যৎ তাঁদের নাম কখনোই ভুলবে না, একথাও আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে পারি!

*

আমরা সেদিন ছোট আদালতের শমন পেয়ে তাঁদের "সুরদাস" অভিনয় দেখতে গিয়েছিলুম! ছোট আদালত যে কেন বড় আদালত নয় সেটা তাঁদের নাটক নির্ব্বাচন ও অভিনয় দেখে বেশ বোঝা গেল! তাঁদের অভিনয়ের মধ্যে একমাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হ'চ্ছে সুন্দর শোভন ও মূল্যবান পোষাক পরিচ্ছদ! কিন্তু আমরা সন্ধান নিয়ে জানতে পারলুম যে, সেজন্যে যা কিছু প্রশংসা প্রাপ্য তার দাবী করতে পারেন, পোষাক সরবরাহকারী শ্রীযুক্ত বিপিন দাস, উকীল বাবুরা নন!



শ্রীরামচন্দ্রে মারুতির ভূমিকায়—শ্রীতুলসীচরণ চক্রবর্ত্তী

*

বাংলা দেশের উচ্চ-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এই আইন-ব্যবসায়ীদের একটা স্থান আছে, কিন্তু আমাদের আশঙ্কা হ'চ্ছে যে আর বারকয়েক তাঁরা যদি জনসাধারণের সম্মুখে এইরূপ অ-নাটকের এমন কু-অভিনয় করেন, তাহ'লে বোধ হয়—তাঁদের সে দাবীটুকু অচিরে খোয়া যাবে! তাঁরা বরং এইবেলা সখের যাত্রা খুলুন!

—

জাহান্নমের পাণ্ডা

(গান)

—•—

ফিরি টাউন জুড়ে গাউন প'রে,
জাহান্নমের পাণ্ডা।
আমরা ধরে' থাকি অধঃপাতের
'ডাউন ট্রেণে'র ঝাণ্ডা।
আমরা যাত্রী তরে বসে' থাকি
পেলে আদর করে' ডাকি
পরে দেখাই রক্ত-আঁখি
শেষে লাগাই ডাণ্ডা॥

ভা'য়ে ভা'য়ে করে' মারামারি,
আসে যখন মোদের বাড়ী,
দু'জনারই কাটি নারী
গরম করি ঠাণ্ডা॥

যে-কেউ আসুক কেন মোদের কাছে
তার 'ফেভারেই' 'রুলিং' আছে,
সাহস দিয়ে তুলে' গাছে
খাওয়াই ঘোড়ার আণ্ডা॥

তোমরা চেয়ে দেখ চারিভিতে,
লেগে গেছি দেশের হিতে,
কার্য্য সেরে চালাকীতে
চালাই 'প্রোপাগাণ্ডা'॥

এখন খাটছে না আর এই চালাকী,
বুঝেছে সব মোদের ফাঁকি,
ভেড়ার দলে মিশে থাকি
প্রায় ভাজি ভেরাণ্ডা॥

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত

—

চিত্রনাটের রূপকথা

—:০:—

অবিকল রুডল্‌ফ্‌ ভ্যালেন্টিনোর মতন দেখতে, এমন একজন চিত্রাভিনেতা পাওয়া গেছে। তার নাম পল ভিনসেন্টি।

*

একসময়ে ক্যাথলিন উইলিয়ামসের রূপ ও অভিনয়ের খ্যাতি ছিল যথেষ্ট। দীর্ঘকাল অজ্ঞাতবাসের পর আবার তিনি চলচ্চিত্রলোকে রঙ্গাবতরণ করবেন।

*

একখানি নতুন বিলাতী ছবি বাজারে বেরিয়েছে—"রাজার রাজপথ।" ম্যাথিসন ল্যাং, মার্ক লুপিনো ও ফ্রেডারিক র‍্যানালো প্রভৃতি বিলাতী থিয়েটারের বিখ্যাত অভিনেতারা তাতে দেখা দিয়েছেন।

*

চার্লির ভাই সিড চ্যাপলিন এখন ইংলণ্ডের চিত্রনাটে আবির্ভূত হয়েছেন।

*

অনেকেই বোধ হয় খবর রাখেন না যে চার্লি চ্যাপলিন সংপ্রতি আমেরিকায় একঘরে হয়ে আছেন? বাজারে তাঁর ছবি দেখানো হয় না। বিলাতের লোক বলেন, চার্লি জাতে ইংরেজ ব'লেই তাঁর উপরে এমন অত্যাচার হচ্ছে।

*

চলচ্চিত্রের বড় বড় নট-নটীরা এত বেশী মাহিনা পান যে, এদেশের রাজা-মহারাজার পক্ষেও তা লোভনীয় হ'তে পারে। কিন্তু এতেও তাঁদের মন উঠছে না, তাঁরা আরো বেশী মাহিনা দাবি কর[illegible]। কিন্তু তাঁদের এ দাবি অগ্রাহ্য করা হয়েছে।

*

প্রথম তেরো জন নট-নটীর বাৎসরিক মাহিনার হিসাব নিন: হ্যারল্ড লয়েড—৩১,২০,০০০ টাকা। টম মিক্স ৩১,০৫,০০০। চার্লি চ্যাপলিন ২৩,৪০,০০০। ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্ক্‌স্‌ ২৩ ৪০,০০০। জন ব্যারিমোর ১৫,৬০,০০০ মেরি পিকফোর্ড ১৫,৬০,০০০। লিলিয়ান গিস ১১,৫৫,০০০। বাষ্টার কিটন ৯,৪৫,০০০। গ্লোরিয়া সোয়ানসন ১০,৮০,০০০। নর্ম্মা ট্যালমেজ ১০,৮০,০০০। কোলিন মূর ১০,৮০,০০০। আডল্‌ফ্‌ মেঞ্জু ৭,৮০,০০০। রেজিনাল্ড ডেনি ৫,৪০,০০০।

*

এর উপরে চ্যাপলিন, ফেয়ারব্যাঙ্ক্‌স্‌ ও মেরি পিকফোর্ড, তাঁদের অভিনয়-ছবি বিক্রী ক'রে যে আয় হয়, তাথেকেও শতকরা হারে আরো অনেক টাকা আদায় ক'রে নেন!

*

রুডল্‌ফ্‌ ভ্যালেন্টিনোর কোন কোন ভূমিকার পোষাকে এত বেশী সোনা-রূপোর ছড়াছড়ি থাকত যে তা আর বলবার নয়। তাঁর এক-একটি পোষাকের ওজন ছিল সাড়ে সতেরো সের!

*

ভ্যালেন্টিনোর আত্মজীবনীতে প্রকাশ, গ্লোরিয়া সোয়ানসন তাঁর সহ-অভিনেতৃদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনের জন্যে প্রায়ই যে ভোজের ব্যবস্থা করেন, তার প্রত্যেকটিতে অন্ততপক্ষে চার পাঁচ হাজারের কম টাকা ব্যয় হয় না!

*

পোলা নেগ্রির স্বামী উড়োজাহাজ-চালনায় সুদক্ষ। বিবাহের পরে মধুযামিনী শেষ ক'রেই তিনি উড়োজাহাজে চ'ড়ে সুদূর দেশে গিয়ে নাম কিনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পোলা নেগ্রি দৃঢ় কণ্ঠে আপত্তি জানিয়ে বলেছেন, "না তা হবে না! স্বামীকে পেয়ে এত শীঘ্র তাঁকে হারাবার সম্ভাবনায় আমি রাজি নই!"

*

চিত্রাভিনেত্রী ডোলোর্স ডেল রিয়োর প্রধান সখ হচ্ছে, সেকেলে চিরুণি সংগ্রহ করা। তাঁর সংগ্রহে ত্রিশ হাজারেরও বেশী টাকা দামের চিরুণি আছে!

*

চলচ্চিত্রলোকে উপার্জ্জন হিসাবে দ্বিতীয় স্থানীয় নট টম মিক্স সেই-সব নারীকেই সহ-অভিনেত্রী করতে চান, যাঁদের চুলের রং কালো।

'প্রসাদ'

—

এম্পায়ারে 'মায়ার খেলা'

—:০:—

[প্রাপ্ত]

গত বৃহস্পতিবার এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে শ্রীমতী সরলাদেবীর উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের মায়ার খেলার দ্বিতীয় বার অভিনয় হইয়া গিয়াছে। প্রথম দিনের মত শেষ দিনেও রঙ্গগৃহ দর্শকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। অনেককে টিকিট না পাইয়া হতাশ হইতে হইয়াছে। সেদিন বাঙলার গভর্ণর ও তাঁহার পত্নী এই অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন। গভর্ণর অল্পক্ষণ অভিনয় দেখিয়াই আকস্মিক রাজকার্য্যের জন্য বাধ্য হইয়া চলিয়া যান, কিন্তু তাঁহার পত্নী প্রায় শেষ পর্য্যন্ত ছিলেন।

প্রথম দিনে যাঁহার যে ভূমিকা ছিল দ্বিতীয় দিনে দুই একটি অতি সামান্য পরিবর্ত্তন ছাড়া তিনি সেই ভূমিকাতেই অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। প্রথমবারের অপেক্ষা এই দ্বিতীয়বারে অভিনয় আরও উন্নত হইয়াছিল। দর্শকগণ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত চিত্রার্পিতের ন্যায় অভিনয় দেখিয়াছিলেন। এই অভিনয় বাঙলা দেশে নূতন একটি যুগের উদ্বোধন করিল। এজন্য শ্রীমতী সরলাদেবীকে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

আমরা শুনতেছি শীঘ্রই ইঁহারা আর একদিন মায়ার খেলা অভিনয় করিবেন। এই দিন টিকিটের মূল্য কম হইবে। যাঁহাদের ইতিপূর্ব্বে এই অভিনয় দর্শনের সুযোগ হয় নাই এবার তাঁহারা চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিবার অবসর পাইবেন।

চ্যার্লি চ্যাপলিন

জগদ্বিখ্যাত চার্লি চ্যাপলিনকে সকলেই চেনেন। তাঁর সেই বহু-পুরাতন অথচ চির-নূতন গোঁফজোড়াটি, ঝলঝলে পেটেন্ট প্যান্ট, অষ্টাবক্র জুতজোড়া আর সৃষ্টিছাড়া চলন—এ কেউ কখনো ভুলতে পারবে না, সকলেরই চোখের সামনে জ্বল্ জ্বল্ করছে। তাঁর Kid, তাঁর Pilgrim, Gold Rush দর্শককে যথেষ্ট রস বিতরণ করেছে। এ হেন চার্লিকে মেয়েমানুষরা কি চক্ষে দেখেন, তা লোকেদের স্বতঃই জানতে ইচ্ছে হয়। আমরা কুইনস বেরীর মারকুইস-পত্নী এই রঙ্গ-রসিক সম্বন্ধে কি বলেছেন, তা তুলে দিচ্ছি। চার্লি যখন ইংলণ্ডে ছিলেন, এই মহিলাটি তখন তাঁর সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে মেশবার সুযোগ পেয়েছিলেন, চার্লির একখানা ছবি আঁকবার ব্যাপারে। মারকুইস-পত্নী লিখছেন—

জগতের অন্য কারুর চেয়ে চার্লির ছবি আঁকতেই আমার ইচ্ছেটা বড্ড বেশী। আমার মনে হয়, তাঁর মুখের চাইতেও বিখ্যাত জিনিষ আর-একটা তাঁর আছে সেটা হচ্ছে তাঁর চলন। আমি শুনেছি যে, নিউ গিনির লোকেরা এটাকে দস্তুরমত নকল পর্য্যন্ত করতে সুরু করেছে।

কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, যদিও তাঁর ছবির মুখ লোকের কাছে যথেষ্ট পরিচিত, কিন্তু তাঁর আসল মুখের আকার কি-রকম, তা সাধারণে আদৌ জানে না। যখন তাঁর ভুরুজোড়া ও প্রজাপতি গোঁফ খুলে নিয়ে ছোট bowler ক্যাপটির বদলে একটা বড় ধূসর বর্ণের felt hat তাঁর মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হয়, তখন তাঁকে আর চেনবার জোটি থাকে না। এই কারণেই তাঁকে আঁকবার আমার এত ইচ্ছে। অবশ্য এই অদ্ভুত মুখখানা—যেটা আসল সেটা—এখানকার চেয়ে আমেরিকায় ঢের-বেশী পরিচিত। চার্লি বলেন, আমার খুব মজা লাগে যখন দেখি, একদল ছোট ছোট সংবাদবাহী ছেলে রাস্তা দিয়ে শিস দিতে দিতে আসবার সময় আমার দিকে ফিরে ফিরে তাকায়; পরে হঠাৎ থেমে গিয়ে হাঁ ক'রে থাকে; হাতের চুপড়ি কাগজপত্তরগুলো নামিয়ে রেখে পরস্পরের গা ঠেলাঠেলি করতে করতে বলে, ঐ দ্যাখ দ্যাখ্ ঐ, চার্লি চ্যাপলিন, হাঃ হাঃ হাঃ! তারপর নিজের কাজকর্ম্ম ভুলে আমার পেছু পেছু আসতে থাকে।

চার্লি হচ্ছেন একজন অত্যন্ত নিরীহ নম্র প্রকৃতির লোক। তিনি কিছুতেই ধারণা করতে পারেন না যে, তিনি কি ক'রে এ-রকম অদ্ভুত ভাবে অসাধারণ রকমের জনপ্রিয় ও জগদ্বিখ্যাত হ'য়ে উঠলেন। তিনি আমার ছবির ওপর এমন অত্যধিক রকমের আগ্রহ দেখালেন এবং এমন অদ্ভুত রকম ভালভাবে ছবি তোলাতে বসলেন যে আমার একান্ত দুর্ভাগ্যক্রমে আমি মাত্র দুটো sitting-এই ছবির কাজ শেষ ক'রে ফেলুম। দুর্ভাগ্য বলাম এই কারণে যে, তাঁর বসবার ভঙ্গিটা আমার এত উপভোগ্য বোধ হচ্ছিল যে, আমার ক্ষোভ হচ্ছে আমি অত তাড়াতাড়ি তাঁর ছবিটা শেষ ক'রে ফেললাম!

চার্লি আমাদের তাঁর নতুন ফিল্ম-সার্কাসের কতকগুলো টুকরো ছবি দেখালেন। আমার মনে হয়, এ-পর্য্যন্ত তাঁর যত ছবি হয়েছে, তার মধ্যে এই খানাই তাঁর চলচ্চিত্র-জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান হবে। এ ছবিটা একেবারে অসম্ভব রকমের হাস্যোদ্দীপক, হাসতে হাসতে একেবারে পেটের ভেতরের যন্ত্রপাতিগুলো উলট পালট হবার যোগাড় হবে। বিশেষ ক'রে সেই দৃশ্যটা যেখানে তিনি ঘটনাক্রমে নিজের অজ্ঞাতে এক সিংহের পিঞ্জরের মধ্যে ঢুকে প'ড়ে নিজেই সশব্দে তার কপাট বন্ধ ক'রে দিলেন। পিঞ্জরের মধ্যের সিংহটা প্রথমে ঘুমু চ্ছিল, পরে একটু একটু ক'রে অড়ামোড়া ভেঙে পিঞ্জরের বাইরে চার্লিরই আদরের কুকুরের ডাকের চোটে জেগে উঠল—চার্লির তাড়াবার শত চেষ্টাতেও কুকুরটা পালিয়ে না গিয়ে অনর্থটা বাধিয়ে বসল।

চার্লি চ্যাপলিন নিজের সম্বন্ধে খুব সজাগ মানুষ। ছবির ফিল্মের সাফল্যের জন্যে তিনি পরিশ্রমের ত্রুটী করেন না। এই সার্কাস-ফিল্মেরই গল্পাংশের এক জায়গায় তাঁকে একটা রাত্রে টান-দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটবার খেলা দেখাতে হয়। তিনি এ জিনিষটা অনায়াসেই কৌশলে সেরে নিতে পারতেন, কিন্তু তাতে তিনি রাজি হলেন না—তিনি ঐ-রকম দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটাটা শেখবার জন্যে মাস-কতক কাটিয়ে দিলেন। তারপর অবলীলাক্রমে নিজের ঐ থলির মত পাজামা আর দেড়মণি জুতো প'রে চমৎকার হাসাতে হাসাতে দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটা অভিনয় দেখিয়ে দিলেন।

চার্লির সব ছবি চেয়ে প্রিয় ছবি হচ্ছে প্যারীর নারী (The Woman of Paris)। তিনি বইখানাকে নিজে লিখে, ষ্টেজ করিয়ে প্রডিউস করেছেন, যদিও নিজে এতে কোন ভূমিকাই নেন নি। ছবিখানা প্রায় পাঁচ ছয় বছর আগে বেরুলেও এখনও একেবারে চমৎকার—এই থেকেই চার্লির অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি তাঁর কাজের জন্যে কত বেশী পরিশ্রম করেন তা' বুঝতে পারি তখন, যখন দেখি যে, একটা দৃশ্যকে একশো দেড়শো বার তোলবার পরেও তিনি সংশেষে সবগুলোকে ছেঁটে ফেলে প্রথম বারের তোলাটাকেই পছন্দ ক'রে নেন!

চার্লি চ্যাপলিনের সঙ্গ খুব উপভোগ্য! কী অসাধারণ রকমের বুদ্ধিমান ও সহৃদয় লোক তিনি! যখন আমি তাঁর ছবি আঁকছিলাম, তখন তাঁতে-আমাতে অনেক রকম কথাবার্ত্তা হয়েছিল...হ্যামলেটের সেই "প্রেতাত্মার আবির্ভাবের দৃশ্যটা"ও বাদ পড়েনি...আমি দেখলাম তিনি খুব ভাল রূপেই Shakespeare থেকে স্থান বিশেষ উদ্ধার ও আবৃত্তি করতে পারেন। আমার বিশ্বাস যে তিনি বেহালা ও পিয়ানোও খুব দক্ষতার সঙ্গেই বাজাতে পারেন। একটা পার্টিতে তিনি খুব কৌতুককর ভাবে স্পেনীয় ভাষায় একটা bull ringএ matadorএর (বৃষযুদ্ধে বৃষঘাতকের) ব্যঙ্গাভিনয় করেছিলেন,—যদিও তিনি স্পেনীয় ভাষায় একেবারে অজ্ঞ!

কথিত আছে যে, চার্লি চ্যাপলিন জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করুণরসোদ্দীপক রঙ্গাভিনেতা (tragic comedian)। বাস্তবিকই তাই। তাঁর বুটজোড়ার সঙ্গে যেন একটা দুঃখ-করুণার ছায়া জড়িয়ে আছে। আমারও মনে হয়, ঐ রকম করুণা-জাগানো জুতোপরা লোকের ওপর আমাদের সকলেরই কেমন একটা মায়া পড়ে, সহানুভূতির উদ্রেক হয়।

এ একটা কত বড় আশ্চার্য্য ও আনন্দের বিষয় যে, যে লোক একদিন নিতান্ত এক অজ্ঞাতনামা অভিনেতা হিসেবে দেশত্যাগ করেছিল, সে যখন বারো বছর বাদে ফিরল তখন তাকে অভ্যর্থনা করতে এল এরোপ্লেন, মহানগরীর মেয়র প্রভৃতি, এবং সহস্র সহস্র টেলিগ্রাম! অথচ একদিন ছিল যখন এই লোকটি গোটা লণ্ডন সহরটায় এমন একটি আপনার লোককে জানতো না, যার সঙ্গে সেকহ্যাণ্ড ক'রে সে ধন্য হয়!

আমাকে প্রায়ই লোকে জিজ্ঞাসা ক'রে থাকেন যে, চার্লির দাম্পত্য-জীবন সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আমার কোন কথা হয়েছিল কিনা! তিনি সত্যই অনেক সময় এ সম্বন্ধে অনেক কথা কইতেন ও সকল সময়েই যথাসাধ্য সুন্দর ক'রে তাঁর স্ত্রীর বিষয় বলতেন। কিন্তু তবুও আমার বিশ্বাস যে, দাম্পত্য ব্যাপারে তিনি একেবারে মন্দভাগ্য এবং সময় সময় তাঁকে এর জন্যে মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়! তবে আমার জবাব হচ্ছে, চার্লি জগতের আর আর ঐশীশক্তিসম্পন্ন প্রতিভাশালী ব্যক্তির মত...এ-সব লোকের বিবাহ না করাই শ্রেয়ঃ।

শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী এলেন্ টেরী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—:*:—

আমেরিকা ভ্রমণের পর এলেন আবার 'লিসিয়ামে' অভিনয় ক'রতে লাগলেন!...তাঁর এবং আর্ভিংয়ের প্রচেষ্টায় ১৮৯৬ সালে আবার "তৃতীয় রিচার্ড" নাটকখানি খোলা হ'লো!...কিন্তু এর প্রথম পুনরভিনয় রজনীতে একটা দুর্ঘটনা ঘ'টলো!...'গ্রাফটন্ ষ্ট্রীটে' যে বাড়ীতে হেন্‌রী থাকতেন সেখানে সিঁড়িতে উঠতে গিয়ে, হঠাৎ পা ফ'সকে প'ড়ে, হেন্‌রীর জানুর একটা হাড় ভেঙে গেল!...এর পর থেকে তাঁর নট-জীবনের বাকী দশটা বছর তাঁকে দুর্জ্জয় ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে কাটিয়ে দিতে হ'য়েছিল!...দিন দিন তাঁর হৃদ্-যন্ত্রের ক্রিয়া দুর্ব্বল হ'য়ে আসতে লাগলো!...কিন্তু তবুও, তাঁর সেই নিস্তেজ দেহে মাত্র একটা জিনিষ ছিল খুবই শক্তিশালী! সেটা তাঁর একান্ত অধ্যবসায়!—তাঁর অসীম উৎসাহ!...কোন-কিছুতেই তা নুয়ে পড়ে নি!...

এলেন ব'লতেন যে হেন্‌রী ছিলেন এক অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ!...নবীন লেখকদের নাটক তিনি কিছুতেই অভিনয় ক'রতেন না!...এইজন্য সাধারণের কাছ থেকে ওঁকে অনেক তিরস্কার পেতে হ'তো!...অবশ্য, এলেনও সে তিরস্কারের কতকাংশ থেকে বাদ যেতেন না!...যাই হোক, তিনি (এলেন) কিন্তু পরে নতুন নাট্যকার মিঃ ব্যারির "অগ্নি-পার্শ্বে উপবিষ্টা এ্যালিস্" (Alice-Sit-by-the-fire) নাটকখানি অভিনয় ক'রেছিলেন!...এর কয়েক বছর পরে, জর্জ্জ বার্ণার্ড শ'র "ক্যাপ্টেন ব্রাস্‌বাউণ্ড'স্ কন্‌ভার্‌সেসন্" নাটকটীও 'প্লে' করেন!...এর পর আসে—শ'র "এ ম্যান অফ্ ডেস্‌টিনি।" সেই সময় হ'তে দশ বছর আগে মিঃ 'শ' জন-সমাজে অত-বেশী পরিচিত ছিলেন না,—যত ছিলেন তখন (১৮৯৭ সালে)!...

এর পর থেকে এলেনের সঙ্গে বার্ণার্ড শ'র প্রায়ই চিঠির আদান-প্রদান হ'তো!...তার একটার নমুনা দিই!...তাতে শ' লিখেছিলেন এলেনকে :—

"৩রা এপ্রিল, ১৯০২

"মিস্ এলেন্ টেরীর প্রতি মিঃ বার্ণার্ড শ'র অভিনন্দন রইল!...

"ক্যাপ্টেন্ ব্রাস্‌বাউণ্ড'স্ কন্‌ভার্‌সেসন্" নাটকখানি অত শীঘ্র এবং অত সুন্দর ভাবে অভিনীত হ'তে দেখে, মিসেস্ ল্যাংট্রি মিঃ বার্ণার্ড শ'র কাছে

এসেছিলেন!…"অবহেলিত প্রেমের শেষ উদ্দীপনায়, পশুত্বে পরিপূর্ণ ক্ষণিক ক্রোধে বশে মিঃ বার্ণার্ড শ'—মিসেস্ ল্যাংট্রিকে দূর ক'রে দিয়েছিলেন!…

"একটী ক্রুদ্ধ ইচ্ছায় মিস্ এলেন্ টেরীর কেশাকর্ষণ ক'রে তাঁকে 'লেডী-সিসিলি'র ভূমিকায় নামানোর জন্য, মিঃ বার্ণার্ড শ—অভদ্র এবং অব্যবসায়ীর মত এই কাজ ক'রেছেন!

"লিসিয়ামে মিস্ এলেন টেরী 'মার্থা'র ভূমিকায় অভিনয় ক'রতে ইচ্ছা করেন কি না,—সে কথা জানলে, মিঃ বার্ণার্ড শ খুসী হবেন!…

"ফষ্টের পতনের পর, যে ক্ষুদ্র ভূমিকাটী স্যার হেন্‌রী আর্ভিংয়ের জন্য ঠিক করা ছিল, সেই ভূমিকাটী,—যদি মিস্ এলেন টেরী ইচ্ছা করেন, ত, মিঃ বার্ণার্ড শ প্রিয়ে গ্রহণ ক'রবেন!…

"বার্ণার্ড শ'র অসাধু ব্যবহারজনিত মিসেস্ ল্যাংট্রি তাঁর স্বাভাবিক অসন্তুষ্ট অবস্থা হ'তে যথেষ্ট রকম আরোগ্য লাভ ক'রে, পাছে আবার সেই ব্যাপারের পুনরুদ্ঘাটন করেন, সেই ভয়ে মিঃ বার্ণার্ড শ'র দিনগুলি কাটছে!…

"এই চিঠিখানির উত্তর দেবার জন্য, মিঃ বার্ণার্ড শ মিস্ এলেন টেরীর কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন!…

"পল্লীর মধ্যে একটি নতুন কুটীর কিম্বা বাড়ীর জন্য, মিষ্টার বার্ণার্ড শ খোঁজ ক'রছেন!…এবং, এ বিষয়ে তিনি উপদেশ চান!…

"মিস্ এলেন্ টেরীর সুপরিচিত হাতের লেখা একবার দেখবার জন্য মিঃ বার্ণার্ড শ প্রার্থনা করেন!…"

*

১৯০৫ সাল!…

'লিসিয়ামে'র করুণ দৃতিকা!…

১৩ই অক্টোবর রাত্রে আর্ভিং,—দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা আর্ভিং, এলেনের একমাত্র হিতকাঙ্ক্ষী বন্ধু ও সহচর—স্যার হেন্‌রী আর্ভিং 'বেকেটে'র ভূমিকা অভিনয় করেন!…হায়, পৃথিবীর মধ্যে তখন কেউ জানতে পারেনি যে এই অভিনয়ই হবে তাঁর জীবনের মধ্যে শেষ অভিনয়!…

অভিনয়ের পর সেই রাত্রেই আর্টিষ্ট-শ্রেষ্ঠ নট-শার্দ্দূল ঘুমিয়ে পড়লেন তাঁর শেষ শয্যা'য়!…এ-ঘুম তাঁর আর ভাঙলো না!…

লণ্ডনের "ওয়েষ্টমিনষ্টার এ্যাবি"তে মহা সম্ভ্রমের সঙ্গে 'বিশ্ব-বরেণ্য' শিল্পীর নিথর দেহটীকে কবর দেওয়া হ'লো!…এলেন তাঁর ১৮৯২ সালের ১২ই অক্টোবর তারিখের ডায়েরীতে লিখে রেখেছেন যে, এই 'এ্যাবি'তেই গৌরবময় কবি টেনিসনের দেহ রক্ষিত আছে!…

*

১৯০৬ সালে এলেনের ষ্টেজ-জুবিলি অভিনয়োৎসব হয়!…সেই সময়ে এলেন দুঃখের সঙ্গে ব'লেছিলেন যে, হেন্‌রী বেঁচে থাকলে, তাঁরও জুবিলি হ'তো সেই বছরেই!…এমন কি, হেন্‌রীর জীবিতকালে এই রকম কথাবার্ত্তা হ'য়েছিল যে, তাঁদের জুবিলি উপলক্ষে ড্রুরী লেনে এক অসম্ভাবিত অভিনয় আয়োজন হবে!…কিন্তু হায়!—ভবিষ্যৎ-এই-আয়োজনে যে যোগ দেবে ব'লেছিল—সকলের চেয়ে বেশী উৎসাহ, প্রীতি, ভালবাসা, আজ কোথায়, সে কোথায়?—

—কোথা সে-তারা?
ওই বুঝি দূরে ভাসে কুটীর-হারা?…

*

আর্ভিংয়ের মৃত্যুর পর এলেন টেরীর নটী-জীবনের বিষয় বলবার মত কিছুই নেই! কারণ, তখন তিনি রঙ্গালয় থেকে একরকম বিদায় নিয়েছিলেন বললেই চলে!

শ্রীভারতকুমার বসু

সমাপ্ত

বাংলার নাট্যশালা ও ক্ষীরোদপ্রসাদ

মাননীয় "নাচঘর" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

আপনাদের গত ২রা ভাদ্রের কাগজে যেভাবে বাংলার নাট্যকারদের সামাজিক নাটক লিখবার শক্তির অভাব দেখিয়েছেন, রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষরাও সামাজিক নাটক অভাবের জন্য দায়ী নন বলেছেন, তার কিছু প্রতিবাদ করবার ইচ্ছা আমার আছে।

আমাদের বাঙালীদের বর্ত্তমান সামাজিক জীবন নিয়ে কোন নাটক লেখা নেই সত্য, কিন্তু তার জন্য আমরা একথা স্বীকার করতে পারি না যে, আমাদের পরলোকগত প্রতিভাবান নাট্যকারদের শক্তির অভাব ছিল। পুরাণ এবং ইতিহাস নিয়ে নাটক লেখা সহজ বটে এবং অনেকে লিখেছেনও তাই—কিন্তু শক্তিমান নাট্যকার ছাড়া ক'জনের ঐ সব নাটক নাট্যশালা পর্য্যন্ত পৌছতে পেরেছে এবং পৌছলেই বা কদিন স্থায়ী হ'য়েছে?

উচ্চশ্রেণীর লেখকেরা রঙ্গালয়ের মুখ চেয়ে বসে থাকেন না সত্য, কিন্তু এও ত তেমনি সত্য যে তাঁদের লিখিত নাটক যদি নাট্যশালায় অভিনীত না হয় তাহলে তাঁদের উৎসাহ ও উদ্যম আসবেই বা কেমন ক'রে? রবিবাবু অবশ্য অনেক নাটক লিখেছেন যা রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়নি এবং এ শুধু রবীন্দ্রনাথের দ্বারাই সম্ভব—কেননা তাঁকে উদরান্নের জন্য ছুটোছুটি ক'রে ঘুরতে হয় না। উপযুক্ত পারিশ্রমিক যদি পেতেন তবে অনেক নাট্যকারই তাঁদের শক্তির পরিচয় দিতে পারতেন—সামাজিক নাটক লিখে। কেন পারতেন তার প্রমাণও আমি দিচ্ছি।

শরৎবাবুর "ষোড়শীতে" আমারা যা পেয়েছি তা আমাদেরই জিনিষ, আমাদেরই ঘরের কথা, আমাদেরই ছিন্ন বীণায় সুর দেওয়া। একথা হয়ত আপনারাও জানেন যে শরৎবাবুকে বহুদিন পূর্ব্বেই এবং বহুবারই অনুরোধ করা হয়েছিল সামাজিক নাটক লিখবার জন্য। তিনিও ত বহু পূর্ব্বেই লিখতে পারতেন—তাঁর এ শক্তি আজ নূতন ক'রে ফুটে ওঠেনি—তিনি কেন এতদিন লেখেননি?

শক্তি কখনও ঘুমিয়ে থাকে না একথা যেমনি সত্য…আবার শক্তিকে জীইয়ে রাখবার জন্য পারিপার্শ্বিক ব্যবস্থা থাকা দরকার, এও তেমনি সত্য।

বর্ত্তমান যুগরুচিঅনুযায়ী একখানি সামাজিক নাটক লিখতে অনুরোধ ক'রে ৺ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদকে একখানি চিঠি দিয়েছিলাম। তার উত্তরে সেই পরলোকগত প্রতিভাবান নাট্যকার যা লিখেছিলেন তার কিয়দংশ আপনাদের জানাচ্ছি। তাথেকেই বুঝতে পারবেন অভাব ছিল আমাদের কোথায়।—

"আজকালকার ধরণের অভিনয় করিবার মত বই নাই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছ! আক্ষেপের কথা বটে, সেরূপ বই যে লিখিতে পারি না, এমন কথা বলিলে আত্মশক্তিকে ক্ষুণ্ণ করিতে হয়। আর শ্রান্ত ক্লান্ত কতকটা হইলেও বৎসরে দুই একখানা নাটক এখনো যে লিখিতে পারি না এমন কথাও বলিতে ইচ্ছা হয় না। তবে বিদায়ের মুখে একথা সত্য। কিন্তু ক্লান্তিই যে তার একমাত্র কারণ একথা বলিতে পারি না। নাটক লেখা যে একটা যে অতি প্রিয়কার্য্য আমার ছিল এখন আর সেটা নাই। এখন ওই লিপি-ব্যবসাটা একরূপ উঞ্ছবৃত্তি হইয়া পড়িয়াছে। উপযুক্ত পারিশ্রমিক ত মিলেইনা, অনেক সময়ে ওই সব রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণের কৃপায় নানা প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। আত্মসম্মান সর্ব্বসময়ে অক্ষুণ্ণ রাখা যায় না। তাহারা, তুমি যা মনে করিতেছ, ঠিক তা নয়। আমাকে কিছু পারিশ্রমিক দিতে হয় বলিয়া অধ্যক্ষেরা আমার পুস্তক লইতে বিশেষ আগ্রহান্বিত নয়। এদিকে তরুণ লেখকেরা আমাদিগকে তাহাদের নাটক অভিনীত হইবার অন্তরায় মনে করে।

তার উপর নাট্যশালাগুলির পরিচালনের ব্যয় এত অধিক হইয়াছে যে, শুধুমাত্র দরিদ্র বাঙ্গালী দর্শকদিগের সাহায্যে তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তি করা অসম্ভব। যে সমস্ত অভিনেতা অভিনেত্রী পূর্ব্বে লেখকের প্রাপ্যের তৃতীয় চতুর্থাংশ বেতন পাইত, এখন তাহাদের প্রাপ্তির তুলনায় লেখক মহাশয় "উদ্বাহুরিব বামনঃ?" নাটক লেখা সত্যই এখন উঞ্ছবৃত্তি, ইহাতে উদরান্নের সংস্থানও একরূপ দুর্ঘট হইয়াছে। যাক, ওসব কথা। কি করিব, লিপি কণ্ডূতি। এখনো একখানা বই লিখিতেছি। কে যে লইবে, লইবে কি না লইবে না জানিয়াও। ইত্যাদি।"

আশা করি এই পত্র থেকে আপনারা বুঝতে পারবেন কি গভীর ক্ষত ছিল ওই শক্তিমান নাট্যকারের হৃদয়ে। এই অভিযোগের বিরুদ্ধে আপনাদের ও নাট্যশালার অধ্যক্ষদের যদি কিছু বলবার থাকে…তা জানতে পারলে সুখী হবো। ইতি

শ্রীঅজিভূষণ ভট্টাচার্য্য

* আমাদের মতামত পরের সংখ্যায় বলবার ইচ্ছা রইল। নাচঘর-সম্পাদক।

চার্লি চ্যাপলিন নিজের সম্বন্ধে খুব সজাগ মানুষ। ছবির ফিল্মের সাফল্যের জন্যে তিনি পরিশ্রমের ত্রুটী করেন না। এই সার্কাস-ফিল্মেরই গল্পাংশের এক জায়গায় তাঁকে একটা রাত্রে টান-দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটবার খেলা দেখাতে হয়। তিনি এ জিনিষটা অনায়াসেই কৌশলে সেরে নিতে পারতেন, কিন্তু তাতে তিনি রাজি হলেন না—তিনি ঐ-রকম দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটাটা শেখবার জন্যে মাস-কতক কাটিয়ে দিলেন। তারপর অবলীলাক্রমে নিজের ঐ থলির মত পাজামা আর দেড়মণি জুতো প'রে চমৎকার হাসাতে হাসাতে দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটা অভিনয় দেখিয়ে দিলেন।

চার্লির সব ছবি চেয়ে প্রিয় ছবি হচ্ছে প্যারীর নারী (The Woman of Paris)। তিনি বইখানাকে নিজে লিখে, ষ্টেজ করিয়ে প্রডিউস করেছেন, যদিও নিজে এতে কোন ভূমিকাই নেন নি। ছবিখানা প্রায় পাঁচ ছয় বছর আগে বেরুলেও এখনও একেবারে চমৎকার—এই থেকেই চার্লির অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি তাঁর কাজের জন্যে কত বেশী পরিশ্রম করেন তা' বুঝতে পারি তখন, যখন দেখি যে, একটা দৃশ্যকে একশো দেড়শো বার তোলবার পরেও তিনি সংশেষে সবগুলোকে ছেঁটে ফেলে প্রথম বারের তোলাটাকেই পছন্দ ক'রে নেন!

চার্লি চ্যাপলিনের সঙ্গ খুব উপভোগ্য! কী অসাধারণ রকমের বুদ্ধিমান ও সহৃদয় লোক তিনি! যখন আমি তাঁর ছবি আঁকছিলাম, তখন তাঁতে-আমাতে অনেক রকম কথাবার্ত্তা হয়েছিল...হ্যামলেটের সেই "প্রেতাত্মার আবির্ভাবের দৃশ্যটা"ও বাদ পড়েনি...আমি দেখলাম তিনি খুব ভাল রূপেই Shakespeare থেকে স্থান বিশেষ উদ্ধার ও আবৃত্তি করতে পারেন। আমার বিশ্বাস যে তিনি বেহালা ও পিয়ানোও খুব দক্ষতার সঙ্গেই বাজাতে পারেন। একটা পার্টিতে তিনি খুব কৌতুককর ভাবে স্পেনীয় ভাষায় একটা bull ringএ matadorএর (বৃষযুদ্ধে বৃষঘাতকের) ব্যঙ্গাভিনয় করেছিলেন,—যদিও তিনি স্পেনীয় ভাষায় একেবারে অজ্ঞ!

কথিত আছে যে, চার্লি চ্যাপলিন জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করুণরসোদ্দীপক রঙ্গাভিনেতা (tragic comedian)। বাস্তবিকই তাই। তাঁর বুটজোড়ার সঙ্গে যেন একটা দুঃখ-করুণার ছায়া জড়িয়ে আছে। আমারও মনে হয়, ঐ রকম করুণা-জাগানো জুতোপরা লোকের ওপর আমাদের সকলেরই কেমন একটা মায়া পড়ে, সহানুভূতির উদ্রেক হয়।

এ একটা কত বড় আশ্চর্য্য ও আনন্দের বিষয় যে, যে লোক একদিন নিতান্ত এক অজ্ঞাতনামা অভিনেতা হিসেবে দেশত্যাগ করেছিল, সে যখন বারো বছর বাদে ফিরল তখন তাকে অভ্যর্থনা করতে এল এরোপ্লেন, মহানগরীর মেয়র প্রভৃতি, এবং সহস্র সহস্র টেলিগ্রাম! অথচ একদিন ছিল যখন এই লোকটি গোটা লণ্ডন সহরটায় এমন একটি আপনার লোককে জানতো না, যার সঙ্গে সেকহ্যাণ্ড ক'রে সে ধন্য হয়!

আমাকে প্রায়ই লোকে জিজ্ঞাসা ক'রে থাকেন যে, চার্লির দাম্পত্য-জীবন সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আমার কোন কথা হয়েছিল কিনা! তিনি সত্যই অনেক সময় এ সম্বন্ধে অনেক কথা কইতেন ও সকল সময়েই যথাসাধ্য সুন্দর ক'রে তাঁর স্ত্রীর বিষয় বলতেন। কিন্তু তবুও আমার বিশ্বাস যে, দাম্পত্য ব্যাপারে তিনি একেবারে মন্দভাগ্য এবং সময় সময় তাঁকে এর জন্যে মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়! তবে আমার জবাব হচ্ছে, চার্লি জগতের আর আর ঐশীশক্তিসম্পন্ন প্রতিভাশালী ব্যক্তির মত...এ-সব লোকের বিবাহ না করাই শ্রেয়ঃ।

শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী এলেন্ টেরী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—:*:—

আমেরিকা ভ্রমণের পর এলেন আবার 'লিসিয়ামে' অভিনয় ক'রতে লাগলেন!...তাঁর এবং আর্ভিংয়ের প্রচেষ্টায় ১৯৯৬ সালে আবার "তৃতীয় রিচার্ড" নাটকখানি খোলা হ'লো!...কিন্তু এর প্রথম পুনরভিনয় রজনীতে একটা দুর্ঘটনা ঘ'ট্‌লো!...'গ্রাফ্‌টন্ ষ্ট্রীটে' যে বাড়ীতে হেন্‌রী থাকতেন সেখানে সিঁড়িতে উঠ্‌তে গিয়ে, হঠাৎ পা ফ'স্‌কে প'ড়ে, হেন্‌রীর জানুর একটা হাড় ভেঙে গেল!...এর পর থেকে তাঁর নট-জীবনের বাকী দশটা বছর তাঁকে দুর্জ্জয় ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে কাটিয়ে দিতে হ'য়েছিল!...দিন দিন তাঁর হৃদ্-যন্ত্রের ক্রিয়া দুর্ব্বল হ'য়ে আসতে লাগলো!...কিন্তু তবুও, তাঁর সেই নিস্তেজ দেহে মাত্র একটী জিনিষ ছিল খুবই শক্তিশালী! সেটী তাঁর একান্ত অধ্যবসায়!—তাঁর অসীম উৎসাহ!...কোন-কিছুতেই তা নুয়ে পড়ে নি!...

এলেন ব'লতেন যে হেন্‌রী ছিলেন এক অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ!...নবীন লেখকদের নাটক তিনি কিছুতেই অভিনয় ক'রতেন না!...এইজন্য সাধারণের কাছ থেকে তাঁকে অনেক তিরস্কার পেতে হ'তো!...অবশ্য, এলেনও সে তিরস্কারের কতকাংশ থেকে বাদ যেতেন না!...যাই হোক্, তিনি (এলেন) কিন্তু পরে নতুন নাট্যকার মিঃ ব্যারির "অগ্নি-পার্শ্বে উপবিষ্টা এ্যালিস্" (Alice-Sit-by-the-fire) নাটকখানি অভিনয় ক'রেছিলেন!...এর কয়েক বছর পরে, জর্জ্জ বার্ণার্ড শ'র "ক্যাপ্টেন ব্রাসবাউণ্ড'স্ কন্‌ভারসেসন্" নাটকটীও 'প্লে' করেন!...এর পর আসে—শ'র "এ ম্যান অফ্ ডেস্‌টিনি।" সেই সময় হ'তে দশ বছর আগে মিঃ 'শ' জন-সমাজে অত-বেশী পরিচিত ছিলেন না,—যত ছিলেন তখন (১৮৯৭ সালে)!...

এর পর থেকে এলেনের সঙ্গে বার্ণার্ড শ'র প্রায়ই চিঠির আদান-প্রদান হ'তো!...তার একটীর নমুনা দিই!...তাতে শ' লিখেছিলেন এলেনকে :—

"৩রা এপ্রিল, ১৯০২

"মিস্ এলেন্ টেরীর প্রতি মিঃ বার্ণার্ড শ'র অভিনন্দন রইল।...

"ক্যাপ্টেন্ ব্রাসবাউণ্ড'স্ কন্‌ভারসেসন্" নাটকখানি অত শীঘ্র এবং অত সুন্দর ভাবে অভিনীত হ'তে দেখে, মিসেস্ ল্যাংট্রি মিঃ বার্ণার্ড শ'র কাছে

এসেছিলেন!…"অবহেলিত প্রেমের শেষ উদ্দীপনায়, পশুত্বে পরিপূর্ণ ক্ষণিক ক্রোধের বশে মিঃ বার্ণার্ড শ'—মিসেস্ ল্যাংট্রি কে দূর ক'রে দিয়েছিলেন!…

"একটী ক্রুদ্ধ ইচ্ছায় মিস্ এলেন্ টেরীর কেশাকর্ষণ ক'রে তাঁকে 'লেডী-সিসিলি'র ভূমিকায় নামানোর জন্য, মিঃ বার্ণার্ড শ—অভদ্র এবং অব্যবসায়ীর মত এই কাজ ক'রেছেন!

"লিসিয়ামে মিস্ এলেন টেরী 'মার্থা'র ভূমিকায় অভিনয় ক'রতে ইচ্ছা করেন কি না,—সে কথা জানলে, মিঃ বার্ণার্ড শ খুসী হবেন!…

"ফষ্টের পতনের পর, যে ক্ষুদ্র ভূমিকাটী স্যার হেনরী আর্ভিংয়ের জন্য ঠিক করা ছিল, সেই ভূমিকাটী,—যদি মিস্ এলেন টেরী ইচ্ছা করেন, ত, মিঃ বার্ণার্ড শ প্রিয়ে গ্রহণ ক'রবেন!…

"বার্ণার্ড শ'র অসাধু ব্যবহারজনিত মিসেস্ ল্যাংট্রি তাঁর স্বাভাবিক অসন্তুষ্ট অবস্থা হ'তে যথেষ্ট রকম আরোগ্য লাভ ক'রে, পাছে আবার সেই ব্যাপারের পুনরুদ্ঘাটন করেন, সেই ভয়ে মিঃ বার্ণার্ড শ'র দিনগুলি কাটছে!…

"এই চিঠিখানির উত্তর দেবার জন্য, মিঃ বার্ণার্ড শ মিস্ এলেন টেরীর কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন!…

"পল্লীর মধ্যে একটি নতুন কুটীর কিম্বা বাড়ীর জন্য, মিষ্টার বার্ণার্ড শ খোঁজ ক'রছেন!…এবং, এ বিষয়ে তিনি উপদেশ চান!…

"মিস্ এলেন্ টেরীর সুপরিচিত হাতের লেখা একবার দেখবার জন্য মিঃ বার্ণার্ড শ প্রার্থনা করেন!…"

*

১৯০৫ সাল!…

'লিসিয়ামে'র করুণ দূতিকা!…

১৩ই অক্টোবর রাত্রে আর্ভিং,—দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা আর্ভিং, এলেনের একমাত্র হিতকাঙ্ক্ষী বন্ধু ও সহচর—স্যার হেনরী আর্ভিং 'বেকেটে'র ভূমিকা অভিনয় করেন!…তার, পৃথিবীর মধ্যে তখন কেউ জানতে পারেনি যে এই অভিনয়ই হবে তাঁর জীবনের মধ্যে শেষ অভিনয়!…

অভিনয়ের পর সেই রাত্রেই আর্টিষ্ট-শ্রেষ্ঠ নট-শার্দ্দূল ঘুমিয়ে পড়লেন তাঁর শেষ শয্যায়!…এ-ঘুম তাঁর আর ভাঙলো না!…

লণ্ডনের "ওয়েষ্টমিনষ্টার এ্যাবি"তে মহা সম্ভ্রমের সঙ্গে বিশ্ব-বরেণ্য শিল্পীর নিথর দেহটীকে কবর দেওয়া হ'লো!…এলেন তাঁর ১৮৯২ সালের ১২ই অক্টোবর তারিখের ডায়েরীতে লিখে রেখেছেন যে, এই 'এ্যাবি'তেই গৌরবময় কবি টেনিসনের দেহ রক্ষিত আছে!…

*

১৯০৬ সালে এলেনের ষ্টেজ-জুবিলি অভিনয়োৎসব হয়!…সেই সময়ে এলেন দুঃখের সঙ্গে ব'লেছিলেন যে, হেনরী বেঁচে থাকলে, তাঁরও জুবিলি হ'তো সেই বছরেই!…এমন কি, হেনরীর জীবিতকালে এই রকম কথাবার্ত্তা হ'য়েছিল যে, তাঁদের জুবিলি উপলক্ষে ড্রুরী লেনে এক অসম্ভাবিত অভিনয় আয়োজন হবে!…কিন্তু হায়!—ভবিষ্যৎ-এই-আয়োজনে যে যোগ দেবে ব'লেছিল—সকলের চেয়ে বেশী উৎসাহ, প্রীতি, ভালবাসা, আজ কোথায়, সে কোথায়?—

—কোথা সে-তারা?
ওই বুঝি দূরে ভাসে কুটীর-হারা?…

•

আর্ভিংয়ের মৃত্যুর পর এলেন টেরীর নটী-জীবনের বিষয় বলবার মত কিছুই নেই! কারণ, তখন তিনি রঙ্গালয় থেকে একরকম বিদায় নিয়েছিলেন বললেই চলে!

শ্রীভারতকুমার বসু

সমাপ্ত

বাংলার নাট্যশালা ও ক্ষীরোদপ্রসাদ

মাননীয় "নাচঘর" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

আপনাদের গত ২রা ভাদ্রের কাগজে যেভাবে বাংলার নাট্যকারদের সামাজিক নাটক লিখবার শক্তির অভাব দেখিয়েছেন, রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষরাও সামাজিক নাটক অভাবের জন্য দায়ী নন বলেছেন, তার কিছু প্রতিবাদ করবার ইচ্ছা আমার আছে।

আমাদের বাঙালীদের বর্ত্তমান সামাজিক জীবন নিয়ে কোন নাটক লেখা নেই সত্য, কিন্তু তার জন্য আমরা একথা স্বীকার করতে পারি না যে, আমাদের পরলোকগত প্রতিভাবান নাট্যকারদের শক্তির অভাব ছিল। পুরাণ এবং ইতিহাস নিয়ে নাটক লেখা সহজ বটে এবং অনেকে লিখেছেনও তাই—কিন্তু শক্তিমান নাট্যকার ছাড়া ক'জনের ঐ সব নাটক নাট্যশালা পর্য্যন্ত পৌঁছতে পেরেছে এবং পৌঁছলেই বা কদিন স্থায়ী হ'য়েছে?

উচ্চশ্রেণীর লেখকেরা রঙ্গালয়ের মুখ চেয়ে বসে থাকেন না সত্য, কিন্তু এও ত তেমনি সত্য যে তাঁদের লিখিত নাটক যদি নাট্যশালায় অভিনীত না হয় তাহলে তাঁদের উৎসাহ ও উদ্যম আসবেই বা কেমন ক'রে? রবিবাবু অবশ্য অনেক নাটক লিখেছেন যা রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়নি এবং এ শুধু রবীন্দ্রনাথের দ্বারাই সম্ভব—কেননা তাঁকে উদরান্নের জন্য ছুটোছুটি ক'রে ঘুরতে হয় না। উপযুক্ত পারিশ্রমিক যদি পেতেন তবে অনেক নাট্যকারই তাঁদের শক্তির পরিচয় দিতে পারতেন—সামাজিক নাটক লিখে। কেন পারতেন তার প্রমাণও আমি দিচ্ছি।

শরৎবাবুর "ষোড়শীতে" আমরা যা পেয়েছি তা আমাদেরই জিনিষ, আমাদেরই ঘরের কথা, আমাদেরই ছিন্ন বীণায় সুর দেওয়া। একথা হয়ত আপনারাও জানেন যে শরৎবাবুকে বহুদিন পূর্ব্বেই এবং বহুবারই অনুরোধ করা হয়েছিল সামাজিক নাটক লিখবার জন্য। তিনিও ত বহু পূর্ব্বেই লিখতে পারতেন—তাঁর এ শক্তি আজ নূতন ক'রে ফুটে ওঠেনি—তিনি কেন এতদিন লেখেননি?

শক্তি কখনও ঘুমিয়ে থাকে না একথা যেমনি সত্য…আবার শক্তিকে জাগিয়ে রাখবার জন্য পারিপার্শ্বিক ব্যবস্থা থাকা দরকার, এও তেমনি সত্য।

বর্ত্তমান যুগরুচিঅনুযায়ী একখানি সামাজিক নাটক লিখতে অনুরোধ ক'রে ৺ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদকে একখানি চিঠি দিয়েছিলাম। তার উত্তরে সেই পরলোকগত প্রতিভাবান নাট্যকার যা লিখেছিলেন তার কিয়দংশ আপনাদের জানাচ্ছি। তাথেকেই বুঝতে পারবেন অভাব ছিল আমাদের কোথায়।—

"আজকালকার ধরণের অভিনয় করিবার মত বই নাই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছ! আক্ষেপের কথা বটে, সেরূপ বই যে লিখিতে পারি না, এমন কথা বলিলে আত্মশক্তিকে ক্ষুণ্ণ করিতে হয়। আর শ্রান্ত ক্লান্ত কতকটা হইলেও বৎসরে দুই একখানা নাটক এখনো যে লিখিতে পারি না এমন কথাও বলিতে ইচ্ছা হয় না। তবে বিদায়ের মুখে একথা সত্য। কিন্তু ক্লান্তিই যে তার একমাত্র কারণ একথা বলিতে পারি না। নাটক লেখা যে একটা যে অতি প্রিয়কার্য্য আমার ছিল এখন আর সেটা নাই। এখন ওই লিপি-ব্যবসাটা একরূপ উঞ্ছবৃত্তি হইয়া পড়িয়াছে। উপযুক্ত পারিশ্রমিক ত মিলেইনা, অনেক সময়ে ওই সব রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণের কৃপায় নানা প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। আত্মসম্মান সর্ব্বসময়ে অক্ষুণ্ণ রাখা যায় না। তাহারা, তুমি যা মনে করিতেছ, ঠিক তা নয়। আমাকে কিছু পারিশ্রমিক দিতে হয় বলিয়া অধ্যক্ষেরা আমার পুস্তক লইতে বিশেষ আগ্রহান্বিত নয়। এদিকে তরুণ লেখকেরা আমাদিগকে তাহাদের নাটক অভিনীত হইবার অন্তরায় মনে করে।

তার উপর নাট্যশালাগুলির পরিচালনের ব্যয় এত অধিক হইয়াছে যে, শুধুমাত্র দরিদ্র বাঙ্গালী দর্শকদিগের সাহায্যে তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তি করা অসম্ভব। যে সমস্ত অভিনেতা অভিনেত্রী পূর্ব্বে লেখকের প্রাপ্যের তৃতীয় চতুর্থাংশ বেতন পাইত, এখন তাহাদের প্রাপ্তির তুলনায় লেখক মহাশয় "উদ্বাহুরিব বামনঃ?" নাটক লেখা সত্যই এখন উঞ্ছবৃত্তি, ইহাতে উদরান্নের সংস্থানও একরূপ দুর্ঘট হইয়াছে। যাক, ওসব কথা। কি করিব, লিপি কণ্ডূতি। এখনো একখানা বই লিখিতেছি। কে যে লইবে, লইবে কি না লইবে না জানিয়াও। ইত্যাদি।"

আশা করি এই পত্র থেকে আপনারা বুঝতে পারবেন কি গভীর ক্ষত ছিল এই শক্তিমান নাট্যকারের হৃদয়ে। এই অভিযোগের বিরুদ্ধে আপনাদের ও নাট্যশালার অধ্যক্ষদের যদি কিছু বলবার থাকে…তা জানতে পারলে সুখী হবো। ইতি*

শ্রীঅভিভূষণ ভট্টাচার্য্য

* আমাদের মতামত পরের সংখ্যায় বলবার ইচ্ছা রইল। নাচঘর-সম্পাদক।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্তৃক মুদ্রিত ও ১১নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয় ঃ—১১ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা। Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩্ টাকা]

৪র্থ বর্ষ
১৬শ সংখ্যা

সম্পাদক:—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

২৩শে ভাদ্র
১৩৩৪

নাট্য-জগৎ

—:*:—

তাই নাকি ?—যে নিজে কখনো অভিনয় করেনি, তার পক্ষে অভিনয় সমালোচনা করা বিড়ম্বনা মাত্র ? সংপ্রতি কোথায় যেন এমনি একটা কথা পড়লুম।

*

এ যুক্তি মানলে বলতে হয়, যে কবিতা বা নাটক বা উপন্যাস লিখতে পারে না, সে ঐ-সব বিষয় নিয়ে সমালোচনাও করতে পারবে না।



শ্রীরামচন্দ্র নাটকে

দশরথ—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী



লক্ষ্মণ—শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়

*

অতএব বলতে হবে, জগতে আজ পর্য্যন্ত বিরাট সমালোচন-সাহিত্য তৈরি ক'রে যাঁরা অমর হয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশই যখন স্রষ্টা নন তখন তাঁদের শক্তির কোনই মূল্য নেই !

*

বার্ণার্ড শ, ক্লেমেণ্ট স্কট, আর্থার সিমন্স ও জেমস অ্যাগেট প্রভৃতি অভিনেতা নন। কিন্তু তাঁদের অভিনয় সমালোচনা আজ অধিকাংশ নট-নটীর অভিনয়ের চেয়ে বিখ্যাত। এ খ্যাতি কি অকারণে ?

*

সৃষ্টি হিসাবে কবি, নাট্যকার বা অন্যান্য শিল্পীর চেয়ে অভিনেতার আসন ঢের নীচে—কারণ তিনি পরাধীন। তাঁর আর্ট যে প্রেক্ষাগৃহ থেকে কেউ বুঝতে পারবে না এত-বড় দাম্ভিকতার মূলে কিছুমাত্র সত্য নেই।

*

অভিনেতার কাজ প্রকৃতির আর্সিকে সামনে তুলে ধরা। সে আর্সিতে আমাদের নিজত্বই প্রতিফলিত হয়। এ কাজে যে-অভিনেতা যত-বেশী পারগ হন তিনি তত-বড় শিল্পী। নিজেকে চেনবার মত সহজ বুদ্ধিও কি সমালোচকের নেই ?

*

এই সহজ-বুদ্ধি বা 'কমন-সেন্স' প্রত্যেক দর্শকের ভিতরেই অল্প বিস্তর মাত্রায় বিদ্যমান থাকে। ভালো নাটকের অভিনয় সেইজন্যই জনপ্রিয় হয়। অধিকাংশ দর্শকই অভিনেতা নয়। কিন্তু তারা যদি অভিনয় বুঝতে না পারত তাহ'লে কোন রঙ্গালয়ই আজ চলত না।

*

এ সম্বন্ধে একটা গল্প মনে পড়ছে :—বিলাতের জনৈক অভিনেতা জনৈক সমালোচককে ডেকে বলেছিলেন—"ওহে, তুমি যখন নিজে অভিনয় করতে পারো না, তখন কোন্ সাহসে অভিনয় সমালোচনা কর ?" সমালোচক বললেন—"তুমি মুর্গীর ডিম খেয়ে তার ভালো-মন্দ বিচার করতে পারো ?"—"নিশ্চয় পারি !"—"কিন্তু তুমি মুর্গীর ডিম প্রসব করতে পারো ?"—"না।"—"তবে ? যা তুমি প্রসব করতে পারো না, কি-ক'রে তুমি তার ভালো-মন্দ বিচার কর ? তাহ'লে আমিও অভিনয় করতে পারি না ব'লে তার ভালো-মন্দ বিচার করতে পারব না কেন ?"—অভিনেতা একেবারে বোবা।

*

গত হপ্তায় জনৈক লেখক "বাংলার নাট্যশালা ও ক্ষীরোদপ্রসাদ" প্রবন্ধে অকারণে আমাদের কথার প্রতিবাদ করেছেন। কারণ আমরা এ কথা কখনো লিখিনি যে, "আমাদের পরলোকগত প্রতিভাবান নাট্যকারদের শক্তির অভাব ছিল।" আমরা বিলক্ষণই জানি যে, বাংলা ভাষায় যে-কয়খানি উল্লেখযোগ্য সামাজিক নাটক আছে, তা গতযুগের পরলোকগত নাট্যকারদেরই রচনা।

*

বর্ত্তমান যুগের সামাজিক নাটকের অভাব নিয়েই আমরা আলোচনা করেছিলুম। এবং এই অভাবের কারণ যে আধুনিক নাট্যকারদের শক্তিহীনতা, এ কথাটা এখনো আমরা স্পষ্ট ভাষাতেই বলতে বাধ্য।

*

উচ্চশ্রেণীর নাট্যকাররা রঙ্গালয়ের মুখ চেয়ে ব'সে থাকবেন কেন? উদরে অন্নাভাবের দোহাই দিয়ে? কিন্তু যথার্থ প্রতিভা বা শক্তি এমন দোহাই দিয়েছেন, সাহিত্যের ইতিহাসে তা বড় দেখা যায় না।

*

বাংলাদেশে কবিতার কেতাবের বিক্রী নেই বললেও চলে। তাই ব'লে কি এদেশে কখনো ভালো কবির অভাব হয়েছে? কবিরা চিরদিন দারিদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রেছেন, তবু নিজেদের শক্তিকে চেপে রাখতে পারেন নি।

*

দেশে ক্ষমতাবান নাট্যকার থাকলে রঙ্গালয়ের ভিতর থেকে কখনো তিনি উৎসাহ সংগ্রহ করতেন না। তিনি সৃষ্টি করতেন নিজের মনের আবেগে, কবির মতই নিঃস্বার্থ ভাবে।

*

রঙ্গালয়ের মুখ তাকালেও যে বিশেষ সান্ত্বনা পাওয়া যাবে, এমন মনে হয় না। স্বর্গীয় অতুলকৃষ্ণ মিত্রের নাটক অভিনয় ক'রে রঙ্গালয়ের কর্ত্তারা বেশ দু'পয়সা ক'রে নিয়েছেন। কিন্তু অতুলকৃষ্ণ যে তিমিরে সেই তিমিরেই ছিলেন।

*

প্রতিবাদী ক্ষীরোদপ্রসাদের যে পত্রাংশ উদ্ধার করেছেন তাইতেই প্রকাশ, "উপযুক্ত পারিশ্রমিক ত মিলেই না……আমাকে কিছু পারিশ্রমিক দিতে হয় বলিয়া অধ্যক্ষেরা আমার পুস্তক লইতে বিশেষ আগ্রহান্বিত নন……নাটক লেখা সত্যই এখন উঞ্ছবৃত্তি, ইহাতে উদরান্নের সংস্থানও একরূপ দুর্ঘট হইয়াছে।"

*

অসংখ্য বিখ্যাত নাটক লেখক ও বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদের অবস্থাই যদি এমনি শোচনীয় হয়, তবে রঙ্গালয়ের মুখাপেক্ষা ক'রে থাকলে নবীন নাট্যকারদের অবস্থা যে অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠবে এ-কথা অতি-বড় আশাবাদীর মুখ দিয়েও বেরুবে না।

*

সুতরাং রঙ্গালয় থেকে আহ্বান আসবার অপেক্ষায় ভবিষ্যতের বাঙালী নাট্যকাররা যদি হাত গুটিয়ে ব'সে থাকেন, তাহ'লে অর্থলাভ তো হবেই না, খ্যাতি ও আত্মতৃপ্তি থেকেও তাঁরা বঞ্চিত হবেন। কিন্তু আমরা আশা করি এমনভাবে কেউ ব'সেও নেই। প্রতিবাদী খবর নিলেই টের পাবেন, প্রকাশের বা অভিনয়ের কিছুমাত্র সম্ভাবনা না থাকলেও আজ পর্য্যন্ত বাংলা দেশে হাজার হাজার নাটক লেখবার উৎসাহের অভাব হয় নি। এবং সেই-সব হাতে-লেখা নাটকে শক্তির অভাব যে কি-রকম জাজ্বল্যমান, বিশেষজ্ঞের কাছে তা অবিদিত নেই।

*

শরৎচন্দ্র এতদিন কেন যে নাটক লেখেন নি, তা নিয়ে আজ আলোচনা করা বৃথা। কিন্তু তিনি যে "ষোড়শী"'র মতন নাটক আমাদের উপহার দিয়েছেন, এইটেই হচ্ছে পরম সত্য এবং আশার কথা।

*

বেঙ্গল থিয়েটারের ভিটায় ডাকঘর বসেছে, বীণা থিয়েটার বায়োস্কোপের বাড়ীতে পরিণত হয়েছে, এইবারে মনোমোহন থিয়েটারও বিস্মৃতির গর্ভে ডুবে যাবে। আসছে বছরের কোন এক সময়ে "ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট" মনোমোহন থিয়েটারকে গ্রাস করবে।

*

ঐ রঙ্গালয়ের বাড়ীটি গুরুমুখ রায়ের দ্বারা ১৮৭৪-৭৫ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। তারপরে যে-সব সম্প্রদায় ওখানে অভিনয় করে তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে—ষ্টার থিয়েটার, এমারেল্ড থিয়েটার, ক্লাসিক থিয়েটার, কোহিনুর থিয়েটার, মনোমোহন থিয়েটার ও নাট্যমন্দির। এখন আর্ট থিয়েটার ওখানে গিয়ে আসর পেতেছেন।

*

ষ্টার গত সপ্তাহে "কৃষ্ণকান্তের উইল" খুলেছেন। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে হরলাল, কৃষ্ণকান্ত ও গোবিন্দলালের ভূমিকায় কেমন অভিনয় করেন, আমাদের তা দেখবার আগ্রহ আছে যথেষ্ট!

*

এই শনিবারে ষ্টার খুলছেন রবীন্দ্রনাথের "পরিত্রাণ"। ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভূমিকায় নামবেন শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী। দেখা যাক্।

*

দানীবাবু মিনার্ভার স্কন্ধে আরোহণ করেছেন। এতদিন নবীনদের আওতায় প'ড়ে তিনি বোধ হয় যার-পর-নাই অসোয়াস্তি ভোগ করছিলেন? বঙ্গে বর্গী, দেবলাদেবী ও ললিতাদিত্য প্রভৃতির মধ্যে গিয়ে এই বৃদ্ধবয়সে তিনি যদি হাঁপ ছেড়ে খুসি হ'তে পারেন, তাতে কারুর চোখ টাটানো উচিত নয়।

*

গেল বুধবারে নাট্যমন্দির "শেষ-রক্ষা" খুলেছেন। আসছে বারে আমাদের বিস্তৃত মতামত প্রকাশ করব—এবারে খালি এইটুকু ব'লে রাখি, সুন্দর অভিনয়ের সঙ্গে সে রাত্রে এমন এক নূতনত্ব দেখেছি বাংলা নাট্য-জগতে যা সত্যই অপূর্ব্ব এবং অকল্পিত!

*

নাট্যমন্দিরে "হাস্নুহানা"র মহলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। জাপানী ও ভারতীয় নায়ক-নায়িকার মিতালি নিয়ে নাকি এই গীতিনাট্যখানি লেখা হয়েছে!

*

শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় নাট্যমন্দিরে এসেছেন। গেল বুধবারেই তিনি "শেষ-রক্ষা"য় দেখা দিয়েছেন।

*

শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরীও এখন নাট্যমন্দিরের অভিনেত্রী।

*

দ্বিজেন্দ্রলালের "সীতা" নাটকের নাম নিশ্চয়ই কেউ ভুলেন নি। শিশির-কুমার এই পুরাতন "সীতা"কে পুনরুদ্ধার ক'রে শীঘ্রই নাট্যমন্দিরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন। দ্বিজেন্দ্রলালের "সীতা"র প্রথম পুনরভিনয়-রজনীর বিক্রয়লব্ধ অর্থ নাট্যমন্দিরের অভিনেতৃগণকে দেওয়া হবে। ভূমিকা-লিপি কি-রকম লোভনীয় হয়েছে, দেখুন।

*

রাম—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী। ভরত—শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী। বশিষ্ঠ—শ্রীরাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়। বাল্মীকি—শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য। লব—শ্রীজীবনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। শূদ্রক—শ্রীরবীন্দ্র রায়। সীতা—শ্রীমতী প্রভা। কৌশল্যা—শ্রীমতী সুশীলা (বড়)। শান্তা—শ্রীমতী চারুশীলা। বাসন্তী—শ্রীমতী সুশীলা। শূদ্রক-পত্নী—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী।

*

স্বর্গীয় আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের চেষ্টা ও যত্নে অভিনীত "নব-বৃন্দাবন" নাটকখানি শ্রীযুক্ত কুনালচন্দ্র সেন প্রভৃতির দ্বারা আবার অভিনীত হবে। এ অভিনয়ে সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলারাও যোগদান করবেন।

*

"মায়ার খেলা"র তৃতীয় অভিনয়ে আসনের যে মূল্য নির্দ্ধারিত হয়েছে, তা কিছুতেই সুলভ ব'লে স্বীকার করা যায় না। জনসাধারণের মধ্যে দরিদ্র কলারসিকের সংখ্যাই বেশী। তাঁদের আবেদনকে এমন ভাবে অগ্রাহ্য করা নিষ্ঠুরতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করি।

*

শুনলুম কোন দৈনিক সহযোগী প্রচার ক'রেছেন,—নাচঘর শনিবারে প্রকাশিত হয়, অথচ তাতে থিয়েটারের বিজ্ঞাপন থাকে! এমন কুটুস্ ক'রে কামড়াবার আগে একটু খবর নিলেই সহযোগী জানতে পারতেন যে, 'নাচঘর' প্রতি শুক্রবার অপরাহ্নে—এবং অনেক সময়ে তারও আগে—প্রকাশিত হয়। অবশ্য 'নাচঘর' অনেকেরই দংশন সহ্য ক'রে জীবিত আছে, সুতরাং এ-সব ক্ষুদ্রতার প্রতি অনায়াসেই সে অবহেলা প্রকাশ করতে পারে।

চিত্রনাটের রূপকথা

—:*:—

টম্ মিক্স এবার থেকে প্রতি গ্রীষ্মে সার্কাসে নামবেন মতলব করেছেন। বছরে আটখানা ছবি তোলানোর পরিবর্ত্তে চারখানিতেই তিনি তুষ্ট থাকবেন।

*

ডাবলিউ গ্রিফিথের পরবর্ত্তী ছবি হবে "অলৌকিক ব্যাপার" (The Miracle)। লেখক ডাঃ কারল্ ভল্‌মোলারের "লা পিয়াভা।" নাট্যের আখ্যানভাগ হচ্ছে প্যারীর তৃতীয় নেপোলিয়নের রাজসভার ব্যাপার নিয়ে।

*

এই নতুন ছবিতে একটা প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করবার ভার পড়েছে নবীনা অভিনেত্রী মিস্ অষ্টেলে টেলারের ওপর। জন্ ব্যারিমুরের "ডন্ জুয়ান" ছবিতে অভিনয় ক'রে এই অভিনেত্রী গত বছর চলচ্চিত্র-সমালোচকের কাছে খুব প্রশংসা পেয়েছিলেন।

*

"ঝড়-জলের অনাথবর্গ" (The Orphans of the Storm) তোলার পর, ফরাসীদেশের ঘটনা নিয়ে গ্রিফিথের এই হচ্ছে প্রথম ছবি।

*

দ' মিল ষ্টুডিও প্রকাশ করেছেন যে, হেন্‌রি ওয়াডস্‌ওয়ার্থ লংফেলোর গাথা "হেসপেরাসের ধ্বংস" (The Wreck of the Hesperus) চিত্রাকারে প্রকাশিত হবে।

*

এর প্রয়োগকর্ত্তা হবেন এল্‌মার ক্লিফ্‌টন। ক্লিফ্‌টন আগে "জাহাজে চ'ড়ে সমুদ্রে" (Down to the sea in Ships) নাটকে প্রয়োগ-কৌশল প্রদর্শন করেছেন।

*

এই চিত্রনাট্যে নায়ক-নায়িকার ভূমিকা গ্রহণ করবেন দ' মিল কোম্পানীর নবীনতম দুই শিল্পী "ভারজিনিয়া ব্রাড্‌ফোর্ড" ও "ফ্র্যাঙ্ক ম্যারিয়ন।"

*

আজকালকার দিনের সব-চেয়ে ছোট অভিনেত্রী হচ্ছেন মেট্রো। গোল্ডউইনের শিশু-অভিনেত্রী এলফ্রাইডা টালবট। প্রথম যখন তিনি চলচ্চিত্র-জগতে আত্মপ্রকাশ করেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র পাঁচদিন!

*

এলফ্রাইডার দ্বিতীয় অভিনয় হচ্ছে "দি কালাহান্‌স্ এণ্ড দি মার্‌ফিস্" ছবিতে। এতে অভিনয়ের সময় তাঁর বয়স ছিল ন' হপ্তা।

*

চিত্রাভিনেত্রী মে অ্যালিসনের স্বামী হচ্ছেন জেমস্ কোয়ার্ক। অ্যালিসন বিবাহ ক'রে এত সুখী হয়েছেন যে, তিনি চলচ্চিত্র-জগৎ থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করবেন স্থির করেছেন।

*

প্যাট্‌সি রুথ মিলার এবার রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রীরূপে তাঁর ভাগ্য-নিরূপণ করতে যাবেন।

*

অধুনা-বিখ্যাত চলচ্চিত্র-অভিনেত্রীদের জীবন আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁদের মধ্যে অনেকেই আগে সাঁতারু বালিকা ছিলেন।

*

গ্লোরিয়া সোয়ান্‌সোয়ান্, বেটি কম্প্‌সন্, লারা লা প্লানিণ্ট, মেরী প্রেভোষ্ট, বেব ডানিয়াল্ প্রভৃতি সকলেই এই দলের।

*

বিখ্যাত প্রয়োগকর্ত্তা ম্যাক্ সেনেট যখন অগুন্তি সুন্দরীকে বিমুখ ক'রে গ্লোরিয়াকে বেছে নেন, তখন অনেকেই তাঁকে এ-রকম অদ্ভুত খেয়ালের কারণ জিজ্ঞাসা করেছিল। কেননা গ্লোরিয়া দেখতে মোটেই 'আহা-মরি' ছিলেন না!

*

তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "মুখ বা অবয়বের সৌন্দর্য্যই চিত্রাভিনেত্রীর একমাত্র প্রয়োজনীয় নয়। অভিনেত্রী রূপসুন্দর না হ'লেও চলে—কিন্তু তার দেহের ভঙ্গিমা ও মুখের ভাবাভিব্যক্তিই হচ্ছে প্রধান দ্রষ্টব্য।

*

ম্যাক্ সেনেট অভিনেত্রী বাছাই করতে খুব কমই ভুল ক'রে থাকেন। সাঁতারু বালিকাদের মধ্য থেকে অভিনেত্রী বেছে নেবার এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে এই ম্যাক্‌সেনেটের।

"পশুপতি"

গহরজানের গান

উপন্যাস-লেখায় ফ্লোরেন্স বার্ক্লে যেমন অতুলনীয়া, নাচে যেমন সুন্দরী-পাভ্‌লোভা অনিন্দনীয়া এবং চলচ্চিত্র-অভিনয়ে মে-মুরে যেমন অদ্ভুত শক্তিমতী,—ভারতীয় সঙ্গীত-কলার দিক দিয়ে, গহরজানও তেমনি অসীম প্রতিভাশালিনী।

শ্রোতার মনকে গভীর ভাবে টলিয়ে দেবার শক্তি তাঁর আছে! তাঁর চোখ দিয়ে তিনি অশ্রু বহিয়ে দিতে পারেন এবং তাঁর অনুভূতিকেও তিনি জাগিয়ে তুলতে পারেন খুব স্বাভাবিক ভাবেই! নারী-সুলভ কোমলতা ও

আবেগে-ভরা তাঁর সরল এবং সুমিষ্ট কণ্ঠ! সুর তাঁর কখনো উপল-সারির উপর-দিয়ে-যাওয়া ঝর্ণা-ধারার কোমল কাকলীতে ঝঙ্কৃত হ'য়ে ওঠে; আবার কখনো তা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে জেগে ওঠে—স্বচ্ছ স্রোতস্বিনীর লীলায়িত লহরে! শ্রোতা তা প্রাণ ভ'রে পান ক'রে, তার তৃষ্ণা দূর করতে পারে!... গহরের কণ্ঠের সেই আবেগময় উচ্ছ্বাস কিন্তু পরক্ষণেই কোমল হ'য়ে আসে এবং সুর তাঁর আগেকার মতই ধারা-নিবদ্ধ গতিতে খেলে চলে! সাধারণ গায়িকাদের মত ব্যস্ততা এবং উত্তেজনার ভাব তাঁর কণ্ঠের মধ্যে মোটেই নেই! তিনি জানেন যে, কণ্ঠ তাঁর লীলায়িত হবে ঠিক সুরে-সুরে, তালে-তালে—নদীর জল-ধারার মতই! এবং কখনো তা বীভৎসভাবে হঠাৎ থেমে যাবে না! তিনি আরও জানেন যে, সুর তাঁর উচ্চ এবং নিম্ন পর্দ্দায় খেলবে,—ঠিক ধারাটী বজায় রেখে!

তাঁর কণ্ঠের সামান্য একটু চাতুর্য্য, তাঁর সুরের ছোট-খাটো একটু উত্থান-পতন—যথেষ্ট তীক্ষ্ণ প্রতিভার পরিচায়ক! তাঁর গানের মধ্যে কোন চাঞ্চল্য নেই, কোন চীৎকার নেই, কোন বন্যভাব নেই! সঙ্গীত তাঁর কখনো হয় কোমল, আর কখনো হয় মর্ম্মস্পর্শী!...আবার কখনো হয় সাহস ও শক্তি উদ্দীপক! কণ্ঠে কখনো তিনি আবেগ ঢেলে দেন! কিন্তু, সে আবেগ কখনো উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে না! স্বরকে তিনি সদাই সংযত ক'রে রাখেন,—যেন তার মধ্যে ভ'রে থাকে জমাট অশ্রু!

কণ্ঠ তাঁর যেন একটা পুলকের মধু-মঞ্জুষা! কর্কশতার ছোপ তার মধ্যে মোটেই নেই! আমাদের দেশে গায়ক ও গায়িকা সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যাঁদের গলা,—উচ্চ-পর্দ্দায় গাইবার সময়,—বীভৎস রসের সৃষ্টি করে!...এবং তাঁরা শ্রোতাদের ধৈর্য্যকে অধীর ক'রে, অতি-কষ্টে "অন্তরা"র সুর ধরেন!

গহরজানের স্বর কিন্তু তা নয়! তাঁর গলা বরাবরই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবে থাকে! কি উঁচু, কি নীচু—সব পর্দ্দাতেই তা ঠিক তালকে অনুসরণ ক'রে যায়! তিনি গান করেন—আত্মবিশ্বাসের সরল এবং মধুর রসের তারল্যে! হার্ম্মোনিয়ামের জুয়াচুরির সঙ্গে কণ্ঠ তাঁর কখনো ধরা দেয় না! তাঁর নিজের 'সারঙ'-বাদক আছে!...

গানের আসরে 'তবলা' না হ'লেই নয়!—তাই, তাঁর গানের সঙ্গেও 'তবলা' চলে। তবে তা খুব সংযত ভাবে! তা যেন তাঁর কণ্ঠের প্রচ্ছদ-পটের কাজ করে!...

গহরজানের 'তবলা'-বাদক এক অদ্ভুত শক্তিশালী পুরুষ! গহরের কাছ থেকে তিনি কখনো পিছিয়ে থাকেন না!...গহরের সেই অনুপম কণ্ঠকে তিনি অধিকতর সুন্দর এবং অধিকতর গৌরবান্বিত ক'রে তোলেন—তাঁর কোমল বাদনের গুণে!

নৃত্য যেমন প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে ঢেলে দেয় অপূর্ব্ব হিল্লোল,—তাঁর 'তবলা'ও তেমনি গানের মধ্যে ঢেলে দেয় ছন্দ, আকৃতি এবং সজীবতা! এবং তা যেন প্রচার করে—সঙ্গীত-ভুবনের মধ্যে নিত্য-বিহারী কল্পলোকের স্বপ্ন-গাথা!...

গহর তাঁর "কৃষ্ণ-রাধা রাম-নারায়ণ" এই উপাধিবিশিষ্ট গানটি এমন কোমল ও ধীরভাবে গেয়েছেন যে, সত্যই তা অতি সুন্দর!...এই গানটির সুর হচ্ছে "মালকোষ"।—মালকোষ গাওয়া হয় রাত্তির একটা থেকে তিনটের মধ্যে, যখন বিশ্বজোড়া নিস্তব্ধতার মাঝে আধ-ঘুমন্ত চোখের পাতায় থেকে' থেকে' জাগরণের ঝাপটা লাগে, আর যখন আঁধার নিশীথিনী কিম্বা চাঁদের আল্‌পনা প্রাণপণে চেষ্টা করে—প্রাতঃসন্ধ্যার আলো-ছায়াকে দূরে সরিয়ে দেবার জন্য! 'মালকোষ' রাগের অনুভূতির সার্থকতা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে—শ্রোতার ঠিক পূর্ব্বক্ষণের মনের অবস্থার উপর! যদি সে তখন আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত হ'য়ে থাকে, তা হ'লে 'মালকোষ' তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে!... যদি সে পড়াশুনোয় ব্যস্ত হ'য়ে থাকে, তা হ'লে তা তার সমস্ত শ্রান্তি দূর ক'রে দেবে! আর, যদি সে তখন উত্তেজিত হ'য়ে থাকে, তা হ'লে তা তাকে শান্ত ক'রে দেবে!

গহরজানের এই 'মালকোষ' শুধু সুন্দর নয়,—একেবারে অপূর্ব্ব-সুন্দর! গহরের "কৃষ্ণ-রাধা রামনারায়ণ" গানখানির প্রথম উদ্বোধনই এমন ধীরভাবে ক্রমোন্নত সুরে গাওয়া হ'য়েছে যে, মুগ্ধ বিস্ময়ে শ্রোতার মনে হবে তা যেন তার কাছ থেকে তার প্রাপ্য যশটুকু আদায় ক'রে নিচ্ছে!

গহরের কণ্ঠের সার্থকতা সেইখানেই যেখানে তা কৃষ্ণ-রাধার বন্দনা-গান গাইতে গাইতে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠে, পরক্ষণেই কোমল 'লয়ে' ফিরে আসে, আর, শ্রোতার মনে কী যেন এক সুন্দর অথচ করুণ অনুভূতি জাগিয়ে দিয়ে, তাকে ছেড়ে দেয়—"কৃষ্ণ-রাধা রামনারায়ণ" এই নামটির নির্ম্মল ধ্যান-সায়রের মাঝে!

গহরের আর একখানি গান আছে—"পানিয়া ভরনে যো গেহি!" খুব সম্ভবতঃ এতে রাধা তাঁর সখীকে তাঁর কাহিনী ব'লছেন যে, কেমন ক'রে—যখন তিনি 'কাঁখে গাগরী জল্‌কে' যাচ্ছিলেন, সেই সময়, আচম্বিতে কৃষ্ণ এসে তাঁকে ফিরতে দেন নি!

"পানিয়া ভর মে যো গেহি পাঙ্‌ঘাত্‌ পে মোহি গিয়ার।"—

—এ গানটি ভারত-বিখ্যাত! এর সুর হচ্ছে—'দেশ ঠুংরি'।—এটি গাইবার সময় তরুণী যৌবনীর সমস্ত আবেগ গহর এতে ঢেলে দেন! ধীর এবং শান্ত মালকোষ সুর হ'তে এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন! আনন্দ অথচ সুপরিস্ফুট অস্বস্তি, ভয় ও ঈষৎ ক্রোধের ছোপে অভিরঞ্জিত হ'য়ে, কুমারী-সুলভ লজ্জায় গহরের গানে সুস্পষ্ট হ'য়ে জেগে ওঠে! অত্যাচার-পীড়িত হ'য়েও নারীত্বের অভিমান যে কেমন ক'রে আনন্দ-সুখের তৃপ্তিতে ভ'রে ওঠে, তার অভিব্যক্তিই হচ্ছে তাঁর গানটির বিশেষত্ব! কিশোরী নারীর বুকের তরুণ স্বপ্নে ভরা এই গানখানি! প্রণয়ীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সময় সেই নারীর মুখে-চোখে এককালে যে ভয়, লজ্জা আর আনন্দের ভাব ফুটে উঠেছিল, তারই সুন্দর বৈশিষ্ট্যটুকু লুকানো আছে এই গানের মধ্যে!...শ্রোতা খুব সহজেই বুঝতে পারবেন যে, সখীর কাছে কাহিনী বলবার সময় রাধার কান, গাল আর গলাটি কতখানি রাঙা হয়ে উঠছে!...

কিন্তু, কাহিনীটি কি?

একটি মেয়ে কলসীতে জল ভরবার জন্য নদীর ঘাটে যাচ্ছে!—আর কিছুই নয়!...কিন্তু, এই ঘাটে-যাওয়া ব্যাপারটা ভারতবর্ষে খুবই সাধারণ! তবুও তা ভারতীয় জীবনের অর্দ্ধেক 'রোম্যান্স' এনে দেয়!...এবং এর মধ্যেই কবি অথবা গায়কেরা বাস ক'রতে ভালবাসেন! আর, এ থেকেই আমাদের দেশে প্রণয়-উপকথার সৃষ্টি হ'য়েছে! এই উপকথাই গহরজান তাঁর গানে প্রকাশ ক'রেছেন! এবং সাধারণের সামনে মুক্ত ক'রে দিয়েছেন—সরলা ভারত-বালার বুকে গোপনতম দেশে লুকানো সেই কুণ্ঠিত প্রীতি-আশার অনবদ্য ছবিখানি!

শ্রীভারতকুমার বসু

গান

—:*:—

বরিষে বারিধারা—শ্রাবণ-নিশা,
বিরহ জলে বুকে—মিলন-তৃষা!
বিজলী চারিধারে চমকি উঠে,—
হৃদয়ে তারে তারে প্রবাহ ছুটে,
পড়ি লুটে—
খুঁজে পাই না দিশা!
বরিষে বারিধারা শ্রাবণ-নিশা।

মেঘেরি গরজন শ্রবণে আসে,
একাকী নিরজনে শিহরি ত্রাসে—
প্রাণেরি প্রিয় বঁধু কোথা হে তুমি?
এসো গো এসো বুকে—আদরে চুমি'
বনভূমি—
জলে-আঁধারে মিশা!
বরিষে বারিধারা শ্রাবণ-নিশা।

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়

নৃত্য-নায়ক নৃপেন্দ্রচন্দ্র

—:০:—

(১২৭৪ সালের ১৪ই আশ্বিন, রবিবার মহাপূজার অষ্টমীর দিন কলিকাতা হোগলকুড়িয়া ৬, বৃন্দাবনবসু লেনস্থ বাটীতে নৃপেন্দ্রচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা তদানীন্তন বিখ্যাত সদরমেট হরিশ্চন্দ্র বসু।) নৃপেন্দ্রচন্দ্র মাতার অষ্টম গর্ভের সন্তান। তাঁহার উপরে চারি ভ্রাতা ও তিন ভগিনী। অষ্টম গর্ভের পুত্রের জন্মগ্রহণে পিতা নাকি আনন্দিত হইয়া দেড়মণ ছানাবড়া আনাইয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা বামুন ঠাকুর চুরী করে!

নৃপেন্দ্রচন্দ্রের জন্মগ্রহণের পর তাঁহার পিতার আর্থিক বিষয়ে অনেক উন্নতি হয়, তজ্জন্য তাঁহার পিতা তাঁহাকে সকল সন্তান অপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন,



নৃপেন্দ্রচন্দ্র

কিন্তু নৃপেন্দ্রচন্দ্র বিশেষ শান্তশিষ্ট বালক ছিলেন না বলিয়া প্রহারেরও ত্রুটী ছিল না। (লেখাপড়ায় নৃপেন্দ্রচন্দ্রের তেমন ঝোঁক ছিল না। প্রথমতঃ কম্বুলিয়াটোলাস্থ জগবন্ধু মোদকের 'বাঙলা স্কুলে' কিছুদিন তিনি বিদ্যালাভ করেন। এইখানে তিনি তিনবার প্রাইজও পান। পরে এখান হইতে বেঙ্গল একাডেমীতে প্রবিষ্ট হন। তৎপরে মেট্রোপলিটান ইনিষ্টিটিউটে ইঁহাকে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু সেখানে বিদ্যাশিক্ষার সৌভাগ্য তাঁহার বেশী দিন ঘটিয়া উঠে নাই। নৃপেন্দ্রচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন—"প্রথমে ছেলে মন্দ ছিলুম না, তবে মেট্রোপলিটানে গিয়ে স্কুল ভাল হইয়া যায়।"

বাল্যকাল হইতেই পরলোকগত অভিনেতা অমরেন্দ্র দত্ত,এবং শ্রীযুক্ত চুনীলাল দেব ও শ্রীযুক্ত নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব প্রভৃতির সহিত নৃপেন্দ্রচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁহারা সকলে মিলিয়া একটী থিয়েটারের দল গড়িতে চেষ্টা করেন। সেই চেষ্টার ফলে অমরেন্দ্রনাথের 'ইণ্ডিয়ান্ ড্রামাটিক ক্লাবে'র সৃষ্টি হয়। বাগমারীর বাগানে রিহার্সাল দেওয়া চলিত ও মাঝে মাঝে এ ষ্টেজ ও ষ্টেজ ভাড়া লইয়া অভিনয়ও হইত। এই দলের স্ত্রী-অভিনেত্রীদের মধ্যে শ্রীযুক্তা তারাসুন্দরী ও শ্রীযুক্তা কুসুমকুমারীর নাম উল্লেখযোগ্য। ইহার সহিত গিরিশচন্দ্র ঘোষেরও যোগ ছিল। এই সম্প্রদায় বেঙ্গল থিয়েটার ভাড়া লইয়া 'কাপ্তেন বেলের' শিক্ষাধীনে 'বিষাদ' নাটকের যে অভিনয় করেন, তাহাতে নৃপেন্দ্রচন্দ্র 'মাধব' ও 'সোহাগী' এই উভয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ইহাই বোধ হয় তাঁহার প্রথম অভিনয়। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম অনুমান ২৪।২৫ বৎসর।

বাল্যকাল হইতেই নৃপেন্দ্রচন্দ্রের নৃত্যকলা শিক্ষা করিবার অদম্য স্পৃহা ছিল। অমরেন্দ্রনাথের 'দলে' থাকিতে থাকিতেই তিনি প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী শ্রীযুক্তা তারাসুন্দরীর নিকট হইতে 'নাচের পা' শিখিয়াছিলেন। তাহার উপর বিভিন্ন রঙ্গালয়ে ওস্তাদনট শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ও তদীয় শিষ্য শরৎচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের (রাণুবাবু) নৃত্যভঙ্গী এবং তদানীন্তন বহু বিখ্যাত নর্ত্তকীর নৃত্য-চাতুরী দেখিয়া তিনি নৃত্য-বিদ্যা অনেকটা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু নিজ বিদ্যা দেখাইবার সুযোগ তাঁহার মিলিতেছিল না—কোন প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিতে না পারিলে সমস্তই যে ব্যর্থ হইয়া যায়! এমন সময় ঘটনাচক্রে নৃপেন্দ্রচন্দ্রের ভাগ্যে এক মস্ত সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল।

১২৯৯ সালের কার্ত্তিক মাসে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র নগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় গিরিশচন্দ্রকে লইয়া গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের ভূমিতে 'মিনার্ভা থিয়েটার" নাম দিয়া একটি নূতন রঙ্গালয় সংস্থাপিত করেন। যখন রসশেখর অর্দ্ধেন্দুশেখর ও নৃত্য-শিক্ষক রাণুবাবু মিনার্ভা ত্যাগ করেন, তখন অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র 'মুকুলমুঞ্জরা'র বঙ্কচাঁদ ও 'আবুহোসেনের' 'আবু' ভূমিকার জন্য উপযুক্ত লোকের অভাব অনুভব করেন। তদুপরি নৃত্য-শিক্ষকের স্থানও অপূর্ণ। এই সময় নাট্যানুরাগী গোবর্দ্ধন বন্দোপাধ্যায় মিনার্ভায় যোগ দেওয়ায় সকল অভাব দূর হয়। তাঁহার নৃত্যকলা-পটুতার গুণে "ফণীর মণি" "পাঁচকনে" প্রভৃতি গীতিনাট্য ও পঞ্চরং দর্শকমনোহারী হইয়াছিল। কিন্তু যখন পীড়াবশতঃ গোবর্দ্ধনবাবু মিনার্ভা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন, তখন গিরিশচন্দ্র অকুল পাথারে পড়িলেন। এই সময়ে এক দিন পথে ট্রামগাড়ীতে চড়িয়া যাইতে যাইতে গিরিশচন্দ্র পথে নৃপেন্দ্রকে দেখিতে পান। নৃপেন্দ্রচন্দ্রেরও দৃষ্টি গিরিশচন্দ্রের উপর পতিত হইল। যোগাযোগ মিলিয়া গেল। নৃপেন্দ্রচন্দ্র তৎক্ষণাৎ ট্রামে উঠিয়া পড়িলেন ও অমরেন্দ্র দত্তর 'দলের' সংশ্রবে চাক্ষুষ-পরিচয়ের জোরে গিরিশচন্দ্রকে মহা সমাদরে তাম্বুল-দানে আপ্যায়িত করিলেন। পরে পরিচয় হইল। সমস্ত পরিচয় গ্রহণের পর গিরিশচন্দ্র তাঁহাকে মিনার্ভায় যোগ দিতে বলিলেন। এই ঘটনার সময়টা অনুমান ১৩০২ সাল।

এই স্থানে গিরিশচন্দ্র নৃত্য-বিদ্যা প্রসঙ্গে নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা তুলিয়া দিতেছি:—

"আমি নেপেনকে বলিলাম, 'তুমি যে সকল নাচ দেখিয়াছ, শিখিয়াছ কি? নেপেন বলিল, 'খাসা শিখিয়াছি।' আমি বলিলাম 'ঐ সকল শিখাইতে পার?' নেপেন উত্তর করিল 'হ্যাঁ, তিনের পা, পাঁচের পা, সাতের পা, সব জানি। আমি "তারার" নিকট বাগানে শিখিয়াছি।' আমি নেপেনকে বলিলাম, 'দেখ, তিনের পা, পাঁচের পা ছাড়িয়া দাও, যাত্রায় মন্দিরায় তাল দিতে দেখিয়াছ কি? যদি দেখিয়া থাক বুঝিবার চেষ্টা করো,—তবলায় যে বোল চলিতেছে, মন্দিরা তাহার অনুকরণ করিবার প্রয়াস পায়। তবে তবলার এক আওয়াজ, মন্দিরার এক স্বতন্ত্র আওয়াজ। যেরূপ মন্দিরায় বাজনার বোল অনুকরণ করে, পায়ের ঘুঙুরেও যে সেইরূপ বোল বাহির করিতে পারে, তাহারই যথার্থ নৃত্য। মন্দিরা লইয়া হাতে তাল দেয়। ঘুঙুরে পায় তাল দেয়। ইহাতে বিভিন্ন পদ বিক্ষেপে মন্দিরার ন্যায় বুলি বলে।' নেপেন নাচ সম্বন্ধে আমার এই কথাগুলি বুঝিল। বলিল, 'দেখি, আমি নাচ শিখাইতে পারিব।' আমিও তাহার চক্ষের জ্যোতি দেখিয়া বুঝিলাম, নেপেন আমার বাক্য অনুধাবন করিয়াছে।"

("রঙ্গালয়ে নেপেন")

নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিনার্ভায় নাচ শিখাইতে লাগিলেন। গিরিশবাবুর নেপেন বাবুর সহিত নৃত্য সম্বন্ধে নানারূপ আলাপ হইত। গিরিশবাবু লিখিয়াছেন, "নেপেন বুঝিল, যাহাতে অঙ্গসৌষ্ঠব সুন্দররূপে প্রদর্শিত হয়, সেই সকল নৃত্যের ভাবভঙ্গী। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব নৃত্য করিতেন, লোকে মুগ্ধ হইত। নৃত্য সামান্য কলাবিদ্যা নয়—মনোযোগের সহিত নেপেন এই সকল কথা শুনিত।" নৃপেন্দ্র নাচ শিখাইতে লাগিলেন, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র নিজের নাচ দেখাইবার সুযোগ পান নাই। পরে একদিন মিনার্ভায় গিরিশচন্দ্রের "সভ্যতার পাণ্ডা" অভিনয় হইতেছে; ইহাতে যে 'ভালুক' সাজিত সে অনুপস্থিত। গিরিশচন্দ্র বলিলেন "নেপেনকে ভালুক সাজাতে হবে।" নৃপেন্দ্রচন্দ্রের তৎক্ষণাৎ স্বীকার। ভালুকবেশী নৃপেন্দ্রচন্দ্র ভালুকীর হাত ধরিয়া নাচিয়া গাহিলেন—

"নাচি ঠুম্‌কী ঠুম্‌কী নাচি ঠুম্‌কী ঠুম্‌কী।
আমরা চাঁদমুখো আর চাঁদমুখী॥
পিরীত মাখামাখি, দুজনে মেতে থাকি,
জরে ধুকী, আর মৌও চাকি,
পিরীত বাধলো যখন আমরা খোকা খুকী॥
ভোরে হাওয়া খেতে, পিরীতি বাধ্‌লো পথে,
এখন জানাজানি, ছিল লুকোলুকী॥"

নৃপেন্দ্রচন্দ্রের ইহাই প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে প্রথম নাচ। তাহার পর নৃপেন্দ্রচন্দ্র গিরিশচন্দ্রের 'ফণির মণিতে' 'ফকুরের মার্ ফকুরে' সাজিলেন। 'ফকুরে বেশী' নৃপেন্দ্রচন্দ্র মঞ্চে প্রবেশ করিয়া বলিলেন,

"তোড়া কে?"

প্রশ্ন হইল "তোড়া কে?"

ফকুরে বলিল, "আমড়া ফকুড়েড় মায়েড় ফকুড়ে!"

বিরাগ উত্তর দিল, "আমড়াও ফকুড়ের মায়েড় ফকুড়ে।"

ফকুরে ভাবিল, কখনই নয়। মুখে ব'লল, "ফকুড়ে মায়েড় ফকুড়ে হতে লাড়বি? এমনি কড়ে গান গাইতে পাড়বি? লাচতে পাড়বি?" বলিয়া নাচ-গান আরম্ভ করিল:—

"ঢুল খেয়ে ঝুল খেয়ে চাপি, মাচডেড় উপ্‌ড়োয়,
হাঁপ ছেরে গে ছায়ে বসি হাওয়া ঝুড় ঝুড়োয়।
ফেড়্ ঝাঁপি, ফেড়্ চাপি, থাবা থাবা ভাত ঠেসে দে
ফকুড়েড় মা পেট পুড়োয়।"

নৃপেন্দ্রচন্দ্র ফকুরের ভূমিকায় খুব সুনাম কিনিয়া ছিলেন। গিরিশচন্দ্রের 'পাচকনে'তেও একটা কি ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মিনার্ভা থিয়েটারের দিন দিন আয় যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছিল, তেমনি সত্ত্বাধিকারীর অমিতব্যয়িতায় রঙ্গালয়ের স্থায়িত্বলোপেরও আশঙ্কা হইয়া উঠিতেছিল। এই কারণে গিরিশচন্দ্র স্বহস্তে আয়ব্যয়ের হিসাবপত্র রাখিতে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু তাহাতে নগেন্দ্রবাবু বিরক্ত হইয়া গিরিশচন্দ্রকে কর্ম্মচ্যুত করেন। তখন শ্রীযুক্ত চুনীলাল দেব, শ্রীযুক্ত নিখিলেন্দ্র দেব, রাজেন্দ্র সরকার, দুর্গাদাস দে প্রভৃতি মিলিয়া মিনার্ভা চালাইতেছিলেন। তখনও নৃপেন্দ্রচন্দ্র 'মিনার্ভা'র নৃত্যশিক্ষক। গিরিশচন্দ্র এক দিন মিনার্ভায় আসিয়া নৃপেন্দ্রের নাচশিখানো দেখিলেন; তাঁহার শিক্ষাপ্রণালী ও নাচের ভঙ্গী দেখিয়া গিরিশচন্দ্রের খুব ভালো লাগিল। এই সময়ে মিনার্ভায় ১৩০৩ সালের ১০ই পৌষ দুর্গাদাসের 'বড়দিনের পঞ্চরং' "ছবি" খোলা হয়। ইহাতে নৃপেন্দ্র 'রোজা', 'ফলওয়ালা', 'মাতাল' ও 'পেঁচোর' ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এই ছবি অভিনয়-আলোচনা প্রসঙ্গে পণ্ডিতপ্রবর মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি লিখিয়াছেন—

"... ... ...প্রথম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যে গয়লানী ও তোত্‌লার (পেঁচো) কথোপকথন বেশ মজাদারি। তোত্‌লার অভিনয় স্বাভাবিক এবং প্রশংসাজনক। গয়লানীকে উদ্দেশ করিয়া, আড়-নয়নে চাহিতে চাহিতে, তেড়া-বাঁকা-ভাবে থাকিয়া তোৎলা যখন গাহিল—

"মন! তুমি কৃষিকাজ জাননা—
এমন পতিত্ জমি রইল' পড়ে
আবাদ কর্‌লে ফল্‌ত সোনা!"—

তখন রঙ্গালয়ে কেহ হাস্য সংবরণ করিতে পারেন নাই।... ...দ্বিতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যে যখন বঙ্কিম-বিনোদিনী বিরহ-বিকারে মূর্চ্ছা যান, তখন ঝি রোজা ডাকিয়া আনিল। এই অবস্থায় রোজা ও রোজানীর প্রবেশ ও গীত—

"ভূতপেত্নী ঝাড়ার চোটে বব্‌ব পগার পার।
দেবো হলুদ-পোড়া সর্ষে-পড়া (দেবো) জুতো-পড়া আর॥
ইত্যাদি।

তাহাদের ভূত ছাড়াইবার আয়োজন ও সিদ্ধান্ত বড়ই স্বাভাবিক হইয়াছিল।...

যখন এইরূপভাবে মিনার্ভা থিয়েটার চলিতেছিল, তখন ওদিকে শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত পূর্ণোদ্যমে 'ক্লাসিক থিয়েটার' খুলিতেছিলেন। ক্রমশঃ

শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

"ষোড়শী"

(বিখ্যাত ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ হালদার মহাশয় নাট্যমন্দিরে "ষোড়শী"র অভিনয় দেখে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রকাশার্থে পাঠিয়ে দিয়েছেন। নাঃ সঃ)

নাচঘর সম্পাদক-মহাশয় সমীপেষু,—

আজ নিতান্ত আনন্দের প্রয়োজন-বোধে এই পত্র লিখিতেছি।

জাতির এই আত্মা-হীন নির্বীর্য্যতার যুগে যিনি দেশের অন্তরকে রসে, রূপে ও শক্তিতে ঐশ্বর্য্যশালী করিয়া তুলিতে পারেন—তিনি সে জাতির সম্পদ।

বাংলা দেশের অভিনয়ের ইতিহাস আমাদের কৈশোরেরই সমবয়সী। কিন্তু দেশের মস্তিষ্ক আজ যেখানে আসিয়া পড়িয়াছে—রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয় কিন্তু তাহার নাগাল পাইতেছে না। সস্তা প্রশংসা ও করতালির লোভে এখনও vulgarity বিকাইতে চাহিতেছে। কিন্তু সেদিন নাট্যমন্দিরে সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'ষোড়শী'র অভিনয় দেখিয়া আমাদের রঙ্গালয়ের সম্বন্ধে আমার ধারণা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। মনে হয় সত্যকারের অভিনয়—পরিশুদ্ধ ও অভিনব রূপে, জীবনে এই প্রথম দেখিলাম। বাংলার রঙ্গালয় যে-সমস্ত কারণে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একান্ত তুষ্টির কারণ হইয়া উঠিতে পারে নাই 'ষোড়শী'র অভিনয় এক অভিনব উপায়ে সেই সমস্ত কারণকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। যে নূতন যুগের অপেক্ষায় আমাদের রঙ্গালয় প্রতীক্ষা করিতেছিল—'ষোড়শী'র অভিনয়ে ও তাহার প্রয়োগ-নৈপুণ্যে এই প্রথম তাহা একটা সজীব ও পরিপূর্ণ মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়াছে। সামাজিক নাটকের অভিনয়ের একটা সত্যকারের standard প্রতিষ্ঠিত হইল। জীবানন্দের ভূমিকায় ভাদুড়ী-মহাশয়ের সংযমময় সহজ, সরল ও একান্ত রস-নিমগ্নতা মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। কণ্ঠস্বর ও অভিনয় বিচারের অবকাশ দেয় না; এবং একটা জিনিষ যাহা চোখে পড়ে যে অভিনেতা যেন দেহের ও কণ্ঠের ইঙ্গিতে এক অপূর্ব্ব ভাষ্য রচনা করিয়া চলিয়াছেন - যাহা বুঝিতে কাহারও এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব লাগে না। "ষোড়শী"র ভূমিকা অভিনেত্রী অভিনয়ে যে dignity ও consistency বজায় রাখিয়াছেন—তাহা সত্যই অপূর্ব্ব। 'ষোড়শী' নাটকটির অভিনয়ের একটি বিশেষত্ব যে ইহার অধিকাংশ ভূমিকাই নিখুঁত ভাবে অভিনীত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী এই নাটকটির অভিনয়ে বাংলার সমস্ত সুধী সজ্জনকে আনন্দে অভিসিঞ্চিত করিয়াছেন। প্রার্থনা করি, সুস্থদেহে তিনি দীর্ঘায়ু হইয়া বাংলা অভিনয়ের standardকে কায়েমী করিয়া দিয়া যান।

ইতি—

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ হালদার

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্তৃক মুদ্রিত ও ১১নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয় ঃ—১১ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা | Reg. No. C 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৪র্থ বর্ষ
১৭শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চোধুরী

৩০শে ভাদ্র
১৩৩৪

নাট্য-জগৎ

—:*:—

—আপত্তি নিবেদন করছি! রবীন্দ্রনাথের "গৃহ-প্রবেশ," "রাজা", "ডাকঘর", "ফাল্গুনী", "পরিত্রাণ", "রক্ত-করবী" বা "নটীর পূজা" প্রভৃতির অভিনয় চলতে পারে, আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়ে এখনো এমন সময় আসেনি।

*

কারণ এই শ্রেণীর অধিকাংশ নাটকেই আখ্যান-ভাগ ও চরিত্র-চিত্রণের দিকেই নাট্যকারের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে না। প্রধানতঃ একটি 'আইডিয়া'-কেই এখানে মূর্ত্তি দেবার চেষ্টা করা হয় এবং সেই 'আইডিয়া'টি ফোটা আর না-ফোটার উপরেই সমগ্র নাটকের সফলতা বা বিফলতা নির্ভর করে।

ধরুন, "পরিত্রাণ" নাটকের কথা। পুরাতন "বৌ-ঠাকুরাণীর হাটে"র উপরেই "পরিত্রাণের" প্রতিষ্ঠা। "বৌ-ঠাকুরাণীর হাটে" প্রতাপ, উদয়, বসন্ত রায়, সুরমা ও বিভা প্রভৃতিই ছিল প্রধান চরিত্র, কিন্তু "পরিত্রাণে"র মধ্যে তাঁদের দেখা পাওয়া গেলেও তাঁরা এ-নাটকে আর প্রধান স্থান অধিকার ক'রে নেই।

*

"পরিত্রাণে" প্রধান হয়ে আছে "ধনঞ্জয় বৈরাগী"! কিন্তু আসলে ধনঞ্জয় বৈরাগী কি ?—একটি মহৎ "আইডিয়া"র মূর্ত্তি। নাটকে, অভিনয়ে ও দর্শকের মনের ভিতরে সেই "আইডিয়া"টি যদি ভালো ক'রে বিকসিত না হয়, তা'হলে সমস্তই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

*



নৃত্যতি নবযৌবনী !

আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় জীবনের ছায়া পড়েছে ঐ ধনঞ্জয় বৈরাগীর উপরে। তার গান ও কথা গদ্যে-পদ্যে ভাবের ধারা; তার প্রত্যেকটি উক্তি গভীর অর্থে পরিপূর্ণ। এমন অপূর্ব্ব সৃষ্টি বিশ্ব-সাহিত্যে আর আছে কিনা জানি না।

*

এ-নাটকে প্রতাপ বা বসন্ত রায় বা সুরমা বা বিভার সার্থকতা শুধু ধনঞ্জয় বৈরাগীকে বিকসিত করবার জন্যে। অর্থাৎ তাঁরা হচ্ছেন ধনঞ্জয়-রূপ "আইডিয়া"র পৃষ্ঠভূমি বা "ব্যাকগ্রাউণ্ড" মাত্র। বৈরাগীর অপূর্ব্ব ধারণার সামনে এসে তাঁরা ভেসে যান—ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি ক'রেও পাঠকের বা দর্শকের মনের ভিতর তাঁরা কোন স্থায়ী আসন লাভ করতে পারেন না।

*

কিন্তু অনেক ব্যক্তি প্রশ্ন করেছেন :—নাটকের মধ্যে "আইডিয়া"ই কি একমাত্র ধর্ত্তব্য জিনিষ? তার ক্রিয়া, এবং ক্রিয়ার ধারাবাহিকতা ও পরিণতি কি কিছুই নয়? "আইডিয়া" তো ঘরে ব'সে বই প'ড়ে আমরা আরো ভালো ক'রে গ্রহণ করতে পারি, সেজন্যে আমরা আবার রঙ্গালয়ে যাব কেন?

*

তাঁদের প্রশ্ন করবার অধিকার নেই, এমন বলতে পারি না। এর উত্তরে বিশ্বপূজ্য নাট্যকার কি বলেন, আমাদের তা শোনবার আগ্রহ আছে। যদি সুযোগ পাই, তাঁর পদতলে ব'সেই আমরা এ প্রশ্ন উত্থাপন করব।

*

কিন্তু তার আগে একটা কথা ব'লে রাখতে পারি। সাধারণ রঙ্গালয়ে "আইডিয়া"-প্রধান নাটক অভিনয় করবার সময় এখনো আসে নি। দর্শকের ধারণা-শক্তিও তো বিচার করতে হবে? যে বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ পড়ে তাকে "বোধোদয়" পড়তে দিলেও তার কিছুমাত্র বোধোদয় না হওয়াই সম্ভব। এক্ষেত্রে পাঠক নিরপরাধ, দোষ শিক্ষকের।

*

য়ুরোপীয় সাহিত্যে এখন "আইডিয়া"-প্রধান নাটকের প্রভাব খুব বেশী। বটে। কিন্তু সাহিত্যের কত স্তর ধীরে ধীরে পার হ'য়ে য়ুরোপীয় নাট্যকাররা বর্ত্তমানের এই স্তরে এসে দাঁড়িয়েছেন, সেটাও বিবেচ্য। সেখানে পাঠকদের মনও স্তরে স্তরে ধীরে ধীরে উন্নত হবার অবকাশ পেয়েছে। বাঙালী পাঠক বা দর্শক সে অবকাশ তো পায়নি। সুতরাং তাদের দোষ দিতে পারি না।

*

এবং যেখানে জনসাধারণের মন অতটা উন্নত, সেই য়ুরোপেও জনপ্রিয় রঙ্গালয়ে ইবসেন, মেটারলিঙ্ক ও ষ্ট্রীণ্ডবার্গ প্রভৃতির মূল্য কতটুকু? অধিকাংশ স্থলে বিশেষ রঙ্গালয়েই তাঁদের নাটক অভিনীত হয়। কাজে-কাজেই আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, বাঙালী জনসাধারণের মাথার উপরে এখন "আইডিয়া"-প্রধান নাটক সজোরে নিক্ষেপ করা নিষ্ঠুরতা এবং অবিচার ছাড়া আর কিছুই নয়।

*

রবীন্দ্রনাথকে হাস্যাস্পদ ক'রে কোন পক্ষের লাভ নেই।

*

গেল শনিবারে ষ্টার থিয়েটারে "পরিত্রাণে"র অভিনয় দেখে এসেছি। আসছে হপ্তায় অভিনয় সম্বন্ধে আমাদের মতামত ব্যক্ত করব।

*

গত-পূর্ব্ব বুধবারে নাট্যমন্দিরে "শেষ-রক্ষা"র অভিনয়ে একটি নূতন ব্যাপারের অনুষ্ঠান হয়েছে। Fuchs, Littman, Copeau প্রভৃতি য়ুরোপীয় প্রয়োগ কর্ত্তারা প্রেক্ষাগৃহ ও রঙ্গমঞ্চের মধ্যে যে অন্তরঙ্গতা বর্দ্ধনের চেষ্টা করেছেন এবং Meierhold ও Reinhardt যে চেষ্টা সফল ক'রেছেন আমরা 'নাচঘরে' আগেই তার পরিচয় দিয়েছি এবং পরম আনন্দে প্রকাশ করছি যে, "শেষ-রক্ষার" অভিনয়ে বাংলা দেশে সর্ব্বপ্রথমে এই উপভোগ্য আধুনিকতার সূচনা হয়েছে।

*

"শেষরক্ষা"র শেষ দৃশ্যের অভিনয় কালে দর্শকরা রঙ্গমঞ্চের উপরে গিয়ে অভিনেতাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন এবং অভিনেতারা প্রেক্ষাগৃহে নেমে এসে দর্শকদের সঙ্গে আলাপ করেছিলেন! ব্যাপারটা এদেশে এমন নূতন যে, অনেক দর্শকই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে এই নূতনত্বের আসল কারণ বুঝতে পারেন নি!

*

এই যে "Theatrical intimacy", এর আর এক নাম হচ্ছে "unity of action" এবং এজন্যে মায়ারহোল্ড প্রভৃতিকে সমগ্র রঙ্গালয়ের গড়ন বদলাতে হয়েছে। নাট্যমন্দিরে আপাততঃ সে সুযোগ নেই, কাজেই রঙ্গমঞ্চ থেকে প্রেক্ষাগৃহ পর্য্যন্ত বিস্তৃত সোপানশ্রেণী স্থাপন ক'রে শিশিরকুমার অন্তরঙ্গতার বাধা যতটা-সম্ভব দূর করেছেন।

*

রবীন্দ্রনাথের "শেষরক্ষা" নাটক "চিরকুমার সভা"র মত একখানি জনপ্রিয় হাস্য-নাট্য। চটুল আনন্দ বিতরণ ছাড়া এর মধ্যে আর কোন গোপন উদ্দেশ্য নেই। নাট্যকারের তরুণ বয়সের রচনা ব'লে এর মধ্যে আধুনিকতাও অল্প এবং এর আখ্যান-বস্তুর সংস্থান-পদ্ধতি অনেক স্থলেই ফরাসী নাট্যকার মলিয়ারকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

*

অভিনয় আমাদের ভালো লেগেছে এবং দর্শকদেরও যে মনের মত হয়েছে অশ্রান্ত হাস্যধ্বনির দ্বারা তাঁরা তা প্রমাণিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের হাস্য-রসের একটা প্রধান গুণ, কোথাও তা পুরাণো বা পঙ্কিল নয়, তার নির্ম্মলতা, লঘুতা ও মধুরতা সকলেরই উপভোগ্য।

*

"গোড়ায় গলদে"র চন্দ্রবাবু "শেষরক্ষা"য় নাট্যকারের পরিবর্ত্তনের ফলে যেন কিছু অপ্রধান হ'য়ে পড়েছেন ব'লে মনে হ'ল—যদিও তিনি আর সকলের মস্তিষ্কের মতই বিরাজ করছেন। চন্দ্রবাবুর শেষ-বক্তৃতায় কিছু আধিক্যতা বা আতিশয্যও আছে। স্বয়ং শিশিরকুমার এই ভূমিকাতে সম্পূর্ণ নূতন ভাবে অভিনয় ক'রে দেখিয়েছেন, হাস্যাভিনয়ে তাঁর কতখানি ক্ষমতা এতদিন প্রচ্ছন্ন হয়ে ছিল! "আলমগীর" ও "চাণক্য" যে "নিমচাঁদ ও "চন্দ্রবাবু" রূপে এতটা অপরিচিত মূর্ত্তিতে দেখা দিতে পারেন, সত্যই তা কল্পনাতীত!

*

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র রায় "বিনোদে"র কাব্যাহত অবস্থায় অতি মধুর অভিনয় করেছেন। শেষের দিকেও তাঁর অভিনয় অযশস্কর হয়নি। গদাইয়ের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র চৌধুরী খ্যাতির আর এক ধাপ উঁচুতে উঠতে পেরেছেন,—সত্যি বলতে কি—তাঁর "গদাই" আগাগোড়া চমৎকার! চটুল ভয়, বিস্ময়, দুঃখ, নিরাশা ও আনন্দের ভাব তাঁর মুখে ও চালচলনে যতদূর ফোটবার তা ফুটেছে।

*

শিবচরণ ও নিবারণের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী একেবারে অনিন্দনীয়! মনোরঞ্জনবাবু ভূমিকার উপযোগী বেশ-একটি ভঙ্গী অবলম্বন করেছিলেন। এবং এই নাটকে ও আর কয়েকখানি সামাজিক নাটকে যোগেশবাবুর পরম স্বাভাবিক অভিনয় দেখে বার বার আমাদের মনে হয়েছে, এমন একজন পাকা অভিনেতা এতদিন পৌরাণিক নাটকের আবর্ত্তে প'ড়ে বৃথাই নিজের শক্তিক্ষয় করছিলেন!

*

"ললিতে"র ভূমিকায় শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় নাট্যমন্দিরে এই প্রথম আত্মপ্রকাশ ক'রলেন এবং এ-ধরণের ভূমিকায় বর্ত্তমান বাংলা রঙ্গমঞ্চে তাঁর জুড়ী সত্যই যে কেউ নেই, মিনিট-পাঁচেকের মধ্যেই তিনি তার পরিচয় দিয়ে যেতে পেরেছেন।

*

স্ত্রী-ভূমিকার মধ্যে শ্রীমতী প্রভার "ইন্দুমতী" আমাদের মনের পটে সব-চেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। অপূর্ব্ব তাঁর অভিনয়, বিচিত্র তাঁর অঙ্গভঙ্গ, রসরঙ্গ! এ ভূমিকায় তাঁকে অতুলনীয়া বললেও অত্যুক্তি হবে না, আমাদের কল্পনাকেও তিনি অতিক্রম করেছেন!

*

কমলমুখীর ভূমিকায় যে-রকম অভিনয় হওয়া উচিত, শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনীর কাছ থেকে আমরা তা পেয়েছি। শ্রীমতী চারুশীলা "ক্ষান্তমণি"র ভূমিকায় তাঁর পূর্ব্ব-প্রসিদ্ধ হাস্যরসসৃষ্টির ক্ষমতার আর একটি উদাহরণ দিয়েছেন—যদিও তাঁর কাছ থেকে আমরা আরো বেশী আশা করেছিলুম! শ্রীমতী উষার 'ঠাকুরদাসী'ও অল্পের মধ্যে সুন্দর।

*

কিন্তু ইন্দুমতী ও কমলমুখীর ভূমিকায় শ্রীমতী প্রভা ও শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনীকে ঠিকমত মানায় নি,—বয়সে তাঁদের আরো বড় দেখাচ্ছিল। তাঁদের দুজনেরই গলার আওয়াজ মিষ্টি হ'লেও গানগুলি তাঁরা ভালো ক'রে গাইতে পারেন নি। তাঁদের গান চলনসই হয়েছিল,—এইমাত্র! এ কি শিক্ষার অভাব, না মনোযোগের অভাব?

*

শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পরিকল্পিত দৃশ্যপটগুলি খুব সুন্দর ও মন-ভোলানো হ'য়েছে। কিন্তু চন্দ্রবাবুর ঘর দেখতে চমৎকার হ'লেও নাটকের বর্ণনার ও চন্দ্রবাবুর প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খায় নি। এ-দোষটুকু বাদ দিলে বলতে পারি, দৃশ্যপটাঙ্কনে রমেন্দ্রনাথের কারু-কৌশল ক্রমেই উন্নত হয়ে উঠছে এবং তাঁর সব-চেয়ে বাহাদুরি এই যে, অন্যান্য অনেক মঞ্চশিল্পীর মত তিনিও বাহুল্য-দোষের দ্বারা আক্রান্ত হন নি। তাঁর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

*

এম্পায়ার থিয়েটারে "মায়ার খেলা"র তৃতীয় অভিনয় দেখে এলুম। তৃতীয় অভিনয়ের প্রধান বিশেষত্ব, পুরুষ-ভূমিকাগুলি পুরুষরাই গ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশেষত্ব, নারী-ভূমিকাগুলিতেও কয়েকজন নূতন মহিলা অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

*

পুরুষের ভূমিকা পুরুষরা গ্রহণ করাতে অভিনয়ের স্বাভাবিকতা ও বৈচিত্র্য যে আরো বেড়েছে, সে কথা বলা বাহুল্য। বঙ্গপ্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতাভিনয়ই ছিল সেদিনকার প্রধান শ্রোতব্য ও দ্রষ্টব্য ব্যাপার। সকলেই তা উপভোগ করেছেন। শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরও গান গেয়ে সুখ্যাতি পেয়েছেন।

*

প্রধান ছুটি নারী-ভূমিকার গানগুলি যার-পর-নাই শ্রুতিমধুর হয়েছিল। এই ছুই ভূমিকারই অভিনেত্রীর নাম শ্রীমতী রমা দেবী। অনুপম এঁদের কণ্ঠের মাধুর্য্য। কুমারী রেবা রায় ও কুমারী চিত্রা ঠাকুরের নৃত্য-কৌশলও সেদিনকার অভিনয়কে আগেকার মতই মনোহর ক'রে তুলেছিল। সখীদের নৃত্যগীতও উল্লেখযোগ্য। এই আনন্দের অনুষ্ঠানের জন্যে আমরা শ্রীমতী সরলা দেবীকে আবার ধন্যবাদ দিচ্ছি।

*

গত বুধবারে আমরা মনোমোহন থিয়েটারে "চাঁদ সদাগরে"র অভিনয় দেখে এসেছি। মতামত পরে প্রকাশ্য।

*

গত-পূর্ব্ব সপ্তাহে "নাচঘরে" ছোট আদালতের উকিল-বাবুদের অভিনয় সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল। তার ফলে কবিরাজ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেনের স্বাক্ষর নিয়ে এমন একখানি সুদীর্ঘ প্রতিবাদ-পত্র আমাদের আপিসে এসেছে, যা ভদ্রলোকের রচনা ব'লে সহজে বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। এই কবিরাজ-মশাইটি কে?

*

উকিল-বাবুদের অভিনয় দেখবার সুযোগ আমাদের হয় নি। যাঁর মতের উপরে আমাদের শ্রদ্ধা আছে, এমন একজন দেশবিখ্যাত সাহিত্যসেবকের মতামতই আমরা পত্রস্থ করেছিলুম। পাঠকরা দেখবেন, সমালোচনাটি কৌতুকপূর্ণ ও উকিল-বাবুদের বিরোধী হ'লেও, তাতে গালাগালির নাম-গন্ধও নেই।

*

কিন্তু তাই প'ড়ে নাট্যশাস্ত্রে সহসা বিশারদ কবিরাজ-মশাই সমালোচককে 'অজ্ঞ', 'মূর্খ' ও বানর প্রভৃতি অসংখ্য গালাগালি দিয়ে আপনার বিশেষজ্ঞতা প্রমাণিত ক'রেছেন। প্রতিবাদটি প্রকাশিত ক'রে কবিরাজ-মশাইকে আমরা আর দশের মাঝে হাস্যাস্পদ ও "নাচঘর"কে কলঙ্কিত করলুম না এবং আশা করি স্বহস্তে-প্রস্তুত 'মধ্যম-নারায়ণ' তৈল ব্যবহার ক'রে তাঁর মাথা ঠাণ্ডা হ'লে এজন্যে তিনি পরে আমাদের ধন্যবাদ দেবেন।

গান

সারাদিন সারা রাত বাজায়োনা বাজনিয়া
পরাণ যে করে যাবো—যাবো!

একি রীতি, কেন নিতি
ঢালো প্রাণে এত প্রীতি
টলে পদতলে ক্ষিতি
কেমনে গো গুণ-গীতি গাবো!

নিশিদিন উদাসীন
হিয়া বাঁশরীয়া লীন
লাজ-কুল-মান-হীন
আমরা কি চিরদিন ভাবো!

দূর হ'তে শুনি সুর
সুধাভরা সুমধুর
কাঁদে আঁখি ক্ষুধাতুর
কেমনে ও মুখপানে চাবো!

বল' বল', কি বলিলে—
কি করিলে দেখা মিলে,
তনু-মন-ধন দিলে
তোমারে কি এ নিখিলে পাবো!

শ্রীনরেন্দ্র দেব

চিত্রনাটের রূপকথা

—:—

ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্ক "দি গচো" (The Gaucho) নামে নতুন ছবি তোলাচ্ছেন। এতে একটা রাস্তা দেখানো হবে, যেটা প্রস্থে ষাট ফিট আর দৈর্ঘ্যে পাঁচশো ফিট। এই দৃশ্যটা তৈরি করতে সাতশো লোক খাটছে। প্রায় ছু'হাজার নটনটী এই দৃশ্যে অভিনয় করবেন।

গিল্ডা গ্রে "শয়তানী নর্ত্তকী" (The Devil Dancer) ব'লে যে ছবি তোলাচ্ছেন, তাতে সুরম্য তিব্বত ও হিমালয়ের মহীয়ান্ দৃশ্য-সৌন্দর্য্য দেখানো হবে ব'লে প্রকাশ! এই প্রথম চিত্রনাট্যে জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্বভাব-সুন্দর দেশের দৃশ্য দেখানোর প্রয়াস হ'ল।

*

শোনা যাচ্ছে যে, এই ছবিতে গিল্ডা গ্রে তিব্বতীয় মন্দির ও মঠে প্রচলিত নৃত্যাদি দেখাবেন, কেননা চিত্রনাট্যের ঘটনা নাকি এই-সব স্থানের উপযোগী হয়েই পরিকল্পিত হয়েছে।

*

থিয়োডার রবার্টস্ বোধ হয় হলিউডের মধ্যে একমাত্র অভিনেতা যিনি ছবি-তোলা ব্যাপারে এক কোম্পানীর সহিত আজীবন চুক্তিবদ্ধ! কোম্পানীটি হচ্ছে প্যারামাউন্ট পিকচার কর্পোরেশন।

*

বর্ত্তমানে বিলাতের সর্ব্বজনপ্রিয় সুন্দরী অভিনেত্রী এভেলিন্ লে এবার চিত্র-জগতের অভিনেত্রী হয়ে পড়লেন। তিনি গ্রেহাম উইলকক্স সম্প্রদায়ের পরবর্ত্তী ছবি "নৌ-সৈন্যের ভাগ্য" (The Luck of the Navy) বইয়ের প্রধান স্ত্রী-ভূমিকায় অবতীর্ণা হবেন।

*

একটা বড় মজার খবর! স্বর্গগত রুডল্ফ্ ভ্যালেন্টিনো নাকি পরলোকে প্রস্থান ক'রেও চলচ্চিত্র জগতের মায়া কাটাতে পারেন নি! অন্ততঃ এই কথা তো একজন প্রেত-তাত্ত্বিকী বলছেন! রুডল্ফ্ নাকি প্রতি রাত্রে তাঁর কাছে এসে তাঁর পরপারের নূতন ছবির দৃশ্যাবলী লিখিয়ে যান। তাঁর সমাধির মধ্যে থেকে তিনি যে নতুন ছবি তৈরি করছেন, তার নামকরণ পর্য্যন্ত হ'য়ে গেছে—"কালের বাহির হ'তে সতর্কীকরণ" (The Warning from out of the Ages)।

*

হেন্‌রী মারগারের পৃথিবী-প্রসিদ্ধ কাহিনী,—"লাতিন্ আড্ডায় জীবন" (Life in the Latin Quarter) অবলম্বন ক'রে যে চিত্র-নাট্য তৈরি হয়েছে, তার নাম "লা বোহেমি" (La Boheme)। এতে নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় নামবেন জন গিলবার্ট ও লিলিয়ান্ গিশ।

*

চলচ্চিত্রের অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের চোখে যে কান্না দেখা যায় তা' কতক সময় কৃত্রিম উপায়ে গ্লিসারিনের সাহায্যে, আবার কতক সময় একটা দুঃখব্যঞ্জক করুণ সুরের বাজনা বাজিয়ে অভিনেতার অন্তর থেকে সত্যিকারের অশ্রুর উৎসকে উদ্বেলিত ক'রে তুলে দেখানো হয়। "চিত্রপ্রিয়"

নৃত্য-নায়ক নৃপেন্দ্রচন্দ্র

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—:০:—

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ, বাঙলা ১৩০৩ সালের ১৯শে ফাল্গুন নাট্যরথী অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ৬৮ বিডন ষ্ট্রীটে "ক্লাসিক" থিয়েটারের উদ্বোধন করিলেন। কিন্তু গিরিশ-চন্দ্রের "ছায়ানিধি", নিজ-লিখিত "হরিরাজ" প্রভৃতি অভিনয় করিয়াও যখন থিয়েটার জমাইতে পারিলেন না, তখন অমরেন্দ্রনাথ সবিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু বিধিলিপি খণ্ডন হইবার নয়। দৈবক্রমে সেই সময় নাট্য-কবি পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের সদ্য-লিখিত অপেরা "আলিবাবা"র কথা অমরেন্দ্রনাথের কানে গেল, তিনিও তৎপরতার সহিত উহা নিজ থিয়েটারে অভিনয়ার্থ আনাইলেন। তখন অমরেন্দ্রনাথ নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে আনা বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করিয়া তাঁহাকে "ক্লাসিকে" যোগদান করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন, নৃপেন্দ্রচন্দ্রও অবস্থা বিবেচনা করিয়া বাল্যবন্ধুর কথা এড়াইতে পারিলেন না, ক্লাসিকেই আসিলেন। মহোৎসাহে "আলিবাবা"র মহলা চলিতে লাগিল। নৃপেন্দ্রচন্দ্র অক্লান্ত-পরিশ্রমে নৃত্যশিক্ষা দিতে লাগিলেন—অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী থিয়েটারের ব্যক্তিরা বিদ্রূপ করিল, "নেপেন আবার নাচ শেখাচ্ছেন!" কিন্তু যখন "আলি-বাবা" রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইল, তখন লোকে নৃপেন্দ্রচন্দ্রের গুণপণা বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিল, সকলে দেখিল যে যত প্রকারের নৃত্য ইতিপূর্ব্বে চলিয়া আসিতেছিল, নেপেনের নৃত্যের প্রথা তাহা হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। পূর্ব্বে যাহারা নৃপেন্দ্রচন্দ্রের নাম শুনিয়া বিদ্রূপ করিতেন, তাঁহারা বিশেষরূপে বুঝিলেন যে, নৃপেন্দ্রচন্দ্র বিদ্রূপের অবস্থা অতিক্রম করিয়াছেন!

"আলিবাবা"য় নৃপেন্দ্রচন্দ্র বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে নৃত্যের এক অভিনব ধারা প্রবর্ত্তন করিলেন, এ ধারা আজও পর্য্যন্ত সকল রঙ্গমঞ্চেই অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। এতদিন নবাবী আমলের তয়ফা-ওয়ালীদের অনুকরণে বাই বা খেমটা-নাচের ঢং ও বৈষ্ণবী কীর্ত্তনী ঢংয়েই বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে নৃত্য চলিয়া আসিতেছিল, অনেকটা mechanical wayতে গানের সহিত তালে তালে তিনের পা, পাঁচের পা ইত্যাদি দেওয়া চলিতেছিল, যেন গানের সঙ্গে না নাচিলে নয় বলিয়া, কিন্তু নৃপেন্দ্রচন্দ্র দেখাইলেন নাচের নিজস্ব সৃষ্টিশক্তি আছে, তাহার একটা প্রাণ আছে, সেও দর্শকবৃন্দের মনে স্বতন্ত্র উন্মাদনার সৃষ্টি করিতে পারে, এবং বিভিন্ন গানকে পরিস্ফুট করিবার জন্য বিভিন্ন বেশভূষা সহ বিভিন্ন ভঙ্গীতে নৃত্যের প্রয়োজন। ইংরাজীতে যাহাকে নাচে figure করা বলে, নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের নৃত্যে তাহার প্রবর্ত্তনকারী বলিলে অত্যুক্তি হইবে না! "আলিবাবা"র আবদালা ও মর্জ্জিনার দ্বৈত-নৃত্য-গীত বাঙলার অভিনয়-দর্শক-বৃন্দকে চমৎকৃত করিয়া তুলিল, অবশ্য ইহার পূর্ব্বেও "নলিনা-বিকাশ" ও "আবু-হোসেনে" দ্বৈত-নৃত্য দর্শকেরা দেখিয়াছিল। "আলিবাবা"র অভিনয় দেখিবার জন্য ক্লাসিক থিয়েটারে বিপুল দর্শক সমাগম হইতে লাগিল। এই "আবদালা" ও "মর্জ্জিনায়" ভূমিকায় নৃপেন্দ্রচন্দ্র ও শ্রীযুক্তা কুসুমকুমারী এতদূর খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন যে, সেদিন পর্য্যন্ত কর্ণওয়ালিস রঙ্গমঞ্চে বেঙ্গলী

থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী (মদন) একখানিমাত্র "আলিবাবা" বই রাত্রির পর রাত্রি চালাইয়া যথেষ্ট অর্থ পাইয়াছিলেন। "আয় বাঁদী তুই বেগম হবি, খোয়াব দেখেছি" এই দ্বৈত নৃত্য-গীতের কথা রঙ্গালয়-দর্শকের মনে চিরদিন জাজ্বল্যমান থাকিবে।

"আলিবাবা"র পর ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে অমরেন্দ্রনাথের বড়দিনের পঞ্চরং "কাজের খতম" অভিনীত হয়। ইহাতে নৃপেন্দ্রচন্দ্র "সিগার মার্চেন্টে"র ভূমিকায় অদ্ভুত নৃত্যকলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন—তাঁহার শিক্ষায় নর্ত্তকী-সম্প্রদায় অপরূপ নৃত্যবিদ্যা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। নর্ত্তকীদের স্কুল-ছাত্রীবেশে সিগারেট হাতে "যেওনাকো থিয়েটার"-নৃত্য দর্শকের মনোরঞ্জন করিয়াছিল। নৃপেন্দ্রচন্দ্রের সিগারেট ফুঁকিতে ফুঁকিতে "এসনা নাওনা কিনে সস্তা জেনে খাসা এই তাজা সিগার" গীতসহ অপরূপ নৃত্যচাতুরী এক অভিনব ব্যাপার! তাহার পর ঐ ১৩০৫ সালের চৈত্রমাসে অমরেন্দ্রনাথের গীতিনাটক "নির্ম্মলাতে" "নিমচাঁদের" ভূমিকায় নৃপেন্দ্রচন্দ্র হাস্যরস ও নৃত্যকলায় অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শনে সকলকে মুগ্ধ করিলেন। Power and Guardian ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ্চ এই "নির্ম্মলা" অভিনয় সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন—"...... Nimchand's dance and melodious songs were simply beautiful ..."

অমরেন্দ্রনাথ নৃপেন্দ্রচন্দ্রের গুণপণায় মুগ্ধ হইয়া ইতিমধ্যে তাঁহাকে একটি পুরস্কার-রজনী দিয়া সম্মানিত করেন। বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে এই নৃপেন্দ্র চন্দ্র হইতেই অভিনেতার সম্মান-রজনীর প্রবর্ত্তন! এই সময় ক্লাসিকের মহাগৌরব চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। অমরেন্দ্রনাথ ক্লাসিকের ভিত্তি দৃঢ় করিবার জন্য অভিনেতা, অভিনেত্রীর অপূর্ব্ব সমাবেশ করিতে লাগিলেন। ১৩০৫ সালের শেষভাগে নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র "ক্লাসিকে" যোগদান করিলেন। ১৩০৬ সালের ৩২শে জ্যৈষ্ঠ গিরিশচন্দ্রের অপরূপ গীতিনাট্য "দেলদার" অভিনীত হইল। নৃপেন্দ্রচন্দ্র ক্লাসিকের নৃত্য-শিক্ষক—তিনি ইহাতে নানা নূতন ভঙ্গীর নৃত্য সংযোজিত করিলেন। নিজেও নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া রঙ্গমঞ্চ মাতাইয়া তুলিলেন। একে গিরিশচন্দ্রের গীতি-নাট্য, তায় ক্লাসিক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অভিনয়, সর্ব্বোপরি নৃপেন্দ্রচন্দ্রের শিক্ষায় নৃত্য-গীত ও স্বয়ং নৃপেন্দ্রচন্দ্রের হাস্যরস পরিবেষণ—সকলে মিলিয়া এক অচিন্তনীয় সাফল্য আনিয়া দিল এই "দেলদার" অভিনয়ে। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও সঙ্গীতকলাবিৎ রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর The Indian Mirror পত্রে লিখিয়াছিলেন—"The arranger of the dances took up the titular part.··· The opera was, as all operas are, or should be, a veritable feast of sights and sounds; sights that enchanted the eyes with the wealth of tasteful views and graceful dances and sounds that regaled the ear with the prettiness of the music and the faultlessness of its execution······ The arrangement of the dances did exceeding credit to the teacher. The various evolutions and steps had been carefully thought out and it must have cost him no small loss of temper at the time of rehearsal in insisting upon his ideas being faithfully carried out. The teacher danced enthusiastically with his well-trained pupils and was at all times the centre of attraction. Thus 'Deldar' conducted himself on the stage throwing the whole of his "del" into his legs. The Pancham Sowari dance, executed by the chorus girls of whom, by the way, such a large number had seldom been seen on any Bengali stage, was a difficult exercise and it was gone through in capital time······."

এই সময়ে ক্লাসিকে গিরিশচন্দ্রের "প্রফুল্লের" পুনরভিনয় হয়। ইহাতে নৃপেন্দ্রচন্দ্র কাঙালীচরণের ভূমিকা এমন সুনিপুণভাবে অভিনয় করিয়াছিলেন যে, ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট তারিখের Hindu Patriot-এ অমরেন্দ্রনাথকে পত্রাকারে লিখিত প্রফুল্ল অভিনয়ের যে সমালোচনা বাহির হয়, তাহাতে ছিল—"...Nripendra babu played the part of villainous Kangalicharan as his prototype..." নৃপেন্দ্রচন্দ্রের পরবর্ত্তী কীর্ত্তি হইতেছে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের নববর্ষে অভিনীত অমরেন্দ্রনাথের "মজা" নাটকে তদ্ধারা

সংযোজিত নৃত্যাবলী। এই নৃত্যগুলি নৃপেন্দ্রচন্দ্র পুস্তকের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া গীতের অর্থ-অনুযায়ী বিলাতী নৃত্যের অনুকরণে গঠন করিয়াছিলেন। নর্ত্তকী-সঙ্ঘের বিলাতী কায়দায় নৃত্যগীত এত মনোরম ও দৃশ্যসুখকর হইয়াছিল যে, Hindu Patriot লিখিয়াছেন—"The English songs and dances introduced by Babu Nripendrachandra Bose were much appreciated and would also be interesting to Europeans." ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারীর Englishman পত্রিকা পর্য্যন্ত লিখিয়াছিলেন, "The dancing introduced by N. Bose was much appreciated and encored."

১৩০৬ সালের ৬ই ফাল্গুন "ক্লাসিকে" গিরিশচন্দ্রের পাণ্ডব-গৌরব খোলা হইল—ইহাতে ঘেষেড়ার ভূমিকায় নৃপেন্দ্রচন্দ্রের ঘেষেড়ানী সহ "চলে সাঁই সাঁই" নৃত্য-গীত লোকপ্রসিদ্ধ। এই পাণ্ডব-গৌরব অভিনয়ের পর গিরিশচন্দ্র ক্লাসিক ছাড়িয়া কিছুদিনের জন্য মিনার্ভায় যোগদান করিয়াছিলেন, কিন্তু পুনরায় ১৩০৭ সালের পৌষ মাঘ মাস নাগাদ ফিরিয়া আসেন। ইতিমধ্যে ক্লাসিকে সীতারাম, ছুটীপ্রাণ, ফটিকজল, শ্রীকৃষ্ণ ও দোললীলা প্রভৃতি অভিনীত হইয়াছিল। সকলগুলিতেই নৃপেন্দ্রচন্দ্র নব নব নৃত্য যোজনায় উদ্ভাবনীশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। নৃপেন্দ্রের গোপবেশে "কেন রং দিলি ঢং ক'রে" গান তো চিরপ্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। নৃপেন্দ্রচন্দ্র নিজেও "ছুটীপ্রাণ" "ফটিকজল" প্রভৃতিতে অবতীর্ণ হইয়া দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। তখন এমন হইয়া পড়িয়াছিল যে, কি নাটক, কি গীতিনাট্য, ক্লাসিকের প্রত্যেক অভিনয়ে দর্শকেরা নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে দেখিতে চাহিত। এই সময় ১৩০৭ সালের ৯ই ভাদ্র প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "সোনার স্বপন" অভিনীত হইল। ইহাতে নৃপেন্দ্রচন্দ্র মায়াবী 'মন্দানিলের' ভূমিকায় অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া দর্শকবৃন্দকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিলেন। মন্দানিলের "এই দেখলুম আর মলুম, ছুঁতে ছুঁতেই ছেয়ে গেলুম, ধরলুম আর নিলুম।"—গীতের সহিত নৃত্য দর্শকবৃন্দের অসীম উপভোগ্য হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র ফিরিয়া আসিলে পর ১৩০৮ সালের ৭ই বৈশাখ প্রথম অভিনীত তৎরচিত "মনের মতন" নাটকে "টাহারের" ভূমিকায় নৃপেন্দ্রচন্দ্র রঙ্গমঞ্চে নাচ, গান হাসির ফোয়ারা ছুটাইয়াছিলেন। ১৩০৮ সালের ১০ই শ্রাবণ বঙ্কিমচন্দ্রের "মৃণালিনী" গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া ক্লাসিকে অভিনীত হয়। নৃপেন্দ্রচন্দ্র ইহাতে "দিগ্বিজয়ের" ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া নিজ অভিনয় গুণে "দিগ্বিজয়" করিলেন। তাঁহার সেই গিরিজায়ার প্রতি

"হয়েছি জ্যান্তে মরা তোমায় হেরে
তোর চোখ দুটি বিঁধেছে বুকে,
আমার দশা দেছে সেরে…"

অথবা দিগ্বিজয় ও গিরিজায়া, উভয়ের মাল্য বিনিময় করিয়া—

গি। তুই যা স'রে, তোরে মালা দিছি রাগ ক'রে।

দি। তুই মার ধ'রে, কে সবে প্রাণ ধ'রে।"—ইত্যাদি শ্রোতৃবৃন্দকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল।

ইহার পর নৃপেন্দ্রচন্দ্র অধিক বেতন পাইয়া Royal Bengal Theatreএ যোগদান করিলেন। Royal Bengal Theatreএ তখন শরৎঘোষ, যোগেন ঘটক, প্রিয় বসু, কুঞ্জ বসু প্রভৃতি মিলিয়া বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়কে নেতৃরূপে লইয়া কাজ চালাইতেছিলেন। সেখানে নৃপেন্দ্রচন্দ্র পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদের "প্রমোদরঞ্জনে" সম্পূর্ণ নূতনধরণের নৃত্যগীত দর্শকদের চক্ষের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলেন এবং নিজেও "চঞ্চলের" ভূমিকা গ্রহণ করিয়া রঙ্গমঞ্চে হাসির ফুল ফুটাইয়া বাহবা পাইলেন।

অমরেন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরোধে নৃপেন্দ্রচন্দ্র পুনরায় ১৩০৯ সালের মাঝামাঝি ক্লাসিকে ফিরিয়া আসিলেন! এই বৎসর বড়দিনের সময় ক্লাসিকে গিরিশচন্দ্রের নূতন সামাজিক নক্সা "আয়না" অভিনীত হইল, নৃপেন্দ্রচন্দ্র এবারও নাচে নূতনত্ব দেখাইতে ত্রুটী করিলেন না। তিনি নিজে চা-ওয়ালার ভূমিকায় চা-ওয়ালীর সহিত দ্বৈত-নৃত্য-গীতে সকলকে মোহিত করিলেন। "আয়না" দেখিয়া "রঙ্গালয়" লিখিয়াছিলেন :—"ক্লাসিকের নাচ অতুলনীয়। শ্রীমান নৃপেন্দ্রচন্দ্র নৃত্যবিদ্যার অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ও পরিমার্জ্জন করিয়া সবিশেষ গুণপণার পরিচয় দিয়াছেন। নাচে গানে, রঙ্গ ঢঙ্গে, হাসি-তামাসায় "আয়নায়" যেন চতুঃসাগরী মেল হইয়াছে।" মধ্যে ক্লাসিকে বঙ্কিমচন্দ্রের "কৃষ্ণকান্তের উইল" নাটকাকারে 'ভ্রমর' নামে অভিনীত হইয়াছিল, ইহাতে নৃপেন্দ্রচন্দ্রের "হ'রে" চাকরের ভূমিকাভিনয় বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সরকারের থিয়েটার যখন নানা কারণে বন্ধ হইয়া গেল, তখন অমরেন্দ্রনাথ মিনার্ভা থিয়েটারের সত্বাধিকারী প্রিয়নাথ দাসের নিকট হ'তে উক্ত রঙ্গালয় ভাড়া লইলেন, ও একসঙ্গে দুইটী থিয়েটার চালাইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। "মিনার্ভায় প্রধানতঃ নাটক ও ক্লাসিকে প্রহসনাদি অভিনয়ের ব্যবস্থা হইল। ১৩১০ সালের ২১শে কার্ত্তিক পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের "রঘুবীর" লইয়া অমরেন্দ্রনাথ 'মিনার্ভার" দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন, ইহাতে 'সগারামের' ভূমিকায় নৃপেন্দ্রচন্দ্রের অভিনয় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। এদিকে ক্লাসিকে নাট্যকার অতুলকৃষ্ণ মিত্রের "হিরণ্ময়ী" খোলা হইল। নৃপেন্দ্রচন্দ্র চপল, শ্রীযুক্তা কুসুমকুমারী "গয়লাদিদি"। লোকে দেখিল ক্লাসিকেরই জয়জয়কার—মিনার্ভার নাটক অপেক্ষা ক্লাসিকের প্রহসন দেখিতে অধিক জনসমাগম হয়! কিছুদিন পরে অমরেন্দ্রনাথ নানা কারণে মিনার্ভার অভিনয় বন্ধ করিতে বাধ্য হন। তিনি ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয়ের নামে মিনার্ভার লিজ্ পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন মনোমোহনবাবু শ্রীযুক্ত চুনিলাল দেবকে ম্যানেজার নিযুক্ত করিলেন। চুনিবাবু টিকিট বিক্রয় বৃদ্ধি করিবার জন্য উপহারের ব্যবস্থা করিলেন, তখন অমরেন্দ্রনাথ মিনার্ভার সহিত পাল্লায় উপহার দিতে গিয়া থিয়েটারের ঋণভার বাড়াইয়া তুলিলেন। হাইকোর্ট শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র রায় মহাশয়কে ক্লাসিকের 'রিসিভার' নিযুক্ত করিলেন। অমরেন্দ্রনাথ ক্লাসিক ছাড়িলেন—নৃপেন্দ্রচন্দ্র তাঁহার সঙ্গে রহিলেন। হ্যারিসন রোডের কর্জ্জন থিয়েটার ভাড়া লইয়া ১৩১২ সালের ২২শে বৈশাখ অমরেন্দ্রনাথ "গ্র্যাণ্ড থিয়েটারের" উদ্বোধন করিলেন, অভিনয় হইল মনোমোহন গোস্বামীর "পৃথ্বীরাজ" নাটক ও অমরেন্দ্রনাথের "ঘুঘু" প্যান্টোমাইম। কিছুদিন পরে অতুলচন্দ্র রায় ক্লাসিক চালাইবার জন্য পুনরায় অমরেন্দ্রনাথকে সদলবলে ফিরাইয়া আনিলেন এখানে 'প্রণয় না বিষ' ও সুরেন্দ্রচন্দ্র বসুর নূতন নক্সা 'হল কি?' অভিনীত হইল—তখনও নৃপেন্দ্রচন্দ্র অমরেন্দ্রনাথের সহিত থাকিয়া তাঁহাকে প্রাণপণে সাহায্য করিতেছিলেন। তখন মিনার্ভায় 'গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা' অভিনীত হইতেছিল।

শেষে যখন দুশ্চিন্তায় অমরেন্দ্রনাথ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন, তখন নৃপেন্দ্রচন্দ্র অগত্যা মিনার্ভায় যোগদান করিলেন। সেখানে গীতি-নাট্য, প্রহসন ইত্যাদির মধ্যে গিরিশচন্দ্রের 'য্যায়সা-কা-ত্যায়সা'য় মাণিক, "আবুহোসেনে" মশুর, অতুলকৃষ্ণের "হিন্দা হাফেজে" পরভেজ, "শিরী-ফরহাদে" হামজাদ, 'লুলিয়ায়" অঞ্জন প্রভৃতির ভূমিকায় নৃপেন্দ্রচন্দ্র বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। এদিকে "ছত্রপতি শিবাজীতে" গঙ্গাজি, "শাস্তি-কি-শান্তি"তে শুঁড়ি, "শঙ্করাচার্য্যে" জগন্নাথ, "বংরাজে" বংরাজ, প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত গুরুগম্ভীর ভূমিকাতেও নৃপেন্দ্রচন্দ্র দর্শকবৃন্দকে চমকিত করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্যে তিনি "জগন্নাথের" ভূমিকা এরূপভাবে জীবন্ত করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে, তাঁহার "জগন্নাথ" দেখিয়া শ্রীমৎস্বামী ব্রহ্মানন্দ গিরিশচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "মায়িক ভালবাসায় যে মুক্তির অধিকারী হইতে পারে,—এ চরিত্র, গিরিশবাবু, তুমি মহাগুরুর কৃপায় চিত্রিত করেছ।" নৃপেন্দ্রচন্দ্র নিজগুণে থিয়েটারের সত্বাধিকারী মনোমোহনবাবুর এতদূর প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন যে, তিনি ১৩১৬ সালে, ইংরাজী ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল গুড্ ফ্রাইডের দিন নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে এক পুরস্কার-রজনী প্রদান করেন। এই পুরস্কার-রজনী নৃপেন্দ্রচন্দ্রের জীবনের এক স্মরণীয় দিন, কারণ এই রজনী উপলক্ষ্য করিয়া নৃপেন্দ্রচন্দ্রের পূজ্যপাদ "বাপি", নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র, নৃপেন্দ্রচন্দ্র সম্বন্ধে "রঙ্গালয়ে নেপেন" লিখিয়া তাঁহাকে সস্নেহ আশীর্ব্বাদ করেন।

ক্রমশঃ

শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১১নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয় ঃ—১১ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩, টাকা

৪র্থ বর্ষ
১৮শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

৬ই আশ্বিন
১৩৩৪

নাট্যজগৎ

—:*:—

অভিযোগ উঠেছে, বাংলা সাপ্তাহিক প্রভৃতিতে অভিনয়ের যে-সব সমালোচনা বেরোয়, তা অত সংক্ষিপ্ত হয় কেন?

*

এঁরা বলেন, কেবলমাত্র ব্যক্তিগত মতামতের মূল্য নেই। প্রত্যেক ভূমিকা কেন ভালো বা কেন মন্দ তা বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করা উচিত, ইত্যাদি।

*

অবশ্য তা উচিতই। আমরাও এঁদের কথা সমর্থন করি। কিন্তু তা-সত্ত্বেও এই সব কথামত কাজ করতে পারি না কেন, এখানে তার গুটিকয় কারণ দেখানো যেতে পারে।



চাঁদ সওদাগর নাটকে সর্পনৃত্যপরায়ণা বেহুলার ভূমিকায়—শ্রীমতী সুশীলা

*

আমাদের জায়গা অল্প। এইটুকু তো কাগজ, এর ভিতরেও পাঠকরা চান বৈচিত্র্য। রঙ্গালয়ের খবর থাকবে, চলচ্চিত্রের কথা থাকবে, নাট্য-সাহিত্য থাকবে, অভিনয়-সমালোচনা এবং নট-নটীদের কাহিনী প্রভৃতি থাকবে!

*

এ অবস্থায় বিস্তৃত সমালোচনা সম্ভব কি? ভালো ক'রে কোন নাটক ও তার অভিনয়ের সমালোচনা করতে গেলে, কাগজে আর কিছুই দেওয়া চলে না। তা-হ'লে দলবিশেষ খুসি হ'তে পারেন, কিন্তু গ্রাহকরা নিশ্চয়ই কাগজ কিনবেন না। আত্মহত্যা ক'রে আমরা দলবিশেষকে খুসি করতে আগ্রহান্বিত নই!

*

তবু, আলোচ্য নাটকের আসল মর্ম্মটুকু ও অভিনয়ের ভিতরকার প্রধান বিশেষত্ব আমরা যতটুকু পারি ইঙ্গিতে ও মোটামুটিভাবে প্রকাশ ক'রে থাকি। প্রমাণ "প্রফুল্ল", "ষোড়শী" ও "সধবার একাদশী" প্রভৃতির সমালোচনা। কিন্তু এই সামান্য স্থানে কোন নাটকেরই সকল ভূমিকার অভিনয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়।

*

অতএব সংক্ষিপ্ত মতামতেই সকলকে তুষ্ট থাকতে হবে। আমরা বিচার ক'রে যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হই সেইটুকুই খালি প্রকাশ করি, সমস্ত বিচার পদ্ধতি প্রকাশ করবার ক্ষেত্র সাপ্তাহিক পত্র নয়। কেবলমাত্র "নাচঘর" সম্বন্ধেই এ কথা বলছি না, যে-কোন সাময়িক পত্রের সম্পাদককেই এই-সব অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে হয়। সকলেই সংক্ষিপ্ত পরিচয় ছাড়া আর কিছু দিতে পারেন না।

*

এবং আমাদের মতামতের কোন মূল্য আছে কিনা, জনসাধারণই সে বিচার করতে পারেন। আমরা ভুল-ত্রুটির বাইরে, তা বলবার সাহস আমাদের নেই। কিন্তু আমরা যদি খাঁটি সত্যকথা বলবার চেষ্টা না করতুম, তাহলে 'নাচঘরে'র বয়স আজ চার বছর হ'ত না। আমাদের মতামতে যে জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের অভাব নেই, 'নাচঘরে'র দীর্ঘজীবন এবং জনপ্রিয়তাই তার জলন্ত প্রমাণ।

*

বেচারী সম্পাদকগণ! সকলেই তাঁদের উপরে উপদেশ-বৃষ্টি করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছেন, কিন্তু তাঁদের বাধা ও অসুবিধার কথা বিচার করেন না কেউ! তাই বিলাতের এক বিখ্যাত সম্পাদক একবার ব'লেছিলেন :— "পাঠকদের সকলেই কাগজ চালাতে জানেন, জানেন না শুধু সম্পাদক। প্রত্যেক পাঠকই মনে করেন, সম্পাদকের চেয়ে তিনি ঢের-বেশী বুদ্ধিমান!"

*

অনেকের একটা বিশ্বাস আছে যে, সুরাপান ক'রে ভালো লেখা বা অভিনয় করা যায়। এ বিশ্বাসের জন্ম কোথায় জানি না, কিন্তু এমন ভুল বিশ্বাস আর দুটি নেই। কারণ মদ্যপানের ফলে মস্তিষ্ক যখন উত্তেজিত হয়ে ওঠে, তখন আর্টের যে কোন কাজ উচিতমত করা অসম্ভব বললে অত্যুক্তি হবে না।

*

সমালোচকরা বলেন, বিলাতে এড্‌মণ্ড কীনের মতন প্রতিভাবান অভিনেতা আর দ্বিতীয় জন্মান নি। কিন্তু অতি অল্প দিনের মধ্যেই এড্‌মণ্ড কীন খ্যাতির উচ্চতম শিখরে উঠে, কেবলমাত্র মদ্যপানের ফলেই অধঃপতনের নিম্নতম স্তরে

নেমে গিয়েছিলেন। এ ছাড়া আরো কত শিল্পীই যে মত্তপ হয়ে কলালক্ষ্মীকে অপমান ও নিজের সর্ব্বনাশ করেছেন, বিশেষজ্ঞরা তা জানেন।

*

এ-দেশের যে-সব অভিনেতা সুরাকে আর্টের বন্ধু ব'লে মনে করেন, সময় থাকতে তাঁরা সাবধান হোন, এই আমাদের প্রার্থনা। প্রমত্ত ও স্বাভাবিক অবস্থায় তাঁদের অভিনয়ে যে কতটা তফাৎ হয়, এটুকু স্বচক্ষে দেখে তুলনা করতে পারলেই তাঁরা আমাদের কথার সত্যতা বুঝতে পারতেন। সুরা যে-কোন কলা-প্রতিভাকে হাস্যাস্পদ ক'রে তোলে।

*

আমরা অনেকবার বলেছি যে, বাঙালী অভিনেতৃগণের সঙ্ঘবদ্ধ হবার সময় এসেছে। আপনাদের মধ্যে একটি সমিতি স্থাপন করতে পারলে তাঁরা নানা দিকে উপকৃত হবেন। প্রত্যেক সভ্যদেশেই অভিনেতৃরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছেন, এ বিষয়ে কেবলমাত্র আমরাই উদাসীন হয়ে আছি।

*

রুস দেশের All-Russia Union of Art Workers নামে সমিতির দ্বারা সেখানকার শিল্পীরা নিজেদের অবস্থা একেবারে বদলে ফেলতে পেরেছে। রুস শিল্পীদের ছোট ছোট সমিতি আছে অগুন্তি, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বৃহত্তর সমিতির নির্দ্দেশ না নিয়ে তারা কোন কাজ করে না।

*

ঐ সমিতির বিভাগ আছে অনেকগুলি, কারণ অভিনেতা, নাট্যকার, গায়ক, বাদক, সার্কাসের খেলোয়াড়, পটুয়া, আলোকচিত্রকর, ভাস্কর ও রঙ্গালয়ের সকল রকম কর্ম্মীকে নিয়েই তার কাজ। সমিতির সভ্যের সংখ্যা দেড় লক্ষ এবং তার শাখা আছে রুসিয়ার দেড় শো সহরে!

*

জারের শাসনকালে রুস শিল্পীদের অবস্থা ছিল যার-পর-নাই শোচনীয়। কিন্তু বিদ্রোহের পরে এই সমিতির সাহায্যে শিল্পীদের অবস্থা আশাতীতরূপে উন্নত হয়েছে। বিদ্রোহের আগে শিল্পীরা মাইনে তো কম পেতই, তা ছাড়া অবকাশ পর্য্যন্ত ভোগ করতে পারত না। এখন এ-বিষয় নিয়ে তাদের আর কোন অভিযোগ নেই। ব্যক্তিগত ক্ষমতা দেখে সমিতি প্রত্যেক শিল্পীর যোগ্য বেতন স্থির ক'রে দেয়। সমস্ত রঙ্গালয়কেই সমিতির আদেশ মেনে চলতে হয়।

*

"Art is International. Artists have always been Internationalists"—কিন্তু বাঙালী কলাবিদরা কি চিরদিনই দুনিয়ার সকল জাতির বাইরে?

*

স্থানান্তরে এম্পায়ারে "মায়ার খেলা"র অনুষ্ঠাতাদের বিরুদ্ধে একখানি পত্র প্রকাশিত হ'ল। পত্রপ্রেরক নাম গোপন করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর অভিযোগ সত্য হ'লে উপেক্ষা করবার মত নয়। জনসাধারণকে আহ্বান করব, অথচ তাদের মুখ তাকাব না, এমন অন্যায় তো কিছুতেই সমর্থন করা যায় না।

*

পত্রপ্রেরক লিখেছেন, অভিনয়-রাত্রে বিনা বিজ্ঞাপনে হঠাৎ আসনের মূল্য বাড়ানোর কারণ জানতে গিয়ে তিনি জবাব পেয়েছিলেন—"এ রূপই তাঁদের ইচ্ছা"! কিন্তু যাঁরা বিনামূল্যে অভিনয় দেখান নি এবং টাকার জন্যে সাধারণের সামনে যাঁরা উচ্চকণ্ঠে যাচনা জানিয়েছেন, তাঁদের এমন সদর্প ইচ্ছা প্রকাশ করবার যে কোনই অধিকার নেই, এটুকু আমরা স্বীকার না ক'রে পারলুম না।

*

সাধারণ রঙ্গালয়ের অভিনেতৃদের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের "পরিত্রাণ" অভিনয় ক'রে জমানো বড় শক্ত কথা। কারণ দর্শকরা যে উত্তেজনা চায়, 'পরিত্রাণে' তার একান্ত অভাব! কাজেই অভিনয় সেখানে বিড়ম্বনা মাত্র। 'পরিত্রাণ' নাটক নিয়ে গত বারেই আলোচনা করেছি, এবারে শুধু অভিনয়ের কথা বলব।

*

ষ্টার থিয়েটারে 'পরিত্রাণে'র কয়েকটি ভূমিকার অভিনয় সকলেরই ভালো লাগবে ব'লে মনে করি। রাজমর্য্যাদা রক্ষায় সতত ব্যগ্র, রাজ-কর্ত্তব্যে সতত অটল এবং কঠোর রাজনৈতিক প্রতাপের চরিত্র শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ে যতদূর ফোটবার তা ফুটেছে। তাঁর চলাফেরা, কথাবার্ত্তা ও ভাবভঙ্গী সমস্তই হয়েছে রাজোচিত এবং চরিত্রের উপযোগী। আমরা মুক্তকণ্ঠে তাঁকে প্রশংসা করতে পারি। তিনি শিশিরকুমারের যোগ্য শিষ্য বটে!

*

বসন্ত রায়ের ভূমিকা নিয়েছেন শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র। এ ধরণের চরিত্রকে অল্পের মধ্যে ফুটিয়ে তোলবার ক্ষমতা নরেশচন্দ্রের চিরদিনই আছে এবং এখানেও তাঁর অভিনয়ে একটি স্নেহরসমধুর, পরোপকারী ও করুণাপেলব আত্মার চিত্র দর্শকের চোখের সামনে জাজ্জ্বল্যমান হয়ে উঠেছে।

*

হাল্‌কা-প্রাণ বিলাসী রাজা রামচন্দ্রের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ঘোষের অভিনয় বেশ হয়েছে। উদয়াদিত্যের ভূমিকায় অভিনয় আরো উন্নত হওয়া দরকার। শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মল্লিকের 'রামমোহন' মন্দ নয়।

*

'পরিত্রাণে'র প্রধান চরিত্র ধনঞ্জয় বৈরাগী। এ ভূমিকায় অভিনয়ের সঙ্গে গান আছে অসংখ্য—অন্তত পঁচিশ-ছাব্বিশটি তো বটেই এবং তার কোনখানিই চার পংক্তির পল্‌কা ভাবে ভরা নয়। ধনঞ্জয় রূপে দেখা দিয়েছিলেন প্রাচীন গায়ক-নট শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী।

*

কিন্তু প্রথম রাত্রির অভিনয় দেখে আমরা তিনকড়িবাবুর সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করতে চাই না। কারণ, শুনলুম এতবড় একটি ভূমিকা তৈরি করবার জন্যে তিনি সময় পেয়েছিলেন মাত্র দুইদিন! এবং দু'দিনে এমন একটি ভূমিকা ধ্বংস করা যেমন সহজ, তাকে গঠন করা তেমনি কঠিন। এখানে মতামত দিয়ে আমরা অবিচার করব না। কেননা আমাদের আশা আছে, পরে তিনকড়িবাবুরই দ্বারা হয়তো এই ভূমিকার মর্য্যাদা বাড়বে।

*

কিন্তু অপ্রস্তুত অবস্থায় নটনটীদের নামতে বাধ্য ক'রে রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষরা তাঁদের হাস্যাস্পদ এবং দর্শকদের রসবোধকে এমন ক্ষুণ্ণ করেন কেন? নাটক যথাসময়ে না খুললে কি লোকসানের দিকটাই ভারি হবার সম্ভাবনা থাকে না? প্রথম রাত্রিই তো অগ্নিপরীক্ষার রাত্রি! এবং যারা টাকা দেয় তারা অসম্পূর্ণ জিনিষই বা গ্রহণ করবে কেন?

*

বিভার ভূমিকায় শ্রীমতী নীহারবালার অভিনয় হয়েছে সুন্দর। তাঁকে দেখাচ্ছিল ঠিক যেন একখানি বিষাদ-প্রতিমার মত। তাঁর সেই বিষাদে-বাঁধা সুর চাঞ্চল্য এসে কোথাও ছিঁড়ে দিতে পারে নি। বিভিন্ন ভূমিকায় শ্রীমতী নীহারবালার আশ্চর্য্য সাফল্যই প্রমাণিত করছে যে, বর্ত্তমান বাংলা রঙ্গালয়ে প্রথম শ্রেণীর যে, দু' তিনজন অভিনেত্রী আছেন, তাঁদের কারুর চেয়ে তিনি কম যান না। এবং কোন কোন দিকে সত্যই তাঁর জুড়ী নেই। শ্রীমতী মনোরমার "রাজমহিষী" ভালো লাগল। তাঁকে মানিয়েছিলও বেশ। "সুরমা" ও "বামী" চলনসই।

*

সখীদের নাচ সুষ্ঠুতায় ও সুষমায় মনোহর। দৃশ্যপটের পরিকল্পনায় উপভোগ্য নূতনত্বের অভাব নেই এবং কোন কোন দৃশ্য রূপে, রঙে আর রেখায় মনকে সত্যই মোহিত ক'রে দেয়।

*

গত সোমবার নাট্যমন্দিরে University Training Corpsএর যুবকেরা তাঁদের বাৎসরিক উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। গান, বাজনা ও অভিনয় প্রভৃতির বন্দোবস্ত ছিল। ইচ্ছা-সত্ত্বেও আমরা শেষ পর্য্যন্ত আসরে হাজির থাকতে পারি নি, কিন্তু আশা করি অন্যান্য বারের মত এবারেও এই আনন্দের অনুষ্ঠান কোনদিকেই অসম্পূর্ণ হয় নি। অন্যান্য বারেই লক্ষ্য ক'রে দেখেছি, এঁদের অভিনয় অনেক সখের দলের চেয়ে উন্নত।

•

ষ্টার থিয়েটার আবার রবীন্দ্রনাথের "রাজা ও রাণী"র পুনরভিনয়ের আয়োজন করেছেন। রবীন্দ্রনাথকে জনপ্রিয় করবার জন্যে ষ্টারের এই অশ্রান্ত চেষ্টা যে অত্যন্ত প্রশংসনীয়, সকলকেই তা স্বীকার করতে হবে।

•

নাট্যমন্দিরে গেল মঙ্গলবারে অভিনেতৃগণের সাহায্য-রজনীতে একসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের "সীতা" ও ক্ষীরোদপ্রসাদের "আলমগীরে"র অভিনয় হয়ে গেল। প্রেক্ষাগৃহতলে একটি পিপীলিকারও বিচরণের স্থান ছিল না।

•

"যোগেশী" ও "শেষরক্ষা" নাটকে যথাক্রমে নিৰ্ম্মল ও গদাইয়ের ভূমিকায় এখন অবতীর্ণ হচ্ছেন শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভাদুড়ী। দুই ভূমিকাতেই তাঁর অভিনয় হচ্ছে অত্যন্ত চমৎকার।

•

শ্রীযুক্ত নিৰ্ম্মলেন্দু লাহিড়ী সদলবলে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন। স্থানীয় সংবাদ-পত্রে প্রকাশ, সেখানে তিনি যশ ও অর্থ দুই-ই অর্জ্জন করেছেন। আনন্দের কথা।

•

এম্পায়ারে আসছে মঙ্গল ও বুধবারে মিঃ এস, সি, বোসের "বুদ্ধে"র পুনরভিনয় হবে। নাট্যকার নেবেন "বুদ্ধে"র ভূমিকা, এবং "গোপা" হবেন মিস জে, ডি ক্লার্ক এবং কাপ্তেন কুনাল সেন ও আরো কয়েকজন য়ুরোপীয় নট-নটীও এই অভিনয়ে যোগদান করবেন।

•

মনোমোহনে "হিন্দী আর্ট থিয়েটার" রাজপুত-রাণী নাটকে পনেরোজন "Ballot" (!) বালিকার দ্বারা নাচ দেখাবেন এবং প্রধান ভূমিকায় নামাবেন মিস্ লিলিকে এবং সেই মহৎ উদ্দেশ্যে তাঁরা য়ুরোপীয় ও বঙ্গীয় "Ladies of Spirit"গণকে (!) সাদরে আহ্বান করছেন! কে এঁরা?

•

বঙ্গে বর্গীর দৌরাত্ম্য এখনো শান্ত হয়নি। আমরা তফাতে দাঁড়িয়ে নমস্কার ক'রে বারংবার এই কথাই খালি ভাবছি, হে বাঙালী রঙ্গালয়যাত্রী-গণ! তোমাদের রুচি কবে বড়বাজারের অলিগলি থেকে আবার প্রত্যাগমন করবে?... ... ... কবে?

•

শ্রীযুক্ত এস, ওয়াজেদ আলি মহাশয় তাঁর নবপ্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'গুল-দাস্তা' আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। যদিও সংক্ষিপ্ত বা বিস্তৃত ভাবে গল্প সমালোচনা করা "নাচঘরে"র কর্ত্তব্য নয়, তবু "গুল দাস্তা" সম্বন্ধে এইটুকু বললে ক্ষতি হবে না যে, গল্পগুলি আমাদের অত্যন্ত ভালো লেগেছে। লেখকের বর্ণনাভঙ্গী, ভাষার ছাঁদ ও ভাবের ধারা মনোরম ও মর্ম্মস্পর্শী। স্থানে স্থানে উপভোগ্য কবিত্বেরও অভাব নেই। বইখানি প'ড়ে আশা হচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে তাঁর কাছ থেকে আমরা আরো অনেক দুর্লভ সৌন্দর্য্যের ও ঐশ্বর্য্যের সামগ্রী লাভ করতে পারব।

গান

রামধনুকের রং-খেলা গো,
কাজল-মেঘের কাঁচল-কোণে!
যায় ভেসে যায় মন-ভেলা গো,
ফুল-গোলাপের আঁচল বনে!
আঙুর ঠোঁটের আতর-কোলে
ঘুঙুর বাজে হাসির বোলে;
আজ মাধবী, বুকের আনার
ভরু-পিয়ালায় চুমুক গোণে!
ফুলকো-গালের রস-ঠোঙাতে
নাও ভ'রে নাও ডালিম-ফুলি!
মুখের অরুণ ফুলবাগানে
ফুটবে মনের লালচে তুলি!
চাঁদের বাঁশী, চাঁদের বাঁশী,
গাইছে প্রেমের ভীমপলাশী;
স্বপন-ঝারির ঝর্ণা ঝরে
গোপন আঁখির গুঞ্জরণে!

শ্রীভারতকুমার বসু

মনোমোহনে—চাঁদ সদাগর

'চাঁদ সদাগর' দেখে এলুম। নাটকখানি শুধু মনোমোহনেই নূতন নয়, নাট্য-সাহিত্যেও নূতন। নাট্যকার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত। তাঁর বহু 'একাঙ্ক' নাটক আমরা নানা মাসিক পত্রিকায় পড়েছি। নাট্য-জগতেও তাঁর আবির্ভাব একেবারে নূতন নয়। কিছুদিন পূর্ব্বে "মুক্তির ডাক" নামে তাঁর একখানি 'একাঙ্ক' নাটিকা ষ্টার থিয়েটারে প্রশংসার সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল। আজ তিনি এই 'চাঁদ সদাগর'কে আমাদের সামনে জীবন্ত ক'রে তুলেছেন।

'চাঁদ সদাগর' তাঁর একখানি সুবৃহৎ পঞ্চাঙ্ক নাটক। পঞ্চাঙ্ক নাটক রচনায়

তাঁর এই প্রথম চেষ্টাই এতটা জয়যুক্ত ও সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে দেখে আশা হচ্ছে যে, বাঙলাদেশে অন্ততঃ একজন এমন নাট্যকার জন্মেছেন যিনি ভবিষ্যতের রঙ্গমঞ্চকে কুনাটক অভিনয়ের দায় হ'তে রক্ষা করতে পারবেন।

প্রথম অঙ্কে আমরা দেখতে পাই কালীদহের তীরে সর্প-সঙ্গিনীরা মনসা দেবীকে সঙ্গীতের সুরে তন্দ্রালোকে নিয়ে যাচ্ছেন। মনসাদেবীর ভগিনী নেতা ও পুত্র আস্তিকের কথোপকথনের ভিতর দিয়ে আমরা জানতে পারি যে, 'চাঁদ সদাগর' মনসাপূজার ঘোরতর বিরোধী, কিন্তু মনসা দেবীরও প্রবল জেদ চাঁদের পূজা তাঁর চাই-ই! স্থির হ'ল যে চাঁদ সদাগরকে দৈবদুর্বিপাকে উৎপীড়িত ক'রে মনসা-পূজায় বাধ্য করা হবে!

কিন্তু এ কাজের প্রধান অন্তরায় ছিল চাঁদ সদাগরের 'মহাজ্ঞান মণি' এবং তাঁর একান্ত অনুগত বন্ধু 'ধন্বন্তরী ঠাকুর'। 'মহাজ্ঞান মণি'র স্পর্শমাত্র সর্পাঘাতে মৃত জীব পুনর্জ্জীবিত হ'য়ে ওঠে এবং ধন্বন্তরী ঠাকুরের অদ্ভুত মন্ত্রশক্তি ও ওষধির গুণেও সর্পদষ্টেরা প্রাণ পায়!

মনসা দেবী স্বয়ং ভার নিলেন ছদ্মবেশের ছলনায় চাঁদের 'মহাজ্ঞান মণি' হরণ করবার এবং তাঁর ভগিনী গেলেন ধন্বন্তরী ঠাকুরের প্রাণ হরণ করবার জন্য!

এই কালীদহের তীরেই অসামান্যা রূপসী "তরুণী"র ছদ্মবেশে মনসা দেবী চাঁদ সদাগরকে ভুলিয়ে তার 'মহাজ্ঞান মণি' হরণ করলেন! এইখানেই প্রথম দৃশ্যের বিরাম-কেতন দেখা দেয়।

সর্প-সঙ্গিনীদের সঙ্গীতের মধ্যে বেশ একটু নূতনত্ব পাওয়া গেল! তাদের গানের সুরের ভিতর দিয়ে ভুজঙ্গের 'হিস্ হিস্' ধ্বনিটুকু লক্ষ্য করবার মতো ব্যাপার! সর্প-সঙ্গিনীদের নাগ-বেশ ও অজগর-নৃত্যের সঙ্গে এই ভুজঙ্গ-রব অতি চমৎকার মানিয়েছে। শ্রীমতী নিভাননী মনসার ভূমিকায় অভিনয় চমৎকার করেছেন। নেতার ভূমিকায় আশ্চর্য্যময়ীর অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য। আস্তিকের ভূমিকায় সুকান্ত শ্রীমান জয়নারায়ণ সুন্দর অভিনয় করেছেন। জনৈক নবীনা অভিনেত্রীর "তরুণী"র অভিনয়ও মন্দ হয় নি! কিন্তু সকলের চেয়ে ভাল লেগেছে আমাদের চাঁদ সদাগরের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর অনবদ্য অভিনয়! তার রূপ-সজ্জাও যেমন সুন্দর হ'য়েছিল, তাঁর অভিনয়ও হয়েছিল তেমনি চমৎকার।

দ্বিতীয় দৃশ্য ধন্বন্তরীর বাসভবন। সাপুড়ে ও সাপুড়ে স্ত্রীলোকেরা গান গাইতে গাইতে তাদের গুরু ধন্বন্তরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসে, সেখানে ধন্বন্তরীর দুই প্রধান শিষ্য 'ধনা, মনার' সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হয়। ধনা মনার কথায় জানতে পারা যায় যে ধন্বন্তরী আজকের তিথিতে কারুর সঙ্গেই সাক্ষাৎ করবেন না, কারণ আজ তিনি ঘরের বার হ'লেই সর্পাঘাতে তাঁর মৃত্যু হবে এইরূপ তার ভাগ্যলিপি।

সাপুড়ে ও সাপুড়ে স্ত্রীলোকেরা হতাশ হয়ে ফিরে যায়, তারপর ছদ্মবেশে নেতা এসে ধনা মনাকে ভুলিয়ে আসল কথা জেনে তাদের গুরুদেবের সেবার জন্য এক হাঁড়ি দই দিয়ে যায়।

ইতিমধ্যে মনসার প্রকোপে চাঁদ সওদাগরের ছয় পুত্রের সর্পাঘাতে মৃত্যু হওয়াতে চাঁদের পত্নী 'সনকা' প্রভুভক্ত ভৃত্য নেড়ার সঙ্গে ছয় মৃত পুত্রের দেহ নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে এসে ধন্বন্তরীর শরণাপন্ন হলেন।

ধন্বন্তরী আপন প্রাণ তুচ্ছ ক'রে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলেন এবং মন্ত্রপাঠ ক'রে প্রিয় বন্ধু চাঁদের ছয় মৃত পুত্রকেই পুনর্জ্জীবিত ক'রে তুললেন!

এমন সময় 'মহাজ্ঞান মণি' হারিয়ে চাঁদ সদাগরও ব্যাকুল হয়ে বন্ধু ধনন্তরীর কাছে ছুটে এলো, এসে সমস্ত অবস্থা জেনে ধন্বন্তরীর জন্য তিনি ভীত হ'য়ে উঠলেন, কিন্তু ধন্বন্তরী চাঁদকে আসতে দেখে সাহসী হ'য়ে উঠলেন, কারণ তিনি জানেন চাঁদের 'মহাজ্ঞান মণি' থাকতে সর্পাঘাতে তাঁর কিছুই হবেনা।

কিন্তু চাঁদের ছয় পুত্রকে পুনর্জ্জীবিত ক'রে তুলতে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। মন্ত্রপাঠে তাঁর কণ্ঠতালু শুষ্ক হওয়াতে তিনি অবিলম্বে কিছু পানীয় প্রার্থনা করিলেন। তাঁর প্রিয় শিষ্য 'ধনা মনা' তৎক্ষণাৎ ছদ্মবেশী নেতার দিয়ে-যাওয়া দধিভাণ্ডটি গুরুদেবের সেবার জন্য হাতে তুলে দিলে। ধন্বন্তরী উক্ত ভাণ্ডের মুখাবরণ উন্মোচন ক'রে দধি সেবন করতে যাবার উপক্রম করবামাত্র উক্ত দধিভাণ্ডের অভ্যন্তর হ'তে এক বিষধর সর্প নির্গত হয়ে তাঁকে দংশন করলে।

তিনি চাঁদকে শীঘ্র 'মহাজ্ঞানমণির' স্পর্শ দেবার জন্য অনুরোধ করলেন, কিন্তু যখন শুনলেন যে চাঁদ সে অমূল্য মণি হারিয়েছেন, তখন বুঝলেন যে এ নিয়তি; তথাপি তিনি একবার 'বৈশল্যকরণী' ওষধির সাহায্যে বাঁচবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশে নেতা পুনরায় ছদ্মবেশে এসে অতি সুকৌশলে 'ধনা মনার' কাছ থেকে বিশল্যকরণী অপহরণ ক'রে নিয়ে গেল!

এমনি ক'রে চাঁদ ধন্বন্তরীকেও হারালে, সঙ্গে সঙ্গে তার ছয় ছেলেও পুনরায় সর্পাঘাতে মারা গেল।

এইখানে দ্বিতীয় দৃশ্য শেষ হ'য়ে যায়। সাপুড়েরা রঙ্গমঞ্চে জীবন্ত সর্প নিয়ে বেরিয়েছিল! রঙ্গপীঠের উপর বড় বড় জ্যান্ত সাপ নিয়ে নামাতে প্রেক্ষাগৃহের দর্শকদের মধ্যে বেশ একটা চাঞ্চল্যের সাড়া প'ড়ে গিয়েছিল। এ ব্যাপার বাঙলার রঙ্গমঞ্চে এই বোধ হয় প্রথম! সাপুড়েদের নাচগান ভাল হয় নি। 'ধনা মনা'ও অচল! 'নেড়া' বেশ করুণ অভিনয় করেছিল। সন্তোষবাবুর ধন্বন্তরী খুবই ভাল হয়েছে বলা যেতে পারে। শ্রীমতী রাণীসুন্দরীর 'সনকা' চলনসই। চাঁদ সদাগরের পুত্রগণ কুপুত্র!

ক্রমশঃ

শ্রীহরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়

ডাকঘর

প্রিয় নাচঘর সম্পাদক মহাশয়—

আপনাদের পত্রিকা আমি নিয়মিত রূপে আগ্রহের সহিত পড়ে থাকি—বিশেষতঃ আপনাদের নাট্য-সমালোচনায় 'মায়ার-খেলার' অনুকূল সমালোচনা প'ড়ে আমি গত রবিবার রাত ৯ টায় Empire theatreএ যাই। আমি বুকিং আপিসে গিয়ে দেখি galleryর টিকিট হঠাৎ দেড় টাকায় দেওয়া হচ্ছে—যদিও বিজ্ঞাপনে জনসাধারণকে পূর্ব্বে জানান হয় ১৲ এবং যদিও সেই ১॥০য় বিক্রীত টিকিটের গায়ে ছাপান ছিল—১৲! আর এই galleryর টিকিট অভিনয়ের কয়েকদিন পূর্ব্ব হ'তে অভিনয়ের আগের দিন পর্যান্ত ১৲ এক টাকাতেই বিক্রয় করা হয়।—কাজেই যাঁরা galleryতে যাবেন ব'লে গিয়েছিলেন তাঁরা সবাই জানতেন টিকিটের দাম এক টাকা। টিকিট-ঘরের সম্মুখে ভিড় দেখে একেবারে দর্শনীর মূল্য ॥০ বৃদ্ধি করায় আমাকে এবং আমার মত আরও অনেক দরিদ্রকে অর্থ ও সময় অনর্থক খরচ কোরে ফিরে আসতে হয়।

ঘৃণ্য ব্যবসাদারের মতো টিকিটের কাটতি দেখে এ ভাবে দর্শকের গলায় ছুরি চালান কি উচিত? তাঁরা অন্ততঃ রবিবারের প্রাতঃকালিন কাগজগুলিতেও বিজ্ঞাপন দিতে পারতেন। ঠাকুর-বাড়ী এবং শ্রীমতী সরলা দেবীর নাম এই অভিনয়ের সঙ্গে জড়িত,—লোকে বলবে কী? আমি বুকিং অফিস in chargeকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি সগর্ব্বে উত্তর করলেন—এরূপই তাঁদের ইচ্ছা! শোনা যায়, অভিনয়ের পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে টিকিটের দাম ১॥০ থেকে ২৲ টাকায় বাড়ান হয়! কলকাতায় একশ্রেণীর গুণ্ডা আছে, তারা বায়স্কোপের ।০ আনার টিকিট কিনে ভিড় দেখলে ।৵০ আনায় এবং ॥০ আনার টিকিট ৸০ আনায় বিক্রী কোরে থাকে—'মায়ার খেলার' উদ্যোক্তারা "সম্ভ্রান্ত" ও "শিক্ষিত" হয়েও কী গুণ্ডাদেরও লজ্জা দেননি?

এ-সব charityর টাকাই বা যায় কোথায়? কাগজে পড়ি শুধু charity—কিসের charity—তা কিছু লেখা থাকে না। হিসেবই বা কে রেখে থাকেন?

শ্রীবেরসিক দেব-বর্ম্মা

নৃত্য-নায়ক নৃপেন্দ্রচন্দ্র

—:*:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ইতিমধ্যে সুপ্রসিদ্ধ নৃত্য-শিক্ষক শ্রীযুক্ত সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় নৃপেন্দ্রচন্দ্রের সহকারীরূপে মিনার্ভায় যোগদান করেন। শুনিয়াছি কড়িবাবু নৃপেন্দ্রচন্দ্রের শিষ্যও বটে। ১৩১৭ সালের প্রথমভাগে নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিনার্ভা ছাড়িয়া কোহিনূর থিয়েটারে যোগদান করেন। এখানে অভিনীত হরিশ্চন্দ্র সান্যালের "বিশ্বামিত্রে" ইনি "মন্দানিলে"র ভূমিকায় বিশেষ প্রশংসা লাভ করেন। ১৩১৮ সালের শেষাশেষি পর্য্যন্ত থাকিয়া নৃপেন্দ্রচন্দ্র বেঙ্গল ষ্টেজে শ্রীযুক্ত চুনীলাল দেব পরিচালিত গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল থিয়েটারে যোগদান করেন। এখানে নৃপেন্দ্রচন্দ্র জয়দেবে "দিগম্বর", বলিদানে "দুলালচাঁদ", কুঞ্জ ও দরজীতে "কুঞ্জ" প্রভৃতি ভূমিকায় বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করেন। ১৯১৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসে নৃপেন্দ্রচন্দ্র অমরেন্দ্র-পরিচালিত "ষ্টার" থিয়েটারে যোগদান করেন। এখানে কয়েকমাস থাকিবার পর তিনি পুনরায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল দেবের থিয়েটারে যোগদান করেন। এখানে শ্রীযুক্ত চুনীলালদেব প্রণীত "নসীবে" নৃপেন্দ্রচন্দ্র "ধীবরে"র ভূমিকায় সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন।

১৩২০ সালের সারা বৎসর গ্র্যাণ্ড ন্যাশনালে থাকিয়া ১৩২১ সালের প্রথমেই নৃপেন্দ্রচন্দ্র পুনরায় অমরেন্দ্রনাথ পরিচালিত "ষ্টারে" আসিয়া যোগদান করেন। ষ্টারে ১৩২১ সালের শ্রাবণ মাসে শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের "অহল্যাবাঈ" প্রথম অভিনীত হয়; ইহাতে নৃপেন্দ্রচন্দ্র "চিত্রনৃত্য"-শিক্ষাদানে অপূর্ব্ব কলাকৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন। নিজেও "মালিরাও"য়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন ১৩২১ সালে অভিনীত নাটকাবলীর মধ্যে নৃপেন্দ্রচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রমরে "হরে", মৃণালিনীতে "দিগ্বিজয়", অমরেন্দ্রনাথের দলিতা ফণিনীতে "মোহন", কাজের খতমে "সিগার মারচেণ্ট", মজাতে "হরিহর", গিরিশচন্দ্রের শঙ্করচার্য্যে "জগন্নাথ", অমৃতলালের রাজা বাহাদুরে "বাঁশীমোহন", হরিশ সান্যালের বিশ্বামিত্রে "মন্দানিল" প্রভৃতি ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

১৩২২ সালে ষ্টারে অভিনীত নাটক নাটিকার মধ্যে নৃপেন্দ্রচন্দ্র গিরিশচন্দ্রের প্রফুল্লে "কাঙালীচরণ", বিল্বমঙ্গলে "ভিক্ষুক", আবুহোসেনে "মস্তুর", বলিদানে "দুলালচাঁদ", হীরার ফুলে "দৈত্য", অতুলমিত্রের হিরন্ময়ীতে "চপল", মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাধবরাওয়ে "আপাজীরাও", বাজীরাওয়ে "সদাশিব", ভূপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সওদাগরে "আহ্লাদে" গোঁসাইজিতে "নেত্য", হেমেন্দ্রলালে "রামমোহন", ক্ষেত্রবীরে "সোমদাস", মনোমোহন গোস্বামীর ভীলেদের ভোমরায় "সদানন্দ", গুরুদক্ষিণায় "পেলারাম", জগৎচন্দ্র সেনের রাজা চন্দ্রধ্বজে "কেনা", হরনাথের রত্নমঞ্জরীতে "সদানন্দ", জয়দেব নাটকে "দিগম্বর", কল্যাণী নাটকে "পরাণ" প্রভৃতি ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

নৃপেন্দ্রচন্দ্র যেমন একদিকে নিত্যনব নৃত্য-চাতুর্য্য প্রদর্শন করিয়া অদ্বিতীয় নর্ত্তকরূপে খ্যাতিলাভ করিতেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি তাঁহার শিক্ষায় ষ্টারের নর্ত্তকীসঙ্ঘ বিচিত্র লাস্য-লীলা প্রদর্শন করিয়া নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে বঙ্গের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নৃত্যশিক্ষক বলিয়াও প্রতিপন্ন করিতেছিল। ইতিমধ্যে ১৩২২ সালের ২০শে পৌষ অমরেন্দ্রনাথ অকালে পরলোক গমন করায় ষ্টার থিয়েটার নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইতেছিল। ১৩২৩ সালের প্রথমভাগে নৃপেন্দ্রচন্দ্র ষ্টার পরিত্যাগ করিয়া মিনার্ভায় যোগদান করেন। ১৩২৫ সালের ৩২শে শ্রাবণ মিনার্ভায় ক্ষীরোদপ্রসাদের অপরূপ গীতিনাট্য "কিন্নরী" প্রথম অভিনীত হয়। ইহাতে "উৎপলে"র ভূমিকায় নৃত্য-গীত সহ অপূর্ব্ব অভিনয়ের ফলে নৃপেন্দ্রচন্দ্রের যশের মুকুটে আর একটী উজ্জ্বল রত্ন সংযোজিত হয়।

এই "কিন্নরী" অভিনয়ের সময় শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অভিনেত্রীরাণী তারাসুন্দরী প্রভৃতিকে লইয়া মিনার্ভা হইতে ষ্টারে আসেন। ষ্টার ও মিনার্ভা উভয় রঙ্গমঞ্চেই "কিন্নরী"র অভিনয় হইতে থাকে। ইহার ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে "কিন্নরীর" অভিনয়সত্ত্ব লইয়া মামলা হয় ও ষ্টারের কর্তৃকপক্ষ পরাজিত হইয়া "কিন্নরী" অভিনয় বন্ধ করিতে বাধ্য হন। এই সময় হইতেই পুস্তকের অভিনয় সত্ব সম্বন্ধে প্রথমে নিয়মাদি প্রচলিত হয়। ১৩২৬ সালের প্রথমভাগে নৃপেন্দ্রচন্দ্র অপরেশচন্দ্র-পরিচালিত ষ্টার থিয়েটারে যোগদান করেন—এই আনন্দ বার্ত্তা সাধারণকে জানাইতে বিজ্ঞাপন পড়িয়াছিল—"ষ্টার রঙ্গাকাশে নৃপেন্দ্র চন্দ্রের উদয়।" ষ্টারে অপরেশচন্দ্রের উর্ব্বশীতে "বসন্তকে"র ভূমিকায় অপূর্ব্ব নৃত্যকৌশল প্রদর্শন করেন। এখানে কিছুকাল অভিনয়ের পর যখন সুপ্রসিদ্ধ ম্যাডান কোম্পানী "বেঙ্গলী থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী" নামে নূতন অভিনয় সম্প্রদায় গঠন করেন, তখন নৃপেন্দ্রচন্দ্র তাহাতে যোগদান করেন। এই সম্প্রদায় প্রথমে কর্ণওয়ালিস রঙ্গমঞ্চে, পরে এলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেন। বেঙ্গলী থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানীর প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সম্প্রদায়ভুক্ত থাকিয়া নৃপেন্দ্রচন্দ্র ক্ষীরোদপ্রসাদের আলমগীরে "গরীবদাস" বিদুরথে "উপালী", রামানুজে "ধনুর্দ্দাস", রত্নেশ্বরের মন্দিরে মিঃ ডল্ (বা রমণীচরণ), আলিবাবায় "আবদালা", প্রতাপাদিত্যে "কমল", বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখরে "সর্ব্বেশ্বর", মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের মুক্তার মুক্তিতে "রতনচাঁদ", রামলালের কালপরিণয়ে "ব্রজ", অমরেন্দ্রনাথের ফটিক-জলে "কালু", গিরিশচন্দ্রের পাণ্ডবগৌরবে "ঘেসেড়া", দোললীলায় "গোপ" প্রভৃতি ভূমিকায় অভিনয় করেন। হরনাথ বসুর সতীলীলায় দ্বৈত-নৃত্যে নৃপেন্দ্রচন্দ্র ও কুসুমকুমারী অপূর্ব্ব নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

মদন কোম্পানী লুপ্ত হওয়ার পর শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী তাঁহার নবগঠিত নাট্য-সম্প্রদায় লইয়া এলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে যখন "বসন্তলীলা" অভিনয় শুরু করেন, তখন নৃপেন্দ্রচন্দ্র তাঁহার সম্প্রদায়ে যোগদান করেন ও বসন্তলীলায় "নাগরিক" বেশে অপূর্ব্ব নৃত্যগীতে দর্শকবৃন্দকে বিমোহিত করেন। (শিশিরকুমারের সম্প্রদায়

ভুক্ত থাকিতে নৃপেন্দ্রচন্দ্রের 'পায়ের অসুখ" হয়। বহুদিন পরে আরোগ্যলাভের পর নৃপেন্দ্রচন্দ্র প্রথম আলিবাবায় "মুস্তাফা" রূপে অবতীর্ণ হইয়া নৃত্যকৌশলে দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধ করেন। নাট্যমন্দিরে নৃপেন্দ্রচন্দ্র জনায় "বিদূষক", রঘুবীরে "সখারাম", আলিবাবায় "আবদাল্লা" প্রভৃতি ভূমিকায় অভিনয় করেন। মনোমোহন রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করা বন্ধ হইয়া যাইবার পর শিশিরকুমারের নাট্য সম্প্রদায় যখন মফঃস্বলে অভিনয় করিতে থাকেন, তখন নৃপেন্দ্রচন্দ্রও এই ভ্রাম্যমান দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। পরে যখন মিত্র থিয়েটার "শ্রীদুর্গা" লইয়া নিজেদের দ্বারোদ্ঘাটন করেন, তখন নৃপেন্দ্রচন্দ্র এই সম্প্রদায়ে যোগদান করেন। ক্ষীরোদপ্রসাদের জয়শ্রীতে নৃপেন্দ্রচন্দ্র অপূর্ব্ব নৃত্যচাতুরী প্রদর্শন করিয়া খ্যাতি লাভ করেন। মিত্র থিয়েটারে নৃপেন্দ্রচন্দ্র আলিবাবায় "আবদাল্লা", বঙ্গেবর্গীতে "উপানন্দ", সরলায় "বধূভূষণ", "গদাধর," "নীলকমল", নলদময়ন্তীতে "বিদূষক", চন্দ্রশেখরে "বিশ্বাস," ভ্রমরে "হরে," প্রতাপাদিত্যে "কমল" প্রভৃতি বহু ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। মিত্র থিয়েটারের শেষাশেষি শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন মিত্রের সম্মান রজনী উপলক্ষে যে অভিনয় হয়, তাহাতে বলিদানে "দুলালচাঁদের" ভূমিকায় নৃপেন্দ্রচন্দ্রের শেষ অভিনয়। ইহার কিছুদিন পরেই নৃপেন্দ্রচন্দ্র অসুস্থ হইয়া পড়েন ও মূত্রকৃচ্ছরোগে মাত্র তিন দিন শয্যাশায়ী থাকিয়া, ১৩৩৪ সালের ৩০শে শ্রাবণ পরলোকগমন করেন।

নৃপেন্দ্রচন্দ্রের ন্যায় ওস্তাদ-নর্ত্তক বঙ্গরঙ্গমঞ্চে আজও পর্য্যন্ত কেহ নাই। তাঁহার দ্রুত চটুল পদবিক্ষেপ, ভাবানুযায়ী সুললিত হাবভাব, অঙ্গভঙ্গী, তাণ্ডব নৃত্যের ভাবে শরীরের বিবিধ প্রকার উল্লম্ফন সত্য সত্যই অপূর্ব্ব ও অননুকরণীয়! এদিকে তাঁহার ন্যায় কুশলী নৃত্যশিক্ষকও বঙ্গরঙ্গালয়ে আর দুইটি আসেন নাই। তাঁহার শিক্ষাদান-পদ্ধতি চমৎকার। আজ বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে সম্ভবতঃ এমন কোন নর্ত্তকী নাই, যিনি নৃপেন্দ্রচন্দ্রের নিকট হইতে শিক্ষা পান নাই। তিনি শিক্ষাদান বিষয়ে কিরূপ একাগ্রতার সহিত অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করিতেন, তাহা গিরিশচন্দ্র তাঁহার "রঙ্গালয়ে নেপেন" নামক নিবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কৌতূহলী পাঠক তাহা পাঠ করিতে পারেন।

নৃপেন্দ্রচন্দ্র গ্রামোফোনে অনেকগুলি রেকর্ড তুলাইয়া ছিলেন। চলচ্চিত্রে নৃপেন্দ্রচন্দ্র "শিবরাত্রি", "মোহিনী বা একাদশী", "পাপের পরিণাম", "বিষবৃক্ষ", "কমলেকামিনী," "বিষ্ণুমায়া" ও "বরের বাজার" প্রভৃতি পুস্তকে অবতীর্ণ হন।

রঙ্গালয়ে যোগদানের পূর্ব্বেই ১২৯৭ সালের ভাদ্র মাসের রাধাষ্টমীতে নৃপেন্দ্রচন্দ্রের পিতার মৃত্যু হয়। ১৩০০ সালের ফাল্গুন মাসে সন্তেনগাছির যোগেন মজুমদারের কন্যার সহিত নৃপেন্দ্রচন্দ্রের প্রথম বিবাহ হয়। রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনয়কালীন ১৩০৫ সালের ১১ই মাঘ নৃপেন্দ্রচন্দ্রের মাতা পরলোকে গমন করেন। ইহার পরই তাঁহারা ৯৩ মাণিকতলা ষ্ট্রীটের বর্ত্তমান বাড়ীতে আসেন। ১৩১৮ সালের ২৪শে পৌষ প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হইলে, ঐ বৎসরের ফাল্গুন মাসে কাষ্টডাঙ্গার হরিবোল ব্রহ্মের কন্যার সহিত নৃপেন্দ্রচন্দ্রের দ্বিতীয় বার বিবাহ হয়। নৃপেন্দ্রচন্দ্র অপুত্রক ছিলেন। নৃপেন্দ্রচন্দ্র অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন। মাতৃভক্ত পুত্র বলিয়াই নৃপেন্দ্রচন্দ্র এত বড় হইতে পারিয়াছিলেন।

নৃপেন্দ্রচন্দ্র মানীর মান রাখিতে কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই। তিনি কাশীবাবুকে "গুরুজী", রাণু বাবুকে "গুরু," গিরিশচন্দ্রকে "বাপি", অমৃতলালকে "বাপজী", মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয়কে "মনিব" নামে সম্বোধন করিতেন। আর এক কথা! নৃপেন্দ্রচন্দ্র কখনও বিশেষ অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা সত্ত্বেও যাত্রায় নাচ দেন নাই! তিনি বলিতেন, যাত্রা—যাত্রা, থিয়েটার—থিয়েটার, দুই এক নহে!

নৃপেন্দ্রচন্দ্র পরলোকে গমন করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে তাঁহার অতুলনীয় দানের সহিত তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই অসামান্য নৃত্য নায়কের মৃত্যুতে তদীয় আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিবার জন্য একমাত্র "নাট্যমন্দির" ব্যতীত অন্য কোন রঙ্গালয় বন্ধ রাখিয়া অধিকারীরা গুণীর গুণগ্রাহিতার পরিচয় দেন নাই, অথচ এমন কোন রঙ্গালয়-কর্ত্তা নাই, নৃপেন্দ্রচন্দ্রের "পায়ের দৌলতে" একদিন না একদিন নিজেকে লাভবান মনে করিয়াছেন। অমৃতলাল লিখিয়াছেন "দেহপট সনে নট সকলি হারায়,—কিন্তু ইহা যে এরূপ কঠোর সত্য, তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই!*

সমাপ্ত।

শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

* এই প্রবন্ধের মালমসলার জন্য আমি প্রধানতঃ অর্দ্ধেন্দু নাট্য পাঠাগার, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও নৃপেন্দ্রচন্দ্রের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের কাছে ঋণী।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত বাগাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১১নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয় ঃ—১১ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই আনা] Reg. No. C 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৪র্থ বর্ষ
১৯শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

১১ই আশ্বিন
১৩৩৪

নাট্য-জগৎ

—:*:—

শরৎ এসেছে ফিরে আবার আমাদের শিয়রে,—হাতে তার হৃদয়-জয়ের বিজয়-বাঁশী। বর্ষার অন্ধকার ভেসে গেছে; আজ আলোকের বন্যাধারায়।

*

মাঠে মাঠে দোলদোলানো ধানের ক্ষেতে যে নাচের জল্‌সা বসেছে, রাজপুরীর তোরণে সানাই আগমনীর যে রাগিণীর আলাপ করছে, রবির আলো আর গাছের ছায়া-মাখানো সরোবরের তরল বুকে পদ্ম-ফোটার যে শুভ্র উৎসব জেগেছে, তার মধ্যে ব'সে আজ আর সমালোচনার কালি-ছিটানো ভালো লাগছে না।

*

কোন্ ধ্যান-সায়রের নীলোৎ-পলের স্বপ্নে আকাশের প্রাণে ফুটে উঠেছে আজ নিবিড় নীলিমার গভীর বিস্ময়! কচি রোদের সোনালী ছোঁয়ায় জেগে-ওঠা ভোরের বাতাস মিলন-স্মৃতিতে মধুর হয়ে, তরু-মর্ম্মরের সঙ্গে স্বর মিলিয়ে পৃথিবীর শিউলি-ঝরা দুর্ব্বাসবুজ আঁচলে চুম্বনের পর চুম্বন দিয়ে কেবলি যেন আজ বলছে—"জাগো ধরণী, প্রেমের গানে, জাগো শ্যামলী, আলোকের তানে, জাগো রূপসী, নিখিলের প্রাণে!"

*

জাগো মানুষ, জাগো মানুষ! তোমার বুকের দ্বারে নবীন শরৎ আজ সোনার অতিথি! বরষার চোখের জল মুছিয়ে কাশে কাশে আজ শরতের স্নিগ্ধ হাসির শুক্লিমা লীলায়িত হয়ে যাচ্ছে—দর্দ্দুর আজ বক্তা নয়, চন্দ্র আজ অন্ধ নয়, মেঘমন্দ্র আজকের ছন্দ নয়!

°

অনন্তের নন্দন থেকে আজ



আনন্দের বারতা এসেছে—শ্রীদুর্গা সেই আনন্দেরি মানসী প্রতিমা। এবং তাইতো আমাদের মায়ের আর এক নাম আনন্দময়ী।

*

আজ বিশ্ব যে আনন্দের মন্ত্রপাঠ করছে, আমাদের চিত্ত যেন তাকে সার্থক ব'লে গ্রহণ করতে পারে। সিদ্ধির আনন্দে, শক্তির আনন্দে, রিদ্ধির আনন্দে, বিত্তের আনন্দে আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক, দয়া ক্ষমা প্রেমে আমাদের প্রাণের বাণী কোমল হয়ে উঠুক, রক্তমাংস-কঙ্কালের দুর্ব্বলতার উপরে মানুষের মানবতা জাগ্রৎ হয়ে উঠুক, বিশ্বব্যাপী বিপুল আনন্দ আজ আমাদের কাছে এই অভিভাষণই প্রেরণ করছে।

*

দুর্গাপূজার মন্ত্র এই মানবতার মহামন্ত্র।··· ··· আমরা যেন মানুষ হ'তে পারি।

*

শরতের এই অমল আকাশের তলায়, শারদীয়া পূর্ণিমার রজত-হাস্যে, তরুণ প্রভাতের স্বচ্ছ অরুণিমায়, নূতন বাতাসের পুলক-স্পর্শে, ঘর-জোড়া মিলনের সুখে এবং বিশ্বজোড়া সৌন্দর্য্যের মধ্যে মানুষকে আজ মানব-তার আবাহন করতে হবে,—বুকের মাঝে নিত্য যে পশু জেগে আছে, আনন্দময়ীর দিব্যদৃষ্টির সামনে সেই পশুকে বলি দিতে হবে।

*

ও লোক-দেখানো পশু এনে হাঁড়ি-কাঠে ফেলে হত্যা করা একেবারে ভণ্ডামি। পশু আছে আমাদের কঙ্কাল-পিঞ্জরে আবদ্ধ হয়ে। তাকে হত্যা কর।

*

এবং মানুষ হও।··· ··· ··· আজ্‌কের দিনে এইটেই হচ্ছে সব-চেয়ে বড় কথা।

——

গান

তুমি উষার সোনার বিন্দু
প্রাণের সিন্ধু-কূলে।
শরৎ-প্রাতের প্রথম শিশির
প্রথম শিউলি ফুলে॥
আকাশ-পারের ইন্দ্রধনু
ধরার পারে নো'য়া,
নন্দনের নন্দিনী গো
চন্দ্রলেখায় ছোঁয়া,
(প্রতিপদে চাঁদের স্বপন
শুভ্র মেঘে ছোঁয়া)
স্বর্গলোকের গোপন-কথা
মর্ত্ত্যে এলে ভুলে॥

তুমি কবির ধেয়ান ছবি
পূর্ব্ব-জনম-স্মৃতি,
তুমি আমার কুড়িয়ে-পাওয়া
হারিয়ে-যাওয়া গীতি।

যে কথাটি যায় না বলা
কইলে চুপে চুপে,
তুমি আমার মুক্তি হ'লে
এলে বাঁধন-রূপে,
অমল আলোর কমল-বনে
ডাক্‌লে দুয়ার খুলে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রসসৃষ্টি

রসের বশে চলছে বলছে নাচছে গাইছে মানুষ, স্বাভাবিক অকৃত্রিম ভাব ভঙ্গী সুর সার নিয়ে যেন অভিনয় করে চলেছে নট-নটী। ময়ূর রসের বশে পাখনা মেলিয়ে ঘুরে ফিরে ময়ূরীকে নয়তো মেঘকে আপনার আনন্দ জানাতে চল্লো এ হ'ল যখন তখন রস পেলে অন্যে সেই ক্রীয়াটি দেখে। ময়ূরের প্রাণ রসে ভরপুর তারি প্রকাশ আর বেদনা বাজলো তার প্রতি অঙ্গভঙ্গীতে, প্রত্যেক পাখনার রংএ রংএ মনোহর হ'য়ে উঠলো ময়ূরের নৃত্য; সমস্ত আর্টটুকু নৃত্যকলার এই রসের প্রেরণাসাপেক্ষ। ময়ূর তো নাচ দেখাবে কিম্বা রস সৃষ্টি কর্‌তে হবে ব'লে নাচতে আসে না—সে নাচে রসের বশে তাই তার নাচ দেখে সুখ পাই।

নর্ত্তকী নাচতে আসে বায়নার টাকা নিয়ে সেজেগুজে রসসৃষ্টি করতে আসরে, মনে তার রস থাক আর নাই থাক বাঁধা-দস্তুরে নেচে চ'লে যায়, দেখে চমক লাগে কিন্তু আর্ট ব'লে সেটাকে বলা চলেনা ততক্ষণ যতক্ষণ না দেখি নর্ত্তকীর প্রাণে রস বিঁধেছে ও তারি বশে নাচছে সে।

এমনি গানের বেলায় এমনি অভিনয়ের বেলা, রসের বশে আছে কিনা গায়ক ও অভিনেতা সেটি দেখে ভাল মন্দ বিচার হয়।

রস হ'ল ভাব ভঙ্গী সুর সারের সৃষ্টির কারণ। রসের সৃষ্টি করতে হবে একথা যেমনি মনে এল অমনি কৃত্রিমতার ধাপে নেমে পড়লো রস-রচয়িতা। আমার মনে হয় এই যে রসসৃষ্টিকার ব'লে একটা দম্ভ সব আর্টিষ্ট মনে মনে পোষণ করে সেটা আর্টের পথে অনুকূল নয়, ওস্তাদি করার পক্ষেই সেটা কাযে আসে! আমি রস সৃষ্টি করতে বসেছি এ কথা যে আর্টিষ্ট ভুলতে না পারলে সে কোনো দিনই আর্টকে পেলে না—আর্টের ব্যবসাদার হয়েই রইলো।

পাতা যেমন দোলে হাওয়ার বশে, বিনা চেষ্টায়, তেমনি দোলে যে মানুষ রসের বশে সেই হয় নট নটী, কোকিল যেমন বলে বসন্তের প্রথম দর্শনেই আপনা হ'তে, তেমনি ক'রে যে কয় কথা নাচঘরের মধ্যে সেই হ'ল আসল সুরিলা। যথার্থ আর্টিষ্ট মনে করে না রস সৃষ্টি করছি, সে শুধু জানায় সকল ভাব ভঙ্গী দিয়ে আমি মেতে উঠেছি, রসে রসিয়ে উঠেছে প্রাণ আমার—তারি জন্যে নাচছি গাইছি চলছি বলছি। মানুষের আর্ট সমস্তই কৃত্রিম এবং অকৃত্রিম দুয়ের আশ্চর্য্য সমাবেশ।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যাত্রা

নাচঘরে—যাত্রা। লোকে দেখ্‌লে যে হাসবে। আমিও একদিন হেসে ছিলাম যে। কলিকাতার কোন একটা রাস্তায় একটা বাড়ীর গায়ে একখানা সাইনবোর্ড ঝুলান ছিল। তাতে লেখা ছিল "থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা-পার্টি"! এই নামটা প'ড়ে তখন আমার হাসি এসেছিল। এখন দেখছি, সম্পাদকের কল্যাণে নাচঘরেও যাত্রার আসর বসাতে হলো।

তা হোক। আমি ত আর যাত্রা গাইতে বসি নাই—যাত্রার গুণ গাইতে বসেছি।

আমরা যখন ছোট ছিলাম - সেও পঞ্চাশ ষাট বছর আগেকার কথা—তখন গ্রামে যাত্রা হবে শুনলে আমাদের চোখের ঘুম কোথায় পালিয়ে যেতো। অন্যদিন সন্ধ্যা লাগতে না লাগতেই ঘুমে চোখ ভেঙ্গে আসত, কিন্তু গাঁয়ে যাত্রা হবে শুনলে সে ঘুম যে সে দিন কোথায় পালিয়ে যেত তা ঠিক করতে পারতাম না। শুধু আমরা ছেলেমানুষের দলই ব্যস্ত হতাম না, গ্রামশুদ্ধ লোক যাত্রা শুনবার জন্য অধীর আগ্রহ দেখাতেন। যাত্রা হয় তো আরম্ভ হবে রাত বারোটায় (এখনকার মত দিনকে রাত ক'রে যাত্রা গানের রেওয়াজ তখন ছিলনা), সন্ধ্যা থেকেই বাড়ীর মেয়েরা পর্য্যন্ত গৃহস্থালীর কাজ সেরে যাত্রা শুনতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতেন! সে যে কি উৎসাহ, তার বর্ণনা করা যায় না।

আর এখন যাত্রার পাট ত একরকম উঠে যাবার দাখিলই হয়েছে। কলিকাতা সহরে বারোয়ারী পূজা উপলক্ষে মধ্যে মধ্যে যাত্রা হয়ে থাকে! কিন্তু সত্য কথা বলতে কি সে ত যাত্রা নয়—একেবারে অযাত্রা—সেই থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা-পার্টি। তাতে আমাদের সেই সেকালের যাত্রার সে কমনীয়তাও নেই, সে মাধুর্য্যও নেই! যা আছে, তা যাত্রাও নয়, থিয়েটারও নয়—এ দুয়ের একটা ভ্যাংচানি! আমার মনে পড়ে সেকালের আমাদের যাত্রার কথা। তাতে হয় ত এখনকার মত কলাসৌষ্ঠব ছিল না, বেশের বাহার ছিল না, তেমন বাক্যবিন্যাস ছিল না, কিন্তু যা ছিল তা বাঙ্গালীর উপভোগ্য, বাঙ্গলা দেশের আপামর সাধারণের প্রাণে সে সকল যাত্রায় যে পবিত্র ধর্ম্মভাবের সঞ্চার করত, যে শিক্ষা তার থেকে পাওয়া যেত তা ক্ষমা করবেন নাচঘর-সম্পাদক-প্রবর, এখনকার থিয়েটারে আমরা পাইনে।

আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা, বদনের যাত্রা, গোপাল উড়ে, লোকা ধোপা, গোস্বামী মহাশয়ের স্বপ্নবিলাস, রাই-উন্মাদিনী

প্রভৃতির খুব প্রসার ছিল। এক গ্রামে যদি গোবিন্দ অধিকারী যাত্রা করতে যেতেন, তা হোলে আশেপাশের কুড়ি-পঁচিশ খানি গ্রামের লোক সেই যাত্রা শুনতে ঝুঁকে পড়ত। গোবিন্দ অধিকারী যখন বৃন্দেদূতী সেজে আসরে এসে দাঁড়াতেন, তখন চারিদিকে একেবারে হরিধ্বনি পড়ে যেত; আর তাইতেই আসর জমে যেতো। স্বপ্নবিলাসের পালায় যখন একজন আসরে দাঁড়িয়ে

'শোন ব্রজরাজ, স্বপনেতে আজ
দেখা দিয়ে গোপাল কোথায় লুকালো'

ব'লে গান ধরত, তখন চারিদিকে যে ভাবের প্রকাশ হোতো এখন আর তা চোখে পড়ে না!

এই ত গেল প্রথম আমল, তখন কালীয় দমন যাত্রাও আমরা শুনেছি। তার পরই এলেন যাঁরা,- মতি রায় বৌমাষ্টার প্রভৃতি - তাঁদের নাম এখনও লোকে ভোলেন নাই। বলতে গেলে ত্রিশ চল্লিশ বছর আগেও বাঙ্গালা দেশে যাত্রার খুব প্রতিপত্তি ছিল! এখন আর তা নাই।

এই যাত্রাগান যে ক্রমে লোপ পাচ্ছে, তাতে আমার মনে হয় জনসাধারণের আনন্দলাভের, শিক্ষালাভের একটা পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য আমি নাটক অভিনয়ের বিরুদ্ধবাদী নই; কিন্তু একথা নিঃসঙ্কোচে বল্‌তে পারি যে, অশিক্ষিত জনসাধারণ এবং তাদের সংখ্যাই বেশী, তারা নাটক দেখে তৃপ্তি লাভ করতে পারে না; তারা নাটক অভিনয় হবে শুন্‌লে দল বেঁধে রাত জাগতে আসে না। কিন্তু যাত্রার বেলায় তা ছিল না। যাত্রায় যে সকল পালা গান হোতো, তার সঙ্গে দেশের লোকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। আমার ত বেশ মনে পড়ে রামায়ণ, মহাভারত পড়ে যে সকল অবদান মনের মধ্যে দৃঢ় ভাবে অঙ্কিত করতে পারতাম না, যাত্রা শুনে, সেই সকল দৃশ্য চোখের উপর দেখে, আর সেই সকল গান শুনে আমরা সেই সকল বিষয় হৃদয়ে দৃঢ় মুদ্রিত ক'রে রাখতাম।

অবশ্য সেকালের সে সকল যাত্রার সংস্কারের প্রয়োজন হয়েছিল। সেই যে প্রত্যেক গানটী করবার পূর্ব্বে যিনি দশরথ সেজেছেন, তিনি বল্‌তেন "সে কেমন, প্রকাশ করে বল" আর মন্ত্রী বল্‌তেন 'তবে বলি শ্রবণ কর'—সে সব বচন তুলে দেবার দরকার হয়েছিল, সাজ-পোষাকেরও পারিপাট্য বিধানের আবশ্যক হয়েছিল; কিন্তু তাই বলে যাত্রাকে যে অযাত্রায় পরিণত করতে হবে, গানের সংখ্যা কমিয়ে দিয়ে অভিনয় সার করা এ সকল মোটেই বাঞ্ছনীয় হয় নাই। এখন যাত্রা শুনতে গেলে ভীমের সেই লম্ফঝম্প, আর 'ওরে পামর, এই প্রচণ্ড দণ্ডাঘাতে সমস্ত লণ্ডভণ্ড' ইত্যাকার বক্তৃতা শুনে কাণ ঝালাপালা হয়ে যায়, আর মনে হয়, এ ত সংস্কার নয়, একেবারে সংহার। অথচ, যাত্রা গানটা উঠে যাওয়া বা তার বৈশিষ্ট্য নষ্ট করা জাতীয় শিক্ষার পক্ষে অনুকূল নয়!

আমাদের এই বর্ত্তমান আমলে মুকুন্দ দাসের যাত্রা অনেকের মনোরঞ্জন ক'রে থাকে, কিন্তু তাও আমার মনে হয়, শ্রীযুক্ত মুকুন্দ দাস মহাশয় স্বদেশী ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর সব পালা রচনা করেছেন, তারই জন্য।

বাঙ্গালা দেশের গ্রামে গ্রামে 'নাচঘর' প্রতিষ্ঠিত হোক, তাতে আমার অণুমাত্রও আপত্তি নেই; কিন্তু, আমাদের সেই খাঁটী স্বদেশী প্রতিষ্ঠানটী যাতে তার পূর্ব্ব গৌরব ফিরে পায়, তার দিকেও স্বদেশহিতৈষী ও গীতবাদ্য-প্রিয় ব্যক্তিগণের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হওয়া সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়।

শ্রীজলধর সেন

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ ও বঙ্গীয় নাট্যশালা

জগতের সর্ব্বপ্রধান মহাকাব্য মহাভারতের সুললিত বঙ্গানুবাদ প্রকাশ ও বিতরণ করিয়া মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ যে অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, বাঙ্গালী কখনও তাহা বিস্মৃত হইবে না। হুতোম প্যাঁচার অননুকরণীয় নক্সায় কালীপ্রসন্ন তাঁহার বিচিত্র রঙ্গময়ী ভাষায় ভণ্ডামীর উপর তীব্র কশাঘাত করিয়া সমাজ ও সাহিত্যের যে উপকার সাধন করিয়াছিলেন তাহাও বিস্মৃত হইবার নহে। লোকশিক্ষা বিস্তারের প্রধান উপায়, যে উপায় অবলম্বন করিয়া প্রাচীন গ্রীক ও রোমানগণ জাতিকে এককালে আনন্দ ও জ্ঞান বিতরণ করিতেন, তাহাদিগকে ধর্ম্মজীবনে ও স্বদেশপ্রেমে উদ্বোধিত করিতেন, সেই নাটকাভিনয়ের উন্নতিকল্পে কালীপ্রসন্ন সিংহ যে প্রশংসনীয় চেষ্টা করিয়াছিলেন, আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, দেশীয় নাট্যশালার যথাযথ ইতিহাসের অভাবে, আমরা তাহা বিস্মৃত হইতে বসিয়াছি। বঙ্গদেশে নাট্যশালা স্থাপয়িতাদিগের মধ্যে কালীপ্রসন্ন সর্ব্বাগ্রগণ্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এ দেশে ইংরাজী শিক্ষাবিস্তারের প্রথম যুগে শিক্ষিত বাঙ্গালী সেক্সপীয়র প্রভৃতি বিদেশীয় মহাকবির নাটকাদি অভিনয়ের উদ্যোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ দেশবাসীর পক্ষে তাহার রসাস্বাদন সম্ভবপর ছিল না।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কোনও কোনও নাট্যকলানুরাগী ব্যক্তির দেশীয় নাটকাভিনয়ের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে জোড়াসাঁকো চড়কডাঙ্গায়

৺জয়রাম বসাকের বাটীতে রাম নারায়ণ তর্করত্ন মহাশয়ের প্রণীত 'কুলীনকুল সর্ব্বস্ব' এবং উক্ত বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাসে সিমলানিবাসী আশুতোষ দেবের বাটীতে নন্দকুমার রায় প্রণীত 'শকুন্তলা'র অভিনয় হইয়াছিল বটে কিন্তু অভিনয়-নৈপুণ্যের অভাবে তাহা সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। এই বৎসরেই বিদ্যোৎসাহিনী সভা নাম্নী সাহিত্যসভার প্রতিষ্ঠাতা কালীপ্রসন্ন সিংহ দেশীয় নাট্যকলার উন্নতিকল্পে তদীয় ভবনে বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ৯ই এপ্রিল দিবসে এই থিয়েটারে পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয়ের 'বেণীসংহার' অভিনীত



কালীপ্রসন্ন সিংহ (কৈশোরে)

হয়। এই অভিনয়-মঞ্চে কালীপ্রসন্ন সিংহ স্বয়ং লক্ষমুদ্রার রত্নালঙ্কারে ভূষিত হইয়া ভানুমতীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। উপযুক্ত অভিনেতার অভাবে এই নাটকের অভিনয় কালীপ্রসন্নের উচ্চ আদর্শের অনুযায়ী হয় নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যে অভিনয়োপযোগী নাটকের অভাব সন্দর্শন করিয়া কালীপ্রসন্ন স্বয়ং নাটকরচনায় প্রবৃত্ত হন এবং অত্যল্প কালের মধ্যে 'বিক্রমোর্ব্বশী', 'মালতী মাধব' ও 'সাবিত্রী সত্যবান' নামক তিনখানি নাটক অভিনয়োদ্দেশ্যে প্রণয়ন করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চে 'বিক্রমোর্ব্বশী' প্রথম অভিনীত হয়। কালীপ্রসন্ন স্বয়ং এবং উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে ব্যারিষ্টার ডব্লিউ সি ব্যানার্জ্জী নামে খ্যাত) এই অভিনয়ের এক একটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। 'বিক্রমোর্ব্বশী'র অভিনয় আশাতীতরূপে সাফল্যলাভ করিয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের তদানীন্তন সেক্রেটারী স্যার সিসিল বীডন প্রমুখ সুধী ইংরাজ দর্শকগণও শতমুখে অভিনয়ের প্রশংসা করেন। বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটারের সাফল্য সন্দর্শন করিয়াই পরে পাইকপাড়ার স্বনামধন্য রাজভ্রাতৃদ্বয় প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বেলগাছিয়া নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করেন এবং বাবু (পরে মহারাজা স্যর) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় পাথুরিয়াঘাটা থিয়েটার সংস্থাপন করিয়া নাটক ও প্রহসন রচনায় প্রবৃত্ত হন।

বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটার প্রতিষ্ঠার সময় কালীপ্রসন্নের বয়ঃক্রম ১৬ বৎসর মাত্র। এই বয়সেই যে তিনি নাট্যশালার উপকারিতা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া দেশে নাটকাভিনয়ের একটি উচ্চ ও মহান আদর্শ স্থাপনা করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার দূরদর্শিতা, মনীষা ও দানশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

সেকালে অভিনয়ের যথাযোগ্য সমালোচনা হইত না, এবং সেইজন্য সেকালের অভিনয় সম্বন্ধে আমাদিগের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। সুখের বিষয়, 'বিক্রমোর্ব্বশী' অভিনয়ের একটি বিস্তৃত সমালোচনা আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। সমালোচনাটি সুপ্রসিদ্ধ দেশহিতৈষী হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত হিন্দুপেট্রিয়ট পত্রে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ৩রা ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা সেই সমালোচনাটির মর্ম্মানুবাদ নিম্নে উপহার দিয়া পাঠকগণের সেকালের অভিনয় সম্বন্ধে কৌতূহলের আংশিক পরিতৃপ্তি সাধন করিতেছি।

বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটার

আমাদের পাঠকগণের বোধ হয় স্মরণ আছে যে প্রায় ছয় সপ্তাহ পূর্ব্বে আমরা এই পত্রের স্তম্ভে কালিদাস বিরচিত 'বিক্রমোর্ব্বশী'র বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ কৃত অনুবাদের সমালোচনা করিয়াছিলাম। বর্ত্তমান সংখ্যায় উক্ত বাবুর ভবনে উক্ত বাবুর উদ্যোগে ঐ নাটকের যে অভিনয় হইয়াছিল তাহার বিবরণ প্রদান করিতেছি। কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠে কৃতনিবাস দেশীয় সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ,—যাঁহারা ছিলেন সমাজে বিদ্যা, বুদ্ধি, সুরুচি ও আভিজাত্যের জন্য বিখ্যাত, তাঁহারা প্রায় সকলেই শীতকালে ব্যবহার্য্য বহু মূল্যবান ও সুদৃশ্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া অভিনয় স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু দর্শকগণের সংখ্যাধিক্য বশতঃ স্থান সঙ্কুলান করা দুঃসাধ্য হইয়াছিল, এবং আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে চৌরঙ্গীর অভিজাত সম্প্রদায়ের অনেক ব্যক্তিকে অত্যধিক জনসমাগমবশতঃ বিফল-মনোরথ হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। অত্যধিক প্রবেশ-পত্র বিতরণের জন্য সাধারণে যতই অভিযোগ করুক না, ন্যায়তঃ বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ আমাদের অশেষ ধন্যবাদের পাত্র, কারণ তাঁহারই উদার অন্তঃকরণ ও প্রশংসনীয় দানশীলতায় নিকট কলিকাতাবাসী নির্দ্দোষ আনন্দ

লাভের একটি অত্যুত্তম প্রতিষ্ঠানের জন্ম ঋণী। বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটার দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে এবং যদিও উহা এক জন ব্যক্তির স্বকীয় সম্পত্তি, বিদ্বান ও অভিজাত সম্প্রদায় স্বচ্ছন্দে উপভোগ করিতে পারেন—নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের বায়ুর ন্যায় উহা সাধারণের সম্পত্তি হইয়া গিয়াছে। যেরূপ সমারোহে 'বিক্রমোর্ব্বশী'র অভিনয় হইয়াছিল তাহা বাস্তবিকই অদৃষ্টপূর্ব্ব। অভিনয়-মঞ্চ অতি সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়াছিল এবং মার্জ্জিত রুচি ও সভ্যতানুযায়ী সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি যেরূপ নির্দ্দেশ করিতে পারে অভিনয়-গৃহ সেইরূপে সুশোভিত করা হইয়াছিল। কোন বিষয়ে কার্পণ্য করা হয় নাই, ফলে সমস্তই অতি সুন্দর ও সুদৃশ্য হইয়াছিল। রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে মার্ব্বেল পেণ্টিং অতি সুন্দর ও সুচারুভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল এবং ভরত ও কালিদাসের প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি—যদিও ভাস্করের কল্পনানুযায়ী—তথাপি তাহা এরূপ সুচারুভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল যে তদ্দর্শনে দর্শকগণের মনে স্বতঃই গ্রীক ভাস্কর্য্য ও চিত্রাঙ্কনের সুবর্ণ যুগের কথা উদিত হইয়াছিল—যে যুগে স্বর্গনিবাসী দেবদেবীগণ ভাস্করগণের হস্তে অভিনয়-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেন। অভ্যর্থনাও অতি বিস্ময়পূর্ণ ও শিষ্টাচারানুমোদিত হইয়াছিল,—আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ নগরবাসী বাবু হরচন্দ্র ঘোষ—*এই অভ্যর্থনার ভার লইয়াছিলেন। বিস্তৃতভাবে সমুদয় বর্ণনা করা যদিও বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আনন্দজনক তথাপি তাহার স্থানাভাব বশতঃ তদ্বর্ণনে আমরা বিরত হইলাম। আমরা অপ্রয়োজনীয় ভূমিকা পরিহারপূর্ব্বক একবারে অভিনয়ের ও তদ্দৃষ্টে আমাদের মনে যে কৃতজ্ঞ ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহারই আলোচনা করিব।

আধুনিক নাটকের রোমাণ্টিক স্কুলের পদ্ধতি অনুসারে প্রারম্ভেই নাটকীয় অভিনয়ের আলোচনা করা আমাদের নাটকাভিনয়ের নিয়ম নহে,—উহা আমাদের একটি বিশেষত্ব। প্রাচীন গ্রীক্ পদ্ধতি অনুসারে প্রারম্ভে নটের আবির্ভাব হয়, ইনি দর্শকগণকে নাটকের বিষয় ও প্রকৃতি এবং কখনও কখনও ঘটনাবলীরও আভাস প্রদান করেন। নাটকের বিষয় দর্শকগণের স্মৃতিপথে প্রকৃষ্টরূপেই জাগরূক থাকে, তাঁহারা নটের সাহায্যপ্রার্থী নহেন। সুতরাং যেরূপ সৈন্যদিগের বাধ্যতামূলক যাত্রা অত্যন্ত বিরক্তিজনক, অভিনয়বিলম্বকারী নটের বক্তৃতাও সেইরূপ বিরক্তিজনক ও সহিষ্ণুতার সীমালঙ্ঘনকারী হইয়া থাকে। তবে শীঘ্রই সঙ্গীত ও বাদ্য দ্বারা এই বিরক্তির অপনোদন করা হয়। বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটারের বাদ্য অতি মনোরম হইয়াছিল—যখন সখের দল বাজাইয়াছিলেন তখনও যেমন, যখন টাউন ব্যাণ্ড বাজাইয়াছিল তখনও সেইরূপ। সঙ্গীতানুরাগী দর্শকগণের হৃদয়ে এই বাদ্য অপূর্ব্ব সুরের প্রতিধ্বনি জাগাইয়া তুলিয়াছিল। অভিনয় সম্বন্ধে অত্যুক্তি করা সম্ভব নহে। রাজা পুরূরবার ভূমিকায় বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ অতি প্রশংসনীয় ভাবে অভিনয় করিয়াছিলেন। তাঁহার হাবভাব যথার্থই রাজোচিত হইয়াছিল এবং তাঁহার কণ্ঠস্বর যথার্থই সম্রাটের ন্যায়। নাটকের প্রথম দৃশ্য, যেখানে তিনি তাঁহার প্রিয় বয়স্য বিদূষকের সহিত কথোপকথন করিতে আরম্ভ করেন, সেইস্থান হইতে শেষ দৃশ্য যাহাতে তিনি তাঁহার নিরুপমা উর্ব্বশীর সহিত স্বর্গধামে গমন করিলেন, সেই পর্য্যন্ত তিনি দর্শকগণকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের মনে অতি গভীর আনন্দের অনুভূতি জাগরিত রাখিয়াছিলেন। তাঁহার উচ্চারিত প্রত্যেক শব্দ তাঁহার অভিনয়ের অনুযায়ী হইয়াছিল। কবির ভাষায় বলিতে গেলে তিনি যথার্থই দর্শকগণের সম্মুখে প্রকৃতির দর্পণ তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। যখন ভীতা অপ্সরাগণের চীৎকার শ্রবণে রাজা বীরোচিত স্বরে তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া তাহাদিগগের মুক্তির জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন তখন কাহার হৃদয় অনির্ব্বচনীয় ভাবে স্পন্দিত হয় নাই? কার্য্যটী যেরূপ বীরোচিত সেইরূপ সাধুজনোচিত। বাস্তব জীবনের রোমান্স এইস্থানে প্রকৃত ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রেমিকের মনে প্রেমের ভাষা কি মধুর ভাবে আত্মপ্রকাশ করে? দৈত্যের হস্ত হইতে উর্ব্বশী মুক্তিলাভ করিলেন, তাঁহারা বীর রক্ষাকর্ত্তাকে মৃদুস্বরে অথচ কি প্রাণোন্মাদিনী ভাবে ধন্যবাদ দিলেন, তাঁহার প্রধানা সখী চিত্রলেখা ধন্যবাদপ্রকাশক সঙ্গীতে যোগদান করিলেন, রাজা সেই সুশ্রাব্য সঙ্গীতে গভীর প্রেমের বাণী শ্রবণ করিলেন। দৃশ্যটি হেমকূট পর্ব্বতমালার মধ্যে স্থাপিত,—এই স্থানে চতুর্দ্দিকের প্রকৃতির রমণীয় দৃশ্যের মধ্যে উর্ব্বশীর অলোকসামান্য রূপলাবণ্য ও তাঁহার প্রিয়দর্শনা সখীর মনোহর লীলাবৈচিত্র রাজাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিল এবং এখন হইতে স্বর্গনিবাসিনী অপ্সরী সুন্দরী তাঁহার একমাত্র ধ্যানের বিষয় হইল। পরবর্ত্তী দৃশ্যে উর্ব্বশী ও চিত্রলেখা দিব্য রথে নামিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের কণ্ঠের অতি সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণময় দর্শকগণের হৃদয় সত্য সত্যই স্বর্গীয় আনন্দে অভিসঞ্চিত করিতেছে। যদি কবিগণের কল্পনানুসারে স্বর্গের দেবগণ মর্ত্ত্যে বিচরণ করিতেন তাহা হইলে দিব্য রথে উর্ব্বশী ও আকাশবাসিনী সখীর আবির্ভাব সেইরূপ দেবীগণের মর্ত্ত্য দর্শনের সহিত তুলনীয়। এই দৃশ্যটি প্রত্যেক দর্শকের হৃদয়ে বিস্ময় ও পুলকের সঞ্চার করিয়াছিল। বাইবেলোক্ত ইলাইজার স্বর্গারোহণের কল্পনা যেন বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল। আমরা বিমান-পথে রথ চালনা করিয়া গ্রীক দেবতা প্রাচীন বীরগণ আসিতেছেন এরূপ চিত্র সন্দর্শন করিয়াছি, কিন্তু আমাদের কল্পনার উজ্জ্বল চিত্র সমূহ ম্লান হইয়া গেল যখন আমরা দেখিলাম, সহসা মেঘরাশি অপসারিত হইল এবং ইন্দ্ররাজ্য হইতে পুষ্পকরথ মর্ত্ত্যাভিমুখে ধাবমান হইল। রথে উপবিষ্টা উর্ব্বশীর ভাবভঙ্গী অত্যন্ত আনন্দদায়িনী ও সুচারু হইয়াছিল এবং অবতরণকালে যে সুললিত সঙ্গীত ও বাদ্য হইতেছিল তাহা যেন দৃশ্যটিকে আরব্য-রজনীর স্বপ্নের মাধুরীতে বিজড়িত করিয়াছিল। কিন্তু এই স্থলে ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় নাই। তিনি আসিলেন এবং স্বপ্নের ন্যায় সহসা অন্তর্হিত হইলেন। রাজা ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং প্রেমের উন্মাদনায় শিশুসুলভ সরলতার সহিত বিদূষকের পরামর্শ চাহিলেন। কিন্তু সে লীয়রের বিদূষকের ন্যায় তাঁহার দুঃখ পরিহাস দ্বারা উড়াইয়া দিতে লাগিল এবং নীতি-উপদেশ দিতেও ছাড়িল না। রাজার বিষণ্ণা রাণী দেবী তাঁহার স্বামীকে এই অবৈধ প্রেমব্যাধি হইতে মুক্ত করিবার জন্য দেবতাদিগের পূজা করিতে লাগিলেন কিন্তু অবশেষে রাজার উন্মাদবৎ অবস্থা বিলোকন করিয়া তাঁহার পূর্ব্ব প্রার্থনা প্রত্যাহার করিয়া তাঁহার স্বামীর কামনা পরিপূর্ণ করিবার জন্য দেবতাদের নিকট প্রার্থনা করিলেন। এই যথার্থ হিন্দু সহধর্ম্মিণীর চিত্র—যিনি নিজের সমস্ত সুখ বিসর্জ্জন দিয়া, স্বামীর অভিলাষ পূরণের জন্য কষ্টসাধ্য ব্রত আচরণ করিতে কখনও কাতর নহেন। তাহার পর নাটকের সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র দৃশ্য। আরম্ভ অতি গাম্ভীর্য্যপূর্ণ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থাও অতি ভীষণ। আকাশে বৈদ্যুতিক আলোকের বিকাশ,—বজ্রের নির্ঘোষ,—ইহার মধ্যে রাজা একাকী ভয়ানক ব্যাকুল চিত্তে প্রবেশ করিলেন, অতি করুণ স্বরে উর্ব্বশীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন, তাহার পর আত্মবিচারে প্রবৃত্ত হইলেন, আকাঙ্খার

* ইনি কালীপ্রসন্ন সিংহের অভিভাবক ছিলেন এবং কলিকাতা ছোট আদালতের অষ্টম বিচারকরূপেও সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ছোট আদালতে ইঁহার একটি প্রস্তরময়ী আবক্ষ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

গভীরতা পরীক্ষা করিলেন, এবং কানন, বিটপী, বিহঙ্গম ও আকাশকে কাতর ভাবে প্রিয়তমার বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। এই অংশের অভিনয় অত্যন্ত দুরূহ কিন্তু আমাদিগের বন্ধু কালীপ্রসন্ন উহা অত্যন্ত কৃতিত্বের সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন। প্রেমের যদি কৃত্রিম অভিনয় সম্ভব হয় তাহা হইলে কালীপ্রসন্ন এই প্রেমাভিনয় অতি সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কখনও গিরিমালাকে সম্বোধন করিতেছেন, কখনও পশ্চাদ্দিকে কাননভূমিকে সম্বোধন করিতেছেন, কখনও পদতলবাহিনী স্রোতস্বিনীকে, কখনও বৃক্ষারূঢ় বিহঙ্গমগণকে প্রেমার্দ্র ও রুদ্র কণ্ঠে ডাকিতেছেন; হতাশ প্রেমিকের অরুন্তুদ মর্ম্মভেদী যাতনা—ইভকে হারাইয়া মিল্টনের আদমের হৃদয়ে যেরূপ বেদনা আসিয়াছিল—সেই যাতনা তাঁহার কণ্ঠস্বরে পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত হইয়াছিল। কখনও বা হ্যামলেটের গভীর হৃদয়ভেদী যাতনা-প্রণোদিত করুণ আত্মসম্ভাষণ, কখনওবা উন্মাদাবস্থায় প্রকৃতির নির্ব্বাক প্রত্যুত্তরে নিজারোপিত অর্থ সন্নিবেশ জনিত নিরাশার চিহ্ন দর্শন—এই সকল অতি স্বাভাবিক ভাবে ও নিপুণতা সহকারে অভিনীত হইয়াছিল। কিন্তু যে উর্ব্বশীর জন্য রাজা উন্মাদবৎ তাহার



বিলাতী নাচের নমুনা

প্রশংসা করা যায় না। সৌন্দর্য্যের রাণীরূপে যে উর্ব্বশী কাব্যে প্রথিতা, বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটারের উর্ব্বশীকে আমাদের স্বদেশবাসিগণ তাঁহার উপযুক্ত প্রতিনিধি বলিয়া গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইবেন কি না তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। কিন্তু আমরা ইঁহার নিন্দা করিতেছি না। স্বর্গের প্রেমাভিনয় মর্ত্ত্যবাসীর রুচির অনুযায়ী নহে, এবং আমাদের বিশ্বাস মর্ত্ত্যধামে আরও কিছুকাল বাস করিলে তিনি আমাদের মনোমত হইবেন। বিদূষকের ভূমিকা সুন্দর রূপে অভিনীত হইয়াছিল, কিন্তু গোলমালের জন্য এবং ভাষার দুর্ব্বোধ্যতাবশতঃ তাঁহার পরিহাসবাক্যগুলির রস সকলে সম্পূর্ণরূপে আস্বাদন করিতে পারেন নাই। কুমার ঠিক হোমের ইয়ং নর্ভালের ন্যায়, এবং উর্ব্বশীর সুরলয়ে গ্রথিত স্নেহসম্ভাষণ অতি সুন্দর হইয়াছিল। অন্যান্য ভূমিকাও মন্দ হয় নাই, তবে দৃশ্যপটের পশ্চাদভাগ হইতে যে স্বর শুনা যাইতেছিল তাহা সত্যই জঘন্য।

আমরা বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের এইরূপ প্রশংসাবাদ করিয়া দেশহিতকল্পে একটি সদিচ্ছা জ্ঞাপন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করি। যতই উৎকৃষ্ট হউক না কেন, বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটার সাধারণ প্রতিষ্ঠান নহে, যদিও এরূপ প্রতিষ্ঠানের সময় আসিয়াছে। নাট্যকলার উৎকর্ষ বিধানের এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু আমরা চাহি এইরূপ একটি স্থায়ী সাধারণ প্রতিষ্ঠান। এইরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাকল্পে, উহার উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে,—বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিবার আবশ্যকতা বর্ত্তমান উন্নতির যুগে আর নাই। আমরা জানি এরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিবার জন্য নাট্যকলানুরাগী গুণী ও ধনী ব্যক্তির অভাব নাই এবং ইঁহাদের মধ্যে বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ শীর্ষস্থানীয়। নাট্যকলার অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষকগণ সমবেত হউন, এবং এই প্রস্তাবের আলোচনা করুন, আমরা অঙ্গীকার করিতেছি তাঁহাদের উৎসাহদান ও সহযোগিতা করিতে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' (হিন্দু-হিতৈষী) কখনও পরাঙ্মুখ হইবেন না।'

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

নিলামী মাল

(নক্সা)

হেমলাল? অত বড় পাষণ্ড আর দুটি আছে! মুখের কথায় পরম আপ্যায়িত ক'রেই ছাড়া নয়, পরোপকারের জন্যও রৌদ্র-বৃষ্টি মাথা পেতে সইতে এতটুকু কাতর নয়! এইখানেই যে সব-চেয়ে জ্বালা, তা ভুক্তভোগী ছাড়া কে বা বুঝবে!

তার সেই পরোপকার-ব্রতের কথাই বলছি।

অফিসে এসে বিরক্তভাবে চাদরখানা চেয়ারে বেঁধে ডেস্ক খোলবার উপক্রম করছি, এমন সময় হেমলাল সুরলয়ে একটা গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে বললে,—পান দাও হে!

বললুম,—ডিপে আজ আনিনি।

দুই চোখ কপালে তুলে হেমলাল বললে, —কেন, বৌ কি মান করেছেন?

বললুম,—মান ঠিক নয়—তবে...

—ব্যাপার কি রে? বলে হেমলাল পাশের চেয়ারখানা টেনে তাতে বসে পড়লো।

আমি বললুম,—ব্যাপার আবার কি! এই নতুন বাড়ীতে উঠে আস্তা ইস্তক ফরমাশের জ্বালায় নিত্য অস্থির! এটা চাই, ওটা চাই...নানান্ লটখট! না কিনলে মুখ-ভার! জ্বালাতন হয়ে গেলুম, ভাই! জানো তো, এই সেদিন একটা নতুন মীট-শেফ্, তার উপর সখ হলো, লাল মাছ কিনে দিতে হবে। দিলুম কিনে...তার পর ফরমাশ হলো, একটা কাঁচের বড় পাত্র চাই লাল মাছ রাখবার জন্য—মাটীর গামলা পছন্দ নয়! তাও দিলুম। তার উপর কাল রাত থেকে আবার ফরমাশ সুরু হয়েছে, একটা গোল টেবিল, লাল মাছের পাত্র রাখবার জন্য...জানেন, আজ মাহিনা পাবো—সকাল থেকে তার বায়না...যত বাজে খরচ!

হেমলাল হেসে বললে—তা নতুন জিনিষ কিনে মরো কেন! নিলামে পুরানো জিনিষ সব রকম পাওয়া যায় যে! সেকণ্ড-হ্যাণ্ড হলেও একেবারে সন্থ নতুনের মত। দামে যে কত শস্তা হয়...মীটশেফ কত দিয়ে কিনেছো?

আমি বললুম—তা, পনেরো টাকা পড়েছে!

হেমলাল আঁৎকে উঠে বললে—প—নে—রো! বলো কি! এঁ্যা! পাঁচ টাকায় আমি মীটশেফ কিনেছিলুম, বাফার কোম্পানির শেলে! হুঁ, বক্কেশ্বর! কলকাতায় থেকেও বাজারের হদিশ জানো না!

হেমলাল বললে—শুধু মীটশেফ! ওই পাঁচ টাকার লটে ছুটো চুল আঁচড়াবার ব্রশও পেয়েছিলুম...লট ধরে কিনতে পারলে আরাম ঢের...অবশ্য



বরফের উপরে নাচ

দু একটা অ-দরকারী জিনিষও সঙ্গে আসে—তবে কি জানো ভায়া, সংসারে বাস করতে হলে কোনো জিনিষই অ-দরকারী হয় না!

আমি কোন কথা না বলে তারিফ-ভরা দৃষ্টি নিয়ে হেমলালের মুখের পানে চেয়ে রইলুম। হেমলাল বল্‌লে—এই আজই একটা শেল্ আছে—ড্যাল্‌সিমার কোম্পানির অফিসে। নানান্ লট আছে—একবার চলো না···

আমি বল্‌লুম,—তুমি যাচ্ছো নাকি?

হেমলাল বল্‌লে—যাচ্ছি নিশ্চয়···আমার তো জানো ফার্ণিচারের কত সখ··· ঐ যে ভালো সোফাখানা আর ইজিচেয়ারটা···কত দিয়ে কিনেছি, জানো? এক লট সাড়ে সাতটাকা!

চমকে উঠলুম! সাড়ে সাত টাকা! সোফা আর ইজিচেয়ারটার তারিফ যে প্রায়ই করি!

আমি বল্‌লুম,—আমার যাবার সময় কৈ! বেশ, তুমি তো যাচ্ছই—তা দেখো না একটা টেবিল—

হেমলাল বল্‌লে—আচ্ছা···সন্ধ্যার সময় জিনিষ পাবে।

আমি বল্‌লুম—তাহলে একটা পাখীর খাঁচাও দেখো।

তখন এই অবধি!

হেমলাল বললে—আচ্ছা, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

সন্ধ্যার পর। ফিরে গৃহিণীকে আশ্বাস দিয়ে এসেছি, তাঁর টেবিল অচিরে এসে আবির্ভূত হবে। অর্ডার গেছে। তিনিও সযত্নে তাম্বুলীন দিয়ে পান সেজে দেছেন। বাহিরের ঘরে একখানা নভেল খুলে তক্তাপোষের উপর লম্বমান হলুম। বন্ধুর কথায় মন বেশ নিশ্চিন্ত! হঠাৎ একটা গাড়ী এসে দোরে দাঁড়ালো। উঠে বসলুম। পরক্ষণেই হেমলালের কণ্ঠস্বর! হেমলাল ডাকলে—ওরে ভুলু···

ভুলু আমার ভৃত্য!

উঠে পড়লুম। দোরে এসে দেখি, গাড়ী-বোঝাই জিনিষপত্তর! প্রশ্ন করলুম—ব্যাপার কি হে?

হেমলাল সানন্দে বললে,—ওঃ আজ যা লট সব পেয়েছি তোমার বরাতে হে!—ভুলু এলো।

হেমলাল বললে,—ওরে, গাড়ী থেকে জিনিষগুলো নামিয়ে বৈঠকখানায় আন্।

ভুলু আদেশ-পালনে ছুটলো। আমরা এসে ঘরে এসে বসলুম। হেমলাল ফর্দ্দ বার করে পড়তে শুরু করলে—লট নম্বর বারো—একটা টেবল্ ল্যাম্প, একটা বাইসিকলের ল্যাম্প, একটা দোলনা, একখানা ভাঙ্গা স্লেট, খানিকটা ইলেকট্রিক তার, আর একটা পাখীর খাঁচা—এতগুলো জিনিষ দাম মোট সাড়ে চার টাকা। শস্তা নয়?

আমি বললুম—খাঁচা আমার একটা দরকার বলেচি না! গৃহিণী কতকগুলো মনিয়া পাখী কিনেচেন! কিন্তু বাকীগুলোর কি সদ্গতি করবো?

হেমলাল বললে—নিতে হলে লটটাই নিতে হয়—তা, কোনটা অদরকারী বলো? টেবল ল্যাম্পটার চিম্‌নি আর ডোম নেই! তাতে কি! দোলনা কোনো দিন নয় কোনো দিন দরকারে লাগতে পারে—সংসার করতে গেলে ছেলেপুলে

হবার সম্ভাবনাও তো আছে…স্কেট্‌টা দোরের ছিটকিনি ভেঙে গেলে কাজে লাগতে পারে! ঝড়ের দিনে দোর-জানলা ধড়াদ্ধড় পড়বে না! না চাও, কুচি কুচি করে উনুনে দাও…

মন্দ নয়! বললুম,—নেবো। তবে, একটা ডোম্ আর একটা চিমনী—

হেমলাল হেসে বললে,—কতই বা দাম! তুচ্ছ কাঁচের জিনিষ! হুঁ!

তা বটে! আমি বললুম,—তা যাক্…আমার টেবিল?



"হে আমার জীবনের জীবন,
আজ তোমার চরণেই আমার সমস্ত অর্পণ করলুম!"
(শ্রীমতী প্রভার অভিনয়-ভঙ্গি)

হেমলাল বললে—আছে হে। এই যে—লট্ নম্বর ৪৭…পায়া-ভাঙ্গা চেয়ার একটা, একটা লোহার ডাম্বেল, ছুটো এনামেলের গ্লাস, একটা ট্রে, একটা সিল্ক হ্যাট, তিনটে শক্ত কলার, একটা কাঁচের ফুলদানি, আর একটা গোল টেবিল দাম দশ টাকা।

ভয়ে শিউরে উঠলুম। দশ টা—কা! আরে বাস! ঐ এনামেলের গেলাস, একটা ডাম্বেল, সিল্ক হ্যাট…এ-সব নিয়ে কি করবো?

হেমলাল বল্‌লে—খুব শস্তা হে…ভালো কথা, ওর সঙ্গে একটা খানা খাবার কাঁটাও আছে। একটু পালিশ করিয়ে নিয়ো…হাতে খোস-পাচড়া হলে খাবার স্থবিধা হবে—তাছাড়া গরম খিচুড়ি খেতে ভারী কাজে লাগবে… আমার একটা আছে।

হেমলাল আনন্দে যেন আত্মহারা! নিজের মনে ফর্দ্দ দেখে সে বকে চললো,—লট নম্বর ৭২—ছ'খানা ছবির ফ্রেম, এক টীন কন্‌ডেন্সড মিল্ক, একটা ফাউণ্টেন পেন নিব নেই, এক প্যাকেট চিঠির কাগজ আর খাম, মোষের শিংয়ের একটা কাগজ-কাটা, এক টুক্‌রো স্পঞ্জ, এক গাছা ছড়ি…দাম, পনেরো আনা।

বুলু রাজ্যের জিনিষ এনে ঘর বোঝাই করে ফেললে। আমি অবাক!

হেমলাল বললে,—তাহলে ভাই, ওই দশটা টাকা আর সাড়ে চার টাকা—সব শুদ্ধ সাড়ে চৌদ্দ টাকা আমায় এখনি দিয়ে দাও—মাহিনেটা আনা হয় নি—অথচ বাড়ীওলা কাল সকালে এসে হাজির হবে ভাড়ার জন্য…

বেশ লোককে বলেছিলুম। মনটা খুঁৎ-খুঁৎ করতে লাগলো। এই সব ভাঙ্গা লক্কড় জিনিষ, তার জন্ম!—কিন্তু বেচারা হেমলাল—পয়সা দিয়ে আমার জন্মই তো এগুলো কিনেছে!

দাম এনে দিলুম…সগু আজ মাহিনা পাওয়া গেছে!

টাকা নিয়ে হেমলাল উঠে গেলো।

প্রশ্ন করলুম,—গাড়ীভাড়া কত হে?

হেমলাল বললে,—সে আমিই দেবো। ভারী ক্লান্ত হয়েছি, তাছাড়া ছু'তিনটে লট আমারো আছে তো। ওরে ভুলু, এগুলো গাড়ীতে তোল্ আবার—

যাক, কতকগুলো মাল বিদায় হলো!

টেবল-ল্যাম্পটা ঝক্ ঝক্ করছে—কিন্তু পল্‌তে নামে না! টেবল? নেড়ে উপর নিয়ে যেতে দোরে ধাক্কা লাগলো—একটি পায়া অমনি খসে পড়লো!—সর্ব্বনাশ! কাই দিয়ে জুড়ে রেখেছিল না কি!

তার উপর ঐ একপাটি স্কেট, ঐ খানা-খাবার কাঁটা…!

মনে হলো, ঐ কাঁটা বুকে ফুটিয়ে সংসার করার সব দায় থেকে অব্যাহ ত নিই!

রাস্কেল হেমলাল! কিন্তু না—আমিই গাধা—নাহলে নীলামে মাল কিনি! তাও চোখে না দেখে, হাতে না পরখ করে!

নগদ সাড়ে চৌদ্দ টাকা! বৌবাজারের দোকানে গেলে বারো টাকায় টেবল পেতুম! কিন্তু এখন এ চিন্তায় লাভ?—শাস্ত্রে আছে না,—গতস্য—কি সেই কথাটা!…

গৃহিণীর কাছে অভ্যর্থনার কাহিনী না তোলাই ভালো—সে কাহিনী শুনলে অতি-বড় পাষাণের চোখেও জল ঝরবে!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

নাচঘরের স্বপ্ন

—:*:—

(গল্প)

আমাদের পাড়ার ডাক-সাইটে জমিদার মহিম হালদারের নাম কে না জানে? তার মতো প্রতাপ-প্রতিপত্তি এ-অঞ্চলে কার? আজ ছ-পুরুষ পরে তার বাড়ির পরিচয় এখনো তার নামেই চল্‌ছে।

তার কীর্ত্তি বড় কম ছিল না। কিন্তু তার সে-কীর্ত্তির বিশেষত্ব এই যে তাকে সু এবং কু এই দুই বিভিন্ন-পথে একসঙ্গে পরিচালিত করবার শক্তি মহিমের অদ্ভুত ছিল। দুই তেজী ঘোড়াকে এক-রাশে সমান হাঁকাতে পারতো। আশ্চর্য্য লোক!

এখনকার লোক তাকে নামে মাত্রই চেনে। কিন্তু আমি, এই আশী-বছরের বুড়ো, তাকে শুধু চাক্ষুষ চিনতুম না, তার পরম অন্তরঙ্গ ছিলুম।

মহিম মারা গেছে প্রায় ত্রিশ বছর হবে। এই ত্রিশ বছরের মধ্যে মহিমের বাড়িতে আজ এই প্রথম প্রবেশ করলুম—তার ছোট নাতীর বিয়ের নিমন্ত্রণে। এতদিন এ-বাড়ীতে আমার ডাক পড়েনি তার প্রধান কারণ বোধহয়, আমার মতো লোকের সাহচর্য্য মহিমের অল্পবয়সী ছেলেদের পক্ষে শুভ ছিল না। আজ এই স্খলিত দন্ত গলিত-নখ বৃদ্ধের দ্বারা আর কোনো আশঙ্কার সম্ভাবনা নেই ভেবেই বোধ হয় আমার নিমন্ত্রণ হতে কোনো বাধা হয়নি। আজ এই নিমন্ত্রিতদের আসরে বসে, আশী বছর বয়সে, পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেকার কথা মনে পড়ছে। সে সব যেন স্বপ্ন!

আমরা যে-ঘরে বসেছিলুম ঠিক তার পাশেই মহিমের নিজের হাতে সাজানো তার নাচঘর। সহরে বিখ্যাত সুন্দরী গায়িকা বা নর্ত্তকী এলে, এই ঘরে তাদের এনে মহিম আসর বসাতো। নইলে অন্য সময় অন্য ঘরে আমাদের মজলিস চল্‌তো। আজ সে ঘর বন্ধ। বোধ হয় এমনিতর অনেক দিনই বন্ধ আছে।

মনে পড়ছে এই ঘরে আমাদের কত প্রমোদ-রজনী কেটেছে। অথিথি-অভ্যাগত, বন্ধু-বান্ধব, মোসাহেব-চাটুকার, অর্থী-প্রত্যর্থী—এমনিতর কত চেনা-অচেনা লোক এই ঘরের বিলাস-আসরকে সরগরম কোরে তুলেছে। নারী-কণ্ঠের মিহি সুর এবং ঘুঙুরের মিঠি আওয়াজ থেকে আরম্ভ কোরে বীভৎস চীৎকারের শেষ পর্দ্দা অবধি উঠে আমাদের আনন্দ-লহরীর তার ছিঁড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে—এই ঘরের মধ্যে। সুর এবং সুরার স্রোত—থাক্, সে কথা এখনকার ছেলেদের কাছে তুলে কাজ নেই।

একে-একে নিমন্ত্রিতের দল আসর থেকে খাবার জায়গায় চলে গেল। আমি বুড়ো-মানুষ রাত্রে কিছু খাইনা, কাজেই একলা সেইখানে বসে রইলুম।

নাচঘরের দরজা ভ্যাজানো ছিল। সেই দরজার দিকে চেয়ে হঠৎ মনে পড়লো—মনিয়া বাইজীকে। আমার যৌবনের প্রথম স্বপ্ন—এই মনিয়া! তার মতো অপরূপ রূপসী আমি এ-পর্য্যন্ত চোখে দেখিনি। সেই রূপ যেন শিল্পীর ধ্যান থেকে ফুটে উঠেছে। তার নাচ যেন অপ্সরীরই নৃত্য!

এই ঘরে, আমাদের আসরে সে একদিনমাত্র নাচতে এসেছিল। ঘরের দেওয়ালে-দেওয়ালে বড় বড় আর্সি টাঙানো—সেই অগণন আয়নার বুকে মনিয়ার লীলায়িত নৃত্যভঙ্গী বিলোল কটাক্ষ চিত্রিত হয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। যে দিকে চাই, সেই দিকেই মনিয়া! এক মনিয়াই মাতাল করে, এই শত শত মনিয়া আমাদের সবাইকে যেন পাগল কোরে তুল্লে। আমাদের পাগলামি যখন প্রায় সপ্তমে চড়েছে, তখন, মহিম উঠে গিয়ে মনিয়ার কানে-কানে কি বল্লে। হঠাৎ বাতির আলোগুলো যেন নিষ্প্রভ হয়ে এলো, আয়নাগুলো যেন ঘোলাটে হয়ে গেল—অবাক হয়ে চেয়ে দেখি মনিয়া ঘরের মধ্যে নেই। বিদ্যুতের চমক যেমন মিলিয়ে যায়,



"ভ্রমণশীল হস্তীযূথ"—("স্থাপত্যের নব-জাগরণ" প্রবন্ধে)

সে যেন তেমনি মিলিয়ে গেছে! মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার সমস্ত আনন্দ যেন চলে গেল—সুরা মনে হলো অত্যন্ত বিস্বাদ!

এর পর একদিনও আর মনিয়া আমাদের আসরে আসেনি এবং নাচের মজলিসও মহিম এ-ঘর থেকে অন্য ঘরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। মনিয়াকে আন্‌তে বল্লেই মহিম কেমন গম্ভীর হয়ে উঠতো—তার কাছে সে-কথা আর তোলা চল্‌ত না। একদিন অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করাতে সে বলেছিল—"হঠাৎ নেশার খেয়ালে সে এসে পড়েছিল একদিন; আর-কখনো আস্‌বেনা মনিয়া।" সত্যি সে আর আসেনি; শুনেছি এসেছিল একদিন, যে-দিন মহিম মারা যায়।

কিন্তু আমার ধারণা মহিম ডাকত না বোলেই সে আসেনি। তার একটা দুষ্টুমি ছিল। সে বল্‌তো, তৃপ্তির মধ্যে আনন্দ নেই। যতক্ষণ অতৃপ্তির বাসনা জলন্ত থাকে ততক্ষণই ভোগ; তৃপ্তি এলেই ভোগের বাইরে চলে যেতে হয়। বোধ হয় সে যা বল্‌তো, তা সত্যি। নইলে তার আসরে কত সুন্দরীকে কতদিন দেখেছি, তাদের কাউকেই এখন আর মনে পড়ে না, আর সেই এক-

লহমার অতৃপ্ত দেখা সেই মনিয়া-বাইজীকে এই বুড়ো-বয়সেও ভুলতে পারলুম না কেন?

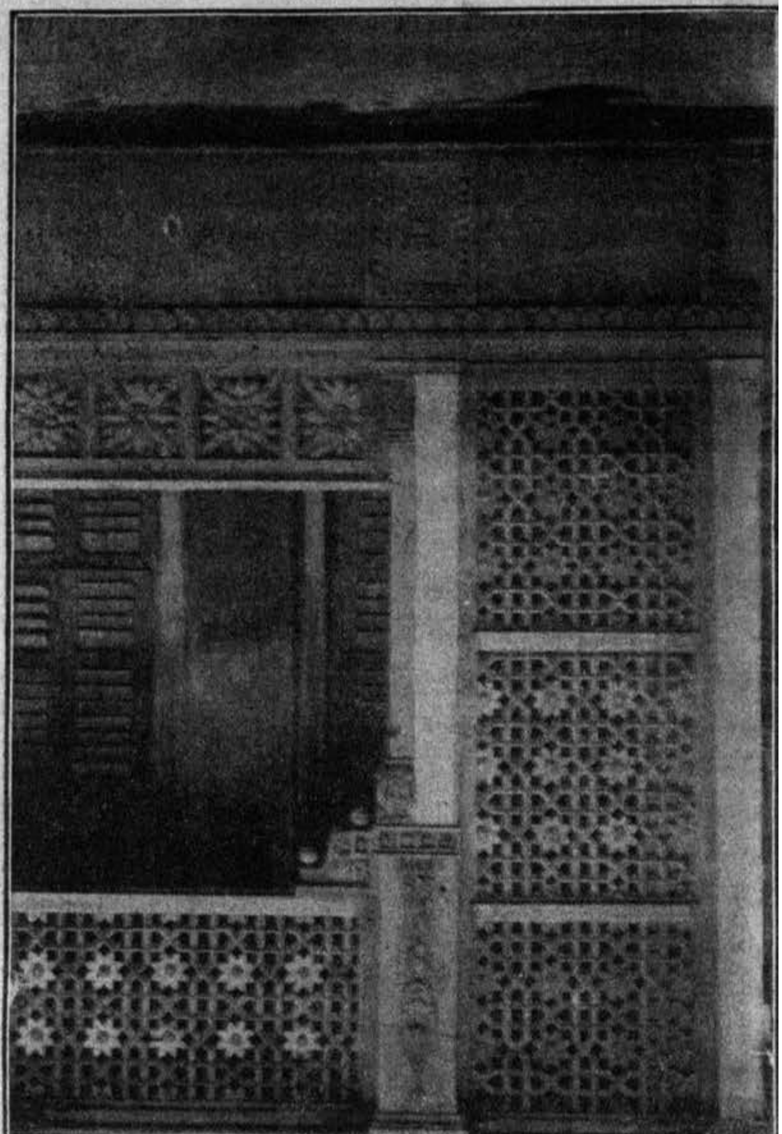
নাচঘরের বন্ধ দরজার দিকে চেয়ে আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার সেই মনিয়াকে মনে পড়েছিল—সেই রূপসী মনিয়া, সেই যুবতী মনিয়া। আমার বহু দিনের অতৃপ্ত বাসনার মূর্ত্তিময়ী মনিয়া! মনে হচ্ছিল, আজকের এই বিয়ের আসরে সে যেন আবার নাচতে আসবে। আবার ঐ নাচঘরের দরজা খোলা হবে, বাতি জ্বালা হবে, আয়নার গায়ে-গায়ে তার আলোর চমক বিচ্ছুরিত হয়ে পড়বে। এই প্রাণহীন নাচঘর নাচের সাড়ায় আবার শত আনন্দে জেগে উঠবে।

"বাবুজী।" মিহিসুরে কে ডাক্‌লে—"বাবুজী!" মনে হলো ঠিক যেন মনিয়ার গলা। তবে কি মনিয়া সত্যই এলো? তবে কি অনেক দিনের অতৃপ্ত দেখার সাধ সত্যই কি আজ মিট্‌লো? যৌবনের স্বপ্ন এই অন্তিম কালে কি সত্যই সফল হয়ে উঠবে?

বাঁশীর ডাকে যেমন হরিণী মুগ্ধ হয়ে ছুটে যায়, আমি বোধ হয় ঠিক তেমনিতর মুগ্ধভাবে নাচঘরের মধ্যে প্রবেশ করলুম। ঘর ঠিক সেই রকমই আছে, ঘরে ঠিক সেই রকমই আলো জ্বলছে, দেয়ালে-দেয়ালে আয়নার গায়ে-গায়ে সেই রকমই আলোর বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে। কিন্তু ঘর শূন্য;—কেউ কোথাও নেই। কে বাবুজী বোলে ডাকলে? তবে কি ভুল হলো? স্বপ্ন দেখলুম? মনে হলো, তাতো নয়! কে যেন এই মাত্র এইখানে ছিল, সরে গিয়ে কোথায় লুকিয়েছে, তার গায়ের খোসবাই এখনও যে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কোথায় সে? মনিয়া! মনিয়া! আমার ব্যাকুল চোখ ছুটো খুঁজে বেড়াতে লাগলো সেই শূন্য ঘরের মধ্যে মনিয়াকে। কিন্তু কৈ মনিয়া? সে তো আসেনি। ঘর যে শূন্য।

হতাশ মনে ধীরে ধীরে ঘর থেকে ফিরে এসেছি, হঠাৎ বোধ হলো, বুড়োর ঝাপ্‌সা চোখের সাম্‌নে আলোগুলো যেন এক নিমেষের কি-এক আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো! সেই উজ্জ্বল আলোয় দেখলুম সাম্‌নে একখানা প্রকাণ্ড আয়নার স্বচ্ছতার উপর মনিয়া একটি শুভ্র পদ্মের মতো ফুটে উঠেছে। সেই মনিয়া—সেই সেদিনকার মনিয়া! সেই সাড়ি, সেই ওড়না, সেই অলঙ্কার, ঠোঁটের কোণে সেদিনকার সেই হাসিটি—সেই সব-সুদ্ধ নিয়ে সেই মনিয়া!

আমি অবাক হয়ে দেখতে লাগলুম। কি সুন্দর মনিয়া! কি অপূর্ব্ব সুন্দরী সে! তার অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের কি অপরূপ হিল্লোল! তার সেই অনুপম সৌন্দর্য্যে বহুমূল্যে সজ্জিত নাচঘরের শোভা যেন শত দিকে উথলে পড়তে লাগলো। আমি নির্নিমেষ নয়নে দেখতে লাগলুম। মনে হতে লাগলো, অনেক দিনের ভুলে-যাওয়া নেশা আবার যেন রক্তের মধ্যে জেগে উঠছে। বার্দ্ধক্য-পীড়িত মনের অবসাদ আবার যেন যৌবনের উত্তেজনায়



জালি-কাজ—("স্থাপত্যের নব-জাগরণ" প্রবন্ধে)

উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠছে। স্মৃতির মধ্যে হারানো আমার সেই পঁচিশ বছরের বয়েসটা আবার যেন খুঁজে পেয়েছি।

মনে হতে লাগলো—কোথায় সুরা, কোথায় সুধা! সুরার রঙিন পাত্র শূন্য—টেবিলের উপর সাজানো ছিল। আমি সেই শূন্য পাত্র তুলে নিয়ে আমার পিপাসিত ওষ্ঠ দিয়ে তাকে চুম্বনের পর চুম্বন করতে লাগলুম। তার অন্তরে পঞ্চাশ বছর আগেকার সঞ্চিত সুরার সুগন্ধে আমার মন নেশায় ভরপুর হয়ে উঠলো। আমি উন্মত্ত হয়ে ছুই বাহু প্রসারিত কোরে

সেই ছায়াময়ী মায়াময়ী মনিয়াকে ধরতে ছুটে গেলুম। বোলে উঠলুম—"ওগো প্রার্থিত, এই বাহু-বন্ধনের মধ্যে আজ একবার ধরা দাও!"

আমি চম্‌কে উঠলুম। এ কি! এ কে? সুন্দরী মনিয়ার পাশে প্রতিফলিত হয়ে উঠলো—এ কার জীর্ণ কদর্য্য মূর্ত্তি! এ মূর্ত্তি আমার চোখের সাম্‌নে থেকে এতক্ষণ কোথায় গোপন ছিল? এই কি সেই - যাকে নৃত্যকলায় মুগ্ধ করবার জন্য এক দিন মনিয়া এই আসরে এসে নেচে ছিল? যাকে কটাক্ষের পর কটাক্ষের আঘাতে মূর্চ্ছিত করবার জন্যে এই সুন্দরী মনিয়া নানা ছলা-কলা বিস্তার করেছিল, এ কি সেই সুবেশ সুপুরুষ যুবার মূর্ত্তি? তার অঙ্গে কোথা থেকে এলো এই ভীষণ কুৎসিত আবরণ? হে ভগবান, খুলে দাও তার এ মর্ম্মদাহী আবরণ, তাকে রক্ষা কর!



স্বর্গীয় নৃপেন্দ্রচন্দ্র ও কুসুমকুমারী
("স্পোটর্স এণ্ড থিয়েটারে"র সৌজন্যে)

সেই জরাজীর্ণ মূর্ত্তির দিকে চেয়ে চেয়ে মনিয়ার দিকে আকুল প্রসারিত আমার বাহু সংকুচিত হয়ে আসতে লাগলো। যৌবনের ক্ষণিক উল্লাস বার্দ্ধক্যের চিরন্তন অবসাদে অবসন্ন হয়ে পড়লো—আমার জীবনের পঞ্চাশটা বছর এক লহমায় কেটে গেল! মনিয়া যখন তার অক্ষয় রূপ-যৌবন নিয়ে আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো তখন আমি কোথায়—কোন্ বিশাল সমুদ্রের কোন্ কূলে? হায় আমার অতৃপ্ত বাসনা—চিরদিনই অতৃপ্ত রয়ে গেল!

"বাবুজী!" কে আবার ডাকলে—"বাবুজী! ফিরে দেখি জাপানি পর্দ্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো এক তরুণী নর্ত্তকী। আজ বোধ হয় এর উপরই এই নাচঘরের নিভন্ত প্রদীপ জ্বালাবার ভার পড়েছে।—ক্ষণপরেই বোধ হয় আসর জমবে। মহিমের নাতীরা দেখছি তাহলে তাদের দাদামশায়ের স্মৃতি-রক্ষায় নিতান্ত অমনোযোগী নয়! নাচঘরেরে দক্ষিণ দেয়ালে টাঙানো আমাদের যৌবনের স্মৃতি-মন্দির আলো-করা মনিয়ার প্রকাণ্ড ছবিখানার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে তরুণী জিজ্ঞাসা করলে—"বাবুজী, এ ছবি কার?" আমি বল্লুম—"তুমি ওকে চিনবে না।" বোলেই আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। বাড়ি ফিরছি, এমন সময় মহিমের বড় নাতী বল্লে—"দাদামশাই, এখনি চল্লেন, একটু গান শুনবেন না?"

আমি বল্লুম—"না ভাই!"

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

গান

ও শরতের আউলী হাওয়া—শিউলিফুলের আতর-মাখা!
সবুজে বনের দোলপিড়িতে আপনি ছলে গো,—
ছলিয়ে এস মাঠের বাটে ছহাতিয়া কাশের পাখা!

*

কাঁচা রোদের ভাষা ভরি
আজ রাগিণী আশাবরী
কনকচূড়ো ধানের ক্ষেতে সোনার সাজে গো,—
সেই তালে ঐ পদ্মবনে লক্ষ্মীদেবীর চরণ রাখা!

*

গাইল মানস-চন্দনা
গন্ধ-গীতার বন্দনা,
চিত্ত-বধুর নৃত্য-মধুর
ছন্দ-লীলা বন্ধ না!

*

এস প্রেমিক! শ্যামলতায়
জাগিয়ে আমার মনের কথায়,
মুখের পরে, বুকের পরে, ছখের পরে গো,—
শিশির সেঁচে ফুলল কর হৃদয়-মরুর তরুর শাখা।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

হিজ ম্যাজেষ্টিস্ থিয়েটারে

—:*:—

"অষ্টম হেনরি"

সে আজ প্রায় ষোল বৎসর আগের কথা। His Majesty's Theatre-এর অধ্যক্ষ, বিখ্যাত অভিনেতা Sir Herbert Tree যখন ঘোষণা করলেন তিনি তাঁর থিয়েটারে Shakespereএর Henry VIII এর অভিনয় করবেন, তখন থিয়েটার-গামী সমাজের মধ্যে মহা এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। হবারই কথা। কেননা সকলেরই জানা ছিল, Sir Herbert যা ধরেন তাকে চূড়ান্ত করেই ছাড়েন। তারপর Shakespereএর নাটকের যে মোহিনী শক্তি আছে, তার তুলনা অন্য নাট্যকারের লেখার মধ্যে পাওয়া তো যায় না! অভিনেতা আর অভিনেতৃদের নামও আমাদের মনের মধ্যে আশার এক রঙ্গিন ছবি এঁকে দিয়েছিল, ভাবলুম, একটা জিনিষ দেখা হবে।

বিলাতের ম্যানেজারদের দর্শক-আকর্ষণের জন্য নিত্য-নূতন প্লের সংস্থান করতে হয় না, আর একই রাত্রের প্রোগ্রামের মধ্যে ট্রাজেডি, কমেডি এবং ফার্সের অপরূপ খিচুড়ির আয়োজনও করতে হয় না। একটা ভালো প্লে ষ্টেজে উপস্থিত করবার জন্য ছয়মাস, আটমাস ধরে উদ্যোগ-আয়োজন চলতে থাকে, তার পর, একবার সেটা চলে গেলে, কয়েক মাসের জন্য ম্যানেজার মহাশয় ভাবনার দায়ে নিশ্চিন্ত থাকেন। সেই প্লেটাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে দেখানোই তখন তাঁর জীবনের ব্রত হয়ে পড়ে। কলকাতার থিয়েটার ম্যানেজার তাঁদের বিলাতি সহযোগীদের এই সৌভাগ্যের কথা শুনে দেশ-মাতৃকাকে নিশ্চয়ই মনে মনে আশীর্ব্বাদ করবেন! তাঁদের সেই আশীর্ব্বাদ-পর্ব্বে খুব সম্ভব সব শ্রেণীর শিল্প এবং সাহিত্যের সাধকেরাই যোগ দিবেন। ওসব জিনিসের আদর এদেশে নাই। আধ্যাত্মিক ভারতবাসী মূল্য বোঝে—শুধু পাটের সেয়ারের আর 'সিক্স পারসেন্ট গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটির'।

যাক সে কথা। অভিনয়ের খবর শুনে সমস্ত লণ্ডন সহর যেন ভেঙ্গে পড়লো – His Majesty's Theatre এর বক্স অফিসের উপর! আমরাও টিকেট কিনতে গেলুম। সেখানে গিয়ে যা শুনলুম, চমৎকার সংবাদ, অর্থাৎ তিন মাসের মধ্যে কোন সিট পাওয়া যাবে না—সব 'বুক' হয়ে গেছে! শপথ করতে করতে পথে বেরিয়ে পড়লুম; আর থিয়েটারের একটা প্ল্যাকার্ডের সামনে দাঁড়িয়ে কি করা উচিত তাই নিয়ে পরামর্শ করতে লাগলুম। আমরা সকলেই ছিলুম জোয়ান কলেজের ছেলে। থিয়েটারের পাশের দরওয়াজায় ধর্ণা দিয়ে পিটের মধ্যে যায়গা করে নেওয়াই আমাদের সঙ্কল্প স্থির হলো, ঘণ্টা দুই না হয় নীল আকাশের চন্দ্রাতপের তলেই দাঁড়িয়ে থাকা যাবে! সেই ভয়ে কি তা বলে অমন একটা সুযোগ হারাবো!

যেমন সঙ্কল্প, তেমনি কাজ! সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার সময় অভিনয় আরম্ভ হবার কথা, আমরা পিকাডিলিতে (Piccadilly) এলুম, পাঁচটার সময়! একটা চায়ের দোকানে কিছু জলযোগ করে নিলুম, আর ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময় পিটের দরওয়াজায় গিয়ে উপস্থিত হলুম। আমরা ভারতবাসী। নির্দ্দিষ্ট সময়ের দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে, কিম্বা দুই ঘণ্টা পরে কোন স্থানে উপস্থিত হবার অভ্যাস আমরা পুরুষানুক্রমে লাভ করেছি। ইংরাজ আমাদের সঙ্গে পারবে কেন!

প্রথম কখানা টিকেট আমাদের জন্যই কাটা হল। তার পর দীর্ঘ দুই ঘন্টা নিশ্চল পাথরের মূর্ত্তির মত সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলুম। নড়বার যো নাই—কেন না সেখান থেকে সরলেই আমাদের স্থান পিছনের লোকেরা দখল করবে, আর তার পর, তাহ'লে, সকলের শেষে গিয়ে আমাদের দাঁড়াতে হবে। এ তো আর সেই 'এমন দেশটি আর পাবে না'—পুণ্য-শ্লোক ভারত-ভূমি নয়, যে, ঠেলে ঠুলে, গোঁয়ার্ত্তুমি করে লাইনের মাঝখানে কোথাও ঢুকে পড়বো।

যাই হোক, সেই দীর্ঘ দুই ঘন্টাও শেষে কাটলো। ষ্টলের পিছনেই আমরা স্থান পেলুম। সাতটা ত্রিশ মিনিট হতেই অরকেষ্ট্রা বেজে উঠলো।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। বিলাতে কোন থিয়েটারে অভিনয় সাড়ে সাতটার সময়, কোনটায় আটটার সময়, কোনটায় সাড়ে আটটার সময় আবার কোনটায় নটার সময় আরম্ভ হয়। যখনই আরম্ভ হোক সাড়ে এগারো টার আগে কিন্তু সব থিয়েটারেই অভিনয় শেষ হয়ে যায়। এ নিয়মের ব্যতিক্রম হতে আমি কখনও দেখিনি। আমাদের দেশের থিয়েটারগুলির বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ—তারা বন্ধ করবার বিষয় কোন নিয়মই মানেনা। আর অভিনয় শেষ করতে এত দেরী করে যে একদিন অভিনয় দেখতে গেলে পরের দিন কায কর্ম্ম করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এর কি কোন প্রতিকার নেই? আমার মনে হয়, এখানে যে কটি থিয়েটার আছে তাদের অধ্যক্ষেরা যদি এক মত হয়ে কায করেন, তাহলে অনায়াসে এই বর্ব্বর প্রথার মুলোচ্ছেদ হতে পারে। তাতে তাঁদেরও বিশেষ সুবিধা হবে আর দর্শকদেরও উপকার হবে। থিয়েটার দেখাকে বাধ্য করে অমিতাচারের পর্য্যায়ভুক্ত করা তো উচিত নয়!

অরকেষ্ট্রায় যখন বাদ্য বেজে উঠলো, তখনই বুঝলুম, ছয় শতাব্দীর পূর্ব্বেকার ইংলণ্ডে কয়েক ঘন্টা কাটাবার সুযোগ আজ পাব। বাদ্যের যন্ত্রগুলিও সেই সুদূর অতীত যুগের আর সুরগুলিও তখনকার। Sir Herbert Treeরই যোগ্য পরিকল্পনা।

মিঃ মেরিম্যান (বিদূষক) সেই যুগের বিদূষকের পোষাক পরে, মাথায় তাঁর পদসূচক লম্বা টোপরের মত টুপি এঁটে, আর হাতে ঝুমঝুমির কাটি নাড়তে নাড়তে জলদ-গম্ভীর স্বরে প্লের prologueটির আবৃত্তি করলেন। তার পর drop scene উঠলো, আর অভিনয় আরম্ভ হলো।

অনেক দিন আগে সেই অভিনয় দেখেছি। সব কথা এখন মনে নেই। যা মনে আছে, তাই পাঠককে বলবো! আর তাই বোধ হয় বলবার জিনিস।

কূটবুদ্ধি এবং ক্ষমতাপ্রিয় মন্ত্রী Cardinal Wolseyর পরামর্শে Henry VIII তাঁর বিশ বৎসরের পরিণীতা স্ত্রী রাজ্ঞী কেথেরিনকে বর্জ্জন করতে উদ্যত হন। Henry VIIIএর সেই স্ত্রী-বর্জ্জনই হচ্চে প্লেটির মূল বিষয়। কেথেরিনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তখনকার শ্রেষ্ঠ Tragic Actress মিস ভায়োলেট ভ্যানব্রূ (Miss Violet Vanbrugh)। আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি, কোন তেজস্বী রমণীর পার্টের এমন অভিনয় আমি কখনও দেখিনি। রমণীর ভূমিকায় মিস ভ্যানব্রূকে রাণীর মতই দেখিয়েছিল। তাঁর দৃপ্ত অঙ্গভঙ্গী, তাঁর নির্ভীক ওজস্বী ভাষা, তাঁর আত্মসম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহার দর্শকদের ভুলিয়ে দিয়েছিল যে তারা একটা অভিনয় মাত্র দেখছে; সকলেই বলছিল "হাঁ একটিং বটে। রাজ্ঞী কেথেরিন স্বয়ং এলেও Mis Vanbrughর চেয়ে বেশী "dignified" পূর্ব্বে দেখাতে পারতেন না।

উলসীর চক্রান্তে হেনরি এবং কেথেরিনের বিবাহের বৈধতার বিচারের জন্য এক কমিশন নিযুক্ত হয়। সেই কমিশনের বিচারক হন কার্ডিনেল উলসি স্বয়ং এবং Cardinal Campius নামক রোমের একজন উচ্চপদস্থ প্রতিনিধি। বিশ বৎসর পুর্ব্বে কেথেরিণ ছিলেন হেনরির বিধবা ভ্রাতৃজায়া। দেশের প্রবীণ এবং বিজ্ঞ লোকেদের পরামর্শমতই হেনরির সঙ্গে কেথেরিনের বিবাহ হয়। দীর্ঘ বিশ বৎসর উভয়ে পরমসুখে জীবন যাপন করেন। এখন কিন্তু উলসির চক্রান্তে হেনরির মনে এই বিবাহের বৈধতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। হেনরিকে বুঝিয়ে, পোপকে মুষ্টিগত ক'রে উলসি এক কমিশন বসান—কেথেরিণকে সিংহাসন থেকে তাড়াবার উদ্দেশ্যে!

ক্রমশঃ

এস, ওয়াজেদ আলী

অভিনেতার স্বরূপ

—:*:—

অনেক দিনের চলতি কথা—

"জগৎ নাট্যশালা—নরনারী তার অভিনেতা ও অভিনেত্রী—।"

যাত্রাওয়ালা গান গায়—

"মাতৃ-সাজে সেজেছ মা করিতে স্নেহের অভিনয়
নাট্যক্ষেত্রে রঙ্গ-স্থত্রে আমি তোর সেজেছি তনয়।"

গান শুনে শ্রোতার চোখে জল আসে।

সহসা মনে প্রশ্ন জাগে—"অভিনয় জিনিসটা কি? মাতৃস্নেহও যদি স্নেহের অভিনয় হয়, তাহ'লে সত্য আর অভিনয়ের ভিতর তফাৎটা কোন্‌খানে"?

অভিনয় কথাটার সাধারণ অর্থ ছলনা, অসত্য।

নাট্যাভিনয়েও অভিনেতা দেখাতে চেষ্টা করেন—তিনি যাহা নন, তাই।

তিনি গোঁফ পরেন, দাড়ি পরেন—রং মাখেন।

নাটকের ঘটনা তার নাটকত্ব নাট্যকারের নিজস্ব সৃষ্টি ও লোকে জানে তাহা মিথ্যা, তাহা অভিনয় মাত্র—তবুও তারা হাসে, কাঁদে, রাগে, আনন্দে উৎফুল্ল হয়—বরং একটু বেশী মাত্রায়—

সাংসারিক জীবনে মৃত্যু একটী কঠিন ঘটনামাত্র—নাট্যাভিনয়ে মৃত্যু করুণ রসের উৎস। যে লোক সত্যকার মৃত্যু দেখে কোনো দিন কাঁদেনি, বরং ডাক্তার ডাকা, খাট কেনা, শ্মশানে যাওয়া প্রভৃতি কাজে যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়েছিল—সেই হয়তো রঙ্গালয়ের একটী মৃত্যু-দৃশ্য দেখে চোখের জলে বুকে ভাসিয়ে দিল।

মূল প্রশ্ন মনের ভিতর আবার উঁকি মারে—"অভিনয় যদি অসত্য, সত্যের চেয়েও এই বড় শক্তি সে কোথায় পেল?"

হয় তো অভিনয় অসত্য নয়, হয় তো বা অতি সত্য। অর্থাৎ সাংসারিক জীবনে যে সত্যের সাক্ষাৎ পাই নে, বুঝিবা অভিনয়ে সেই সত্য শুধু কল্পনার নয়, রক্তমাংসের শরীরেই দেখতে পাই।

সমস্ত বড় আর্ট যে সত্যের চেয়েও সত্য তার পরিচয় এইখানে।

গানে আছে—"দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে

আমার সুরগুলি পায় চরণ তোমার, আমি পাই না তোমারে"—

জীবনে আমরা দেখি ব্যবহারিক সত্য, সাধারণ শুষ্ক সত্য (facts of life)।

আর্টে দেখি সত্যের রসমূর্ত্তি। তাই সত্যের চেয়েও আর্ট সত্য, সত্যের চেয়েও আর্ট বড়।

অন্যান্য আর্টে স্থূল মুর্ত্তি বাদ দিয়ে একেবারে রসমুর্ত্তির সাক্ষাৎ পাই।

চিত্রে ও অভিনয়ে এ দুটীর সামঞ্জস্য করার আবশ্যক হয়।

অনেক সময় এই দুই মূর্ত্তি একেবারে বিপরীত হ'তে পারে।

সাইলকের স্থূলমূর্ত্তি, কুটবুদ্ধি বিষয়ী রুক্ষমূর্ত্তি একতাড়া চাবি হাতে ক'রে তিন হাজার টাকায় তিন মাসের সুদ কত হয় তারই হিসেব করছে—

কিন্তু তার রসমুর্ত্তি পীড়িত দুর্ব্বল জাতি সবলের দ্বারা লাঞ্ছিত বিকৃত আত্মীয়-স্বজন-হারা, গৃহহারা অশান্ত অতৃপ্ত মানবাত্মা, জীবনে তার একমাত্র সম্বল ঐ জেসিকা। বিশ্বকবি স্বয়ং সাইলক্‌কে বিদ্রূপ ক'রবার চেষ্টা ক'রেছিলেন—তৎসত্ত্বেও আপনার বিচিত্র জীবন রসের-ভিতর দিয়ে সে কবির অনুগৃহীত অ্যান্টোনিয়ো, ব্যাসানিয়ো, এমন কি পোর্সিয়াকে অতিক্রম ক'রে ফুটে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের "গৃহপ্রবেশের" নায়ক রোগী। সে শয্যায় শায়িত, তার চারিধারে ঔষধ-পথ্যের গন্ধ—ঘরে গেলে মনে হয় ঘরের বাতাসকে বুঝি হাসপাতালের ভূতে পেয়েছে; চোখের স্থূল দৃষ্টিতে সে রোগী ছাড়া আর কিছুই নয়।

কিন্তু রসমুর্ত্তিতে সে "কবির উপরে কবি"—মনে মনে সে "মণিসৌধ" রচনা ক'চ্ছে। তার এ "মণিসৌধ" তাজমহলের চেয়েও বড় রচনা—কেননা "তাজমহলের" শেষ আছে, "মণিসৌধে"র শেষ নাই।

কোন্ চরিত্র কতটা স্থূল এবং কতটা রসস্বরূপ তা অভিনেতার ধ্যান, অনুভূতি ও প্রকাশের উপর নির্ভর করে।

পরিপূর্ণ রসের ভিতর স্থূল মূর্ত্তি যে একেবারেই অনাবশ্যক প্রাচীন যাত্রার আসরে তা বহুবার প্রমাণিত হ'য়ে গেছে। বদন অধিকারী, গোবিন্দ অধিকারীর বৃন্দাদূতীর অভিনয় চোখে দেখিনি, গল্পে শুনছি। চোখে কাণে দেখা শোনা প্রত্যক্ষ ঘটনাও আছে—অজ পাড়া গাঁ, গ্রামের কতকগুলি চাষী অবসর বিনোদনের জন্য গানের দল খুলেছে—"মনসায় ভাসান"। লখিন্দর সাপের কামড়ে মারা গেছে। বেহুলা মৃত পতি নিয়ে কলাগাছের ভেলায় ক'রে ভেসে চললো নদীর জলে।

পাড়াগাঁয়ের আসরে গান হ'চ্ছে। কোথায় বা কলার ভেলা, আর কোথায় বা নদীর জল! বেচারা বেহুলা, আসরে একটা মৃতপতিও তার জুটে নাই, যাকে উপলক্ষ্য ক'রে শোক ক'রবে। আছে শুধু বেহুলারূপী অশিক্ষিত চাষীর ছেলে—

আর আছে তার সুকণ্ঠে "মনসার ভাসানে"র চিরন্তন করুণ সুর।

স্বামীকে "দেবস্থরপুরে" নিয়ে যেতে হবে, বেহুলা একখানা রেকাবি হাতে ক'রে শ্রোতাদের কাছে "পাথেয়" ভিক্ষা ক'চ্ছে আর গান ক'চ্ছে

বেউলো ভাসেরে

কলার মান্দাসে বেউলো ভাসেরে"—

সুরের ইন্দ্রজালে শ্রোতার মনে যে চিত্র ফুটে ওঠে—সে জীবন-স্রোতে ভাসমানা এক নারীর। তার শক্তি আছে, বিশ্বাস আছে—তবু সে যুক্তকরে প্রার্থনা করে—

"শোন শোন দেবতা গো,

বলি যে তোমারে—"

মূল গায়ন আবার গায়—"বেউলো ভাসেরে—"

এখানে বেহুলার যে রসমূর্ত্তি শ্রোতার মনে অঙ্কিত হয় সহস্র চেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে Trick scene করিয়ে সত্যকার সুন্দরী নারীকে নদীর জলে ভাসিয়ে সে রস জমে না।

বড় শিল্প মাত্রই সেইজন্য জীবনের ঠিক অনুকরণ নয়—সমস্ত জীবন এবং জীবনের দৈনন্দিন আড়ম্বরকে অতিক্রম ক'রে চ'লেছে—জীবনের সুর—সেই সুরই আর্টের প্রাণ। কোন্ আর্টে কি সুর লাগবে—সেইটে যিনি ধ'রতে পারেন—তিনিই বড় শিল্পী।

অভিনয়ে সুর চলা উচিত কিনা—এ নিয়ে অনেকবার অনেক তর্কবিতর্ক হ'য়ে গেছে, এখনো মাঝে মাঝে তর্ক ওঠে। এ তর্কের মীমাংসা বোধ হয় এই ভাবে করা যেতে পারে—অভিনয়ে সুর চ'লবে কিন্তু বেসুর চ'লবে না।

পাঠক বা গায়ক মাত্রই জানেন প্রত্যেক গেয় বা পাঠ্য পদের সুর ভিন্ন রকম। কীর্ত্তনের গানে যদি ঠুংরির সুর দেওয়া হয় তা হ'লে যে রসসৃষ্টি হয় তার নাম নিম্নশ্রেণীর হাস্যরস। গানের সুর যদি অভিনয়ে লাগান যায় তা হ'লে অভিনয় ভাঁড়ামো হ'য়ে ওঠে।

অভিনেতা স্থলমূর্ত্তি ফুটিয়ে তুলতে পারেন—বেশভূষার সাহায্যে। কিন্তু ওই সুর আর চোখের দৃষ্টি ছাড়া রসমূর্ত্তি ফুটিয়ে তুলবার অন্য উপায় নেই—

অভিনেতা সেক্সপীয়র একথা জানতেন—তাই তিনি লিখতে পেরেছিলেন

"...A poor player,
That struts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more..."

আবার গোড়ার কথায় ফিরতে হ'ল—

অভিনয় অসত্য, আবার অতি সত্য।

অভিনেতার স্থূলমূর্ত্তি ক্ষণকালের জন্য সত্য, তার রসমূর্ত্তি চিরন্তন সত্য—তার স্থূলমূর্ত্তি লোকে ভুলে যাবে—তার অভিনয়ের রস লোকের মনে স্থায়ী হবে। অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখালেও ম্যাজিক কখনো ব্লাক আর্টের চেয়ে বড় আর্ট হয়নি। সে রূপান্তর দিতে পারে—রস দিতে পারে না।

অভিনয়-তত্ত্বের মূল কথা পাই সৃষ্টিতত্ত্বের মূলকথার ভিতর, যাঁর নৃত্যলীলার ছন্দে সৃষ্টি প্রকট হ'য়ে ওঠে—তাঁর নাম নটরাজ।

রঙ্গালয়ের নটরাজও তিনি যিনি নিত্যনূতন সুরে নূতন রূপে বিকশিত হ'তে পারেন। তিনি কখনো রাজা, কখনো ভিক্ষুক, কখনো সাধু, কখনো অসাধু—অসংখ্য অনন্ত মানবের অন্তরাত্মা তাঁর প্রাণে আশ্রয় পাবে। কারও প্রতি কোন বিরুদ্ধ ভাব বা বিশেষ আসক্তি থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তাঁকে সৃষ্টিকর্ত্তার মতই একসঙ্গে সহৃদয় ও উদাসীন হ'তে হবে।

কারণ নূতন সৃষ্টির জন্য আবশ্যক সহৃদয়তা, নূতনতর সৃষ্টির জন্য আবশ্যক পূর্ব্বতন সৃষ্টির প্রতি ঔদাসীন্য।

শ্রেষ্ঠ শিল্পীর এই একটা বড় লক্ষণ—অসীম সহৃদয়তা এবং অসীম ঔদাসীন্য। তাঁর প্রচুর আসক্তি আছে কিন্তু বৈরাগ্যেরও অভাব নেই।

তাই আজ পর্য্যন্ত যত বড় শিল্পী পাওয়া গেছে—বিশেষতঃ অভিনয়-শিল্পে যাঁরা বড় হ'য়েছেন—তাঁদের কারো সহজ স্বাভাবিক গার্হস্থ্য জীবন ঠিক ভালো লাগেনি।

নিত্য-নূতনের প্রতি তাঁদের আকর্ষণ। নিকট তাদের ভালো লাগেনা; তারা সুদূরের পিয়াসী, জানা ও পরিচিত তাদের উড়ন্ত প্রাণকে বাঁধ্‌তে পারে না—অজানাকে সে শুধু জেনেই ক্ষান্ত হবে না—সে নিজেই সেই অজানা হবে। জগতের বিভিন্ন ঘরে গিয়ে সে ঘর বাঁধতে চায়। তার আকাঙ্ক্ষার আর তৃপ্তি নেই।

সেই জন্যই তো শান্ত, শিষ্ট সামাজিক গৃহস্থ লোকেরা কোনো দিনই এদের প্রাণ খুলে জাতে তুলে নিলে না—এরাও ঠিক মিশতে পাল্লে না। এরা একঘ'রে হ'য়েই রইল, সামাজিকেরা এদের নাম দিলেন "লক্ষ্মীছাড়ার দল।" সমাজ এদের শ্রদ্ধা কোনোদিন করেনি বটে—কিন্তু এদের সৃষ্টি দেখে মাঝে মাঝে ভালোবেসেছে—আর অনেক সময় খুসী হ'য়ে শালের জোড়া বক্‌শিস্ দিয়েছে।

তবে এই "লক্ষ্মীছাড়া" দলের উপর স্বয়ং লক্ষ্মী যে একেবারেই নারাজ, একথা বলা চলে না। পাশ্চাত্য দেশের শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের ভাঁড়াড়ে আজ কাল লক্ষ্মীর অতি প্রসন্ন দৃষ্টি। আমাদের দেশের "লক্ষ্মীছাড়া"দের লক্ষ্মী "ভাঁড়ারে" নেই বটে কিন্তু ঘরে আছেন।

তবে এই দলে এমন অভাগারও অভাব নেই যার ঘরেও লক্ষ্মীর দেখা নেই—ভাঁড়ারেও তাঁর পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না।

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

দর্শক-দর্পণ

কোনও থিয়েটারে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও 'বিরহ' একরাত্রে অভিনয় হবার কথা ছিল। আগে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও পরে 'বিরহ' হবে ব'লেই বিজ্ঞাপিত হ'য়েছিল, কিন্তু কোনও কারণে সম্প্রদায় পূর্ব্বেই 'বিরহ' অভিনয়ের ব্যবস্থা ক'রতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিছুক্ষণ অভিনয় অগ্রসর হবার পর জনৈক দর্শক পার্শ্ববর্ত্তী দর্শককে জিজ্ঞাসা করলে—"হ্যাঁ মশাই, শ্রীমতী তারাসুন্দরীই ত 'রোহিণী' সেজেছেন, না?"

পার্শ্ববর্ত্তী দর্শক গম্ভীর ভাবে বললেন—"হ্যাঁ, তাইত দেখছি!"

•

'বিরহ' শেষ হ'য়ে যাবার পর যখন "কৃষ্ণকান্তের উইল" আরম্ভ হ'ল, তখন উক্ত দর্শক অত্যন্ত উত্তেজিত হ'য়ে উঠে পার্শ্ববর্ত্তী দর্শকের দিকে ঘূর্ণীত লোচনে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে ব'ললে—"আপনি ত' বেশ লোক মশাই! 'বিরহে' আমাকে এতক্ষণ তারাসুন্দরীর 'রোহিণী' দেখাচ্ছিলেন! 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এইত সবে আরম্ভ হ'ল!"

পার্শ্ববর্ত্তী দর্শক এবারও গম্ভীর ভাবে বললেন—"হ্যাঁ, তাইত' দেখছি!"

•

কোনও একখানি অধুনাপ্রসিদ্ধ নাটকের অভিনয়-রাত্রে নাট্যকার স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। নাটকখানি বিয়োগান্ত, অভিনয়ও অত্যন্ত করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী হ'চ্ছিল! দর্শকরা বারম্বার অশ্রু না-মুছে থাকতে পারছিল না! হঠাৎ একজন দর্শক নাট্যকারের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে তার পাশের বন্ধুটিকে জিজ্ঞাসা করলে—"আচ্ছা ভাই, উনিও কেন আমাদের মতো কাঁদছেন? ওঁরই তো লেখা বই, উনি তো ভালরকমই জানেন যে, এ-সব সত্যি নয়!"......

বন্ধুটি বললে—"বোধ হয় তাঁর নাটকের এই অভিনয় দেখে কান্না পেয়েছে।"

•

বৈরাগীর ভূমিকায় কোনও খ্যাতনামা অভিনেতা দু'হাত তুলে খুব নৃত্য ক'রেও একখানি গানও যখন জমাতে পারলে না তখন একজন দর্শক আর একজনকে ব'ললে—"এ-রকমটা হ'লো কেন বলো তো?" দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর

করলে—"বৈরাগী-ঠাকুর নাচের দিকে যতটা মনোযোগ দিয়েছিলেন—গানের দিকে ততটা দিতে পারেন নি !···তিনি হু'হাত তুলে ধেই ধেই ক'রে নাচলে কি হবে ?—তাঁর গলা যে এদিকে চার-চিৎপাৎ হ'য়ে শুয়ে প'ড়ছে !"

*

পল্লীগ্রামে কোনও এক সখের থিয়েটারে জনৈক ধনী অভিনেতা এক মাতালের ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। উক্ত অভিনেতা স্বয়ং সুরাপানে অভ্যস্ত ছিলেন ব'লে স্বাভাবিক অভিনয় করবার জন্তে সেদিনও মগুপান ক'রে ছিলেন। কিন্তু নাটকের আখ্যান-ভাগে আছে, তৃতীয় অঙ্ক থেকে উক্ত মাতালের সতীসাধ্বী পত্নীর প্রেম ও নিষ্ঠার জোরে তাঁর চরিত্র সংশোধিত হয়ে গেল এবং নায়ক তাঁর চল্লিশ বৎসরের পানাভ্যাস পরিত্যাগ করলেন। কিন্তু অভিনয় করবার সময় স্বাভাবিক হবে ব'লে অভিনেতা গোড়ার দিকে যে মগুপান ক'রেছিলেন, তৃতীয় অঙ্ক বরাবর তাঁর নেশাটি আরও জমে এসেছিল, কাজেই নাটক হিসাবে তিনি তখন মগুপান পরিত্যাগ করলেও নায়কের সেই বৈরাগ্য অবস্থাতেও রঙ্গমঞ্চের উপর অভিনেতার পা টল্‌ছে দেখে এবং কথা জড়িয়ে যাচ্ছে শুনে একজন দর্শক আর একজনকে জিজ্ঞাসা ক'রলে—"আচ্ছা, এটা তো ঠিক হ'চ্ছে বলে মনে হয় না মশাই। এখন তো নায়ক আর মদ খায় না, তবে কেন অভিনেতা ট'লছেন এবং জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলছেন ?" দ্বিতীয় দর্শক গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলে—"এটা আর বুঝতে পাচ্ছেন না মশাই ? এইমাত্র নায়কের মুখ থেকেই তো শুনলেন যে এটা তার চল্লিশ বৎসরের অভ্যাস ! সুতরাং চল্লিশটা বছর ধ'রে যে লোক টলেই এসেছে—এবং জড়িয়েই কথা বলেছে—তার ও-দুটো একেবারে মজ্জাগত অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গে'ছল', বুঝছেন ? তাই মদ ছেড়ে দেবার পরও কিছুদিন তার চলতে গিয়ে টলে পড়া আর জড়িয়ে কথা বলা অভ্যাসটা থেকে গে'ছল !"

প্রথম দর্শক খুশী হ'য়ে বললে—"ঠিক বলেছেন আপনি, তাই হবে বোধ হয়, নইলে অত বড় অভিনেতা হয়ে উনি কি আর ভুল করবেন ?"

*

একবার ছেলে সঙ্গে নিয়ে একজন ভদ্রলোক থিয়েটার দেখতে গিয়ে বড় অপ্রতিভ হ'য়েছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁর স্ত্রী ঐ ছেলেটি রেখে স্বর্গে চলে গেছলেন ! ছেলেটি তাই বাপের একেবারে গলার হার হ'য়ে উঠেছিল। এই মাতৃহীন শিশুকে সঙ্গে নিয়েই ভদ্রলোককে অভিনয় দেখতে আসতে হ'য়েছিল ! সেদিন থিয়েটারে সামাজিক নাটক 'সরলার' অভিনয় হ'চ্ছিল। রঙ্গমঞ্চের উপর 'সরলা' প্রবেশ ক'রতে ছেলেটি তাকে দেখেই হঠাৎ আনন্দে করতালি দিয়ে চীৎকার ক'রে উঠল—"মা, মা, ঐ যে মা ফিরে এসেছে ! বাবা ! চলো মার কাছে যাই, আমি—মার কাছে যাবো !—ওমা !—ওমা ! মা !—"

হৈ হৈ ব্যাপার ! অন্যান্য দর্শকেরা চীৎকার ক'রে উঠলো,—"কি করেন মশাই ! ছেলে নিয়ে বাইরে উঠে যান ! নয় ষ্টেজের ভেতরে গিয়ে ওর মা'র কাছে রেখে আসুন। আমাদের কি এমন 'প্লে'টা শুনতে দেবেন না ?"

ভদ্রলোকটি দু'একবার দর্শকদের বোঝাবার চেষ্টা ক'রলেন যে, যে-অভিনেত্রীটি 'সরলার' ভূমিকায় নেমেছেন তাঁকে অনেকটা তাঁরই স্বর্গীয়া স্ত্রীর মতো দেখতে, তাই খোকা এই ভুলটা ক'রেছে ! কিন্তু কে সে কথা শোনে ? জ্যাঠা ছেলেরা আশ-পাশ থেকে ব'লতে লাগল—"থাক্ থাক্, বুঝিছি মশাই ! তা, তাতে কি হয়েছে ? অত ক'রে ঢাকবার দরকার কি ? এতে আর লজ্জার কি আছে ? আপনিও কি আগে থিয়েটার ক'রতেন ?"—

ছেলেটা 'মা'র কাছে যাবো' ব'লে ততক্ষণে একেবারে প্রবল কান্না জুড়ে দিয়েছে ! ভদ্রলোক থিয়েটার থেকে উঠে পালাতে আর পথ পেলেন না !

শ্রীনরেন্দ্র দেব

আধুনিক জাপানের নাটক ও তাহার অভিনয়

—:০:—

অধুনা বাংলাদেশে নাটক ও অভিনয়-কলা সম্বন্ধে কিছুকাল যাবৎ আলোচনা চলিতেছে। ইহা শুভ লক্ষণ, সন্দেহ নাই। ইহার দ্বারা কালক্রমে উৎকৃষ্ট নাটক বা অভিনয় বলিতে কি বুঝায় তৎসম্বন্ধে পাঠকের মনে একটি নির্দ্দিষ্ট ধারণা জন্মিতে পারে এবং তাহার ফলে উচ্চাঙ্গের নাটক এবং কৃতী অভিনেতার উদ্ভবও অসম্ভব নয় !

নাটক রচনার ও অভিনয় প্রণালীর উৎকর্ষ সাধনের জন্য বিদেশে কিরূপে চেষ্টা চলিতেছে তাহার বিবরণ মধ্যে মধ্যে 'নাচঘরে' প্রকাশিত হইয়া থাকে। বিষয়টি আমাদের সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। আধুনিক জাপানের নাটক ও তার অভিনয় সম্বন্ধে আজ দুচারিটি কথা বলিব।

এদেশে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের রীতিমত বন্যা বলিলেও চলে। অথচ তার মধ্যে সুলিখিত নাটকের একান্ত অভাব—রসিকমাত্রেই সে কথা জানেন। যে-যুগ বহুদিন মহাকালের গর্ভে লীন হইয়াছে, যে-যুগের মধ্যে আমরা বাস করি নাই, এক হিসাবে সে সময়ের ঘটনা অবলম্বনে নাটক রচনা করা তেমন কঠিন নয়, কারণ তার মধ্যে যথেষ্ট ফাঁকি চলে। কিন্তু বর্ত্তমান কাল যার মধ্যে আমরা বাঁচিয়া আছি, যে-কালের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমাদের সকলেরই কিছু না কিছু আছে, তাহারই জীবনযাত্রা ও মনোভাব লইয়া রচিত নাটকে ফাঁকি চালানো তত সহজ নয়—দর্শকের চোখে উহা স্পষ্ট ধরা পড়িয়া যায়।

পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের প্রয়োজনীয়তা নাই এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। ইহাও সত্য, উচ্চাঙ্গের ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক নাটক রচনাও বিশেষ কঠিন কাজ। সুদূর অতীতের কোনো এক বিশেষ ঘটনাকে সুস্পষ্ট ও জীবন্ত করিয়া তোলা, তাহাকে একটা নূতন বিশিষ্ট রূপ দেওয়া যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচায়ক। যেমন ধরুন বার্ণাড-শ'র St. Joan বা রবীন্দ্রনাথের "চিত্রাঙ্গদা"। আমি বলিতে চাই. যে-সমস্ত পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটক এতাবৎকাল বাংলার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়া আসিতেছে তার অধিকাংশই নিকৃষ্ট শ্রেণীর, তাহা আমাদের মনকে স্পর্শ করে না।

সে কথা যাক, যে-কথা বলিতেছিলাম। ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত বাংলাদেশেরই মত, জাপানেও পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটক অভিনয়েরই রেওয়াজ ছিল। কিন্তু আধুনিক কালের শিক্ষিত জাপানী নরনারীর কাছে উহা ক্রমেই একঘেয়ে ও বিস্বাদ হইয়া উঠিতে লাগিল, নবশিক্ষায় দীক্ষিত মানুষের মনে জরাজীর্ণ অতীত চিরকাল আনন্দ জোগাইতে পারিল না।

তাহারই ফলে জাপানের রাজধানী তোকিও সহরে 'নিউ থিয়েটারে'র উৎপত্তি সম্ভব হইল। উচ্চশিক্ষিত ভদ্র সমাজের পুরুষ ও মহিলারাই উক্ত রঙ্গালয়ে অভিনয় করিতে লাগিলেন। পাশ্চাত্যদেশের আধুনিক নাটক জাপানী ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া অভিনয় সুরু হইল। Bernard Shaw, Ibsen, Galsworthy, Maeterlink, এমন কি Brieux পর্য্যন্ত কেহই বাদ পড়িলেন না।

মান্ধাতার আমলের 'কাবুকি' থিয়েটারের কদর কমিয়া গেল। শিক্ষিত সমাজ নূতন রঙ্গালয়ের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িল। ফলে অচিরকালের মধ্যে সে-দেশে একটি নব নাট্য-সাহিত্য গড়িয়া উঠিল, বর্ত্তমান কালের জীবনযাত্রা ও চিন্তাধারা, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দীপনার কথাকে আশ্রয় করিয়া। নারীর স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার অধিকার তাহাতে বিঘোষিত হইল, সবল ধনিকের বিরুদ্ধে দুর্ব্বল ভীরু দরিদ্র শ্রমিকের অভিযোগ তাহাতে ধ্বনিত হইয়া উঠিল, সমাজের বহুবিধ কুসংস্কার কুশ্রীতা ও অত্যাচার তার মাঝে আত্মপ্রকাশ করিল। চারি দিকে একটা সাড়া পড়িয়া গেল।

এমনি করিয়াই নাটক ও তাহার অভিনয় যুগে যুগে সকল দেশেই মানুষকে মানুষের স্বরূপ দেখাইয়া আনন্দের মাঝে দিয়া শ্রেয়ের পথ নির্দ্দেশ করিয়াছে। সুখের কথা, বাংলা দেশেও ইহার সূচনা দেখা যাইতেছে। শরৎবাবুর 'ষোড়শী' ও তার উৎকৃষ্ট অভিনয় তার নিদর্শন। এখন, তাহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বাংলার কৃতবিদ্য লেখকেরা যদি আধুনিক বাঙালী জীবনের অন্তর-বাহিরের দ্বন্দ্বকে নাট্যাকারে প্রকাশ করেন, তবে এদেশেও, জাপানের মতই স্বল্পকালের মধ্যে এক অনবদ্য নব নাট্য-সাহিত্য গড়িয়া উঠিবে—সুপরিচিত অতীতের ধূলিলিপ্ত কাহিনীর অক্ষম পরিচয় আর মনকে পীড়িত করিবে না।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নাচঘরের গল্প

—:০:—

পাদপ্রদীপ

আজকাল পাদপ্রদীপ (footlights) রঙ্গালয়ের একটা প্রধান অঙ্গ। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিলাতী রঙ্গালয় সমূহেও পাদপ্রদীপের ব্যবস্থা ছিল না। তখন সেখানে ছিল শিরঃপ্রদীপ—আমাদের দেশের সেকালের আসরের মত তখন বিলাতী রঙ্গমঞ্চ সমূহ চারিটী বড় ঝাড়ের দ্বারা আলোকিত হইত। ঝাড়গুলি মাথার উপর হইতে ঝুলিত এবং সেখান হইতে আলোক অভিনেতাদের মুখে পড়িত। বিখ্যাত অভিনেতা গ্যারিক (Garrick) মাঝে মাঝে ফরাসীদেশে অভিনয় করিতে যাইতেন। কথিত আছে, সেখানে পাদপ্রদীপের ব্যবস্থা দেখিয়া তিনি ইংলণ্ডে নিজ রঙ্গালয়ে (Drury Lane Theatre) সে ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করেন। কিন্তু ইহার বহু বৎসর পরে মুদ্রিত উক্ত থিয়েটারের যে সকল চিত্র দেখা যায় তাহাতে এই পরিবর্ত্তনের চিহ্ন দেখা যায় না। বোধ হয় এ ব্যবস্থা প্রচলন হইতে কিছুকাল লাগিয়াছিল। যতদিন গ্যাসের আলোক প্রবর্ত্তিত হয় নাই ততদিন তেলের আলোই ব্যবহৃত হইত। কিন্তু বিশেষ 'সমারোহ-রজনী'তে (Gala nights) রঙ্গালয় মোমের বাতির দ্বারা আলোকিত করা হইত এবং বিজ্ঞাপনে লেখা হইত—"আজ নাট্যশালায় মোমের বাতি জ্বলিবে।" ডাবলিনের একজন রঙ্গাধ্যক্ষ সেক্সপিয়ারের প্রতি সর্ব্বদা এই সম্মান দেখাইতেন—যে রাত্রে মহাকবির কোন নাটক তিনি অভিনয় করিতেন সে রাত্রে তাঁহার রঙ্গালয়ে তেলের আলোর পরিবর্ত্তে মোমের বাতি জ্বলিত।

রঙ্গসজ্জা

নট-নটীগণের পরিচ্ছদ যথাসম্ভব স্থানকালোপযোগী করিবার জন্য আজকাল একটা বিশেষ চেষ্টা লক্ষিত হইতেছে—কিন্তু পূর্ব্বে এ বিষয়ে যথেষ্ট ত্রুটী ছিল, এমন কি আমাদের আদর্শ বিলাতেও। নটশ্রেষ্ঠ গ্যারিকের প্রতিদ্বন্দ্বী বিখ্যাত অভিনেতা ব্যারী (Barry) ইংরাজ সৈনিক পুরুষের পরিচ্ছদে ওথেলোর ভূমিকা অভিনয় করিতেন। সেরিডানও (Thomas Sheridan) ইংরাজ সেনাপতির স্বর্ণখচিত রক্ত পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া ম্যাকবেথের অংশ অভিনয় করিতেন এবং ম্যাকবেথ রাজা হইবার পর একটা স্প্যানিশ টুপীতে হীরা ও পালক লাগাইয়া তাহা মাথায় পরিতেন। তৃতীয় রিচার্ড (Richard III) নাটক অভিনয় কালেও এক রিচার্ড ভিন্ন আর সকল অভিনেতা সাধারণ ভদ্র ইংরাজের পরিচ্ছদ পরিয়া দেখা দিতেন। বলা বাহুল্য তাহাতে রিচার্ডের জমকাল রাজ-পরিচ্ছদটী বড়ই বিসদৃশ দেখাইত। অষ্টম হেনরী (Henry VIII) নাটক অভিনয় কালেও এইরূপ ব্যবস্থা হইত। এমন কি গ্যারিকও ইংরাজ সৈনিকের পরিচ্ছদেই ম্যাকবেথ ও ওথেলোর ভূমিকা অভিনয় করিতেন। বলিতে গেলে, সুবিখ্যাত অভিনেতা ম্যাকলিনই (Macklin) এ বিষয়ে প্রথম সংস্কারক। তিনি যখন সাইলকের ভূমিকা অভিনয় করেন, তখন তিনি সেকালের ইহুদির প্রকৃত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া দর্শকবৃন্দকে চমৎকৃত করেন। কিন্তু তাঁহার সঙ্গী অন্য অভিনেতারা তাঁহাদের পুরাতন পরিচ্ছদেই অন্যান্য অংশ অভিনয় করাতে তাঁহার এই সংস্কারের ফল কতক পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়। যাহা হউক ম্যাকলিন যে পথ দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে সাধারণের দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছিল। পরে বিখ্যাত অভিনেতা কেম্বল (Kemble) এ বিষয়ে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন।

রঙ্গাধ্যক্ষ বনাম নাট্যকার

রঙ্গাধ্যক্ষেরা বাহিরের অপরিচিত নাট্যকারদিগকে সহজে আমল দিতে চাহেন না এমনই একটা চিরন্তন অভিযোগ আছে। অভিযোগ যে অনেক পরিমাণে সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই—তা এ দেশেই কি, আর বিলাতেই কি! রঙ্গালয়ের পত্তন থেকেই এ ব্যাপারটি চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহার জন্য অধ্যক্ষবর্গকে সকল সময় দোষ দেওয়া যায় না। তাঁহাদের উপর নাট্যকারদের দৌরাত্ম্যও বড় কম হয় না। আবালবৃদ্ধবনিতা যিনিই একটা কথার উত্তরে আর একটা কথা বসাইতে পারেন তিনিই নাট্যকার সাজিয়া বসেন, তা নাট্য-



যোগেশের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী

শাস্ত্র, নাট্যকলা বা রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান থাক্ বা না থাক্! ফলে অধ্যক্ষ বেচারির উপর গাড়ী গাড়ী "নাটক" বর্ষিত হইতে থাকে। সুপ্রসিদ্ধ রঙ্গাধ্যক্ষ কোলমান (Colman) সাহেব বলেন যে, তিনি রঙ্গালয় পরিচালনার ভার পাইবার পরেই জনৈক নৌ-সেনাপতি লিখিত নৌ-যুদ্ধ বিষয়ক একখানি নাটক তাঁহার নিকট অভিনয়ার্থ আসে। সেখানি ছিল একটি পঞ্চাঙ্ক বিয়োগান্ত নাটক। তাহার প্রধান দৃশ্যে দেখা গেল যে নায়ক মহাশয় এক রণতরীর বড় মাস্তুলের মাথার উপর দাঁড়াইয়া আছেন, আর সেখান হইতে তিনি বক্তৃতা বর্ষণ করিতেছেন। বরাবরই সেখানেই রহিয়া গেলেন—একবারও নীচে নামিলেন না! দুর্ভাগ্যক্রমে এইরূপ অধ্যবসায়ী নাট্যকারেরাই একেবারে নাছোড়বান্দা হইয়া পড়েন—কিছুতেই বোঝান যায় না যে তাঁহাদের নাটক মোটেই অভিনয়োপযোগী নয়। ফলে অধ্যক্ষেরা তাঁহাদিগকে তাড়াইবার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করিতে বাধ্য হন। একটা পুরাতন উদাহরণ দি'।—১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের কথা। নাটকলেখা বাতিকগ্রস্ত একজন আইরিস পাদ্রী তাঁহার লিখিত একেবারে দশখানি নাটক লইয়া লণ্ডন সহরে উপস্থিত হন। এই নাটকগুলির মধ্যে পাঁচখানি ছিল ট্রাজেডি ও পাঁচখানি কমেডি। পাদ্রী মহাশয় এদিকে বেশ পণ্ডিত ও ধর্ম্মজ্ঞ ছিলেন, তিনি গ্রীক ভাষায় মিল্টনের অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং যে অনুবাদ অক্সফোর্ডে মুদ্রিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ পাদ্রীর কার্য্যে তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু নাটক লেখার বাতিকই তাঁহার কাল হইয়াছিল। তদুপযুক্ত প্রতিভা যে ভগবান তাঁহাকে দেন নাই, ইহা তিনি বুঝিতে পারিতেন না। পরন্তু তাঁহার বিশ্বাস ছিল, যে-সকল নাটক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় তাঁহার নাটক তাহার কোনটীর অপেক্ষা হীন নয়। যাহা হউক তিনি একদিন তাঁহার দুইখানি নাটক লইয়া রঙ্গাধ্যক্ষ হ্যারিস সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। এই দুইখানি নাটকের মধ্যে একখানি ছিল "লর্ড রাসেল" নামে বিয়োগান্ত নাটক, অপরখানি ছিল হাস্যরসাত্মক নাটক। হ্যারিস সাহেব তাঁহাকে বিশেষ সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন এবং সাতিশয় ধৈর্য্য ও যত্ন সহকারে তাঁহার একখানি নাটক শুনিতে বসিলেন। নাটকের চারি অঙ্ক পর্য্যন্ত পড়া শেষ হইলে পর হ্যারিস সাহেব বলিলেন, "মহাশয়ের এ নাটকখানি বেশ হইয়াছে, চমৎকার হইয়াছে। কিন্তু আপনার কি মনে হয় না যে এতক্ষণের মধ্যে নাটকের নায়কের অন্ততঃ একবারও দেখা দেওয়া উচিত ছিল?" নাট্যকার বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "সে কি! আপনি কাহার কথা বলিতেছেন?" হ্যারিস সাহেব—"কেন? আপনার নাটকের প্রধান চরিত্র—লর্ড রাসেল!" পাদ্রী মহাশয় অবাক—"লর্ড রাসেলের কথা আপনি কি বলিতেছেন? আমি যে আমার কমেডিখানি পড়িতেছি।" হ্যারিস সাহেব—"বটে! বটে! আমি আপনার নিকট সহস্র বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমি মনে করিয়াছিলাম, বুঝি আপনি আপনার ট্রাজেডিখানি পড়িতেছেন।" পাদ্রী মহাশয় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং নাটকের খাতাখানি পকেটে গুঁজিয়া সবেগে প্রস্থান করিলেন। পরে তিনি তাঁহার বন্ধুবর্গের নিকট এই শোচনীয় ব্যাপারটী সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণ যে এত মূর্খ তাহা জানিতাম না—ট্রাজেডি ও কমেডির বিভিন্নতা তারা পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে না। আমি আজ হ'তে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমি আর নাটক লিখিব না। লিখিলেই ত ঐ মূর্খদের হাতে পড়িতে হইবে?" এই রূপে তিনি তাঁহার নাটকলেখা রোগ হইতে মুক্ত হইলেন।

শ্রীমন্মথমোহন বসু

স্থাপত্যের নব-জাগরণ

—:০:—

নাট্যকলায় যে-সব দেশ উন্নত,—যেমন জার্ম্মানি, রুসিয়া ও ফ্রান্স—সেখানে রঙ্গালয়ের সঙ্গে স্থপতিদের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সেখানকার পৃথিবীবিখ্যাত প্রয়োগকর্ত্তারা স্থাপত্য-কলায় বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ও সাহায্য না নিয়ে কাজ করেন না।

কয়েকজন স্থপতির নাম রঙ্গালয়ের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। Carl Friedrich Schinkel ও Gottfried Semper প্রভৃতি গত যুগের স্থপতি এবং Oskar Kaufmann প্রমুখ একালের সৌধনির্ম্মাতাদের চেষ্টায় জার্ম্মান রঙ্গালয়গুলি নানা বিষয়ে উন্নত হয়ে উঠেছে। আমেরিকাতেও এই একই দৃষ্টান্ত দেখা যায়। Ingalls ও Blackall প্রমুখ স্থপতিগণের সাহায্য পেয়ে নিউ ইয়র্ক সহরের হেনরি মিলার ও ম্যাক্সাইন ইলিয়ট প্রভৃতির রঙ্গালয় আধুনিক যুগের উপযোগী ব'লে যারপরনাই প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছে।

কিন্তু বাংলা দেশে এখনো রঙ্গালয়ের সঙ্গে প্রকৃত স্থাপত্য-শিল্পীর বিশেষ কোন সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে কি? হয়তো তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, বর্ত্তমান কালে বাঙালীর জাতীয় স্থাপত্য ব'লে কোন-কিছুর অস্তিত্ব নেই।

যে-আদর্শে এখন আমাদের ঘর-বাড়ী তৈরি হয়, তা না-হিন্দু, না-মুসলমানী, না-বিলাতী। আসলে তা দোআঁশলা। তার খানিকটা পর্ত্তুগীজ গির্জ্জার ধাঁচায় খানিকটা মুসলমানী বা কাল্পনিক দেশী ঢঙের। কোন ধনকুবের হয়তো



রাস্তার ধারে ঝরোকা

জলের মতন টাকা ঢেলে এমন এক অট্টালিকা দাঁড় করালেন যার আগাগোড়া প্রাচীন রোমীয় বা গ্রীক বা ইংরেজী ভঙ্গিতে তৈরি। যেমন চোরবাগানের "মর্ম্মর-প্রাসাদ" এবং পাথুরেঘাটার নন্দ মল্লিকের বাড়ী ও "ঠাকুর-ক্যাসেল" প্রভৃতি।

এ-সব হচ্ছে জাতীয় অধঃপতনের লক্ষণ। এমন আত্মবিস্মৃতি আমাদের হৃদয়গত পরাধীনতাকেই প্রকাশ করছে। বিদেশী লোক হয়েও সরকারী আর্ট স্কুলের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেব অনেক বৎসর আগেই এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আমরা ফিরে তাকাতে রাজি হই নি।

প্রাচীন ও স্বদেশী আদর্শ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ কোন স্থপতির সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়ে আমাদের রঙ্গালয়ের কোন কোন বিভাগের অবস্থা হয়েছে অত্যন্ত শোচনীয়। এখানে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকেরই চলন বেশী। অথচ মঞ্চশিল্পীরা ভারতের অতীত যুগের স্থাপত্যের কোন ধারই ধারেন না! ফলে তাঁরা যে-সব ঘর-বাড়ী ও প্রাসাদ আমাদের চোখের উপরে তুলে ধরেন, এবং সে-সকলের মধ্যে স্থাপত্যের যে আদর্শ প্রকাশ পায় তা কোন যুগেরই যোগ্য হয় না! এতে যে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের স্বাভাবিকতা ও সার্থকতা অনেকখানি নষ্ট হয়ে যায়, সে-কথা বলা বাহুল্য মনে করি।

কিন্তু সংপ্রতি আমরা এমন এক বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎ পেয়েছি, যাঁর কাছ থেকে আমাদের রঙ্গালয় অনেক দিক দিয়ে সাহায্য লাভ করতে পারে। এঁর নাম শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, উদীয়মান স্থপতি ব'লে এখন তিনি দেশবিদেশে নাম কিনেছেন। আমরা তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে বুঝেছি, তিনি শুধু সাধারণ স্থপতি নন—একাধারে তিনি ভাবুক, শিল্পী ও স্রষ্টা। তিনি স্বপ্ন দেখেন এবং সে স্বপ্নকে বাস্তবেও পরিণত করতে পারেন।

সমগ্র ভারতবর্ষে ভ্রমণ ক'রে তিনি এদেশের সকল যুগেরই স্থাপত্য-নিদর্শন দেখে এসেছেন। তা ছাড়া স্থাপত্য-কলা হচ্ছে তাঁর আবাল্যের বিশেষ আলোচনার বস্তু। দেশের স্থাপত্য-কলায় তিনি "রেনেসাঁস" আনতে চান এবং ইতিমধ্যেই তিনি তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিয়ে সকলকে চমৎকৃত করেছেন।

তাঁর প্রথম কীর্ত্তি হচ্ছে, কলিকাতার বিডন রো নামে পথে ৩২ নং বাড়ী। এখানে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাননি—কারণ তাঁর উপরে কেবলমাত্র বাড়ীখানির অদল-বদল ও আংশিক সংস্কারের ভার পড়েছিল। কিন্তু সেই সামান্য সুযোগেই তিনি ঐ পুরাণো দোআঁশলা ধাঁচায় তৈরি বাড়ীখানির শ্রী এমন ফিরিয়ে দিয়েছেন যে দেখলে অবাক মানতে হয়!

এই বাড়ীখানি এখন কলিকাতার এমন একমাত্র বাড়ী,—যার মধ্যে কোথাও ফিরিঙ্গী আদর্শ নেই এবং যা দেখলে প্রাচীন ভারতের বিশ্ববখ্যাত শিল্পকীর্ত্তিগুলির মূর্ত্তি চোখের সামনে দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে! এই বাড়ীর দ্বারপথ, স্তম্ভ, খিলান, জালিকাজ, ঝরোকা, ঠাকুর-দালান ও ক্ষোদিত-চিত্র—সমস্তই কারুকার্য্যে মনোরম, ভাবুকতায় মধুর, সৃষ্টির কবিত্বে বিচিত্র এবং জাতীয়তায় অপূর্ব্ব।

কুৎসিত ও বিজাতীয় আদর্শের বাড়ী তৈরি করতে আমরা যে-টাকা খরচ করি, শ্রীশবাবু তার অর্দ্ধেকেরও কম টাকায় খাঁটি দেশী আদর্শে ঢের-বেশী সুন্দর ও সুরুচিপূর্ণ বাড়ী গ'ড়ে প্রমাণিত করেছেন, তিনি অনায়াসেই এই গরীব দেশের যোগ্য শিল্পীর আসন দাবি করতে পারেন!

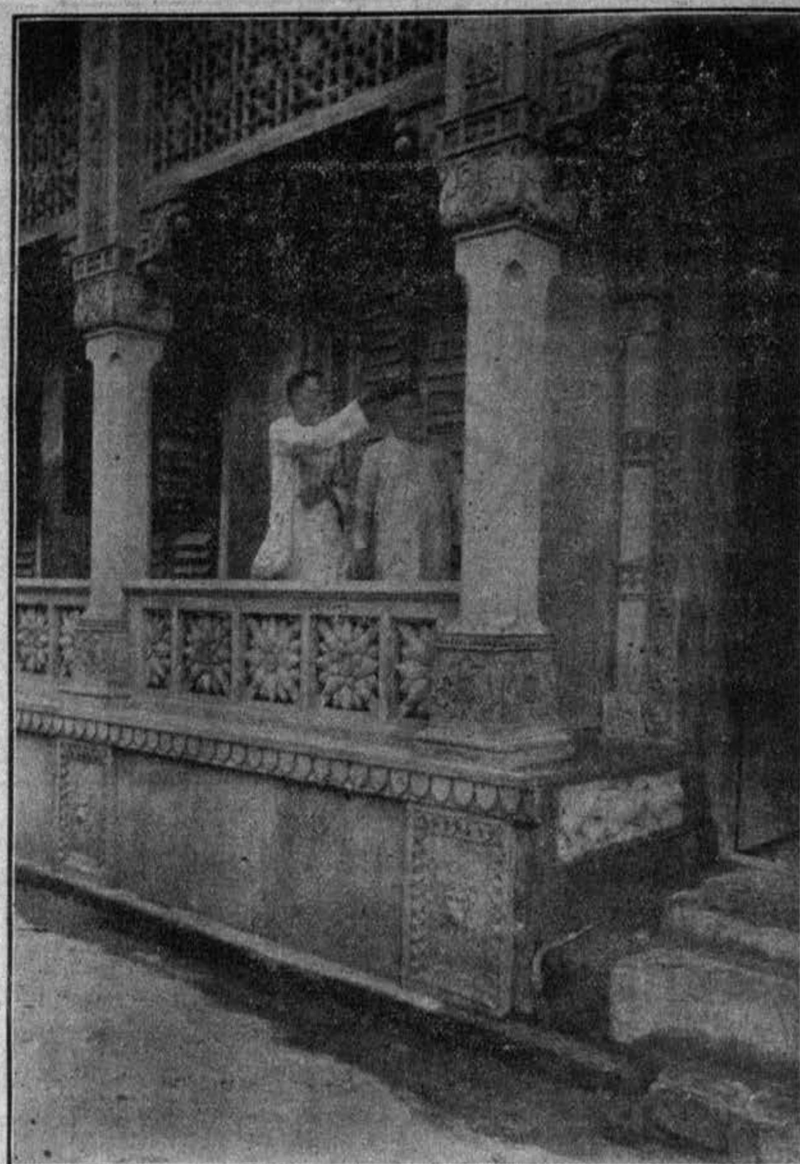


হরধনুর্ভঙ্গ

অথচ, বলতে গেলে একরকম শূন্যতার মধ্য থেকেই তিনি আপনার সাধনাকে সফল ক'রে তুলেছেন! সহায় নেই, সম্পদ নেই; দেশী মালমসলা ও কারিকরেরও অভাব এবং সর্ব্বোপরি ক্ষেত্রও দুর্লভ! উপরন্তু, দেশের নামজাদা স্থপতিরা—এমন কি বন্ধুরাও—পর্য্যন্ত জাতীয় স্থাপত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে বাতুলতা ব'লে উড়িয়ে দিতে কসুর করেন নি। তবু শ্রীশচন্দ্র নিজের উপর বিশ্বাস হারান নি! এবং কেবলমাত্র নিজের শক্তির উপরে নির্ভর ক'রেই আজ তিনি সমস্ত বাধা-বিঘ্ন পেরিয়ে আসতে পেরেছেন!

শুধু স্থাপত্যে নয়, ভারতের লুপ্তপ্রায় ভাস্কর্য্য-কলাতেও তিনি নব-জীবন আনবার চেষ্টা করছেন—কারণ স্থাপত্যের সঙ্গে ভাস্কর্য্যের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। নিজের উদ্ভাবিত নকল পাথরের উপরে তিনি যে-সব ক্ষোদিত-চিত্র এঁকেছেন—যেমন, "সৃষ্টির পরে অনন্ত নাগের উপরে নারায়ণ," "হংধন্বুর্ভঙ্গ," "ভ্রমণশীল হস্তীযূথ" ও "নাগনাগিনী" (শ্রীযুত নন্দলাল বসুর পরিকল্পিত) প্রভৃতি—সেগুলির গঠন-পদ্ধতি, কলাকৌশল ও পরিকল্পনা দেখে আমাদের আশা হচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে এ বিভাগেও আমরা অনেক নূতনত্ব উপভোগের সুযোগ লাভ করব।

অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু ও অর্দ্ধেন্দুকুমার গাঙ্গুলীর মতন ওস্তাদ-শিল্পীরাও শ্রীশচন্দ্রের সাফল্য দেখে একবাক্যে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা ও তাঁকে উৎসাহিত করেছেন। "পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের আণ্ডার সেক্রেটারী" ও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের একজন বিখ্যাত স্থপতিও তাঁর যোগ্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত প্রশংসা-সূচক মত প্রকাশ না-করে পারেন নি। ফলে ধীরে ধীরে আজ দেশের লোকের চোখ ফুটছে।



(বাড়ীর এক অংশ—শ্রীশবাবু তাঁর সর্দ্দার-মিস্ত্রীকে উপদেশ দিচ্ছেন)

এখন কলিকাতার ও বাংলার এবং সুদূর ভারতেরও নানা দেশীয় রাজ্য হ'তে শ্রীশচন্দ্রের সাদর নিমন্ত্রণ আসছে! আজ তাঁর কাজের ও ক্ষেত্রের ও পৃষ্ঠপোষকের অভাব নেই;—উপযোগী মাল-মসলাও প্রস্তুত;—এবং একদল নিজস্ব কারিকরও তিনি নিজের হাতে তৈরি ক'রে নিয়েছেন, সুতরাং অচিরেই আমরা যে বাংলা দেশে জাতীয় স্থাপত্য তথা ভাস্কর্য্য-কলার গৌরবময় নব-জাগরণ দেখতে পাব, তাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ প্রকাশের অবকাশ নেই।

এবং শ্রীশচন্দ্র আশা করেন যে তাঁর সম্পূর্ণ সাফল্যের ফলে বাংলার নানা বিভাগের দরিদ্র শিল্পীগণের সামনে অনেকগুলি নূতন উপার্জ্জনের পথ নিশ্চয়ই মুক্ত হয়ে যাবে। শিল্প এখন জনকয়েক ধনী ও বিলাসীর গৃহেই আবদ্ধ হয়ে আছে, যেদিন তা জনসাধারণের কাজে লাগবে, সেদিন সে অসংখ্য ক্ষুদেদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করবে! একমাত্র স্থাপত্য-কলা পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারলে দেশের কতনা ব্যবসায়ের উন্নতির সম্ভাবনা! …… তাঁর আশা সফল হোক, তাঁর স্বপ্ন সত্য হোক!



অনন্ত-নাগের উপরে নারায়ণ

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, শ্রীশচন্দ্রের সাহায্য লাভ করলে বাংলা রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষরা নানাদিক দিয়ে উপকৃত হ'তে পারেন। যদিও নিজেদের দুর্ব্বলতা স্বীকার করবার মহত্ব তাঁদের সকলকার আছে কিনা, সে বিষয়ে আমরা খুব বেশী নিশ্চিত নই,—কারণ তাঁরা অনেকেই ভাঙেন, কিন্তু মচকান না! তবু এদিকে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

গান

শরৎ-আলোর বাঁশীর গানে
আজ শেফালীর ঘোম্‌টা ভেসেছে।
ভোরেই যে আজ জ্যোৎস্না হেসেছে!
কদম্‌-কলি! বিদায় তোমায় ভাই!
কুন্দতলায় গন্ধ-মালায় চাই!
কুঞ্জ-ছায়ায় মঞ্জরিকার ওড়্‌না খ'সেছে!
মনের দেশে রং ফুটেছে,
রূপ জেগেছে গো!
অচিন সখীর দুই নয়নে
ঘুম ভেঙেচে গো!
পাৎলা ঠোঁটের পাপড়ি-কিনারায়
রসের ফোঁটা ঝ'রবে ইসারায়;
প্রাণ বিলানোর গান বুকে যে আঁকে এসেছে!

শ্রীভারতকুমার বসু

— অন্ধ —

—:*:—

(একটী সুন্দর সুসজ্জিত ঘর। বিলাসের যথেষ্ট উপকরণ সংগৃহীত। সর্ব্বত্র একটা সুসঙ্খলতার ছাপ বর্ত্তমান। মেঝেয় ঢালা ফরাস ও বড় বড় তাকিয়া।

পানাদির বন্দোবস্ত সুপ্রচুর। ঘরটী নটী নীহারকণার।

অতিথি-শ্রেষ্ঠটী একটী অন্ধ—কুমার রায়। প্রধান পারিষদ—নারায়ণ)

কুমার—এটা কি নতুন জায়গা ?

নারায়ণ—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি ত তাই বলেছিলেন।

কুমার—হাঁা, নব রে নব নিতুই নব, এই হচ্ছে আমার motto. তাই ত তোমাদের নতুনের সন্ধানে পাঠাই। সবই যেন কেমন পুরানো ঠেকে! (হঠাৎ উত্তেজিত ভাবে) আমার কিছুই ভালো লাগে না। কেমন একটা অতৃপ্তি—যাক্, দেরী কিসের ?



শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায়

নারায়ণ—আজ্ঞে না, আপনি হুকুম করলেই।

কুমার দৃষ্টিহীন চোখে মুখ ফেরালেন। বিরক্তির সমস্ত রেখা সে মুখে ফুটে উঠল। কুমার কিসের আশায় হাত বাড়ালেন। নারায়ণ তাঁর হাতে মদের পাত্র তুলে দিলে।

কুমার—(খানিকটা গলাধঃকরণ করে) আমি দেরী করতে চাই না। কই, গান ত আরম্ভ হলনা।

(তাঁর কথা প্রায় শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ছড়ের আঘাতে এস্রাজ কেঁদে উঠল। নীহার-কণা যন্ত্রে খানিকটা শুধু আলাপই ক'রে চলল।···

কুমার—বেশ মিষ্টি হাত, কিন্তু আমি যে গান শুনতে চাই—গান !

(কুমার আবার হাত বাড়ালেন)······

নীহার—কিন্তু আপনি যদি অমন করেন তা'হলে আমার গান গেয়ে লাভ কি ?

(কুমার উৎকর্ণ হয়ে তার কথা শুনলেন...সহসা তার গলার স্বর যেন সম্ভ্রম-ভরা বলে মনে হ'ল।

কুমার—লাভ কি জানি না। কিন্তু মদ না খেলে আমি থাকতে পারব না।

নীহার—কিন্তু সব জিনিষেরই একটা মাত্রা আছে, সে-মাত্রাটা যে আপনি ছাড়িয়ে যেতে চাচ্ছেন !

কুমার—তা হয়ত যাচ্ছি, হয়ত কেন, নিশ্চয়ই তাই, আমি ত জ্ঞানই হারাতে চাই !

নীহার—কিন্তু জ্ঞানহারাকে ত আমি গান শোনাতে চাই না।

কুমার—(রূঢ়ভাবে) তাই নাকি ? কথাটা নতুন শোনাচ্ছে বটে। ভাল। (মদের পাত্রটাকে ওষ্ঠ পর্য্যন্ত ঠেকিয়ে হঠাৎ সেটাকে নামিয়ে) একটা নতুন কথা যখন শুনলাম তখন না হয় একটা নতুন কাজই করলাম। (মদের পাত্র সামনে রাখলেন) কি জান, সত্যি কথা বলি, তোমাদের গান শুনতে ভাল লাগে না। তোমরা গানের প্রাণটাকে ফুটিয়ে তুলতে পার না। তোমাদের গলার সে-মাধুর্য্যই নেই ! কেন নেই বলতে পার ?

নারায়ণ অত্যন্ত বিস্মিত ভাবে কুমারের দিকে চাইল। সে বোধ হয় ভুলে গিয়েছিলে কুমার অন্ধ।

নীহার কণার হাত যেন অবশ হয়ে গিয়েছিল। ছড়টাকে টেনে তোলবার ক্ষমতাও যেন তার ছিল না। কুমারের কোন কথার উত্তর না দিয়ে সে চুপ ক'রে রইল।

কুমার (মৃদু হেসে)······বলতে পারলে না ? পারা একটু শক্ত বটে। ঐটেই মানুষের দুর্ব্বলতা, সে তার দুর্ব্বলতাটাই জানে না।··· ··· ···তা যদি জানত !

(সকলেই চপ। নীহারকণা খানিকটা স্থির থেকে শেষে ঘাড় তুলে বিরক্ত স্বরে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল।)

নীহার—আমি আপনাকে গান শোনাব, না আমায় আপনি তত্ত্বকথা শোনাবেন ? (এস্রাজটাকে শুইয়ে দিতেই, সেতার থেকে একটা ঝনননন্ শব্দ উঠল)

কুমার—(অত্যন্ত তরল স্বরে) নাঃ, তোমার এখনো আঘাত করার শক্তি আছে। এই আমি চাই। আচ্ছা, সত্যিকথা মাত্রেই অপ্রিয়, নয় ? তাইত মানুষ সত্যিকথা শুনলে চ'টে যায় ! কি বল ?

নীহার—(আশ্চর্য্য ভাবে) কিন্তু আপনার কথা ত বুঝতে পারলাম না। আপনি কি বলছেন ?

কুমার—না না; আমায় তোমাদের কথার ছলে ভোলাতে পারবে না। আমি বুঝতে পেরেছি—তোমার ঐ গলার স্বরেই বুঝতে পেরেছি, আমার কথা তুমি বুঝেছ। তোমাদের প্রাণ নেই এ ইঙ্গিত তোমার মর্ম্মে গিয়ে বিঁধেছে।··· ···(মদের পাত্রের জন্য হাত বাড়াতেই নারায়ণ ব্যস্ত হয়ে উঠল ; কিন্তু সহসা হাত টেনে নিয়ে কুমার তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বললেন) না, থাক্, তুমি বরং গানই গাও।

নীহার—কিন্তু গান ত আপনার ভাল লাগবে না ?

কুমার—ভাল ? হ্যাঁ, তা না লাগতেও পারে। তবুও কে জানে, মনে হচ্ছে যেন, গান শুনে সময়টাও কোনোরকমে কাটিয়ে দিতে পারব।—আচ্ছা, আমার কি ভাল লাগবে বলতে পার ?

নীহার—ভাল লাগবে আমাদের মুখের গান শুনে, তার নিন্দা ক'রে আমাদের অপমানিত, লাঞ্ছিত করতে।

কুমার—যে মদের পাত্র দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন সেটার জন্যে হাত বাড়াতেই নারায়ণ সেটা তার হাতে তুলে দিলে। অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে মদ্যপান ক'রে, কুমার আবার হাত বাড়িয়ে ইঙ্গিত ক'রে বললেন—নারাণ ! নারাণ ব্যস্ত হয়ে ব্যবস্থা করলে।

নীহার—সত্যিকথা শুধু আমাদেরই লাগে তা নয়, তার খোঁচা আপনাদেরও বেঁধে।

কুমার হাতের পাত্রটা আরও দৃঢ় ভাবে ধ'রে রইলেন।

নীহার—সত্যিকথা আর নাই শুনলেন, ভয় নেই। আপনাদের খোঁচা দিয়ে আমাদের অলাভ বই লাভ নেই এ কথা বুঝি ! আমি না হয় কথা থামালাম, এখন আপনি, আমায় যাতে না মাতালের প্রলাপ শুনতে হয় তার ব্যবস্থা করুন দেখি।

(কুমার প্রথমটা গুম্ হ'য়ে বসে রইলেন তারপর হাতের পাত্রটায় আর এক চুমুক দিয়ে সেটাকে মুখের কাছে রেখেই বললেন।)

কুমার—মাতালের প্রলাপ সহ্য করতে পার না, কিন্তু তাদের টাকাটা অসহ্য হয় ব'লে ত মনে হয় না। (কথা শেষ ক'রে বাকীটা চুমুক দিয়ে পাত্রটাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।)

(কিছুক্ষণ কোন জবাব না পেয়ে) কি বাইজী, চটে গেলে নাকি? আর মুখে কথা নেই যে? বড় দুর্ব্বল জায়গায় ঘা দিয়েছি, না? কি কর্ব্বে বল? এ ব্যবসা করতে গেলে এমন অনেক আঘাতই ত পেতে হয়? তবে এ-রকম ক'রে কেউ বলে না—কি বল?

নীহার—কেন, আপনার ধারণা কি আপনি খুব নতুন কথা বলছেন?

কুমার—(তাকিয়া ছেড়ে ভালো ক'রে উঠে বসতে বসতে)—না, নতুন কথা বলবার স্পর্দ্ধা অতটা রাখিনা, তবে কথাগুলোকে ঠিক মাতালের প্রলাপ ব'লে উড়িয়ে দিচ্ছনা ত'।

নীহার—উড়িয়ে দিতে চাইলেও আপনি ছাড়ছেন কই?

কুমার—(হেসে) সে কথা সত্যি বটে! আমি তো ছাড়তে চাচ্ছি না। আর না-ছাড়ার সত্যি কথাটা কি জান? - তোমার সঙ্গে কথা কইতে আজ যেন ভাল লাগছে। হয়ত তোমার গানও আজ ভাল লাগতে পারে! আজ যেন কেমন নেশা হয়েছে! মদে নয়, তোমার কথায়। মদে মাতাল হবার ছেলে দুর্দ্দান্ত কুমার রায় নয়। অন্ততঃ এ কথাটা তোমার জানা আছে বোধ হয়?

নীহার—না, এবং বিশ্বাসও হ'ল না?

কুমার—(যেন কশাঘাতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল) নারাণ!

(নারাণ তাঁর হাতে আর একটা পাত্র দিলে—)

নীহার—নিজের ওপরে অমন ক'রে শোধ নিচ্ছেন কেন? কি দুঃখে?

কুমার—কুমার রায় কতটা দুর্দ্দান্ত আজ তাই দেখাব!

নীহার—কিন্তু তাতে শুধু প্রমাণ হবে আপনি একটা কথার ভারও সইতে পারেন না, এত দুর্ব্বল।

কুমার—দুর্ব্বল? (অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে) তাই হবে! নারাণ!

নীহার—না, আর খাওয়া চলবে না। (নারাণের দিকে চেয়ে)—তোমারও কি কোন জ্ঞান নেই? মানুষকে নষ্ট করতে হবে ব'লে কি এমনই ক'রে নষ্ট করতে হয়? ছিঃ—

নারায়ণ—জানোনা ত মানুষটার গোঁ। ওঁর হুকুম না মেনে উপায় নেই—

নীহার—তাই যদি হয়, এখানে থাকলে যদি ওঁর হুকুমই মানতে হয় তবে তুমি চলে যাও এখান থেকে—তোমার কোন দরকার নেই—

নারায়ণ—কিন্তু মানুষটাকে ত চেন না—এখুনি হয়ত—

নীহার—যাও, মানুষটাকে চিনতে আমার বাকী নেই। সেজন্যে তোমার মতো খোসামোদী ক'রে বেড়াতে হয় না।

(নারায়ণ অগত্যা ঘর ছেড়ে চলে গেল)

(কুমার এতক্ষণ চুপ ক'রে তাদের কথা শুনছিল। নীহারের কথা শেষ হ'তেই সে চীৎকার ক'রে উঠল)

কুমার—নারাণ!

(নারায়ণ যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল। নীহার তাকে চ'লে যাবার ইসারা করলে)

নীহার—আঃ, চীৎকার কোরনা। সে চ'লে গেছে।

কুমার—চ'লে গেছে? সত্যি, কার কথায় গেল? কেন?

নীহার—আমার কথায়, আর কেন? আপনার ভালর জন্যে।

কুমার—আমার ভালো! কিন্তু তোমার মন্দ হ'লে ঠেকাবে কে?

নীহার—কেন, আপনি?

(কুমার যেন তার অন্ধ চোখে দৃষ্টি ফিরে পেল—এমনই ভাবে সে মুখ তুলে বসে রইল।

কুমার—নাঃ, আমিও এখনো যেন ম'রে যাইনি, আর তোমারও মধ্যে এখনো একটু প্রাণ ধুকধুক কচ্ছে।

নীহার কোন জবাব দিল না।

কুমার—আজ তোমার ব্যবহারে মনে হচ্ছে যে আমি যেন নিজে হত্যা করতে বসেছিলুম।

নীহার—হ্যাঁ, আপনি বড় বেশী মদ খেতে সুরু করে দিলেন।

কুমার—না, আবার কথায় আমায় ভুলোবার চেষ্টা করছ। কিন্তু তাতে আমি ভুলব না। আমি কেমন ক'রে নিজেকে হত্যা করতে সুরু করেছিলাম জান? (কোন জবাব না পেয়ে) জান না? তুমি জান; নিশ্চয়ই জান, জেনেও বলছ না!···তুমি বোঝ না এ হতেই পারে না? তুমি...তোমার প্রাণ রয়েছে; তুমি বোঝ যে আমি তোমাদের ওপর অত্যাচার করি। এই আমার সখ!

নীহার—সখ? না সখ কখনও নয়। এ কখনও সখ হ'তেই পারে না।

কুমার—না, সখ নয়, এ আমার সখের চেয়েও বেশী। জাত-শিকারীর রক্তের ডাক যেমন তাকে মৃগের পেছনে ছোটায় এও যেন অনেকটা তাই। তার পূর্ব্বপুরুষ যেমন নিজেকে হারাবার জন্যেই বুনো জানোয়ারের ওপর গিয়ে পড়েছিল, সেও তার বাইরে যেতে পারে না। কিন্তু সে কথা যাক, আমি কী ক'রে এই চোখ হারিয়েছি জান?—নিজের ওপর অত্যাচার ক'রে, আমি জন্মান্ধ নয়—সত্যি বলছি—

নীহার (যেন অভিভূত হ'য়ে পড়ল কিন্তু সে ভাবটাকে দমন ক'রে)—আমার কাছে এ সত্যি মিথ্যের কি দাম আছে বলুন?

কুমার—আছে, আছে। আমি ভুল করিনি। দাম যদি কেউ বুঝতে পেরে থাকে ত সে তুমিই—আচ্ছা, তুমি কি খুব দূরে আছ,—না, তা তো নেই। (হাত বাড়িয়ে অনুভব ক'রে) তবুও আমার নাগালের বাইরে। আচ্ছা, তুমি কি আমার কাছে আসতে পার না?

নীহার স্থির হয়ে বসে রইল।

কুমার—আসতে পার না? আমায় মাতাল ব'লে ঘৃণা করছ? আমায় ঘৃণা করছ···সত্যি আমায়···

নীহার এসে তাঁর মাথায় হাত বুলাতে লাগল। দু'জনেই খানিকটা স্থির রইল। কুমার যেন একটা অগাধ শান্তি পেলেন।

কুমার—তুমি ঠিক বলেছিলে, আমি বড় দুর্ব্বল। অন্ধ কিনা?······

(নীহারের হাতদুটী নিজের হাতে ধ'রে) আমার চোখ নেই কিন্তু আমি তোমায় দেখতে পাচ্ছি। তুমি সুন্দর, তুমি অসুন্দর হ'তে পার না। আমি বুঝতে পারছি—

নীহার (মুখে একটা রহস্যময় হাসি)—না, না, আমি সুন্দর নই। আমরা সুন্দর হ'তে পারি না!

কুমার (উত্তেজিত ভাবে তাকে বাধা দিয়ে) তোমাদের কথা আমি বলছি না। তারা সব পাঁক, কিন্তু তুমি পাঁকের পদ্ম। আমি বুঝতে পারছি,······ (সহসা যেন কি একটা ভেবে) আচ্ছা, তুমি এখান থেকে চল না? আমাকে নিয়ে যাও! আমাকে বাঁচাও, তুমিও বেঁচে যাবে—

(দৃষ্টিহীন চোখে সে কী মিনতি!)

নীহার—পদ্মের যা-কিছু গৌরব তা ঐ পাঁকের মধ্যেই। সেখান থেকে ছিনিয়ে নিলে তার সে গৌরব থাকে কি?··· ··· ···

তার মুখে এক রহস্যময় হাসি ফুটে রইল। সে কুমারকে নীরব সান্ত্বনায় তৃপ্ত করতে লাগল।

—ধীরে ধীরে যবনিকা প'ড়ে এল—

—ভবভূতি—

"নাচঘর" তিন হপ্তার জন্যে বন্ধ রইল। পরের সংখ্যা ১১ই কার্ত্তিক তারিখে প্রকাশিত হবে। যথাসময়ে হস্তগত হ'ন ব'লে পূজার সংখ্যায় কোন কোন বিজ্ঞাপিত লেখকের লেখা গেল না,—পরবর্ত্তী সংখ্যায় একে একে তাঁদের লেখাগুলি প্রকাশ করব।

ইবসেনের খোলাপাতা

—:*:—

ইবসেনের মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারীরা তাঁর লেখাপড়ার ঘরের টেবিলপত্র ঝেড়ে যে-সব কাগজপত্র পেয়েছিলেন, সেগুলোর অধিকাংশ প্রকাশ না ক'রে যদি তাঁরা ওগুলোকে আবর্জ্জনা মনে ক'রে নষ্ট ক'রে ফেলতেন, তাহলে তাঁরা জগতের প্রতি একটা মস্ত অবিচার করতেন, সন্দেহ নাই। কেননা ইবসেনের নাটকাবলী থেকে জগতের যা উপকার হয়েছে, এগুলো থেকে তার চেয়ে কম উপকার হয় নি। আমি যে কাগজপত্তরগুলোর কথা বলছি সেগুলো হচ্ছে ইবসেনের বিভিন্ন নাটকের প্রথম খসড়া। তাঁর এই সমস্ত খসড়া রসিকবৃন্দের কাছে বিশেষ মূল্যবান।

যৌবনে যাই থাকুন না কেন, অধিক বয়সে হেনরিক ইবসেন কলাবিদদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা তূষ্ণীভাবাপন্ন ও আত্মগোপনশীল ব্যক্তি ছিলেন। এমন কি শোনা যায় যে, ইবসেন যতক্ষণ না পর্য্যন্ত কোন নতুন নাটক মেজে ঘসে একেবারে সম্পূর্ণ করতেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁর স্ত্রী-পুত্র পর্য্যন্ত জানতে পারতেন না, তিনি কি লিখছেন বা ভাবছেন, অথবা কতদিন বাদে লেখা শেষ হবে। তাঁর "লোকের শত্রু" (An Enemy of the People) নামে বইখানার ভূমিকা পড়লে জানতে পারা যায় যে, দু'এক টুকরো কাগজ থেকে তাঁর ঐ নাটকের নায়ক হচ্ছে এক ডাক্তার, এই কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়ায় তিনি কি ভয়ানক রকম চটে গিয়েছিলেন। চিঠিপত্রের ভেতরেও তিনি তাঁর নাটকের প্রধান বিষয় বা বক্তব্যের কথা কখনো উল্লেখ বা আলোচনা করেন নি। মাত্র "এম্পায়ার ও গ্যালিলিয়ন" নামে বই লেখবার সময় ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহের জন্যে তিনি চিঠিপত্র লিখেছিলেন। কেবল নতুন বই লেখবার সময় কখনো-সখনো বলতেন যে, পরের বছরের জন্যে তিনি একখানা নতুন 'ধ্বংসের শয়তান' তৈরি করতে ব্যস্ত আছেন।

এই রকম গোপনতাপ্রিয় যে লোক, যিনি তাঁর সরস্বতীর কারখানার কোন কলকব্জার কথাই কোন দিন কারুকে বলতে চাননি, সমস্তই অতি সন্তর্পনে গোপন ক'রে রেখেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর কিন্তু আর কোন খবরই লুকানো রইল না। তাঁর সেই সাহিত্য-সাধনার হাঁড়ির খবর আজ জগতের ভিতরে প্রচারিত হয়ে গেছে, অদৃষ্টের পরিহাস!

প্রথমে অবশ্য এটাকে ঘোরতর অন্যায় ব'লেই মনে হবে, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারা যায় যে, এতে দুঃখ করবার কিছুই নেই। তাঁর নাটকের রচনা পদ্ধতি ও রীতিনীতি ভবিষ্যতে পঠিত ও আলোচিত হবে, এ যদি ইবসেন একান্তই না চাইতেন, তা হ'লে তিনি ত' সচ্ছন্দে এই সমস্ত খসড়ার কাগজপত্রগুলো নষ্ট ক'রে ফেলতে পারতেন। কিন্তু তা ত' হয়নি; বরং তা' না ক'রে উল্টে তিনি এইগুলোকে বিশেষ যত্ন-সহকারে সঞ্চয় ক'রে রেখেছিলেন।

নরওয়ে থেকে চলে আসবার পর যখন তিনি শুনেছিলেন যে তাঁর "লেডি ইন্‌গার", "দি ভাইকিংস", "দি প্রিটেন্ডার্স" প্রভৃতি রোমান্টিক নাটকের খসড়াপত্র অন্তর্হিত হয়েছে, তখন তিনি সত্যই চটে গিয়েছিলেন। অবশ্য হ'তে পারে, তখন তিনি ভবিষ্যৎ-যুগের ক্ষতির কথা বিশেষ তলিয়ে না ভেবে কোন অজ্ঞাত অশ্রদ্ধাবান লোক তাঁর জীবিতাবস্থাতেই তাঁর গোপন কথার সন্ধান পাবে, এইটের কথাই বেশী ক'রে ভেবেছিলেন। তাই তাঁর "হেড্‌ডা গ্যাবলার" বইয়ে দেখা যায়, লভবর্গ নিজের বইয়ের পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যাওয়ায় কি কি ক্ষতি হতে পারে তা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু যাই হোক, আমরা দেখতে পাই যে, তিনি তাঁর ভ্রাম্যমান জীবনেও তাঁর বইয়ের এই সমস্ত খসড়া যত্ন ক'রে তুলে রাখতে কিছুমাত্র কম চেষ্টা করেন নি। কাজেই মৃত্যুর পর এগুলো বেরুনো তাঁর ইচ্ছাই ছিল বলে মনে হয়।

ইবসেনের এই সমস্ত খসড়া কাগজ-পত্তর, প্রত্যেক নাট্যরচনার আগে প্রথম কল্পনার উদ্ভব ও নাটক রচনার মধ্য দিয়ে তার ক্রমপরিণতি এবং নাটক রচনা সম্বন্ধে লেখকের শিল্পজ্ঞানের উপর আলোক সম্পাত করে। ইবসেনের নাট্য-জীবনের মনোবৃত্তির ধারা (intellectual process) অন্বেষণে সাহায্যার্থে এই কাগজ-পত্তরগুলো অত্যন্ত দরকারী। আর কোন জায়গাতেই, আমার মনে হয়, আমরা এমন একজন বড় নাট্যকারের মানসিক গতি ও পরিণতির এমন একটা সুস্পষ্ট ধারা পাইনা। এই সমস্ত পাণ্ডুলিপির মধ্য দিয়ে ইবসেনের মনে একটা কল্পনার কি-রকম ক্রমবিকাশ হয়েছে তা আমরা অনুসরণ করতে পারি; তাঁর কল্পনায় প্রথমে প্রধানভাবে কোন্ জিনিষটা স্থান পেয়েচে, আর লিখতে লিখতে পরে সে কল্পনা কি ভাবে বেড়ে চলেচে ও অন্য কি কল্পনা মনে উদয় হয়েচে তা' স্পষ্ট তফাৎ ক'রে দেখতে পারি; কি-রকম ভাবে তিনি সময় সময় পথভ্রষ্ট হয়েচেন, আবার ফিরে এসেচেন, তাঁর নির্দ্দোষ রসবিচার-বুদ্ধির সাহায্যে তিনি কি-রকমভাবে ছোট ছোট দোষগুলোকে ছেঁটে ফেলে, সাধারণ জিনিষগুলো বদলে বাছা বাছা দামী উপকরণ ব্যবহার ক'রে বইটাকে জমাট ক'রে তুলেচেন তাও দেখতে পাই। এথেকে আরো একটা জিনিষ স্পষ্ট দেখা যায় যে, ইবসেন তাঁর নাটক পরিমার্জ্জিত করবার সময় কখনো একটা ভাল কথা বা বাক্য বদলে মন্দ ব্যবহার করেন নি, বা এমন কোন দৃশ্য বা ঘটনা বাদ দেননি, যা রাখা উচিত ছিল। বরং এ দেখা যায় যে, নাটকের প্রথমাবস্থায় হয়ত কতকগুলো অতি সাধারণ কল্পনা বা কথাবার্ত্তা ছিল, পরে নাটকের শেষাশেষি অবস্থায় সেগুলো একেবারে পরিবর্ত্তিত হয়ে গেচে। তিনি তাঁর নাটকের শেষ পরিমার্জ্জন ও সংশোধনের ওপর কতখানি আস্থাবান ছিলেন, তা তাঁর Theodor Caspari কে লিখিত একখানা পত্র থেকে জানতে পারা যায়। পত্রখানা রোম থেকে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুন তারিখে লেখা। তাতে তিনি লিখচেন, "আমি সবে একখানা পাঁচ অঙ্কের নাটক শেষ করেচি, তার মানে তার একটা মোটামুটি খসড়া; এইবার নাটকের আখ্যায়িকাকে বাড়াতে হবে ও খুব যত্ন সহকারে নাটকীয় প্রত্যেক চরিত্রকে বিশেষ বিশেষ রূপ দিতে হবে; তাদের প্রত্যেকের চালচলন কথাবার্ত্তা বিশেষভাবে লিখতে হবে।" নাটকখানা হচ্ছে "দি ওয়াইল্ড ডাক"; খসড়া আর সম্পূর্ণ নাটকখানা পড়লে বুঝতে পারা যায় যে, ইবসেন যাকে পরিবর্দ্ধন বলেচেন, তাকে অনেক জায়গায় একেবারে সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টিও বলা যায়।

ইবসেনের এই সমস্ত নাটকীয় খসড়া নাট্যকার, নাট্যসমালোচক, নাট্যরসিক এবং বিশেষ ক'রে ইবসেনের নাটক-পাঠকদের পক্ষে যে কি অমূল্য বস্তু, তা না পড়লে বুঝতে পারা যায় না।

শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

নমো নটনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিফোন নং ৩০৪০—বড়বাজার।

শনিবার, ১লা অক্টোবর, রাত্রি ৭॥ টায়

ষোড়শী

জীবানন্দ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

পরদিন রবিবার ম্যাটিনী ৫ টায়

আগমনী

ষোড়শী

জীবানন্দ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

সোমবার মহাসপ্তমী, রাত্রি ৭৷৷০ টায়

প্রফুল্ল

যোগেশ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

মঙ্গলবার মহাষ্টমী ম্যাটিনী ৫ টায়

যোগেশচন্দ্রের

সীতা

(২০০ অভিনয়-রজনী)

রাম—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

বুধবার মহানবমী ম্যাটিনী ৫ টায়

ষোড়শী

জীবানন্দ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

শনিবার ৮ই অক্টোবর, রাত্রি ৭॥ টায় ও পরদিন রবিবার ম্যাটিনী ৫ টায়

ষোড়শী

জীবানন্দ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

সোমবার ১০ই অক্টোবর, রাত্রি ৭৷৷০ টায়

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপুজা উপলক্ষে

সারারাত্রব্যাপী বিরাট

অভিনয় আয়োজন

১। যোগেশচন্দ্রের

সীতা

রাম—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

২। গিরিশচন্দ্রের

বিল্বমঙ্গল

৩। ক্ষীরোদপ্রসাদের

রাধাকৃষ্ণ

পূর্বাহ্নে স্থান সংগ্রহ করুন।

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়। অভিনয়ান্তে মোটরবাস পাওয়া যাইবে

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কার্ত্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্তৃক মুদ্রিত ও ১১নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—১১ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই আনা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৪র্থ বর্ষ
২০শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

১১ই কার্ত্তিক
১৩৩৪

নাট্য-জগৎ

—:০:—



আপনারা সকলে আমাদের বিজয়ার অভিভাষণ গ্রহণ করুন।

*

বিজয়া! এমন সার্ব্বজনীন মিলনের উৎসব পৃথিবীর আর কোন দেশে আছে কিনা জানি না। বোধ হয় নেই। আমরা যেন তার যোগ্য সম্মান করতে ভুলে না যাই।

*

বাঙ্গালী যে কত-বড় ভাবপ্রবণ জাত, এই বিজয়ার মধুর উৎসব সেইটেই প্রমাণিত করছে। পৃথিবীতে শত্রুতাই ডাগর ক'রে দেখবার জিনিষ নয়,—মৈত্রীভাবের মধ্যেই মানবতার শ্রেষ্ঠ বিকাশ, বিজয়া সেই বার্ত্তা বহন ক'রে আনে।

*

মিত্রের প্রেমে যে আনন্দ আছে, সে কথা বলা বাহুল্য। কিন্তু শত্রু যদি প্রেম দান করে তা'হলে সেটা কি অধিকতর উপভোগ্য এবং আনন্দ-জনক হয় না? বিজয়া সেই দুর্লভ সুযোগকে এনে আমাদের প্রাণ-মন পুলকিত ক'রে তোলে।

*

ইজাডোরা ডান্‌ক্যান আর ইহলোকে বিদ্যমান নাই। সকল দেহের যা নিশ্চিত পরিণাম, তার নিখুঁৎ দেহও তা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারলে না। সে দেহ আবার মাটিতে মিশিয়ে গেছে।

*

সুগঠনা, রূপসী ইজাডোরা সৌন্দর্য্য-চর্চ্চাই ছিল তাঁর জীবনের সাধনা। সমসাময়িক কবি, কলাবিদ ও অন্যান্য লোকের উপরে আর কোন নারী তাঁর মত প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। বর্ণে, আকারে ও ছন্দে যারা স্বপ্নকে ধরবার চেষ্টা করে, ইজাডোরা ছিলেন তাদেরই বহু সাধনার রূপলক্ষ্মী।

*

স্বপ্নাভিভূতেরা বলছেন—কী সে গঠন, কী তার ভঙ্গি! ইজাডোরা চাইতেন, বিশ্ব তাঁর রূপকে অভিবাদন করুক এবং সে সম্মান তিনি পেয়েছিলেনও। কিন্তু নিজের রূপকে এত-বড় ক'রে দেখলেও, সাধারণ রূপগর্ব্বিতা কামিনীদের মতন কোন দিনই তিনি কপোল বা ওষ্ঠাধরকে রঙিন করবার জন্যে রঙের তুলি হাতে করেন নি।

*

ইজাডোরার জীবনের সব-চেয়ে বড় কাজ হ'চ্ছে, আধুনিক ইউরোপে "ক্লাসিকাল" নৃত্যের পুনঃপ্রচলন। প্রথম যৌবনে এই শ্রেণীর নাচে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় এবং তুলনাহীন। গতির ভিতরে কতখানি কবিত্ব ও সৌন্দর্য্য থাকতে পারে, তাঁর অপূর্ব্ব নৃত্যে সে পরিচয় ফুটে উঠত বিচিত্র কলাকৌশলে।

*

তাঁর ধারণা ছিল, এই পৃথিবীতে বাস করবে শুধু সুন্দর পুরুষ এবং সুন্দর নারী। এবং এই ধারণাকে তিনি কার্য্যে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। পারী, বার্লিন ও মস্কো সহরে তিনি যে-সব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেখানে অনাথ শিশুদের এমন সুন্দর পারিপার্শ্বিকের মধ্যে লালনপালন করা হ'ত, যার ফলে তারা দেব ও দেবীর মতন নিখুঁত হ'য়ে উঠতে পারে!

*

নীতিবাগীশদের সাধারণ নীতির কোন ধারই তিনি ধারতেন না। তাঁর চিত্ত ছিল স্বাধীন বসন্ত বাতাসের মত— সকলকে তা অভিভূত করত, কিন্তু ধরা দিত না কারুর কাছেই। এমন মন নিয়ে কেউ পৃথিবীতে সন্তোষলাভ করতে পারে না। জাডোরাও শান্তি পান নি! আশা করি পরলোকে তাঁর আত্মা দুর্লভ শান্তির আনন্দ ভোগ করতে পারবে।

গেল পুজোয় কলিকাতার রঙ্গালয়গুলিতে দৈনিক অভিনয়ের আয়োজন হয়েছিল। পুরাতন নাটকের অভিনয় নিয়ে নূতন কথা বলবার কোন দরকার নেই।

*

ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাছড়ী এমন পীড়িত হয়ে পড়েছিলেন যে, কয়েকদিন অভিনয় করতে পারেন নি। এখন তিনি একেবারে আরোগ্যলাভ না করলেও অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠতে পেরেছেন। তাঁর দেহ সম্পূর্ণ নিরাময় হোক, এই প্রার্থনা।—একটিমাত্র শিবরাত্রির সল্‌তে, ম্লান হ'লেই ভয় হয়।

*

শিশিরকুমারের অসুস্থতার জন্যে "ষোড়শী"র জীবানন্দের ভূমিকায় দুদিন অবতীর্ণ হয়েছিলেন শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়। শুনলুম অভিনয়ে রাধিকাবাবুর সুনাম ক্ষুন্ন হয় নি।

*

নাট্যজগতে উত্তেজনার অত্যন্ত অভাব। টেনে-বুনে বাজে কথা ব'লে আর পুনরুক্তি ক'রে লেখা বাড়িয়ে কোন লাভ নেই।

রঙ্গরেণু

—:০:—

অভিনেত্রী এলেন্ টেরীর সমসাময়িক অভিনেতা মিঃ চার্লস রীড ছিলেন বাস্তবতার একজন গোঁড়া ভক্ত!—তাই, "রাচেল দি রিপার" নাটকখানি যখন 'কুইন্'স্ থিয়েটারে' অভিনয় করবার কথা হ'লো, তিনি তখন এটাকে বাস্তবতায় অনুপ্রাণিত ক'রতে চেষ্টা ক'রতে লাগলেন!—এই চেষ্টাকে ফলবতী করবার জন্ম হঠাৎ এক দিন তিনি একটা গাড়ীতে অনেকগুলি ছাগ, শূকর এবং কুকুর ভর্ত্তি ক'রে, থিয়েটারে এসে হাজির!—

ঐ প্রাণীগুলির কথা অভিনেয় নাটকটাতে উল্লিখিত ছিল।

একটা ঠেলা-গাড়ীর মধ্যে পুরে সেগুলোকে যখন ষ্টেজের ভিতর এনে ছেড়ে দেওয়া হ'লো, তখন তারা অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে বিভিন্ন দিকে পালাতে আরম্ভ ক'রলে!—আর চার্লস্ও তাঁর ঝল্‌ঝলে 'পাজামা' ঝুলিয়ে হন্তদন্ত হ'য়ে তাদের কয়েদ ক'রতে গেলেন!

এলেন, চার্লস কেলী এবং অন্যান্য অভিনেতারা তাই দেখে উচ্চ হাসি হেসে উঠলেন!—

যাই হোক, মঞ্চ-সজ্জাকরের উপদেশে শূকর-শাবকেরা বাতিল হ'লো এবং পর্দার পাৎলা দেওয়ালে ছাগল বাঁধা হ'লো। বাস্তবতায় একটা কেলেঙ্কারী হবে ব'লে, ছাগ-শিশুদেরও বিদায় করা হ'লো!—বাকী রইল কেবল সারমেয় শিশু!—অভিনয়ের প্রথম রজনীতেই সে তার জীবত্বের রীতিমত পরিচয় দিলে! ঐ রাত্রে কৃষক-বেশী চার্লস কেলীর বাস্তব জাহুটা সে তার দন্তে বিদ্ধ ক'রলে!—এবং কেলীও বাস্তব ক্রোধের বশবর্ত্তী হ'য়ে, সেই বাস্তব প্রাণীটাকে এক পদাঘাতে বাস্তব 'অরকেষ্ট্রার' পানে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন!··· চার্লস রীডের 'অভিনয়ে বাস্তবতা' কী ভয়ঙ্কর!···

ছেলেবেলায় স্যার হেনরী আর্ভিং ছিলেন নিঃসঙ্গী! তখন তাঁর প্রধান বন্ধু ছিল—'বাইবেল্ আর সেক্সপীয়ারের নাটক!—তাঁর খুড়ী মিসেস্ পেন্‌বার্থি যখন তাঁকে মাঠ থেকে গরুগুলিকে ফিরিয়ে আনবার জন্ম পাঠাতেন, সেই সময় তিনি (আর্ভিং) সেখানে ব'সে হ্যামলেট পড়তেন।—একদিন সরু একটি গলি দিয়ে আসবার সময় তিনি দেখতে পেলেন, সেই পথের শেষ দিক থেকে একটা মেষ-শিশুর সুন্দর একখানি মুখ তাঁর দিকে চেয়ে র'য়েছে!—

'বাইবেল'-কথিত মেষের প্রতীক তাঁর মনকে রীতিমত আকর্ষণ ক'রতো! ভেড়াকেটাকে দেখেই, তিনি দৌড়ে গেলেন তার কাছে।—তারপর তার কচি গলাটা জড়িয়ে ধ'রে, তার মুখে একটি সাদর চুমু দিলেন। মেষ-শিশু কিন্তু ভারী দুষ্ট!—এক কামড়েই সে তাঁর প্রীতির নেশা ছুটিয়ে দিলে।...

*

পৃথিবীর নাট্য-ইতিহাসে হেনরী আর্ভিংয়ের নাম চিরস্মরণীয় হ'য়ে আছে। হেনরী যে কত বড় একজন নট ছিলেন, সে কথা ধারণার অতীত। কিন্তু, এত বড় একজন অভিনেতা হয়েও, তাঁর মন ছিল সম্পূর্ণ নিরহঙ্কার এবং সরল। তার একটা প্রমাণ দিই:—

'লিসিয়াম থিয়েটারে' 'ভেনিসের বণিক' নাটকে তিনি একবার সাইলকের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।—একটী অন্ধ দর্শক ব'সে তাঁর আবৃত্তি শুনছিলেন।—অভিনয়ের পর তিনি হেনরীকে বললেন,—"তিন হাজার ডুকেটস্?—আচ্ছা।'—এই কথাগুলি আপনি এমন উদাস ভাবে বললেন যে, তাতে যেন বোঝালো যে, বক্তার কাছে অর্থ জিনিসটা কিছুই নয়।" যুক্তিপূর্ণ এই সমালোচনাটী হেনরীর কাছে খুব ভাল লাগলো।—এরপর তিনি—শুধু এই কথাগুলি নয়, আরও অনেক জায়গায় অনেকগুলি কথা পরিবর্ত্তিত উচ্চারণ-ভঙ্গীতে আবৃত্তি করেছিলেন।—এবং তা হয়েছিল সুদখোর 'সাইলকেরই পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত।—

*

আর একবারকার একটী ঘটনা।—হেনরী তখন "অলিভিয়া" নাটকে 'ভাইকারে'র ভূমিকায় রিহার্শাল্ দিচ্ছিলেন! তিনি কথা কইবার সময় কেবল ই ঘন ঘন তাঁর পা ঠুকছিলেন মঞ্চের উপর! তাই দেখে, এলেন টেরীর ছোট দুষ্টু মেয়েটি 'এডী' তাঁকে বললে, "আপনি ও-রকমভাবে কথা কইছেন কেন?—আপনি যেমন আমার সঙ্গে আর আমার ভাইয়ের সঙ্গে কথা ক'ন, সেই রকমভাবে বলুন দেখি! বাড়ীতে আপনি ঠিক "ভাইকার" হয়ে থাকেন!" ছোট মেয়েটীর এই স্পষ্টবাদিতা দেখে, হেনরী কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ হ'লেন না! তার কারণ, মেয়েটি যা ব'লছিল, তাতে তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। পরে তিনি তাঁর 'ভাইকার'কে সংশোধিত ক'রে নিয়েছিলেন!

*

কন্‌ভেন্ট গার্ডেনের কোন একটি রঙ্গালয়ে ম্যাডাম্ লেলী মেল্‌বা নামে এক অভিনেত্রী "ফষ্ট" নাটকে অভিনয় ক'রছিলেন। হঠাৎ তিনি 'মেফিস্টোফিলিসে'র আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে—আশেকার চেয়ে অনেক বেশী অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখতে পেলেন এবং পরক্ষণেই রঙ্গমঞ্চে আগুন লেগে গেল! দর্শকরা অতিরিক্ত ভয়ে তাড়াতাড়ি পালাবার উপক্রম করলেন! তাই দেখে ম্যাড্যাম এগিয়ে এসে সবিনয়ে বললেন, "বন্ধুগণ! আপনাদের আসন গ্রহণ করুন! আপনাদের চেয়ে আমি আগুনের অনেক কাছে আছি!" দর্শকরা শান্ত হ'লেন! পরক্ষণেই আগুন নিভিয়ে দেওয়া হ'লো!

ব্ল্যাকবার্ণ দেশের একটী রঙ্গগৃহে অভিনয় হচ্ছিল। হঠাৎ থিয়েটারেরই পোষা একটা নেকড়ে বাঘের বাচ্ছা কি-রকম ভাবে লোহার শক্ত শিকল ছিঁড়ে, একেবারে 'বক্সে' উঠে গিয়ে, সেখানে থাবা দিয়ে চেপে ধ'রলে এক ব্যক্তির একটী শিশুকে!—বাঘটার রক্ষক তাড়াতাড়ি ছেলেটাকে ছাড়াতে গেল।—কিন্তু বাঘটার সঙ্গে ধস্তাধস্তি ক'রতে ক'রতে সে নেকড়েটাকে নিয়ে প'ড়ে গেল একেবারে নীচে!—ভীষণ রাগে নেকড়েটা তখন তাকে আক্রমণ ক'রলে!—ঠিক এই সময়েই কিন্তু, সেখানকার দর্শকরা—তাকে সাহায্য করা দূরে থাকুক,—নিজের নিজের প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো!—ব্রিটানিয়া নিশ্চয়ই বীরপ্রসবিনী!

*

'বুডাপেষ্ট' শহরের একটী রঙ্গালয়ে 'ওথেলো'র অভিনয় হচ্ছিল!—

'ওথেলো' যখন 'ডেস্‌ডেমোনা'র দম বন্ধ ক'রে তাকে মেরে ফেলবার উদ্যোগ ক'রলে, সেই সময়ে ওথেলো বেশী অভিনেতাটী এমন সজীব ভাবে অভিনয় ক'রলেন যে, ডেস্‌ডেমোনারূপিনী অভিনেত্রীটি সত্যি সত্যিই নিঃশ্বাস-রুদ্ধ হ'য়ে ছট্‌ফট্ ক'রতে করতে তাঁর বিছানা হ'তে উঠে, ওথেলো-বেশী অভিনেতার মুখে ভীষণ এক চপেটাঘাত ক'রলেন!—ফলে শয্যার চাদরে পা আটকে প'ড়ে গিয়ে, আর্ত্তস্বরে তিনি (ওথেলো-বেশী অভিনেতা) ব'লে উঠলেন, "যবনিকা! যবনিকা!" যবনিকা কিন্তু পড়লো না। ঠিক এই সময়ে ডেস্‌ডেমোনা-রূপিনী অভিনেত্রীটীর স্বামী সামনের 'অর্কেষ্ট্রা'য় ব'সে অভিনয় দেখছিলেন। ভীষণ রাগে তিনি চললেন ষ্টেজের দিকে!—তাতে ভারী একটা মজা হ'লো!—ডেস্‌ডেমো না যখন ষ্টেজের উপর মৃত্যু-শয্যায় শুয়ে খুব কাঁদছিলেন, সেই সময়ে তিনি একেবারে সেখানে গিয়ে হাজির!-তাই দেখে, ওথেলো-বেশী অভিনেতাটী তাঁকে এমন একটা বিরাট আক্কেল-সেলামী দিলেন যে, তিনি (স্বামী) কোর্টে তাঁর বিরুদ্ধে এক ক্ষতিপূরণের দাবী এনে মামলা রুজু না ক'রে থাকতে পারলেন না!

যাই হোক, বিচারক মহাশয়টী কিন্তু নিতান্ত বেকুব! কারণ, কর-মর্দ্দনের সঙ্গে বাদী-প্রতিবাদীর মধ্যে বন্ধুত্ব করবার পরামর্শ দিয়ে তিনি তাঁর বিচারের নিষ্পত্তি ক'রলেন!

শ্রীভারৎকুমার বসু

গান

বারেক দেখা দিও প্রিয়,
জীবন-লীলার শেষ পালায়!
অশ্রু-হাসির মালা গেঁথে
রাখ্‌বো আমার চোখ্-ডালায়!
এই ঘরের এই আঁধার-কোণে
ভাব্‌বো তোমায় খণে খণে
স্মৃতিই হবে চাঁদের কিরণ
হৃদ্-গগনের মেঘ-মালায়!
সুখের পথে কাঁটা হোয়ে
দাঁড়াবো না—দাঁড়াবো না!
প্রাণের গোপপ সত্য কভু
হারাবো না—হারাবো না!
অশ্রু-ধারার তপ্ত পরশ
করবে তোমার চিত্ত সরস
ওগো চির পরাণ-প্রিয়
আগুন যেমন রাং গালায়!

শ্রীমতী প্রভা

পরীর মায়া

(একাঙ্ক ক্ষুদ্র নাটিকা)

(আঁধার-ঘন স্তব্ধ নিশুতি রাত্রি। বিজন প্রান্তরের মধ্যে অন্ধকারের নিবিড় ছায়ায় অঙ্গ প্রায় মিশাইয়া শাল ও খর্জ্জুর তরুদল নিস্পন্দদেহে ইতস্ততঃ দাঁড়াইয়া আছে। দূরে ছোট ছোট কালো পাহাড়ের সারি। অন্ধকার আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলি কমল হীরার ন্যায় দীপ্তি বিকীরণ করিতেছে। সুবিস্তীর্ণ নির্জ্জন প্রান্তরের শূন্য, নিশীথ রাত্রির স্তব্ধতায় ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে।… … দূর হইতে তেজস্বী অশ্বের ক্ষুরের তীব্র ধ্বনি শোনা গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল স্বচ্ছ পাতলা ঘাঘরা-পরা, এলোচুলে গুচ্ছ গুচ্ছ ময়না-ফুল গোঁজা পরমা সুন্দরী তথী পরীর দল প্রান্তরের অন্ধকারে আবির্ভূতা হইয়া লঘু লীলা ভরে নৃত্য করিয়া ফিরিতে লাগিল। তাদের বসনের দীপ্তিতে আঁধারের বুকে লাল আলো নীল আলো হরিৎ আলোর বিচিত্র দীপ্তি চমকিয়া উঠিতে লাগিল। তাহাদের নৃত্য-চঞ্চল চরণের অঙ্গুলিগুলি কখনও ভূমিতল স্পর্শ করিতেছে, কখনও বা করিতেছে না বলিয়া মনে হইতেছে।)

—পরীর দল—

—(গান)—

ময়না ফুলের গুচ্ছ দোলে অলক রাশে,
তুচ্ছ করি মলিন-ধরা'র দুঃখ-ফাঁসে,
—নৃত্য করি—নৃত্য করি—নৃত্য করি—

(উন্নতকায় কন্দর্পকান্তি স্বর্ণ-উষ্ণীষ-শির অশ্বারূঢ় যুবা প্রান্তরের মধ্যে ঘোড়া ছুটাইয়া আসিয়া পড়িল। ঘোড়ার গায়ের ঘন কালো রং অন্ধকারে মিশিয়া গিয়াছে। শুধু তার উত্তপ্ত ত্রস্ত নিশ্বাসের শব্দ শোনা যাইতেছে এবং তেজস্বী চরণের লৌহবদ্ধ ক্ষুর চার খানির চকিত অগ্নি বিকাশ দেখা যাইতেছে।)

—পরীদের রাণী—

ওগো সুমোহন অশ্বারোহী!—ওগো সুন্দর দুঃসাহসী! তুমি যেতে চাও কোথায়?

(অশ্বারোহী নিরুত্তরে গন্তব্যপথে অশ্বচালনার চেষ্টা করিলেন)

—পরীদের রাণী

(ঘোড়ার সম্মুখ ভাগের পথ আগুলিয়া দাঁড়াইয়া)—ওগো থাম থাম যেওনা—ওপথে অমঙ্গল আছে!

—অশ্বারোহী যুবা—

থাকুক, অমঙ্গল!…বাধা দিওনা! পথ ছেড়ে দাও…

—পরীদের রাণী—

না,—পথ ছাড়ব না। কারণ, ও পথে অপদেবতারা মানুষদের জন্ম অপেক্ষা করছে, এবং তৃষিত মৃত্যু মানবের তপ্ত ওষ্ঠাধর চুম্বনের জন্ম ওখানে কেঁদে ফিরছে !···তোমার ঐ আরক্তিম উত্তপ্ত ওষ্ঠে এখনি মৃত্যু তার নীল চুম্বন-রেখা মুদ্রিত ক'রে দেবে !

—অশ্বারোহী যুবা—(উদ্বিগ্ন সহকারে)

তা হোক !...তবুও—তবুও আমি যাব !

—পরীদের রাণী—

অপদেবতারা তোমার পথ রোধ ক'রে দাঁড়াবে !···গন্তব্য স্থলে পৌছুতে দেবেনা !

—অশ্বারোহী যুবা—

বৃথা আমার সময় নষ্ট কোরোনা !...আমি যাবোই ! আমার গন্তব্য স্থলে পৌছুতে বাধা দিতে পারে ত্রিভুবনে এমন কেউ নেই।···

—পরীদের রাণী—(প্রণয়ব্যাকুল কণ্ঠে)

—কোথায় যাবে তুমি তরুণ পথিক ?···ও পথ যে ব্যথায় কাঁটায় কণ্টকিত ! অশ্রুজলে দারুণ পিচ্ছিল !···দুঃখের গহন আঁধারে পথ ভুলে দিশা হারিয়ে ফেলবে !

—অশ্বারোহী যুবা—

তার জন্ম তোমার দুশ্চিন্তা কেন ? আমি বুঝব !···ওগো নিশাচরী রূপসী পরী ! পথ ছাড়—পথ ছাড়—আমার অপেক্ষা করবার এক মুহূর্ত্তও সময় নেই —

—পরীদের রাণী—(আকুল স্বরে)

ওখানে যে অমঙ্গল আছে—অকল্যাণ আছে—বিপদ আছে—ওখানে যারা বাস করে তারা তোমায় গ্রাস করবে—বিনষ্ট করবে—······না না যেওনা বন্ধু ! তার চেয়ে এসো আমরা দুজনে পরস্পরের গললগ্ন হয়ে এই প্রান্তরের সবুজ-তৃণ-তরঙ্গে মধুর নৃত্য করি—

—অশ্বারোহী যুবা—

(অধীরভাবে সোনার আড়কাঁটা আঁটা জুতায় ঘোড়ার পেটে গুঁতা দিয়া)—আঃ, পথ ছেড়ে দাও।···এ কী বিঘ্ন ! আমার যে এক নিমেষ সময়ও নষ্ট করবার অবকাশ নেই ! শীঘ্র সরে দাড়াও ···

—পরীদের রাণী—

কেন ? কোথায় তুমি যাবে ? কার জন্ম তোমার এত ত্বরা ?

—অশ্বারোহী যুবা—(বিরক্তিপূর্ণ ব্যগ্রকণ্ঠে)

তোমার অনাবশ্যক কৌতূহল মিটাবার সময় আমার একটুও নেই ! ওগো সৌন্দর্য্যময়ী রূপসী-শ্রেষ্ঠা, আমি সামান্ম মানব ! তোমার রূপের সমজদার আমি নই ! তোমার ঐ সৌন্দর্য্য-দীপ্তি আমার কাছে নিষ্ফল মাত্র ! তুমি সরে দাড়াও, আমি চলে যাই—

—পরীদের রাণী—(পিঠের উপরে প্রজাপতির মত দুইখানি বিচিত্র রূপালী পাখা মেলিয়া পথ সম্পূর্ণ অবরোধ করিয়া)

—দুরন্ত ! কোথায় কা'র কাছে যাচ্ছ, না বললে আমি তোমার পথ ছেড়ে দেবোনা !

—অশ্বারোহী যুবা—

আমার প্রতীক্ষায় একটি নারী আকুল আগ্রহে পথ চেয়ে বসে আছে !···তারই কাছে যাচ্ছি আমি !···কাল আমাদের বিবাহ হবে, তাই আজ তাকে আমি আনতে যাচ্ছি !···এতক্ষণ আমার আশায় পথ চেয়ে চেয়ে তার আকুল আঁখি দুটি নিশ্চয় তন্দ্রায় ঢুলে আসছে···আমি ঠিক বুঝতে পারছি—এতক্ষণে তার সেই নীলপদ্মের মত নয়ন দুটি অশ্রু-শিশিরে সিক্ত হয়ে উঠেছে···

—পরীদের রাণী—

সেকি আমার চেয়েও সুন্দরী ?

—অশ্বারোহী যুবা—(অধীর বিরক্ত কণ্ঠে)

না, সে তোমার চেয়ে হয়তো একটুও সুন্দরী নয় ! তোমার পায়ের নখেরও যোগ্য সে না হতে পারে !···কিন্তু তাতে আমাদের প্রেমে কিছু আসে যায় না !···সে সামান্ম মানবী মাত্র এবং আমিও একজন তারই মত সামান্ম মানব !

—পরীদের রাণী—

না তুমি সামান্ম নও, অসামান্ম। তোমার সাহস অসামান্ম, তোমার নিষ্ঠা অসামান্ম, তোমার প্রেম অসামান্ম।···তুমি সামান্মা মানবীর যোগ্য নও, অসামান্মা পরীরাণীর যোগ্য !

—অশ্বারোহী যুবা—(কঠিন কণ্ঠে)

—নির্লজ্জা পরী, পথ ছাড়বে না ?···আমি তাহলে তোমার উপর দিয়েই অশ্ব চালনা ক'রে নিয়ে যাব !

(পরীরাণীর পশ্চাদবর্ত্তিনী নীরব নৃত্য-পরায়ণা পরীদলের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইল এবং তাহারা প্রভাতী বিহঙ্গমার ন্যায় কল-কূজন সহকারে গাহিয়া উঠিল)

—পরীর দল—

(গান]

যে পথখানি চেনে শুধুই স্বর্ণমৃগ,
অশ্ব চালায় সেই পথে, ভয়—পায়না কে গো !
দুঃসাহসি ! চিত্ত তোমার নিলাম যেগো
[মোদের] চিত্ত ভরি'—চিত্ত ভরি'—চিত্ত ভরি'—

—পরীদের রাণী—(উদ্বেলিত কণ্ঠে)

কোথায় যাবে ?···কোথায় যাবে ওগো চঞ্চল হরিণ। আমি তোমায় সুধা-ধবলিত কর্পূর-গুঁড়ার মত জ্যোৎস্না দেব,—তন্দ্রা-মাখানো স্বপ্ন-জাগানো মিষ্টি হাওয়া দেব,—বসন্ত পূর্ণিমার আবেশ দেব,—চৈত্র-মালঞ্চের সুরভি দেব,—আর—আর—পারিজাত-পুটে অমৃত-বিন্দুর মত স্বর্গীয় চুম্বন দেব—আরও কী তুমি চাও ? আমার মাঝে যা চাইবে তাই-ই রচনা ক'রে দেব,—উর্ব্বশীর যৌবন, তিলোত্তমার সৌন্দর্য্য, মহাশ্বেতার পবিত্র প্রেম—

—অশ্বারোহী যুবা—(বিপন্ন আকুল কণ্ঠে)

না—না, আমার কিছুই চাইনা!···ও-সব কিছুরই আমার প্রয়োজন নেই!··· আমি শুধু আমার ভাবী বধূর কাছে যেতে চাই,···আমার গন্তব্য পথ নির্বিঘ্ন পেতে চাই—

···ওগো সুন্দরী নৃত্য-নিপুণা পরীর দল! ক্ষণতরে তোমাদের নৃত্য-উৎসব ক্ষান্ত করে' আমার পথ ছেড়ে দাও!···ঐ দেখ পূর্ব্বাশায় শুকতারা নিষ্প্রভ হয়ে আসছে—আঁধার-প্রাচী শুভ্র আলোয় ধৌত হয়ে উঠছে...আর আমার সময় নষ্ট করোনা!

[নৃত্য-পরীদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি হইল। তাহাদের হরিৎ, পীত, রক্ত, নীল, প্রবাল, শ্যাম, নানাবর্ণের বিচিত্র বসনে—নানাবর্ণের বিচিত্র আলোক প্রতিফলিত হইয়া উঠিতে লাগিল।]

—পরীর দল—

(গান)

ময়না ফুলের মোহন মালা মাথায় দুলে,
এই নিরালার আলয় রচি' মনের ভুলে!
স্বপন লিখি—স্বপন লিখি—স্বপন লিখি—

—পরীদের রাণী—

মাথা খাও!···ওগো সুন্দর, ক্ষণেক দাঁড়াও তুমি! কালো ঘোড়ার পিঠে তোমার যৌবন-দীপ্ত কান্তি—কাজল-মেঘে স্থির বিদ্যুতের চেয়েও মনোরম!··· আমার এই স্থির যৌবন-লাবণ্য উছলিত রূপ-কান্তির প্রতি—এই সুমধুর নৃত্য-লীলা-ভঙ্গিমার পানে—ক্ষণতরে তোমার দৃষ্টি ফেরাও! তা'হলে তুচ্ছ নারীর কাছে যাওয়ার জন্ম আর উতলা হবে না!

—পরীর দল—

(গান)

অরূপ-তনু'র রূপের লীলায় জ্যোৎস্না ভরে'
নৃত্য-ঠামে ডাইনে বামে তড়িৎ ঝরে
তরুণ প্রাণে অরুণ-প্রণয়-রুধির তরে
(প্রেম) স্বপন লিখি—স্বপন লিখি—স্বপন লিখি—

—পরীদের রাণী—

(উন্মেলিত রূপালী ডানা দু'খানি গুটিয়ে বদ্ধ ক'রে,—মৃণাল-কোমল বাহুলতা দু'টি সামনে প্রসারিত ক'রে)

—বন্ধু! তোমার তরে আমার রুদ্ধবক্ষদেউলের অর্গল খুলে প্রেমের জ্যোৎস্নাকলখানি বিছিয়ে দিচ্ছি—তুমি বসে' বিশ্রাম কর।···আমার এই বহুমূল্য পরশ-পাথর—এতদিন ধ'রে কৃপণের মত যাকে আগলে বেড়িয়েছি—সেই আমার পরশমাণিক তোমায় দিলুম—নাও, ধর······

—অশ্বারোহী যুবা—(সুদৃঢ় স্বরে)—

—না—না—না—

—পরীদের রাণী—

—তবে মর! (নিজের হিম-অঙ্গুলিটি অশ্বারোহীর বুকে হৃৎপিণ্ডের উপর ছোঁয়াইয়া দিয়া)—এবার ভাবী বধূ'র সঙ্গে মিলিত হ'বার চেষ্টা কর!

(সমস্ত পরীর দল এবং জিনকষা কালো ঘোড়াটি অন্তর্হিত হইয়া গেল। যুবক কম্পিত দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল—পাণ্ডুরবর্ণা ম্লান পাংশু মুখ রূপসজ্জা-বিরহিতা উদাসিনী মূর্ত্তি ছায়ার ন্যায় একটি নারী আসিয়া তাহার হস্ত স্পর্শ করিবার জন্য নীরবে হাত বাড়াইল)

—যুবক—(ক্রোধোদ্দীপ্ত কণ্ঠে)

সরে যা শয়তান! ছুঁসনে আমায়!···কাল আমার বিবাহ, আজ তোর অকল্যাণ স্পর্শে আমার বধূ—আমার তরুণী প্রিয়ার অকল্যাণ হবে!···

(ছায়া নারী-মূর্ত্তি'র সর্ব্বাঙ্গ বেতসলতার মত কাঁপিতে লাগিল,—বুঝি বা নয়নে অশ্রুও ঝরিতে লাগিল)

—যুবক—(ঘৃণাপূর্ণ স্বরে)

সরে যা—সরে যা কুহকিনি! পথ ছেড়ে দাঁড়া পাপিয়সী প্রেতিনি!··· আমার ভাবী বধূকে আনতে যাচ্ছি—

—ছায়ামূর্ত্তি নারী—(করুণস্বরে)

হায় প্রিয়তম!...কোথায় তুমি যাচ্ছ? কা'কে তুমি আনতে যাচ্ছ?··· এবার শ্মশানেই আমাদের মিলন-বাসর রচনা ক'রতে হবে এবং পরলোকে মধু-চন্দ্রিকা যাপন হবে!···আমি যে আর নেই···

(যুবক অস্ফুট চীৎকার করিয়া ভূমি তলে লুটাইয়া পড়িল। ছায়ামূর্ত্তি শূন্যে মিলাইয়া গেল...উন্মুক্ত প্রান্তর-পথ বিঘ্নহীন,—কিন্তু যুবক আর উঠিল না। দূর্ব্বাদলের উপরে নিষ্পন্দ হইয়া পড়িয়া রহিল।···ফিনফিনে ওড়না গুলিতে অনলের মত দীপ্তি ঠিক্‌রাইতেছে—ঝাঁকে ঝাঁকে পরীরা আসিয়া যুবকের নিথর তনু ঘিরিয়া অলক হইতে শুষ্ক ময়নাফুল খুলিয়া বর্ষণ করিতে করিতে বিচিত্র ছন্দে নাচিতে লাগিল)

—পরীর দল—

(গান)

ময়না ফুলের মাল্যগুলি শুকনো মরা,—

ঝরছে যে ফুল মিছাই তারে খোঁপায় পরা,—

ব্যর্থ সবি—ব্যর্থ সবি—ব্যর্থ সবি—

পাণ্ডুর-রং জ্যোৎস্না-ধারায় বিষাদ-ছায়া,

মিছাই হ'ল মিছাই হ'ল পরীর মায়া,—

মানব মাঝেই রইলো প্রেমের অটুট কায়া,—

(হের) সত্য ছবি—সত্য ছবি—সত্য ছবি—

(তরুণ অর্কের আবির্ভাব সম্ভাবনায় উদয়াচল দীপ্তরাগে সুরঞ্জিত হইয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে—পরীর দল ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতে লাগিল।)*

সম্পূর্ণ

শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত

বার্ণার্ড শ'য়ের কয়েকটি গল্প

—:০:—

খ্যাতনামা ইংরাজ নাট্য সমালোচক William Archer একদিন কোন ফরাসী নাটকের Scenario অবলম্বন করিয়া একটা dialogue (সংলাপ) রচনা করিতে বার্ণার্ড শ'র নিকট প্রস্তাব করেন। কয়েকদিবসের মধ্যেই বার্ণার্ড শ' উক্ত নাটকটীর প্রথম অঙ্ক লিখিয়া scenarioটী পুনরাবৃত্তি করিতে Archerকে অনুরোধ করিলে তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর করিলেন, "বন্ধুবর, ও-উপায়ে নাটক লেখা চলে না, আপনার দ্বারা ও-কাজ অসম্ভব"—এই বলিয়া সে স্থান ত্যাগ করেন। বার্ণাডশ যদিও ইহাতে মনঃক্ষুন্ন হন তথাপি বিশেষ চেষ্টায় কয়েক দিবসের মধ্যেই নাটকটীর দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত করিয়া Archerকে শোনাইবার জন্য পুনরায় তাঁহার গৃহে পদার্পন করিলেন। দ্বিতীয় অঙ্কের Climaxএ উপনীত হইয়া Archerএর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য তাঁহার দিকে তাকাইয়া দেখিলেন, উক্ত সমালোচক তখন নিদ্রায় অভিভূত। তাঁহার মন পার্থিব জগৎ হইতে উর্দ্ধে উঠিয়া তখন অপর এক রাজ্যে বিচরণ করিতেছিল। কোনরূপ শারীরিক বলপ্রয়োগ ব্যতীত অন্য উপায়ে তাঁহার মন আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা বার্ণার্ড শ'র নাই। নৈরাশ্যে হৃদয়ে গভীর বেদনা লইয়া বার্ণার্ড শ' গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। অসমাপ্ত নাটকখানি রাখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—নাটক রচনা করিবার শক্তি যে তাঁহার বিন্দুমাত্র নাই তাহার প্রমাণ আজ হাতে হাতে পাইলেন—

কিন্তু তিনি হাল ছাড়িলেন না। সাত বৎসর পরে হতাশ প্রাণে উৎসাহ আনিয়া পুনরায় নাটকখানি রচনা করিবার জন্য তিনি অমর লেখনী ধারণ করেন। এই দীর্ঘ সাত বৎসর নাটক রচনার মূল "মন্ত্রশক্তি" সংগ্রহের জন্য কঠোর পরিশ্রমের ফলে তাঁহার লেখনী যে নাটক প্রসব করিয়াছিল তাহার যশঃসৌরভে সমগ্র ইউরোপ আজ আমোদিত।

বার্ণার্ড শ' বলেন যে William Archerএর সেই নিন্দা তাঁহার নিকট অতীব মূল্যবান। কারণ সেরূপ অপমান ও অবহেলা না পাইলে তাঁহার নাম আজ এত প্রসারতা লাভ করিত না, জগতের নিকট হইতে তিনি যে সুনাম অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহার নাম যে সহস্রকণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে, তাহার মূলে রহিয়াছে William Archer এর সেই বিদ্রূপপূর্ণ, অবজ্ঞা-ভরা উক্তি।

—*—

বার্ণার্ড শ' অতি সুরসিক ও হাস্যপ্রিয় এবং সুযোগ উপস্থিত হইলে রসিকতা করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারেন না।

একদিন তাঁহারই রচিত একটি নাটকের প্রথম অভিনয়-রজনীতে স্বয়ং

* ৺কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কৃত, ফরাসী কবি "লেকঁৎ-দে-লিল"এর কবিতার বাংলা অনুবাদ অবলম্বনে বিরচিত।

উপস্থিত থাকিয়া তিনি তদারক করিতেছিলেন। নাটকখানি যে জনপ্রিয় ও উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছিল, অভিনয় কালে আবালবৃদ্ধবণিতার করতালি ও প্রশংসা-সূচক বাণীই তাহা প্রমাণিত করিতেছিল।

করতালির শব্দে রঙ্গালয় যখন বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইতেছিল তখন কোন এক সম্ভ্রান্ত বংশীয় শিক্ষিত ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে hissing sound দ্বারা দর্শকবৃন্দের বাধা উৎপাদন করিতেছিলেন। ইহা বার্ণার্ড শ'য়ের দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। তিনি ধীরে ধীরে সেই ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইয়া নিম্নস্বরে প্রশ্ন করিলেন, "মহাশয়, আমার নাটকখানি কি আপনার মনোরঞ্জন করে নাই?" তিনি উত্তর করিলেন "না মহাশয়, ইহা অতি নিকৃষ্ট নাটক। এরূপ পুস্তক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইবার উপযুক্ত নয়।" বার্ণার্ড শ' স্মিতহাস্যে উত্তর করিলেন, "মহাশয়, আমারও ঠিক সেই অভিমত। কিন্তু আমি নারাজ। সমগ্র দর্শকবৃন্দের মতের বিপক্ষে আমাদের দুইজনের মতের কোন মূল্য থাকিবে কি?" এই বলিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিলেন। শুনা যায়, উক্ত ভদ্র ব্যক্তি পর দিন কোন কাগজে নাটকখানির উচ্চ প্রশংসা পূর্ণ একটী সুদীর্ঘ আলোচনা লিখিয়াছিলেন।

*

বার্ণার্ড শ আজন্ম নিরামিশভোজী এবং কখনও কোন নিমন্ত্রণে উপস্থিত থাকেন না। তাঁহার রচনার প্রভাবে যখন সমগ্র ইউরোপ দীপ্ত, সাহিত্যক্ষেত্রে যখন তিনি একটী বিশিষ্ট উন্নত স্থান অধিকার করিয়া ইংরাজ জাতিকে তাঁহার জ্ঞান-গরিমায় প্রভাবান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন, তখন তাঁহার নিকট যে বহু স্থানে নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য অনুরোধ-পত্র আসিবে ইহা অতি স্বাভাবিক। বার্ণার্ড শ কিন্তু কখনও কোন নিমন্ত্রণ-সভায় উপস্থিত থাকেন না। একদিন বিলাতের কোন এক উচ্চশিক্ষিতা সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলা শ'কে কোন এক পারিবারিক ভোজে নিমন্ত্রণ করেন। নিমন্ত্রণ রক্ষা না করিলে অপমান করা হইবে অথচ নিমন্ত্রণে আসিয়া মাংস ভক্ষণ না করিলেও অপমান করা হইবে। উক্ত মহিলাটি বার্ণার্ড শয়ের মতামত পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন, তথাপি নাট্যকারকে বিপদে ফেলাই ছিল তাঁর বাসনা। তিনি নারী ও সমাজে উচ্চজ্ঞানাধিকারিণী, সুতরাং তাঁহার সম্মান অবশ্যই বার্ণার্ড শ বাধ্য হইয়া রক্ষা করিবেন—ইহাই ছিল তাঁর ধারণা। তাঁহার ধারণার মূলে আঘাত করিয়া শ' তাঁহাকে এই উত্তর দিয়াছিলেন :—

"আপনার নিমন্ত্রণ-পত্র পাইয়াছি। ঐরূপ পত্র আমি প্রত্যহ ৭৮ খানা পাইয়া থাকি। আপনি জানেন, আমি নিরামিশ-ভোজী। যেখানে মদ, মাংস ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যের আবির্ভাব ও প্রাবল্য সে স্থানে বার্ণার্ড শ' কখনও উপস্থিত থাকিতে পারে না। তা ছাড়া আমি আমার daily routine of life" আপনার জন্য ভাঙিতে পারিনা। আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আমি অসমর্থ।"

উক্ত সম্ভ্রান্ত মহিলার প্রতি বার্ণার্ড শ'র এইরূপ আচরণ সমাজে চাঞ্চল্য উৎপাদন করিয়াছিল, কিন্তু নির্ভীক নিরপেক্ষ নাট্যকার বার্ণার্ড শ তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই।

*

পরলোকগত সাহিত্যিক W. T. Stead, এক সময় ইউরোপের প্রত্যেক জাতি হইতে বিশিষ্ট উচ্চপদস্থ ব্যক্তি লইয়া একটা শান্তি-সঙ্ঘ গঠন করিতে এবং তাঁহাদের লইয়া Hagueএ যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে ছিলেন।

বার্ণার্ড শ' তখন একজন প্রতিভাবান নাট্যশিল্পী এবং বিশ্ববরেণ্য না হইলেও শক্তিশালী সমালোচক বলিয়া তখন তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি, সুতরাং তিনিও Stead কর্ত্তৃক ঐ সঙ্ঘে যোগদান করিতে আহূত হন। বার্ণার্ড শ' সভায় যোগদান না করিয়া William Steadকে এইরূপ লিখিয়াছিলেন :—

"বন্ধুবর,

এরূপ অদ্ভুত প্রস্তাব আমার নিকট পূর্ব্বে কেহ কখনও করে নাই। আমাদের মতন লোকের নিকট সময় অতীব মূল্যবান। রাজা ও পদস্থ রাজকর্ম্মচারী যাহারা স্থানীয় কল্যাণ লইয়া ব্যস্ত—এমন লোকের অভাব হইবে না। কিন্তু আমরা জগতের কল্যাণ সাধনায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছি। বিশ্বের এক নিভৃত কোণে বসিয়া আমি আমার বীণা বাজাই এবং মানব জাতির চিরন্তন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার কাজ। আপনার মহদুদ্দেশ্যের সঙ্গে সহানুভূতি থাকিলেও সময়াভাবে আমি আপনার সঙ্গে যোগদান করিতে পারিলাম না। আপনার উদ্দেশ্য সফল হইবার পর যদি কোন রাজা বা সম্রাটকে আমার নিকট উপস্থিত করেন, তখন সেই রাজার অথবা সম্রাটের কর্ণ-বিবরে আমি এমন কয়েকটী মূল্যবান উপদেশ নিক্ষেপ করিব, যাহাদ্বারা জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।

ঐরূপ কাজের জন্য আমি সর্ব্বদা প্রস্তুত আছি।"

শুনা যায়, এই ঘটনার পর William Stead ও বার্ণার্ড শ'র ভিতরে বন্ধুত্ব প্রগাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছিল।

শ্রীবিজনবিহারী বসু

———

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১১নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—১১ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩. টাকা

৪র্থ বর্ষ ২১শ সংখ্যা	সম্পাদক :— শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী	১৮ই কার্তিক ১৩৩৪

নাট্য-জগৎ

—:*:—

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ইবসেন একখানি নাটক লেখেন (Olav Lilijekrans), তার নাম আজ লোকে ভুলে গেছে। কিন্তু ইবসেনের বিশ্বাস ছিল, তাঁর ও-নাটকখানি উচ্চশ্রেণীর।

*

এবং ইবসেনের বড় সাধ ছিল, ঐ রচনাটিকে গীতি-নাট্যের আকারে অভিনীত হতে দেখতে। এক বিখ্যাত গানের ওস্তাদকে তিনি তাঁর মনের কথা খুলেও ব'লে ছিলেন, কিন্তু তিনি রাজি হন নি।

*

ভীষণ মড়কে নরওয়ের উপত্যকায় যখন দু'একজনের বেশী লোক বেঁচে নেই, নাটকের আখ্যানবস্তু সেই সময়-কার এবং এই নাটকের নায়কের ছায়া থেকেই বোধ হয় ইবসেনের বিখ্যাত চরিত্র Peer Gyntএর সৃষ্ট হয়েছিল!

*

আজ পঁচাত্তর বৎসর পরে ইবসেনের বাসনা কার্য্যে পরিণত হতে চলেছে! একজন যুবক গীত-কুশলীর চেষ্টায় এই শরতেই ইবসেনের ঐ রচনাটি গীতিনাট্যের আকারে তাঁর স্বদেশে অভিনীত হবে।



*

সংপ্রতি পৃথিবীবিখ্যাত জার্ম্মান নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক জুডারমানের সত্তর বৎসরের জন্মতিথি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। কিন্তু জুডারম্যান এই দেশব্যাপী শ্রদ্ধা-ভক্তির অঞ্জলি নিজে উপস্থিত থেকে গ্রহণ করেন নি, কারণ উৎসবের আগের দিনই তিনি ইতালী যাত্রা করেছেন।

*

জুডারমানের সেদিনও আর নেই! বিদ্রোহের আগে তিনি ছিলেন জার্ম্মান সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা। কিন্তু বিদ্রোহের পর থেকে গেরহার্ট হাউপ্ট-মানের প্রতিভা ক্রমেই তাঁর যশকে ম্লান ক'রে ফেলছে। জাতির বর্ত্তমান আশা-আকাঙ্ক্ষার বাণী নাকি তাঁর মুখে শোনা যায় না। তিনি যুগের সঙ্গে এগুতে পারছেন না। কাজেই তাঁর জন্মতিথি উপলক্ষে অকস্মাৎ এই দেশব্যাপী উৎসব দেখে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।

*

'বৃহত্তর ভারত' ভ্রমণ ক'রে রবীন্দ্রনাথ গেল হপ্তায় আবার দেশে ফিরেছেন। শুনলুম তিনি সেখানকার জাতীয় নৃত্যকলা দেখবার সুযোগ পেয়েছেন। এই সুযোগে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার প্রসাদে ভারতীয় নৃত্যকলার মধ্যে কিছু নূতন বিশেষত্ব আসবার সম্ভাবনা আছে কি?

*

ওস্তাদ-কৌতুকী শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর 'মালাবদল' উপহার পেয়ে আমরা যার-পর-নাই আনন্দিত হয়েছি। বইখানি আকারে প্রকাণ্ড, পরিস্কার ছাপা, বাঁধাইও চমৎকার। বত্রিশখানি বড় বড় পাতা-ভরা ছবি আছে। খরচের তুলনায় দুটাকা দশ আনা দাম খুবই সস্তা হয়েছে।

*

বহুরূপী-বিস্তায় চিত্তরঞ্জনের শক্তি যে কি আশ্চর্য্য, 'মালাবদলে'র পাতায় পাতায় তার বিচিত্র প্রমাণ পাওয়া যাবে। "জ্যান্ত জগন্নাথ" ও 'পুলক-পূর্ণিমা' প্রভৃতি চিত্র তাঁর নাম চিরস্মরণীয় ক'রে রাখবে, এমন কৌতুক-চিত্র আমরা আর কখনো দেখিনি এবং একই মানুষ যে প্রত্যেক ছবিতে এত বিভিন্ন মূর্ত্তিতে দেখা দিতে পারেন সে ধারণাও আগে আমাদের ছিল না।

*

ছবির মালার সঙ্গে বেশ একটি রসালো গল্পও গাঁথা আছে। গল্পের ভাষায় যে-সব মজার বচন ও রসভরা মস্করা আছে তাও পরম উপভোগ্য! বইখানি হাতে করলে জন্ম-গম্ভীর লোকও হাসি চেপে রাখতে পারবেন না। বাহাদুর চিত্তরঞ্জন!

*

ষ্টার থিয়েটার 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে'র অভিনয় ঘোষণা করেছেন। অহীন্দ্র বাবুর 'ভীম' ও তিনকড়ি বাবুর 'বৃহন্নলা' কেমন হয়, তা দেখবার উৎসাহ আছে আমাদের যথেষ্ট!

*

গুজব, ষ্টার নাকি শীঘ্রই 'আলমগীর' অভিনয়ের আয়োজন করবেন। আলম-গীর সাজবেন শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী! নাট্যরসিকের পক্ষে এ গুজবটাও চিত্তো-ত্তেজক বটে!

*

উদীয়মান অভিনেতা শ্রীযুক্ত অমিতাভ বসু দীর্ঘকাল বিশ্রামের পর আবার 'নাট্যমন্দিরে' যোগ দিয়েছেন। 'ষোড়শী'তে তাঁর 'এককড়ি' হচ্ছে একটি দেখবার জিনিস।

*

অপরেশচন্দ্রের 'মগের মুলুক' বিজ্ঞাপনেই পুরাতন হয়ে পড়ল। আর অভিনয় না করলে চলে না।

*

পুরাতন দানীবাবুকে পেয়ে মিনার্ভাও পুরাতনের প্রেমে মসগুল হয়ে উঠেছেন। আর নতুন নাটকের নামও মুখে আনছেন না।

•

অমৃতলালের 'যাজ্ঞসেনী' কোথায়? প্রতিধ্বনি উত্তর দিচ্ছে—কোথায়?

*

'নাট্যমন্দিরে' ষোড়শীর পরে কার দেখা পাব? কেউ কেউ বলছেন—শরৎ-চন্দ্রের 'পল্লীসমাজ'। অথচ ষ্টারেও আবার 'পল্লীসমাজ' অভিনয়ের গুজব শুনছি! শরৎবাবু কি বলেন?

*

কুখ্যাত নাটক 'বঙ্গে বর্গী ও দেবলাদেবী' নিয়ে 'মিনার্ভা' ও 'মনোমোহনের' পাল্লা চলছে। আমরা তফাতে দাঁড়িয়ে ভাবছি "অপরং বা কিং ভবিষ্যতি?

*

নাট্যমন্দিরে 'হাস্নুহানা' কি ফোটবার আগেই শুকিয়ে গেল?

*

কলকাতায় বসে অজ্ঞাতবাস্ করা চলে কি না? এর জবাব দিতে পারেন শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী। কিন্তু একটি পাখী এসে আমাদের কাণে কাণে বলে গেল যে, নির্ম্মলেন্দুর টিকি দেখবার যো নেই এবং তার কারণ হচ্ছে তাঁর টিকির মূলে টাক পড়েছে।

*

বাংলা দেশে রাজনীতির সঙ্গে থিয়েটার-নীতির কোন সম্পর্ক আছে কি? নইলে দুইই ঠিক একসঙ্গে মিইয়ে পড়ছে কেন—যেন ভিজে বাতাস লাগা স্যাতা মুড়ি?

*

আমাদের গুজব-সম্রাট আজকাল গম্ভীর হয়েছেন। তাঁর মুখ না চললে আমাদেরও কলম চলবে না যে!

*

"বেঙ্গলী' সাপ্তাহিক নাট্য-সমালোচনা বন্ধ করেছেন বলেই কি 'ষ্টার' আর তাতে বিজ্ঞাপন দেন না, অথবা ষ্টার বিজ্ঞাপন দেন না বলেই বেঙ্গলীর সুবিজ্ঞ সমালোচক তাঁর অশ্রান্ত লেখনী ত্যাগ করেছেন?

*

কারণ যাইই হউক, এদেশের ইংরেজী কাগজের নাট্য-সমালোচনার সঙ্গে বিজ্ঞাপনের সম্বন্ধ যে কত বেশী, বিশেষজ্ঞের কাছে তা আর অবিদিত নেই।

•

তাই অস্কার ওয়াইল্ডের উক্তি মনে পড়ছে; "There should be a law that no ordinary newspaper should be allowed to write about art."

গান

আমায় শুধু পায়ের কাছে ব'সতে দিয়ো!
আর কিছু না—বক্ষে নেবো চিহ্নটী ও!

*

আমার সাথে না কও কথা,—নাই বেদনা!
কণ্ঠ তোমার মর্ম্মে জাগে—পূণ্য-কণা!
ওগো বিজন্ মনের নিজন্ কোণের
মরম্-প্রিয়!

*

উষার হাসি, অরুণ্-বাঁশী যাক্ না মুছি'!
তোমার অধর-গন্ধ মধুর—শুভ্র, শুচি!

*

কমল্-পায়ের নাইকো আমার যোগ্য ডালা!
জন্ম-গাঁথা তাই এনেছি অশ্রু-মালা!
তুমি অনাদরের আদর সাথে
কণ্ঠে নিয়ো!
প্রিয়, কণ্ঠে নিয়ো!

শ্রীভারতকুমার বসু

চলচ্চিত্রের রঙ্গাভিনেতা

—:•:—

আগেকার যুগের রঙ্গাভিনেতা মাত্র একটা রঙ্গেরই বস্তু ছিলেন, যাকে দেখে দর্শক হাসত ও উপহাস-বিদ্রূপ করত। রঙ্গাভিনেতা ছিলেন পুস্তকের নায়ককে উজ্জলতর করবার জন্যে, আর নাটকের অন্যান্য গুরুগম্ভীর ভূমিকাভিনেতাদের খানিকটা ক'রে বিশ্রামের সময় দেবার জন্যে। অধিকন্তু দর্শকের মন যখন গম্ভীর-রসাত্মক অভিনয় দেখতে দেখতে হাঁপিয়ে উঠত, তখন এই রঙ্গাভিনেতার কাছ ছিল, তাঁর খানিকটা ভাঁড়াম দেখিয়ে দর্শকের মনকে হাল্কা ও তাজা করা। প্রকৃত পক্ষে আগেকার যুগের রঙ্গভিনেতা ভাঁড় ছাড়া আর কিছুই নন।

প্রথম যখন চলচ্চিত্রের প্রচলন হ'ল, তখন প্রয়োগকর্ত্তাদের এক ধরণের রঙ্গাভিনেতার আবশ্যক ছিল। এরা হয়ত হঠাৎ জলে পড়ে যেত, নয়ত চেয়ার থেকে ডিগবাজী খেত, বা অকারণে খাবারের টেবিলের ওপর মুখ থুবড়ে প'ড়ে গিয়ে খানিকটা তরকারী মুখে মাখিয়ে ফেল্‌ত আর দাঁত বার ক'রে হাসত! লোকেও এই সঙ খুব পছন্দ করত, যার জন্যে কর্ত্তারা পূর্ব্বোক্ত ধরণের দৃশ্য-বহুল ছবিই বেশী তৈরী কর্‌তে আরম্ভ ক'রে দেন।

কিন্তু এই সকল ছবিকে বাস্তবিকই সত্যকারের রঙ্গাভিনয় বা প্রহসন আখ্যা দেওয়া যেতে পারে না, কেননা এগুলোতে অকারণে মাত্র কতকগুলো অসম্ভব ঘটনা দেখিয়ে দর্শককে কাতুকুতু দিয়ে হাসাবার চেষ্টা করাই হ'ত। কিন্তু চলচ্চিত্রের বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে চিত্র-জগতে এমন কতক-গুলি অভিনেতা এলেন, যাঁরা পূর্ব্বেকার চুণকালিমাখা ভাঁড়ামোর অভিনয়-ধারা পরিত্যাগ ক'রে প্রকৃত রঙ্গাভিনয় ও প্রহসন কাকে বলে তা দেখিয়ে দিলেন। অবশ্য এটা কর্‌তে তাঁদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল।

চলচ্চিত্রের এই সমস্ত আধুনিক রঙ্গাভিনেতার বিষয় আলোচনা করতে গেলে সর্ব্বপ্রথমে মনে পড়ে চার্লি চ্যাপলিনের নাম। চ্যাপলিন প্রহসনের রাজা। তিনিই প্রথম সত্যকার চিত্র-প্রহসনের সৃষ্টি করেন। চার্লিও অবশ্য প্রথম প্রথম ভাঁড়ামোরই অভিনয় করতেন, কিন্তু তিনি জানতেন এ জিনিষ স্থায়ী হ'তে পারে না। তাই যেই মাত্র তিনি প্রসিদ্ধ হ'য়ে উঠলেন, অমনি রসাভিনয়ের এক নতুন ধারা সৃষ্টি করলেন। তিনি এক একটা ক'রে চমৎকার সুবিন্যস্ত গল্প তৈরী করতে লাগলেন—যাদের প্রত্যেকটির নায়ক হচ্ছেন একটা রংদার লোক। কিন্তু চিত্র-জগতে তাঁর সব-চেয়ে বড় কৃতিত্ব হচ্ছে হাসির ব্যাপারের মধ্যে করুণ রসের সৃষ্টি করা, ওপরে ওপরে লোককে খুব হাসান হচ্ছে, কিন্তু হাসির ফাঁক দিয়ে এমন এক করুণ রসের আভাস, যা দর্শকের চক্ষুকে মাঝে মাঝে সজল ক'রে তোলে। "সোল্ডার আরমস", "পে ডে," "দি কিড," "দি গোল্ড রাশ" প্রভৃতি ছবিতে দর্শক যেমন প্রাণ খুলে হেসেছে, তেমনি আবার চার্লির প্রতি সহানুভূতিতে মাঝে মাঝে কেঁদেওচে। চার্লি যখন প্রথম এই রকম হাসির মধ্য দিয়ে কান্নার সৃষ্টির কথা বলেন, তখন হলিউডের লোকেরা চার্লির কল্পনাকে অসম্ভব বাতুলতা ব'লে উড়িয়ে দিয়েছিল; কিন্তু যখন অসাধারণ চেষ্টায় সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম ক'রে চার্লি এই রকম ছবি তৈরী করলেন আর তা অপূর্ব্ব সাফল্যলাভ করল, তখন চারিদিকে ধন্য ধন্য প'ড়ে গেল।

চার্লির পরেই আর একজন বড় রঙ্গাভিনেতা হচ্ছেন হ্যারল্ড লয়েড। হ্যারল্ডও কারুর অনুকরণ না ক'রে একটা সম্পূর্ণ নতুন ধরণে হাস্য-রসাভিনয় ধারার সৃষ্টি করেছেন, অবশ্য এই নবধারায় অভিনয় করবার জন্যে এঁকে চার্লিরই মত নানা বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে হয়েছে! হ্যারল্ড দেখিয়ে দিয়েছেন, একটা ভাঁড়ের মত না সেজেও কি ক'রে রঙ্গাভিনেতা হওয়া যায়। একটা কাঁচবিহীন চশমার ফ্রেম ছাড়া হ্যারল্ডের বাকী পোষাকটা সাধারণ ভদ্রলোকেরই মত। তিনি রঙ্গাভিনয়ে মাত্র হাস্যোদ্দীপক কাজ না ক'রে আর একটা নতুন জিনিষ করেন, সেটা হচ্ছে অজস্র বিপদের মধ্য দিয়ে বিপদ বাঁচিয়ে অগ্রসর হওয়া। উদাহরণ স্বরূপ তাঁর একটা কলবেগড়ানো মোটর হাঁকিয়ে যাওয়ার কথা বলা যেতে পারে। তাঁর "হোয়াই ওরি" "গার্ল সাই", "হট ওয়াটার" প্রভৃতি ছবি বহু লোমহর্ষণ ব্যাপারের সাক্ষ্য দেয়।

বাষ্টার কিটনও একজন মস্ত হাস্যরসের অভিনেতা। তাঁর বিষাদে জমাট বাঁধা নিরীহ মুখখানা ও ডিমের বড়ার মত টুপীটা তাঁকে রঙ্গাভিনেতা হওয়া বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেচে। কিটনের সাফল্যের কারণ হচ্ছে যে, তিনি তাঁর প্রত্যেক নতুন ছবিতে নতুন রকম হাস্যজনক বিষয়ের অবতারণা করেন। একটা ছবিতে তিনি এক গরুকে তাঁর সহ-অভিনেতা করে নামলেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গরুও দর্শকের মধ্যে হাসির তুফান ছোটাতে লাগল। কিটন তাঁর ছবিতে নানা উদ্ভুটে লম্বা লম্বা গল্প দেন। একটাতে তিনি মাটীর ভেতর দিয়ে অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়ে উপস্থিত হয়ে একেবারে বিয়ে ক'রে বহুদিন বাদে স্ত্রী পুত্র নিয়ে স্বদেশে ফিরে আসেন।

বিখ্যাত ইংরাজ রঙ্গাভিনেতা লুপিনো লেন নিজস্ব মৌলিক ধারায় অভিনয় করে বেশ নাম কিনেছেন। তিনি এক জন চমৎকার অ্যাক্রোব্যাট; তাই তিনি নানাভাবে নিজস্ব ভঙ্গীতে বহু রকম পড়তে পড়তে রক্ষা পাওয়ার দৃশ্য দেখান। বেন্ টারপিন তাঁর ট্যারা চক্ষুর সাহায্যে বেশ ভাল রঙ্গাভিনেতা দাঁড়িয়ে গেছেন; তাঁর চক্ষুতে তিনি বিভিন্ন অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ দেখাতে পারেন। ল্যারি সিমন যদিচ অনেকটা পুরাণ ধাঁচের রঙ্গাভিনেতা, তবুও তিনি নানা নতুন জিনিষ চলচ্চিত্র-জগৎকে দান করেচেন।

চার্লি চ্যাপলিনের ভাই সিড চ্যাপলিন যদিও রঙ্গমঞ্চে তাঁর বিখ্যাত ভাইয়ের চেয়ে বেশী নাম পেয়েছিলেন, কিন্তু চলচ্চিত্রে নাম কিনতে তাঁর দেরী লেগেছে অনেকদিন। তবে "চার্লিস আণ্ট" বইয়ে অপূর্ব্ব অভিনয় ক'রে তিনি চলচ্চিত্র-জগতে রঙ্গাভিনেতা হিসেবে তাঁর আসন প্রতিষ্ঠিত করেচেন এবং আজও পর্য্যন্ত তাঁর সে আসন অটল আছে।

হ্যারি ল্যাংডন যদিও এক সময়ে চার্লির পরেই সর্ব্বাপেক্ষা বড় রঙ্গাভিনেতা ব'লে অভিনন্দিত হয়েছিলেন, কিন্তু বাস্তবিক তিনি একটু রহস্যময় পদার্থ, কেননা তিনি কতকগুলো ছবিতে একেবারে চমৎকার, আবার কতকগুলো ছবিতে কেমন যেন খাপছাড়া নিরেস। তবে এটা অস্বীকার করা চলবে না যে, তিনি একজন বিশিষ্ট শক্তিসম্পন্ন অভিনেতা এবং যে কোন দিনই হঠাৎ তিনি অসামান্য সাফল্যে মণ্ডিত হ'তে পারেন।

লং অ্যাণ্ড সর্ট হচ্ছেন ডেনমার্কের একজোড়া রঙ্গাভিনেতা। এঁরা নিজস্ব বিশেষ বিশেষ ভঙ্গীতে একটা জাঁকজমক-ওয়ালা লোকের অহঙ্কার ও ব্যক্তিগত দৌর্ব্বল্যের ব্যঙ্গ অনুকরণ করে হাস্যরসের অবতারণা করে থাকেন।

চার্লি প্রভৃতি এই সমস্ত আধুনিক রঙ্গাভিনেতাদের বিশেষত্বই হচ্ছে যে, এঁরা মাত্র ভাঁড়ামো না ক'রে এক-একটা চরিত্র সৃষ্টি করেন। তাঁরা যে সমস্ত চিত্র-প্রহসন সৃষ্টি করেছেন, তাতে বিশেষ বিশেষ পাত্র-পাত্রী তাদের চাল চলনে, কথায় বার্ত্তায়, ঘটনাবলীর ভিতর দিয়ে সামঞ্জস্য রেখে সহজে স্বচ্ছন্দে হাস্যরসের প্রস্রবণের সৃষ্টি ক'রে চলতে থাকে, কখনই তাদের হাসানোটাকে চেষ্টাকৃত মনে হয় না। এই নব সৃষ্টির জন্যে এঁরা আধুনিক চলচ্চিত্র-দর্শকের কাছে ধন্যবাদার্হ।

শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

জীবানন্দের আত্মকথা

(রঙ্গনাথ)

—:*:—

আমি জীবানন্দ চৌধুরী—বীজগাঁয়ের প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার। জমিদার আমি চিরকালই ছিলাম না, কিন্তু কতকগুলি জমিদারী চাল আমার চিরকালই ছিল,—প্রতাপও আমার, বড় কম ছিল না। প্রজা নামে একটা জীব বিনাবাক্যব্যয়ে জমিদারের সকল উৎপীড়ন সহ্য করে, জমিদার হবার আগে প্রজা জিনিষটা আমার না থাকলেও উৎপীড়ন করাটা আমার স্বভাবে ছিল।

দরকার মত আমার কাম্য বস্তু আমি আদায় করতাম, কখনও কেড়ে নিতাম, কখনও বা না ব'লে না জানিয়ে নিতাম, যাকে চলতি ভাষায় লোকে বলে চুরি। এই সব তথাকথিত অনাচারের জন্ম আমার কখনও বিবেকদংশন হয় নি। এই সব কাজের ফল পুরস্কার ও দণ্ড দুইই আমি অনাসক্তভাবে ভোগ করেছি। একবার এক হার চুরি ক'রে এক অনভিজ্ঞাতকুলশীলাকে বিয়ে করতে হ'ল। তারপর এই হার চুরি ও আর একবারের ব্যাগ চুরির অপরাধে দু'বছর কারাবাস দণ্ডও মাথা পেতে নিয়েছি।

চরিত্র সম্বন্ধে বেশী কথা না বলাই ভাল! মদ ভাঙটা খেতাম। '-ময় বিশেষে রাস্তায় শুয়ে পড়তেও অভিমান বোধ করিনি।' 'বিবাহ আমি করিনি কিন্তু তাই বলে আমি ভীষ্মদেব সেজেও বসিনি শুকদেব হয়েও উঠিনি'। লোকে মনে করত রসাতলের ধারণাটা আমার নাই। 'কিন্তু আমি জানতাম রসাতলের দেরি নেই। আরোও একটা কথা জানতাম এর কূলকিনারাও নেই।

আমার সব চাইতে বেশী ঝোঁক ছিল 'পাওয়া'র মধ্যে। আমি যা চাই তা আমাকে পেতেই হবে। এই পাওয়ার অধিকার নিয়ে বিচার আমি করিনি। আমি কেবল জানতাম—'আমার চাই। এই চাওয়াটাই হচ্ছে সংসারে খাঁটী অধিকার।' Adhesiveness—herd instinct—Social instinct? এসব আমার ছিল না। আমার চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে যে কতলোকের স্বার্থ নষ্ট হ'তে পারে সে বিষয়ে দৃক্‌পাতও করিনি। আমার টাকার দরকারে হয়ত 'অনেক প্রজার সর্ব্বনাশ হতো। কিন্তু আমার সর্ব্বনাশটা বাঁচত'।

আমার কর্ম্ম ও কর্ম্মপ্রেরণার মধ্যে আমি ছিলাম একান্তভাবে 'অন্তরাপেক্ষী'। 'বাহিরাপেক্ষা' আমার আদৌ ছিল না। আমি চিরকাল শুধু নিজেকেই মেনে এসেছি, বাইরের কারো তোয়াক্কা বড় রাখিনি। সমাজ-শাসন মানিনি, লোক-মত আমাকে বিচলিত করেনি। ধর্ম্মাধর্ম্ম, ভালমন্দ, পাপপুণ্য, ইহকাল, পরকাল এ সব চিন্তার বালাই আমার কোন কালেও ছিল না। 'আমি ঠাকুর দেবতা মানিনে—দরকারও হয় না। অপরাধ আমার হয় না। একেবারে তার নাগালের বাইরে চলে গেছি'

তোমরা আমায় হাবা গোবা ভাববে কেন? আমিত মূর্খ, হাবা গোবা নই। আমার মাথায় যা বুদ্ধি আছে তা কারো চাইতে কম নয়। এই দেখনা, আমি নিজে মদ্যপায়ী, চরিত্রহীন, অনাচারী আরোও কত কিছু; কিন্তু আমি ত কোনও দিন কোনও হীনচরিত্রকে বিশ্বাস করিনি। আবর্জ্জনা দিয়ে কাজ করেছি, তাদের আমার দরকার মত কাজে লাগিয়েছি বটে কিন্তু শ্রদ্ধা তাদের করিনি, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়নি। যার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব সে স্নেহপ্রবণ তাজা-প্রাণ প্রফুল্ল।

জমিদারি চালাবার মত ক্ষমতা আমার আছে। আমি কিছু কিছু খবরও রাখি। শুধু যে বগলা ও মাতঙ্গী ভৈরবীর ভৈরব পর্ব্বই জানি তা নয়। জনার্দ্দন রায় ও শিরোমণি ঠাকুরেরও যে একদিন যৌবন ছিল এবং তারাও যে ভৈরবীদের ভৈরব ব্যাপারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট তাও জানতাম। এমন কি তারাদাস যে দুবছর আগে একটা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল জমিদারের বিরুদ্ধে, আমার দৃষ্টি তাও এড়ায়নি।

জীবনে প্রথম ধাক্কা খেলাম ষোড়শীর কাছে। এই সংঘাতের স্বরূপ তখন ভাল করে বুঝতে না পারলেও এইটে ঠিক যে, আমার চিন্তা ও কর্ম্ম এই প্রথম প্রতিহত হ'লো। ঠিক বুঝতে পারলাম না 'তার সম্বন্ধে কি ক'রে যে এতটা সহ্য করলাম, আর কেউ এ বেয়াদপি করলে' তখনই শাস্তি দিতাম। ষোড়শী বললে 'আপনি আজও ব্রাহ্মণ, আপনি আজও ভদ্রলোক', এই শ্রদ্ধার একটা স্পন্দন, অস্পষ্ট হলেও, এসেছিল বই কি। তাইত বলেছিলাম, 'শুধু এই বোধ হয় আজ প্রথম একটু মোহ জন্মেছে।'

ষোড়শী-হরণ ব্যাপারে বিপন্ন হ'লাম। ম্যাজিষ্ট্রেট বামাল শুদ্ধ ধরে। তখনও বিচলিত হইনি। চক্ষুলজ্জা আমার নেই, সাহসও আমার আছে, ষোড়শীকেই বলে ফেল্লাম 'বলতে হবে তুমি নিজের ইচ্ছায় এসেচ।' ষোড়শী রাজী হ'লো না, ঘুষ দিয়েও তাকে কিনতে পারলাম না। বুঝলাম সে জীবনে পাপ করেনি, বুঝলাম 'টাকা কড়ির বদলে মান সম্ভ্রম বেচা যায় না।' তাকে বললাম তাই হোক, যা সত্যি তাই তুমি বোলো,—জমিদারের তরফ থেকে আর কোনো উপদ্রব তোমার উপর হবে না।' তার পর আমাকে বাঁচাতে ষোড়শী যা খোয়ালে তার মূল্য টাকায় ধার্য্য করা যায় না। ক্রমে জানলাম এই ষোড়শী আমারই।

একটু পরেই বুঝলাম ষোড়শী আমার হয়েও আমার নয়। আমি ত তাকে অর্জ্জন করিনি। অর্জ্জন করতে গিয়েছিলাম টাকা, তার সঙ্গে দৈবক্রমে এসেছিল অলকা। তবে এই ষোড়শীটি ত মন্দ নয়—এমনটি ত কখনও দেখিনি। এর আগে যাদের দেখেছি তাদের দেহ তাদের অন্তরকে দেখতে বাধা দিয়েছে। কি জানি, হয়ত তাদের কারোও অন্তরে কিছু ছিলও না। আজ যাকে

দেখলাম তাকে অর্জ্জন করবার জন্য মন চঞ্চল হ'লো। তবে তার উচিত মূল্য দিতে হবে বৈ কি! তাকেই জিজ্ঞাসা করলাম, কি করে তাকে পাওয়া যায় – 'সন্ন্যাসিনীর কি সুখ-দুঃখ নেই? সে খুসী হয় পৃথিবীতে এমন কি কিছুই নেই?' উত্তর পেলাম 'ভাল হ'য়ে যদি কখনও জিজ্ঞাসা করেন তখনই জানাব।' 'না, না, আর ভাল হয়ে নয়, এই কঠিন অসুখের মধ্যেই আমাকে বল! মানুষকে অনেক দুঃখ দিয়েছি, আজ নিজের ব্যথার মধ্যে পরের ব্যথা, পরের আশার কথাট একটু শুনে নিই। নিজের দুঃখটার একটা সদ্গতি হোক।'

আশ্চর্য্য এই মানুষের মন। 'সে রাত্রে বাড়ী ঘেরাও ক'রে পুলিস পিয়াদা হাতকড়া নিয়ে হাজির, সামান্য একটা মুখের কথার জন্য স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের পর্য্যন্ত কি পীড়াপীড়ি, আর সে বললে কি না 'আমি নিজের ইচ্ছায় এসে'ছি।' তারপর আমার মাথা নেবার জন্য 'ছোট্ট একটুখানি হুকুমের জন্য সাগর চাঁদের কত অনুনয় বিনয়,—আর সে বলে বসল কিনা 'অমন কথা মুখেও আনিসনে বাবা!' সত্যই কি সে যে কি হ'ল ভাল ক'রে বুঝতেই পারিনি, 'টানা-হেঁচড়া দড়ি-দড়ার বাঁধা বাঁধিই মানুষের নজরে পড়ে, কিন্তু যে পিয়াদাটিকে চোখে দেখা যায় না সে না কি 'অতনু'। আর একদিনও এই অতনু পিয়াদাটির খবর পেয়েছিলাম। 'সে রাত্রে হাতে হাতে তাকে যখন পেলাম।'

মানুষ অভ্রান্ত নয়। বুদ্ধির গৌরব করি, মানুষ চিনি বলে বিশ্বাস আছে, কিন্তু ভুল ত করলাম। ষোড়শীকেও চিনতে পারিনি নিজেকেও চিনতে পারিনি। যখন ষোড়শীকে চিন্‌তে সুরু করলাম তখন একটা তুচ্ছ ঘটনা আবার ভুল করিয়ে দিলে, তার ফলে নির্ম্মল সাহেবের সঙ্গে ঈর্ষা, আরোও কত কী—তা ভাবতেও আজ লজ্জা হয়। 'আশ্চর্য্য! মানুষের নিজের মন বুঝতেই কি ভুল হয়! যাতে সে যায় সেই চেষ্টাই প্রাণপণে করেছি,—অথচ, সে চলে যাবে শুনে চোখের সামনে সমস্ত দুনিয়াটা যেন শুকনো হয়ে গেল। তাকে তাড়াতে পারলে ওই যে জমিটা দেনার দায়ে বিক্রী করেছি সে নিয়ে আর গোলমাল হবে না,—কতগুলো নগদ টাকা হাতে এসে পড়বে, কত কী! কিন্তু আরোও যে একটা দিক আছে, স্বেচ্ছায় সে সমস্ত ত্যাগ ক'রে আমার মাথাতেই বোঝা চাপিয়ে দিলে, সে ভার বইতে পারবো কিনা', একথা আমার স্বপ্নেও মনে হয়নি।

ষোড়শী আমায় ডেকে এনে সেদিন যা কল্লে তাতে আমি অবাক হ'লাম। প্রথমটাত আমার একটা প্রকাণ্ড তামাসা বলেই মনে হ'লো। ষোড়শীর দানপত্র এবং আমার হাতে সব সমর্পণ এসব বিশ্বাস করা যেন 'সেইদিনের মরফিয়া খাওয়ার চেয়েও শক্ত ঠেকলো।' 'সিন্দুকের চাবি আর কারোও হাতে দিয়ে ষোড়শীর বিশ্বাস হ'ল না।" বিশ্বাস হ'ল শুধু আমাকেই। ষোড়শীর এই বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও প্রণামে আমার মনের পর্দ্দা একেবারে সরে গেল। আমি এত বড়, কেউ ত একথা এতদিন আমায় বলেনি। মানুষ ত আমাকে কখনও অন্তরের শ্রদ্ধা দেয়নি। মানুষ আমায় তোষামোদ করেছে, ভয় করেছে, কিন্তু হৃদয় দেয় নি। আজ দেখছি সত্যই আমি বড়। আজ জানলাম এ পৃথিবীতে এমন মানুষও আছে যে আমার তত্ত্বনাম জানে। আজ ষোড়শীর কাছে আমার স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে,—ষোড়শী এ কথাটা আমাকেও জানিয়ে দিলে। আমি বড়, সব দায়িত্ব আমাকেই মাথা পেতে নিতে হলো।

ক্রমশঃ

হিজ ম্যাজেষ্টিস্ থিয়েটারে

ব্লাক-ফায়ার্সে'র প্রাসাদে কমিশনের বৈঠক বসে। রাজা ও রাণী দুজনেই উপস্থিত হন। উল্‌সি এবং ক্যামপিয়াস বিচারে বসেন। এই বৈঠকের দৃশ্যটীতেই অভিনয়ের চরম উৎকর্ষ দেখা গিয়েছিল। সে দৃশ্য যিনি দেখেছেন, তি'ন কখনও তা ভুলবেন না। Henry VIII এর ভূমিকায় নেমেছিলেন বিখ্যাত একটার Arthur Bochair তিনি নিজের চেহারাটীকে অবিকল Henry VIII এর প্রতিচ্ছবিতে পরিণত করেছিলেন। Sir Herbert Tree স্বয়ং উল্‌সির ভূমিকায় নেমেছিলেন। কেথেরিন খুব ভাল করেই জানতেন সেই বিচারালয়ে তিনি বিচার পাবেন না। নকিব (Herald) যখন ডাক দিল—"Henry King of England come into the Court. হেনরি উত্তর দিলেন—Here (হাজির) নকিব ডাকলে—Catharine, Queen of England, come into Court.

রাণী সে ডাকে কোন উত্তর দিলেন না। তিনি সে বিচারের বৈধতা মানতে প্রস্তুত নন। সোজা তিনি চলে গেলেন হেনরির আসনের পাদমূলে। স্বামীর নিকট নতজানু হয়ে নিজের বক্তব্য তিনি নিবেদন করলেন। তাঁর সেই দীর্ঘ বক্তৃতা এখানে দিতে পারি না। সে বক্তৃতা শুনে আমাদের চোখে জল এসেছিল। তাঁর সেই বিনীত নিবেদনেই কিন্তু তিনি তাঁর ন্যায্য অধিকার সসম্ভ্রমে দাবী করলেন। তিনি বললেন, আত্মীয় স্বজনের পরামর্শ না নিয়ে তিনি কিছু করতে প্রস্তুত নন। রাজার যদি তাতে আপত্তি থাকে তাহলে তিনি যা খুসী করতে পারেন।

এই সময় কার্ডিনেল উল্‌সি তাঁর মোলায়েম ভাষায় রাণীকে বোঝাতে আরম্ভ করলেন। বললেন, "You have here, lady, (And of your choice) these reverend Fathers ;

men of singular integrity and learning.
Yea, the elect of the land, who are assembled to plead your cause. It shall be therefore bootless.

That longer you desire the Court, as were for your quiet as to rectify,
What is unsettled in the King.

কার্ডিনেল ক্যামপিয়াস উল্‌সির এই মিথ্যা স্তোকবাক্যের সমর্থন করে বললেন "His grace hath spoken well, and justly ! therefore, Madam.

It's fit this Royal session do proceed, and that, without delay, their arguments be now produced and heard.

কার্ডিনেল মহাশয়দের এই ন্যাকামির কথা শুনে কেথেরিনের সমস্ত শরীর জ্বলে উঠলো। উত্তরে তিনি যে সব কথা বলেছিলেন, Violet Vanbrough তাতেই তাঁর আর্টের চূড়ান্ত দেখিয়েছিলেন। দর্শকরা তখন একেবারে ভুলে গিয়েছিল যে তারা একটা অভিনয় মাত্র দেখছে। সকলের মনেই প্রতীতি জন্মে ছিল—সেই ছয় শত বৎসর পূর্ব্বেকার করুণ ঘটনা তাদের চোখের সামনে ঘটছে। উদগ্রীব হয়ে সকলে প্রতাক্ষা করছিল পরিণামের জন্য—যেন ঘটনাটি এই সবে মাত্র ঘটতে আরম্ভ করেছে ! অভিনয়ের কৃতিত্ব এর চেয়ে বেশী আর কি হতে পারে ?

সতেজ কণ্ঠে, গম্ভীর অহঙ্কার স্বরে কেথেরিন বললেন "Lord Cardinal to you I speak.

উল্‌সি—Your pleasure, madam ?

কেথেরিন—Sir,

I am about to weep ; but, thinking that we are a queen' (or long have dreamed so) Certain.

The daughter of a king, my drops of tears I will turn to sparks of fire.

উল্‌সি আবার তাঁর সেই মোলায়েম ভাষায় বললেন "Be patient yet."

কেথেরিন তখন তেজস্বী, রাজবংশ-সম্ভূত, সাধ্বী রমণীর এক মূর্ত্ত বিগ্রহের মত দাঁড়িয়ে ঘৃণায় উল্‌সীর দিকে তর্জ্জনী উদ্যত করে বলতে লাগলেন,

"I will, when you are humble ; Nay, before,
Or God will punish me. I do believe, induced by potent circumstances, that you are mine enemy ; and make my challenge,

You shall not be my judge, for it is you
Have blown this coal betwixt my lord and me,
Which God's dew quench—therfore, I say again,

I utterly abhor, yea, from my Soul, Refuse you for my judge ; whom, yet once more,

I hold my most malicicous foe, and think not
At all a friend to truth.

উল্‌সি হার মানবার লোক নন। আবার রাণীকে বোঝাতে আরম্ভ করলেন, বললেন, "I do profess, you speak not like yourself, who ever yet have stood to charity, and displayed the effects
Of disposition gentle, and of wisdom

O'er topping woman's power. Madam, you do me wrong.

I have no spleen against you, nor injustice for you, on any , how far I have proceeded, or how far further shall, is warranted by a Commission from the consistory, yea, the whole consistory of Rome, you charge me

That I have blown this coal; I do deny it. The king is present, if it be known to him, that I gainsay my deed, how may be wound, And worthily, my falsehood, yea, as much as you have done my truth. If he know that I am free of your report, he knows I am not of your wrong. Therefore, in him it lies to cure me, and this cure is, to remove those thoughts from you. the which before His Highness shall speak in, I do beseech you, gracious madam, to unthink your speaking, and to say so no more.

উল্‌সির এই ভণ্ডামির কথা শুনে কেথেরিন হোমাগ্নির পবিত্র-শিখার মত জ্বলে উঠলেন। কণ্ঠস্বর উচ্চতম গ্রামে তুলে, অভিযোগের তর্জ্জনী উল্‌সীর দিকে নির্দ্দেশ করে বললেন, "My lord, my lord, I am a simple woman, much too weak to oppose your cunning. You are meek, and humble mouthed.

You sign your place and calling, in full seeming-
With meekness and humility, but your heart
Is crammed with arrogancy, spleen, and pride.
You have, by fortune and his highness, favours,

Gone slightly over low steps, and now are mounted
Where powers are your retainers, and your words
Domestics lies to you, serve your will, as it please yourself pronounce their office. I must tell you.

You tender more your person's honour, than your high profession spiritual ! That again I do refuse you for my judge and here.

Before you all, appeal unto the Pope, to bring my whole cause upon his Holiness, and to be judged by him.

রাজাকে অভিবাদন করে তিনি প্রস্থানোদ্যত হলেন। বৃদ্ধ কার্ডিনেল ক্যামপিয়াস বিচলিত কণ্ঠে বললেন,

"The queen is obstinate.

Stubbon to justice, apt to accuse it, and disdainful to be tried by it, it is not well.

She is going away.

রাজা বললেন—Call her again.

চারি দিক থেকে রাণীর ডাক পড়লো। কেথেরিন মুখ ফিরিয়ে অবজ্ঞার তাচ্ছল্যের দৃষ্টিতে একবার সভার দিকে চাইলেন। তারপর রাজাকে উদ্দেশ করে বললেন, "What need you note it ? pray you.

Keep your way.
When you are called, return—now the Lord help !
They vex one past my patience—pray you, pass on
I will not tarry ; no, now ever more, upon this business, my appearance make in any of their courts.

সমস্ত দর্শকদের হৃদয় অভিভূত করে কেথেরিন স্থান থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। ভাব প্রবণ হেনরির মন ক্ষণেকের জন্য রাণীর এই রাণীর-যোগ্য ব্যবহারে প্রশংসায় ভরে উঠলো। নিজেকে দমন করতে না পেরে তিনি বলে উঠলেন—

Go thy way, Kate;

That man in the world who shall report be has
A better wife, let him in naught be trusted, for speaking false in that.
Thou are, alone.
(If thy rare qualities, sweet gentleness, thy meckness saint-like, wife-like government, obeying in commanding, and thy parts sovereign and pious else, could speak out)
The queen of earthly queens,—
She is noble born.
And, like her true nobility, she has carried herself towards me.

উল্সি তখন রাজাকে আবার তাঁর তোষামোদ আর চক্রান্তের জালে আবদ্ধ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

তাঁর কূট চক্রান্তের বলে উল্সি কেথেরিনকেও তাড়িয়েছিলেন, আরও অনেককে তাড়িয়েছিলেন। শেষে কিন্তু তাঁকেও যেতে হয়েছিল। তাঁর আত্ম সর্ব্বস্ব জীবনের ব্যর্থতা তিনিও তখন বুঝেছিলেন। তবে নানা দোষ সত্ত্বেও উলসি উঁচু ধরণেরই লোক ছিলেন। অনুতাপ, ক্ষোভ এবং ব্যর্থতা তাঁকে মারতে পারে নি। প্রকৃত মানুষকে তা কখনও মারতে পারে না। রাজপদ থেকে তিনি যখন বিতাড়িত হন, সকলেই তাঁকে ত্যাগ করলে। তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর ক্রমওয়েল কিন্তু তাঁকে একেবারে ভুলতে পারে নি। সে তার ভূতপূর্ব্ব প্রভুর সঙ্গে সহানুভূতি দেখাতে এলো। সেই বিশ্বস্ত অনুচরকে বিদায় দেবার সময় তিনি যে কথা বলেছিলেন, সেগুলি বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। তা থেকে তার মনের উচ্চতার বিষয় আমরা বেশ জানতে পারি ; আর তার জন্য একবিন্দু স্নেহাশ্রু বিসর্জ্জন না করে থাকতে পারি না। উলসি বললেন, "Cromwell, I did not think to shed a tear in all my miseries, but thou hast forced me

Out of thy honest truth, to play the woman.
Let us dry our eyes ; and thus far hear me Cromwell.
And—when I am forgotten, as I shall be, and sleep in dull cold marble, where no no mention.
Of me more must be hered of—say, I taught thee.
Say, Wolsey, that once trod the ways of glory, and sounded all the depths and shoales of bourn,
Found thee a way out of his wreck, to rise in.
A sure and safe one, though thy master missed it.
Mark but my path, and that that ruined me.
Cromwell, I charge thee, fling away ambition.
By that sin fell the angels. how can man then.
The mirage of his maker, hope to sin by it.
Love thyself last, cherish thou hearts that hate there
Corruption wins no more than honesty.
Still in thy right hand carry getly peace.
To silence envious tongues ; Be just and fear not.
Let all the ends thou aimst at be thy country's.
Thy God's, and Trut's ; then, if theu fallest,
O Cromwell,
Thou fallest blessed martyr,
Serve thy king.
Ane—pray thou lead one in ;
Take an inventory of all I have.
To the last penny; it is the king's ; my robe
And my integrity to Heaven is all I dare now call my own. O Cromwell Cromwell;
Had I but servjed my God with half the zeal
I served my king,
He would not in mine ammie
Have left me naked to mine enemmies.
Cromwell—Good sir, have patience Wolsey—so I have, Farewell, the hopes of Court ; my hopes in heaven do dwell.

এস, ওয়াজেদ আলি বি, এ, (ক্যান্টাব) বার-এট-ল।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১১নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—১১ নং কলেজ স্কোয়ার.

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৪র্থ বর্ষ
২২শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

২৫শে কার্ত্তিক
১৩৩৪

নাট্য-জগৎ

—:*:—

অষ্ট্রেলিয়ার রঙ্গ-দর্শকরা যে অত্যন্ত রসিক, তা আর অস্বীকার করবার উপায় নেই! অভিনয় ভালো না লাগলে তারা যা করে এদেশের দর্শকরা তা করতে পারবেন কি?

*

রঙ্গমঞ্চের উপরে কোন নটের অভিনয় যদি খারাপ হয়, দর্শকরা তাহ'লে সচীৎকারে বলতে থাকে "ওয়ান, টু, থ্রী,……নাইন, আউট!"

*

অষ্ট্রেলিয়ার জনৈক হাস্যরসে খ্যাতনামা অভিনেতা সেকেলে রসিকতা ক'রেছিলেন। দর্শকরা অমনি এক-যোগে রঙ্গমঞ্চের উপরে সজোরে পয়সা বৃষ্টি সুরু করলেন। রসিক নট নেপথ্যে প্রস্থান ক'রে প্রাণ বাঁচালেন।

*

দর্শকরা সেখানে সমস্বরে কান্নার 'কোরাস' গেয়েও কু-অভিনয় থামিয়ে দেয়।

*

এমন ক্ষেত্রে বিলাতে নটকে লক্ষ্য ক'রে দর্শকরা পচা ডিম ছোঁড়ে এবং হরেক রকম জীবজন্তুর ডাকের নকল করে।

*

এদেশে সাংঘাতিক অভিনয় দেখবার দুর্ভাগ্য হয় হামেসাই, কিন্তু বাঙালী দর্শকরা আত্মরক্ষা করবার কোন-একটা চলতি ও আশুফলপ্রদ উপায় আবিষ্কার করতে পেরেছেন কি?

*

বর্ত্তমান কালে পৃথিবীর মধ্যে কোন্ দেশে সব-চেয়ে বেশী কু-নাটকের অভিনয় হয়? হিসাব নিলে দেখা যাবে বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে।

*



"Popularity is the crown of laurel which the world puts on bad art"—এ কথা এদেশের মত আর-কোথাও এত-বেশী খাটে না।

*

"গৃহপ্রবেশ" চলল না। কিন্তু "বঙ্গে বর্গী" ও "দেবলা দেবী" নিয়ে রঙ্গালয়ের কর্ত্তাদের ভিতরে হুড়োহুড়ি প'ড়ে গেছে। এবং দর্শকের অভাব হচ্ছে না নিশ্চয়ই।

*

এতে আর অবাক হবার কি আছে? আঁস্তাকুড় পেলেই মক্ষিকার দল বাড়ে। এবং এদেশে এমন দর্শকই বেশী, যাঁরা হচ্ছেন মক্ষিকাজাতীয়। আর এ-রকম লোকও এখানে কম নন, জনপ্রিয়তা দেখেই যাঁরা নাটকের গুণবিচার করেন।

ডেম ক্লারা বাট কলকাতায় আসছেন। গান গেয়ে তিনি পৃথিবীজোড়া নাম কিনেছেন। কলকাতার এম্পায়ার থিয়েটারে তাঁর গানের আসর বসবে। তাঁর চেয়ে বিখ্যাত আর কোন গায়িকা এর আগে এখানে আসেন নি।

*

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর স্বাস্থ্য মোটেই ভালো নয়। কিন্তু এই দুর্ব্বল দেহ নিয়েই প্রায় তিনি উপর-উপরি দুখানি নাটকে বড় বড় ভূমিকা নিয়ে অবতীর্ণ হচ্ছেন। তাঁর পরিশ্রম করবার ক্ষমতা বিস্ময়কর বটে, কিন্তু এটা কি সুবিবেচনার কাজ হচ্ছে?

*

কাশীবাবু, রাণুবাবু ও নৃপেনবাবুর নাচ এক সময়ে বাংলার নাটমহলকে মাৎ ক'রে রেখেছিল। রঙ্গালয়ের নূতন দল থেকে তাঁদের মতন আর কোন নৃত্যনায়ক আত্মপ্রকাশ করলেন না, এটা বড়ই দুঃখের কথা।

শিক্ষিত নটরা নাচের প্রতি কেন যে এতটা অবহেলা প্রকাশ করছেন, তার কারণ আমরা জানি না। উচ্চশিক্ষিত মন দেশীয় নৃত্যকলার মধ্যে কতখানি সুষমা ও সুরুচি সঞ্চার করতে পারে, আমরা তা দেখতে চাই। এ একটা মস্ত ক্ষেত্র, যা এখনও যোগ্য লোকের অপেক্ষায় আছে। এখানে যিনি ফসল ফলাতে পারবেন, তাঁর ভাগ্যে যশ, সম্মান ও অর্থের অভাব হবে না।

*

দ্বিজেন্দ্রলালের অধিকাংশ নাটক বারংবার অভিনীত হচ্ছে, কিন্তু তাঁর "নূরজাহানে"র দিকে কারুর দৃষ্টি আকৃষ্ট হচ্ছে না কেন? সেদিন কোন প্রসিদ্ধ নট-নাট্যকার মতপ্রকাশ করলেন, ও-নাটক আর চলবে না।

*

কিন্তু আমাদের তা মনে হয় না। আমরা শিশিরকুমারকে একবার এদিকে চেষ্টা করতে বলি। কারণ অনেকের মতে যা অচল, তাকে সচল করবার শক্তি আছে তাঁর আশ্চর্য্য!

*

আসছে ৭ই অগ্রহায়ণ বুধবারে "নাট্যমন্দির" "সাজাহানে"র পুনরভিনয় করবেন। শিশিরকুমার একদিন সাজাহান ও একদিন ঔরংজেবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। যদিও কবে কোন্ ভূমিকায় তিনি নামবেন, এখনো তা স্থির হয় নি।

*

বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সাহায্যের জন্য শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় শীঘ্রই এক বিচিত্র আনন্দের আয়োজন করবেন।

*

নাট্যমন্দিরের দল আসছে হপ্তায় ঢাকায় অভিনয় করতে যাবেন।

*

নাট্যমন্দিরের চিত্রশিল্পী ও সুঅভিনেতা শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আজকাল "ইণ্ডিয়ান ব্রডকাষ্টিং কোম্পানী"তে নিয়মিত আবৃত্তি করবার ভার নিয়েছেন শুনে সুখী হলুম।

*

হাসির গানে কলকাতায় এখন শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকারের জোড়া নেই। "ব্রডকাষ্টিং"-এ দিন-কয়েক তিনি গান গেয়েছিলেন। হঠাৎ তাঁর কণ্ঠ আবার মৌন হ'ল কেন?

*

"সঙ্গীত-শিক্ষালয়ে"র সাহায্যের জন্য কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মহিলা রবীন্দ্রনাথের "নটরাজ" নিয়ে আসছে উনিশে নভেম্বর তারিখে কলকাতার "ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে" রঙ্গাবতরণ করবেন।

গান

আয় ভেসে কুন্দ-বনের মনের কোণের কাল্‌চে ছবি—
উড়িয়ে দিয়ে হাওয়ার কোলে খোঁপার ফিতে গো!
ঝুমুর প'রে ঝামর পায়ে—দখিন-বীণার ছন্দ লভি'!

*

হেনার জলে ধুইয়ে দেবো চুলগুছি;
অলক্-শোভায় ঝ'রবে রঙিণ ফুল্-কুচি;
চোখ-মুকুরে ফুটবে তরুণ, শুভ্র বিভায় গো,
চন্দ্রলেখার গন্ধ-ভরা স্বপ্ন-কমল—প্রণয়-রবি!

*

জাগলো মানস্-মঞ্জরী,
সুরের সেতার গুঞ্জরি',—
অন্ধ-বাঁশীর বন্ধ-হাসির
ছন্দ-রাশি মুঞ্জরি'!

*

আয় নেমে আয় কল্প-বনের ফুল-মেয়ে!
কর্ণে দুটী জোস্না-দেশের দুল্ পেয়ে!
—এই নিরালায় ঠোঁট-পিয়ালায় চুমুক দেবে গো!
তুলির রেখা আঁকতে ব'সে অধীর্ আশে অধর-কবি!

শ্রীভারতকুমার বসু

নাচঘরের গল্প

(অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম-এ)

নাটক সংশোধন

—:০:—

অভিনয়ার্থ নির্ব্বাচিত হইলেও কোন নাটকই সম্পূর্ণ অবস্থায় অভিনীত হয় না তাহা সকলেই জানেন। সময়, স্বদলের শক্তি, দৃশ্য-সন্নিবেশের সুবিধা, দর্শকগণের প্রকৃতি প্রভৃতি বুঝিয়া রঙ্গালয়াধ্যক্ষগণ মূল নাটকের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন সাধন করেন বা সম্ভব হইলে নাট্যকার দ্বারা পরিবর্ত্তন করিয়া লন। ইহা অবশ্য অন্যায় নহে। কিন্তু অন্যায় হয় তখন, যখন রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণ নিজ বিদ্যাবুদ্ধির উপর অতিরিক্ত বিশ্বাস বশতঃ সংশোধনের নামে নাটকের ও নাট্যকারের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া বসেন। বঙ্কিমবাবু আয়েসাকে বাঁচাইয়া রাখেন, অবশ্য তিনি তাহার চরিত্রের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্যই তাহাকে আত্মহত্যা করিতে দেন নাই। কিন্তু রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষের মনে হইল, আয়েসাকে অমন করিয়া বাঁচিতে দিলে ট্রাজিডি তেমন "সাংঘাতিক" হয় না, সুতরাং তিনি আয়েসাকে হত্যা না করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন না। আলিবাবার স্ত্রী ফতিমার হৃদয় বড়ই উদার—হিংসা-দ্বেষ তাহার মনে স্থান পায় না। সে কাশিমের স্ত্রী সাকিনাকে হিংসা করা দূরে থাকুক—সাকিনা তাকে নিত্য ঠকাইতেছে তাহা বুঝিতে পারিয়াও সে নীরবে তাহার সকল অত্যাচার সহ্য করে, এমন কি, কাশিমের মৃত্যুর পর সাকিনার দুঃখে দুঃখিত হইয়া সে নিজে ঘটকালি করিয়া আপনার স্বামীর সঙ্গে তাহার বিবাহ দিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করে নাই। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ নাট্যকার ক্ষীরোদবাবুকে ধরিয়া বসিলেন,—ফতিমা ও সাকিনা এই দুই সতীনের কোন্দল দেখাইয়া একটা দৃশ্য রচনা করিতে হইবে, তাহা হইলে নাকি বেশ মজা হইবে। ক্ষীরোদ বাবু এরূপভাবে ফতিমার চরিত্র নষ্ট করিয়া 'মজা' দেখাইতে একেবারেই নারাজ হইলেন। কিন্তু অধ্যক্ষ মহাশয় নাছোড়বান্দা—তিনি নিজে সে দৃশ্য রচনা করিয়া রঙ্গমঞ্চে তাহা না দেখাইয়া ছাড়িলেন না। পরে মুদ্রিত নাটকে ক্ষীরোদবাবু সে দৃশ্যটী বাদ দেওয়াতে তাঁহাকে কত অনুযোগ সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা আর বলিব না।

এ বিষয়ে মহাকবি সেক্সপিয়ার পর্য্যন্ত অধিকারী মহাশয়ের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। অবশ্য একালের উপযোগী করিবার জন্য যে মহাকবির নাটকগুলি কাটিয়া ছাটিয়া লওয়া দরকার তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু—এরূপ পরিবর্ত্তনের একটা সীমা আছে—সে সীমা ছাড়াইয়া গেলে বাস্তবিকই তাঁহাকে হত্যা করা হয়। গ্যারিক হ্যামলেট নাটকখানির কিরূপ পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিলেন তাহার একটা উদাহরণ এখানে দি,—পাঠকেরা ভাল মন্দ বিচার করিবেন। নাটকখানিতে হস্তক্ষেপ করিবার পুর্ব্বে গ্যারিক ষ্টিভেন্স (Stevence), হোড্‌লী (Hoodley) প্রভৃতি তাঁহার দু-একজন রসজ্ঞ পণ্ডিত বন্ধুর সহিত পরামর্শ করেন। তখন হোড্‌লী ঠাট্টা করিয়া বলেন, "নাটকের শেষ-অংশে 'কবরখননকারী' (The Gravediggers) নামে একটা হাস্যরসাত্মক দৃশ্য জুড়িয়া দিলে বেশ হয়।" যাহা হউক অবশেষে গ্যারিক যেমন ভাবে নাটকখানির "সংশোধন" করিলেন তাহা তাঁহার বন্ধুদের কল্পনা ছাড়াইয়া গেল। তিনি সমগ্র পঞ্চম অঙ্ক (মায় কবরখননকারীদের দৃশ্য) "রাবিশ" (এ কথাটী তাঁরই কথা) বলিয়া বাদ দিলেন এবং রাজাকে দিয়া একটা প্রকাণ্ড যুদ্ধ করাইয়া নাটকখানি শেষ করিলেন। কিন্তু বিখ্যাত ফরাসী উপন্যাস লেখক ও নাট্যকার আলকজাণ্ডার ডুমা (Alexander Duma) গ্যারিককেও হারাইয়াছিলেন। তিনি সম্পূর্ণ নূতন ভাবে নাটকের পরিসমাপ্তি করিয়াছিলেন। শেষ দৃশ্যে হ্যামলেটের পিতার প্রেতাত্মা পুনরায় আবির্ভূত হইলেন। লায়ার্টেস্ দয়া

ভিক্ষা করিলেন। প্রেতাত্মা বলিলেন, ভগবানের নিকট তাহার বিচার হইবে, যেখানে সে দয়া পাইতেও পারে। অতএব "প্রার্থনা কর এবং মর." লায়াটেস্ মরিলেন। তারপর রাণী হাঁকিলেন "দয়া, দয়া!" প্রেতাত্মা বলিলেন, "হতভাগিনী! তোমার ভালবাসাই তোমাকে এই পাপ করাইয়াছে। যারা ভালবাসে ভগবান তাহাদিগকে ভালবাসেন। তোমার অশ্রুজলে তোমার সকল কলঙ্ক ধুইয়া গিয়াছে। যাও, মৃত্যুর পর ভগবান তোমায় ক্ষমা করিবেন। এ আশা তুমি করিতে পার। এখানে তুমি হীন স্ত্রীলোক হইলেও উপরে তুমি রাণীর মর্য্যাদা পাইবে।" রাণী মরিলেন। তারপর রাজার পালা—তিনিও দয়া ভিক্ষা করিতে ত্রুটি করিলেন না। প্রেতাত্মা তাঁহাকে ভগবানের কাছে না পাঠাইয়া শয়তানের হাতে সমর্পণ করিলেন—বলিলেন, "যা, বিশ্বাসঘাতক, যা—তোর কোন আশা নাই।" রাজা মরিলেন। এই সব ব্যাপার দেখিয়া হ্যামলেটের প্রাণ বড়ই কাতর হইল—বলিলেন, "আমিই শুধু রইনু বাকী! আমি চারজন লোকের মৃত্যুর কারণ হইলাম—ইহা মনে করিয়া আমি বড় কষ্ট অনুভব করিতেছি। জানিনা আমার অদৃষ্টে কি আছে? আমারও যা হোক একটা কিছু ব্যবস্থা করুন।" প্রেতাত্মা গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন, "তোমাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে।" যেমন এই কথা বলা অমনি যবনিকা পড়িল। সুতরাং হ্যামলেট বাঁচিয়াই রহিলেন।

পাঠকেরা শুনিয় বিস্মিত হইবেন যে, ডুমা সেক্সপিয়ারের এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন করিয়া সমালোচকদের নিকট উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। সুবিখ্যাত ফরাসী কবি, লেখক ও সমালোচক থিওফিল গোতিয়ে (Theophile Gautier) পর্য্যন্ত এই পরিবর্ত্তিত দৃশ্যটী দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "দৃশ্যটী অতি চমৎকার হইয়াছে। ডুমা এই পরিবর্ত্তন করিয়া রসজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। নাটকীয় ক্রিয়া আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে এবং শাস্তির বিধানে একেবারে 'sublime' হইয়াছে। যাহা হউক সমালোচক মহাশয় সেক্সপিয়ারের প্রতি কৃপা করিয়া শেষে বলিয়াছেন, "সেক্সপিয়ার দৃশ্যটা যে ভাবে লিখিয়াছেন তাহাও মোটের উপর বেশ হইয়াছে—বোধ হয় তাহা ডুমার পরিবর্ত্তিত দৃশ্যের অপেক্ষা চমৎকার বা ন্যায়সঙ্গত নয়।"

নাটক ব্যাখ্যায় অভিনেতার স্বাধীনতা

নাট্যকার নাটক লেখেন, অভিনেতা অভিনয়ের দ্বারা তাহার ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যা করা সম্বন্ধে অভিনেতারা চিরদিন সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করিয়া আসিতেছেন। অভিনেতারা সকলেই আপন আপন বুদ্ধি অনুসারে নাটক ও চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করিয়া তাহা দর্শকগণের সম্মুখে ধরেন, ফলে একই চরিত্র বিভিন্নভাবে অভিনীত হইতে দেখা যায়। বড় বড় চরিত্র গুলিতে এই বিভিন্নতা খুব স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, কারণ সে চরিত্রগুলি প্রায়ই নামজাদা অভিনেতারা অভিনয় করিয়া থাকেন এবং প্রত্যেক বড় অভিনেতারই চেষ্টা হয়—"একটা নতুন কিছু করো।" পূর্ব্বগামী অভিনেতাদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ গ্রহণ করিলে পাছে কেহ তাঁহাদিগকে গতানুগতিক বা অনুকরণকারী আখ্যা দেয় এই আশঙ্কাতেই তাঁহারা এইরূপ করিয়া থাকেন। এমন কি, দেখা যায় একই অভিনেতা বিভিন্ন সময়ে একই চরিত্রের বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। এইরূপে হ্যামলেট, ওথেলো, ম্যাকবেথ, সাইলক প্রভৃতি চরিত্রের কত রকম চিত্রই যে দর্শকেরা দেখিয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। ফলতঃ এখন যদি স্বয়ং সেক্সপিয়ার নামিয়া আসিয়া তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে অভিনীত হইতে দেখেন তাহা হইলে তিনি সেগুলিকে চিনিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। বস্তুতঃ বড় অভিনেতারা অনেক গ্রন্থকারের কল্পনা অপেক্ষা নিজ কল্পনাকেই উচ্চ স্থান দান করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না, বরং improvement on the author" করিয়াছেন বলিয়া বেশ একটু গর্ব্বও অনুভব করেন। তাঁহাদের এ তৃপ্তিলাভ বা এ চিরন্তন অধিকারের বিরুদ্ধে আমি কোন কথা বলতে চাহি না এবং সময়ে সময়ে যে তাঁহারা গ্রন্থকার-সৃষ্ট চরিত্রের বাস্তবিক উন্নতিসাধন করেন এ কথাও আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু সকল দিক বুঝিয়া নাটকোক্ত সমস্ত চরিত্র ও ঘটনা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিয়া তবে এ কাজে অগ্রসর হওয়া উচিত। নাট্যকার যদি বাঁচিয়া থাকেন এবং তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যদি সুবিধা হয় তবে তঁাহারও মতামত জানা উচিত। কারণ ভাল নাট্যকার সকল চরিত্র ও ঘটনার মধ্যে সামঞ্জস্য রাখিয়া তাঁহার নাটক লেখেন। মাঝখান থেকে একটা চরিত্রের বা ঘটনার কোন পরিবর্ত্তন করিলে হয়ত এই সামঞ্জস্য বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইতে পারে। অবশ্য ভাল অভিনেতারা একথা জানেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নিজের ভূমিকা দর্শকের হৃদয়গ্রাহী করিবার প্রত্যাশায় অনেক অভিনেতা এ বিষয়ে সাবধান হইতে ভুলিয়া যান। এই কারণেই 'আলিবাবা'র অভিনয়ে নাট্যকারের বিশেষ আপত্তি সত্ত্বেও মূর্খ কাঠুরিয়ার সন্তান ঘোর কবিত্বপূর্ণ বড় বড় বক্তৃতার সাহায্যে প্রেম সম্ভাষণ করে এবং সেটা যে কতটা বিসদৃশ হয় তাহা সে অনুভব করে না। বরং একশ্রেণীর দর্শকগণের নিকট হাততালি পাইয়া তাহার বক্তৃতার মাত্রা আরও বাড়িয়া যায়। চরিত্রের কথা দূরে থাকুক নাটকে ব্যবহৃত কথাগুলির ব্যাখ্যা করা সম্বন্ধেও অনেক সময় অভিনেতারা পূর্ণ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া থাকেন—গ্রন্থকার কি অর্থে কোন্ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করার যে কোন প্রয়োজন আছে তাহা তাঁহারা মনে করেন না। এ বিষয়ে একটা চরম দৃষ্টান্ত আছে। Drury Lane থিয়েটারে সুবিখ্যাত নাট্যকার রেনল্ডস্ (Reynolds) এর "The Will" নামক কমেডিটীর যখন রিহার্সাল হইতেছিল, তখন নায়িকার ভূমিকায় "School's up" বাক্যটীর কি অর্থ, তাহা লইয়া তর্ক ওঠে। মিসেস জর্ডান, কিং, পামার প্রভৃতি সেই রঙ্গালয়ের সমস্ত বড় বড় অভিনেতা সে তর্কে যোগদান করেন। একদল বলেন, বাক্যটাকে গম্ভীর অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে, আর একদল বলেন, না, এটা শ্লেষাত্মক। এই বাদানুবাদ বেশ গরম ভাবে বহুক্ষণ ধরিয়া চলিয়াছিল, অথচ নাট্যকার স্বয়ং সেই স্থানেই উপস্থিত ছিলেন। কোন তর্করত অভিনেতার মনে হয় নাই যে তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, এ বিষয়ে তাহার মতামত গ্রহণ করাটা তাঁহারা অভিনেতৃ-গৌরবের পক্ষে হানিকর বলি। বিবেচনা করিয়াছিলেন।

অন্তিম শয্যায় গ্যারিক

গ্যারিকের মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে তাঁহার মস্তিষ্কের কিঞ্চিৎ বিকার ঘটে। সে সময় তিনি লোক ভাল করিয়া চিনিতে পারিতেছিলেন না। তিনি দেখিলেন তাঁহার ঘর অনেকগুলি অপরিচিত মূর্ত্তিতে পূর্ণ রহিয়াছে। তিনি সেই অর্দ্ধ-জাগ্রত অবস্থায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওরা কে?"

যিনি তাঁর সেবা করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, "ওঁরা ডাক্তার—আপনাকে দেখিতে আসিয়াছেন।" বস্তুতঃ সে সময় লণ্ডনের যত বড় ডাক্তার তাঁর শয্যা-পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তারদের উপস্থিতির কথা শুনিয়া মুমূর্ষু গ্যারিক মাথা তুলিয়া জড়িত স্বরে বলিলেন,—

Another and another still succeeds,
And the last fool is welcome as the former.

একটার পর আর একটা—আসে পর পর,
সকল গাধাই পায় কিন্তু তুল্য সমাদর।

সাহসী নাট্যকার

বিখ্যাত নাট্যকার কনগ্রীভের (Congreve) এর "The way of the World" (সংসারের রীতি) নামক কমেডি কিরূপ চমৎকার তাহা অনেকেই জানেন। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়, এই নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীতে সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ দর্শকগণের অবজ্ঞাসূচক 'হিস্' 'হিস্' ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। নাটকের এই দুরবস্থা দেখিলে সকল নাট্যকারেরই হৃদয় দমিয়া যায়, কিন্তু কনগ্রীভ সে ধাতুর লোক ছিলেন না। অভিনয়ান্তে তিনি স্বচ্ছন্দ-মনে ক্রুদ্ধ দর্শকগণের সম্মুখীন হইলেন এবং স্থিরভাবে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়গণ কি নাটকখানিকে জাহান্নমে পাঠাইবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন?" দর্শকগণ চীৎকার করিয়া বলিল, "হাঁ, হাঁ, স'রে পড়।" কনগ্রীভ উত্তর করিলেন, "বেশ, তবে শুনুন, যখন মহাশয়েরা সকলেই মরে জাহান্নমে যাবেন, তখনও আমার এই নাটক বেঁচে থাকবে।" এই বলিয়া নাট্যকার গম্ভীরভাবে ধীরপদবিক্ষেপে সেথান হইতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল।

সমজদার শ্রোতা

একদিন গ্যারিক লিয়রের ভূমিকা অভিনয় করিতেছেন। তখনকার প্রথামত দুইজন সৈন্য রঙ্গালয়ের দুইধারে দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু উন্মত্ত লিয়রের ভাবোচ্ছ্বাস দেখিয়া তাহাদের মধ্যে একজন এরূপ অভিভূত হইয়া পড়িল যে সে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। সেইখানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। তাঁহার অভিনয়ের এরূপ মর্ম্মস্পর্শী ফল দেখিয়া গ্যারিক অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন। অভিনয়ান্তে সজ্জাগৃহে আসিয়া তিনি তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাহার গুণগ্রাহিতার পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে একটা গিনি দিলেন। কিন্তু পুরস্কার লাভের এমন একটা সরল পন্থা দেখিয়া অন্য সৈন্যটির মনে স্বভাবতঃ লোভের উদ্রেক হইল। সহচরের সৌভাগ্য লাভের প্রত্যাশায় পররাত্রে গ্যারিকের অভিনয়কালে সেও পড়িয়া গেল। অবশ্য মূর্চ্ছার ভাণ করিয়া। কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্যক্রমে ফল হইল বিপরীত, কারণ সে রাত্রে যে গ্যারিক একটি হাস্যরসাত্মক ভূমিকার অভিনয় করিতেছিলেন, বেচারা তাহা বুঝিতে পারে নাই। সে পরে কিরূপ পুরস্কৃত হইয়াছিল তাহা পাঠকেরা সহজেই অনুমান করিয়া লইতে পারেন।

দর্শক-দর্পণ

(শ্রীনরেন্দ্র দেব)

—:০:—

একবার একটি থিয়েটারে একখানি পৌরাণিক নাটকের অভিনয়ে রঙ্গমঞ্চের উপর জীবন্ত ময়ূর, পায়রা, হরিণ প্রভৃতি ছেড়েছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে একটি মাটির হাঁসও দিয়েছে দেখে একজন দর্শক আর একজনকে জিজ্ঞাসা করলে 'হ্যাঁ দাদা, এমন Penny wise pound foolish হ'ল কেন এরা?—একটা জ্যান্ত হাঁস দিতে পারলে না—কতই বা খরচ বেশী পড়তো?" অপর দর্শক তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে "দূর মূর্খ, ঐ মাটির হাঁসটার চেয়ে একটা জ্যান্ত হাঁস ঢের সস্তা! ওরা মনে করলে কি দিতে পারতো না? খুব পারতো। কিন্তু থিয়েটারওয়ালারা সব পরমহংস দেবের শিষ্য কিনা, তাই জ্যান্ত হাঁস দেয়নি! বুঝলি!"

০

কি একখানা নাটকের অভিনয় হচ্ছিল মনে নেই, শুধু এইটুকু মনে আছে যে তাতে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ ছিল। একটি দৃশ্যে আছে মুসলমান সেনা-পতি শহরবাসীদের ডেকে হিন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাবার জন্য উত্তেজিত করছেন। সেনাপতির ভূমিকায় যিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন তিনি একজন ভাল অভিনেতা।

এই দৃশ্যে তিনি খুব স্বাভাবিক অভিনয় করছিলেন। তিনি যখন বলছিলেন— "এসো ছুটে এসো, কে আছ' প্রকৃত মুসলমান? ইসলাম ধর্ম্মের জন্য কে আজ প্রাণ দিতে চাও?" হঠাৎ দর্শকদের মধ্যে একজন লাফিয়ে উঠে উত্তেজিতভাবে বললে "আমি যাবো!" অন্যান্য দর্শকেরা সবিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে দেখলে, ভদ্রলোকটি প্রকৃত মুসলমানই বটে!

*

একজন প্রসিদ্ধ অভিনেতার সম্বন্ধে একজন দর্শক আর একজন দর্শককে জিজ্ঞাসা করছিলেন "আচ্ছা, উনি এত ভাল অভিনয় করেন কিন্তু কখন রাজা সাজেন না কেন?" দ্বিতীয় দর্শক উত্তর দিলেন 'তা জানিস নি বুঝি? ওঁর কুষ্টিতে লেখা আছে যে উনি রাজা হবেন, তাই পাছে সেটা খণ্ডে যায় ব'লে তিনি কিছুতেই ঐ একরাত্রির জন্যে থিয়েটারের রাজা সাজেন না।"

কোনও একটি থিয়েটারে একজন দর্শক রসিকতা করে একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন,—"আচ্ছা মশাই, এই থিয়েটারের নাম যে এঁরা 'তারা থিয়েটার' রেখেছেন, কিন্তু 'তারা' তো কই একটিও চ'খে পড়ছে না?" দ্বিতীয় দর্শক উত্তর দিলে "সেটা আপনি দিনের বেলা এলে দেখতে পাবেন!"

*

অভিনয় শেষ হব র পর দর্শকেরা বাড়ী ফিরতে ফিরতে বলাবলি করছে— "না, আজকের টিকিটের দামটা ডাহা লোকসান হ'লো! অমুক নামবে না জানলে কোন্—লা—আসতো?"

"যা বলেছিস্! একেবারে পাঁচ পাঁচটা টাকা জলে গেল!"

আর একজন বললে "আমি কিন্তু বড্ড বেঁচে গেছি!

"কিরকম?"

"আমার মোটে পাঁচপয়সা লোক্সান হ'য়েছে!"

*

নাটকের প্রথম অঙ্কে যবনিকা পড়বার পরই একজন দর্শক তার পাশের দর্শককে ডেকে বললে—"কেমন দেখলেন? ভারি চমৎকার না? আমি জোর ক'রে বলতে পারি এ নাটক আপনার ভাল লাগবেই!"

পাশের দর্শকটি গম্ভীর ভাবে বললে, "কিন্তু আমার তো নাট্যকারের সঙ্গে আলাপ নেই! টিকিট কিনে এসেছি যে!"

জীবানন্দের আত্মকথা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(রঞ্জনাথ)

অলকাকে আমার বড় প্রয়োজন। তাকে ছুটো দিন থাকতে বললাম—একটা দিন—একটা দিনও সে থাকতে চাইলে না। অলকা আভাস দিচ্ছিল 'পাইক পিয়াদাদের গায়েও জোর আছে এবং সেও নালিস করবে না।' কিন্তু যে নিজে ধরা দিলে না, জোর করে ধরে রেখে তার বোঝা বয়ে বেড়াবার জোর আমার ছিল না।' তবে ছুটো দিন থাকলে কোন ক্ষতি হ'তো না। অলকা, তুমি যা ভাবছ তা নয়। আমার কাছে থাকলে তোমার ক্ষতির কোন আশঙ্কাই নাই। তুমি কেন,—যে কোন নারীরই আমার কাছে আর আশঙ্কা আছে ব'লে আমার মনে হয় না। হয়ত অলকা আমার ভয় করেনা, ভয় করে নিজেকেই। 'পাছে কলহ বিবাদের মধ্য দিয়েও আমার সঙ্গে মাখামাখি হ'য়ে যায়, এই তার সব চেয়ে বড় দুশ্চিন্তা। যদি তাই হয় তবে আমারই উপর তোমার রক্ষার ভার দাও। আমি তোমাকে রক্ষা ক'রবো। আমার এইটুকু শক্তি আছে যাতে আজ আমার সকলের চেয়ে বড় দুঃখ—সবার চাইতে বড় Tragedy—যাতে আমার সহজ অধিকার ছিল, তাই আজ এত দুর্ল্লভ হয়ে উঠেছে এবং তাই আজ আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন।

আমার মনের যে গতি বিশ্বমৈত্রীর দিকে গেল তা ছিল impersonal ও unemotional অতএব সহজ। যে গতিটা প্রেমাস্পদের দিকে গেল তা ছিল personal ও emotional অতএব জটিল। এই emotion ও personality অতিক্রম করলাম মৃত্যুর ভিতর দিয়া। *

ষোড়শী যাওয়ার সময় কেবলি বল্‌ছিল 'দয়া করে একটু সাবধানে থাকবেন।' সাগর সর্দ্দার হয়ত আমায় খুন করবে? জীবানন্দকে তারা খুন করবে? কাকে খুন করবে? যে জীবানন্দকে তারা খুন করতে চায় তাকে ত বিদায় করে দিয়েছি। এখন যে জীবানন্দ আছে তাকে খুন করলে লোকসান তাদেরই বেশী। সমাজ তাদের বাধা দেবে, সবাই বাধা দেবে, এমন কি সাগর সর্দ্দার নিজেও এ অত্যাচার সহ্য করবে না। অতএব সাবধান হবার দিন আমি অতিক্রম করেছি।

আমি যে পারিপার্শ্বিকের বেষ্টন অতিক্রম করে উঠেছি এ কথা আমি জানতাম।

কে তুমি? নির্ম্মল সাহেব। বর্ত্তমানের প্রতীক—বিলাত-ফেরত ব্যারিষ্টার। যাই হও না কেন, তুমি কতটুকু—আমাকে ধাক্কা দিতে এসো না। আমার সংঘাত সহ্য করবার শক্তি তোমার নাই। তুমি আমায় ভয় দেখাতে এসেছো। 'এমন ত হতে পারে, আমার কবুল জবাবে আমিই শুধু শাস্তি পাব, কিন্তু আর সকলে বেঁচে যাবে।' আমার কৃতকর্ম্মের ফল আমি একা ভোগ করলেই যথেষ্ট। আর সবাই যদি বেঁচে যায় ভালই ত। কারোও প্রতি আমার আক্রোশ নেই। নির্ম্মল সাহেব, নিজের আয়নায় বিশ্ব দেখো না, আমায় বুঝতে পারবে না।

* Even the meanest of creatures has got two soul sides,
One to face the world with.
And the other to show to the woman, whom he loves.
Robert Browning.

শিরোমনি, তুমি? সনাতন ব্রাহ্মণত্বের প্রতিভূ। ধর্ম্মের প্রাণ তুমি হারিয়েছ আছে কেবলমাত্র প্রথানির্ব্বিষ খোলস। এই প্রথার প্রাকারে তুমি আবদ্ধ। এই প্রথার পূজায়ও তোমার নিষ্ঠা নাই। আমার সঙ্গে তোমার তুলনা? তুমি কর জড়ের কপট পূজা, আমি করি চৈতন্যের সত্য উপাসনা। তোমার মদের গন্ধ, মদ্যপের ভয়, নামাবলী, ফোঁটা টিকি এ সবইত ভণ্ডামি—তোমার ভিতরে স্বার্থ ছাড়া কিছুই নাই। আমার পাশে দাঁড়াবে কি ক'রে?

জনার্দ্দন রায়, তুমি বৈষয়িকের প্রতীক। তোমার ভাবনায় ও আমার ভাবনায় আকাশ পাতাল তফাৎ। তুমি আমায় ভয় দেখাচ্ছ? জেল খাটতে হবে? এবং তোমরা একা নও আমিও বাদ যাব না? তাই বা কি করা যাবে? 'সখ করে যখন গাছ পোঁতা গেছে ফল তার খেতে হবে বৈ কি।'

আমার পারিপার্শ্বিকের যতগুলি typaman আছে সবাইত আমার কাছে হীনপ্রভ। কিন্তু ষোড়শী? ষোড়শীর কাছে আমার শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান এত ম্লান কেন?

ষোড়শীর স্পর্শে প্রথম পুষ্পশরের স্পর্শ পেয়েছি, নিজেকে কিছুতেই ষোড়শীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পাচ্ছি না। আমাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্যত ষোড়শীকে দোষ দিতে পারিনে, ষোড়শীকে বঞ্চিত করেছিলাম বলেইত আজ তার প্রতিঘাত ভোগ কচ্ছি। এখানে আমাকে নত হতে হবে বৈ কি? তারপর ষোড়শীকে নিয়ে যে লজ্জাকর ঘটনার অবতারণাটা করলাম সেইটে কিছুতেই অতিক্রম করতে পারিনে, কেবলি আঘাত দেয়। এই সব নানা কারণে আমার শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান ষোড়শীর কাছে প্রতিহত হয়েছে।

ষোড়শী, তুমি আমার গুরু? হয়ত হবে। তোমার স্পর্শেইত আমি নিজেকে চিনেছি। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আজ তুমি আমার নাগাল পাচ্ছ কি? তুমি সন্ন্যাসিনী নও বলে তোমার যাত্রার গতি আমার মত দ্রুত নয়, তাই একটু পেছিয়ে পড়লে। হাঁ, তুমি সংসার নিয়েই ছিলে। তোমার ভূমিজ প্রজা, তোমার লাঠিয়ালের দল, তোমার সাগর সর্দ্দার, তোমার দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন, জমিজমা, সম্পত্তি, অতিথি অভ্যাগত এ সবইত সংসার! আমি যদি জমিদার তুমিও একটা 'জমিদারনী।' কিন্তু দেখেছ কি ষোড়শী, আমি যখন বখাটে ছোকরা তখনও ছিলাম আমি সর্ব্ববিষয়ে অনাসক্ত। তোমার সংঘাতে আমার মনের গতি ফিরেছে, অন্যপথে চলেছি, কিন্তু আমার অনাশক্তিটুকু তুমি দাও নি, ঐ সম্বলটুকু আমি নিজে গাঁটে বেঁধে এনেছিলাম। অনাশক্তিটা যে সহজাত সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র করো না।

আমার হৃদয় যতই দৃঢ় হোক না কেন আমার বাইরের আবরণটা কোমল, কাহাকেও আঘাত করে না। এই কোমলতার খানিক সহজাত, খানিক ষোড়শীর স্পর্শে হচ্ছে।

আজ আমার বিদায়ের দিন, তুমি এসেছো। এসো। আমি স্ত্রী চাই, সন্তান চাই, বাড়ী ঘর সংসার চাই তাই তুমি এসেছো। ভুল, ষোড়শী ভুল। তুমি সেদিন আমায় যতটুকু রেখে গিয়েছিলে এখন আর আমি ততটুকু নই, তুমিও সেদিন আমাকে যেখানে রেখে গিয়েছিলে আমি আর এখন সেখানে নেই। আমি এখন অনেক বড় হ'য়েছি, অনেক দূর এগিয়ে এসেছি। হ্যাঁ কোন দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে একবার চেয়েছিলাম বটে ঘর, সংসার, স্ত্রী, ছেলেপুলে। আজ ত সে মোহ আমার কেটেছে, আজ আমার সংসার কত বড়, ঘর-বাড়ী, ছেলেপুলে আজ যে আমার অসংখ্য। আজ যে মন্ত্রের সাধনা কচ্ছি—সেই 'বিশ্বমৈত্রী' মহামন্ত্র যে তোমারই দেওয়া। তবে তুমি? এইত যাবার আগে তোমায় পেয়েছি। এর বেশী চাইনে। 'এর অধিক পাওয়া, সংসারের নিত্য কাজে হয়ত বা কখনও ক্ষুণ্ণ কখনও ম্লান হোতো, কিন্তু সে ভয় আজ রইল না। এই ভাল।' তোমার কাজের মধ্যে তোমায় পেতে সুরু করেছিলাম আজ তোমায় পেলাম সশরীরে বুকের মাঝখানে।

ষোড়শী, আর দুটো দিন যদি বেঁচে থাকতাম, (নাট্যকার যদি আমাকে আর দুটো দৃশ্য বাঁচিয়ে রাখতেন) তবে হয়ত আরোও অনেক এগিয়ে যেতাম, হয়ত তখন তুমিও আর আমার নাগাল পেতে না। কেন না, তখন তোমার মধ্যে আমার গতির অবদান খুঁজে পেতাম না, সুতরাং গতিমুখে তুমি থাকলেও, আপত্তি নেই না থাকলেও আপত্তি নেই।

ক্ষীরোদপ্রসাদ

(শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত)

আকাশে চাঁদ হাসিতেছিল, ভরা ভাদ্রের জাহ্নবী কূলে কূলে পূর্ণ হইয়া কল্ কল্ ধ্বনি তুলিয়াছিল, চন্দ্রকরে প্রতিবিম্বিত হইয়া জাহ্নবী-সলিলে কত ঝিকি-মিকি খেলা করিতেছিল। প্রকৃতির এই মাধুরীভরা রজনীতে আমি আর কবি—দুই জন মাত্র আরোহী, দু'জনেই পারে যাইতেছি। হঠাৎ কবি গান ধরিলেন,—

"চন্দ্র-কিরণ মাথে
রবি ভ্রমে ভাই ভুলনা ভুলনা
নিশীথে চ'লনা বিপথে।"

কবির গান কোন দিন শুনি নাই, গায়ক বলিয়া বন্ধু বা পরিচিত মহলে কবি কখন কোন দিন যে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, তাহাও জানিতাম না। সৌন্দর্য্যের সাধক, সৌন্দর্য্যের হাটের মাঝখানে পড়িয়া এমনিভাবে আপনাকে সৌন্দর্য্যসায়রে ডুবাইয়া দিলেন যে, তাহারই সুর কণ্ঠে আবির্ভূত হইয়া সঙ্গীতের সৃষ্টি করিল।

গাহিতে ছিলেন ধীরে ধীরে, ক্রমে সুর উচ্চ হইতে উচ্চে উঠিল, কবির কণ্ঠ গঙ্গাবক্ষে এক নূতন অমরাপুরীর নব ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিল, মুগ্ধ হইয়া গেলাম, সঙ্গে সঙ্গে বিস্মিতও হইলাম। চোখের সামনে ভক্ত কবি দেবেন্দ্রনাথের একটি কবিতার দুইটি পংক্তি ভাসিয়া উঠিল,—

"প্রকৃতির সাথে হয়, কবি-চিত্ত বিনিময়,
সংসার বোঝেনা সেই জীবন্ত স্বপন।"

আমার চিন্তারাশিকে দূরে সরাইয়া দিয়া কবির কম কণ্ঠ আবার সুর ধরিল,—

ঐ যে দেখিছ মৃদু শশাঙ্ক
ঐ যে দেখিছ তারা,
ওরাই তোমারে, ফেলিয়া আঁধারে
করিবে হে দিশেহারা।
কোন্ পথে যাবে কেহ না বলিবে
কেহ না লইবে সাথে।
যা ছিল তোমার যা আছে তোমার
তাই লয়ে সুখী হও হে,
থাকিতে চরণ করিতে ভ্রমণ
কেন পরে ভর দাও হে,
রবি ত জাগিবে যেমন জাগে হে
প্রতি অরুণিম প্রাতে,
দিবসের চলা দিবসে সার হে
কি হেতু চলিছ রাতে।"

গান থামিয়া গেল, কিন্তু গানের——

"থাকিতে চরণ করিতে ভ্রমণ
কেন পরে ভর দাও হে,"

এই দুটি কলি কত কথার ইঙ্গিত করিতেছিল। আত্ম-বিস্মৃত, মোহমুগ্ধ বাঙ্গালীকে যেন বলিয়া দিতেছিল, নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াও। যেন স্মরণ করাইয়া দিতেছিল—আর্য্য সভ্যতার সেই মূলমন্ত্র, যে মন্ত্রে একদিন সারা আর্য্যভূমি দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ধন্য ও বরেণ্য হইয়াছিল——

সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বাত্ম বশং সুখম্।

পুণ্যাগ্নিসেবিত এই পবিত্র ভূমির সন্তান, তোমরা তোমাদের 'দিবসের চলা' দিবসেই শেষ কর, রজনীর আশ্রয়ে তোমাদের পথচলা যেন সুরু না হয়, তোমরা দিশেহারা হইবে, তোমরা গমনের লক্ষ্য হারাইবে, তোমাদের কার্য্যের সঙ্কল্প হারাইবে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের হৃদয়ের আবেগ ও কর্ম্মের উৎসাহ, তাহাও বিলুপ্ত হইবে। ভক্তিমুগ্ধ-হৃদয়ে অবনত-মস্তকে কবির পদধূলি গ্রহণ করিলাম, নৌকাও আসিয়া 'নৈহাটির ঘাটে' লাগিল।

দেশাত্মবোধের উত্তর সাধক, কবি ক্ষীরোদপ্রসাদ ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণের চরণে লীন হইয়াছেন। তাঁহার স্মৃতি পূজার জন্য আমরা আজ এখানে সমবেত। অর্দ্ধেন্দু-নাট্য-পাঠাগারকে তিনি বড় ভাল বাসিতেন। কেন না, নটকুলশেখর অর্দ্ধেন্দুর সহিত তাঁহার একটু বিশেষ সম্পর্ক ছিল। অর্দ্ধেন্দুশেখরের চেষ্টা, উৎসাহ ও শিক্ষায় তাঁহার প্রথম নাটক "ফুলশয্যা" মরকত-রঙ্গমঞ্চে (এমারেল্ড থিয়েটারে) অভিনীত হয়। সে বহুদিনের কথা। যেদিন নাট্য-পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা উৎসব সম্পন্ন হয় সেদিন তিনি বিদেশে। স্বর্গীয় নটকুলশেখরের স্মৃতির উদ্দেশে একটি প্রাণস্পর্শী সঙ্গীত রচনা করিয়া, সেই সঙ্গে তিনি লিখিয়া পাঠান—"আমার নাট্যকার-জীবনের জন্য আমি অর্দ্ধেন্দুবাবুর কাছে ঋণী।" আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, অর্দ্ধেন্দুশেখরের আশীর্ব্বাদে আমরা আর একজন নাট্যকার ও নটশিরোমণিকে নাট্য-সাহিত্য ও রঙ্গালয়ের আসরে পাইয়াছি। নটরাজ অমৃতলালের নাট্যাভিনয়েরও হাতেখড়ি হয় এই অর্দ্ধেন্দুশেখরের কাছে।

তাঁহার অভাবে বঙ্গীয় রঙ্গালয়সমূহের, বাঙ্গলা নাট্য সাহিত্যের ও সাহিত্যামোদীর যে ক্ষতি হইল, তাহা কোন দিন পূরণ হইবে না, তাহা জানি; কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তাঁহার ন্যায় সরল ও হিতৈষী বন্ধুকে—সোদরোপম ভক্তিভাজন সুহৃদকে হারাইয়া প্রাণে যে কত ব্যথা পাইয়াছি, কোন পরমাত্মীয়ের বিরহও সে ব্যথা দিতে পারে নাই।

ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রতিভাশালী নাট্যকার ছিলেন,—গীতিনাট্য, প্রহসন, নাটক—কি পৌরাণিক, কি ঐতিহাসিক, কি কল্পনামূলক সমস্ত রচনাতেই তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। নাটকীয় সৌন্দয্য সৃষ্টি ও চরিত্র সৃষ্টিতেও তিনি অসামান্য দক্ষতা দেখাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার রচনায় সব চেয়ে একটা জিনিষের বেশী প্রভাব দেখিতে পাই, সেটা কবিত্ব। তাঁহার রচনা পাঠ করিলে মনে একটা প্রশ্ন সাধারণতঃ জাগিয়া উঠে তিনি বড় কবি না বড় নাট্যকার? বঙ্কিমচন্দ্রের একটা কথা স্মৃতিপটে জাগিয়া উঠিতেছে,—কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তার চেয়ে বেশী লাভ কবিকে বুঝিতে পারিলে। যে উৎস হইতে এই কবিত্বের ধারা উত্থিত হইয়াছে, সেই উৎসের সন্ধান লওয়া প্রয়োজন। ব্যক্তিগত জীবনে ক্ষীরোদপ্রসাদ একেবারে খাঁটি কবি ছিলেন। সরল, অকপট হৃদয়, তার ভিতরে কোন মারপ্যাচ নাই, দুদণ্ড আলাপ করিলেই তিনি হৃদয়ের দুয়ার একেবারেই খুলিয়া দিতেন। এই কুটিলতা ও ছলচাতুরীভরা সংসারে তিনি ছিলেন, একেবারে সেকেলে একজন নিরীহ সাদাসিদে মানুষ। মনটি ছিল তাঁর বালকের ন্যায় নমনীয়, কমনীয়। সামান্যকে উপেক্ষা করিতে কোন দিন তাঁহাকে দেখি নাই, আবার অসামান্যের প্রভাবেও তাঁহার জীবনে কখনও বিচলিত ভাব লক্ষ্য করি নাই। ক্রমশঃ

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১১নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়—১১ নং কলেজ স্কোয়ার,

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৪র্থ বর্ষ
১৩শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

২রা অগ্রহায়ণ
১৩৩৪



নটরাজ অভিনয়—সঙ্গীত বিদ্যালয়ের ছাত্রী ও উৎসাহদাতৃ মহিলাগণ

নাট্য-জগৎ

—:*:—

আবার পুরাতনকে ফিরে চাইছে, জার্ম্মানীর নাট্য-সাহিত্য! ভাব-প্রধান নাটকের বদলে ঘটনা-প্রধান নাটকই সেখানে এখন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

*

ইবসেন, মেটারলিঙ্ক ও আন্দ্রীভ প্রমুখ নাট্যকারগণ যে-সকল নাটক রচনা করেছেন, তার অধিকাংশের মধ্যেই ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতকে একেবারে তুচ্ছ করা হয়েছে। মনের সূক্ষ্ম ভাবের ঘাত-প্রতিঘাত নিয়েই তাদের কারবার।

*

আন্দ্রীভ মতপ্রকাশ ক'রে গেছেন, "বর্ত্তমান যুগ হচ্ছে ভাব-প্রধান যুগ! আদিম ও মধ্য যুগে মানুষের জীবন যেমন ঘটনায় বিচিত্র হয়ে ওঠবার সুযোগ ছিল, এখন আর তা নেই। অতএব মানসিক ভাবের ধারার ভিতর দিয়েই এখন নাটকীয় ক্রিয়াকে ফুটিয়ে তোলা উচিত" ইত্যাদি।

*

আন্দ্রীভের মত সকলে মানুন আর নাইই মানুন, বর্ত্তমানের সাহিত্য যে ঘটনার বৈচিত্র্যকে ক্রমশই পরিহার করছে, তাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। এবং এ লক্ষণ সব-চেয়ে বেশী -মাত্রায় আত্মপ্রকাশ করেছে এখনকার নাট্য-সাহিত্যে।

*

সেক্সপিয়ার, শিলার বা হুগো এখনকার অধিকাংশ নাটকই পড়লে সকৌতুকে অট্টহাস্য ক'রে উঠতেন নিশ্চয়ই! ঘটনাহীন ভাবের খেলা তাঁরা হয়তো কল্পনাই করতে পারতেন না।

*

আর সত্য কথা বলতে কি, আমাদের তো মনে হয়, একজন হ্যামলেট, একজন ম্যাকবেথ ও একজন ওথেলোর কাছে ইবসেন বা মেটারলিঙ্কের অধিকাংশ চরিত্রই ম্লান না হয়ে পারে না। কারণ শেষোক্ত চরিত্রদের ভিতরে সার্ব্বজনীনত বড় অল্প।

*

একালের 'ড্রামা' হচ্ছে 'মাইনরিটি'র 'ড্রামা',—'মেজরিটি' তার মধ্যে রসের সন্ধান পায় না। এবং ইবসেন নিজেই ব'লে গেছেন, "আর্টের মধ্যে 'মাইনরিটি'র মতই মাননীয়।"

*

আমাদের মনে অনেকদিন থেকেই একটা প্রশ্ন জাগত যে, আর্টের এই আভিজাত্য-গর্ব্ব বেশীদিন স্থায়ী হবে কিনা? অতি-আধুনিক সাহিত্য সে প্রশ্নের উত্তর দিতে চাইছে।

*

স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি 'মাইনরিটি'র কাছ থেকে আস্কারা পেয়ে এমন সব নাটক ও উপন্যাসও সুবিখ্যাত হ'য়ে উঠেছে, জটিলতা, কৃত্রিমতা, অস্পষ্টতা, কষ্টকল্পনা ও বড় কথা বলবার অতি-ব্যগ্রতা ছাড়া যাদের আর কোন বিশেষত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না।

*

রাষ্ট্র-বিপ্লবের পরে রুসিয়া সর্ব্বপ্রথমে আর্টের আভিজাত্য-গর্ব্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রকাশ করেছে। সে কথা নিয়ে আগেই আলোচনা করেছি।

*

সংপ্রতি জার্ম্মানীর নাট্য-সাহিত্যে আর এক নূতন সুর বেজে উঠেছে। গত মহাযুদ্ধের সময় থেকেই পৃথিবীতে যে ঘটনা-বৈচিত্র্যের লীলা দেখা যাচ্ছে, জার্ম্মানীর আধুনিক নাট্যকাররা আর তাকে অস্বীকার করতে পারছেন না।

*

তাই তাঁদের নাটকে আবার ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত আত্ম-প্রকাশ করছে। ঘটনাকে আর তাঁরা তুচ্ছ করছেন না, 'মাইনরিটি'র মুখ চেয়ে। কারণ জন-সাধারণের এই জাগরণের যুগে 'মেজরিটি'কে অবহেলা ক'রে কোন সাহিত্যই আর বোধ হয় বাঁচতে পারবে না!

*

এবং ঘটনাকে অবহেলা করলেই যে কোন সাহিত্য বড় সাহিত্যে পরিণত হয়, এমন মনে করবারও কারণ দেখি না। সেক্সপিয়ার ও হুগোর নাটক চিত্তোত্তেজক ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ। কিন্তু অদ্যাবধি তাদের শ্রেষ্ঠতা নিয়ে কারুর তর্ক করবার সাহস হয় নি। অতীতও তাদের উপভোগ করেছে, বর্ত্তমানও করছে।

*

এবং ঘটনার প্রাধান্যের জন্যে তাদের মধ্যে ভাবের অভাবও হয় নি। 'মাইনরিটি' এবং 'মেজরিটি' তাদের সম্বন্ধে একমত এই তো শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষণ। কেবলমাত্র 'মাইনরিটি'র দৌলতে কেউ বড় হ'লেও হ'তে পারেন, কিন্তু অমর হ'তে পারেন কিনা, সে বিষয়ে আমাদের গভীর সন্দেহ আছে।

*

'মগের মুলুকে'র আর একখানি নূতন প্রাচীর-পত্র সকলকে জানাচ্ছে যে—'আপনারা তারিখের জন্যে অপেক্ষা করুন!' কিন্তু, কতদিন?

*

তবে 'ষ্টার' যে আসছে ৭ই অগ্রহায়ণে 'আলমগীর' খুলবেন, ইতিমধ্যেই তা বিজ্ঞাপিত হয়েছে।

*

আলমগীরের ভূমিকায় শিশিরকুমার প্রধানত তাঁর বিচিত্র কণ্ঠস্বর ও অদ্ভুত আবৃত্তি-ক্ষমতার (বর্ত্তমান বাংলা রঙ্গালয়ে যে দুটি বিষয়ের জন্যে তিনি অদ্বিতীয়) উপরেই নির্ভর করেন। কণ্ঠস্বরের অভাবনীয় পরিবর্ত্তনের দ্বারা তিনি যে আশ্চর্য্য ভাবপ্রকাশ করেন, তাও অতুলনীয় বললে অত্যুক্তি হবে না। এবং সমস্ত ভূমিকার মধ্যে কোথাও তিনি স্থূল অভি করেন না। দেখা যাক, অহীন্দ্রবাবু আলমগীরের কি নূতন পাঠ দেন!

*

"নাট্যমন্দিরে"র ঢাকা-ভ্রমণ দেখছি আপাতত স্থগিত রইল। কারণ কি 'সাজাহানে'র মহলা?

*

শুনছি "মনোমোহনে" অভিনয়ের জন্যে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় ভিক্টর হুগোকে অবলম্বন ক'রে একখানি নাটক লিখেছেন। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য আছে। পরে বলব।

*

নাট্য-জগতে 'বিশ্বকবি' রবীন্দ্রনাথের বর্ত্তমানের শ্রেষ্ঠদান নটরাজ ১৯শে নবেম্বর শনিবার সন্ধ্যা ৬টার সময়ে ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে সঙ্গীত বিদ্যালয়ের ছাত্রী ও উৎসাহদাতৃ মহিলাগণ কর্ত্তৃক অভিনীত হইবে। শ্রীমতী প্রতিমা দেবী, তারা দত্ত, অমিয়া দেবী, বীণা দেবী, কনকলতা রায় প্রভৃতি মহিলাগণ সঙ্গীত ও শ্রীমতী উমাদেবী ও অন্যান্য কয়েকজন মহিলা নৃত্য-নৈপুণ্য দেখাইবেন আশা করি এঁদের অভিনয় সকলকে আনন্দ দিতে পারিবে।

—

গান

তুষারের সাহারা,
নিশা দেয় পাহারা,
ফুলকলি মলিনা!
মিছে সুখ-স্বপনে
দেখে মায়া-তপনে
আপনাকে ছলি' না

*

দুটি চোখে চাহিয়া,
প্রেম-গীতা গাহিয়া—
চ'লে গেছে চাঁদিনী;
তবু আমি কাঁদি-নি,
শোক-তাপে জলি না!

*

সমাধির শিলা মোর হিয়া গো,
তার মাঝে ঘুমিয়েছে প্রিয়া গো!

*

সুধু তারা-দীপিকা,
খোলে স্মৃতি-লিপিকা!
তাই পড়ি একাকী;
আছে তায় লেখা কি—
কারুকেই বলি না!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

চিত্র-নাটের রূপকথা

—:*:—

হলিউডের 'তারা'-মার্কা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে অনেকেই রঙ্গমঞ্চে যোগ দিতে চলেছেন; তাঁদের মধ্যে আছেন ওয়ালেস বেরী, বাষ্টার কোলিয়ার, প্রিসিলা ডীন, উইলিয়ম ফারনাম, নরম্যান কেরী, জেম্‌স্ কার্কউড, লীলা লি, লুই মর‍্যান, ইউজিনি ওব্রায়েন, আল্‌মা রুবেন্‌স্, মিলটন সিল্‌স ও জর্জ্জ ওয়ালস।

জোয়ান ক্রফোর্ড সৌন্দর্য্য-প্রসাধনের জন্য সাধারণ সুমিষ্ট দুগ্ধ ব্যবহার ক'রে থাকেন। রাত্রে শুতে যাবার আগে তিনি তাঁর মুখ-হাত-পা বেশ ক'রে ধুয়ে ফেলে একটা স্পঞ্জের সাহায্যে খুব খানিকটা দুধ মেখে, হাতে ও গলায় লাগিয়ে নেন; আর পরের দিন সকালে ঠাণ্ডা জল দিয়ে পরিস্কার ক'রে ফেলেন।

*

বিখ্যাত প্রয়োগ-শিল্পী রেক্স ইন্‌গ্রাম এইবারে ইসলাম ধর্ম্ম-প্রচারক মহম্মদের জীবনী নিয়ে এক ফিল্ম তুলতে মনস্থ করেছেন। এখন থেকেই তিনি মহম্মদের জীবন-বৃত্তান্তের খুঁটিনাটি খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। মহম্মদের জীবনী নিয়ে ফিল্ম তোলাটা যদিও নতুন ব্যাপার নয়, তবু রেক্স ইন্‌গ্রাম যখন এতে হাত দিয়েছেন, তখন জিনিষটা একটা দর্শনীয় কিছু হবে ব'লেই আশা করা যায়।

*

এতদিন বাদে ষ্টুয়ার্ট হোম একজন উঁচুদরের অভিনেতা ব'লে স্বীকৃত হয়েছেন। আগে তিনি যখন দুর্ব্বৃত্ত লোকের (villain) ভূমিকায় অভিনয় কর্ত্তেন, তখন সকলে তাঁকে সাধারণ অভিনেতা ব'লেই জানত। কিন্তু বছর ন'য়েক আগে যখন তিনি "দি ডেরেলিক্ট" ফিল্মে অভিনয় কল্লেন, তখন তাঁর অভিনয় ক্ষমতার প্রথম পরিচয় পাওয়া গেল। তিনি ক্রমে ক্রমে একজন প্রথমশ্রেণীর রসাভিনেতা হয়ে পড়লেন। চরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষমতা তাঁর আশ্চর্য্য রকমের!

*

চার্লি চ্যাপলিন জানিয়েছেন যে তাঁর "দি সার্কাস" ফিল্ম আগামী ১৯২৮ এর শরৎকালের মাঝামাঝি সাধারণে প্রথম প্রদর্শিত হবে।

*

লিলিয়ান গিস্ সাধারণতঃ অতীতযুগের ঘটনা পূর্ণ ফিল্মেই অবতীর্ণ হন। কিন্তু ক্যানিং পোলকের বিখ্যাত নাটক "দি এনিমি"র চিত্র-সংস্করণে অষ্ট্রিয়ান নায়িকা পলির ভূমিকা তাঁকে আধুনিক পোষাকেই অভিনয় করতে হচ্ছে; গিসের অভিনেত্রী-জীবনে এ একটা নতুন ব্যাপার!

*

জন গিলবার্ট সম্প্রতি "টুয়েলভ মাইলস আউট" ফিল্মে অভিনয়ের জন্যে দিনে ছ'বার ক'রে প্রাতরাশ আহার করতে হয়েছে;—তাও আবার যে সে লোকের খাওয়া নয়, একটি সুস্থশরীরবিশিষ্ট নাবিকের খোরাক! শুয়োরের মাংস, ডিম, গরম গরম রুটী আর কফি খেয়ে তাঁর এমন অরুচি ধরে গেছে, যে, তিনি কিছুদিনের জন্য ও-জিনিষগুলোর দিকে তাকাবেন না ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছেন। আর্টের খ্যাতিরে অভিনেতাদের মধ্যে মধ্যে এমনই বিপদে পড়তে হয়!

"চিত্রপ্রিয়"

ক্ষীরোদপ্রসাদ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত)

মনে পড়ে ২৪ বৎসর আগে যেদিন প্রথম তাঁর বাড়ী যাই, সম্পূর্ণ অপরিচিত আমি; বয়স তখন আমার মাত্র ২০ বৎসর,—হাতে আমার "জাহ্নবী"। ভিক্ষা করিতে গিয়াছি একটি কবিতা বা গল্প। প্রথম আলাপেই তাঁহার আত্মীয়ের মত ব্যবহারে আমি একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। সেদিন দশহরা, বেলা এগারটা বাজিয়া গিয়াছিল,—স্নান ও আহার করাইয়া তিনি বলিলেন "কাগজ কলম ধর"। আমি বিস্মিতভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। তিনি বলিলেন, "আমি ব'লে যাই, তুমি লেখ।" তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন, আমিও লিখিতে লাগিলাম—কবিতা শেষ হইল, আবার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। নিষ্ঠাবান্ সাহিত্যসাধক ব্রাহ্মণের হৃদয়ের উৎস হইতে স্বতঃউৎসারিত কবিত্ব মন্দাকিনী ধারায় স্নাত হইয়া আপনাকে ধন্যজ্ঞান করিলাম। হঠাৎ উপস্থিত হইয়া চাহিবামাত্রই তখনই dictate করিয়া এমন সুন্দর ও প্রাণস্পর্শী কবিতা লিখাইবার শক্তি, ছোট-বড়, প্রবীণ-নবীন কবিদিগের মধ্যে মাত্র দুই জনের মধ্যে পাইয়াছি। একজন ক্ষীরোদপ্রসাদ, আর একজন, কয়েক বৎসর হইল তিনিও পরলোক গমন করিয়াছেন, অশোক গুচ্ছের কবি দেবেন্দ্রনাথ।

কবিতাটি ক্ষীরোদপ্রসাদের অসামান্য অন্তঃশক্তির প্রভাবে প্রভাবান্বিত—সে এক অতীত যুগের দেশহিতে উৎসর্গীকৃত জীবন ব্রাহ্মণের অবদান-কাহিনী,—

পার হয়ে গেল সূর্য্য পশ্চিম আকাশ
জাহ্নবী কাঁদিল মৃদুস্বরে,
ভাঙ্গে ব্রত বৃদ্ধ ঋষি হইল নিরাশ
অতিথি এল না বুঝি ঘরে।

একটি মেঘের শিশু প্রশান্ত-সাগরে
মাথা তুলি স্থির নেত্রে চায়,
"এ দরিদ্রে ঋষিরাজ দেখ দয়া ক'রে
ক্ষুধানলে বুক জলে যায়।"

"আয় বাপ্, কি চাহিবি তোরে দিব দান,"
ডাকে ঋষি বাহু প্রসারিয়া
বেদমন্ত্রে করে তার আবাহন গান
ধ্যানে বসে নয়ন মুদিয়া।

পলকে প্রলয় এল, যুগ এল পলে
কে কাঁদেরে সকরুণ স্বরে—
"স্থান দাও, হে ব্রাহ্মণ, চরণ কমলে
অতিথি দাঁড়ায়ে তব দ্বারে।"

চেয়ে দেখে ঋষিরাজ অস্থিচর্ম্মসার
উপবাসী মূর্ত্তি তপস্যার,
কে অতিথি, নতজানু দেবতা আকার
সহস্র লোচনে বহে ধার!

"অসুরের পদভরে কাঁপে জন্মভূমি
পলাইত দেবতা-বাহিনী,
ভিক্ষা আশে তব দ্বারে আসিয়াছি আমি
ভিক্ষা দাও, ভিক্ষা দাও মুনি।"

"হে পুণ্য-অতিথি এস, পাতহ অঞ্জলি
ব্রত আজ করি উদ্যাপন,
বুক ছিঁড়ি, হে ভিখারী, লহ অস্থি তুলি
ক্ষুধা তৃষ্ণা কর নিবারণ।"

ক্ষুদ্র সে জলদ-শিশু হইল বিপুল
গগনে ছুটিয়া গেল ঝড়,
নিমেষে দানব-শক্তি হইল নির্ম্মূল,
আকাশ করিল কড় কড়।

ক্ষীর নীর মাতৃবক্ষে ঢালে জলধর
জননীর তৃষা গেল দূরে,
দধিচীর জয়গান গাহিল অমর
একি ভিক্ষা দিলে জননীরে।"

"প্রতাপাদিত্য" জনকের লেখনী দধীচির জয়গানে ধন্য হইল।

সাহস পাইয়া আমি অনেকবার অনেক ঘটনায় তাঁহাকে দিয়া কবিতা লিখাইয়াছি। কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলিয়া রাখি যে, সকল সময়েই আমাকে গণেশ-বৃত্তি করিতে হইত।

—আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সম্পাদিত "নবজীবনে" তাঁহার হরিনাম কবিতা বাহির হয় ১২৯৪ সালে। আমি যতদূর জানি, তাহাতে ইহাই তাঁহার প্রথম প্রকাশিত কবিতা। কবিতার তলায় তাঁহার নাম নাই। ইহার পরে তাঁহার দ্বিতীয় কবিতা "কে তুমি" "বি... মাসিকপত্রে ঐ সনের কার্ত্তিক মাসে এবং "প্রতাপ" নামক আর একটি কবিতা ১২৯৪ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়।

তারপর বিভায় ১২৯৪ সালের শ্রাবণ মাসে তাঁহার প্রথম গদ্যরচনা "গৃহ-বাসার পত্র" প্রকাশিত হয়। তিনটি লেখারই নীচে "শ্রীকাল" এই ভণিতা আছে। তাঁহার সাধারণে পরিচিত ক্ষীরোদপ্রসাদ নামে তখনও তিনি আত্ম-প্রকাশ করেন নাই। 'কাল' ছিল তাঁর ডাকনাম, তাঁহার অগ্রজ, পূজনীয় আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অপেক্ষা তাঁহার রং ময়লা ছিল বলিয়া বাড়ীতে সকলে তাঁহাকে ঐ নামে ডাকিত।

কবিতার কথা বলিতে বসিয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, আর ২।১ টা কথা বলিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিব। কবিতা লইয়া তিনি ভারতী-মন্দির প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইয়াছিলেন, আর মৃত্যুর পূর্ব্বে কবিতার পুষ্পাঞ্জলি দ্বারাই মায়ের চরণ পূজা করিয়া গিয়াছেন। সে কি কবিতা, কি উদাত্ত তার সুর, কি মহানুভাবে তার প্রতি চরণ প্রতিফলিত। অন্তপারের 'অভয়'নগরে পাড়ি দিবার জন্য জীবন-তরণীকে সাজাইয়া গুছাইয়া তাঁহার কণ্ঠে 'বেলাশেষের গান' মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

নাটক ও প্রহসনে তিনি প্রায় পঞ্চাশখানি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। এ ছাড়া তার উপন্যাস, ছোট গল্প ও পৌরাণিক কাহিনী প্রভৃতিও প্রায় ৭।৮ খানি বই আছে। সে সমস্ত পুস্তকের আলোচনা বা ক্ষীরোদ-প্রতিভার পরিচয় দিবার এ উপযুক্ত অবসর নয়। তবে তাঁহার দেশপ্রীতি ও দেশাত্মবোধ সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া আমার এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

বহুদিন পূর্ব্বে রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত তাঁহার একখানি গীতি-নাটক "প্রমোদ রঞ্জনে" তিনি একটা সুর তুলিয়া ছিলেন, "দে রামা একটা মানুষ দে।" মানুষ—মানুষের মত একটা মানুষ পাইবার জন্য তখন দেশ সত্যসত্যই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। ইহারই প্রায় ছয় বৎসর পরে ১৩৩০ সালের শ্রাবণ মাসে (ইংরাজী ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে) তাঁহার "প্রতাপাদিত্য" নাটক

ষ্টারে অভিনীত হয়। তাঁহার এই জাতীয় ভাবোদ্দীপক নাটক স্বদেশী আন্দোলনের অগ্রদূত। স্বদেশী আন্দোলনের দুই বৎসর পূর্ব্বে ইহার অভিনয়ে দেশে এক নূতন ভাবের বন্যা বহিয়া যায়। তখনও কিন্তু মানুষ আসে নাই।

দেশকে কেমন করিয়া ভালবাসিতে হয়, তা শিখিলাম এই নাটক পড়িয়া ও ইহার অভিনয় দেখিয়া। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"—এ শ্লোকের অর্থ সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলাম। আগ্রা হইতে প্রত্যাগত প্রতাপের উক্তিতে "দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির পর আবার আমি যশোরে ফিরে এলুম। স্নিগ্ধ চির-শান্তিময় মাতৃভূমির ক্রোড়ে আবার আশ্রয় গ্রহণ করলুম। যশোহরের এ স'লল-সিক্ত মৃত্তিকা স্পর্শে কি আনন্দ! কেদারবাহিনী, মৃদুকলনাদিনী সহস্রতটিনী সেবিত যশোহরের শ্যাম প্রান্তর! কিছুতেই ত তোমাকে ভুলতে পারলুম না! আগ্রার ঐশ্বর্য্যময়ী হেম-অট্টালিকা, নন্দন-লাঞ্ছনা অপ্সরাগার উদ্যান, কিছুতে কোন প্রলোভনে আমাকে যশোরের শ্যাম সৌন্দর্য্য ভোলাতে পারেনি। মা বঙ্গভূমি! তোমার প্রাণোন্মাদকর নামের ভিতর এত মধুরতা, এমন কোমলতা, এরূপ ঐশ্বর্য্য জড়ান আছে, তা তো জানতুম না!" তারপর পিঞ্জরাবদ্ধ প্রতাপের সেই উক্তি—"হা বঙ্গ! শত অপরাধেও আমি তোমায় ভালবাসি।"—বহু স্বদেশপ্রেমিক বাঙ্গালীকে প্রকৃত দেশপ্রীতি শিখাইবে।

১৩১৪ সালে তাঁর একখানি নাটক প্রকাশিত হয়। এই নাটকের সৃষ্ট একটি চরিত্রের উক্তির ভিতর দিয়া কবি দুঃখ করিয়া গাহিয়াছেন—"দেশে কি মানুষ আছে?" কবির অন্তর-ব্যথা, তাঁহার বহুবর্ষব্যাপী মর্ম্মকাতরতা সত্য সত্যই দেশে মানুষ আনিয়া দিল। সে মানুষের পরিচয় পাইয়া দেশ ধন্য হইল,—তাঁর নিষ্কাম দেশসেবা দেখিয়া দেশ তাঁকে "দেশবন্ধু" বলিয়া বরণ করিয়া লইল। তাই কথাপ্রসঙ্গে একদিন ক্ষীরোদপ্রসাদ বলিয়াছিলেন—"মানুষ চেয়েছিলাম,—মানুষের মতন মানুষ এসেছে।"

তোমার দেহত্যাগের সংবাদ শুনে বিশ্বাস হয়নি তুমি একেবারে আমাদের ছেড়ে গেছ। জন্মভূমির মায়া কি তুমি কাটাইতে পারিয়াছ? যার ভিক্ষালব্ধ অন্ন, লবণাক্ত জল মধুর হইতেও মধুর, বৈকুণ্ঠের শিরীষ কুসুমের চেয়েও যার কোল কোমলতর,—সে স্বর্গাদপী গরীয়সী ভূমির প্রতি অনুপরমাণুর সঙ্গে যে তুমি মিশিয়া আছ! তুমিই শিখাইয়া গিয়াছ, "এ জন্ম জন্ম সাধনার বিষয়। * * * আবার জন্মাব, আবার ফিরে আসব।" তাই তোমায় তোমারই সুরে ডাকি,—

"এস ফিরে এস, ফিরে এস গো।
একবার পূর্ব্বাকাশে মধু হাসি হাস গো॥"
* * *
নাই তুমি মনে জানি
তথাপি নিশ্চয় মানি
নিজ বাক্য রক্ষা তরে আসিবে আবার।
এ বঙ্গ তোমার দেব, তুমি বাঙ্গালার॥ *

—

* অর্দ্ধেন্দু-নাট্য-পাঠাগার অনুষ্ঠিত "ক্ষীরোদপ্রসাদ স্মৃতি-সভায়" লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

প্রলয়-শেষে

শ্রীবীণাপাণি রায়

—•—

প্রথম দৃশ্য

[স্থান—পুরী। সমুদ্রতীরস্থ ভবনের একখানি কক্ষ। কক্ষটির মাঝখানের বাতায়ন উন্মুক্ত,—তদ্দ্বারা বাহিরের প্রবহমান সমুদ্র দৃষ্ট হইতেছে। কক্ষটির প্রান্তভাগে বৃহৎ একখানি তৈলচিত্র সংস্থাপিত রহিয়াছে। তৈলচিত্রখানি পুষ্পমাল্যে বিভূষিত। চিত্রের নিম্নভাগে বৃহৎ একখানি জলচৌকির উপর কিঞ্চিৎ আহার্য্য এবং পানীয় সংরক্ষিত রহিয়া উৎসৃষ্ট হইয়াছে। একধারে একটি টিপয়ের উপর কতকগুলি ঔষধের শিশি এবং পুষ্পাধারে একটি বড় ফুলের তোড়া সজ্জিত রহিয়াছে। টিপয়ের সম্মুখে একখানি সোফার উপর অর্দ্ধশয়ানাবস্থায় রোগিনী মুকুল, এবং তাহার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা, প্রতিবেশিনী প্রতিমা। কাল—অপরাহ্ণ।]

মুকুল—ওই বুঝি ঝড় আসচে—না ভাই প্রতিমা?

প্রতিমা—কই, ঝড় ত আসেনি?

মুকুল—তবে ও কিসের শব্দ?

প্রতিমা—সমুদ্রের গর্জ্জন।

মুকুল—ব'লতে পারিস্ প্রতিমা, সমুদ্র অমন ক'রে ডাকে কেন? (ক্ষণেক ভাবিয়া) জানিস প্রতিমা, আমার কি মনে হয়? মনে হয়, ওই সমুদ্রও আমার মত কাউকে খুঁজতে চায় রে! তাই তার এত উদ্দাম গতি, তাই তার এত অশ্রান্ত কলরোল! নয় কি?

প্রতিমা—হবে।

মুকুল—ও যেন বিশ্ব-জগৎ ভাসিয়ে দিয়ে ছুটে চ'লে যেতে চায়—সেই অজানা বন্ধুর উদ্দেশে, সেই সুদূরের উদ্দেশে, যেমন আমার প্রাণ অহর্নিশ চাইছে। কেমন, মিলছে না?

প্রতিমা—তাই হবে বোধ হয়।

মুকুল—হবে বোধ হয় কি? নিশ্চয়ই তাই। শুনিসনি কি তার অবিশ্রান্ত হাহাকার ধ্বনি? দেখিসনি কি তার নৈরাশ্য-মথিত, ক্রুদ্ধ সর্পের মত গতি?

প্রতিমা—দেখেছি বই কি!

মুকুল—দেখেছিস বোধ হয়, কিন্তু আমার মত প্রাণে দেখেছিস্ কি? কিন্তু—বৃথা, বৃথা! তার এই ব্যাকুল অন্বেষণ ব্যর্থ হবে। পাবে না।

প্রতিমা—কেন পাবে না?

মুকুল—পায় না—পায় না, আমি জানি।

প্রতিমা—কিন্তু, আমি ত জানি, পায়। প্রাণ যার জন্যে দিবানিশি হাহাকার করে,—প্রাণ যাকে এক মনে টান্‌তে থাকে—তাকে যে আস্‌তেই হবে।

মুকুল—সত্য কইলে তুমি প্রতিমা? সত্যি, সে আস্‌বে? সত্যি? সত্যি?

প্রতিমা—নিশ্চয়ই আস্‌বে। কেন তুই এত উতলা হোস্ বল্ দেখি?

মুকুল—চিঠিপত্র কিছু এসেছে বুঝি?

প্রতিমা—[ক্ষণকাল ভাবিয়া] হঁ্যা, দিদির কাছে একখানা চিঠি এসেচে বুঝি।

মুকুল—সত্যি? কই দিদি ত আমাকে তা বলেনি? (উচ্চকণ্ঠে)—দিদি—ও দিদি—দিদি গো!

প্রতিমা—ওই ত তোমার দোষ মুকু, এই জন্যেই ত তোমায় কিছু বল্‌তে চাইনে। উতলা হ'লে যে তোমার অসুখ আরো বাড়বে, সে বুদ্ধিটুকু তোমার নেই? এই যে চিঠি আসবার কথা তোমায় আমি বল্লেম—দিদি শুনলে আমার ওপর রাগ কর্ব্বে।

মুকুল—আচ্ছা, আচ্ছা, আর আমি উতলা হব না ভাই। তুমিই তবে দিদিকে ডেকে আনো।......দিদি ত কই এলোনা? সেকি তবে আমার ডাক্ শুন্‌তে পায়নি?

প্রতিমা—আচ্ছা, আমিই তাকে জোরে ডাক্‌চি। যে তুমি দুর্ব্বল,—গলায় জোর আছে কি? (উচ্চকণ্ঠে) মালতী দি, একবার এদিকে শুনে যাও ত। একটিবার এসো।

নেপথ্যে—যাই।

[মালতী কক্ষে প্রবেশ করিল]

মালতী—কি রে, চেঁচাচ্ছিস কেন?

মুকুল—আমি ডাক্‌ছি দিদি। আজ নাকি বিলেতের চিঠি এসেচে?

[প্রতিমা—মালতীকে ইঙ্গিত করিল]

মালতী—হঁ্যা, চিঠি এসেছে ত!

মুকুল—তা আমায় এতক্ষণ বলোনি কেন দিদি?

মালতী—আগের থেকে তা ব'লে আর কি হবে? এলে পর ত দেখতেই পাবি।

মুকুল—যদি বুঝতে দিদি! এই খবরটুকুর জন্যে আমার—নাঃ, যাক্ সে কথা। রওনা হচ্ছেন কবে?

মালতী—আসচে মেলে রওনা হবে—লিখেচে।

মুকুল—ততদিন পর্য্যন্ত আমি বেঁচে থাকব ত দিদি?

মালতী—বালাই, কেন বাঁচবে না? তোমার ত হার্টের অসুখ,—তা সে এলেই ভালো হ'য়ে যাবে।

মুকুল—কিন্তু ত্যাখো দিদি, বাবার বড় সাধ ছিল, সেই বাবাই আজ দেখতে প'বেন না যে তাঁর জামাই বিলাত-ফেরত ডাক্তার হয়ে আস্‌চে। দিদি এবারে পাশ হ'য়েছেন ত?

মালতী—হঁ্যা নিশ্চয়। তবে কি এমনিই আসচে?

মুকুল—আজ এমন দিনে আমার বাবা কোথায় রইলেন দিদি? (অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া) ছেলে বেলায় মা হারিয়েছি, বাবাই ছিলেন—আমাদের সব। বাবা গো, তুমি এখন কোথায়? তুমি কি দেখতে পাচ্চ আমাকে?

মালতী—উতলা হোস্‌নে বোন! বাবা আমাদের শান্তিধামে মায়ের সঙ্গে বড় শান্তিতেই আছেন ভাই। বাবার চ'লে যাওয়ার পর থেকেই ত তোর হার্টের অসুখের সুত্রপাত হয়। আর কেন তাঁকে ভাবিস্ মুকু? তিনি বড় শান্তিতে আছেন যে, তুমি অনবরত তাঁকে আহ্বান ক'রে তাঁর শান্তিতে বাধা দিয়োনা মুকু।

মুকুল—এই চোখ মুছলেম দিদি। আচ্ছা দিদি, উনি যে আসছেন তা একবারটি আমার কাছে লিখে জানান না কেন?

মালতী—তোমার কাছে লিখতে যে ডাক্তারের নিষেধ আছে। উত্তেজনা যাতে হয়, এসময়ে এমন জিনিষ দেখতে কি পড়তে নেই।

মুকুল—তা দিদি, আমার ব্যারাম হওয়ার আগের থেকেই ত তিনি আমাকে চিঠি দেওয়া বন্ধ কোরেছেন?

মালতী—তখন যে পড়ার চাপ ছিল। বিলেতের ডাক্তারী পড়া কি বড় সহজ ব্যাপার রে পাগলী?

মুকুল—তা দিদি, চিঠিখানি তুমি আমাকে দেখাও। আমার কিছু হবে না।

মালতী—চিঠি?—ওরে সে চিঠি যে আমি তক্ষুণি ছিঁড়ে ফেলেছি রে! আমি ত জানি কিনা যে, চিঠি এলেই তুই দেখতে চাইবি?

মুকুল—(হতাশ ভাবে) আচ্ছা, থাক্ তবে।

[সহসা চমকিত হইয়া] দিদি ও দিদি!

মালতী—(হাসিয়া) কি আবার হ'ল রে?

মুকুল—তুমি যেন দিদি, দিন দিন কেমন ভুলো হ'য়ে যাচ্চ। মনে নেই তোমার? দেখচ না সন্ধ্যে হ'য়ে আস্‌চে? কই আমার ফুলের মালা? কই আমার আরতির প্রদীপ?

মালতী—ওঃ এই? আমি বলি আর কিছু! তা ত্যাখ্ মুকু, ডাক্তার আজ ব'লে গেছেন অন্য দিনের চেয়ে আজ তোমার শরীর বেশী ক্লান্ত। আজ উঠতে পারবে না। তোমার বদলে আমিই আজ ছবিকে মালা পরিয়ে আলো দেখাচ্ছি।

মুকুল—না দিদি, আমি উঠ্‌তে পারবো! তোমার পায়ে পড়ি দিদি।

মালতী—আচ্ছা, আচ্ছা, আমি আসচি।

[মালতীর প্রস্থান]

মুকুল—প্রতিমা ভাই, তুই ততক্ষণ সেই সন্ধ্যার গানটি গা,—এস্রাজের সঙ্গে। যে গানটি আমি কালকে বেঁধেছি।

[প্রতিমা এস্রাজ বাজাইয়া গান গাহিতে লাগিল। এমন সময় আরাত্রিকের উপকরণ লইয়া মালতী কক্ষে প্রবেশ করিল। তৎপরে মালতী, মুকুলের হাত ধরিয়া সন্তর্পণে তাহাকে সোফা হইতে অবতরণ করাইল এবং তাহাকে চিত্রপটের নিকট লইয়া গিয়া—তাহার স্কন্ধ ধারণ করিয়া রহিল। মুকুল প্রদীপ ও ধূপরাশির দ্বারা চিত্রের আরাত্রিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া পুষ্পমাল্য রাশিতে চিত্রপট সুশোভিত করিয়া যুক্তকরে প্রণাম করিয়া আবার সোফায় বসিয়া পড়িল।]

প্রতিমার গান

আজি এই শুমহান্ সাঁঝে—
কে গো আসিলে তুমি কে আসিলে হে,
আমার হিয়ারি মাঝে॥
শোণিতেরি চন্দনে করি অনুলিপ্ত
ব্যথারি পুষ্পগুলি স'পিতেছি নিত্য
আজি সন্ধ্যায় আকুলিত মম চিত্ত
পরশন তব—হিয়া যাচে॥

মুকুল—দিদি, আর বল্‌তে পারিনে ভাই, গা কাঁপচে।

মালতী—(অঞ্চলে—উদ্গত অশ্রু মুছিয়া) কী প্রয়োজন তোমার—এ সব অনুষ্ঠানের?

মুকুল—[কাতর স্বরে] কিসের যে প্রয়োজন তুমি দিদি তার কি বুঝবে? তুমি যে ও-স্বাদে বঞ্চিত। তুমি ত পেয়ে হারাওনি দিদি—তাই তুমি বেশ আছ, তাই তোমার মনে কোনো দাগ নেই।

প্রতিমা—আচ্ছা মুকু, পঙ্কজবাবু তোকে কি খুব ভালবাস্‌ত?

মুকুল—কি বুঝবে বোন, সে যে কি গভীর ভালবাসা সেই উদার প্রাণে! দিদি আছে যে, সব কথা কি ব'ল্‌তে পারি?

[মালতী চক্ষুর দ্বারা প্রতিমাকে নীরব ইঙ্গিত করিল]

বেশ ভাই, শুনে খুব সুখী হ'লেম। বোধ হয়, এখনও তিনি তোমায় তেম্‌নিই ভালবাসেন।

মুকুল—বাসেন বই কি! কত কাজ তাঁর, তাইত আস্‌তে পারছেন না। বিলাতের ডাক্তারী পরীক্ষা বড্ডই শক্ত—নয় দিদি?

মালতী—হ্যাঁ, শক্তই ত।

মুকুল—শুনেছি দিদি, দেবতার অর্চ্চনা নিত্য করলে দেবতার পর্য্যন্ত আসন টলে, আস্‌তে তিনি বাধ্যই হন। তবে? তবে?

মালতী—[কাঁদিয়া ফেলিলেন] পাবি দিদি, পাবি! তোর এ পূজা ব্যর্থ হবে না। আমি এখন যাই, দুধটুকু জ্বাল দিয়ে আসি গে।

[মালতী প্রস্থান করিলেন]

মুকুল—প্রতিমা, প্রতিমা, সত্যিই তবে উনি আস্‌ছেন? আসছে মেলে জাহাজে উঠবেন?

প্রতিমা—সত্যি নয় ত কি আমরা মিছে ব'লচি?

মুকুল—বড় ঘুম পাচ্চে। এখন তবে তুই সেই গানটি গা ভাই। এতদিন পর সে গান গাইবার সময় এসেচে রে। গা ভাই লক্ষ্মীটি। আঃ, গান যেন বিশ্বের একটা আনন্দ-ঝঙ্কার, পুলকের একটা অশ্রান্ত হিল্লোল—শুনতে নয়ন ছুটি সুষুপ্তিতে জড়িয়ে আসে। গা ভাই প্রতিমা! সেই নিঝর ঝরার গান।

প্রতিমার গান

ঝর্ ঝর্ ঝর্ বইল কি নিঝর?
থর্ থর্ থর্ কাঁপল কি অন্তর?
ছুটল পাষাণ কারা
টুটল কি জল-ধারা
সেই ধারে কি ভাস্‌ব আমি
ভাস্‌বে চরাচর?
ওই বঞ্জুলেরি শাখে
ছুটি কোয়েলা কেমন ডাকে
আজ বসন্ত কি এল প্রাণে
এতদিনের পর?

[গান শুনিতে শুনিতে মুকুল ঘুমাইয়া পড়িল]

(ক্রমশঃ)

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১১নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—কলেজ স্কোয়ার,

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৪র্থ বর্ষ
২৪শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

৯ই অগ্রহায়ণ
১৩৩৪

নাট্য-জগৎ

—:*:—

অনেক দিনের পুরাণো নাটক, এই 'সাজাহান'! কিন্তু গেল বুধবারে 'নাট্য মন্দিরে' গিয়ে তার যে অভিনয় মূর্ত্তি দেখে এসেছি, তার আর তুলনা আছে ব'লে মনে হয় না!

*

অবশ্য সত্য কথা বলতে কি, স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল যে-সময়ে এই নাটকখানি লিখেছিলেন, সে-সময় আর নেই। বাংলা দেশে বিশ্বের বিভিন্ন ভাব-বন্যার ঘাত-প্রতিঘাতে যুগ ও রুচি পরিবর্ত্তন হচ্ছে অতি শীঘ্র এবং অতি সহজে। তাই 'সাজাহানে'র মধ্যে যে নাটকীয় ক্রিয়া কিছুদিন আগেও সুবিচিত্র ছিল, আজকের দিনে তা হয়ে পড়েছে যার-পর নাই সাধারণ।

*

এটা বুঝে শিশিরকুমার যে 'সাজাহানে'র মধ্যে বর্ত্তমান যুগের উপযোগী প্রয়োগনিপুণতার পরিচয় দিতে ত্রুটি করেছেন, তাও নয়। অধিকন্তু সে প্রয়োগ-নিপুণতা যে কতখানি বিচিত্র হয়েছে, অন্যান্য রঙ্গালয়ে অভিনীত 'সাজাহানে'র সঙ্গে তার তুলনা করলেই সকলে সেটা ভালো ক'রেই বুঝতে পারবেন।



*

তবু কিন্তু নাটকখানি অতি-আধুনিক যুগের উপযোগী হয়ে ওঠেনি। আমাদের মনে হয় এর মধ্যে আরো অনেক পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জনের অবকাশ ছিল। এবং তা করা হয় নি ব'লে, অভিনয় নির্দ্দোষ হ'লেও অনেক স্থলে নাটকখানি সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠছিল। আশা করি, দ্বিতীয় অভিনয়ের আগে শিশিরকুমার আর একবার তাঁর বিখ্যাত কাঁচি ধরবার অবকাশ পাবেন! নইলে প্রথম শ্রেণীর অভিনয় হ'লেও নাটকখানি হয়তো বেশীদিন চলবে না।

*

কারণ এমন অনেক অনাবশ্যক বাহুল্য, অকারণ ভাবোচ্ছ্বাস ও ভাষার পুনরুক্তি এখনো বিদ্যমান আছে, মূল চরিত্র 'সাজাহান'কে যা আচ্ছাদিত ক'রে রাখে এবং নাটকের গতিকে প্রতি মুহূর্ত্তেই ক্রমাগত আহত করে।

*

নাটকের কেন্দ্র হচ্ছে, সাজাহানের চরিত্র এবং সে কেন্দ্র হচ্ছে মহাবন্যার কেন্দ্র, মরু-বাত্যার হাহাকারের কেন্দ্র! এবং তারই মাঝে মাঝে অভাবিত ভাবে দেখা দেয়-দয়া-স্নেহ-প্রেমের স্নিগ্ধ চন্দ্রলেখা!

*

প্রথম দৃশ্য থেকে শেষ পর্য্যন্ত দেখি, রোগে-দুঃখে পঙ্গু সম্রাট, সামনে তাঁর অমর প্রেমের মর্ম্মর-স্মৃতির দীর্ঘশ্বাস নিয়ে নাচার অবস্থায় পড়ে আছেন এবং তাঁর পায়ের তলা দিয়ে যে মর্ম্ম-ভেদী বিরাট ট্রাজেডির বিপুল লীলা বহে যাচ্ছে, তা সহ্য করছেন কেবল-মাত্র তাঁর জীবন-মরণের চির-আরাধ্যা, অতুল স্নেহ-প্রেমের মানসী প্রতিমা দেবী মমতাজের মুখ স্মরণ ক'রে! তাঁর করুণ দৃষ্টি দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে সুধু যেন এই মৌন বাণীই ফুটে উঠছে—'যে পৃথিবী আমার মমতাজের চরণ-স্পর্শ পেয়েছে, সে কি এই পৃথিবী—হা ঈশ্বর! সে কি এই পৃথিবী?'

*

ভারত-সম্রাট সাজাহানের চিত্র যে এমন জলন্ত ভাবে সংকীর্ণ রঙ্গালয়ের পাদপ্রদীপের সামনে ফুটে উঠতে পারে, শিশিরকুমারের অভিনয় দেখবার আগে স্বপ্নেও সে কথা কোনদিন মনে হয় নি'

*

আর ফুটবেই বা কেমন ক'রে? অমন স্বর্গীয় কণ্ঠ, যা সহস্র সহস্র জন্মান্ধ দর্শকের মানসপটেও কেবলমাত্র ধ্বনির ইন্দ্রজালেই এক নূতন বাস্তব জগৎ এবং লক্ষ ভাবের স্বর্ণ-রেখা জাগিয়ে তুলতে পারে, বাংলা দেশের কোন্ অভিনেতার তা আছে?

*

কী সে কণ্ঠস্বর! কখনো নিশীথ রাত্রে স্বপ্নশ্রুত মুরলী-গুঞ্জনের মত, কখনো ধ্বনিময়-আলো-ভরা বিদ্যুতের মত, কখনো শৈলাহত সামুদ্রিক বন্যার গর্জ্জনের মত, কখনো উচ্ছ্বসিত ঝটিকার বিশ্বব্যাপী হাহার মত এবং কখনো বা কুঞ্জবিহারী বসন্ত-বাতাসের ফুলবধূর-কাণে-কাণে-কওয়া কোমল প্রেমালাপের মত!... ... ... এবং মূর্খেরা যতই কোলাহল করুক, আমরা চিরদিনই বলব, অভিনেতার আর্টের পক্ষে কণ্ঠস্বরই হচ্ছে সর্ব্বপ্রধান আলম্বন।

*

—তারপরে, 'সাজাহানে'র ভূমিকায় শিশিরকুমারের অতুলনীয় অঙ্গভঙ্গ! পঙ্গু, দুর্ব্বল, বৃদ্ধ সাজাহানের ভূমিকা অভিনয়ের ভাণ ক'রে বাংলা দেশের যে-সব নট রঙ্গমঞ্চ কাঁপিয়ে মল্লযোদ্ধার মত লম্ফঝম্প করেন, তাঁদের খালি একটিবারের জন্যে দেখতে বলি, শিশিরকুমারের 'সাজাহানে'র মুখ, চোখ ও দেহের ভঙ্গি!

*

তাঁর ঠোঁটের একটুখানি বাঁকা রেখা ও তাঁর চোখের অতি-ক্ষণস্থায়ী দৃষ্টিও কত-বেশী ভাব প্রকাশ করে! একটু দেহের কাঁপন, সামান্য দুটি আঙুল নাড়ার ভিতরেও কি গভীর অর্থ লুকানো আছে! 'গ্যালারি' ভোলাবার জন্যে কোথাও অতি-অভিনয়, হস্তপদ সঞ্চালনের বাহুল্য বা অস্বাভাবিক অর্থহীন চাপল্য নেই, মাঝে মাঝে দুঃসহ ও চরম দুর্ভাগ্যের তাড়নায় তিনি সহসা জেগে ওঠেন বটে, কিন্তু তাও হচ্ছে প্রবল ঝটিকার আঘাতে ভগ্নমূল তরুর মুহূর্ত্তকালস্থায়ী হঠাৎ-সোজা-হয়ে-ওঠার মত।

*

মমতাজের জন্যে সাজাহানের শিরায় শিরায় বহমান প্রেম, তাঁর বার্দ্ধক্যের অসীম অসহায়তা, সাংঘাতিক গৃহবিবাদে তাঁর শোক ও কাতরতা, রাজ্যনাশে ও বন্দীদশায় তাঁর নিষ্ফল ক্রোধ, ক্ষোভ, ব্যথা ও অভিমান এবং অপরাধী ও অতি-ঘৃণ্য ঔরংজীবের জন্যেও তাঁর স্নেহপেলব পিতৃহৃদয়ের আকুলতা, এ-সমস্তই শিশিরকুমারের অভিনয়ে শুধু ফুটেছে বললেই চলবে না। উপরন্তু এমন সূক্ষ্ম-ভাবে হুবহু চমৎকার ফুটেছে যে, রঙ্গালয়ে ব'সে আর অভিনয় দেখছি ব'লে সন্দেহ হয় না।

*

মনে হয়, আমরা যেন আর এ-যুগের লোক নই, আমাদের আত্মা যেন আমাদের অজ্ঞাতসারে সেই সুদূর অতীতের বাদসাহী যুগে আবার ফিরে গেছে এবং যমুনার নীলবারিবিধৌত আগ্রা-দুর্গের মর্ম্মর-ধবল অন্তঃপুরের মধ্যে আমাদের চোখের সামনেই হতভাগ্য সম্রাট সাজাহানের অশ্রু-সজল জীবন-নাট্যের যবনিকা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে!—এ নকল নয়, নকল নয়, একেবারে আসল সাজাহান, যাঁর চোখের তলে হাত পাতলে চোখের জলে হাত এখনি ভিজে যাবে!....অপূর্ব্ব বাস্তবতা! কল্পনাতীত!

*

এবং বাস্তব পারিপার্শ্বিককে যে-শিল্পীর নিপুণ তুলি রঙে-রেখায় এমন জাগিয়ে তুলতে পেরেছে তাঁকেও আমরা বিশেষভাবে ধন্যবাদ দি। সাজাহানের কক্ষ থেকে তাজমহলের দৃশ্য—চমৎকার! বাংলা রঙ্গালয়ে এমনটি আমরা আর দেখি-নি।

*

এমন তাড়াতাড়ি সমালোচনা লিখে ছাপতে দিতে হ'ল যে, এখানে সকল নট-নটীর আলাদা পরিচয় দেওয়া অসম্ভব এবং একজনকে বাদ দিয়ে আর এক জনের পরিচয় দিলেও অবিচার করা হবে—কারণ 'সাজাহান' অভিনয়ে 'নাট্যমন্দিরে'র প্রায় সকল নট-নটীই আশ্চর্য্য রকম উৎরে গেছেন। তবে এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে এই ক'জনের নাম করতে পারি—শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন রায়, শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, শ্রীযুক্ত অমিতাভ বসু, শ্রীযুক্ত ভূমেন রায় ও শ্রীযুক্ত অমলেন্দু লাহিড়ী। অভিনেত্রীরা প্রায় সকলেই চমৎকার অভিনয় করেছেন, এবং নৃত্যের নূতন মাধুর্য্যটুকুও পরম উপভোগ্য।

*

এবং এবারে সকলকার বিশদ পরিচয় দেয়াও অনাবশ্যক,—কারণ বর্ত্তমান অভিনয়ে প্রধান—এমন কি একমাত্র আকর্ষণ হচ্ছে 'সাজাহানের' ভূমিকা।

*

বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হোয়েছিল। ম্যাডান কোম্পানি তাকে চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত কোরেছেন। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' চলচ্চিত্রে দেখিয়ে ঐ সম্প্রদায় খুব নাম কোরেছেন—আশা করি 'দুর্গেশনন্দিনী' তাঁদের খ্যাতি কমাবেনা। চিত্রনাট্যের ভূমিকালিপিতে অনেক নামকরা অভিনেতা অভিনেত্রীর উল্লেখ আছে। আমরা ছবিখানি দেখে তবে আমাদের মতামত বিস্তৃত ভাবে লিখবো। কোনো কোনো সহযোগী চিত্রদর্শনের আগেই তাকে তিরস্কার কোরছেন। এই জ্যোতিষী সহযোগীদের অধৈর্য্য আমরা নিন্দনীয় বোলে মনে করি।

প্রলয়-শেষে

—:০:—

(শ্রীমতী বীণাপাণি রায়)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[স্থান—বিস্তৃত প্রাঙ্গন। উপরিভাগে প্রশস্ত দালান। আঙ্গিনায়—শ্রেণীবদ্ধ পুষ্পবৃক্ষে নানাবর্ণের ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। একটি বাতাবী লেবুর গাছ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। দালানের উপর ষ্টোভে করিয়া মালতী দুধ-জ্বাল দিতেছিল। প্রতিমা প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া ফুল ছিঁড়িতেছিল।]

প্রতিমা—আর কতদিন ওকে ভুলিয়ে রাখবে মালতী দিদি?

মালতী—যে ক'দিন পারি।

প্রতিমা—আচ্ছা মালতী-দি, পঙ্কজবাবু ত ক'লকাতাতেই আছেন—তবে ওকে কেন বল যে তিনি এখনো বিলেতেই আছেন?

মালতী—কল্‌'কাতায় আছে—অথচ ওর সঙ্গে দেখা করে না, আসেনা, এ জানলে যে আরো নিরাশা এসে পড়'বে ওর প্রাণে—তাই ত ওই কথা বলি।

প্রতিমা—তাকে কেন খবর দাওনা যে মুকুর এত বড় অসুখ? এ শুনলেও কি আসবে না সে?

মালতী—কোথায় খবর পাঠাব বোন্?—সে যে কোথায় আছে তা কি আমরা জানি?

প্রতিমা—সে কি কথা দিদি, সে কি তার কোন সংবাদই তোমাদের কাছে দেয় না?

মালতী—দিয়েছিল একবার। সে আজ তিন বছরের কথা। তার আগেই হার্টফেল ক'রে বাবা চ'লে যান। সেই ঘটনার মাস-দু'য়েক পর বাবার নামে তার একখানি চিঠি আসে,—"আমি কোন মতেই শেষ পরীক্ষায় পাশ হ'তে পারলেম না। আমার যাওয়ার খরচ পাঠাও।" তার আগের থেকেই—বাবা চ'লে যাওয়ার পর থেকেই মুকুলের হার্টের অসুখ ধ'রে ছিল,—তাই আমি সে যে পাশ কর্ত্তে পারেনি, এই কথাটি শুধু চেপে রেখে—মুকুলকে শুধু এই জানিয়েছিলাম যে তার শেষ পরীক্ষা দেওয়া হ'য়ে গেছে, এখন সে আসতে চায়। তখন বাবা নেই,—দাদাদের হাতে টাকা গিয়ে প'ড়েছে, টাকার ভাবনাই তখন আমার প্রধান হ'য়ে উঠল।

প্রতিমা—কেন দিদি, তোমার ত অনেক টাকা আছে?

মালতী—আমি ত তখনো পর্য্যন্ত সরিকদের কাছে থেকে কিছু আদায় কর্ত্তে পারিনি। বাবা হঠাৎ হার্টফেল করলেন, তিনি মুকুলের জন্যে কিছুই রেখে যাবার অবসর পান্‌নি।—তখন ওই মুকুলই তার গয়না বিক্রী ক'রে পঙ্কজের আসবার খরচ—ধার-কর্জ্জের টাকা, সবই পাঠিয়ে দেয়।—

প্রতিমা—তুমি বুঝি খুব ছোট বেলায় বিধবা হ'য়েছ,—নয় মালতী দি ?

মালতী—হ্যাঁ।

প্রতিমা—তবে তুমি দুশো টাকা মাসোহারা আর নগদ দশ হাজার টাকা পেলে কি ক'রে ? শ্বশুর যখন তোমার মারা যান, তখন ত তোমার সন্তানাদি হয় নি ?

মালতী—আমার শ্বশুর-ঠাকুর যে উইলে আমাকে দিয়ে গেছলেন ভাই! তাঁর মত সুবিবেচক ক'জন আছেন ?—তার পর, উইলে থাকলেও কি দেওররা দিতে চায় ? বড়-দা খুব নামকরা উকীল কি না, তাই তিনি নালিশের ভয় দেখাতেই সব আস্তে আস্তে দিতে হ'ল।

প্রতিমা—তার পর ? মুকুল ত গয়না বেচে টাকা পাঠালে,—কিন্তু তার স্বামী ফিরে এল কি না তা তুমি জান্‌তে পারলে না ?

মালতী—পারব না কেন ? সে নিজে যদিও জানায়নি—কিন্তু বড় দা খবর পেয়েছিলেন। তা সে এসে যে কোথায় আছে—কেমন ভাবে, কিছুই আমাদের জানায় নি।—তার এই ব্যবহারে মুকুল আরো ব্যথা পাবে ব'লে বড়-দা'কে আমি শিখিয়ে দিয়েছিলাম—সে যে ভারতবর্ষে ফিরেছে,—ফিরেও আমাদের কোন খবর দেয়নি,—এ সকল কথা মুকুলকে একেবারেই যেন জানানো না হয়। মুকুল যখন দিনের পর দিন ধৈর্য্যহারা হ'য়ে উঠতে লাগল, তখন আমরা প্রচার ক'রলেম—যে, সে শেষ-পরীক্ষা দিয়েছিল কিন্তু পাশ কর্ত্তে পারেনি। তাই তাকে আরো কিছুকাল বিলাতে থাকতে হবে। তার পর থেকে সে প্রতি মাসেই জিজ্ঞাসা করে—বিলাতের খরচ ঠিক মাসে মাসে পাঠানো হচ্ছে কি না। আমি বলি "হ্যাঁ, পাঠানো হচ্চে—দাদাই টাকা দিচ্ছেন" অথচ সে কোন্ কালে বিলেত ছেড়েছে তার ঠিক্ নেই। এইত কালও জিজ্ঞাসা করছিল—"দিদি, সে যে আসবে, তার আসবার খরচ পাঠিয়েছ ?"—আমি বল্লেম "পাঠিয়েছি।" আর কি বল্‌ব বল ? সে যে দেশে ফিরে এসেও লুকিয়ে আছে,—ঠিকানা জানায় না,—এ সব লুকোচুরিই মুকুলকে তার গ্রহণ কর্ত্তে হবে এই আশঙ্কাতেই ত ? অথচ, এ-সকল কথা মুকুলকে জানাই কি ক'রে তা বল্‌ ত প্রতিমা ? এ সব জান্‌লে ও কি আর বাঁচবে ?—

প্রতিমা—আচ্ছা মালতীদি, পঙ্কজবাবু এমন কেন ? তিনি কি সত্যিই মুকুলকে একটুও ভালো বাসেন না ?

মালতী—কোন দিনই সে মুকুলকে ভালো বাসেনি। মুকুল একটু ময়লা, তাই বোধ হয় ওকে তার পছন্দ হয়নি। আমরা ত মুকুলের মত সরল নই, লোকের মুখ-চোখের ভিতর দিয়ে, আমরা তাদের মনের কথা প'ড়ে ফেল্‌তে পারি। পঙ্কজ ওকে বিয়ে ক'রেছিল বাবার টাকা দেখে।—বাবা নাম-করা ডাক্তার ছিলেন।—বিলেত যাওয়ার লোভেই মুকুলকে সে বিয়ে ক'রেছিল।—বাবাই তাকে বিলেতে পাঠান, মাস—মাস খরচ জুগিয়ে শেষে ছ মাস আর রাখতে পারলেন না।—তার পর আর টাকার সুবিধে নেই দেখেই সে চ'লেও এসেছিল।

প্রতিমা এত দিন পর সব বুঝলেম। কিন্তু এটা আমার কাছে বড়ই আশ্চর্য্য ঠেক্‌ছে যে মানুষ এতটা নিষ্ঠুর কি ক'রে হ'তে পারে ?—আজ তিন বছর হ'ল সে দেশে ফিরেচে, একটিবার সে মুকুলের সন্ধানও নেওয়া প্রয়োজন ব'লে মনে করে না ?—অথচ, মুকুল তদ্গত চিত্তে দিনের পর দিন তার ধ্যানেই দিন কাটাচ্ছে, অতন্দ্র নয়নে! কিন্তু দিদি, মুকুলের এমন ভুল ধারণা কেন হ'ল যে পঙ্কজ তাকে খুবই ভালো বাসে ?—

মালতী—নিজের মন দিয়ে সে পরের মন ওজন করে—তাই। পঙ্কজ চরিত্রহীন—মদ্যপ—ঘোরতর পাপী।—সবই দাদা সন্ধান ক'রে জেনেছেন। নইলে কি আর এমন হয় ? মিথ্যা আদরে ওকে ভুলিয়ে রাখত।—ধনবানের মেয়ে ব'লে যেটুকু খাতির করত,—তাকে কি প্রেম বলে ?

প্রতিমা—তা ভাই মালতী-দি, তোমার সাম্‌নে বল্‌তে বড় কষ্ট হয়, কিন্তু না ব'লেও আর থাক্‌তে পারছি না। এমন ভাবে, প্রত্যহ আশায় নিরাশ হ'য়ে মুকুল যাও বা কিছুদিন আরো বাঁচত তাও আর বাঁচবে না।—যখন জান্‌তে পারবে তোমার স্তোকবাক্যগুলি সবই ভুয়ো, তখন আর ওকে কেউ টেনে রাখতে পারবে না।

মালতী—বলিস্‌নে প্রতিমা, ওরে ওকথা আর মুখে আনিস্‌নে! বিধবা আমি, ওই বোনটি ছাড়া আমার সম্বল যে আর কিছুই নেই রে ভাই।

প্রতিমা—বুঝি ত সবই। কিন্তু মন যে উল্টো গাইচে।—কত দিন আর চাপা দেবে দিদি ?—

মালতী—(সাশ্রুনয়নে) প্রতিমা, প্রতিমা, বুকটা বুঝি পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল রে!

প্রতিমা—চুপ করো দিদি, চুপ করো। আচ্ছা দিদি, মুকুলের জন্যে যা খরচ হচ্ছে সে সব তুমিই করো তো ?

মালতী—আমার আর কে আছে বোন ?

প্রতিমা—যাই তবে এখন দিদি ?—

মালতী—যাচ্ছিস ? কাল আবার আসিস প্রতিমা। এই বিদেশে আমাদের আর কে আছে বোন ? মুকুল তোকে বড় ভালবাসে প্রতিমা! তুই এলে সে খুব সুখী হয়—রোজ একবার ক'রে আসিস্ প্রতিমা!

প্রতিমা—নিশ্চয় আসব, তার জন্যে তোমাকে ব'লতে হ'বে কেন ?—

মালতী—আমিও যাই। মুকুর দুধ খাওয়ার সময় হ'য়েছে।—

ক্রমশঃ

ইজাডোরা ডান্‌ক্যান্

(শ্রীভারতকুমার বসু)

—:•:—

সৌন্দর্য্য-পূজারিণী ইজাডোরা ড্যানক্যানের অস্তিত্ব আজ জগতের বুক থেকে মুছে গেছে। কিন্তু, সুন্দরের প্রতি তাঁর সে অনন্ত অনুরাগ মানুষের স্মৃতি হ'তে কখনো মুছবে না!...

তাঁর মত পৃথিবীর অন্য কোন নারীই আসল কবি, চিত্রশিল্পী অথবা স্বপ্নবাদীদের মনকে অতখানি আকর্ষণ ক'রতে পারেন নি!...

একটী অভিশপ্ত দুর্ঘটনায় তাঁর অমুল্য জীবনের পরিসমাপ্তি হয়! চারু মন্দিরের পবিত্র বেদীর উপর যে-কোন বস্তুকে উপস্থাপিত ক'রে, তার সামনে নতজানু হ'য়ে ব'সে, এবং আরও পাঁচজনকে এ-রকম ভাবে বসাবার উচ্চ আশা নিয়ে যখন তিনি সেই বস্তুতে সুন্দরের অভিব্যক্তি জাগাবার চেষ্টা করতেন, সেই সময়ে কত কঠোর বাধাই না তাঁকে অতিক্রম ক'রতে হ'য়েছিল!...সুন্দর ছিল তাঁর মুখ,—তনুলতা! মুকুরে তাঁর মুখ দেখবার প্রয়োজন হ'তো না!...কিন্তু তাঁর মুখাকৃতির চেয়ে অনেক বেশী সুন্দর ছিল তাঁর দেহের হিল্লোল, গতি-ভঙ্গিমা!...কেশ-সজ্জার দিকে তাঁর আদৌ যত্ন ছিল না। অধরের পটে তিনি রঙের তুলি কখনো বুলাতেন না!...রুচি ছিল তাঁর প্রশংসনীয়!...সামান্য কখানি 'শাল'কে একস্থান থেকে অন্যস্থানে সরিয়ে তিনি একখানি ঘরকে অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত ক'রেছিলেন!

তরু-বক্ষে প্রীতি চুম্বন দিয়ে, তিনি আরক্তিম হ'য়ে উঠতেন। স্বামীর মুখে রুস্-সঙ্গীত শুনে, তার বাণী হৃদয়ঙ্গম ক'রতে না পারলেও, তিনি তার ছন্দ ও ধ্বনির মধ্যে পেতেন অসীম তৃপ্তি!

তিনি ছিলেন আমেরিকান্। কিন্তু, তবুও তিনি আমেরিকাকে ঘৃণা ক'রতেন। কখনো তিনি থাকতেন লণ্ডনে। সে-ও ক্রমে তাঁর ঘৃণার বস্তু হ'য়ে উঠলো! অ-সুন্দর বস্তুমাত্রই ছিল তাঁর কাছে পাপের আবিলতা মাখা!...

তিনি ব'লতেন, "যে-চৌদ্দ জন ধনীর দ্বারা আমেরিকা অনুশাসিত হচ্ছে, তারা সব পশু! সৌন্দর্য্যের অপমানকারী তারা!"

যে-ক্লাসিক নৃত্যের পুনঃপ্রচলন ক'রে, প্রথম যৌবনে তিনি হ'য়েছিলেন সমস্ত পৃথিবীর আদর্শস্থল,সেই নৃত্য-ই ইউরোপের মধ্যে তুলেছিল রূপ-রসানুভূতির অভিনব জাগরণ! তিনি চাইতেন, এই পৃথিবীর মধ্যে বাস ক'রবে শুধু সুন্দর পুরুষ এবং সুন্দরী নারী! এবং এজন্যে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা ক'রতেন। দেবতা এবং দেবীর আদর্শে মাতৃহারা শিশুদের সুন্দর ক'রে গ'ড়ে তুলবার জন্যে তিনি যে কেবল প্যারিসে, বার্লিনে এবং মস্কোতে শিক্ষা-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন তা নয়, তিনি চাইতেন সমগ্র মানুষ জাতিকে শিক্ষিত ক'রতে, এইজন্যে তিনি ছিলেন সাধারণ নৈতিক নিয়মাবলীর তীব্র বিরোধী! লণ্ডনে বাস করবার শেষ দিনে তিনি ব'লেছিলেন, "এমন কি কোন লক্ষপতি নেই, যাঁর অর্থ-সাহায্য নিয়ে আমি ছেলেদের সুন্দর ক'রে তৈরি ক'রতে পারি? তারা কি সবাই স্বার্থপর?"

কিন্তু হায়! অনেক প্রার্থনা সত্বেও, আর একটা শিক্ষা-মন্দির খুলবার জন্যে কারও কাছ থেকে তিনি সাহায্য পান নি!...তখন তিনি গেলেন লেনিনের কাছে। লেনিন্ ছিলেন রুশ-বিপ্লববাদীদের নেতা। এঁর কাছ থেকেই তিনি মস্কোতে একটা বাড়ী পান্! কিন্তু তাঁর বিদ্রোহী মন উক্ত বিপ্লববাদীদের সঙ্গে কলহের সূচনা ক'রলে। কাজেই তাঁকে তাঁর রুসদেশীয় স্বামী সার্জ্জ ইসিনিনের সঙ্গে বার্লিনে পালিয়ে আসতে হ'লো!

হতভাগ্য ইসিনিন্ ক্রমে মদ্যাসক্ত হ'য়ে প'ড়লো। এবং একদিন মাতাল অবস্থায় সে এক নাতিবৃহৎ পাথরের মূর্ত্তির দ্বারা আঘাত ক'রলে নিজের মাথায়। এই আঘাতই হ'লো তার মৃত্যুর কারণ!

ইজাডোরা যে-জিনিষটাই ধ'রতে গিয়েছিলেন, সেইটার-ই হয়েছিল করুণ পরিণতি! তাঁর একমাত্র অপরাধ ছিল—সুন্দরের প্রকাশের জন্যে তাঁর সেই অদম্য ইচ্ছা এবং জড়বাদ-অন্ধ জগতের মধ্যে গ্রীক্-শিক্ষা প্রচলনের একান্ত প্রবৃত্তি!...

কিছু দিন আগে পারিসের এক রঙ্গমঞ্চে তিনি নৃত্যের জন্যে গিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সে-নৃত্য হ'য়েছিল তাঁর একেবারে ব্যর্থ!...বন্ধুরা বললেন, "ইজাডোরা মোটা হ'য়ে গিয়ে থপ্ থপ্ ক'রছে!" যাই হোক, এর পর তিনি আর কখনো নাচেন নি! নিজের অবনতি নিজে লক্ষ্য করবার পূর্ব্বে তাঁর যে মৃত্যু হ'য়েছে, এও অনেকটা ভাল!...

———

চলচ্চিত্র অভিনয়ে কড়া চুক্তিপত্র

—:*:—

সম্প্রতি প্রকাশ যে, সুপ্রসিদ্ধা চলচ্চিত্রাভিনেত্রী ডরোথি গীস্ "অচলা অপ্সরা" নামক একটী বইয়ে নামবার সময়ে একটী বিশিষ্ট চুক্তি-পত্রে নাম স্বাক্ষর ক'রতে রাজী হননি! ওই চুক্তি-পত্রের সঙ্গে দৈহিক ওজন সম্বন্ধীয় এক সর্ত্তের সংযোগ ছিল। শ্রীমতী ওই সর্ত্তটীকে ঘৃণা করেন!…

চলচ্চিত্র-জগতে সকল অভিনেতাকেই এই প্রকারের সর্ত্ত মেনে চ'লতে হয়। কারণ,প্রতি শনিবারের পরিপুষ্ট পারিশ্রমিকের জন্যে তাঁরা এমনি সব সর্ত্ত মানতে বাধ্য!…অবশ্য, এই প্রকারের সর্ত্ত তাঁদের কাছে কোন দিনই প্রীতিকর নয়!…

আগে এ-রকম সর্ত্ত ছিল না। কিন্তু, ক্রমে যখন সিনেমার অধিকারীরা দেখলেন যে, অভিনেতৃরা আর আগেকার মত কর্ত্তব্যপরায়ণ নয়,—তাঁদের মধ্যে কেউ ঠিক সময়ে হাজির থাকেন না, কেউ বা রিহার্শালের সময়ে বিবাহ অথবা বিবাহ-বিচ্ছেদের কাজে নিযুক্ত থাকেন, কেউ বা মোটরে চ'ড়ে গতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, কেউ বা সখের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত দুর্ঘটনায় হাত পা ভেঙে হাঁসপাতালের সাহায্য নেন, তখন তাঁরা (অধিকারীরা) চুক্তিপত্রের মধ্যে এই প্রকারের সর্ত্ত সংযুক্ত না ক'রে থাকতে পারলেন না!…এবং তদনুসারে দৈহিক শক্তিসম্পন্ন অভিনেতারা সখের কোন দুঃসাহসিক কাজ করবার সুযোগ পান না!…আর সেইজন্যেই টম্ মিক্স আর 'বাক্' জোনস্ আজও পর্য্যন্ত—সিনেমার কাজ ছাড়া বাহিরের অন্য যে কোন প্রয়োজনেই হোক না কেন, ঘোড়ায় চড়তে পান না!…তরুণ উদীয়মান নট রেজিনাল্ড ডেনী, তাঁর সখ থাকলেও, মোটরে কিম্বা খ-পোতে দৌড় দিতে পারেন না!—শ্রীমতী সালি ম্যাসন সুবিধে পেলেই রেসিং মোটরে চ'ড়ে ঘুরতে বড় ভালবাসেন। কিন্তু তাঁর চুক্তির সর্ত্ত অনুযায়ী,—চলচ্চিত্র তোলবার সময়টুকু ছাড়া, অন্য কোনও অবসর-মুহূর্ত্তেই তিনি মোটরে উঠবার সৌভাগ্য পান না!…সর্ত্ত অনুসারে 'সহস্রানন' লন্ চানি—চলচ্চিত্রে অভিব্যক্ত তাঁর মুখের যে কোন 'ফটো' সাধারণের সামনে বার করতে পান্ না, যে পর্য্যন্ত না উক্ত বইখানি বাজারে প্রকাশিত হয়!…

শ্রীমতী লিটা নাল্ডি হচ্ছেন বিরাট বপু। তাঁর দেহের ওজন হচ্ছে ১৩০ পাউণ্ড। তাঁর সর্ত্ত বলে যে, তিনি ১৩০ পাউণ্ডের বেশী উঠবেন না! কাজেই, তাঁকে তাঁর এক চক্ষু দাড়িপাল্লার দিকে, আর এক চক্ষু তাঁর চুক্তিপত্রের দিকে আকৃষ্ট ক'রে রাখতে হ'য়েছে!…সর্ত্ত অনুসারে গ্লোরিয়া সোয়ানসনকে হ'তে হবে সুক্ষ্মকায়া! তাই, যাতে না দেহে মাংস বাড়ে সেদিকে তাঁর দৃষ্টি বিশেষ ভাবে নিবদ্ধ!…অপরদিকে, চুক্তির যুক্তি অনুক্রমে মিঃ ওয়াটার হিয়ার্স রাতদিন খাবার ওড়াচ্ছেন!…তাঁর সর্ত্ত বলে, "রোগাটী হ'য়ো না!" অনেক অভিনেত্রী চুক্তি অনুযায়ী তাঁদের মাথার চুল কোঁকড়াতে পারেন না!—শ্রীমতী জোবিনা র‍্যালস্টনের কাছে কিন্তু এ প্রকারের চুক্তি স্থান পায় না!…কারণ, যতদিন পর্য্যন্ত তিনি মিঃ হারল্ড লয়েডের বিজয়িনী নারী, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁর মাথায় থাকবে 'চারুচিকণ-ঘন-কুঞ্চিত কেশদাম'!

শ্রীভাঃ

আধুনিক জার্ম্মান নাট্য-সাহিত্য

(শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়)

:—:

যুগরুচিকে মেনে চল'তে গিয়ে আজকের জার্ম্মান নাটক ক্রমে ক্রমে ক্রিয়াশীল নাটকে (drama of action) পরিণত হ'য়ে পড়ছে। বর্ত্তমান জার্ম্মানীর নরনারী নাটকের মধ্যে উত্তেজনা চায়, তাদের মনোবৃত্তিগুলোকে ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত দিয়ে সজাগ করতে চায়,—নাটকে একটা উদ্দামতা, প্রচণ্ডতা, ইন্দ্রিয়ভোগ্য জোরালো কল্পনাদি থাকা দরকার মনে করে। কাজেই আজকের জার্ম্মান নাটকের দুটো প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, প্রথম তার নাটকীয় ক্রিয়া (action) খুব দ্রুত ও সরল; দ্বিতীয় তার আখ্যানবস্তু বেশ সহজ সরল সলীলগতিবিশিষ্ট। আধুনিক নাট্যকাররা এটা বেশ বুঝতে পেরেছেন যে, তাঁদের প্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে জার্ম্মান নরনারীকে আবার রঙ্গমঞ্চের দিকে ফিরিয়ে আনা। কেননা গত মহাযুদ্ধের আগের সময় থেকে জার্ম্মান-সুধী-সম্প্রদায় সংখ্যায় ঢের বেশী কম। বর্ত্তমান জার্ম্মানী নাট্য-প্রতিভায় সম্পদশালী; সম্ভবতঃ পূর্ব্ব যুগে নাট্যসাহিত্যে কদাচ এমন পূর্ণবিকাশ দেখা গিয়েছে। আধুনিক নাট্য-কলা মাত্র সাহিত্যিক ফসল উৎপাদনের গণ্ডী কাটিয়ে ফেলে এগিয়ে চলেছে সত্যের দিকে, আজকের দিনের জীবন্ত গতিশীল জগতের উন্মত্ত উদ্দামতার দিকে। সে বর্ত্তমানের সঙ্গে সুর মিলিয়ে নিজের বীণার তন্ত্রী বাঁধতে চায়।

আগেকার সেই মাক্সবাদ প্রভৃতি দার্শনিক তথ্যপূর্ণ নাটকের যুগ থেকে আধুনিক নাটকের যুগে আসবার যে সেতু, তার উপর দাঁড়িয়ে আছেন Barlach, Hasenclever, Jost, Werfel, Karnfeld, Weissmantel, Fritz Von Unruh প্রভৃতি বিশিষ্ট নাট্যকারগণ।

The Religious School—

রূপশিল্পী Barlach নাট্যরচনা করেন ঈশ্বর সম্বন্ধে নিত্যনব গল্প সৃষ্টি ক'রে;—তিনি বিশ্বপতির বিষাদগাথাই গেয়ে চলেছেন, যে বিশ্বপতিকে প্রত্যেক স্বতন্ত্র মানুষ নিজের বৈশিষ্ট্য, নিজের ধ্যান-ধারণা, করণকারণ দিয়ে

নিজের মত ক'রে স্বতন্ত্রভাবে গ'ড়ে তোলে। রহস্তশিল্পী Barlach আমাদের জগৎস্রষ্টাকে রোজ রোজ নতুন রূপ দিচ্ছেন—এইখানেই তাঁর নাট্যরচনার বড় সার্থকতা!

Barlachএর অনুবর্ত্তী হচ্ছেন Les Weissmantel ও Dietzenschmidt—এঁরা দুজনেই খুব উৎসাহের সহিত সমস্যাগুলির সমাধান করবার জন্যে বিশেষভাবে চেষ্টা করছেন; অবশ্য Barlachএর মত চিন্তার গভীরতা এঁদের নেই!

The Intellectualists—

Fritz von Unruh তাঁর প্রথমকার নাটকগুলিতে উদ্দামগতিশীল সংলাপের (dialogue) ভিতর দিয়ে পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন চরিত্রকে জীবন্তভাবে ফুটিয়ে তুলে অসামান্য নাট্যপ্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি গত মহাসমরের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হ'য়ে "Geschlecht" ও "Platz" নামে যে দু'খানা নাট্যগ্রন্থ রচনা করলেন, তাতে বিশেষভাবে ফুটে উঠল ভাবের খেলার জন্যে একটা সুস্পষ্টভাবে জাগ্রৎ ইচ্ছা! কিন্তু এতে তিনি কৃতকার্য্য হ'তে পারলেন না; তাঁর উদ্দেশ্যের অস্পষ্টতা শতগুণে বর্দ্ধিত হ'ল তাঁর আলঙ্কারিক লিখনভঙ্গীতে। এই ব্যর্থতার পরেই তিনি পুনরায় নিজের পুরাতন সুরক্ষিত দুর্গে ফিরে গেলেন। তাঁর সর্ব্বপরবর্ত্তী নাটক "Bonaparte"তে তিনি প্রভাবশালী উচ্চকলাসম্মত নাট্যরচনা করবার ক্ষমতার নিদর্শন দেখিয়েছেন। তাঁর এই নাটকখানায় প্রাঞ্জলতা ও সুস্পষ্টতা সব-চেয়ে বেশী পরিমাণে বিদ্যমান; সঙ্গে সঙ্গে এতে এমন একটা পূর্ণতেজ, এমন একটা মধুর গীতি ছন্দের সন্ধান পাওয়া যায়, যা জার্ম্মান কবি সিলারকে স্মরণ করিয়া দেয়।

অতি-আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান ভাবরাজ্যের নাট্যকার Gorge Kaiser হচ্ছেন এক প্রহেলিকা! অবশ্য রহস্যময় অস্পষ্টতা তাঁর নাট্যরচনার বিশেষত্ব নয়;—বরং সম্পূর্ণ বিপরীত। কি গঠন-পরিপাট্য, কি ভাষা সম্পদে তাঁর প্রত্যেকটি নাটক স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল, অথচ তাঁর সমস্ত নাট্যরচনাকে সমগ্র ভাবে দেখলে তার ভিতর দিয়ে নাট্যকারেরই একটা অস্পষ্ট প্রতিমূর্ত্তি চোখের সামনে ভেসে ওঠে!

The Younger School—

জার্ম্মান নাট্যকারদের নবীন দলের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হচ্ছেন Burt Brecht Arnold Bronnen.

Bert Brechtএর চরিত্র চিত্রন করবার এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে; সচরাচর যে-সব স্ত্রী, পুরুষ চারিদিকে দেখতে পাওয়া যায়, তাদেরই তিনি আমাদের চোখের সামনে ধরেন ভিতর দিয়ে টেনে নিয়ে যান, যা দর্শককে রোমাঞ্চিত ক'রে "Trommein in der Nacht", "Im Dickicht" ও "Baal" হচ্ছে তাঁর প্রণীত গ্রন্থাবলীর মধ্যে সব-চেয়ে নামজাদা।

Arnold Bronnenএর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তাঁর আখ্যানবস্তু যথোপযুক্ত সন্নিবেশ করবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ও সতেজ লিখনভঙ্গী। তাঁর সংলাপ সংযোগের করণ কারণ (treatment of the dialogue), নাট্যপীঠের শিল্পতন্ত্রের (technique) পর অসামান্য দখল, লোমহর্ষণ দৃশ্য অবতারণার কৌশল ও সঙ্গে সঙ্গে সংক্ষিপ্ত ভাষায় প্রকাশভঙ্গী—সব মিলে তাঁকে আধুনিক জার্ম্মান নাটকের সব-চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রকৃতিনির্দ্দেশক ক'রে তুলেছে। তাঁর রচনার মধ্যে "Vatermord", "Anarchie in Sillian", "Reparation, "Ostpolzug" ও "Excezze" বইগুলোই প্রধান!

The Modernists—

এই-সব গ্রন্থকার ছাড়া আর একটা উচ্চশক্তিসম্পন্ন দল আছে, যাঁদের লক্ষ্য হচ্ছে আধুনিক নাটকের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করা। এঁদের মধ্যে সব-চেয়ে নামজাদা হচ্ছেন Wolfgang Gotz; তাঁর "Neidhardt von Gneissenan" হচ্ছে অতি-আধুনিক যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জার্ম্মান নাটক। অতি-আধুনিক জার্ম্মান নাটকের প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, এর নাট্যকারেরা বড় বড় লোকের জীবনী অবলম্বন ক'রে নাটকের প্রধান চরিত্র-গুলোকে আঁকেন আর নাটকের আখ্যানবস্তুও এক একটা ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে। এর থেকে বোধ হয় যে বর্ত্তমান যুগ অমানুষিক শক্তিশালী নেতা খুঁজছে! নাট্যকারেরা অতীতের দৃশ্যাবলীর ভিতর দিয়ে বর্ত্তমানকেই ইঙ্গিত করছেন এবং অতীত ঐতিহাসিক

ঘটনার সঙ্গে সাদৃশ্য দেখিয়ে বর্ত্তমানে কি থেকে কি হবে তাও ভবিষ্যৎবাণী ক'রে যাচ্ছেন। এইভাবে তাঁরা নাট্য-জগতে রাজনীতির যতখানি স্থান হ'তে পারে তা ক'রে দিচ্ছেন;—তাকে সাধ্যমত পুষ্ট ক'রে ও গ'ড়ে তুলছেন। এইটাই প্রয়োজনীয়, কেননা সত্যকারের কোন নাটক কখনো রাজনীতি বর্জ্জিত হ'তে পারে না! হবার প্রয়োজনও নেই; কবিই চিরকাল বাস্তব বর্ত্তমানকে ছাড়িয়ে নিজ কল্পনায় ভবিষ্যৎ দেখেন ও সকলকে দেখান।

"ব্যক্তিত্বের প্রাধান্য প্রয়োজনীয়."—এইটেই হচ্ছে অতি-আধুনিক জার্ম্মান নাটকের সব-চেয়ে বড় বাণী; অন্ততঃ Wolfgang Gotz-এর "Neidhardt von Gneisenan," Newmann এর "Der Patriot," Unruha "Bonaparte" থেকে এই কথাটাই পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। এর কারণ খুঁজলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, ইতিহাস বহুবার প্রমাণিত ক'রে দিয়েছে লৌকিক-জীবনে ও কলাসাধনার জন্যে ব্যক্তিত্ব প্রকৃষ্টভাবে প্রয়োজনীয়।

সবশেষে অবশ্য এ কথাটা বলা দরকার যে, আধুনিক জার্ম্মান নাটক সত্য সত্যই রঙ্গপীঠ ও অভিনয়ের আদর্শ (Standard) উঁচু ক'রে তোলবার বিশেষ চেষ্টা করছে, আর কতকটা কৃতকার্য্যও হয়েছে। বর্ত্তমানের নাট্যকারেরা রঙ্গালয়কে এমন ক'রে তুলতে চান যে, বয়স্ক লোকেরা তাঁদের উদ্যম উৎসাহ, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত এর জন্যে উৎসর্গ করবেন! এবং এই জার্ম্মান নাট্য-সাহিত্য সাধারণের কাছে উচ্চকলাসঙ্গত ভাবে বিশ্লেষিত ও ব্যাখ্যাত হচ্ছে, শিক্ষিত শক্তিসম্পন্ন অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সম্মিলিত চেষ্টা ও শক্তি দ্বারা আশ্চর্য্য ভাবে পরিচালিত অপরূপ দৃশ্যপটবিশিষ্ট আধুনিক রঙ্গপীঠের উপরে!

—

চিঠিপত্র

মাননীয় "নাচঘর" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

গত ২২শে নবেম্বর তারিখের "ফরওয়ার্ডে" শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রেরিত পত্রে জানিতে পারিলাম যে, শ্রদ্ধেয় সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ভাদুড়ী এম, এ মহাশয়ের নশ্বর দেহের স্থায়িত্ব বিষয়ে যে জনরব রটিয়াছিল তাহা মিথ্যা! ঐ পত্রে আরও লিখিত হইয়াছে যে যখন "নাট্যমন্দিরে" "সাজাহান" অভিনয়ের আসন্নকাল তখন ঐরূপ একটা অহেতুক মিথ্যা জনরব রটা, বিস্ময়জনক! ব্যাপারটা কিন্তু আসলে ওরূপ নহে—কোন স্বার্থান্ধ লোক ওরূপ কিছুই করে নাই। ব্যাপারটা হইয়াছিল এই যে, শিশিরবাবুর কোন এক নিকট-বন্ধুর নিকট একটি যুবক নাট্যমন্দিরে শিশিরবাবুর অভিনয় দেখিবার জন্য একটি পাশ চায়। তিনি দিতে অক্ষম হইয়া হাসিতে হাসিতে ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন—"ওহে, পাশ নিয়ে আর কি কোর্‌বে—শুন্‌লুম কাল রাত্রে শিশিরবাবু হঠাৎ 'কলিক পেন' চানাইয়া মারা গিয়েছেন।" এই নিদারুণ বাক্যটি ঠাট্টার ছলে বলা হইলেও, যুবকটি উহা ধরিতে পারে নাই। মুহূর্ত্তের মধ্যে সে ওখান হইতে সরিয়া পড়িয়া ঐ কথা বন্ধু-বান্ধবদের নিকট প্রকাশ করে। তাহাদের মধ্যে অনেকেরই মধ্যে শিশিরবাবুর অভিনয় কলা নূতন দ্যোতনা আনিয়াছিল। তাহারা তখনই এই সংবাদের সত্যতা নিরূপণের জন্য ফোনে "নাট্যমন্দির"কে উদ্‌ব্যস্ত করিতে থাকে। যাহা হউক সংক্ষেপে ঘটনাটি এই। আমাদের মধ্যে এখনও এই সংস্কার প্রচলিত আছে যে, কোন লোকের আয়ু সম্বন্ধে মিথ্যা জনরব রটিলে, তাঁহার আয়ু বৃদ্ধিই পাইয়া থাকে। সুতরাং শিশির বাবু আরও দীর্ঘকাল নাট্য-ভারতীর সেবা করিয়া বাঁচিয়া থাকুন, ভগবানের নিকট এই আমাদের প্রার্থনা।

আশা করি এই চিঠিখানি আপনাদের বিখ্যাত পত্রে পত্রস্থ করিয়া নাট্যানুরাগী সুধীবৃন্দের মিথ্যা ধারণা দূর করিবেন। ইতি*

বিনীত—

শ্রীবিভাসচন্দ্র রায়চৌধুরী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

—

* পত্রলেখক মহাশয়ের অনুমান কতখানি সঙ্গত তা না জেনেও আমরা পত্রখানি প্রকাশ করলুম। না: স:

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্তৃক মুদ্রিত ও ১১নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৪র্থ বর্ষ
২৫শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

১৬ই অগ্রহায়ণ
১৩৩৪

নাট্য-জগৎ

—:*:—

হ্যাঁ, এই তো চাই! প্রতিযোগিতা, ঘাত প্রতিঘাতই হচ্ছে জীবনের লক্ষণ! এতদ্দিন সহরের রঙ্গালয়গুলি বদ্ধ জলাশয়ের মতই নিথর হয়ে ছিল, "আলমগীর" খুলে ষ্টার তার মধ্যে আবার চাঞ্চল্যের সঞ্চার করেছেন।

*

"আলমগীর" খুলে "ষ্টার" কতখানি সফল হয়েছেন, বারান্তরে সে পরিচয় দেবার চেষ্টা করা যাবে। কিন্তু অপাততঃ, "আলমগীর" অভিনয়ের আয়োজন ক'রে "ষ্টার যে নাট্যরসিকদের নীইয়ে-পড়া মনকে আবার উত্তেজনায় বিচিত্র ক'রে তুলতে পেরেছেন, সে কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি।

*

কিন্তু এর মধ্যে বোধ হয় একটা আক্ষেপের কথাও আছে। পত্রান্তরে প্রকাশ, "ষ্টার" নাকি এক বৎসরের জন্যে "আলমগীরের" অভিনয়-স্বত্ব ক্রয় করেছেন। অর্থাৎ "ষ্টার" ছাড়া আর কেউ এক বৎসরের মধ্যে "আলমগীরে"র অভিনয় করতে পারবেন না।



"শঙ্করাচার্য" চিত্রনাট্যে রাণীর ভূমিকায়—শ্রীমতী সুকৃতি দেবী

অভিনয়ের সমান সুযোগ দেওয়া উচিত। কেননা, সকলে তাহ'লে দুই রঙ্গালয়ের অভিনয় পাশাপাশি মিলিয়ে যথার্থ সুবিচার করতে পারতেন।

*

প্রতিযোগিতায় অভিনীত হ'লে "নাট্যমন্দিরে"র অভিনয় যে আরো উচ্চস্তরে উঠবে, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই। অন্ততঃ "জনা"র অভিনয়ের সময়েই সে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল।... ... ... কিন্তু সে কথা এখন থাক্।

*

"ষ্টার" প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছেন, অথচ প্রতিযোগিতাকে ভয় করেন কি? নইলে যে-নাটককে একমাত্র শিশিরকুমারই বিখ্যাত করেছেন সেই নাটকই তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হ'ল কেন? এর একমাত্র কারণ হ'তে পারে, ভয়!... ... কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, "ষ্টার" এমন শিশুর মতন দশের কাছে কখনোই নিজেদের ভীরুতার প্রমাণ দেবেন না। খুব সম্ভব, "আলমগীরে"র অভিনয় স্বত্ব ক্রয় করা হয়নি এবং পত্রান্তরে যে গুজব প্রচারিত হয়েছে, তা মিথ্যা।

*

কথা যদি সত্য হয়, তাহ'লে একে তো ঠিক প্রতিযোগিতা বলতে পারব না! কারণ প্রতিযোগিতা কখনো একতরফা হয় না। "নাট্যমন্দিরে"র সঙ্গে যদি "ষ্টার" প্রতিযোগিতাই করতে চান, তাহ'লে "নাট্যমন্দির"কেও ঐ নাটক

*

"ষ্টারে" অভিনীত "আলমগীর" সম্বন্ধে দু-রকম মতই শুনছি—ভালো এবং মন্দ। কিন্তু লোকের কথা বিনা-বিচারে কোনদিনই আমরা মানিনি। স্বচক্ষে

সম্পূর্ণ অভিনয় দেখে বারান্তরে আমাদের মতামত প্রকাশ করব,—অবশ্য অধিকতর শক্তিশালী কেউ যদি সে ভার না নেন।

*

তবে পারিবারিক কারণের জন্যে মাঝখান থেকে উঠে আসতে বাধ্য হ'লেও, শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর "আলমগীর" যতটুকু দেখেছি তার উপরই নির্ভর ক'রে এইটুকু বলতে পারি যে, অহীন্দ্রবাবু শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

*

আমরা শিশিরবাবুর সঙ্গে অহীন্দ্রবাবুর তুলনা করতে রাজি নই। বর্ত্তমান যুগে তুলনামূলক সমালোচনা বিড়ম্বনা মাত্র।

*

অহীন্দ্রবাবু "আলমগীরে"র ভূমিকায় অঙ্গসজ্জা করেছিলেন চমৎকার। ঔরংজীবের যে ঐতিহাসিক চিত্র "ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল" প্রভৃতি স্থানে দেখেছি, তার সঙ্গে অহীন্দ্রবাবুর অঙ্গসজ্জা চমৎকার মিলে যায়। তার উপরে অহীন্দ্রবাবুর অভিনয়ে ইসলাম-ধর্ম্মে একনিষ্ঠ, বিলাসিতার একান্ত বিরোধী, আত্মনির্ভরতায় অতুলনীয় সম্রাট আলমগীরের ঠিক ঐতিহাসিক মূর্ত্তি যে ফুটে উঠেছে তাও অস্বীকার করবার যো নেই।

*

এবং শিশিরকুমারকে বাদ দিলে একথাও বলতে পারি, "আলমগীরে"র ভূমিকায় অহীন্দ্রবাবু যে অভিনয় করেছেন, তা আধুনিক রঙ্গালয়ের আর কোন নটের দ্বারা সম্ভব হ'ত কিনা, সন্দেহ! পরন্তু, অহীন্দ্রবাবুর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুখ্যাতির কথা এই যে, তিনি হাততালি পাবার লোভে, ভ্রমক্রমেও কোথাও তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী বিখ্যাত প্রতিভার অনুকরণ করেননি। তিনি নূতন কিছু দেখাতে চেয়েছেন। এবং তাতে সক্ষম হয়েছেন কিনা, সম্পূর্ণ অভিনয় দেখে তা প্রকাশ ক'রে বলব।

*

গেলবারে "সাজাহান" নাটকের অনাবশ্যক বাহুল্য দোষ নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলুম। শুনে সুখী হলুম যে, দ্বিতীয় অভিনয়-রাত্রে শিশির-কুমারের বিখ্যাত কাঁচির গুণে "সাজাহান" সম্পূর্ণ অভিনব মূর্ত্তিতে দর্শকদের সামনে আত্মপ্রকাশ করবে!

*

"সাজাহানে"র বাহুল্য দোষের জন্যে আমরা অমর কবি দ্বিজেন্দ্রলালকে দোষ দিতে পারি না। কারণ সেটা হচ্ছে যুগধর্ম্ম। লোকের মন এখন বদ্‌লেছে ব'লেই "সাজাহানে"রও পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন দরকার। সেক্সপিয়ারকেও অনেকদিন থেকেই কাঁচির ঘা সইতে হয়েছে। সুতরাং বর্ত্তমান যুগের মুখ চেয়ে কাঁচি ব্যবহার করলেও দ্বিজেন্দ্রলালের সম্মান তাতে কিছুমাত্র আহত হবে না।

*

শুনলুম, শিশিরকুমার ইচ্ছা ক'রেই "সাজাহানে"র মধ্যে আধুনিক যুগের উপযোগী উচিতমত পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করেন নি। কারণ ঠিক এই কারণেই "জনা অভিনয়ের সময় গিরিশচন্দ্রের অনেক অতি ভক্ত আকাশভেদী কোলাহল ক'রেছিলেন। সেকালের নাটক প্রায়-অবিকৃত আকারে অভিনয় করলে একালের দর্শকদের অবস্থা কতটা শোচনীয় হয়, শিশিরকুমার নাকি সেইটেই হাতে-নাতে দেখিয়ে দিতে চেয়েছিলেন! (অন্ততঃ শিশিরকুমারের কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু আমাদের কাছে এই কথা বলেছেন)।

*

অন্যান্য রঙ্গালয়েও "সাজাহান" প্রায় অবিকৃতভাবে অভিনীত হয়। কিন্তু সেজন্যে তো দর্শকরা বিরক্তি প্রকাশ করে না! এর কারণ কি? এর কারণ আর কিছু নয়, লোকে "নাট্যমন্দির"কেও অন্যান্য রঙ্গালয়ের সঙ্গে সমান চোখে দেখে না। জনসাধারণ জানে, "নাট্যমন্দির" হচ্ছে বর্ত্তমান যুগের প্রতীক! সেখানেও মান্ধাতার অত্যাচার সকলের পক্ষে অসহনীয়।

*

বাংলার নাট্য-রাজ্যে সর্ব্বপ্রথমে 'তরুণের জয়-গাথা' গেয়েছেন, শিশিরকুমার! এ-বিষয়ে কি মতদ্বৈধ আছে? তিনি যদি বর্ত্তমানের অগ্রদূত না হতেন, আজ তাহলে অতীতের শক্তিহীন অনুকারীদেরই (অথবা গর্দ্দভদের) ব্যর্থ 'সিংহ'-নাদে আমাদের কর্ণ বধির হয়ে যেত!

*

আজ শিশিরকুমারের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে এমন অনেক নট বাংলার বহু-নিন্দিত রঙ্গালয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন, যাঁরা অবহেলার যোগ্য নন।—কিন্তু তাঁদের অধিকাংশেরই মধ্যে শিশিরকুমারের আবৃত্তি ও অভিনয়ের ভঙ্গী স্পষ্টই প্রকাশ পায়। অথচ তাঁরাই নিজেদের শিশিরকুমারের যোগ্য প্রতিদ্বন্দী ভেবে লম্ফ-ঝম্প করেন! এইটুকুই হাস্যকর।

*

"আত্মশক্তি"তে নাট্য-সমালোচনা করেন কে? আমরা তাঁকে অভিবাদন করছি। হয়তো অনেক সময়ে তাঁর মতের সঙ্গে আমাদের মত মেলে না। কিন্তু তাহ'লেও এটুকু বেশ দেখতে পাই যে, তিনি সর্ব্বদাই অকপট ভাবে সত্য কথা বলবার চেষ্টা করেন - বাংলাদেশে যা দিনের তারার মতই দুর্লভ! তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টি আছে। তাঁর বিচারশক্তি এবং নিজের মতকে কোনরকম লোকভুলানো কৃত্রিম আবরণ না দিয়ে প্রকাশ করবার ক্ষমতা আছে। আমাদের কাছে তিনি যদি (অন্ততঃ গোপনে!) তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করেন, তাহ'লে আমরা যার-পর-নাই আনন্দিত হব।

*

"নাট্যমন্দির" সংপ্রতি বর্দ্ধমানে চারদিনের জন্যে অভিনয় করতে আহূত হয়েছিলেন। সেখানে "আলমগীর", "সীতা", "নর-নারায়ণ", "সধবার একাদশী" ও "রাধাকৃষ্ণ" প্রভৃতির অভিনয় হয়ে গেছে।

*

"ষ্টার" আসছে কাল "মগের মুলুক" খুলবেন। আমরা এই নূতন নাটকের সফলতা কামনা করি।

*

প্রাচীর-পত্রে ছোট-বড়, নগণ্য এবং অগ্রগণ্য সকল নট-নটীরই নাম জাহির করা হয় ব'লে "স্পোর্টস এণ্ড থিয়েটার" কলিকাতার কোন বিশেষ রঙ্গালয়ের উপরে ব্যঙ্গ-বাণ প্রয়োগ করেছেন।

*

কিন্তু আমাদের মতে, একমাত্র "মিনার্ভা" ছাড়া সহরের আর সমস্ত রঙ্গালয়ই বোধ হয় ঐ দোষে বিশেষ ভাবে দোষী। আমরাও এ বালকতার সমর্থন করি না। অল্প যে-কয়েকজন নট-নটীকে দেখবার জন্যে জনসাধারণ আগ্রহ প্রকাশ করে, প্রাচীরপত্রে কেবলমাত্র তাঁদেরই নাম দর্শকের দৃষ্টিকে পীড়িত করে না।

*

বারংবার চোখের সামনে বাজে লোকের নাম বাজালেই দর্শকরা যে চমৎকৃত হবে, এ কথা যাঁরা মনে করেন আমরা তাঁদের বুদ্ধির তারিফ করতে পারলুম না। "সুধু নামে কি করে"?—আর কিছু না করুক, ছাপাই খরচ বাড়ে এবং প্রুফ-রিডারের চক্ষু অধিকতর ভারাক্রান্ত হয়। কেন এ বালাই?

*

ইণ্ডিয়ান ব্রড-কাষ্টিং কোম্পানী নাকি শীঘ্রই নাট্যমন্দির সম্প্রদায়ের দ্বারা বেতারে "বসন্তলীলা" গীতাভিনয়ের ব্যবস্থা করবেন।

*

শোনা যাচ্ছে, অমৃতলাল তাঁর "যাজ্ঞসেনী"কে আপাততঃ শিকায় তুলে রেখে "মিনার্ভা"র জন্যে একখানি নূতন প্রহসন রচনায় নিযুক্ত আছেন।

"মিনার্ভা"য় নাকি "যাজ্ঞসেনী" অভিনয় করবার মত উপযোগী লোকের একান্ত অভাব! শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় কি বলেন?

*

বোলপুরের ছাত্র ও ছাত্রীরা কলিকাতার ঠাকুরবাড়ীতে শীঘ্রই রবীন্দ্রনাথের "নটরাজ" অভিনয়ের আয়োজন করবেন,—অন্ততঃ এইরকম কথা হচ্ছে বটে।

*

গত চব্বিশে নভেম্বর তারিখে কলিকাতার মনোমোহন রঙ্গালয়ে "বেঙ্গল মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউসনে"র ছাত্র ও অধ্যাপকগণের দ্বারা "ব্রহ্মচর্য্য" নাটকের অভিনয় হয়ে গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে শুনলুম, অভিনয় হয়েছিল প্রশংসাযোগ্য।

*

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় নীশ, প্যারিস, লণ্ডন, অক্সফোর্ড, বার্মিংহাম, এডিনবার্গ ও ভিয়েনায় ভারতীয় সঙ্গীতের মহিমা কীর্ত্তন ক'রে সংপ্রতি স্বদেশে ফিরে এসেছেন। অধঃপতিত ভারতীয় সঙ্গীতের উন্নতির জন্যে দিলীপকুমার যে প্রাণপণ চেষ্টা ও পরিশ্রম করছেন, তাতে তাঁকে প্রশংসা করবার মত ভাষা আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। দেশ তাঁকে চিরদিন মনে রাখবে। বাংলা-মায়ের এই সোনার ছেলে একশো বছর পরমায়ু নিয়ে বেঁচে থাকুন, এই কামনা।

*

"ইণ্ডিয়ান কিনেমা আর্টস" "শঙ্করাচার্য্য" নামে যে নূতন ছবিখানি তুলেছেন, গেল হপ্তায় "ক্রাউন সিনেমা"য় আমরা তা দেখে এসেছি। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী (প্রধান ভূমিকায়), শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ পাল (হাঁদু বাবু), শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দে, শ্রীযুক্ত অহীন্দ্রলাল চৌধুরী শ্রীমতী শশিমুখী, ও শ্রীমতী নিভাননী প্রভৃতি রঙ্গালয়েরঅনেক নাম-করা নট-নটী এই চিত্র-নাট্যে অভিনয় করেছেন।

*

আমরা আগেই অনেকবার বলেছি যে, চিত্রনাট্যক্ষেত্রে বাঙালী নট-নটী, প্রয়োগকর্ত্তা, নাট্যরচয়িতা ও আলোক-চিত্রকরগণ এখনো প্রথম শিক্ষার্থীর মত। অনেক অভাব, বাধা ও অনভিজ্ঞতার ভিতরে তাঁদের কাজ করতে হয়। সুতরাং তাঁদের কাছ থেকে এখনি বিলাতী ছবির মতন নিখুঁৎ ছবি পেলুম না ব'লে নিন্দা করলে অন্যায় করা হবে। আর্টের এই নতুন বিভাগটি অনাদরে অবহেলায় যাতে দেশ থেকে লুপ্ত না হয়ে যায়, সকলেরই এখন সেই চেষ্টাই করা উচিত।

*

"জয়দেব" যখন জনপ্রিয় হয়েছে, "শঙ্করাচার্য্য"ই বা হবে না কেন? কারণ "জয়দেবে"র চেয়ে "শঙ্করাচার্য্য" হয়েছে অধিকতর চিত্তোত্তেজক। দোষ-ত্রুটি থাকলেও "শঙ্করাচার্য্য" দেখে বাঙালী দর্শকরা যে খুসি হবেন, এটা অনায়াসেই বলতে পারি। "শঙ্করাচার্য্যে"র কয়েকটি দৃশ্য বাস্তবিকই জমকালো, সুন্দর ও উপভোগ্য হয়েছে—যেমন, শঙ্কর-শিষ্যের গঙ্গাবক্ষে পদব্রজে ভ্রমণ, মায়া-সাগরের মধ্যে অকস্মাৎ পথের সৃষ্টি, ঝরণার খেলা, মহা-শ্মশান, অগ্নি-আক্রমণে কাপালিক সংহার, মণ্ডন মিশ্রের প্রাসাদ ও শূন্যপথে শঙ্করের মাতৃগৃহে গমন প্রভৃতি।

*

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী "নিউ মনোমোহন থিয়েটার" নিয়ে আবার চট্টগ্রামে গিয়েছেন। সেখানে "সীতা" নাটকে রামচন্দ্রের ভূমিকায় নেমে তিনি নাকি স্থানীয় সাংবাদিক-মহলে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছেন। আর একটা গুজব শুনছি। কলিকাতায় এসে নির্ম্মলবাবু আবার "ষ্টারে" যোগদান করবেন। সত্য?

*

"ষ্টারে" "আলমগীর" অভিনয়ের ফলে আর কারুর কোন উপকার হোক্ বা নাইই হোক্, শিকে ছিঁড়েছে কিন্তু একজনের ভাগ্যে। তিনি হচ্ছেন শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বসু। সু-অভিনেতা হয়েও এতদিন তিনি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হচ্ছিলেন, স্রোতের শৈবালের মত। আশা করি "ষ্টারে"র সঙ্গে তাঁর এবারকার বন্দোবস্ত অস্থায়ী নয়।

*

কোন সহযোগী নট-নটীদের বার্দ্ধক্যের সম্বলের জন্যে রঙ্গালয়ের কর্ত্তাদের কাছে "প্রভিডেন্ট ফণ্ড" খুলবার প্রস্তাব করেছেন। সাধু প্রস্তাব! বার্দ্ধক্যের জন্যে রঙ্গালয় ত্যাগ করবার পর অনেক নট-নটীর অবস্থা এমন অসহায় হয় যে তা আর প্রকাশ ক'রে বলবার নয়। জীবনের উজ্জ্বল অংশ সাধারণের নিকটে আনন্দ নিবেদন ক'রে যখন যথার্থই তাঁরা অন্ধকারের নিষ্ঠুর আক্রমণ সহ্য করতে বাধ্য হন, তখন আর কেউ তাঁদের দিকে ফিরেও তাকায় না। এ নির্দ্দয়তা, এমন অমানুষিক হৃদয়হীনতা দূর করবার সময় এসেছে।

গান

—:•:—

জ্বালো জ্বালো প্রদীপ জ্বালো,
বেলা-শেষে থাকতে আলো ;
দুঃখ আমায় যাবে ভুলে
পরম সুখের উপকূলে ;
দেখবো আলোয় মিলায় কালো !
জ্বালো সোনার প্রদীপ জ্বালো !

চাঁদ-লুকানো মেঘের ছায়ায়—
গোপন মায়ায় গো !
কিরণ-বাঁশী নিয়ে কে যায়—
বাজাতে চায় গো !
হৃদয়-বীথির আশেপাশে
আঁধার-ভরা স্বপন আসে,—
ওগো অধর ! আজ আকাশে
ঢালো জ্যোতির ঝরণা ঢালো,—
তিমির-দীপে দেখাও আলো !

শ্রীরাসবিহারী মল্লিক

চিত্রনাটের রূপকথা

—:•:—

ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কসের নতুন ফিল্ম "গচোর" নবনামকরণ হয়েছে "ওভার দি অ্যাণ্ডিস।" এই ফিল্মে ডগলাস-পত্নী মেরী পিকফোর্ড "মঠের ম্যাডোনা" (দি ম্যাডোনা অফ দি শ্রাইন) নামে একটি ক্ষুদ্র অথচ কঠিন ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। এই চরিত্রটির যথোপযুক্ত বিশ্লেষণের ওপর নাকি সমস্ত আখ্যানবস্তুর সার্থকতা নির্ভর করছে। ডগলাস, মেরীকেই এই ভূমিকা অভিনয়ের জন্য যোগ্যতমা স্থির করেছেন !

*

প্রত্যেক ফিল্ম কোম্পানীরই অভিনয়ার্থ শিক্ষিত কুকুর আছে। মেট্রো-গোল্ডউইন-মেয়ার এইবার "ফ্ল্যাস" নামে আর এক নতুন কুকুরকে চিত্র জগতে প্রদর্শন করবেন। ফ্লসের মালিক নাকি দশ হাজার পাউণ্ডের বিনিময়েও একে নিজের কাছছাড়া করেন নি। কুকুর-জন্ম সার্থক বটে !

*

হ্যারল্ড লয়েডের "হোয়াই ওরি" ফিল্মে অভিনয় ক'রে জন অ্যাসান নামে যে বিরাটবপু অভিনেতাটি নাম কিনেছিলেন, তিনি লম্বে হচ্ছেন আট ফুট দশ ইঞ্চি, আর ওজনে এক পাউণ্ড কম ছত্রিশ ষ্টোন। অর্থাৎ প্রায় ছ'মণ দশ সের। চেহারা বটে !

*

রোণ্যাল্ড-কোলম্যান গত দু'এক বছরের মধ্যে যে-সব ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন, তার মধ্যে "হার সিষ্টার ফ্রম প্যারিস" ফিল্মে গৃহীত ভূমিকাটা তাঁর নিজের সব চেয়ে ভাল লাগে। এতে তাঁর সঙ্গে অভিনয় করেছেন কনষ্ট্যান্ট টালমাজ।

*

লুপিনো লেন লিখছেন, তাঁর পরবর্ত্তী কমেডিতে কোন নায়িকার ভূমিকা থাকবে না। আসল ব্যাপার হচ্ছে, এই হাস্যরসের প্রস্রবণটিতে রসাভিনেতা লুপিনো লেন নিজেই নিজের 'নায়িকা'। কিন্তু পাছে লোকে মনে করে যে, প্রমোদ-চিত্রটিতে মোটেই কোন সুন্দরীর সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে না, সেই জন্যে তিনি এটাও জানিয়েছেন যে, এতে অন্ততঃ এক কুড়ি বাছাই-করা সুন্দরীর দর্শন পাওয়া যাবে !

*

সেক্সপিয়রের নাটকগুলির মধ্যে ওথেলো, রোমিও জুলিয়েট, টুয়েল্‌ভথ নাইট, অ্যাজ ইউ লাইক ইট, মারচেণ্ট অফ ভেনিস, কিং লিয়ার, ম্যাকবেথ ও হ্যামলেটের চিত্র-সংস্করণ হয়েছে।

*

হলিউডের মেয়েরা ফ্যাসানের মহিমায় নাচের সময়ে এখন আর মোজা পায়ে দেয় না। হয়তো অদূর ভবিষ্যতেই শুনতে পাওয়া যাবে, ফ্যাসনের মুখরক্ষার জন্যে নাচের সময়ে সম্পূর্ণ নগ্নতাও দোষনীয় নয় !

"চিত্রপ্রিয়"

প্রলয়-শেষে

—:•:—

শ্রীমতী বীণাপাণি রায়

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—মুকুলের কক্ষ—পূর্ব্বোক্ত দৃশ্য ; কেবল সোফার পরিবর্ত্তে পালঙ্কের উপর রোগশয্যায় শায়িতা মুকুল এবং দণ্ডায়মানা মালতী।

মুকুল—দিদি ভাই,—আজ দুদিন ধ'রে যে আমি পুজো কর্ত্তে পারছিনে ?

মালতী—তুমি নীরোগ হয়ে ওঠ বোন, তারপর পুজো কোরো।

মুকুল—বেণী ক'রে ফুলের মালা দিয়ে সাজাও দিদি, আমার হ'য়ে তুমিই কর দিদিমণি, ক'দিনই বা আর কর্ত্তে হবে?

মালতী—(অস্ফুট স্বরে) পাষণ্ড! বর্ব্বর! নিষ্ঠুর! ওঃ... ... ...

মুকুল—ও কি ব'লচ দিদি? ওকি, কী ব'লচ তুমি দিদিমণি? কার উদ্দেশ্যে ব'লচ? বোলোনা ভাই! বোলোনা!

মালতী—না বোন, আমি কিচ্ছু বলিনি।

মুকুল—ওইত বল্লে—আমি বুঝি শুনিনি?

মালতী—আচ্ছা, আর কক্ষণো বল্ব না!

মুকুল—মালা দিয়ে সাজাও দিদি!

মালতী—যথেষ্ট মালা দেওয়া হয়েছে!

মুকুল—না দিদি তোমার পায়ে পড়ি দিদি, বড় বড় গোলাপের মালা দিয়ে সাজাও। আজ যে তিনি আস্‌বেন! আমি জান্‌তে পেরেছি—আমি জান্‌তে পেরেছি! আমি যে এত ডাক্‌চি দিদি, ভগবানকেও আসতে বাধ্য হ'তে হবে, আর তিনি আসবেন না? প্রতিমাকে ডাক্‌তে পাঠাও দিদি, গান গাইবে।

মালতী—সন্ধ্যার সময় সে আসবে কেন?

মুকুল—আস্‌বে দিদি, আস্‌বে। আমার নাম ক'রে প্রতিমাকে ডাক্‌তে পাঠাও, ব'লে দিয়ো যে আজ আমার উৎসব-রজনী!—প্রতিমা আস্‌বে না? তবে উৎসব করবে কে? দিদি, তুমিও উৎসব করো, উৎসব করো।—আজ আমার উৎসবের নেশা, আজ একটি রাতে—আমার জীবনের সকল কামনা পরিপূর্ণ হবে। আমার নৈরাশ্যের—বেদনার—আমার ব্যর্থতার অস্ফুট দলগুলি সব আজ একসঙ্গে ঝরে গিয়ে—নবনব অনাগত আশার দলে দলে পূর্ণ হ'য়ে ফুলটি আমার ফুটে উঠবে। তার পর? তার পর ফুলটি ঝরে প'ড়বে তার আপন স্থলে। নয় দিদি?—ও! ও! কী পুলকের শিহরণ আমার সর্ব্বাঙ্গে খেলে যাচ্ছে! দিদি, দিদি—

[অবসন্নভাবে এলাইয়া পড়িল]

মালতী—[স-চীৎকারে] ভীখ্‌না—ভীখ্‌না!

[ভৃত্য—ভীখনের প্রবেশ]

জল্‌দি যাও—সরকারবাবু সে চিঠ্‌ঠি লিখায়কে ডাংদার সাব কো খবর দেও। একদম সাথ কর্‌কে লে আও। জলদি—জলদি করো!

ভীখন—যো হুকুম মাজী!

[ভীখনের দ্রুত প্রস্থান]

মালতী—ওঃ, কী আমার দুর্ভাগ্য!

[মালতী ত্রস্ত চরণে মুকুলের সন্নিধানে যাইয়া তাহার চোখে মুখে জল সেচন করিয়া তাহাকে বীজন করিতে লাগিলেন]

[নত হইয়া] মুকু! ও মুকু! মুকুমণি আমার!

(প্রতিমার প্রবেশ)

মালতী—প্রতিমা রে, আজ বুঝি সর্ব্বনাশ হয় রে বোন!

প্রতিমা—একি? একি? কখন এমন হ'ল?

মালতী—এই ত কথা কইছিল। বল্লে—প্রতিমাকে ডাক্‌তে পাঠাও। আজ আবার একটা নতুন বুলি হ'য়েছে "সে আসবে—সে আসবে।" কোথায় যে সে, তার কোনো ঠিক্‌-ঠিকানাই নেই অথচ। আজ দুদিন আর বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারে না। অথচ—কেবল মাথার মধ্যে সেই চিন্তা!

প্রতিমা—আশ্চর্য্য!

মালতী—আশ্চর্য্য কিছুই নয় বোন, সবই আমার দুরদৃষ্টের ফল। আমি বড় হতভাগিনী প্রতিমা! তাই আমার একমাত্র স্নেহের ধনকে একটি দিনের জন্যেও সুখী হ'তে দেখলেম না। জানিনা, এই দারুণ অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়েই ও চ'লে যাবে কিনা!... ... কিন্তু, তার পরেও কি আমি বাঁচব? কে বলে ভাই নারীর প্রাণ কোমল? নারী যদি কোমল হবে তবে পাষাণে গড়া কার প্রাণ? নইলে আমার মুকুর এই দুর্দ্দশা দেখেও প্রাণ ফেটে বেরুচ্ছে না? ভগবান্‌, ভগবান! তোমার রাজ্যে কি বিচার নেই? তোমার সৃষ্ট পুরুষাত্মা কি পাষাণে গ'ড়েছ? 'প্রাণ' দিতে ভুলে গিয়েছিলে তাদের মধ্যে? তাই তারা নারীর প্রাণ নিয়ে খেলা করে? বালকের ক্রীড়নকের মত ইচ্ছে হয় রাখে, অথবা ছুঁড়ে ফেলে দেয়? বোঝেনা কি তারা, আর একটি সেই পুরুষগত কোমল প্রাণ কী ভাবে নিষ্পেষিত হয়?

প্রতিমা—দিদি, দিদি, উত্তেজিত হ'য়োনা। এখুনি জ্ঞান হবে! ভয় কি? তুমি ত দিদি পাথরের মত সহনশীলা নারী! তোমার মধ্যে ত এতটা অসহিষ্ণু ভাব কখনো দেখিনি। ধৈর্য্য ধরো দিদি আমার! তুমি যে আমাদের আদর্শ! সেই তুমিই এতটা বিচলিত হ'লে আমরা কি করব? পুরুষের নিন্দে কোরোনা ভাই, সকল পুরুষই কি সমান হয়? আমারও ত স্বামী আছেন? তোমারও ত বাবা ছিলেন? শুনেছি তিনি ত দেবতুল্য ছিলেন। তবে কেন পুরুষের দোষ দিচ্ছ? এই জগতে কত শত হত্যাকারী পাষণ্ড আছে—যারা পিতা মাতা আর পত্নী হত্যা কর্ত্তেও কুণ্ঠিত নয়, কিন্তু সকলেই কি তাই?

(ভীখন প্রবেশ করিল)

মালতী—ডাংদার সাহাব আয়া?

ভীখন—বাহার খাড়ি হয়, হজুর!

মালতী—জলদি আনে কহো।

[ভীখনের প্রস্থান]

[ডাক্তারের প্রবেশ এবং তৎপশ্চাতে ব্যাগ হস্তে ভীখন প্রবেশ করিল]

প্রতিমা—[অগ্রসর হইয়া] আসুন ডাক্তার-সাহেব!

[ডাক্তার ধীরে ধীরে রোগিনীকে পরীক্ষা করিয়া ব্যাগ খুলিলেন এবং ইঞ্জেক্‌সনের সরঞ্জাম বাহির করিয়া যথাযথ আয়োজন করিতে লাগিলেন]

মালতী—ডাক্তার সাহেব, ডাক্তার সাহেব, অবস্থাটা কি বেশি আশঙ্কাজনক ব'লে মনে হচ্ছে?

ডাক্তার—এখনও ঠিক্‌ করে কিছুই বলা যাচ্ছেনা, জ্ঞান আছে ত বেশ, তবে প্যাল্‌পিটেসনটা বেশী হচ্ছে ব'লেই ওই রকম অবস্থা হ'য়েচে। ইন্‌জেক্ট করলেই ভাল হবে—আশা করা যায়।

(ডাক্তারবাবু ইন্‌জেক্ট করিলেন)

মালতী—আজ রাত্রে এখানে থাকতে পারবেন কি ?

ডাক্তার—থাকলেও হয়।

মালতী—তবে অনুগ্রহ ক'রে তাই থাকুন আজ। ওই পাশের ঘরে বিছানা পাতা আছে।

ডাক্তার—এখন আমার হাতে আর ছটো 'কল' আছে। এই ইনজেক্‌সনে যদি সুফল হয় তবে রাত্রে আর থাকবার দরকার নেই। আমি ব্যাগ রেখে যাচ্ছি, বাড়ী ফিরবার সময় আর একবার এসে দেখে যাব, যদি দরকার বোধ করি থাকব, নইলে দেখে চ'লে যাব।

মুকুল—[মাথা উঠাইয়া] দিদি—দিদি !

মালতী—মুকু, মুকু [কাঁদিয়া ফেলিলেন]

মুকুল—একটু জল দাও।

[মালতী মুকুলকে জল পান করাইলেন, ডাক্তারবাবু পুনর্ব্বার তাহাকে পরীক্ষা করিলেন]।

ডাক্তার—না! এখন আর কোন ভয়ের কারণ নেই। আমি আবার এসে দেখে যাব। আর দেখুন, একটা কাজ কোরবেন! এঁর যে সকল আত্মীয় আছেন—অর্থাৎ এঁর স্বামীকে এঁর দাদাদের টেলিগ্রাম ক'রে দেবেন—এখানে অসতে।

মালতী—কেন ডাক্তার-সাহেব, এই না আপনি ব'লছিলেন ভয়ের কোন কারণ নেই ?

ডাক্তার—হাঁ, তা খুব বেশী নেই যদিও, তবু হার্ট ডিজিজের রোগ কিনা—বলা ত যায় না কিছু। আর আপনি একেবারে একা, এমন রোগী নিয়ে সর্ব্বদা থাকৃতে সাহস করেন কেমন করে? বুঝলেন? যা ব'ললেম, কালকে তাই করবেন।—আচ্ছা, তবে এখন আসি।

মালতী—একটু অপেক্ষা করুন, আপনার ফিটা নিয়ে আসি।

ডাক্তার—সে তখন আর একবার এসে নিলেই হবে। আসছি ত রোজই।

[ডাক্তার প্রস্থান করিলেন]

মুকুল—আমার কি হ'য়েছিল দিদি ?

মালতী—কি আর হবে, ঘুমিয়ে পড়েছিলে আর কি ?

মুকুল—আমি স্বপ্ন দেখছিলেম কি জানো দিদি? তিনি যেন এসেছেন। এসে আমার এই খাটের পাশে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে যেন আমাকে দেখচেন। এ স্বপ্ন আমার নিশ্চয়ই সফল হবে দিদি, দেখো তিনি আজ ঠিক্ আসবেন।

মালতী—এই আবার আরম্ভ হ'ল। মুকুল, একদণ্ড কি ওই ভাবনা থেকে মনকে তফাতে রাখতে পারিস না ?

মুকুল—না দিদি, তা হ'লে যে আমি মোটেই বাঁচবনা।

মালতী—কালকে এক কাজ করা যাবে। কাল একখান টেলিগ্রাম ক'রে দেব পঙ্কজের কাছে, এখানে আস্‌বার জন্যে।

মুকুল—না দিদি, টেলিগ্রাম তোমাকে করতে হবে না। আজই তিনি আসবেন দেখো। এইত প্রতিমা, তোকেই আমি যে খুঁজ ছিলুম ভাই। সেই মাধবী প্রভাতের গানটি গা ভাই।

প্রতিমা—

গান

মধুর মাধবী প্রভাতে—
তোমারি সুন্দর বিশ্ব-সভাতে
কুহেলিকা অবসান
কত পাখী গাহে গান
স্নিগ্ধ মানব-প্রাণ—মলয় হাওয়াতে।
জীর্ণ পত্র ঝরে'—
ওই তরু-তলে পড়ে
সাজিছে বিটপী—কিশলয়েরি শোভাতে।
চুত-শাখে গাহে পিক্
মুখরিত দশ দিক,
হেরে রবি অনিমিখ—উজলি প্রভাতে॥

মুকুল—হুঁ, কুহেলিকা অবসান—কুহেলিকা অবসান!

মালতী—আর বেশী ভাবিসনে মুকু, এই বেদানার রসটুকু খা।

[বেদানার রস পান করাইলেন]

—সন্ধ্যা উৎরে গেছে অনেকক্ষণ। আমি একটু 'জপ' ক'রে আসি। প্রতিমা, তুই থাকিস্ বোন ততক্ষণ।

[মালতী প্রস্থান করিলেন]

মুকুল—প্রতিমা, তুই ততক্ষণ সেই ভেসে যাওয়ার গানটি গা।

প্রতিমার গান

হৃদয় আমার যায়রে ভেসে
সেই অসীমের পানে,
লাগল ধীরে পরশ,—আমার
ঘুমিয়ে-পড়া প্রাণে।
জীবন-জোড়া কাজের মাঝে
তারি মোহন রূপটি রাজে
চ'মকে পরাণ ওঠে সাঁঝে
বাঁশির মোহন তানে।
মেলিয়ে ডানা চায় যে যেতে
মুক্ত আকাশ তলে,
যেথায় তোমার করুণ-দিঠি
তারার মাঝে জলে,
ব্যথা আমার ভাসবে বায়ে
পড়বে যখন তোমার পায়ে
যাত্রা তখন—তোমার নায়ে
কর্ম্ম অবসানে॥

মুকুল—কি সুন্দর গলা ভাই তোর! সাধ হয় সমস্ত ক্ষণই তোর গান শুনি, উপভোগ করি পরিপূর্ণ ভাবে। এখন আমার একটা কাজ করবি প্রতিমা ?

মালতী—কি কাজ ভাই ?

মুকুল—মালিকে ডেকে বল্ কতকগুলো ফুলের মালা দিয়ে যাবে। আমি তাকে অনেক বখ্‌শিস দেব ব'লে রেখেছি। সে রোজ আমার জন্যে মালা গেঁথে রাখে। আজ সে আসবে, অথচ এখনো তাকে সাজানো হ'ল না ভাই! তুই হাসছিস? বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথা? আজ সে আসবে—আসবে! নিশ্চয়ই আসবে, এ মিছে হ'তে পারে না।

প্রতিমা—আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।

[প্রতিমা চলিয়া গেলে পর মুকুল তাহার মস্তক উঠাইয়া তাহার শিরোদেশে রক্ষিত পঙ্কজের তৈলচিত্রের পানে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল। পরে যুক্তকর হইয়া প্রণাম করিল। ইত্যবসরে—ফুলের মালা হস্তে প্রতিমা প্রবেশ করিল, তাহার অন্ত হস্তে খাদ্য-দ্রব্য এবং পানীয় ছিল।]

মুকুল—এই ত সব এনেছ প্রতিমা, এইবার সাজাও।

[চিত্রাধারের নিম্নে খাবারের থালা এবং জলের পাত্র রাখিয়া প্রতিমা পুষ্প-মাল্যের দ্বারা চিত্র পরিশোভিত করিল।]

মুকুল—এইবার বেশ হয়েচে। প্রতিমা, প্রতিমা, আর-জন্মে তুমি আমার কে ছিলে ভাই?

প্রতিমা—আর-জন্মে যে-ই থাকি না কেন, এ জন্মে ত তোমার সখী?

মুকুল—সখী ব'লে সখী? অকৃত্রিম সখিত্ববন্ধনে আমরা যে আবদ্ধ হয়েচি ভাই! জন্ম জন্ম যেন তোমার সখী. আর দিদির মত দিদি পাই, এই আশীর্ব্বাদই আমায় তুমি করো।

প্রতিমা—(সাশ্রু-লোচনে) তাই করছি বোন, তাই করছি।

মুকুল—ছবিখানি যেন আজ হাসচে। ওগো চিত্ররূপী! আজ এতদিন পর কি তোমার মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হ'ল? তুমি আমায় ছলনা ক'রবে কি ক'রে গো? আমি যে জানি—আজ তুমি আসবেই।

[এই সময় মুকুলের চক্ষুদ্বয় অস্বাভাবিকরূপে দীপ্ত হইয়া উঠিল। প্রতিমা সে চাহনি সহ্য করিতে পারিল না—মুখ ফিরাইয়া লইল]

মুকুল। ও কি, ঝড় উঠ্‌ল নাকি?

[অকস্মাৎ প্রবল বেগে ঝঞ্ঝাবাত প্রবাহিত হইয়া বজ্রনাদ শ্রুত হইল]

প্রতিমা—ঝড়ই ত উঠল দেখচি।

মুকুল—ঝড়কে আমি মোটেই ভয় করিনে প্রতিমা। তাকে আমি ভালো বাসি। ঝড়-বৃষ্টির পরেই প্রকৃতির এমন একটা শান্ত-স্নিগ্ধ-শ্রী হয়, যা দেখতে আমি বড় ভালোবাসি। মানুষের জীবনেও তাই। ওঃ, খুব ঝড় এল দেখ্‌তে পাচ্ছি। তুই এখন তবে সেই ঝড়ের গানটি গা।

প্রতিমা— গান

ওই এল ঝড়—ওই এল ঝড়
রুদ্র-ভীষণ-সাজে,
ঝড় এল রে, ঝড় এল রে
এ মোর হিয়ার মাঝে।
গেল খুলে রুদ্ধ দুয়ার
প্রলয়েরি—শোন্ হুঙ্কার,
ভিতর-বাহির সব একাকার
লুপ্ত-চন্দ্রমা যে।
কাঁপল সুদূর অরণ্যানী
ওই প্রলয়ের হাঁকে,
ওই দেখ্‌রে দেয় হাতছানি
বুঝি আমায় ডাকে,
চরাচরে জাগ্‌ল সাড়া,
কাঁপ্‌ছে বিহগ নিদ্রা-হারা
চৌদিকে ওই জলের ধারা
অগ্নি-বীণা বাজে॥

মুকুল—এই ঝড়ের রাতেই সে কি আসবে? ঝড়ের রাতেই কি সে আসবে?

সুরে— "আজ ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার!
পরাণসখা, বন্ধু হে আমার!"

কত গানই গাইতেম রে প্রতিমা, এখন আর পারি না, সব হারিয়েছি রে সব হারিয়েছি! আর কি আমি তা ফিরে পাব না? আমার বিগত হারানো দিনগুলি, আমার সুখ, আমার আশা, প্রতিমা! বড় ঘুম পাচ্ছে রে, আবার!

প্রতিমা—ঘুমোও তুমি। আমি দিদিকে ডেকে দিই গিয়ে। ঝড় আসচে, আমিও বাড়ী যাই।

ক্রমশঃ

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্তৃক মুদ্রিত ও ১১নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—১১ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৪র্থ বর্ষ
২৬শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

২৩শে অগ্রহায়ণ
১৩৩৪

নাট্য-জগৎ

—:*:—

"ষ্টারে" "মগের মুলুক" দেখে এলুম। এই 'পুনরভিনয়ে'র যুগে, অনেকদিন পরে বাংলা রঙ্গালয়ে একখানি নূতন ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয় দেখবার সুযোগ পাওয়া গেল।

*

"মগের মুলুকে"র আখ্যানবস্তু হচ্ছে সাজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুজার করুণ কাহিনী নিয়ে। সে কাহিনী কারুর অচেনা নয়। সুতরাং এখানে তার পরিচয় দেবারও দরকার নেই।

*

গত যুগে এ-দেশে যে-আদর্শে ঐতিহাসিক নাটক লেখা হ'ত, "মগের মুলুকে" অপরেশবাবু সেই আদর্শই গ্রহণ করেছেন। অপরেশবাবুর কাছ থেকে আমরা কোন নূতন আদর্শ দেখবার আশা করেছিলুম। তবে তিনি যখন তা দেখান-নি, তখন তার জন্যে আর পরিতাপ ক'রেও কোন লাভ নেই।



*

এই নাটকে প্রধান যে কাল্পনিক চরিত্র "সন্ধ্যা", তা "অযোধ্যার বেগমে" "ছায়া" চরিত্রটিকে বড় বেশী মনে করিয়ে দেয়। ঐতিহাসিক নাটকে এই ধরণের স্ত্রী-চরিত্র সৃষ্টি করা এদেশে একটা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরা সম্ভব-অসম্ভব স্থানে যখন-তখন স্থান-কালপাত্র তুচ্ছ ক'রে আচমকা দেখা দেয়, কেবলমাত্র নাটককে জমিয়ে তোলবার জন্যে। এ প্রথা উঠে গেলেই ভালো হয়।…… তবে অপরেশবাবুর "সন্ধ্যা"র মধ্যে কিঞ্চিৎ নূতনত্বের অভাব নেই। সন্ধ্যা যুক। আমরা এই নূতনত্বটুকু উপভোগ করেছি।

*

"মগের মুলুকে"র আসল দোষ, শীঘ্র তা জ'মে ওঠে না। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে নাটকের সুর কিছু উঁচু-পর্দ্দায় উঠেই আবার নেমে পড়ে। ফলে মাঝে মাঝে নিজেকে নিজেই ধমক দিয়ে ধৈর্য্যরক্ষা ক'রে অভিনয় দেখতে হয়। এই অসহনীয় একঘেয়েত্ব নিবারণের একমাত্র উপায় হচ্ছে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কে কাঁচির সাহায্য নেওয়া। আশা করি অপরেশবাবু আমাদের কথা ভেবে দেখবেন।

*

তবে দর্শকরা খানিকক্ষণ সবুর করলেই মেওয়া ফলতে দেখবেন। কারণ উত্তরার্দ্ধে "মগের মুলুক" বাঙালী দর্শকমাত্রেরই চিত্তরঞ্জন করতে পারবে, কেননা ঘটনার প্রবাহ ও নাটকীয় রস তখন কৌতূহলকে রীতিমত জাগ্রৎ ক'রে তোলে। এবং সে কৌতূহল শেষ দৃশ্য পর্য্যন্ত আর নেতিয়ে পড়ে না।

*

"মগের মুলুকে"র অভিনয় খারাপ হয় নি। প্রথম রাত্রে অভিনয় দেখতে গিয়ে বাংলা রঙ্গালয়ের অপ্রস্তুত নট-নটীদের পাল্লায় পড়ে সচরাচর আমাদের বিনা দোষে যে শাস্তি ভোগ করতে হয়, "মগের মুলুক" আমাদের সে অভিযোগ করবার সুযোগ দেয় নি। এ নাটকখানি নিশ্চয়ই উচিতমত মহলা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এজন্যে "ষ্টারে"র কর্ত্তৃপক্ষদের ধন্যবাদ দি।

*

মহম্মদের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় আমাদের খুব ভালো লেগেছে। মীরজুমলার সঙ্গে মহম্মদের বিরোধের দৃশ্যগুলিতে এবং সুজার কাছ থেকে মহম্মদের বিদায় নেওয়ার দৃশ্যে তাঁর অঙ্গভঙ্গ, মৌখিক ভাব ও বাক্যউচ্চারণ কৌশল দেখে সত্যই আমরা খুসি হয়েছি। এবং অভিনয়ে তাঁর উত্তরোত্তর উন্নতি দেখে আমরা ক্রমেই আশান্বিত হয়ে উঠছি। তাঁর কণ্ঠস্বর সুন্দর এবং তিনি তা ব্যবহার করতেও জানেন,—কেবল তিনি যদি মাঝে মাঝে চীৎকারের মাত্রাটা একটু কমিয়ে আনেন, তাহ'লে আমাদের আর কিছু অভিযোগ করবার থাকে না।

*

আরাকানের রাজা "সান্দথুধম্মা"র ভূমিকায় শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ঘোষের অভিনয়—চমৎকার! আজ পর্য্যন্ত আমরা যতগুলি ভূমিকায় মণীন্দ্রবাবুর অভিনয় দেখেছি, তার মধ্যে এইটিই হচ্ছে তাঁর সব-চেয়ে সু-অভিনীত ভূমিকা। তিনি যে সুন্দর ও লাগসৈ ভঙ্গিটি নিয়েছিলেন আগাগোড়া তা বজায় থেকেছে।

*

বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী ও পাপাত্মা নরহরির ভূমিকায় শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্রের অভিনয় যে কত ভালো হয়েছে, তা যাঁরা দেখেন নি তাঁদের বুঝানো

যাবে না। চরিত্রোপযোগী অভিনয়ের জন্যে নরেশচন্দ্র বাংলা দেশে বিখ্যাত। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও তাঁর সে খ্যাতি অটুট আছে।... ... নরহরির ভৃত্যরূপে শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দাস একটিমাত্র দৃশ্যে অনেকখানি হাসির ধারা বইয়ে গিয়েছেন।

*

প্রধান ভূমিকায় "সুজা" সেজে শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী নূতনত্ব সৃষ্টি করতে না পারলেও, মন্দ অভিনয় করেন নি। তাঁর অভিনয় স্বাভাবিক তো হয়েছিল বটেই, উপরন্তু কয়েকটি দৃশ্যে তাঁর ভাব, ভঙ্গি ও আবৃত্তি যে উচ্চ-শ্রেণীর অযোগ্য হয় নি, এ-কথাও আমরা স্বীকার করছি। তবে সমগ্র অভিনয়ের মধ্যে তিনি যদি আরো-একটু জীবন সঞ্চার করতে পারেন তাহ'লে আমরা অধিকতর সুখী হব।

*

মীরজুমলা, প্রভাকর, ও কোয়েলহোর ভূমিকায় যথাক্রমে দুর্গাপ্রসন্নবাবু, গৌরবাবু ও সুবলবাবুর অভিনয় আমাদের ভালো লেগেছে। ব্রজেনবাবুর "আব্বাস" ও শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র সিংহের "আলিবর্দ্দী" চলনসৈ এবং "বাহাদুর" সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা যায়।

*

"সন্ধ্যা" ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন শ্রীমতী কুসুমকুমারী। যেখানে সকল পাত্র-পাত্রীই কথাবার্ত্তা কইছে, সেখানে একটি মূক চরিত্রের অভিনয় করা অত্যন্ত কঠিন। এবং এই কঠিন কার্য্যে শ্রীমতী কুসুমকুমারী যে সফল হয়েছেন, এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি। তাঁর ভাবভঙ্গি এতটা স্বাভাবিক, অর্থপূর্ণ ও মর্ম্মস্পর্শী হয়েছিল যে, কথার অভাব আমরা মোটেই অনুভব করতে পারি নি!

*

"পিয়ারাবানু"র ভূমিকা নিয়ে শ্রীমতী নিভাননী নিন্দনীয় অভিনয় করেন নি। তবে তাঁকেও এই ভূমিকায় আরো-বেশী জীবন সঞ্চার করতে হবে। এবং তিনি তা পারবেনও; কারণ আগেই তাঁর শক্তির পরিচয় আমরা একাধিকবার পেয়েছি। শেষ-দৃশ্যে তাঁর অভিনয় মন্দ হয় নি, কিন্তু তাঁকে আরো উচ্চ-স্তরে উঠতে এবং কণ্ঠস্বরে সুরের খেলা আরো-কিছু কমিয়ে আনতে হবে। নীহারবালার "গুলবানু", এককথায় বেশ।

*

পোষাক পরিচ্ছদ ও দৃশ্যপট সুখ্যাতিযোগ্য। মগ নর্ত্তকীদের নাচের পরিকল্পনায় নূতনত্ব আছে। তবে তার মধ্যে স্থানে স্থানে বাংলা নাচের ঢং না মিশালেই ভালো হ'ত। জাত মারা আমরা পছন্দ করি না। মোটের উপর "মগের মুলুক" যে দর্শকদের আনন্দদান করবে, তাতে আর সন্দেহ নেই।

*

শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র ও শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী প্রমুখ বিখ্যাত অভিনেতারা মিলে একটি নূতন চলচ্চিত্রের দল গঠন করেছেন। এঁদের প্রথম ছবি হচ্ছে "দেবদাস"। বলা বাহুল্য, শরৎচন্দ্রের প্রসিদ্ধ উপন্যাস "দেবদাস" থেকেই এই চিত্রনাট্যের জন্ম। ছবিখানি শীঘ্রই ম্যাডান কোম্পানীর রঙ্গালয়ে প্রদর্শিত হবে।

*

উক্ত নূতন দলের প্রধান বিশেষত্ব, এর-মধ্যে বিদেশী কেউ নেই। এঁদের নট, নটী, আলোক-চিত্রকর, প্রয়োগকর্ত্তা ও সত্ত্বাধিকারী সকলেই বাঙালী। এ-রকম খাঁটি দেশী প্রতিষ্ঠান আপাততঃ আর একটিও নেই। সুতরাং এঁরা যে প্রত্যেক বাঙালীরই সহানুভূতি লাভ করবেন এমন আশা করা অন্যায় নয়।

*

"দেবদাসে"র কিছু কিছু নমুনা স্বচক্ষে দেখে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, এই চিত্রনাট্যখানি জনপ্রিয় হবার সম্ভবনা আছে যথেষ্ট। বারান্তরে "দেবদাস" সম্বন্ধে আরো অনেক তথ্য আমরা প্রকাশ করব।

*

আমরা শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলুম যে, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয় ভালো ক'রে সারতে না সারতেই আবার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। গেল রবিবারে "ষোড়শী"র প্রথম অঙ্কে অভিনয় করতে করতে তিনি এত বেশী দুর্ব্বল হয়ে পড়েন যে চিকিৎসকরা পর্য্যন্ত অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে ওঠেন। তাঁদের পরামর্শে দর্শকদের কাছে করযোড়ে মিনতি জানিয়ে শিশিরকুমারকে রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় দিতে হয়। দ্বিতীয় অঙ্ক থেকে জীবানন্দের ভূমিকায় অভিনয় করেন, শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

*

শুনলুম, তার ফলে অনেক দর্শক গোলমাল ক'রে টিকিটের দাম ফেরৎ নিয়ে চ'লে যান। শিশিরকুমারের শারীরিক অবস্থা দেখেও এবং তাঁর নিজের মুখে অক্ষমতার কারণোত্তর শুনেও দর্শকদের এমন ব্যবহার হৃদয়হীনতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁদের অন্যায় আবদার রাখতে গিয়ে শিশিরকুমার রঙ্গমঞ্চে আবার নেমে যদি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতেন তাহ'লেই কি তাঁরা খুব খুসি হতেন? এই কি কলাবিদের মূল্য? এক দিনের জন্যেও ক্ষমা নেই? ছিঃ!

*

শিশিরকুমারের অসুস্থতার জন্যে এ-হপ্তায়ও "সাজাহানে"র অভিনয় সম্ভব হ'ল না। প্রার্থনা করি শিশিরকুমার অবিলম্বে সুস্থ হয়ে উঠুন। রঙ্গালয় তাঁকে এখনো ছাড়তে পারবে না—বাংলাদেশে তিনি যে অদ্বিতীয়!

*

"নাট্যমন্দি"র এ হপ্তায় "বিবাহ-বিভ্রাট" খুলেছেন। এবং "মিনার্ভা" ঘোষণা করেছেন শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের নূতন নাটক—'নর্ত্তকী'। কেন, তার চেয়ে 'মনোমোহন'-মার্কা আর-একখানা যুগান্তকারী মহানাটক খুললে কি বেশী সুবিধা হ'ত না?

*

এই হপ্তায় ঠাকুর-বাড়ীতে "ঋতুরঙ্গের" অভিনয় হয়ে গেল। কবি নিজেও রঙ্গমঞ্চে দেখা দিয়েছেন।

*

"সঙ্গীত বিদ্যালয়ে"র ছাত্রীরা সংপ্রতি "নটরাজে"র যে অভিনয় করেছেন, তার বিরুদ্ধে আমাদের কাছে অনেক অভিযোগ আসছে! এই অভিনয়ের অনুষ্ঠাতারা দর্শকদের কাছ থেকে টাকাও আদায় করেছেন যথেষ্ট, এবং বিনিময়ে দান করেছেন, নিষ্ফলতাও যথেষ্ট। এমনভাবে সাধারণের দানশীলতার উপর অত্যাচার করলে, যেগুলি যথার্থই সাহায্য লাভের যোগ্য, এমন অনেক অনুষ্ঠানের উপরে সকলের অবিশ্বাস জন্মিয়ে দেওয়া হয়। জনসাধারণের হিতকর কার্য্যে কেবল নিজের দিকেই পাত টানলে চলে না, নিজেদের বিবেক বুদ্ধি সর্ব্বদা জাগ্রৎ রেখেই কাজ করা উচিত।

*

স্কটিশ চার্চ্চেস কলেজের অধীনস্থ ডাওাস্ হোষ্টেলের ছাত্র-সভ্যদের বাৎসরিক মিলনোৎসবে আমরা আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলুম। "রত্নেশ্বরের মন্দিরে" নাটকটিকে ছাত্রদের অভিনয়োপযোগী ক'রে কেটে-ছেঁটে অভিনয় করা হয়েছিল; এবং মোটের উপর অভিনয় ভালোই হয়েছিল। মিঃ ডল, সুরমা, জগবন্ধু ও রত্নেশ্বর প্রভৃতি ভূমিকার অভিনয় প্রশংসনীয়। অভিনয় ছাড়া গান, অর্কেষ্ট্রা, ফানিম্যানের কৌতুক লীলা প্রভৃতি অন্যান্য ব্যাপারও ছিল। উদ্বোধন-সঙ্গীতে একজনকে ভারত-মাতা সাজিয়ে ভারত-বন্দনা ক'রে ও একটি সমবেত-গীতের সময় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোক সেজে সভ্যরা একটু নূতনত্ব দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন। ফানিম্যানের "A Scene From the Bengal Legislative Council" উপস্থিত সকলেরই পরম উপভোগ্য হয়েছিল।

———

পিয়ালার গান

—:০:—

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

(১)

আমার হাতে এই পিয়ালা চোখ-আগুনে তাতিয়ে তোলো—
হৃদয়-দোলা দোছল দোলে, সেই দোলাতে তুমিও দোলো!

*

চাঁদের আলো নীরব তানে, ধরার প্রাণে স্বপন আনে,
এমন রাতে যা চাও তুমি, লুকিয়ে এসে আমায় বোলো -
হৃদয় দোলা দোছল দোলে, সেই দোলাতে তুমিও দোলো!

*

মাতাল হয়ে বেশ আছি রে, নিতুই নব ভুবন গড়ি,
ফাগুন গেলে হয় না বাসি আমার রাঙা ফুলের ছড়ি!

*

প্রজাপতির জীবন নিয়ে, তোমায় আমি ডাক্‌চি প্রিয়ে,
এস আলোক-আঁধার দিয়ে, দরদী মোর! নয়ন খোলো,—
হৃদয়-দোলা দোছল দোলে, সেই দোলাতে তুমিও দোলো!

*

নদী-নটীর জল-নূপুরে গুন্‌চ সখী, কি সুর বাজে?
ঘর-পালানো গানের বাণী জাগ্‌চে না কি বুকের মাঝে?

*

ভর্ পিয়ালা হাসির ছলে, ভর্ পিয়ালা আঁখির জলে,
লাল সরাবে চুমুক দিয়ে আজ কে তুমি জগৎ ভোলো,—
হৃদয়-দোলা দোছল দোলে, সেই দোলাতে তুমিও দোলো!

(২)

স্বজনী গো স্বজনী!
খুঁজি দিবা-রজনী,
খুঁজি সুখে, খুঁজি দুখে
একাকী!

তনু-ভরা-মধুয়া
ওগো চির-বধুয়া!
বুক-পুঁথি খুলে দেখ,
লেখা কি!

*

নীলিমার কোল-জোড়া
তারকার ফুল-তোড়া,—
তারি মাঝে চকিতে,
পাই যেন লখিতে
চোখে মোর চেয়ে কাঁপে
সে আঁখি!

*

ধরণীর নটিনী হয়েচ কি তটিনী,
রাণী গো?
দখিনায় আউরী শুনি তোরি বাউরী
বাণী গো?

*

পাপিয়ার প্রাণ-ভরা,
ওকি তোরি তান-ধরা?—
পিয়ালার ঝরণা
কেন রাঙা-বরণা?
পেয়েচে কি তোর চুমো,
হে সাকী?

(৩)

মদ খেয়ে তাই মাতাল আমি!
কথায় কথায় দোষ ধোরো না,
হাত বাড়িয়ে চাইচি তোমায়,
সাম্‌নে থেকে আজ সোরো না।

*

এই দুনিয়ার শ্মশান মাঝে,
চিতার গীতা শুধুই বাজে,
সেই সুরে গান গাইচি সখি,
এইটুকু সুখ—তাও হ'লো না—
কথায় কথায় দোষ ধোরো না।

*

আমার হাতে এই পিয়ালা
ব্যথার রঙে নিত্য রাঙা,
কেমন ক'রে বাস্‌ব ভালো,
দুঃখ-তাপে চিত্ত ভাঙা।

*

তবু তোমার নয়ন দিয়ে,
বিশ্বকে আজ দেখচি প্রিয়ে!
নেশার ঘোরে স্বপন আসে—
তা ব'লে সই, রাগ কোরো না,—
কথায় কথায় দোষ ধোরো না!

আমেরিকার চলচ্চিত্র-জগৎ

—:*:—

শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

আমেরিকার মেট্রো-গোল্ড্‌ইন-ফিল্ম-সঙ্ঘের ভারতীয় প্রতিনিধি মিঃ জর্জ্জ বুশ্ আমেরিকার চলচ্চিত্র-জগৎ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

আমেরিকার ফিল্ম-ব্যবসায় ও তৎসম্পর্কীয় অন্যান্য কারবারে ন্যূনাধিক ১,০০০,০০০,০০০ পাউণ্ড নিয়োজিত আছে। বর্ত্তমানে ফিল্ম-নির্ম্মাণ ও বিক্রয় ব্যবসায় আমেরিকার যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন ব্যবসায় মধ্যে পর্য্যায়ক্রমে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। প্রদর্শকেরা মাত্র ফিল্ম-ভাড়া হিসাবেই বৎসরে ৪০,০০০,০০০ পাউণ্ড প্রদান করিয়া থাকেন। আমেরিকার প্রায় ২০,০০০ হাজার চলচ্চিত্র-প্রদর্শনীতে টিকিট বিক্রয়ই হয় বৎসরে ১২৫,০০০,০০০ পাউণ্ড এই ফিল্ম-ব্যবসায়ের বিভিন্ন বিভাগে অন্যূন ৬০০,০০০ লক্ষ লোক নিযুক্ত আছে। এই সুবৃহৎ ও বর্দ্ধনশীল ব্যবসায়টির পৃষ্ঠপোষক ও দর্শকবর্গদিগের জন্য নির্দ্মিত ২০,০০০ সহস্র বায়স্কোপ প্রতিষ্ঠানের জন্য যথোপযুক্ত ফিল্ম প্রস্তুত ও সরবরাহ করা একটা বড় কম সমস্যা নয়। আমেরিকাতেও সেন্সরসিপ বোর্ড আছে; হলিউডের তিরিশটি ষ্টুডিও হইতে উৎপন্ন ফিল্মের যথোচিত পর্য্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত ফিল্ম-ব্যবসায়ের কর্ত্তারা কর্ম্মক্ষম ও বিচক্ষণ পোষ্টমাষ্টার জেনারেল উইল এইচ হেস্ মহাশয়কে নিযুক্ত রাখিয়াছেন; প্রয়োগকর্ত্তাদের গ্রহণোপযোগী ফিল্মের বিষয় নির্ব্বাচন সম্বন্ধে ইঁহার মতই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হয়।

আমেরিকার একজন বিখ্যাত চলচ্চিত্র-প্রদর্শক এক সময়ে বলিয়াছেন:— "তোমরা কোন এক বিশেষ সময়ের সমস্ত লোককে অথবা সকল সময়ের কতক লোককে বোকা বানাইতে পার, কিন্তু সকল সময়ের সকল লোককে বোকা বানাইয়া রাখিতে পার না"; এই উক্তিটিকে আমেরিকার দর্শক-সম্প্রদায় সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন। তাঁহারা সর্ব্বদাই মন্দ ফিল্ম দর্শন হইতে বিরত থাকিয়া ও ভাল ফিল্ম পুনঃ পুনঃ দেখিয়া ফিল্ম-প্রয়োগকর্ত্তাদের অভ্রান্তভাবে বুঝাইয়া দেন যে, তাঁহারা ঠকিবার পাত্র নন এবং যে ফিল্ম তাঁহাদের শিক্ষা দেয়, আনন্দ দেয়, তৃপ্তি দেয়, তাহাকে তাঁহারা ও যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিতে কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠিত নন। মাত্র আমেরিকায় প্রস্তুত বলিয়া কোন ফিল্মকে তাঁহারা বিশেষ সমাদর করিতে রাজী নন। সকল দেশের ফিল্মকেই তাঁহারা সমান চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কতকগুলি জনপ্রিয় ও বিশেষ সহানুভূতিপ্রাপ্ত ফিল্ম জার্ম্মানদেশজাত। সকল জাতীয় ব্যবসায়ীর জন্য আমেরিকায় পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে। আমেরিকায় গুণেরই সমাদর; আমেরিকার দর্শকসম্প্রদায়ের সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য যে কোন ফিল্ম প্রথমশ্রেণীর হওয়া আবশ্যক। ব্রিটীশ-ফিল্মও যদি আমেরিকার দর্শকদের প্রয়োজন বুঝিয়া তাঁহাদের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাও সেখানে সমানভাবে বরণীয় ও অর্থ উপার্জ্জনও করিবে যথেষ্ট।

এই ফিল্ম-ব্যবসায়ে ব্যয়িত অর্থের তুলনায় লাভ হয় যৎসামান্যই; সময়ে সময়ে একটি ফিল্মে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াও লাভ দাঁড়ায় মাত্র পাঁচ পার্সেণ্ট। উদাহরণ স্বরূপ সম্প্রতি কলিকাতা ম্যাডান থিয়েটারে প্রদর্শিত "বেন্ হুর" ফিল্মের নাম করা যাইতে পারে; এই ফিল্মটি চিত্র-জগতে চিরস্মরণীয়, অধুনা-মৃত মার্কাস লুইয়ের কল্পনার বাস্তবমূর্ত্তি; এই ফিল্ম নির্ম্মাণে ১,২০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় করিয়া ইহার প্রয়োগকর্ত্তা চলচ্চিত্র-জগতে পৃথিবীর মধ্যে একখানি শ্রেষ্ঠ চিত্র সাধারণকে উপহার দিয়াছেন।

আমেরিকার ফিল্ম-ব্যবসায়ীরা সর্ব্বদাই অন্যান্য দেশীয় ফিল্ম-ব্যবসায়ীদিগের সহানুভূতি ও সহযোগ প্রার্থনা করেন।

প্রলয়-শেষে

শ্রীমতী বীণাপাণি রায়

চতুর্থ দৃশ্য

[স্থান—পূর্ব্ব দৃশ্য। প্রাঙ্গনের উপর দালান। দালানের উপর বসিয়া মালতী 'জপ' করিতেছিল। আকাশের বুক চিরিয়া বিজলী হানিতেছিল এবং মুহুর্মুহু জীমূত-মন্দ্র শ্রুত হইতেছিল]

মালতী—যাই তাড়াতাড়ি, ঝড় উঠল দেখি। প্রতিমাকে লোক সঙ্গে দিয়ে বাড়ী পাঠাতে হবে।

(প্রতিমার প্রবেশ)

এই যে নাম করতে ক'রতেই। তুই যে তাকে একলা রেখে এলি?

প্রতিমা—সে আবার ঘুমিয়ে প'ড়ল যে। ভীখনের বৌকে তার কাছে বসিয়ে রেখে এসেচি। ঝড় উঠছে যে, বাড়ী যেতে হবে ত?

মালতী—একা যাবি কি ক'রে? আমি মুকুলের ঘরে গিয়ে ভীখনের বউকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তার পর যাস্। আমার এই হ'ল ব'লে।

প্রতিমা—দেখ দিদি, আমার কিন্তু কি-রকম মনে হ'চ্ছে!

মালতী—কি রকম?

প্রতিমা—আজ যেন একটা অসম্ভব দীপ্তি ওর চোখে-মুখে খেলে যাচ্ছে।

মালতী—প্রদীপ নিভবার আগে যেমন জ্বলে ওঠে? বল্—ওরে বল্ স্পষ্ট করে—কি বলবি!

প্রতিমা—না, না, তা বলছিনে। তবে আজ নূতন এক বুলি ধ'রেছে—কেবলই তাই ব'লচে—"সে আজ আসবে—সে আজ নিশ্চয়ই আসবে।" আর সেই আনন্দের কল্পনাও ও-যেন আর সইতে পারছে না। তাই থেকে থেকে অবসাদে ঘুমিয়ে প'ড়চে। বড্ডই দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়েছে কিন্তু।

মালতী—কি করব ভাই, আমার বরাত। জলের মত অর্থ ব্যয় করচি। আমার নগদ টাকা সবই প্রায় ফুরিয়ে যাচ্ছে ওর চিকিৎসার জন্যে। আজ ছ' মাস পুরীতে বাড়ী ভাড়া ক'রে আছি!

প্রতিমা—হ্যাঁ, সেকি আমি আর দেখতে পাচ্ছিনে? ঝুড়ি ঝুড়ি ফল আনাচ্চ—ডাক্তার আর ওষুধে বাড়ী হাঁসপাতাল ক'রে তুলেছ, চেষ্টার কি তুমি ত্রুটী করছ কিছু?

মালতী—এত ক'রেও যদি প্রাণটুকু না পাই, সে আমার অদৃষ্ট, আর কি করব বল্? জানিস্ প্রতিমা, বাবার কত আদরের মেয়ে ছিল ওই মুকুল? ওর জন্মাবার পরেই মা চ'লে গেলেন কিনা? তাই বাবাই ওকে বুকে ক'রে মানুষ ক'রেছিলেন। ওর বিয়েতে কত টাকা ব্যয় ক'রেছিলেন। ভালো পাত্র ভেবে পঙ্কজের হাতে তুলে দিলেন ওই মেয়েকে। তারপর যা হয়েচে, সব তো আগেই তোকে বলেছি? বাবা ম'রবার সময় দুই মেয়েরই শোচনীয় অবস্থা দেখে সুখী হয়ে যেতে পারেন নি। আমার ত অবস্থা দেখছই—মুকুলেরও প্রায় তাই।......হুঁ, হতভাগাটার ভাবনায় ভাবনায় প্রাণটাই মুকুল হারাতে বসেছে। যাই, আবার একবার ডাক্তারবাবুকে খবর দিতে বলি। তুই এখানে দাঁড়া, আমি গিয়ে ভীখনের বৌকে লণ্ঠন দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

[স্থান—মুকুলের কক্ষ। পালঙ্কের উপর মুকুল নিদ্রিত,—পার্শ্বে সোফার উপর মালতীও নিদ্রাভিভূত। বাহিরে যেন প্রলয়-ঝটিকার রুদ্র বিষাণ বাজিয়া উঠিয়াছে। মুহুর্মুহু অশনি গর্জ্জন শ্রুত হইতেছে। কাল—গভীর রজনী

[বাহির হইতে সিঁধ কাটিয়া একজন তস্কর কৃষ্ণ বস্ত্রাবরণে মণ্ডিত হইয়া ভিতরে লাফাইয়া পড়িল। এবং আয়রণ-চেষ্ট, ড্রয়ার ইত্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। ড্রয়ার খুলিবার চেষ্টা করিতে করিতে তাহার দৃষ্টি সম্মুখের তৈলচিত্রখানির উপর নিপতিত হইল]

চোর—একি? একি? এ আমি কোথায় এলেম?

[চোরের দৃষ্টি নিদ্রিতা মুকুলের উপর পড়িতেই সে ধীরে ধীরে মুকুলের পর্য্যঙ্কের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নির্নিমেষ নেত্রে মুকুলকে দেখিতে লাগিল। মুকুলের কঙ্কালসার দেহ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। এই সময় মুকুল একবার চোখ মেলিতেই চোর আলমারির অন্তরালে আত্মগোপন করিল]

মুকুল—(সচীৎকারে) সে এসেছে—সে এসেছে—সে এসেছে গো!

মালতী—[জাগরিত হইয়া] ওকি? ও মুকুল! স্বপ্ন দেখেছিস্?

মুকুল—[সচকিতে] ও দিদি, ও কার পায়ের আওয়াজ? স্পষ্ট আমি শুনতে পেলেম! কার ওই পায়ের আওয়াজ? বাঁচাও গো দিদি, একবার দেখাও দিদি!

মালতী—কই, কেউ ত নেই বোন? স্বপ্ন দেখেছিস্ তুই! ঘুমোতে চেষ্টা কর্।

মুকুল—হ্যাঁ—হ্যাঁ—আছে, আছে! এইমাত্র আমি তাকে দেখলেম—তার পায়ের শব্দ শুনলেম—সে কি ভুল হ'তে পারে? চলে গেলেন বুঝি? ও দিদি, এসে আবার চলে গেলেন বুঝি? দিনের পর দিন জেগে জেগে কাটিয়ে আজকেই আমার চোখ কাল-ঘুমে আচ্ছন্ন হ'ল? থাকবে কেন তবে? জানতে

পেরেছিলাম সে আসবে—তবুও বাসর শয্যা সাজিয়ে না রেখে—ফুলের চাদর বিছিয়ে না রেখে—দীপগুলি সব জ্বালিয়ে না রেখে যেমন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, শুভ সুযোগ হারাবই ত? শুভ-যোগ কি জীবনে বার বার আসে দিদি? ও! পেয়ে হারালেম, পেয়ে হারালেম! ও দিদি গো, সাত বছর—দীর্ঘ সাত বছর না দেখে থাকতে পেরেছি, আর না দেখলে একদণ্ডও বাঁচব না! কেন তুমি আর আমায় ভুলিয়ে রাখচ দিদি, আর আমায় রাখতে পারবে না! সে যদি এসেও চ'লে গিয়ে থাকে, তবে এত বড় দুঃখ আমি কেমন ক'রে সইব গো দিদি? তুমি বিশ্বাস করচ না?......বিশ্বাস করছ না? ওগো দিদি, কেমন ক'রে তোমাকে বিশ্বাস করাব যে সত্যই সে এসেছিল? উঃ! পেয়ে হারালেম—পেয়ে হারালেম!

(পুনরায় মুকুলের চেতন লুপ্ত হইল)

আবার কি সর্ব্বনাশ হল! এই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে ডাক্তারকেই বা পাব কি ক'রে? পঙ্কজ! —পত্নীহন্তা, দেখে যাও! কোথায় তুমি এখন? দেখে যাও, কেমন ক'রে আজ তুমি স্ত্রীহত্যা—নারীহত্যা করলে।

[এই সময় আলমারির অন্তরাল হইতে চোর বাহির হইয়া আসিল। মালতী তাহাকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু বাহিরের প্রলয়ের গর্জ্জনে তাহার চীৎকার-ধ্বনি কাহারও কর্ণগোচর হইল না]

মালতী—কে তুমি?—কে তুমি? তুমি কি সত্যই পঙ্কজ? না তার প্রেতাত্মা?

চোর—[উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল]

মালতী—একি অট্টহাস্য? এ কী বিভীষিকা? পালাই আমি—পালাই আমি! কিন্তু মুকুল আছে যে! বল না গো, তুমি কে? তুমি মানুষ—না কোন অশরীরী আত্মা? প্রেতাত্মারা কি এমন হাসতে পারে? কথা কওনা কেন? ওগো কে তুমি—কে তুমি? তুমি পঙ্কজ?

চোর—আমি পঙ্কজও নই তার প্রেতাত্মাও নই, আমি একজন চোর। তোমাদের বাড়ী চুরি কর্ত্তে এসেচি। এই দেখচ না সিঁধকাঠি?

মালতী—পরমেশ্বর! এ কী ভীষণ প্রহেলিকার মধ্যে তুমি আমায় ফেল্‌লে প্রভু? তুমি সত্যই পঙ্কজ নও?

চোর—[পুনরায় উচ্চহাস্যে] আমি চোর—চোর! মালতী দিদি—

(মালতী চমকাইয়া উঠিল)

গত জীবনে যদিও আমার নাম পঙ্কজ ছিল কিন্তু এ জীবনে—আমি চোর! অবাক্ হ'য়ে কি দেখচ দিদি? যার যেমন কর্ম্ম তার তেমনি ফল। উচ্ছৃঙ্খলের অদৃষ্ট এমনি ভাবেই নিয়ন্ত্রিত হয়। এখন, আগে ওই কোহিনুরের দীপ্তি না নিভে যায় তাই দেখি, তার পর অন্য কথা।

[মালতী ছুটিয়া গিয়া মুকুলের চেতনাহীন দেহ নিজ অঙ্কে উঠাইয়া লইল]

মালতী—পঙ্কজ! পঙ্কজ! এলে যদি, আর দু'দিন আগে এলে না কেন? দু'দিন আগেও যে এর অবস্থা এর চেয়ে ভালো ছিল! এখন যে আমার সব শেষ হ'তে চ'লেছে, পঙ্কজ!

চোর—ভয় নেই দিদি, আমি অনেক দিন ডাক্তারী প'ড়েছি,—আমি দেখচি।

[পঙ্কজ—মুকুলের নাড়ী পরীক্ষা করিল]

দিদি, ইঞ্জেক্‌সনের সরঞ্জাম আছে? ইন্‌জেক্ট কর্ত্তে হবে যে।

মালতী—ওই ত, ডাক্তার তাঁর ব্যাগ রেখে গেছেন, রাত্রে তাঁর থাক্‌বার কথা ছিল,—ঝড়ের জন্যেই বুঝি এলেন না।

পঙ্কজ—থাম দিদি থাম,—ব্যস্ত হোয়োনা। আমি শেষ চেষ্টা ক'রে দেখব।

মালতী—ও পঙ্কজ! তুমি কি বল্‌চ?—দেখো, ঠিক্ ক'রে ওষুধ দিও, ভুল ওষুধ দিয়োনা যেন।

পঙ্কজ—চুপ!

[পঙ্কজ ব্যাগ হইতে একটা তীব্র ঔষধ বাছিয়া লইয়া তদ্দ্বারা মুকুলকে ইন্‌জেক্ট করিল। ক্রমে ক্রমে, পাঁচ—দশ—পনেরো এবং বিশ মিনিট অতিবাহিত হইয়া গেল,—কোন ফল হইল না]

মালতী—[চীৎকার করিয়া] পঙ্কজ! পঙ্কজ! তুমিই শেষে হাতে ক'রে মেরে ফেল্‌লে?

পঙ্কজ—[ধীর ভাবে] কখনো তোমাকে ডাকিনি দয়াময়, জানিনা তুমি আছ কিনা! যদি থাক—যদি থাক—সত্যই যদি থাক, আমার প্রাণের ব্যথা বোঝো। হে ব্যথাহারি, দয়া করো—দয়া করো। যদি না দয়া করো,—যে ছুরি পকেটের মধ্যে লুকিয়ে রেখে, আজ চুরি কর্ত্তে বার হ'য়েছিলেম, সেই ছুরি এই বুকে (নিজের বুক দেখাইয়া) আমূল বসিয়ে দেব। দয়া করো দয়াময়!

দিদি, দিদি, পাষণ্ডের এই ফটোর ওপর ফুল দিয়ে কে সাজায়? কে আবার তার নৈবেদ্য সাজিয়ে রাখে?

মালতী—[কাঁদিতে কাঁদিতে] যে রাখে—সে ত আজই তুমি আসবে বলে বেশী আড়ম্বর ক'রে সাজিয়ে রেখে চ'লে যাচ্ছে ভাই!

পঙ্কজ—না না, চ'লে যাবে না! আমি যেতে দেবনা—কখনই যেতে দেব না। আবার আমি ভাল হব,—এবার আমি আমার মুকুল ফুটিয়ে তুল্‌ব। মুকুলেই তাকে ঝরে যেতে দেব না—দেব না! দিদি, দিদি, আমি ত এমন ছিলেম না, কুসঙ্গই যে আমার সর্ব্বনাশ সাধন করে আমাকে ধাপে ধাপে নামিয়ে দিয়েছে। তাই আজ আমি জগতের ঘৃণা—বিশ্বের আবর্জ্জনা—শয়তানের অবতার—এই চোর! তাই আজ আমার এই হেয় চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন! আজ আমার সর্ব্বস্ব চ'লে যাচ্ছে ব'লেই কি চুরি কর্ত্তে, বেছে বেছে এই বাড়ীতেই এসে প'ড়েছিলেম? আশ্চয্য! অত্যাশ্চর্য্য যোগাযোগ!

মালতী—ওগো, সত্যই কি তোমার আর আমার সর্ব্বস্ব চ'লে যাচ্চে? আর কি কোনোই আশা নেই? তোমাকে একটিবার দেখবার জন্যেই যে ওর প্রাণটা এতদিন ছিল তাও একবার দেখতে পেলে না?—ওরে মুকুল রে, ওরে আমার জন্ম-জন্মান্তরের শত্রুরে, এত বড় ব্যথা—এত বড় চিরস্থায়ী দাগা, তুই আমার প্রাণে দিয়ে যাবি?

পঙ্কজ—(উচ্চকণ্ঠে) না—না—তাও কি হয়?—হে বিশ্বস্রষ্টা! হে নির্ম্মম! যে কখনো তোমায় ডাকেনি—তার এই প্রথম ডাকে সাড়া দিলে না তুমি? তার এই কাতর আর্ত্তনাদ তোমার কাণে পৌছল না? দয়া হ'ল না? দয়া হ'ল না? এই নাও তবে—শোণিত-পিপাসু জল্লাদ,—এই নিয়ে তোমার জিঘাংসার তৃপ্তি করো নাও—নাও— (ছুরিকা বাহির করিল)

মালতী—ওকি কচ্চ পঙ্কজ?—কি সর্ব্বনাশ! কেন আর জ্বালার ওপর জ্বালা বাড়াও?

[মুকুলের মস্তক উপাধানে ন্যস্ত করিয়া ছুটিয়া গিয়া মালতী, পঙ্কজের হাত ধরিল]

পঙ্কজ—বাধা দিয়ো না দিদি, বাধা দিয়ো না। ভাল হবেনা কিন্তু—ছেড়ে দাও। জীবনে—অনেক পাপ ক'রেছি—সে পাপ ক্ষালনের এই সুবর্ণ সুযোগ তুমি কেড়ে নিয়ো না! এতদিন চিনি নি—দেবীকে চিনতে পারিনি, তাই, সুধা ভ্রমে আকণ্ঠ হলাহল পান ক'রেছি। সুধা-সাগরের তীর পশ্চাতে রেখে মরুস্থানে ছুটোছুটি ক'রে বেড়িয়েছি।—বড়—জ্বালা—বড় জ্বালা! একটুখানি শান্তি আমাকে পেতে দাও দিদি তুমি? এ পাপ জীবন দেবতার অঞ্জলি দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও। তোমাকে আমার শেষ অনুরোধ—দেবীর চিতায় আমাকে স্থান দিয়ো।

[মালতীর হাত হইতে সজোরে আপনার হাত ছিনাইয়া লইয়া—পঙ্কজ তাহার উদ্যত ছুরিকা আপন বুকে হানিতে উদ্যত হইতেই—সহসা মুকুল ডাকিয়া উঠিল "দিদি!" * * * পঙ্কজের ছুরিকা তাহার কর ভ্রষ্ট হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল]

মালতী—মুকুল রে—মুকুল রে!

[ছুটিয়া গিয়া মুকুল মস্তক আপন অঙ্কে লইয়া বসিলেন]

মুকু, রাণী আমার, মরণের দ্বার থেকে ফিরে এলি বোন?

পঙ্কজ—ফিরবে না? ফিরবে না? সেই যিনি আমাদের সতত দেখচেন, অথচ আমরা যাঁকে দেখতে পাচ্ছিনে,—তিনি কি কোনই খবর রাখেন না? আমার এই বুকভরা হাহাকার কি সেখানে পৌছয় নি দিদি? তুমি আছ? ও! আজ যে আমার প্রধান সমস্যার সমাধান হ'য়ে গেল—আছ তুমি তবে? ও! কি আনন্দ—চিরন্তন সত্যের আবিষ্কার কর্ত্তে পেয়ে আজ আমার প্রাণে কি বিপুল পুলকের আকুলোচ্ছ্বাস!

মুকুল—[জড়িত কণ্ঠে] ও কার কণ্ঠস্বর দিদি? বলো দিদি বলো, তোমার পায়ে পড়ি।

মালতী—ব'লতে পারি—দেখাতেও পারি, কিন্তু তুই যদি আবার জ্ঞান হারাস?

মুকুল—দেখাও দিদি, দেখাও! একটিবার দেখতে পেলেই আমি বাঁচব দিদি! সত্যি ক'রে বলো দিদি,—আমার শপথ—বল, সে কি এসেচে?

মালতী—হ্যাঁ বোন, এসেচে!

মুকুল—অ্যাঁ! এসেছে? এসেছে?—তবে যে দিদি, তুমি আমার কথা

বিশ্বাসই করছিলে না! এখন? দেখাও এখন দিদি, তারপর যদি আমি ম'রেও যাই, তোমার দুঃখ থাকবে না।

[পঙ্কজ ধীরে ধীরে তাহার নিকটবর্ত্তী হইল, নিষ্পলক নেত্রে মুকুল তাহার পানে চাহিয়া রহিল]

মুকুল—দিদি, আর আমি ম'রবনা, আর আমি ম'রব না।

পঙ্কজ—আমি যে তোমায় ম'রতে দেবনা মুকুল, তুমি ম'রবে কি ক'রে? দিদি, ঝড়টাও থেমে গেল নয় কি?

মালতী—আমি ও-ঘর থেকে একটু জল খেয়ে আসি। তুমি পালিয়োনা যেন পঙ্কজ!

পঙ্কজ—না দিদি, আমি যে বাঁধা পড়ে গেছি!

[মালতী প্রস্থান করিলেন]

মুকুল—আমি ত স্বপ্ন দেখছি না?

পঙ্কজ—না রাণি, এ স্বপ্ন নয়। এ যে সত্য, জীবন্ত সত্য। ঝড়টাও একেবারে থেমে গেল।

[পঙ্কজ নত হইয়া ধীরে ধীরে মুকুলের শীর্ণ—বিবর্ণ ওষ্ঠাধরে, অধর সংলগ্ন করিলেন।]

শেষ

ডাকঘর

শ্রদ্ধেয় নাচঘর-সম্পাদক সমীপেষু—

দ্বিজেন্দ্রলালের সাজাহান রচিত হওয়ার পর থেকে আজ অবধি কত বার কত ভাবে কত জায়গায় যে অভিনীত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। আমার মনে হয় বাঙলা দেশে,—শুধু বাঙলা কেন বাঙলার বাইরেও এমন কোন রঙ্গালয় বা নাট্যসঙ্ঘ নেই যেখানে সাজাহানকে রঙ্গমঞ্চে নামিয়ে রূপ দেবার চেষ্টা করা হয়নি! অথচ দেখা যায়, পুরুষ চরিত্রের মধ্যে তখন তাঁদের লক্ষ্য ছিল 'ঔরংজেবে'র ওপর, 'সাজাহানে'র ওপর নয়! ঔরংজেবকে রূপসজ্জা বা অভিনয় দিয়ে প্রশংসার যোগ্য ক'রে তুলতে পারলেই তাঁরা সারা নাটকখানির সাফল্য লাভ হয়েছে ব'লে মনে করতেন!

প্রথম যখন সাজাহান দেখি, সে আজ বহুদিনের কথা। নাম-ভূমিকা নিয়ে নেমেছিলেন তখনকার সব চেয়ে বড় অভিনেতাদের একজন, প্রিয়নাথবাবু। সে সাজাহানকে দেখে কতদূর যে বিস্মিত হয়েছিলুম তা আজও মনে আছে। মনে হয়েছিল শত শত বছর আগেকার বন্দী সাজাহান বুঝি চোখের সামনে নেমে এসেছেন!...

তারপর একদিন দেখলুম কুঞ্জবাবুকে সাজাহান হ'য়ে নামতে। প্রিয়নাথ বাবুর সাজাহানকে কুঞ্জবাবুর সাজাহানের পাশে দাঁড় করিয়ে দেখা গেল—অনেক তফাৎ! প্রিয়নাথবাবুর সাজাহান বড় হয়েছিলেন শুধু অভিনয়ের দিক দিয়ে, কুঞ্জবাবুকে দেখলুম অভিনয় ও রূপসজ্জা—দুইয়ের ভেতর দিয়েই!

এই দেখেই তৃপ্ত ছিলুম, তারপর একদিন যখন সাজাহানের মূর্ত্তি নিয়ে নামতে দেখলুম অহীন্দ্রবাবুকে—আগেকার দুই সাজাহানই একই সঙ্গে এক নিমেষে যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। সেদিন কল্পনায় ধারণা করতে পারিনি সাধারণ রঙ্গমঞ্চের ওপর কবে-কোন্-অতীতের বৃদ্ধ বন্দী সাজাহানকে রূপ-রস-অভিনয় দিয়ে কেউ বাঁচিয়ে তুলতে পারে! নাটকের সমস্ত ভূমিকাই নিভে গেল,—রইলেন শুধু 'সাজাহান,' লোকের চোখে জীবন্ত হয়ে!

এ পর্য্যন্ত সকলেই সাজাহানকে দেখিয়ে এসেছিলেন, মোগলের বন্দী বৃদ্ধ সম্রাটরূপে, অহীন্দ্রবাবু তাঁকে দেখালেন, বৃদ্ধ বন্দী বাদশার রূপ দিয়ে! বার্দ্ধক্যের মধ্যে অপরিসীম তেজ, বুকে প্রচুর স্নেহ, জীর্ণ, স্থবির, পঙ্গু এক মোগল বাদশা! যে-ঔরংজেব ছিলেন নাটকের প্রধান হয়ে, তিনি প'ড়ে রইলেন অনেক, অনেক নীচে!...

অহীন্দ্রবাবুর এই সাজাহানই এতদিন লোকের মনে সব চেয়ে বড় হয়ে ফুটেছিল, কিন্তু গত বুধবারে নাট্যমন্দিরে গিয়ে শিশিরবাবুকে যে 'সাজাহানকে' ফুটিয়ে তুলতে দেখলুম, তা প্রকাশ করবার মত ভাষা আছে কি-না জানি না, আমার তো নেই! সে এক অপূর্ব্ব—উজ্জ্বল—সুন্দর! এর চেয়ে অপূর্ব্ব হ'তে পারে ব'লে বিশ্বাস হয় না, এর চেয়ে চমৎকার, এর চেয়ে জীবন্ত সাজাহানকে দেখানো যায় ব'লেও বিশ্বাস করতে পারি না! শিশিরবাবুর সাজাহানকে দেখে মনে হয় তিনি শুধু বাদশাই ছিলেন না, তাঁর মধ্যে ছিল অসীম প্রেম, কাজের অফুরন্ত উৎস, মায়া-মমতার একটা অখণ্ড স্তূপ।

প্রেক্ষাগৃহের ভেতর কেউ কেউ তাঁর স্বর-নিম্নতার নিন্দে করছিলেন বটে, কিন্তু সেজন্তে দোষ শিশিরবাবুকে মোটেই দেওয়া যায় না, দোষ তাঁদেরই। কারণ স্বর-উচ্চতার লোভেই যদি তাঁরা সেদিন এসে থাকেন তো ভুল করে-ছিলেন, মিনার্ভায় গেলেই তাঁদের সে আকাঙ্ক্ষার পূরণ হোত! স্বর-নিম্নতার ভেতর দিয়ে কী অপূর্ব্ব রূপ তিনি দিয়ে গেছেন তা শুধু তাঁরাই বুঝবেন যাঁদের চোখের পাতা ভিজে উঠতে দেরি হয় নি!

অবিশ্যি, শিশিরবাবুর সাজাহানের পাশে অহীন্দ্রবাবুর সাজাহান যে দাঁড়াবার যোগ্যতাও লাভ করতে পারে না, এ কথা আমি বলতে চাই না। অহীন্দ্রবাবু দিয়েছিলেন রূপ, শিশিরবাবু দিয়েছেন সে রূপের মধ্যে অসীম সৌন্দর্য্য! অহীন্দ্রবাবুর সাজাহানে যে সূক্ষ্মতার অভাব ছিল, শিশিরবাবু তাই পূরণ করেছেন!...

সাজাহানের পরই ঔরংজেব। ঔরংজেবের ভূমিকায় রাধিকানন্দবাবু বিশেষ কিছু দেখাতে পেরেছেন ব'লে মনে হোল না। ইঁহারে যে ঔরংজেবকে তিনি দেখিয়েছিলেন, ঠিক তাঁকেই তিনি নামিয়েছেন নাট্যমন্দিরের রঙ্গমঞ্চে!

মোরাদের ভূমিকায় অমিতাভবাবু একটা নতুন রূপের সৃষ্টি করেছেন। সাজাহানের পরেই এই ভূমিকাটির নাম করা যায়। 'সুজা' আমাদের আদৌ ভাল লাগে নি, অমলবাবুর 'জিহন আলি'ও তথৈবচ, 'দারা' মন্দ হয়নি।

স্ত্রী-চরিত্রের মধ্যে মহামায়ার অংশটুকুই আমাদের ভাল লেগেছে। জাহানারার ভূমিকায় শ্রীমতী সুশীলার অভিনয়ের প্রশংসা করা যায় না, দর্শক তাঁর কাছে যেটুকু চেয়েছিল, তা থেকে একেবারেই বঞ্চিত হয়েছে। পিয়ারাও আমাদের ভালো লাগেনি।

আমার মনে হয় পিয়ারার ভূমিকা শ্রীমতী প্রভাকে দিলে খুবই ভাল হোত! 'সিপার' খুব ছোট ভূমিকা হ'লেও আমাদের ভালোই লেগেছে।

দৃশ্যপটের দিক দিয়ে—মরুভূমির ওপর দিয়ে দারার পলায়নের দৃশ্যের পরিকল্পনাটি বাস্তবিকই ভারী চমৎকার। এ পর্য্যন্ত কোন রঙ্গমঞ্চেই এ-রকম পরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া যায় নি। আগরার প্রাসাদ থেকে সম্মুখ বুরুজের পাশে তাজমহলের অস্পষ্ট ছবিটি স্বপ্নলোকের সৃষ্টি করে, এমনি চমৎকার!

সাজাহানের প্রয়োজনায় শিশিরবাবুর যোগ্য এমন অনেকগুলি জিনিষের পরিচয় পাওয়া গেল। প্রথম দৃশ্যে সুজার শিবিরে অস্পষ্ট অন্ধকারের ভেতর যে নাচের দৃশ্যটি দেখানো হয়েছে তার সৌন্দর্য্য বাস্তবিকই উপভোগ্য, তবে, কাঁচির সাহায্যে তিনি নিজের অংশটি যেমন বাহুল্যবর্জ্জিত করেছিলেন, অন্যান্য অংশেও সেটুকুর প্রয়োজন আছে ব'লে মনে হয়! মোট কথা, নাটকখানির কিছু কিছু অংশ বাদ দিয়ে তিন অঙ্কে পরিণত করলেই যেন ভাল হোত ব'লে মনে হয়!

বিনীত

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্তৃক মুদ্রিত ও ১১নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—১১ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৪থ বর্ষ
২৭শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

৩০শে অগ্রহায়ণ
১৩৩৪

নাট্য-জগৎ

—:*:—

আজকাল বাংলাদেশে একাধিক নট আত্মপ্রকাশ করেছেন, যাঁরা যথার্থই শক্তিশালী। তাঁদের অভিনয় দেখে আমরা খুসি হই। তাঁদের ভবিষ্যৎ ভেবে আমরা আশান্বিত হই। এবং তাঁদের হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করতেও আমরা বিরত নই।

*

ওদিকে দাঁড়িপাল্লার আর একদিক ভারি ক'রে ব'সে, আছেন, শিশিরকুমার। তাঁর সঙ্গে বর্ত্তমান ভারতের আর কোন নটের তুলনা আমরা করিনা, কারণ তিনি অতুলনীয়। মুখে ও লেখায় অজস্র প্রশংসা ক'রেও তাঁর গুণের সম্যক পরিচয় দেওয়া যায় না কারণ তাঁর প্রতিভা অনির্ব্বচন

*

এ-রকম প্রতিভা কোন দেশেই কোন সময়ে একাধিক বড়-একটা জন্মায় না। অতএব বাংলা দেশে এখনি দু-চার-জন শিশিরকুমারকে আবিষ্কার করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে দরকার নেই। আপাততঃ শিশিরকুমার এখানে একজন মাত্রই আছেন এবং এটুকু আমাদের সকলকেই মনে রাখতে হবে। এ অত্যুক্তি নয়, এ অত্যন্ত সত্য কথা।

*

কিন্তু একালকার অনেক অভিনেতা দু'দিন হাততালি পেয়ে এতটা আত্মবিস্মৃত হন যে, নিজেদের শিশিরকুমারের চেয়েও বড় মনে করতে লজ্জিত হন না। অবশ্য, নিজের উপরে অন্ধবিশ্বাস থাকে অনেকেরই। কিন্তু সেই অন্ধবিশ্বাসের নমুনা পাওয়া যায় যখন প্রকাশ্যভাবে, সেটা আর তখন সমর্থন করা চলে না।

*



সাজাহানের ভূমিকায়—শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী

আকাশে যখন খালি তারার মালা দোলে, তখন আমরা সেই দিকে তাকিয়ে থাকি, তারামালার প্রশংসা করি কিন্তু পূর্ণিমার আকাশেও তারারা যদি বলে— চাঁদের সঙ্গে আমাদেরও দেখ, কারণ আমরাও চাঁদের চেয়ে ছোট নই, তা'হলে সে আদেশ কি আমরা মানব ?

*

বিভিন্ন রঙ্গালয়ে, বিভিন্ন নাটকে, বিভিন্ন ভূমিকায় বাংলার শক্তিধর বিভিন্ন অভিনেতা যখন রঙ্গাবতরণ করেন, তখন আমরা তাঁদের অভিনয় উপভোগ করি এবং তাঁদের প্রশংসা করি এবং তাঁদের সঙ্গে শিশিরকুমারের তুলনার কথা আমাদের মনেও আসে না।

*

কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে কোন বিশেষ নাটকে শিশিরকুমারের দ্বারা অভিনীত কোন বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তাঁরা প্রতিযোগিতা করতে উদ্যত হন, তখনি তাঁরা নিজেদের বিপদ নিজেরাই ডেকে আনেন। কারণ তখন তাঁরা জন-সাধারণের চোখে আঙুল দিয়ে নিজেরাই বুঝিয়ে দেন যে, শিশিরকুমারের তুলনায় তাঁরা এখনো কত নীচে পড়ে আছেন—আকাশের তলায় যত নীচে আছে রসাতল।

*

আমাদের পরামর্শ হচ্ছে এই যে, সত্যই যাঁরা নাম কিনতে চান, তাঁরা যেন জনসাধারণকে তাঁদের সঙ্গে শিশিরকুমারের তুলনা করবার সুযোগ না দেন। বর্ত্তমান যুগের যে-কয়জন অভিনেতা এ সত্যকথাটা ভুলে গেছেন, সেই ক' জনই বুদ্ধিমানের কাজ করেন নি।

*

বাংলা দেশে যে আর-কখনো শিশিরকুমারের সমযোগ্য বা তাঁর চেয়েও বড় প্রতিভাবান অভিনেতা সাক্ষাৎ দেবেন না, আমরা এমন কথা বলছি না। বাংলার সেই সৌভাগ্য হোক্, আমরা তাইই প্রার্থনা করি। কিন্তু আজও সেদিন আসেনি। সুতরাং এখনি যাঁরা প্রতিযোগিতায় শিশিরকুমারকে হারাবার স্বপ্ন দেখতে সুরু করেছেন, জনসাধারণের কাছ থেকে হয়তো তাঁদের হাততালির অভাব হবে না—কিন্তু তা সাম্‌নে নয়, পিছনে!

*

দেখছি, ভাঙা দেহ নিয়েই শিশিরকুমার গেল হপ্তাতেই আবার দেখা দিয়েছেন। এজন্যে আমরা সুখী হব কি দুঃখিত হব বুঝতে পারছি না। এই কিছুদিন আগেই আমরা যে ভয় প্রকাশ করেছিলুম গতপূর্ব্ব সপ্তাহেই তা সত্যে পরিণত হয়েছে। আবার অসুস্থ দেহে নিয়মিতভাবে সেই বিপুল পরিশ্রম ?—এ অন্যায়।

*

কিন্তু গেল শনিবার "ষোড়শী" নাটকে অমন রোগজীর্ণ দেহ নিয়েও তিনি যে অপূর্ব্ব অভিনয় করেছেন, তা দেখে আমরা অবাক হয়ে এসেছি। প্রতিভার মনের উপরে দেহের প্রভাব থাকে না, মনোবিজ্ঞানের অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত এই মতপ্রকাশ করেছেন। এ মত যে সত্য, শিশিরকুমার সেদিন আমাদের চোখের উপরে তা প্রমাণিত করেছেন। দৈহিক কোন দুর্ব্বলতাই তাঁর সৌন্দর্য্যসৃষ্টিকে বাধা দিতে পারেনি। তাঁকে সেদিন দেখলে গর্ড‌ন ক্রেগ বোধ হয় নিজের মত বদলাতে বাধ্য হতেন।

*

"আলমগীর" নাটকে "ষ্টারে"র শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ভীমসিংহের ভূমিকায় যে কি চমৎকার অভিনয় করছেন, তা যাঁরা দেখেন নি বর্ণনা ক'রে তাঁদের বুঝানো যাবে না। দুর্গাদাসবাবু আজ পর্য্যন্ত অনেক ভূমিকাতেই অভিনয় করেছেন, কিন্তু তাঁকে ব্যর্থ হ'তে দেখেছি খুবই কম এবং এইটেই হচ্ছে তাঁর শক্তির জলন্ত নিদর্শন।

*

আর একজন নবীন অথচ বিখ্যাত অভিনেতার কথা এইখানে আমাদের মনে হচ্ছে—শ্রীযুক্ত অমিতাভ বসু। আজ পর্য্যন্ত তাঁর দ্বারা অভিনীত সমস্ত ভূমিকাই আমাদের মনের পটে ফুটে আছে, জীবন্ত ছবির মত। প্রত্যেক চরিত্র বিকাশের সময়েই তিনি ভূমিকার উপযোগী এমন একটি নতুন মানুষ হয়ে যান, যা দেখলে ধন্যি মানতে হয়! অমিতাভের সর্ব্বপ্রধান গুণ, তিনি শিশিরকুমারের শিষ্য, কিন্তু তাঁর নকলিয়া নন।

*

"মিনার্ভা" "নর্ত্তকী" খুলেছেন। কিন্তু গীতিনাট্য "নর্ত্তকী"তে দানীবাবু নিয়েছেন কার ভূমিকা ?—প্রধান নর্ত্তকের ? দেখে এসে জানাব।

*

"স্পোর্টস এণ্ড থিয়েটার" প্রকাশ করেছেন, শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী নাকি কোন এক গোপনীয় কারণে "আলমগীর" নাটকে কোন ভূমিকা গ্রহণ করেন নি। সে কারণটি যে কি, তা জানবার জন্যে আমাদের আগ্রহের অভাব নেই।

*

রবীন্দ্রনাথের কোন রচনার আখ্যানবস্তু অবলম্বনে একখানি চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে। সেখানি অভিনীত হচ্ছে বোম্বাই সহরে এবং তার বিরুদ্ধে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে নাকি পাঞ্জাবের সরকারি মহলে।—"কাশীধামে কাক মরেছে কামরূপেতে হাহাকার" ?—ব্যাপার কি ?

*

শুনছি, রাজবন্দীদের সাহায্যের জন্যে রবীন্দ্রনাথ নাকি শীঘ্রই একটি অভিনয়ের আয়োজন করবেন এবং স্বয়ং সেই অভিনয়ে অবতীর্ণ হবেন। এই মহৎ প্রচেষ্টায় যে জনসাধারণের সহযোগিতা পাওয়া যাবে, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই।

*

"মিনার্ভা" আবার অমৃতলালের "যাজ্ঞসেনী"র উপরে নাকি শুভদৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। দানীবাবু ঐ নাটকে প্রথমে ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকায় নামতে অস্বীকার ক'রে, আপাততঃ অর্জ্জুন সাজতে রাজি হয়েছেন। ভুল করেছেন, অর্জ্জুন তাঁকে মানাবে না!

*

"মিনার্ভার" জন্যে প্রহসন লিখতে লিখতে অমৃতলাল আবার তাঁর সরস লেখনী ত্যাগ করেছেন। কেন ?

*

"ষ্টারে"র বিজ্ঞাপন-লিপিতে আলমগীরের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর যে ছবি ছাপা হচ্ছে তা তাঁর আসল অপরাধের কথা এ বৈ আর কিছুই নয়। অভিনয় দেখবার আগে ও-ছবি দেখলে যিনি ভড়কে যাবেন না, তাঁর সাহসকে আমরা ধন্যবাদ দিতে প্রস্তুত আছি।

*

মনোমোহন থিয়েটার নিশ্চয়ই চলছে—যে হেতু আধুনিক বৈজ্ঞানিকের মতে এই বিশ্বের মধ্যে নিশ্চল কিছুই নেই! কিন্তু এই চলার মধ্যে গতির সে চঞ্চল সৌন্দর্য্য কোথায় ? 'মনোমোহনে' নতুন নাটক আছে, নতুন দলের নট-নটীও আছেন, কিন্তু তবু যেন সন্দেহ হয়, 'মিনার্ভা'র পাশে থেকে সেও আর পুরাতনের আওতা ছাড়তে পারছে না—কেননা লোহার পাশে থাকলে ইস্পাতেও মর্চ্চে ধ'রে যায়! 'আর্ট' সম্প্রদায়ের সব্যসাচী কর্ম্মী প্রবোধবাবুর এখন কি 'ষ্টারে'র উপরেই বেশী টান হয়েছে ? হবে!

*

গেল বুধবারে 'নাট্যমন্দিরে'র 'সাজাহানে'র অভিনয়-সৌন্দর্য্য প্রথম রাত্রের চেয়েও ঢের-বেশী উপভোগ্য হ'য়ে উঠেছিল। 'সাজহোনে'র মধ্যে কালোপযোগী পরিবর্ত্তন তো হয়েছেই, উপরন্তু শিশিরকুমারের অভিনয়ও হয়েছিল অধিকতর বিচিত্র এবং সূক্ষ্মরসে সুমধুর! এ 'সাজাহান' পুরাতন সমস্ত 'সাজাহান'কে একেবারে পরিম্লান ক'রে দিয়েছে—পুরাতনের মধ্যে এ এক নূতন অপরূপ সৃষ্টি! যাঁরা 'সাজাহানের' ভূমিকায় শিশিরকুমারকে দেখতে চান তাঁরা আর বেশী বিলম্ব করবেন না, কারণ শুনছি আর দুই-এক রাত্রের মধ্যেই তিনি 'সাজাহানে'র প্রধান ভূমিকা ত্যাগ ক'রে অন্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন!

*

প্রথম রাত্রে ভগ্ন স্বরের জন্যে শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়ে যেটুকু অভাব থেকে গিয়েছিল, গত রাত্রে কারুকে আর সে অভাব অনুভব করতে হয় নি। তাঁর দ্বিতীয় রাত্রের অভিনয় ঘন ঘন প্রশংসাধ্বনি লাভ করেছে। তাঁর "ঔরংজীবে" নূতনত্ব আছে।

*

শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভাদুড়ীর "সুজা" ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র রায়ের "দারা" আমাদের খুব ভালো লেগেছে। ছোট্ট একটি ভূমিকা "যশোবন্ত সিংহ,"—কিন্তু এর মধ্যেই শ্রীযুক্ত ভূমেন রায় তাঁর শক্তির অপূর্ব্ব পরিচয় দিয়ে যান। এই কয়টি ভূমিকাতেই নাট্যমন্দিরের অভিনেতারা অন্যান্য রঙ্গালয়ের অভিনেতাদের উপরে টেক্কা মারতে পেরেছেন। অমিতাভবাবুর "মুরাদ" তো অতুলনীয়! শ্রীযুক্ত শৈলেন চৌধুরীর অভিনয়ও আরো-সুন্দর হয়েছে।

আগ্রাদুর্গ থেকে তাজমহল, মরুভূমি এবং দরবার-গৃহ প্রভৃতি দৃশ্যপটের পরিকল্পনার জন্যে শিল্পী শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি আর একবার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। "সাজাহানে"র এই অভিনয়ের সাজসজ্জা এবং ঐতিহাসিক অন্যান্য ব্যাপারের সঠিকতার সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কোন সন্দেহ থাকতে পারে না—কারণ পৃথিবীবিখ্যাত বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বয়ং সে ভার গ্রহণ করেছেন।

*

কিন্তু দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করছি, "নাট্যমন্দিরে"র "সাজাহানে"র দুই-একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ভূমিকার অভিনয় এখনো আশানুরূপ উন্নত হয়ে ওঠে-নি।

*

আসছে রবিবারে 'নাট্যমন্দিরে' বাংলার ঐন্দ্রজালিক শিল্পী শরৎচন্দ্রের সম্মান-রজনী উপলক্ষে 'ষোড়শী'র অভিনয় হবে। আশা করি সেদিন পৃষ্ঠপোষক রসিকগণের শুভাগমনে 'নাট্যমন্দিরে' তিলধারণের ঠাঁই থাকবে না।

পিয়ালার গান

—:*:—

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

ছল-ছল আঁখি, কেন আজি সাকী ?—
দোলে বনে বনে ফুলের দোলা !
রঙে রঙে ওরে, প্রাণ যায় ভ'রে,
কুসুমের ডোরে ঝুলন ঝোলা' !

*

ও-দুটি নয়ন ভরা যে স্বপন,
জাগে কত চাঁদ, তারকা, তপন !
বুকের বাউল হয় যে আউল,—
দুনিয়ার মাঝে দুনিয়া ভোলা !

*

শোনো, পাখী ডাকে, গান-রেখা আঁকে
সুর-তুলি দিয়ে জোছনা-পটে,
কে একা উদাসী হাতে নিয়ে বাঁশী
বসিয়া বিজন তটিনী তটে।

*

উঠে এস রাণী, আমি সুধু জানি,
ঘুম-ভাঙানিয়া ওই মুখখানি,
আঙুর-নধর নরম অধর—
যেন বসোরার গোলাপ-গোলা' !

*

মোর পিয়ালায় স্রোত বয়ে যায়,
ডোবে যামিনীর কাজললতা,
শত হাসি-নটী পরি' আলো-ধটী
কাণে কাণে বলে মনের কথা !

*

মহুয়ার বনে কোথা হ'তে নামি'
ফাজিল বাতাস করে মাত্‌লামি,
তুমি তৃণাসনে গাও বীণা-সনে,—
আজ চাঁদিনীর ঘোমটা তোলা' !

*

আমি হাসি-কবি, আঁখি-জলছবি
ও-রাঙা কপোলে লাগে না ভালো,
দেখ, এ পিয়ালা সদাই কি আলা,
করে টলমল তরল আলো !

*

সেই আলোতেই হেরি যে ভুবনে,
খেলি বধূসনে মনোমধুবনে,
এস সহচরী, চির-কোজাগরী
জীবনে আমার রয়েছে খোলা' !

চিত্রনাটের রূপকথা

—:*:—

প্যারামাউন্ট চিত্র-সঙ্ঘ এবার অ্যাডল্‌ফ মেঞ্জুকে "দি বিউটি ডক্টার" নামে এক চিত্তাকর্ষক ছবির প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ করাচ্ছেন।

*

লুপিনো লেন সম্প্রতি দ'আর্টাগনান চরিত্র নিয়ে এক কৌতুক-নক্সা শেষ করেছেন ; এ চরিত্র পর্দ্দার উপর প্রথম এনেছিলেন ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস।

*

ডগলাসের নতুন বই "ওভার দি অ্যাণ্ডিস"-এর (পূর্ব্ব-নাম "দি গচো") ছবি তোলার কাজ শেষ হয়েছে ; এর শেষ-দৃশ্য হচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকার শত শত কৃষকের তাদের দলপতি "গচো"র উদ্দেশ্যে "অলৌকিক যাদুনগরী"র অভিমুখে অশ্বপৃষ্ঠে অভিযান।

*

জাপানে চলচ্চিত্রে চুম্বন-দৃশ্য এতদিন নিষিদ্ধ ছিল ; কিন্তু আজকাল জাপানীরা প্রতীচ্যদেশীয় বহু চালচলনে রীতিমত অভ্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন ব'লে ছবির মধ্যে দু'এক জায়গায় চুম্বন দোষের জিনিষ নয় সাব্যস্ত হয়েছে ; কাজেই জাপান সেন্সর্‌কে কাঁচি কিছু আল্‌গা করতে হচ্ছে।

*

টম মিক্সের বিখ্যাত ঘোড়া "টনি"র নাম চলচ্চিত্র-দর্শক মাত্রেরই কাছে বিশেষ পরিচিত; তিনি এবার "রাজার্ড" নামে আর একটি নতুন ঘোড়াকে "অ্যারিজোনা ওয়াইল্ড ক্যাট" চিত্র মারফৎ দর্শকদের সামনে উপস্থিত করবেন।

*

ইউনিভার্সাল-চিত্রসঙ্ঘ ভিক্টর হুগোর বিখ্যাত গল্প "দি ম্যান হু লাফস" অবলম্বনে একখানা ছবি তৈরি করছেন; এতে জর্জ্জ সিগম্যান, কন্‌রাড ভেইডট, মেরী ফিলবিন প্রভৃতি খ্যাতনামা অভিনেতা অভিনেত্রী বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন।

*

"পিটার প্যান" ছবিতে প্রথম অবতীর্ণ হবার পর এই আড়াই বছরের মধ্যে মেরী ব্রায়ান খুব কমসম কুড়িখানি ছবিতে প্রধান ভূমিকা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন; এইবার মেরী আর এক নতুন সম্মানলাভ করেছেন; রিচার্ড ডিক্সের সঙ্গে পর পর তিনখানা ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করার সৌভাগ্যের অধিকারী একমাত্র তিনিই হ'তে পেরেছেন।

*

মন্টেগু লাভ নিজের অভিনয়-দক্ষতার গুণে যেমন অতি-বড় দুর্ব্বৃত্তের ভূমিকা অভিনয় করতে পারেন, তেমনি আবার খুব সহানুভূতি-আকর্ষক করুণ ভূমিকাতেও কৃতিত্ব দেখাতে পটু। তাঁর আর এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা হচ্ছে বর্ণরাগ ও অঙ্গসজ্জার সাহায্যে নিজের আকৃতির বিচিত্র পরিবর্ত্তন সাধন করা।

*

এতকাল ভূস্বর্গ তিব্বতের দৃশ্যাবলী চলচ্চিত্র-দর্শকের কাছে দুষ্প্রাপ্য ছিল; কিন্তু এবার তাঁরা "দি ডেভিল ড্যান্সার" নামে নতুন ছবিতে এই রমণীয় প্রদেশকে দেখে নিজেদের পরিতৃপ্ত করতে পারবেন। এর পর প্রয়োগকর্ত্তা ছবি প্রস্তুত করতে এমন সব লোকের সাহায্য নিচ্ছেন, যারা নাকি তিব্বতের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত!

"চিত্রপ্রিয়"

—

কবি-গৃহে ঋতুরঙ্গ

শ্রীপিনাকপাণি দেবশর্ম্মা

—:*:—

কী অপরূপ রূপে-রসে-ছন্দে-বর্ণে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছিল "নটরাজ", সেদিন কবির গৃহ প্রাঙ্গণে! কী বিচিত্র রঙে রঙিয়ে দিয়ে গেল "ঋতুরঙ্গ" সমবেত দর্শকের মন-প্রাণকে! রঙ্গপীঠের ভারতীয় শ্রী; সুরু থেকে আরম্ভ ক'রে কবির কণ্ঠ-নিঃসৃত সেই উদাত্ত-মধুর লালায়িত আবৃত্তি, বালক-বালিকাদের মিলিত মোহন যাদু কণ্ঠ হ'তে উৎসারিত নব নব হৃদয়হারী সুর-সংবলিত সঙ্গীত, নৃত্য-নিপুণাদের লাবণ্য-নিদান নৃত্য-ভঙ্গী, পরিহিত বসন-ভূষণের শিল্প ও বর্ণ-বৈচিত্র্য—সমস্ত মিলে সারা 'ঋতু-গান'কে এমন এক অভিনব সার্থকতায় মণ্ডিত ক'রে তুলেছিল যা দর্শনে ও শ্রবণে নয়ন-মন মুগ্ধ চরিতার্থ হ'য়ে যায়।

তারপর অভিনয়! জগঝম্প ঝঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখ-যবনিকা অপসারিত হ'ল। কবি স্বয়ং এলেন উদ্বোধন করতে নটরাজের দারুণ আহ্বানে সাড়া দিয়ে! নটরাজের যে তাণ্ডবে বহিরাকাশে রূপলোক প্রকাশ পায়, আর অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হ'তে থাকে, মহাকালের সেই বিরাট নৃত্য-ছন্দকে প্রকটিত করতে হবে পাদপ্রদীপের সামনে। আজ এই শীতের রাতেই খেলা সুরু করতে হবে—লীলাগুরু ডাক দিয়েছেন। শীত! তায় ক্ষতি কি? 'এসেছে শীত গাহিতে গীত বসন্তেরি জয়'। আকাশ বাতাস ছেয়ে অন্তর বাহিরকে আলোড়িত ক'রে নটরাজের জয়গান উঠুক—

"জাগুক মন, কাঁপুক বন, উড়ুক ঝরা পাতা,
উঠুক জয়, তোমারি জয়, তোমারি জয় গাথা"—'

তাই সঙ্গে সঙ্গে নটরাজের বন্দনা সুরু হ'ল নৃত্য-গীতের ভিতর দিয়ে। 'যুগে যুগে কালে কালে' নটরাজের তাণ্ডবলীলার ছায়া, 'সুরে সুরে তালে তালে' প্রতিফলিত হচ্ছে এই ধরণীর বক্ষে. বিশ্বের সারা তনুর অণুতে অণুতে তা কম্পমান—এই হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতির লাস্যলীলা! লাস্য, তাণ্ডব উভয় লীলাকে চারু-নৃত্যের ভিতর উদ্বুদ্ধ ক'রে নটরাজের আরাধনা চলল—

"নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ,
ঘুচাও সকল বন্ধ হে।
সুপ্তি ভাঙাও, চিত্তে জাগাও,
মুক্ত সুরের ছন্দ হে।'

হে নটরাজ, তোমায় বার বার প্রণাম করি—তোমার অমিত বিত্ত নৃত্যের লালারসে আমাদের চিত্ত ভ'রে দাও। এইভাবে সেই সুন্দর ভয়ঙ্করের আরাধনা ক'রে বিভিন্ন ঋতুর বিচিত্র রঙ্গ-লীলা দেখানো সুরু হ'ল।

বর্ষারম্ভের গোড়াতেই দীপ্তশিখাভালে রক্তলোচন রুদ্র বৈরাগী বৈশাখ বিশ্বের দ্বারে আগত—মুগ্ধ ভীতচিত্ত মানব তাকে অবনত মস্তকে প্রণতি জানালে—পুরাতন বৎসরের সব গ্লানি, স্মৃতি, আবর্জ্জনা দূর ক'রে ফেলে অগ্নি-স্নানে ধরাকে দেহে প্রাণে শুচি করতে চাইলে। কবি সম্বোধন করলেন—

"শুষ্ক পথের দানব দস্যু,
শুষে নিতে চাও হাসি ও অশ্রু,
ইঙ্গিতে দাও দারুণ ডাক।"

বৈশাখের রুদ্রলীলার সঙ্গিনী প্রলয়-রঙ্গিনী কালবৈশাখী আকাশপথে নিজের খেলা সুরু ক'রে দিলে—কিন্তু বিশ্বের মানব সেই বেড়া-ভাঙার মাতনের মাঝে অনাগত রসের রেখার সন্ধান পেলে—

"দিগন্তরের সঞ্চয় টুটি,
অঞ্চলে মেঘ আনিবে সে লুটি—"

তাই সে নৃত্য গীতে বৈশাখী ঝড়ের আগমনী গাইলে। দেখতে দেখতে করুণাঘন সুধারসবর্ষী বর্ষা এল—মানব হৃদয় আনন্দের মঞ্জুবীণায় তান দিয়ে প্রত্যাশার গান গাইলে—"তপের তাপের বাঁধন কাটুক রসের বর্ষণে।" আষাঢ় ঐরাবতের বৃংহিতে ধরণীকে শুনিয়ে গেল—

"বনপথে আসে মন-রঞ্জন,
নয়নে পরাবে প্রেম-অঞ্জন,
সুধা দিবে চিরতপ্তকে।"

আকাশ কোলে মেঘের খেলা, বিজুলী-ঝলার রূপে বিমোহিত পৃথিবী গান গেয়ে জিজ্ঞেস করলে—"গগনে গগনে আপনার মনে কি খেলা তব?"—কিন্তু শ্যামা ধরিত্রীর শোভায় মগ্ন মানব চকিতে টের পেলে শ্রাবণের বিদায়-বেলা ঘনিয়ে এসেছে—তরুলতা সবাই অঝোর-ঝুরে কাঁদতে লেগেছে—

"কেয়া কাঁদে, যায় যায় যায়।
কদম ঝরে, হায় হায় হায়।"

এ কান্নার সুর কি করুণ, কি বিষাদ-মাখা!

শরৎ আশ্বাস দিচ্ছে সোনার উষার, কাজ-ভোলানো বেলার, কিন্তু মন তা' মানে না—তাই সে মিনতির চাহনি নিয়ে হৃদয়-ব্যথার ব্যঞ্জনা দিয়ে ধরণী-বক্ষে লুটিয়ে প'ড়ে একবার শেষ কাকুতি ক'রে দেখছে—"কেন পান্থ এ চঞ্চলতা?" মহাকালের যাত্রা তাতে বাধা পায় না—সে জলদ-গম্ভীর সুরে উত্তর দেয়—

"যাত্রা-বেলার রুদ্র রবে,
বন্ধন-ডোর ছিন্ন হবে,
ছিন্ন হবে, ছিন্ন হবে।"—

মানুষের শেষ মিনতির সুর কি ব্যাকুল ক্রন্দন-ভরা! বোধ করি মহাকালও ক্ষণেকের তরে থমকে দাঁড়িয়ে ভেবেছিল—'তাইত, কেন এ চঞ্চলতা!'

কিন্তু শ্রাবণ গেল, তার পরিবর্ত্তে শুভ্র-শরৎ এসে বিশ্বের মানবকে ডাকলে 'ঘর ছাড়ানো ডাকা, কাজ-খোয়ানো সুরে'।—মানুষ তাই শুনে বাইরে ছুটে এল—সে আলোক-রূপের সামনে প্রণত হ'য়ে বন্দনা-গান গাইলে। বিশ্ব-প্রকৃতি শরৎ-শোভায় সজ্জিত হ'ল—কচি ধানে সবুজ ক্ষেত ভরে গেছে—শিউলি ফুল আনন্দে বিভোল হ'য়ে নি ... দিতে লাগল। হায়, শরৎ-বাণীর বীণা কমল-দলে বাজতে না বাজতে সে চ'লে গেল—ওরে শিউলি ফুল, একি ভুল?—ফুলের শিশু নেচে নেচে গাইলে, "শিউলি ফুল, কেমন ভুল?" তার দোলা সবাইকার হৃদয়-দালাকে দোদুল-দোলে দুলিয়ে দিয়ে গেল। মানুষ বিলম্বিত সুরে বিলাপ-গান গাইলে—

"চরণ-রেখা তব যে পথে দিলে লেখি,
চিহ্ন আজি তারি আপনি ঘুচালে কি?"

ক্ষুধার্ত্তজন-শরণ্য হেমন্ত অমৃত অন্ন বিতরণ করতে করতে প্রবেশ করলে—মানুষ ধন্য মেনে স্তুতি-গানে পৃথিবী ভরালো; কিন্তু ধরণীতল আর আকাশের মাঝখানে 'কে যেন জেলে কুহেলি জাল পেতে দিলে'—তাতে শশী জ্যোতিহারা হ'ল, গগনের দীপগুলি ঢাকা প'ড়ে গেল—হেমন্তের চলন-পথের বাতি নবল—তাই মানুষ তাকে সাহায্য করলে আকাশ-প্রদীপ জ্বেলে। মানুষ দীপালী উৎসব সুরু ক'রে দিলে—দীপালিকার আলো জ্বেলে ধরিত্রীকে সাজালে, তামসীকে আপন আলোয় পরাজিত করতে চাইলে। অমাবস্যার ঘন অন্ধকারের মাঝে দীপালী-উৎসবের দৃশ্য রূপ কি অপূর্ব্ব নয়নাভিরাম!

এমনি সময় যা-কিছু জীর্ণতাকে নিঃশেষ করবার জন্যে নির্ম্মম শীত পৃথিবীর বুকে দেখা দিলে—মানুষ তাকেও বরণ ক'রে নিলে এই আশায় যে, শীতই যদি এল, ওরে বসন্ত কি দূরে প'ড়ে থাকবে! আজকে শীতের প্রকোপে ধূলিতলে যা লুকিয়ে পড়ল, আবার ধূলিই তাকে নবরূপে ধরণীতে ফিরিয়ে দেবে—

"জানি জানি শীত, আমার যে গীত
বীণায় নাচে,
তারে হরিবার কভু কি তোমার
সাধ্য আছে!"

তবু মানুষ অগ্নিকুণ্ডে নিজেকে উত্তপ্ত করতে করতে তার স্তব-গানের ছলে বলছে—

"হে সন্ন্যাসী, হিমগিরি ফেলে নীচে নেমে এলে
কিসের জন্য?
কুন্দ মালতী করিছে মিনতি
হও প্রসন্ন।"

শীতের যাত্রা নিজের অপূর্ব্ব নৃত্যলীলার ভিতর পথ খুঁজছে নিশীথ-অন্ধকারে—তার হাতের বাতি নিভে গেছে। বায় বইতে সুরু করেছে—শিউলিগুলি বনের কোলে ভয়ে মলিন—আমলকির ডালে ডালে হাওয়ার নাচনে পাতাগুলি শিরশিরিয়ে ঝ'রে পড়ে গেল।

শীতের গর্ব্ব চূর্ণ হ'ল; সকল দৈন্যদ্বন্দ্ব দূর ক'রে দুঃখবন্ধ ছিন্ন ক'রে ঋতুরাজ

বসন্ত ধরণীকে সাজাতে এল—মানুষ তার পূজায় ব্যস্ত হ'য়ে পড়ল, বসন্তে সারা বিশ্বপ্রকৃতি লীলায়িত, বর্ণচ্ছটায় মহাকাশে মাতন সুরু হ'ল—নাগকেশরের গন্ধরেণুতে চন্দনচূর্ণ উড়তে লাগল। মধুর তানে মোহনকণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হ'ল—

"তোমার আসন পাতব কোথায়
হে অতিথি ?
ছেয়ে গেছে শুক্‌নো পাতায়
কাননবীথি।"

অপরূপ নৃত্যছলায় বনে বনে রঙ-লাগানোর গান আরম্ভ হ'ল—আজ বনের দোলা দোল দিয়েছে—গগনে পবনে মলয়ের সুর বাঁশীর শিসে বেজে উঠেছে—সবাই মিলে রঙের ধারায় ধরণীকে প্লাবিত কর। সকল মানুষ এক সাথে নৃত্যগীতের তালে তালে বসন্তের কাছে একবার শেষ রঙ প্রার্থনা করলে—

"রাঙিয়ে দিয়ে যাওগো এবার
যাবার আগে,—
আপন রাগে, গোপন রাগে,
তরুণ হাসির অরুণ রাগে,
অশ্রুজলের করুণ রাগে।"

ঋতু-লীলা শেষ হ'ল রঙের ধোঁয়ার ভিতর—যবনিকা প'ড়ে গেল—কাণে বাজতে লাগল প্রত্যেকটি গানের সুরের খেলা, চোখে ভাসতে লাগল গানের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি নাচের বিচিত্র কমনীয় লীলাভঙ্গী, মনে জাগতে লাগল—কবির উদাত্ত মধুর কণ্ঠ, শীতের যাত্রীর অপূর্ব্ব নৃত্যলীলা, সমস্ত অভিনয়ের অপরূপ রূপ-ছটা, ছটি কোমল মধুর সুললিত কণ্ঠ—একটি বসন্তের আবাহনকারিণীর যিনি গাইলেন, 'তোমার আসন পাতব কোথায় হে অতিথি", আর একটি তাঁর যিনি অলক্ষ্যে ব'সে সমবেত-সঙ্গীতের মধ্যে নিজের অমৃত-ঝরা শ্রবণভোলানো কণ্ঠে সবার হৃদয় আকর্ষণ করছিলেন, আর সেই ফুলের শিশুটি !

ঋতুরঙ্গশালার দ্বার উদ্ঘাটিত হওয়ায় যে রূপ-রস-বিভবের সন্ধান পেলুম, তাতে নয়ন-জীবন সার্থক হ'য়ে গেল—মন প্রশস্তিতে ভ'রে উঠল।

সুর-শিল্পী দিলীপকুমার

শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

—:*:—

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় সম্প্রতি ইউরোপ ভ্রমণ শেষ ক'রে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেছেন। তিনি ইউরোপের বিভিন্ন বড় বড় সহরে "ভারতীয় সঙ্গীতের স্বরূপ" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে বেড়িয়েছেন ; সকল জায়গাতেই তিনি যে রকমভাবে অভিনন্দিত হয়েছেন, তাতে ক'রে প্রত্যেক বাঙালীর বুক গর্ব্বে ফুলে ওঠে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা মাত্র তাঁর ভিয়েনার বক্তৃতা-প্রসঙ্গ সবিস্তারে উল্লেখ করব।

ভিয়েনার সুবিখ্যাত বক্তৃতা-মন্দির ইউরেনিয়াতে (The Urania) ভারতীয় সঙ্গীত-কলা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার জন্যে দিলীপকুমার এক নিমন্ত্রণ পান ; সেই নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্যে তিনি প্যারিস থেকে বরাবর ভিয়েনায় যাত্রা করেন। তিনি সেখানে পৌছবার পূর্ব্বেই তাঁর মুদ্রিত প্রতিমূর্ত্তি সাধারণ্যে বিতরিত হয়েছিল ও তাঁর বক্তৃতা শোনবার জন্যে প্রবেশ-পত্র বিক্রীত হ'য়ে গিয়েছিল।

বক্তৃতা প্রদানের নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই ইউরেনিয়ার সভাস্থল সুরসিক বিশিষ্ট শ্রোতৃমণ্ডলীতে ভ'রে উঠেছিল ; বক্তৃতার সময়ে সভায় তিলধারণের জায়গা ছিল না। বিখ্যাত অষ্ট্রিয়ান লেখক, দিলীপকুমারের বন্ধু ও অভ্যর্থনাকারী Mr. Herr Fulop Miller সভানেতার কাজ করেছিলেন। উচ্চ গুণগ্রাহী ভাষায় দিলীপকুমারের পরিচয় প্রদানকালে তিনি বলেছিলেন, "ইউরেনিয়া সর্ব্বদাই ভিয়েনার বিশিষ্ট সঙ্গীত-রসিক শ্রোতৃমণ্ডলীকেই আকৃষ্ট ক'রে থাকে।" এই সভা-গৃহ যে ভাবে জনাকীর্ণ হ'য়েছিল, তা' থেকে স্বতঃই এই কথা মনে হয় যে, লোকে যত বেশী সঙ্গীতানুরাগী হয় ও সঙ্গীত চর্চ্চা করে, তা'রা তত বেশী উদার অন্তঃকরণ বিশিষ্ট, তা'রা সর্ব্বদাই যে কোন জিনিষ তাদের জ্ঞান বর্দ্ধন করে তা' বুঝতে ও গ্রহণ করতে উন্মুখ। তাই ভিয়েনার সঙ্গীত-শিল্পীরা ভারতীয় সঙ্গীতের প্রকৃষ্টরূপ জানবার একটা সুবর্ণ-সুযোগ পেয়ে দিলীপকুমারের বক্তৃতা শোনবার জন্যে দলে দলে ইউরেনিয়াতে উপস্থিত হয়েছিলেন।

এই সভার অনুষ্ঠাতারা তাঁদের গুণগ্রাহিতার নিদর্শন স্বরূপ দিলীপকুমারকে টিকিট-বিক্রয়-লব্ধ অর্থ থেকে একটা তোড়া পুরস্কার দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দিলীপকুমার তাঁর স্বভাবসুলভ সৌজন্যের সহিত তা' গ্রহণ করতে অসম্মত হন ; তাঁরা তৎপরিবর্ত্তে তাঁকে জার্ম্মান ভাষার কতকগুলি শ্রেষ্ঠ পুস্তক প্রদান করেছেন।

দিলীপকুমারের জার্ম্মান ভাষায় যে দখল আছে, তাতে ক'রে সাধারণ কথাবার্ত্তা কওয়া চললেও, তা একটা প্রকাশ্য বক্তৃতা দেবার পক্ষে যথেষ্ট নয় ব'লে দিলীপকুমারের লিখিত বক্তৃতা শ্রীযুক্ত Herr Fulop Miller দ্বারা জার্ম্মান ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। Herr Fullop Miller দিলীপকুমারের পরিচয় প্রদান করবার পর দিলীপকুমার জার্ম্মান ভাষাতে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে যা বলেছিলেন তার বাঙলা তর্জ্জমা নীচে দেওয়া গেল :—

"মাননীয় ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা আমাকে ইউরেনিয়াতে নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছেন ব'লে আমি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করছি। আমার

জার্ম্মান ভাষাজ্ঞান বক্তৃতা দেবার পক্ষে যথেষ্ট নয় ব'লে আমার লিখিত বক্তৃতা আমার বন্ধু মাননীয় সভাপতি দ্বারা অনূদিত হয়েছে, তিনিই তা আপনাদের সামনে পড়বেন। অবশ্য এটা ঠিক যে, আমার যদি জার্ম্মানভাষার ওপর জোর দখল থাকতো, তাহ'লে আমি আমাদের ভারতীয় সঙ্গীত কলা সম্বন্ধে আপনাদের মনে যতটা ধারণা জন্মিয়ে দিতে পারতুম, ততটা এভাবে কিছুতেই সম্ভবপর হবে না। তবে কি জানেন, আমাদের বাঙলাভাষায় একটা প্রবাদ আছে, 'নেই মামার চেয়ের কাণা মামা ভাল।'

এই কথা শোনবার পরই সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলী উল্লসিত হ'য়ে উঠেছিল। সভা মধ্যস্থ হাস্য ও আনন্দধ্বনি থামলে দিলীপকুমার বলতে লাগলেন, "এইজন্যেই আমি উভয়পক্ষের অসুবিধাসত্তেও আপনাদের কাছে এই ভাবে বক্তৃতা দিতে মনস্থ করেছি, কেননা আমার মনে হয়, আমাদের ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকার চেয়ে কতকটা পরিমাণ জ্ঞানলাভ করাটাকে আপনারা নিশ্চয়ই বেশী পছন্দ করবেন।" এই কথার পরেই দিলীপকুমার আসন গ্রহণ করেন।

তার পর সভাপতি Herr Fulop Miller দিলীপকুমারের লিখিত বক্তৃতা পড়তে উঠে বলেন, "মাননীয় শ্রোতৃমণ্ডলী, বন্ধু দিলীপকুমারের বক্তৃতাপাঠ করবার আগে তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়াটা আমি আবশ্যক ব'লে বিবেচনা করি।

"দিলীপকুমারের জন্ম বাঙলাদেশের এক উচ্চ সম্ভ্রান্ত ভদ্রবংশে; তিনি হচ্ছেন তাঁর বিখ্যাত পিতার যোগ্যতম সন্তান। তাঁর পিতা স্বর্গগত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বর্ত্তমান ভারতের একজন বিশিষ্ট প্রতিভাবান সাহিত্যিক ব'লে গণ্য—তিনি ছিলেন একজন কবি, একজন বিশিষ্ট হাসির গানের লেখক, একজন নাট্যকার। দিলীপকুমার উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁর পিতার সঙ্গীতানুরাগ ও ঈশ্বরদত্ত গীতিশক্তি লাভ করেছেন। আজ তিনি নবীন ভারতের বিশিষ্ট সঙ্গীত-শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম ব'লে পরিগণিত।

"বন্ধু দিলীপকুমারের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় প্রায় বছর পাঁচেক আগে Swiss Luganoর এক সভায়: সেই সভায় চৌদ্দটি বিভিন্ন জাতির লোক উপস্থিত ছিল। Bertrand Rusell, Romain Rolland, Hermann Herse, George Duhamel, Paul Bernkoff, Reverend Mr. Holmes প্রভৃতি বহু দেশবিখ্যাত লোক সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সে রাত্রের সভায় বন্ধু দিলীপকুমার বক্তৃতার সঙ্গে উদাহরণ স্বরূপ গান গেয়ে গেয়ে ভারতীয় সঙ্গীতকলার পর্য্যালোচনা করেছিলেন। দিলীপকুমার সেদিন তাঁর শ্রোতৃবৃন্দকে কি অদ্ভুতভাবে মন্ত্রমুগ্ধ করেছিলেন, তা এখনও আমি স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। দিলীপকুমারের গানে মুগ্ধ হয়ে Romain Rolland যে কথা বলেছিলেন তা এখনও আমার বেশ মনে পড়ে। তিনি বলেছিলেন, 'বন্ধু দিলীপকুমারের গান শুনে আজ আমি ভারতের ভাবধারার প্রকৃতরূপ যে ভাবে প্রত্যক্ষ করলুম, এমন আর কোন দিনই করিনি'।

"তারপর যখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলুম, 'প্রতীচ্যবাসী আমাদের কাছে ভারতীয় সঙ্গীতের সত্য-সার্থকতা কি?' তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'ভারতীয় ও প্রতীচ্যদেশীয় সঙ্গীতের মাঝে যে ব্যবধান, আমার বিশ্বাস হয় না যে তা' একেবারেই অনতিক্রম্য।'

"তবে আমি আপনাদের আগে থাকতেই সাবধান করে দিচ্ছি যে আপনারা ইউরোপীয় সঙ্গীত থেকে যে জিনিষটি পান, শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার যে গান গাইবেন, তা' থেকে ঠিক সেই জিনিষটি আশা করবেন না। আমার এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে দিলীপকুমারের গান মাত্র কতকগুলি Concert song বা শুদ্ধ aesthetic solo সঙ্গীত নয়, কেননা ভারতবর্ষে সঙ্গীত আমাদের দেশের মত মাত্র একটি প্রমোদের বিষয় নয়, ভারতে সঙ্গীত হচ্ছে গভীর ধর্ম্মভাব দ্বারা জাগ্রত প্রাণে স্বতঃ উৎসারিত ভাবগঙ্গাধারা; ভারতের স্তোত্রপাঠ সঙ্গীত-সমন্বিত।"

Her Miller এর এই সমস্ত মন্তব্য থেকে বেশ বোঝা যায় যে তিনি অনেকটা পরিমাণে ভারতীয় সঙ্গীতের স্বরূপ ও প্রকৃতি অবধারণ করতে পেরেছেন। এই কথায় পুণা হাঁসপাতালে দিলীপকুমারের মুখে গান শুনে মহাত্মা গান্ধী যে কথা বলেছিলেন তা মনে পড়ে যায়। অনেক কথা বলবার পর সবশেষে মহাত্মাজী বলেছিলেন, "সঙ্গীত ছাড়া ভারতের ধর্ম্মজীবনের উন্নতির কথা আমি কল্পনাই করি না।"

উপরিউদ্ধৃত কথাগুলি বলবার পর Her Folop Miller দিলীপকুমারের ভারতীয় সঙ্গীত বিষয়ক বক্তৃতা পাঠ ক'রেছিলেন। এর মধ্যে ভারতীয় সঙ্গীত-কলার কতকগুলি প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথার আলোচনা ছিল।

বক্তৃতাপাঠ শেষ হ'লে দিলীপকুমার একখানি "ভৈরবী" আলাপ করেছিলেন; সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটি বোর্ডে আলাপের প্রকৃত অর্থ, রীতি ও তান-লয় সম্বন্ধে যথেষ্ট ব্যাখ্যা করেছিলেন। সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলী ভারতীয় ধারণাগত এই "আলাপ" জিনিষটাকে মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছিল; এই যে কথাহীন গান, যাতে গায়ক স্বেচ্ছায় বাধাহীন ভাবে নিজের কলাকারু দেখাতে পারে, এই জিনিষটা তাদের কাছে নতুন লাগছিল। "আলাপ" সম্বন্ধে ধারণাটা শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে আরও পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছিল, যখন একজন প্রথমশ্রেণীর Czech সঙ্গীতবিৎ ও গীতিনাটক রচয়িত্রী বলেছিলেন যে, সঙ্গীতের আগে সঙ্গীতের উপযোগী প্রকৃষ্ট আবহাওয়া সৃষ্টি করবার জন্যে "আলাপ" করবার রীতিটা তাঁকে খুব চমৎকৃত করেছে।

এর পর দিলীপকুমার তালের পার্থক্য দেখাবার জন্যে "ভৈরবী"তে ছ'খানা গান গাইলেন; পরে তিনি ভারতীয় সঙ্গীতে কঠিন তান লয়ের উদাহরণ স্বরূপ ঝাঁপতাল ও তেওড়ায় ছ'খানা গান গাইলেন; এই সব জিনিষ বিশেষ ক'রে দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে সঙ্গীতবিদ্‌দের আকৃষ্ট করেছিল; কেননা এই গানের ভেতর তারা সুরের নতুনত্বের সন্ধান পেয়েছিল।

সবশেষে দিলীপকুমার দ্বিজেন্দ্রলালের রচিত একখানি বাঙলা গানের জার্ম্মান তর্জ্জমা সাধারণের সামনে প'ড়ে সেই গানখানি গেয়েছিলেন; গানের কথা ও সুর দুইই শ্রোতৃমণ্ডলী যথেষ্ট উপভোগ করেছিল।

এইভাবে গানের পালা সাঙ্গ হ'লে সভাপতি জানিয়েছিলেন যে সাধারণে এইবার দিলীপকুমারকে প্রশ্ন করতে পারেন; এই কথা বলার পর দিলীপ-কুমারের ওপর অজস্র ধারায় প্রশ্ন বর্ষিত হয়েছিল; তিনিও প্রত্যেককে যথোচিত উত্তরদানে সন্তুষ্ট করেছিলেন।

সভাশেষে এক অচিন্তনীয় ব্যাপার এসে উপস্থিত হ'ল; বহুলোক দিলীপকুমারের স্বাক্ষর নেবার জন্যে তাঁকে ঘিরে ধরল; তাদের সংখ্যা উত্তরোত্তর এত বেড়ে যেতে লাগল যে শেষে আলো নিবিয়ে দিয়ে তাদের নিরস্ত করতে হয়েছিল।

সাধারণের মধ্যে মন্তব্যপ্রকাশ থেকেই জানা গেল যে দিলীপকুমারের বক্তৃতা অসামান্য সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। এই জিনিষটা সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় ব'লে বোধ হয় যখন শুনি যে, মাত্র কিছুদিন আগে কতকগুলি পেশাদারী ভারতীয় ওস্তাদ এই জায়গাতেই শূন্য আসনের সামনে নিজেদের কসরত দেখিয়ে গেছেন!

এই পার্থক্যের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন কারণ দেখান। কেউ বলেন, দিলীপকুমারের ব্যক্তিত্বই এর একমাত্র কারণ; আবার কেউ কেউ তাঁর স্বভাব-সুন্দর শুদ্ধ কণ্ঠস্বরকেই এই পার্থক্যের কারণ ব'লে নির্দেশ করেন। প্রতীচ্যবাসীরা বলেন যে, এর ওপর আর এক[illegible] কারণ হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সঙ্গীতবিশারদদের যে সব অস্বাভাবিক [illegible]ষ্টের কথা উল্লেখ করেছিলেন, দিলীপকুমার সে সকল থেকে একেবারে মু[illegible] "দমক দেবার প্রবৃত্তি" "মাত্রা ও তালের দিকে অতি মাত্রায় ঝোঁক" "স্বরের কর্কশতা" ও "অস্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গী" এইগুলো হচ্ছে ভারতীয় ওস্তাদদের প্রকৃতিগত দোষ; কিন্তু দিলীপকুমারের বেলায় সব জিনিষই তাঁর গানের সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত হ'য়ে দেখা দেয়।

রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সঙ্গীতকে প্রতীচ্য সঙ্গীতের বহু উচ্চে স্থান দিয়েছেন; তিনি বলেন, "আমার স্থির বিশ্বাস, আমাদের ও ইউরোপের সঙ্গীত দুই সম্পূর্ণ পৃথক কামরার মধ্যে আছে ও তারা একসঙ্গে একই দরজা দিয়ে হৃদয়ে প্রবেশাধিকার লাভ করতে পারে না।" কিন্তু ইউরোপবাসীরা কেউ কেউ দিলীপকুমারের গান ও বক্তৃতা শোনবার পর মনে করেন যে, কালে ইউরোপীয় সঙ্গীত ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে একই পথে চলবার অধিকার স্থাপন করতে পারবে। শোনা যাচ্ছে যে, দিলীপকুমারের স্বরচিত একখানা সঙ্গীত একটি অষ্ট্রিয়ান অপেরায় সন্নিবেশিত করা হবে।

দিলীপকুমারের ভিয়েনার বক্তৃতাকে প্রশংসা ক'রে সেখানকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা "Neue Freie Presse"তে যা' বেরিয়েছিল তা' স্থানাভাবে তুলে দিতে পারা গেল না।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১১নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—১১ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩, টাকা

৪র্থ বর্ষ
২৮ সংখ্যা

সম্পাদক:—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

৭ই পৌষ
১৩৩৪

নাট্য-জগৎ

—:*:—

কবি, গায়ক, নট ও চিত্রকর প্রভৃতি শিল্পীদের চরিত্রে প্রায়ই অসংযম ও ব্যভিচারের পরিচয় পাওয়া যায় কেন? তাঁদের প্রতিভা সাধারণের ক উন্নত করে বটে, কিন্তু ব্যক্তিগত হিসাবে তাঁদের অনেকেই অতি-সাধারণ মানুষেরও তুলনায় দুর্ব্বল জীব ব'লে গণ্য হ'তে পারেন।

*

বাইরণ, পো, অস্কার ওয়াইল্ড, আলফ্রেড দি মুসে, জর্জ্জ সাঁৎ, গেটে, হুগো, ডুমা, এডমণ্ড কীন, বীথোভেন ও হফমান প্রভৃতি কত আর নাম করব? চরিত্র-হিসাবে এঁদের কুখ্যাতি অমর হয়ে আছে। অমন যে ঋষিতুল্য টলষ্টয়,—পূর্ব্ব-জীবনে তিনিও অল্প অমিতাচারী ছিলেন না।

*

বাংলাদেশের শিল্পীদের সম্বন্ধেও এই কথা বলা যায়। মাইকেল, বঙ্কিম, হেমচন্দ্র, বলেন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দুশেখর প্রভৃতি কেহই দুর্ব্বলতা হিসাবে নিন্দার অতীত ছিলেন না। আধুনিক আর্ট-জগতেও দুর্ব্বল জীবের সংখ্যা অল্প নয়।

*

ভিক্টর হুগোকে একবার এ-সম্বন্ধে প্রশ্ন করাতে তিনি এই মর্ম্মে জবাব দিয়েছিলেন, "সামাজিক বিধান হচ্ছে সাধারণ মানুষের জন্যে। আমরা কলাবিদ—we are exceptional beings!"

*

এ দম্ভের কোনই মূল্য নেই—এ-সব মুখসাবাসি হচ্ছে নিন্দুকের মুখবন্ধ করবার জন্যে। কিন্তু তবু মনে হয়, বিশ্বে আনন্দ বিতরণের জন্যে যাঁদের জন্ম, দুর্নীতি তাঁদের জীবনে এতটা সংক্রামক কেন? অত্যাচারে, ব্যভিচারে কত শ্রেষ্ঠ প্রতিভা অকালে নষ্ট হয়ে গেছে, তারও অসংখ্য দৃষ্টান্তের অভাব নেই।



জীবানন্দের ভূমিকায়—শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী

*

একজন বিখ্যাত লোকের উক্তি মনে হচ্ছে—"উৎসের মূল অপবিত্র হ'লে তার জলও নির্ম্মল হ'তে পারে না। মন যাঁর চরিত্র নিকলঙ্ক নয়, তাঁর রচনাও পবিত্র নয়।"—এ উক্তি মূল্যহীন। কারণ এ কথা মানলে পৃথিবীর অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ কলার নিদর্শনকে আজ অকিঞ্চিৎকর ব'লে স্বীকার করতে হয়।

*

কিন্তু অকলঙ্ক চরিত্র যে ললিত কলার মর্য্যাদা বৃদ্ধি করে তাতেও আর কোনই সন্দেহ নেই। দুর্ব্বলতা না থাকলে বাইরণ, অস্কার ওয়াইল্ড, পো, এডমণ্ড কীন ও হফমান (গল্প-লেখক ও সঙ্গীতবিদ) প্রভৃতি অনেক প্রতিভাধর কলাজগৎকে আরো অনেক নব নব দানে অধিকতর উন্নত ক'রে যেতে পারতেন।

*

কলাবিদের সমাজে অলক্ষ্মীর এত বেশী অনুগ্রহ কেন? এ প্রশ্নের কোন সঙ্গত জবাব আছে কি? বিশেষজ্ঞ বলেন, বিশ্বের ভালো ও মন্দের এবং পাপ ও পুণ্যের প্রতি সমান সহানুভূতি না থাকলে শিল্পী কখনো সৃষ্টি করতে পারেন না। এই সহানুভূতিই কি অধিকাংশ শিল্পীর পক্ষে মারাত্মক হয়ে ওঠে?—কে জানে!

*

সেদিন ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে য়ুরোপ-প্রত্যাগত গীতী শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার রায়ের জন্যে একটি সংবর্দ্ধন-সভার আয়োজন করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সুভাসচন্দ্র বসু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ

সেদিন ভারতীয় সঙ্গীতের প্রচার ও উন্নতির জন্মে দিলীপকুমারের এই প্রচেষ্টার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিলেন।

*

কোন কোন লোক দিলীপকুমারকে এমন ঘন ঘন অভিনন্দন দেওয়ার জন্মে বিরক্ত হয়ে বলেছেন—এটা যেন বড়ই বাড়াবাড়ি হচ্ছে! কিন্তু তাঁরা বোধ করি একটা মস্ত সত্য কথা মনে আনতে পারছেন না। এ সম্মান তো ঠিক ব্যক্তিগত নয়! দিলীপকুমারের প্রতি এই যে সম্মান, এর দ্বারা আমরা ভারতীয় সঙ্গীতকেই সম্মানিত করছি—ধরতে গেলে, দিলীপকুমার নিমিত্ত মাত্র।

*

দিলীপকুমারের চেয়ে বড় গাইয়ে ভারতবর্ষে অনেক আছেন, কিন্তু তাঁর চেয়ে ভারতীয় সঙ্গীতের যোগ্য ও শ্রেষ্ঠ প্রচারক বোধ হয় আর দ্বিতীয় নেই। যে গোঁড়ামি, সঙ্কীর্ণতা ও রক্ষণশীলতার জন্মে আধুনিক বিখ্যাত গায়কদের মতামত শিক্ষিতের কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে, দিলীপকুমার তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত!

*

এবং য়ুরোপে তাঁর বাণী যে ব্যর্থ হয়নি, এটাও কি একটা বড় কথা নয়? আমাদের এই জাতীয় দুর্দ্দশার যুগে, লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ কোটি কোটি আর্ত্ত আত্মার দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে, বিশ্বব্যাপী নিন্দা, অপমান ও অবহেলার বাধা পেরিয়ে দাম্ভিক য়ুরোপের কাছে যিনি মহাভারতের গৌরব বহন ক'রে নিয়ে যাবেন, তাঁর প্রতি সামান্ত মৌখিক সম্মান প্রদর্শন করলে যাঁরা বিরক্ত হন, তাঁদের জন্মে আমরা কোন ভদ্র বিশেষণ স্মরণ করতে পারছি না।

*

সেদিনকার সভায় আর একটি দৃশ্য দেখে অবাক হয়েছিলুম। সে কী বিপুল জনতা! সুতরাং জনকয়েক অতি-মুরুব্বির চিরপরিচিত তাচ্ছীল্যে কিছু এসে যাবে না, কারণ তরুণ বাংলার সবুজ মনের উপরে সেদিন দিলীপকুমারের যে প্রভাব দেখে এসেছি, তার মূল্য সামান্ত নয়।

*

পণ্ডিত হরিভূষণ ভট্টাচার্য্যের মৃত্যু-সংবাদে আমারা অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি। তিনি প্রাচীন সম্প্রদায়ের একজন শক্তিমান নট ছিলেন। বিশেষ ক'রে "মেঘনাদ বধে" রাবণের ভূমিকায় তাঁর খ্যাতি অনেকের জানা আছে। অভিনয়-শিক্ষাদানেও তাঁর সুনাম বড় অল্প নয়, প্রাচীন দলের অধিকাংশ অভিনেতাই কোন না কোন সময়ে তাঁর কাছে শিক্ষানবিসি করেছেন।

*

'মিনার্ভা' বড়দিনের বাজারে "ছটাকী" খুলছেন। রচনাটি সুরু করেছিলেন স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র এবং শেষ করেছেন শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায়। গিরিশচন্দ্র এর কতটুকু লিখে গেছেন তা জানি না, তবে একসের জলে এক ছটাক দুধ আছে ব'লেই যে এই নাটিকার এমন নামকরণ হয়েছে, তাও মনে হয় না। কারণ নাট্য-বিভাগে অমরেন্দ্রনাথের এই প্রথম প্রয়াস হ'লেও তাঁর লেখনীতে বোধ করি লিপিকুশলতার অভাব হবে না।

*

'ষ্টার' ঘোষণা করেছেন অপরেশচন্দ্রের নাটক "পুষ্পাদিত্য"। আমরা জানতুম দীর্ঘকাল দামামা না পিটিয়ে অপরেশচন্দ্রের কোন নাটকই "ষ্টার" প্রকাশ করেন না। কিন্তু "মগের মুলুকে"র নূতনত্ব অদৃশ্য হ'তে না হ'তেই বড়দিনের বাজারেই একেবারে "পুষ্পাদিত্যে"র আবির্ভাব সম্ভব হ'ল কেমন করে? আশ্চর্য্য বটে!

*

"মনোমোহনে"র "আরবী হুর" "তুর্কী হুরে"র যমজ ভাই, কিংবা অন্ত কোন বস্তু, আমরা এখনো তা আবিষ্কার করতে পারিনি।

*

"মিনার্ভা"-ফেরৎ কোন বিখ্যাত সাহিত্য-সেবক বন্ধুকে শুধোলেম—"নর্ত্তকী কেমন দেখলেন?" তিনি বললেন, "কিছু বুঝতে পারলুম না।"—"কেন, খারাপ লাগল নাকি?"—"তাও বুঝতে পারলুম না। ভালো লাগল ব'লেও মনে হ'ল না।" নাটকখানি তাহ'লে নিশ্চয়ই অপূর্ব্ব!

*

বড়দিনের মুখে "নাট্যমন্দির" খুলছেন "ভ্রমর"! হাতে কোন নূতন নাটক না থাকার দরুণই শিশিরকুমার হয়তো "ভ্রমরে"র প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, এদিকে দৃষ্টিপাত না করলেও ক্ষতি ছিল না। "কৃষ্ণকান্তের উইল" রঙ্গালয়ে যে ভাবে রূপান্তরিত হয়েছে, তাতে-ক'রে বঙ্কিমচন্দ্রের গৌরব কিছুমাত্র বর্দ্ধিত হয়নি। এইজন্মেই আমাদের আপত্তি।

*

"নাট্যমন্দিরে" "ভ্রমরে"র কয়েকটি প্রধান ভূমিকা বিলি করা হয়েছে এই ভাবে:—গোবিন্দলাল—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী। কৃষ্ণকান্ত—শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী। হরলাল—জনৈক নবাগত অভিনেতা। নিশাকর—শ্রীরাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়। ভ্রমর—শ্রীমতী প্রভা। রোহিণী—শ্রীমতী চারুশীলা প্রভৃতি।

*

আমাদের কোন প্রতিনিধি জানিয়েছেন:—"গত সোমবার "[illegible] ইনষ্টিটিউটে" বাঁকুড়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সাহায্যের জন্মে "বাণী-[illegible] সম্মিলনী"র দ্বারা "সাজাহানে"র অভিনয় হয়ে গেছে। উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছিলেন শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী ঘোষ, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার আইচ, যথাক্রমে দারা, যশোবন্ত সিংহ ও দিলদারের ভূমিকায়।"

*

"নাট্যমন্দিরে"র বড়দিনের আসরের বিজ্ঞাপন প'ড়ে এই ভেবে বিস্মিত হচ্ছি যে, শিশিরকুমারের পরিশ্রম করবার শক্তি ও আকাঙ্ক্ষা কি অমানুষিক? ধারাবাহিক তেরোদিনের অভিনয়ে প্রধান প্রধান ভূমিকায় তিনি তো আছেনই, পরন্তু আরও সাতদিন উপর-উপরি তিনি একাই দুইখানি বৃহৎ নাটকে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করবেন! অথচ তাঁর স্বাস্থ্য মোটেই সন্তোষজনক নয়! এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারলে তাঁর পরিশ্রম করবার সাহস ও ক্ষমতা বাংলা রঙ্গালয়ে বোধ হয় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে! কারণ এই বিপুল পরিশ্রমের উপরেও নিজের রঙ্গালয়ের প্রত্যেক খুঁটিনাটিটি পর্য্যন্ত তাঁকেই পরিদর্শন করতে হবে—কেবলমাত্র সেই কার্য্যই যে-কোন কর্ম্মীর পক্ষে যথেষ্টরও বেশী!

*

আগামী ১৫ই পৌষ শনিবারে "সাজাহানে"র অভিনয়ে শিশিরকুমার ঔরংজেবের ভূমিকা গ্রহণ করবেন। তাঁর অদ্ভুত প্রতিভা যে বহু-অভিনীত ঔরংজেবের ভূমিকার মধ্যেও অভাবিত নব ধারণা এবং অকল্পিত নব সৌন্দর্য্যের লীলা দেখাবে, অনায়াসেই এমন আশা করতে পারি; কারণ আসল প্রতিভার মস্ত লক্ষণ হচ্ছে এই যে, একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার নীচে সে কখনো নামতে পারে না।

*

আজ এক ভূমিকায় খুব ভালো অভিনয় করলুম, আবার কাল আর এক নূতন ভূমিকায় খুব খারাপ অভিনয় করলুম, এই অনিশ্চয়তা নিম্ন-শ্রেণীর শক্তিকেই প্রকাশ ক'রে থাকে। কাঁচা শিল্পীর কাজেই এতটা বেশী তফাৎ হয়—পাকা শিল্পীর শীলমোহরের একটা বাঁধা-ধরা মূল্য আছে।

*

যেমন রবীন্দ্রনাথের লেখা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথেরই লেখা এবং রেমব্রাণ্ডের ছবি হচ্ছে রেমব্রাণ্ডেরই ছবি এবং ওয়াগনারের সঙ্গীত হচ্ছে ওয়াগনারেরই সঙ্গীত। কোন তাঁদের আদর্শ খাটো হয়, সেখানে তাঁরা নিজেদেরই আদর্শের তুলনায় খাটো হন—রামা বা শ্যামা, জ্যাক বা টমের দল হাজার মাথা খুঁড়লেও তাঁদের সেই অত্যুন্নত আদর্শের কাছ পর্য্যন্ত পৌঁছতে পারে না।

*

এই জন্যেই আর্টের ক্ষেত্রে নামের একটা মূল্য আছে! আর্টিষ্টের নাম শুনলেই আমরা বুঝি, কার কাছ থেকে আমরা নিশ্চিত মনে কতখানি আশা করতে পারি। অপেক্ষাকৃত অল্পশক্তির অধিকারী তারকনাথ "স্বর্ণলতা"র সঙ্গে আরো কয়েকখানি উপন্যাস লিখেছেন, কিন্তু "স্বর্ণলতা"র সঙ্গে সেগুলির তফাৎ হচ্ছে কত-বেশী। প্রতিভাবান বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের এত-বেশী পার্থক্য চোখে পড়ে না।

*

যেমন কাব্যে, চিত্রে ও সঙ্গীতে, তেমনি নাট্য-জগতেও! আর্টের সমস্ত বিভাগে একই নিয়ম কাজ ক'রে যাচ্ছে। কারণ সকল আর্ট কেবলমাত্র নামেই ভিন্ন, তাদের মূল ধর্ম্ম ও প্রকৃতির মধ্যে কিন্তু কিছুমাত্র বিভিন্নতা নেই।

*

কবির সহায় লেখনী, চিত্রকরের সহায় তুলিকা, গায়কের সহায় সুর ও তান এবং নটের সহায় দেহ! উদ্দেশ্য সকলেরই অভিন্ন,—নব নব রস ও রূপের সৃষ্টি করা এবং বিশ্বের নিকটে আনন্দ নিবেদন করা। তাই পৃথিবীর প্রত্যেক বিভাগের শিল্পীই প্রাণে প্রাণে পরস্পরকে মানসভ্রাতা ব'লে স্বীকার না ক'রে পারেন না।

*

কিংবা আরো পরিষ্কার ক'রে এই ভাবে বুঝানো চলে যে, নানা বিভাগের শিল্পীরা হচ্ছেন একই সম্রাটের নানাদেশবাসী প্রজার মতন, এবং তাঁদের চালনা করে একই হস্তধৃত শাসনদণ্ড!

চিত্রনাটের রূপকথা

—:০:—

যুদ্ধ-চিত্র দেখবার আগ্রহ লোকের ক্রমাগত বেড়েই চলেছে; কিন্তু ইউরোপের বিরাট ধ্বংস-লীলার অব্যবহিত পরে এমন এক সময় এসেছিল যখন বিশ্বমানব করুণ আবেদন জানিয়েছিল, "ভুলতে দাও, আমাদের ভুলতে দাও, মানুষের এ নৃশংসতার কথা আর শুনিও না, তার জন্যে আমরা সকল ক্ষতি স্বীকার করতে রাজী।"

*

কিন্তু পরিবর্ত্তন এল! বিধাতার আবার কোন অভিসন্ধি আছে কিনা জানিনা, কিন্তু লোকে আজ রক্ত-বন্যার স্মৃতিকে ফিরিয়ে আনতে চাইচে ছবির ভিতর দিয়ে। তাই বিভিন্ন চলচ্চিত্র-সঙ্ঘে যুদ্ধ-চিত্র নির্ম্মানের ঘটা প'ড়ে গেছে; স্বয়ং প্রিন্স অফ্ ওয়েল্স্ পর্য্যন্ত একখানিতে অভিনয় করেছেন। হৈ-হৈ-শব্দে "ব্লাইট," "মাস্সি," "রোজেস্ অফ্ পিকার্ডি," "ল্যাণ্ড অফ হোপ অ্যাণ্ড গ্লোরি," "দি গান্স্ অফ লুস্," "রিমেমব্রান্স" প্রভৃতি যুদ্ধ-ছবি তৈরী হ'য়ে যাচ্ছে।

*

অ্যাডল্ফ মেঞ্জুর নাম আজ চলচ্চিত্র-দর্শক মাত্রেরই কাছে পরিচিত। গত তিন বছরের মধ্যে তিনি বহু জটিল-চরিত্র, কূট-বুদ্ধি নায়কের ভূমিকা গ্রহণ ক'রে নিজের অভিনয়-কৃতিত্বে সকলকে মুগ্ধ করেছেন, কিন্তু সাত বছর আগে যখন তিনি প্রয়োগ-কর্ত্তাদের তাঁকে ঐ ধরণের ভূমিকা দেবার জন্যে জপিয়েছিলেন, তখন তাঁরা সেকথা কাণে তোলেন নি!

*

তারপর একজন লোক মেঞ্জুর ভিতর অভিনয়-শক্তি-সম্ভাবনার প্রাচুর্য্য দেখতে পেয়ে তাঁকে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত চরিত্র অভিনয় করতে দিলেন "ওম্যান্ অফ প্যারিস"-নামক চিত্রে। সেই অন্তর্দৃষ্টি-বিশিষ্ট লোকটির নাম—চার্লি চ্যাপলিন।

*

বাস্তবিক মেঞ্জু এত ভাল অভিনেতা যে তিনি তাঁর অভিনয়-প্রতিভার যথোচিত প্রশংসা-পুরস্কার পান না। তিনি তাঁর অভিনয়াংশের সঙ্গে এমন সহজে মিশিয়ে যান যে, তাঁকে আলাদা ক'রে চেনবার জো থাকেনা, মনে হয় এই তাঁর স্বাভাবিক; কিন্তু আসলে তিনি তাঁর অভিনীত-চরিত্র থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত।

*

চলচ্চিত্রের প্রয়োগ-কর্ত্তারা বহুবার মেঞ্জুর অভিনয়কে নকল করাবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কখনো কৃতকার্য্য হননি। বড় অভিনেতারা নিজেরাই এক একটা বিশেষ বিশেষ চরিত্র—তাঁদের নকল চলেনা। তাই রুডল্ফ ভ্যালেন্টীনো, ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস, চার্লি চ্যাপলিন, পোলা নেগ্রি, মেরী পিক্‌ফোর্ড, গ্লোরিয়া সোয়ান্‌সনদের মত মেঞ্জুরও জুড়ি মেলে না।

"চিত্রপ্রিয়"

অভিজ্ঞান-পত্র

(দিলীপকুমারের স্বদেশ-প্রত্যাগমনে)

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

দাঁড়াও তুমি রসের বাউল! দাঁড়াও বুকের মাঝখানে!
আজকে আমি জান্‌তে এলাম, জাগ্‌ল ধরা কার গানে!
এ যে সুরের দখিন-হাওয়া!
—স্বপন-লোকে হারিয়ে যাওয়া!
রূপকথাকে ধর্‌তে চাওয়া!—
—অশ্রুজলেও প্রীত্‌ আনে!
দাঁড়াও ধরার মাঝখানে।

*

গোলাপ-বাঁশীর রাঙা আলাপ কণ্ঠে এ-কার উচ্ছ্বসে—
কান্না-গাঙে ভাসিয়ে দিলে হাসির অশোকগুচ্ছ সে!
মন-চকোরের নয়ন-আগে
কোন্‌ রাগিণীর জোছ্‌না জাগে,—
ছড়িয়ে প্রাণের কদম-বাগে
ময়ূরপুচ্ছ সে—
কি সুর উচ্ছ্বসে!

*

প্রতীচ্যে আজ প্রাচ্য জয়জয়ন্তী শোন্‌ ধীরে!
মিতালি যার গীতালিতে, বিশ্ব যে তার বন্দী রে!
জালিয়ে নতুন তান-দীপিকা,
সরিয়ে হিয়ার শীত-হিমিকা,
ত্রায় শুনিয়ে স্বর-লিপিকা
বঙ্গবাণীর মন্দিরে—
জয়জয়ন্তী শোন্‌ ধীরে।

*

আমরা তোমায় বাসব ভালো, সুর-বাহারের যাদুকর!
বীণাপাণির কমলপুরে তুমি গায়ক মধুকর!
হে নীলিমার গানের পাখী!
ধরার ধূলায় তোমায় ডাকি,
ন এ কবির প্রেমের রাখী
গুঞ্জরিয়া মঞ্জুস্বর,—
—করলে যাদু, যাদুকর!

*

করলে যাদু, হে যাদুকর!—কণ্ঠ-বীণার তান ধ'রে,
শুকনো যত রুগ্ন হিয়া উলসে তোলো গান ভ'রে।
শিবরাত্রির সল্‌তে তুমি!—কাজ্‌লা রাতি আজ আলা,
বাজাও নূপুর তারায় তারায়, দুলিয়ে কত চাঁদমালা!
অন্তরে মোর মগ্ন তোমার ঝঙ্কারিছে সঙ্গীতে,—
শুন্‌ছি গীতী! চৌতালে আর ঠুংরি-চালের ভঙ্গীতে!
সুরের সুরায় ও-তানপুরায় প্রাণের যত সাধ পুরায়,
সুখের বুকে দুখের নাচে শোকের চোখের জল ফুরায়!
দাঁড়াও অরুণ-লোকের পথিক! তরুণ রূপের বণিক গো!
দাঁড়াও আমার মনের মানুষ! দেখব তোমায় ক্ষণিক গো!

সম্বর্দ্ধনা-গীতি *

(কাজী নজরুল ইসলাম)

পুরবের তরুণ অরুণ
পুরবে আস্‌লে ফিরে,
কাঁদায়ে মহাশ্বেতায়
হিমানীর শৈল শিরে।
কুহেলীর পর্দ্দা ডারি,
ঘুমাত রূপ-কুমারী
জাগালে স্বপনচারী
তাহারে নয়ন-নীরে॥

তোমার ঐ তরুণ গলার
শুনি গান সিন্ধু-পারে,
দুলিছ মধ্যমণি
সুরমার কণ্ঠ-হারে।
ধেয়ানী দিলে ধরা,
হ'ল সুর স্বয়ম্বরা
এলে কি পাগল-ঝোরা
পাষাণের বক্ষ চিরে॥

* ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের অভ্যর্থনা-সভায় শ্রীযুক্ত উমাপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা গীত।

চাঁদসদাগর

(নিজস্ব প্রতিনিধি লিখিত)

—:*:—

শিবভক্ত ও চণ্ডীর সেবক চাঁদসদাগর ছিলেন মনসা-পূজার বিরোধী, কিন্তু মনসা দেবীর একান্ত লোভ ছিল চাঁদের পূজা পাবার। এই সূত্রটুকু অবলম্বন ক'রে শক্তিশালী লেখক শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় যে সুন্দর নাটকখানি রচনা করেছেন, মনোমোহন রঙ্গমঞ্চে আর্ট থিয়েটার সম্প্রদায় অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সেই নাটকের অভিনয় করছেন!

দৈবশক্তির সঙ্গে মানবীয় শক্তির সংঘর্ষ নাট্যকার নানা ঘটনার ভিতর দিয়ে অতীব চিত্তাকর্ষক ক'রে রচনা করেছেন। চাঁদসদাগরের প্রধান সহায় ছিল তার "মহাজ্ঞান মণি"। এই মণির স্পর্শে সর্পাঘাতে মৃত ব্যক্তি পুনর্জীবন লাভ করতে পারতো! চাঁদ সদাগরের দ্বিতীয় সহায় ছিল তার মিত্র ধন্বন্তরী ঠাকুর। ধন্বন্তরী সাপের বিষের আশ্চর্য্য মন্ত্র জানতেন। মনসা পূজার বিদ্বেষী চাঁদ সদাগরকে মনসাদেবী প্রথমে নানা প্রলোভন দেখিয়ে তাঁর পূজায় প্রবৃত্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু চাঁদ কিছুতেই স্বীকৃত হয়নি, উপরন্তু মনসা দেবীকে "চ্যাঙ মুড়ি কাণি" আখ্যা দিয়ে সে অপমান করেছিল। মনসা দেবী তাই কুপিতা হ'য়ে তার ভগ্নী নেতার সাহায্যে চাঁদ সদাগরের সর্ব্বনাশ করতে বদ্ধ-পরিকর হ'লেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দুঃখে পড়লে প্রাণের দায়ে চাঁদ তাঁর পূজা করতে বাধ্য হবে। তাই ছলনা ক'রে মোহিনী তরুণীর ছদ্মবেশে তিনি চাঁদের মহাজ্ঞান মণি হরণ করলেন, অতি সুকৌশলে বিষহরি ধন্বন্তরীর সর্পাঘাতে মৃত্যু ঘটালেন, সঙ্গে সঙ্গে চাঁদের ছয় পুত্রও সর্পাঘাতে প্রাণ হারালে! চাঁদ সদাগর শুধু নিঃসহায় নয়, নিঃসন্তান হ'য়ে গেল! কিন্তু তবু সে মনসার পূজা তার রাজ্যে নিষেধ ক'রে দিলে। কিন্তু চাঁদ সদাগরের পত্নী সনকা তখন অন্তঃস্বত্বা ছিলেন। তিনি তাঁর গর্ভস্থ সন্তানের কল্যাণ কামনায় কুপিতা মনসা দেবীকে প্রসন্ন করবার জন্য গোপনে দেবীর পূজা ক'রতে লাগল, কিন্তু চাঁদ তা জানতে পেরে মনসা পূজার ঘট পদাঘাতে চূর্ণ করে দিয়ে তাঁর সপ্ত-ডিঙা মধুকরি নিয়ে দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে গেলেন এবং দেশে দেশে 'মনসাপূজার' প্রচলন বন্ধ করবার চেষ্টা ক'রতে লাগলেন।

মনসা-দেবী তখন ঝড়-জলের সাহায্য নিয়ে চাঁদের সপ্তডিঙা মধুকরি অতল জলে ডুবিয়ে দিলেন। চাঁদ সদাগর নিজেও যখন প্রায় জলমগ্ন হয় হয়, তখন মনসা দেবী তাকে দেখা দিয়ে পূজা করতে অনুরোধ করলেন, কিন্তু চাঁদ সদাগর মনসা পূজার চেয়ে, মৃত্যুকেই বাঞ্ছনীয় মনে ক'রে মরণের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এদিকে মনসাদেবী তার পূজা চান, সুতরাং তিনি চাঁদকে মৃত্যুমুখ থেকে রক্ষা করলেন!

বিশ বৎসর পরে চাঁদ সদাগর গৃহে ফিরে এসে দেখলে তার বাড়ীতে মনসা পূজা হচ্ছে। যে সন্তান তার স্ত্রীর গর্ভে ছিল সে আজ বিশ বৎসরের যুবক। তার নাম লক্ষ্মীন্দর। চাঁদ সদাগরের বন্ধু সয়া সদাগরের কন্যা বেহুলার সঙ্গে তিনি লক্ষ্মীন্দরের বিবাহ দিলেন, কিন্তু বাসর রাত্রে চাঁদের সহস্র সাবধানতা সতর্কতা সত্ত্বেও সর্পাঘাতে লক্ষ্মীন্দরের মৃত্যু হ'ল। তারপর—বেহুলার অটল প্রেম ও ত্যাগের সাধনায় লক্ষ্মীন্দর পুনর্জীবিত হ'ল এবং তার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে এবং মহাদেবের প্রত্যাদেশ পেয়ে চাঁদ মনসাদেবীর অর্চ্চনা করতে সম্মত হলেন। এই হ'ল নাটকের আখ্যানভাগ।

এই নাটকখানিকে আর্ট থিয়েটার যে রূপ দিয়েছেন তা প্রশংসনীয়। নৃত্য-অভিনয় সাজ সজ্জা ও দৃশ্যপটের দিক থেকে এই নাটকে অনেক নূতনত্ব আছে দেখা গেল। বিশেষ সাপুড়েদের দৃশ্যে অনেকগুলি ছোট-বড় জীবন্ত সর্প রঙ্গমঞ্চের উপর নিয়ে এসে তাঁরা একটি নূতন কীর্ত্তি করেছেন।

চাঁদ সদাগরের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর অপূর্ব্ব অভিনয়-কৌশল দেখিয়েছেন। ধন্বন্তরীর ভূমিকায় সন্তোষবাবুর অভিনয়ও সুন্দর হ'য়েছে। ইন্দুবাবুর লক্ষ্মীন্দরও আমাদের মন্দ লাগল না। শ্রীমতী নিভাননীর মনসাদেবী ও শ্রীমতী আশ্চর্য্যময়ীর নেতার অভিনয়ও আমাদের ভাল লেগেছে। শ্রীমতী সুশীলার 'বেহুলা' নৃত্যগীত ও অভিনয়ের দিক থেকে অতি চমৎকার হ'য়েছে। শ্রীমতী রাণীসুন্দরীর 'সনকার' অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য। 'নেড়া' ভৃত্যের ভূমিকায় যিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাঁর অভিনয়ও বেশ হৃদয়গ্রাহী হ'য়েছে। সর্প-সঙ্গিনীদের সজ্জায় ও নৃত্যগীতে অভিনবত্ব দেবার কিঞ্চিৎ চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করি "চাঁদ সদাগরের" অভিনয় দীর্ঘকাল চলবে।

নূতন নাট্যকার শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় মহাশয়কে তাঁর এই প্রথম চেষ্টার সাফল্যের জন্য সানন্দে অভিনন্দিত করছি।

———

নাচঘরের গল্প

—:*:—

ভাবাভিব্যক্তি ও ভাববিহ্বলতা

[অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম, এ]

বিলাতে প্রসিদ্ধ অভিনেতা বেটারটন (Betterton) যখন হ্যামলেট অভিনয় করতেন, তখন পেতাত্মার আবির্ভাব-দৃশ্যে তাঁর সর্ব্বশরীর একেবারে বিবর্ণ রক্তহীন হোয়ে যেত। ভূতপূর্ব্ব বেঙ্গল থিয়েটারের অভিনেতা যোগেন্দ্র ঘটক যখন "দুর্গেশনন্দিনী"তে বীরেন্দ্র সিংহের ভূমিকায় অভিনয় করতেন, তখন দেখেছি বধ্যভূমির দৃশ্যে তাঁর ভীষণ ক্রোধদীপ্ত মুখমণ্ডলে যেন শরীরের সমস্ত রক্ত গিয়ে জমা হোত। গ্যারিকের প্রতিদ্বন্দ্বী বিখ্যাত অভিনেতা ব্যারি (Barry) ওথেলো অভিনয়কালে যখন ডেস্‌ডেমোনার উপর সন্দেহ কোরে ক্রোধে ক্ষোভে মর্ম্মবেদনায় কাতর হোয়ে বলতেন, "I'll tear her all to pieces"—"আমি তাকে খণ্ড খণ্ড কোরে ছিঁড়ে ফেলব," তখন তাঁর মাংসপেশী-গুলো সব শক্ত হোয়ে উঠত, শিরা-উপশিরাগুলো ফুলে উঠ্‌ত, আর একটা বুকভাঙ্গা উচ্ছ্বাসের স্রোত সমস্ত রঙ্গভূমিকে ভাসিয়ে দিত। এবার পূজার ছুটিতে আমি পুরীতে বেড়াতে গেছলেম। সেখানে ভগবদ্ভক্ত সুগায়ক মোহন

গোস্বামী মহাশয় (অনেকেই গ্রামোফোনে এঁর সুমিষ্ট গান শুনে থাকবেন) কয়েকটি উড়িয়া বালক নিয়ে একটি রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই রঙ্গালয়ে কেবল কৃষ্ণলীলা অভিনয় হয়। এজন্য গোস্বামী মহাশয় প্রাচীন পদাবলী সংযোগে কয়েকটি পালাও রচনা করেছেন। তিনি একদিন তাঁর দলের অভিনয় দেখবার জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ করেন। গিয়ে দেখলাম যে গোঁসাইজী শুধু সুগায়ক ও সুরচক নন, তাঁর অভিনয় শিক্ষাদানও চমৎকার। সেই সকল নিরক্ষর উড়িয়া-বালককে তিনি এমন কোরে গোড়ে তুলেছেন যে, দেখে মনে হোল তারাও গোঁসাইজীর মত কৃষ্ণরসে রসিক হোয়ে উঠেছে। শ্রীরাধিকার ভূমিকা অভিনয় করছিল একজন ক্ষুদ্র বালক, কিন্তু মানিনী অবস্থায় তাকে যে তপ্ত অশ্রুজল ফেলতে দেখেছি, তা অনেক নামজাদা বড় অভিনেতা অভিনেত্রীর কাছেও প্রত্যাশা করা যায় না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে,—অভিনেতার এই সকল ভাবাভিব্যক্তি—সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে যার নাম 'অনুভাব'—এর সঙ্গে অভিনেতার হৃদয়ের সংযোগ থাকে কতটা? নট যখন করুণ দৃশ্য অভিনয় করেন তখন কি তাঁর নিজেরও হৃদয় বিগলিত হয়? অথবা রৌদ্ররস অভিনয় কালে তাঁর নিজের চিত্তও কি ক্রোধে প্রদীপ্ত হোয়ে ওঠে? আর তা যদি হয়, তা হোলে কি নিত্য অভিনয়ের ফলে সে সকল ভাব ক্রমশঃ অভ্যাসে পরিণত হোয়ে যন্ত্রচালিতের অবস্থা প্রাপ্ত হয় না? বস্তুতঃ অভিনেতার পক্ষে ভাবাভিভূত হওয়া আদপেই উচিত কিনা সে সম্বন্ধে নাট্যকলাবিদ পণ্ডিতদের মধ্যে বিলক্ষণ মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, অভিনেতার উচিত অভিনীত ভূমিকার মধ্যে আপনাকে একেবারে হারিয়ে ফেলা। তাঁদের মতে যিনি নিজের পৃথক সত্তা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হোয়ে অভিনীত চরিত্রের ভাব ও প্রাণটাকে পূর্ণভাবে আপনার কোরে নিতে পারেন, তিনিই আদর্শ অভিনেতা। অনেকে কিন্তু অভিনেতার এরূপ আত্মবিস্মৃতি ও ভাববিহ্বলতা দোষাবহ মনে করেন। তাঁরা বলেন, রূপদক্ষের কাজ ছবি আঁকা, ছবি হওয়া নয়। অবশ্য চিত্রকর বা ভাস্করের মত, নটের ছবি আঁকবার স্বতন্ত্র আধার নাই, তাঁর সব ছবি নিজ দেহ-পটেই আঁকতে হয়। কিন্তু তাই ব'লে নিজেকে সে ছবির মধ্যে বিসর্জ্জন দিলে চলবে না। সেই নটই শ্রেষ্ঠ নট যিনি নিজে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও সজাগ থেকে দর্শকদের সম্মুখে ভূমিকার নিখুঁত রূপটি ফুটিয়ে তুলতে পারেন।

একবার সুবিখ্যাত পণ্ডিত ও সাহিত্যরথী জনসনকে এ বিষয়ে তাঁর মত কি জিজ্ঞাসা করা হোয়েছিল। তাতে তিনি উত্তর করেছিলেন, "দেখ, দুর্ব্বৃত্ত রিচার্ডের ভূমিকা অভিনয় কালে যদি গ্যারিক আত্মহারা হোয়ে রিচার্ডের ভাবে আবিষ্ট হোয়ে পড়েন, তা হোলে যতবার তিনি এই ভূমিকার অভিনয় করেন, ততবার তাঁর ফাঁসি হওয়া উচিত।" বস্তুতঃ গ্যারিক অভিনয় কালে কখন আত্মবিস্মৃত হতেন না। অথচ তিনি অভিনীত ভূমিকার যে রূপ দিতেন, সেটা হোত একেবারে নিখুঁত, সজীব ও ভাবপূর্ণ! আর তিনিও যেন দর্শকদের সঙ্গে নিজের সৃষ্ট অনুপম চিত্রগুলির সৌন্দর্য্য উপভোগ করতেন। তাঁর এক রাত্রের অভিনয়ের একটা গল্প বলি, তা থেকে তিনি অভিনয় কালে কতটা সচেতন থাকতেন তা বোঝা যাবে। সেদিন তিনি লিয়রের ভূমিকা অভিনয় করছিলেন। তাঁর মর্ম্মভেদী করুণ উচ্ছ্বাসে সমস্ত রঙ্গালয়ে শোকের ঝড় বোয়ে যাচ্ছিল—ফলে প্রেক্ষাগৃহের একটি চক্ষুও অনার্দ্র ছিল না। উন্মাদ বৃদ্ধ রাজার প্রাণের হাহাকার যেন অভিনেতার বক্ষ-পঞ্জর ভেদ কোরে তাঁর হৃদয় থেকে নির্গত হচ্ছিল, আর তার প্রতিঘাত প্রত্যেক দর্শকের হৃদয় মথিত আলোড়িত করছিল! অভিনয়ের এই চরম অবস্থায় গ্যারিককে যখন সম্পূর্ণ আত্মহারা বোলে বোধ হচ্ছিল, ঠিক সেই সময় তিনি তাঁর পার্শ্বস্থ অভিনেতা—যাঁর কাঁধে মাথা রেখে তিনি অভিনয় করছিলেন—তাঁকে কাণে কাণে পরিহাসের স্বরে বললেন, "Damn it, Tom, we are doing the trick."

সেকালের নাট্যসম্রাজ্ঞী মিসেস্ সিডন্স (Mrs. Siddons) গম্ভীর ও করুণ রসের ভাবাভিব্যক্তিতে অদ্বিতীয় ছিলেন। যখন তাঁর মর্ম্মস্পর্শী হৃদয়োচ্ছ্বাস গৈরিক স্রাবের মত দর্শকগণের হৃদয় আপ্লুত বিগলিত করত, তখন কেউ তাতে কৃত্রিমতার লেশমাত্র দেখতে পেত না! অথচ তিনি জনসনের মতেরই পক্ষপাতিনী ছিলেন—অভিনয়কালে নিজে কখনো ভাবাভিভূত হোয়ে পড়তেন না। বর্ত্তমান বঙ্গের শ্রেষ্ঠ নট শ্রীমান শিশিরকুমারও বোধ হয় এই মতাবলম্বী। প্রবল ভাবাবেগপূর্ণ অভিনয়কালেও তাঁর অধ্যক্ষের দৃষ্টি যে বিলক্ষণ সজাগ থাকে তা তাঁর সম্প্রদায়ভুক্ত অভিনেতা হ'তে আরম্ভ ক'রে 'সিফটার' বেহারা পর্য্যন্ত সকলেই বেশ বুঝতে পারে।

জার্ম্মাণ-নাট্যকার গেরহার্ট হাউপ্‌টমান্

—:০:—

(শ্রীভারতকুমার বসু)

পৃথিবীর সম্পদ-ভাণ্ডারে আজ যে সমস্ত মণি-রত্ন রক্ষিত আছে, তাদের শ্রী যত্নে রাখা আছে অসীম প্রতিভাশালী জার্ম্মান-নাট্যকার গেরহার্ট হাউপ্টমানের গৌরব-দীপ্ত নামের পুঁথিখানি! বাস্তবিকই আজ শিলার্, গেটে, গিল্‌পার্জার্ এবং হেগেল্ প্রভৃতি স্বনাম-ধন্য ব্যক্তিদের সঙ্গে হাউপ্ট-মানেরও নাম অনন্ত গরিমায় ছন্দ-বদ্ধ হ'য়ে আছে বিশ্বকবিদের কাব্যের ১৫ বৎসর পূর্ব্বে তাঁর যখন অর্দ্ধশতাব্দী জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, সেই সময়ে সমস্ত জার্ম্মানীর লোক তাঁর কাছে তাদের শ্রদ্ধার অঞ্জলি নিবেদন ক'রে জানিয়েছিল যে, এই সুদীর্ঘ পরিশ্রমের পর এইবার তিনি যেন কিছুকালের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করেন!...কারণ, তাঁরা বোধ হয় ধারণা ক'রেছিলেন যে, এই রকম ক্ষীণতা নিয়েই তিনি সেই সময়ে ভূষিত হ'য়েছিলেন—"নোবেল্ প্রাইজে'র অনবদ্য বিজয়-মালিকায়!...২৩ বৎসরের মধ্যে তিনি লিখেছিলেন অসংখ্য উপন্যাস এবং ২৪টী নাটক। কিন্তু, পরে স্বীকার ক'রলেও, লোকে তাঁকে প্রথমে নাট্যকার ব'লে গ্রহণ করেনি।...এই সম্বন্ধে তাঁর নিজ-লিখিত এক জীবনীতে তিনি ব'লেছিলেন, :—"নাট্যকারোচিত গুণ থাকলেও, তার দুর্ব্বলতাগুলি আছে। তাদের মধ্যে একটী হচ্ছে,—আমার শতমুখী আত্মার একটী কথাও ফুটতে না দেওয়ার অক্ষমতা!...এঅক্ষমতা আমার বরাবর ছিল এবং আজও আছে!...আমার বুকের নিবিড়তম প্রদেশে যে অসংখ্য কাকলি নিশিদিন শব্দময়ী হবার চেষ্টা ক'রছে, আমি তাদের কখনও জাগতে দিই না,—কেবল কাব্য এবং গদ্য'র ভিতর ছাড়া!...এইতেই কল্পনা প্রকাশ পায়, অর্থাৎ, নাট্য লিখিত হয়! এই নাট্য আমি বরাবর লিখে যাবো, কারণ, এ হচ্ছে আমার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক মূর্ত্তি এবং ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি!..."

১৮৬২ সালে স্তালজ্‌ব্রুন্ নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলায় লেখাপড়ার দিকে তাঁর আদৌ মন ছিল না। এইজন্য তাঁর পিতা তাঁকে প্রাইমারী স্কুল হ'তে ছাড়িয়ে একটী উচ্চ শিক্ষালয়ে ভর্ত্তি করিয়ে দেন। কিন্তু সেখানেও তিনি বিশেষ-কিছু সুবিধা ক'রতে পারলেন না। ব্যর্থতার কারুণ্য নিয়ে ১৮৮২ সালে তিনি সে শিক্ষালয় পরিত্যাগ ক'রলেন! এই সময় হ'তেই তাঁর তরুণ বুকখানির মধ্যে নাটক লিখবার উচ্চ আশা জাগে।

১৮৮৯ সালে মিঃ আর্ণো হোল্‌জ-এর সাহায্যে তিনি সাহিত্য-গগনের একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র রূপে পরিগণিত হ'লেন।...এর পর তিনি কতকগুলি সাহিত্যিক রথীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত "স্বাধীন মঞ্চ" নামক একটী 'সমাজে'র সঙ্গে পরিচিত হন!...এই 'সমাজের'ই শুভ অনুগ্রহে তাঁর "অরুণোদয়ের পূর্ব্বে" নাটকখানি দিনের আলো দেখবার সৌভাগ্য পেয়েছিল!...এর পর প্রকাশ্যতঃ অভিনীত হ'য়েছিল তাঁর...দি উইভার্স্; দি বিভার স্কিন্; দি সাঙ্কেন্ বেল্; পুয়োর হেনরী; দি র‍্যাটস্; এবং এ গুড রেপুটেশান ইত্যাদি নাটক। তাঁর অর্দ্ধ শতাব্দী উৎসবে তাঁর নব অবদান ছিল "এ্যাটলানটিস্!"...

তাঁর চেহারাখানি ঠিক গেটের মত দেখতে। যেমনি দীর্ঘ তাঁর দেহ, তেমনি উন্নত তাঁর ললাট!...মাথার চুলগুলো সুপ্রসিদ্ধ "ফষ্ট"-প্রণেতার মত উপরদিকে তোলা!...তিনি কথা কন্ খুব শান্ত এবং স্পষ্টভাবে। এবং সে কথা একেবারে ওজন করা!...মুখভাব তাঁর গম্ভীর অথচ সুন্দর!...কখনো কখনো তার চোখদুটীতে যেন ভেসে ওঠে দূর-অতীতের কাহিনী!...এ কাহিনী যেন তাঁর কল্পনারই অগ্রবর্ত্তিনী! তাই বোধ হয় তাঁর "দি সাঙ্কেন্ বেল্" নামক নাটকখানির মধ্যে রটেন্‌ডেলিন্‌এর চরিত্র একেবারে ভাব-প্রসূত হয়নি!...শোনা যায় নাকি যে, এ চরিত্রের মধ্যে তাঁর অ-চুক্তিবদ্ধ বিবাহ বেলাকার ইতিহাস লুকানো আছে!...

যাই হোক, তাঁকে নিয়ে কিছুদিন আগে একটা গুজব র'টেছিল যে, তিনি "দি উইভারস্"এর মত নাটকের জন্মদাতা হ'য়ে, কেমন ক'রে এখন বিলাসিতার মধ্যে 'কবি রাজকুমার'টী হ'য়ে ব'সে আছেন? তিনি কি এরই মধ্যে তাঁর পূর্ব্ব-সাধনার কথা ভুলে গেছেন?...

কিন্তু, এ-রকম কথা রটনা করা নিন্দনীয়!...বহু পরিশ্রমের পর তাঁর এখন কিঞ্চিৎ বিশ্রামের নিতান্ত প্রয়োজন হ'য়েছে!...কিন্তু, নীরব সাধক হাউপট্‌মান্ সাধারণের অন্তরালে ব'সে, বিশ্রামের পিয়াসী নন্!...এই সেদিন যুদ্ধ-সংক্রান্ত তাঁর একখানি নূতন নাটক জার্ম্মানীতে অভিনীত হয়ে প্রমাণিত ক'রে দিয়েছে যে, বার্দ্ধক্যে কবি প্রতিভা পরিশ্রান্ত বা ক্ষুণ্ণ হয় না!...

—

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্তৃক মুদ্রিত ও ১১নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য ছুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৪র্থ বর্ষ
২৯শ সংখ্যা

সম্পাদক:—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

১৪ই পৌষ
১৩৩৪

নাট্য-জগৎ

—:*:—

এবারকার বড়দিন জ'মে উঠেছে, বাংলার নাট্যজগতে ! 'ষ্টারে' 'মগের মুলুক' ও 'পুষ্পাদিত্য' ; মিনার্ভা'য় 'নর্ত্তকী' ও 'ছটাকা' ; 'মনোমোহনে' ; 'আরবী হুর' ;—এবং 'নাট্যমন্দির' পুরাতনকেও নূতন ক'রে দেখাতে চেয়েছে 'ভ্রমরে'ও দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা'য়।

*

দুর্ভাগ্যক্রমে 'ভ্রমর' ছাড়া আর কিছু দেখবার সুযোগ হয়নি। সুতরাং অন্যান্য নূতন নাটকগুলি ধারে কি ভারে কেটেছে, তা না দেখেও জোর ক'রে বলবার মত শক্তি এখনো আমাদের জন্মায়নি। অভিনয় না দেখে সমালোচনা করবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখেছিলুম বটে 'বেঙ্গলী'র অধুনা-অদৃশ্য সমালোচক-প্রবরের ! কিন্তু 'নাচঘর' যে 'বেঙ্গলী' নয় সে কথা বলাই বাহুল্য !



"ষোড়শী"র ভূমিকায়—শ্রীমতী চারুশীলা

*

অবশ্য,অভিনয় না দেখেও সমালোচনা করতে পারলে যে অনেক লাভ আছে, সেটা অস্বীকার করি না। কারণ, সে-ক্ষেত্রে প্রথমতঃ এই শীতের লেপ ছেড়ে রাত জাগতে হয় না। এবং দ্বিতীয়তঃ বাংলার তথাকথিত নব্য গ্যারিক-কীন-ম্যাক্রেডী-আর্ভিংয়ের দলের যণ্ড-কণ্ঠের হুহুঙ্কার এবং ধার-করা ভঙ্গির 'ধনুষ্টঙ্কার' শুনে ও দেখে চক্ষু-কর্ণকেও স্তম্ভিত করতে হয় না। এবং তৃতীয়তঃ,—থাক্, আর ফর্দ্দ বাড়িয়ে ফল নেই !

*

সেকালে বড়দিনের সময় রঙ্গালয়ে গিয়ে বাঙালীরা চাইত কেবলমাত্র চুটকী রঙ্গ-ব্যঙ্গ-কৌতুকের যৌতুক লাভ করতে। একালে ভারি ভারি নাটক ছাড়া প্রায়ই দর্শকদের ট্যাঁক আলগা হয় না। রঙ্গালয়ের কর্ত্তারা মাঝে মাঝে হাসির হাল্‌কা ডালা সাজাতে চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু সে চেষ্টার সঙ্গে মনে হয় যেন, জাতির প্রাণের যোগ নেই ! আমাদের জাত হঠাৎ এতটা গম্ভীর হয়ে উঠল কেন ?

*

বাঙালী আগে হাসতে জানত ব'লেই অমৃতলালের লেখনী এবং দ্বিজেন্দ্রলাল, গিরিশচন্দ্র, দীনবন্ধু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও অতুলকৃষ্ণ প্রভৃতির অনেক রসরচনা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছে। কিন্তু আজ ক'বছরের মধ্যে সত্যিকারের এমন কোন রসের লিখন রঙ্গালয় আমাদের উপহার দেয়নি,—সাহিত্যে যা স্থায়িত্বলাভ করতে পারে।

*

চুটকী হাসির বোল ভুলে আমাদের রঙ্গালয় যে বিশেষ উপকৃত হয়েছে, তাও বলতে পারি না। রবীন্দ্রনাথের কথা ছেড়ে দি, কারণ, তাঁর চটুল বা গম্ভীর কোন নাটকই রঙ্গালয়ের জন্যে লেখা হয়নি। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর একমাত্র "ষোড়শী" ছাড়া এমন কোন গম্ভীর নাটক দেখলুম না, যা চিরস্মরণীয় হবার যোগ্য। এবং এ-কথাও সকলেই জানেন, "ষোড়শী" রঙ্গালয়ের মানসপুত্রী নয়, তা উপন্যাসের রূপান্তর মাত্র।

*

হ্যাঁ, ইতিমধ্যে এমন অনেক নাটক লেখা হয়েছে বটে, রঙ্গালয় যাদের দৌলতে কাঁড়ি কাঁড়ি রৌপ্যখণ্ড দর্শনী লাভ করেছে। কিন্তু আসল রসিকের চিত্তক্ষুধা কি তাতেই পরিতৃপ্ত হ'তে পারে ?

*

গম্ভীর রসের সায়রেও ডুব দিয়ে রত্ন পেলুম না—অথচ হাস্যরসের উৎসমুখেও পাথর চাপিয়ে আমরা গদীয়ান হয়ে ব'সে আছি—হাসির দেবতাকে কোন অভিনব অর্ঘ্য নিবেদন করতে পারলুম না ! এ অবস্থা কি স্বাভাবিক ?

*

মানসিক স্বাস্থ্যের পরিচয়, হাসির কলরোলের মধ্যে। সেই হাসিকে আমরা ভুলতে উদ্যত হয়েছি। জানি না, এর পরিণাম কোথায় !

*

বাংলা দেশে এখনি একাধিক শিশিরকুমারকে আবিষ্কার করবার জন্যে অন্যায় ব্যস্ততার লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে ব'লে সেদিন আমরা দু'চার কথা বলতে বাধ্য হয়েছিলুম। তাই পাঠ ক'রে কোন ব্যক্তি এসে বললেন, "আপনার এ-সব কথা বলা উচিত হয়নি।"—"কেন উচিত হয়নি ?"—"লোকে ভাবচে আপনারা শিশিরকুমারের খোসামোদ করেচেন !"—"লোকে তা ভাবচে কেন ? আমরা যা লিখেচি তা কি মিথ্যা ?"—"না, মিথ্যা নয় ! শিশিরকুমার যে বর্ত্তমান যুগে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, সেটা মনে মনে সকলেই জানেন। কিন্তু এতটা স্পষ্ট সত্যকথা কাগজে কলমে প্রকাশ করবারই বা দরকার কি ?"

*

অনাবশ্যক ব'লে উক্ত প্রশ্নের আর কোন উত্তর দিলুম না। কারণ স্পষ্ট

ভাষায় সত্যের প্রচারও যাঁরা দোষণীয় বা তোষামোদ মনে করেন, তাঁদের সঙ্গে আমরা তর্ক করতেও নারাজ।

•

"নাচঘর" যতদিন বেঁচে আছে, বাংলা দেশে রঙ্গালয়-সম্পর্কীয় আর কোন সাপ্তাহিক পত্র ততদিন বেঁচে থাকতে পারে নি। "নাচঘরে"র এমন দীর্ঘজীবন সম্ভব হয়েছে কেন? সে স্পষ্টভাষায় সত্যকে প্রকাশ করে এবং বাঙালী পাঠকরা তা খোসামুদি ব'লে মনে করেন না। এবং স্বার্থ হিসাবে "নাচঘরে"র সঙ্গে কোন রঙ্গালয়ের এতটুকু যোগ নেই। কারুকে ভাল বললেও আমরা যখন লাভবান হই না, তখন কারুকে মন্দ বললেও আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হ'বার কোনই সম্ভাবনা নেই। আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন। এবং একথা আমরা সগৌরবে শপথ ক'রে বলতে পারি।

•

শিশিরকুমারের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের পরিচয় থাকতে পারে, কিন্তু সমালোচনার সময়ে সে সম্পর্কের কথা আমরা ভ্রমক্রমেও মনে আনি না। কারণ কেবলমাত্র শিশিরকুমার নন, বাংলাদেশের সকল রঙ্গালয়েরই অধিকাংশ পরিচালক ও অভিনেতার সঙ্গেও ব্যক্তিগতভাবে আমাদের পরিচয় আছে। কিন্তু সে সম্পর্ক আমরা ভুলে যাই,—যখন স্পষ্ট সত্যকথা বলবার সময় আসে। অবশ্য একথা বিশ্বাস না করলে আমাদের পক্ষে নাচার হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

•

গেল হপ্তায় 'নাট্যমন্দিরে'র 'ভ্রমর' দেখে এসেছি। কিন্তু পূর্ণ-পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারিনি। বর্ত্তমানের সেরা অভিনয়ের ডেরা হচ্ছে যে 'নাট্যমন্দির,' সে কথা মানলেও এটা আমরা কিছুতেই স্বীকার করব না যে, বঙ্কিমচন্দ্রের "কৃষ্ণকান্তের উইলে"র নাটকীয় সংস্করণ যা পুরাতন 'ক্লাসিকে' অভিনীত হয়েছে, বর্ত্তমান যুগেও তা চলতে পারে।

•

উপন্যাস ও নাটকের ভিতরে তফাৎ আছে যথেষ্ট। এই যে পার্থক্য, অমরেন্দ্রনাথের "ভ্রমরে"র মধ্যে তা দেখা যায় না। অমরেন্দ্রনাথ পাত্র-পাত্রীর কথোপকথনের ভিতর দিয়ে উপন্যাসকেই যতখানি প্রকাশ করেছেন, ততখানি প্রকাশ করতে পারেননি নাটকীয় ক্রিয়াকে। আমাদের আসল আপত্তি এইখানেই।

•

অথচ তরুণ বয়সে এই "ভ্রমর" দেখেই আমরা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতুম! কিন্তু বয়:সর সেই তারুণ্য ও লঘুতা আজ আর নেই। এখনো মুরুব্বির মত প্রাচীনত্বের দাবি করতে পারি না, এবং সৌভাগ্যক্রমে মাথার চুলেও পক্কতার সঞ্চার হয়নি বটে, দৃষ্টি তবু বদলে গেছে!

•

স্বীকার করছি, 'ক্লাসিকে'র 'ভ্রমর' "নাট্যমন্দিরে' অবিকৃত নেই। কিন্তু যেখানে ঢেলে সাজা দরকার, সেখানে এই সামান্য পরিবর্ত্তনে কি উপকার হবে? 'ভ্রমরে' এখনো যতটা অস্বাভাবিকতা এবং হাস্যকর ভাষা ও উচ্ছ্বাস বর্ত্তমান আছে, সামাজিক নাটকে তা অচল—একেবারেই অচল! 'ভ্রমরে'র পুনরভিনয় ক'রে শিশিরকুমার খুব ভালো কাজ করেননি।

•

কিন্তু 'নাট্যমন্দিরে' অভিনয়ের দিক দিয়ে 'ভ্রমর'কে খারাপ তো বলতে পারিই না, উপরন্তু আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি যে, 'ভ্রমরে'র এর চেয়ে ভালো ভনয় বাংলা রঙ্গালয়ে এর আগে আর কখনো হয়নি।

•

গোবিন্দলালের ভূমিকায় শিশিরকুমারের অভিনয় বেশ সরল, সুন্দর ও স্বাভাবিক হয়েছে। তিনি যে স্বচ্ছন্দানুবর্ত্তিতার (বা individuality র) পরিচয় দিয়েছেন সেটা একমাত্র তাঁরই উপযোগী, কারণ বাংলা দেশের আর কোন নট এখন এক্ষেত্রে এতটা স্বাধীনতার পরিচয় দিতে সাহস করেন ন (কিন্তু আর্টের ক্ষেত্রে এমন অতি-স্বাভাবিকতা হয়তো সকলের পক্ষে সমান উপভোগ্য না হ'তেও পারে)।

•

এবং শিশিরকুমারকে সবচেয়ে ধন্যবাদ দিচ্ছি এইজন্যে যে, রোহিণীর ও ভ্রমরের মৃত্যু-দৃশ্যে তাঁরও কণ্ঠ, অমরেন্দ্রনাথের মত, আমাদের উপভোগের আনন্দকে বিদ্রোহী ক'রে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেনি। পুরাতন 'মনোমোহনে' 'ভ্রমরে'র অভিনয়ে দেখেছি, উচ্চতর শিল্পী হয়েও দানীবাবু এই দুটি দৃশ্যে অমরেন্দ্রনাথের 'গ্যালারি'-ভোলানো অভিনয়ের প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন নি। অবশ্য তার প্রধান কারণ হচ্ছে, গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর থেকেই দানীবাবু আর সে দানীবাবু নেই,—এখন তিনি তাঁর নিজেরই অতীতের প্রেতাত্মা! হায়, সে সিরাজোদ্দৌলা, মীরকাসিম, দুর্গাদাস, চাণক্য ও ওসমানকে দানীবাবু আর কি এ-জীবনে দেখাতে পারবেন?… … …কিন্তু সে কথা এখন থাক্!

•

'ভ্রমরে'র ভূমিকায় শ্রীমতী প্রভা যে অভিনয় করেছেন, তা অতুলনীয় বললেও অত্যুক্তি হবে না। শ্রীমতী প্রভার ভাবভঙ্গি ও কণ্ঠস্বরের মধ্যে যে দরদ ও ভাবের আবেগ প্রকাশ পায়, একালের আর কোন নবীনা অভিনেত্রীর অভিনয়ে আমরা তা দেখতে পাই না। এখানে তিনি স্বর্গীয়া সুশীলাসুন্দরীর সমকক্ষ। এবং এইজন্যেই আজ পর্য্যন্ত কোন ভূমিকাতেই তাঁকে বিফল হ'তে দেখি নি। আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি, শ্রীমতী প্রভা 'ভ্রমরে'র যে-রূপ আমাদের চোখের সামনে জাগিয়ে তুলেছেন, বাংলা রঙ্গালয়ে এর আগে কেউ তা দেখাতে পারেন নি।

•

শ্রীমতী চারুশীলার "রোহিণী"ও কম সুন্দর নয়। শিশিরকুমারের শিক্ষা-গুণেই হোক, আর নিজের শক্তিগুণেই হোক, (কিংবা এই দুই গুণের সম্মিলনেই) শ্রীমতী চারুশীলার "রোহিণী"ও পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত রোহিণীর ভূমিকাকেই পরিম্লান ক'রে দিয়েছে। রোহিণীর মৃত্যুদৃশ্যে আমরা আগে দেখতুম হাততালি-জাগানো তুচ্ছ উচ্ছ্বাস, কিন্তু স্বাভাবিকতার ভিতরেই কতখানি সুন্দর অভিনয় সম্ভব, শ্রীমতী চারুশীলার "রোহিণী" তার জ্বলন্ত প্রমাণ!

•

এর পরেই উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নিশাকর, কৃষ্ণকান্ত ও উড়িয়া চাকরের ভূমিকায় যথাক্রমে শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত অমিতাভ বসুর অভিনয়।

•

রাধিকানন্দ আজ পর্য্যন্ত 'নাট্যমন্দিরে' তাঁর উপযোগী বড় ভূমিকা লাভ করেন নি। কিন্তু অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট ভূমিকাতেই কৃতিত্ব দেখিয়ে তিনি প্রমাণিত করছেন যে, অল্পের মধ্যেই বড় শিল্পী কতখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারেন! সামাজিক নাটকে যোগেশবাবুর বাহাদুরি তো আগেই "প্রফুল্ল", "সধবার একাদশী", "শেষরক্ষা" ও "ষোড়শী"তে জাহির হয়েছে এবং শ্রীযুক্ত অমিতাভও আজ পর্য্যন্ত কোন ভূমিকাতেই নিম্নশ্রেণীর অভিনয় করেন নি। সুতরাং এঁদের কথা বেশী না বললেও চলবে। ভূমিকায় বিশেষ কিছু দেখাবার না থাকলেও আর একজনের অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য হয়েছে—শ্রীযুক্ত অমলেন্দু লাহিড়ীর। ইনিও সামাজিক নাটকের উপযোগী অভিনেতা।

হরলালের ভূমিকায় যে নূতন অভিনেতা অবতীর্ণ হয়েছেন, অভ্যাস ও সাধনার দ্বারা ভবিষ্যতে তিনিও যশের অধিকারী হ'তে পারবেন—অন্ততঃ আমাদের এই বিশ্বাস। শীতলবাবুর "ব্রহ্মানন্দ" চলন-সৈ।

•

"নাট্যমন্দির" শীঘ্রই একখানি বিখ্যাত ঐতিহাসিক নাটকের পুনরভিনয়ের আয়োজন করবেন—অন্ততঃ জনরবে এই কথাই শুনতে পাচ্ছি।

•

পত্রান্তরে প্রকাশ, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'ষ্টারে'র জন্তে একখানি নূতন নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। এ কথার সত্যতা সম্বন্ধে আমরা কোন প্রমাণ পাইনি—যদিও শরৎচন্দ্রের যে-কোন নাটক আমরা যে-কোন রঙ্গালয়েই অভিনীত হ'তে দেখলে আনন্দিত হব।

•

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী তাঁর ভ্রাম্যমান সম্প্রদায় নিয়ে এখন চট্টগ্রাম থেকে ময়মনসিংহে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন।

•

বাংলা রঙ্গালয়ে এমন বহুসংখ্যক সুবিখ্যাত নাট্যকারেরও অভাব নেই, যাঁরা পরের ধনে দিব্যি পোদ্দারি ক'রে যাচ্ছেন বা হাতে হাতে ধরা প'ড়েও "বড়-বিদ্যা"র জোরে বেশ দু-পয়সা ক'রে খাচ্ছেন। এবং জনসাধারণও এ-সব "ব্যক্ত গুপ্তকথা" নিয়ে মাথা-ঘামানো দরকার মনে করে না। এঁদের দৌরাত্ম্যে অনেক প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবকও রঙ্গালয়কে দূর থেকে নমস্কার ক'রেই কালিকলম শিকেয় তুলে রাখতে বাধ্য হন।

•

জিজ্ঞাসা করি, এমন দিনে ডাকাতির, এমন জঘন্য অসাধুতার কি কোন প্রতিকার নেই? আর হাত গুটিয়ে ব'সে থাকলে চলে না যে! এই নিয়ে ভাববার সময় এসেছে!

—•—

আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি এই খবরগুলি দিয়েছেন:—"আমরা বৈদ্যবাটি-যুবক-সমিতি কর্ত্তৃক 'বিসর্জ্জন' নাট্যাভিনয় দেখতে গিয়েছিলুম। যতটা অভিনয় দেখেছি তাতে ক'রে বলতে পারি, পল্লীগ্রামের সৌখীন নাট্য-সম্প্রদায়ের পক্ষে অভিনয় খুব ভালই হয়েছিল! তবে এঁদের প্রমোদ-লিপি মারফৎ যে সমস্ত গুণীলোককে অভিনয়-সংশ্লিষ্ট দেখলুম, তাতে আমরা ঢের বেশী শ্রেষ্ঠ রূপ দেখব আশা করেছিলুম।

•

"ইয়োপ-প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পালের সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষ্যে বেনিয়াটোলা যুবক-সমিতি 'ভাবের ধোঁয়া' অভিনয় করেছিলেন। নবীন নাট্যকারের প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে নাটকখানি প্রশংসনীয়; তবে দুইটি বিভিন্ন রসধারাকে এক-সঙ্গে বজায় রাখতে গিয়ে লেখক একটু গোল ক'রে ফেলেছেন। তরুণ অভিনেতারা সকলেই প্রায় স্ব স্ব ভূমিকানুযায়ী বেশ সুন্দর অভিনয় করেছেন, বিশেষ ক'রে ছন্দ, ক্ষ্যাপা, মিঃ স্তাণ্ডেল আর হোম মাষ্টার খুব কৃতিত্ব দেখিয়েছেন; কেবল 'অস্থির-পঞ্চম'-ক্লাবের প্রেসিডেন্টটি কিছু অপটু!

—•—

"একটা কথা! এঁদের প্রোগ্রামে দেখলুম "নাট্যাচার্য্য:—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী"! দেখেই আমাদের সন্দেহ হয়েছিল, বাস্তবিকই শিশিরকুমার এই নাট্যাভিনয়ের আচার্য্যগিরি করেছেন কিনা! পরে খবর নিয়ে জানলুম, তিনি এ অভিনয় সম্বন্ধে বিন্দু-বিসর্গও জানেন না। অনুষ্ঠাতারা কি বলবেন—এটা একলব্যের সাধনা? কিন্তু সেও তো একবার দ্রোণাচার্য্যের কাছে গিয়েছিল! এ রকম অযথাভাবে কারুর নাম ব্যবহার করা একান্ত দূষ্য ও নিন্দনীয়!"

•

"আত্মশক্তি" শুনেছেন, "মনোমোহনে"র নব-নাটক 'আরবী হুর' নাকি শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর হঠাৎ-লব্ধ সাহিত্য-প্রতিভার দান! অবশ্য 'মনোমোহনে'র প্রাচীর-পত্রে "শ্রীযুক্তে"র উল্লেখমাত্র দেখলুম না এবং সাহিত্য-পাঠশালায় শ্রীযুক্ত যে কস্মিনকালেও হাতমক্স করেছেন, আজ পর্য্যন্ত কাক-পক্ষীও এমন সন্দেহ করতে পারে নি—যদিও "বাংলা ভাষা বেওয়ারিস, যে পায় সে ঠাসে"! কাজেই মনে হচ্ছে, "আত্মশক্তি" হয় শুনতে ভুল করেছেন, নয় ভিতরে কোন অজানা ব্যাপার আছে। আমরা যথাকালে সঠিক তথ্য প্রকাশের চেষ্টা করব।

•

শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী সত্যই যদি কোন নাটক লিখে আশাতীতরূপে সফল হয়ে থাকেন, আমরা নিশ্চয়ই তার প্রশংসা করতে বাধ্য হব। কিন্তু তাঁর কথা ছেড়ে দিলেও একটা ব্যাপার আমরা বরাবরই যা দেখে আসছি তা হচ্ছে এই:—বাঙালীর ছেলে বিনা সাহিত্য-সাধনায় যেমন সহজে নাটক রচনা করতে পারে, তেমনি সহজ নিলজ্জতা সহকারে তা প্রকাশ করতেও লালায়িত হয়! "আত্মশক্তি"র সংবাদ সত্য হ'লে তথাকথিত দলের মধ্যে শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীকে দেখতে না পেলেই আমরা যার-পর-নাই খুসি হব।

•

এ গুজব কি সত্য যে, "নাট্যমন্দির" বিদেশে অভিনয় করবার জন্তে একটি অতিরিক্ত ভ্রমণশীল সম্প্রদায় গঠনের চেষ্টা করছেন?

•

নাট্যকার ভূপেন্দ্রনাথের খবর কি? তাঁর কলম যে অনেকদিন সচল হয় নি?

———

চিত্রনাট্যের রূপকথা

—:০:—

অজিয়া হেল প্রথম অবতীর্ণ হন চার্লি চ্যাপলিনের "দি গোল্ড রাশ"-চিত্রে। তিনি সম্প্রতি হুট গিবসনের "দি রহাইড কিড"-চিত্রে নায়িকার ভূমিকার অভিনয় শেষ করেছেন। শোনা যাচ্ছে, তিনি পুনরায় এই নট-তারকার সঙ্গে "ওয়েষ্টার্ণ সাফ্রাগেটেস্" নামক চিত্রে অবতীর্ণ হবার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন।

*

"লা মিজারেবল্" ছবি যাঁরা দেখেছেন, তাঁদের নিশ্চয়ই "কসেটার" ভূমিকায় সেই বালিকা-অভিনেত্রী অ্যাণ্ড্রি রোলেনের অপূর্ব্ব অভিনয়ের কথা স্মরণ আছে। ইউনিভার্স্যাল-সঙ্ঘের নতুন ছবি "দি আন্‌ওয়ান্টেড চাইল্ড"-এ সে যে-রকম অভিনয় করেছে, তাতে কালে সে যে একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রী ব'লে পরিগণিত হবে, একথা ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। তার অভিনয় শক্তি অনেক তারকা-অভিনেত্রীরও মনে ঈর্ষা এনে দেয়।

*

বেটি ব্যালফোর "এ লিট্‌ল্ বিট অফ্ ফ্লাফ"-চিত্রে নায়িকার ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তাঁর সহ-অভিনেতা রূপে অবতীর্ণ হচ্ছেন বিখ্যাত দুর্ব্বৃত্তের ভূমিকার অভিনেতা ক্যামেরণ কার ও সিড চ্যাপলিন।

*

বিলি ডাভ তাঁর নতুন ছবি "আমেরিকান বিউটী"তে যে পোষাক প'রে অবতীর্ণ হবেন, তা নাকি তাঁর পূর্ব্ব-ব্যবহৃত সমস্ত জাঁকজমকওয়ালা পোষাককে সৌন্দর্য্যে অতিক্রম ক'রে যাবে। এই পোষাকের মধ্যেই নাট্যের আখ্যানভাগ নিহিত। এই বিচিত্র বেশটি ফার্ষ্ট ন্যাশান্যালের পরিকল্পনা-শিল্পী ম্যাক্সয়ের উর্ব্বর মস্তিষ্কের নূতনতম সৃষ্টি।

*

জনরব যে, কলিন মুর এবার যে ছবির শ্রেষ্ঠাংশে অবতীর্ণ হবেন, তা আয়ারল্যাণ্ডে তোলা হবে।

*

"কো ভেডিস" চিত্রনাট্যের প্রথম সংস্করণ ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে সাইনস্ সঙ্ঘের দ্বারা ইটালিতে নির্ম্মিত হয়েছিল—বইখানি ছিল আট রীলের। আধুনিক সংস্করণটি ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ইংলণ্ড থেকে প্রস্তুত হয়ে বেরিয়েছে—এতে এমিল জেনিংস ও লিলিয়ান হল ডেভিস যথাক্রমে নিরো ও লিগিয়ার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন, তা সকলেরই বোধ হয় জানা আছে।

*

উইলিয়াম পাওয়েল এবার নিজেকে "মরু-মূষিক" আখ্যা দিতে আরম্ভ করেছেন। বৎসর খানেক আগে চিত্র-জগতের এই সুবিখ্যাত দুর্ব্বৃত্ত-ভূমিকাভিনেতাকে "বো-জেষ্ট"-ছবিতে অভিনয়ের জন্য বহু সপ্তাহ অ্যারিজোনার মরুদেশে কাটাতে হয়েছে। পুনরায় মাত্র কয়েক মাস হ'ল "বো জেষ্টের" পরিশিষ্টাংশ "বো সাব্রে"তে একটি প্রধান ভূমিকার জন্য তিনি ক্যালিফোর্ণিয়ার গডালিউপের বালুকাময় প্রান্তরে থেকে এসেছেন; সেখান থেকে ফিরতে না ফিরতে আবার তাঁকে বিবি ড্যানিয়েলের হাস্যচিত্র "সি ই/এ শেখ"-এ অভিনয়ের জন্য মরুপ্রদেশে যেতে হয়েছে। পাওয়েলকে প্রয়োগকর্ত্তারা মরুচারী না ক'রে ছাড়বেন না দেখা যাচ্ছে!

*

সার্জ্জ টেমফ্ নামক একজন নবীন অভিনেতাকে "দি ডেভিল ড্যান্সারের" "কিমে"র ভূমিকা দেওয়া হয়েছে—এর কারণ তিনি সম্প্রতি তিব্বত প্রদেশে বহু দিন কাটিয়ে এসেছেন। টেমফ্ জাতিতে রুশীয়; রুশিয়ার বিদ্রোহের যুগে তিনি মস্কো থেকে পলায়ন করেন ও সাইবিরিয়ার ভিতর দিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে চার হাজার মাইল অতিক্রম ক'রে তিব্বত হয়ে চীনে যান। সেখান থেকে রুশিয়ার এক গায়ক ও অভিনেতৃ সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমেরিকায় আসেন। এখানে তাঁর হাঁটু ভেঙে যাওয়ায় তাঁকে হলিউডে থেকে যেতে হয়। এখন তিনি এক নৃত্য-সম্প্রদায়ের বাদক তরুণ ইংরাজ "কিম"এর চমকপ্রদ অংশ চিত্রিত করতে ব্যস্ত। একেই বলে—শাপে বর!

"চিত্রপ্রিয়"

অভিনেত্রী-জীবন

—:০:—

[শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়]

যৌবন ও স্বাস্থ্য বহুদিন অটুট রাখবার জন্যে অভিনেত্রী-জীবন একজন ইংরাজ রমণীকে যত বেশী সাহায্য করে, তত অন্য কোন জীবিকাই করে না। অনেকে মনে করতে পারেন, এর একমাত্র কারণ কালের দুরারোধ্য কঠোর শাসন দেহের উপর যে কাজ করে, তাকে ঢাকবার জন্যে অভিনেত্রীকে বহু রকম

সতর্কতা ও বিচিত্র রূপ কৌশল অবলম্বন করতে হয়। অবশ্য এটা কতকটা পরিমাণে সত্যি হ'লেও অল্পবয়স্কা দেখাবার ইচ্ছা বা প্রয়োজনীয়তাটাই যৌবন ও স্বাস্থ্য বজায় থাকবার একমাত্র কারণ নয়।

অভিনেত্রীদের মনের মধ্যে যে সবুজ সজীবতা অহরহ বিরাজ করতে থাকে, তাইই তাঁদের দেহে জরার আক্রমণের গতিকে মন্দীভূত ক'রে দেয়। অভিনেত্রী-জীবনের মধ্যে যে উচ্চাশা, বিজয় মালিকা, প্রশংসার গীতালি, রসিক-জনের মিতালি, উৎসাহ ও সহানুভূতির আনন্দ-সঞ্জীবনী থাকে, সেই পারিপার্শ্বিকের মধ্যেই ত যৌবনের মধুর তারুণ্য তিক্ত হয়ে ওঠে না! তাঁরা সব সময়েই নিজেদের চিত্তোৎকর্ষ বিধানের জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, সমবেত জনসমূহকে আনন্দের প্রাণধারা দিয়ে সিক্তিত ক'রে থাকেন, মানুষের অন্ধকারময় একঘেয়ে জীবনকে একটু সজীবতার সূর্য্যরশ্মি দিয়ে চাঙ্গা ক'রে তোলেন—এই সব কাজের মধ্যেই তো যৌবন নিজেকে হারিয়ে ফেলে না। সব চেয়ে বড় কথা, একটা মনে প্রাণে তাঁদের চিরকাল ঘিরে রয়েছে—এ বন্ধু যাঁদের আছে, তাঁদের কাছে বার্দ্ধক্য কি সহজে ঘেঁষতে পারে?

অভিনয় কার্য্য জগতের সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর বৃত্তিসমূহের অন্যতম। আর কোন বৃত্তিতেই এত প্রকার-ভেদ, বৈচিত্র্য বা পরিবর্ত্তন নেই। অভিনেত্রী-জীবনে কর্ম্মের গতানুগতিকতা বা একঘেয়েমের অমোঘ প্রভাব অনুভূত হবার অবসর নেই। নিজ প্রিয় বস্তু বা কার্য্যে মনোনিবেশ করবার বা শৈথিল্য দেবার যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা ও সময় অভিনেত্রীরা পেয়ে থাকেন; তার উপর বহু ঘনিষ্ঠতা, হৃদ্যতা ও বন্ধুত্বের প্রীতিপ্রদ আদান-প্রদানে অভিনেত্রীর জীবন মধুরতম হ'য়ে ওঠে। রাত্রির পর রাত্রি সু-অভিনয়ের অনতিবিলম্বিত পুরস্কারস্বরূপ দর্শকদের প্রশংসা-ধ্বনির উদ্দীপনা-শক্তি অভিনেত্রীকে নিত্য নবজীবন দান করে।

বেশ-গৃহ, ধূলিপূর্ণ পীঠ-প্রবেশক ও রঙ্গমঞ্চের তপ্ত আবহাওয়া এবং জনাকীর্ণ প্রেক্ষাগৃহের দূষিত বায়ু সত্ত্বেও বিলাতী অভিনেত্রীরা কখনো শৈত্যাক্রান্ত হন না—তাঁদের মধ্যে ক্ষয়রোগে মৃত্যু ঘটেই না। অভিনেত্রী-জীবনে বহু অনিশ্চয়তা ও বিপদের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'তে হয় এবং অভিনয় কার্য্যে অভিনেত্রীদের স্বভাবের ভাব-প্রবণতার দিকটারই বেশী ব্যবহার হ'য়ে থাকে, কিন্তু তাঁদের মধ্যে আত্মহত্যায় প্রাণত্যাগ করা ব্যাপারটা একেবারে দুর্লভ বল্লেই হয়।

জরা-বার্দ্ধক্যকে পরাজিত করেছেন এমন অভিনেত্রীর কথা যখনই ভাবা যায়, তখন সবার আগে সর্ব্বপ্রথমে মনে উদয় হয় দু'টি নাম—এলেন টেরী ও সারা বার্ণার্ড। আজ এলেন টেরীর বয়স প্রায় আশির কাছাকাছি, কয়েক বৎসর হ'ল তিনি রঙ্গভূমি থেকে বিদায়ও গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তবু আজও পর্য্যন্ত তিনি যে মণ্ডলীতে উপস্থিত হন, তার প্রাণ-কেন্দ্র হ'য়ে পড়েন, সমবেত জনের মধ্যে আনন্দের সজীবতা তিনিই আনেন। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আনন্দ উপভোগ করেন যখন ছেলেদের দলে মিশে তাদের খেলায় গানে যোগ দিয়ে নিজেকে ও সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের মাতিয়ে তোলেন। এখনও পর্য্যন্ত তিনি তাঁর ছেলেবেলাকার খেলনাগুলিকে সযত্নে তুলে রেখেছেন।

সত্তর বৎসর বয়সে একটি সাংঘাতিক অস্ত্রোপচারের ফলে সারা বার্ণাডকে একখানি পা হারাতে হয়; কিন্তু যে অবস্থায় অধিকাংশ স্ত্রীলোকই অকর্ম্মণ্যভাবে



"ষোড়শী"র মন্দির-দৃশ্য

বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিত, সেই অবস্থায় সারা ঠিক পূর্ব্বেরই মত উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে অভিনয় করতে লাগলেন।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে "কোলিসিয়ামে" তিনি যখন অভিনয় করতেন, তখন একদিন অভিনয়-শেষে এক ভদ্রলোক তাঁর সাজ-ঘরের কাছে উপস্থিত হন। সে সময় সারা যদিও একজন ক্ষীতকায়া বৃদ্ধা, তবু সেদিন "La Dame aux Camelias"-এর মৃত্যু-দৃশ্যে তিনি যে হৃদয়দ্রাবী অভিনয় করেছিলেন, তাতে ক'রে সত্যিই মনে হয়েছিল যেন একটি তরুণী দুঃসহ মনস্তাপে করুণভাবে তার প্রিয়তমের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করছে। ভদ্রলোকটি সারার সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভদ্রে, আপনি সব সময়েই অপূর্ব্ব অভিনয় করেন, এ কি ক'রে সম্ভব?" জবাব হ'ল, "কি জানেন, আমি অভিনয় করবার সময় কখনো ভাবি না কাল আমি বড্ড ক্লান্ত হ'য়ে পড়ব কিনা!" সারার এই ক'টি কথার মধ্যে অভিনেত্রী-জীবনের অফুরন্ত যৌবন-রহস্য নিহিত রয়েছে। অভিনেত্রীরা রাত্রির পর রাত্রি বিভিন্ন নাট্যকারের কাল্পনিক চরিত্রকে বাস্তব মূর্ত্তি দিতে এত মনোযোগী যে, সময়ের সন্ধান তাঁরা রাখেন না।

ইংরেজ বা ইউরোপীয় অভিনেত্রীদের সম্বন্ধে উপরের কথা আমাদের রঙ্গালয়ের অভিনেত্রীদের পক্ষে সমানভাবে প্রযুক্ত নয়, কেননা উভয়পক্ষের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার মধ্যে ব্যবধান অনেকখানি। আমাদের দেশের অভিনেত্রীরা, ইচ্ছাতেই হোক বা অনিচ্ছাতেই হোক, আজও পর্য্যন্ত যে আবহাওয়ার মধ্যেই বাস করেন, শরীরে ওপর যে অত্যাচার তাঁদের সহ্য করতে হয়, তাতে ক'রে তাঁদের মধ্যে বিশেষ স্বাস্থ্য-সম্পদ আশা করাই বৃথা।

তবে নট-জীবন যে আমাদের দেশের অভিনেতাদেরও দেহে মনে তরুণ রাখে এ কথা জোর ক'রে বলা যায়। এই সম্পর্কে যাঁর কথা সর্ব্বপ্রথমে মনে পড়ে তিনি হচ্ছেন আমাদের 'নট-পিতামহ' অমৃতলাল। তাঁকে 'নট বৃদ্ধ' বলতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না, He is a grand young man of seventy-five summers. তিনি এখনও পর্য্যন্ত যে ভাবে সোজা হ'য়ে বসেন, যে ভাবে পা ফেলে চলেন, যে অভাবনীয় পরিশ্রম করেন, তা বহু যুবকেরও

অনুকরণীয়। "আর মশাই গেলেই হ'ল"-বলা অতি-বৃদ্ধদের তিনি আদপেই পছন্দ করেন না, তাই সর্ব্বদাই তরুণদের দ্বারা বেষ্টিত হ'য়ে থাকতে ভালবাসেন। বাঙালী-সংসারের সব রকম ঝড়-ঝাপটা তাঁর কচি দুর্ব্বাদলের ন্যায় সবুজ প্রাণে কিছুমাত্র পাক ধরাতে পারেনি। তিনি ছোটদের সঙ্গে চালকড়াই চীনাবাদাম খান, তাদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা গল্পগুজব করেন, তাদের খেলা-ধূলা আনন্দময় হ'য়ে দেখেন, কখনো বা তাদের সঙ্গে যোগও দেন। আজও পর্য্যন্ত যে সভায় তিনি যান সে সভায় তিনি হাসির-বন্যা ছুটিয়ে দেন, সভামধ্যে আনন্দ-চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে যায়। তাঁর সঙ্গে ব'সে ঘণ্টাকতক কথা কইলে জগৎকে আর বিষ বোধ হয় না, ভালবাসতে ইচ্ছা করে, কথার মধ্য দিয়ে তিনি এমনই আনন্দের প্রাণধারা বহাতে পারেন। তাই তাঁর সঙ্গ বহু তরুণেরও লোভনীয়। বাস্তবিক তাঁর মত সজীব-প্রাণ, তরুণ-হৃদয় লোক বয়োবৃদ্ধদের মধ্যে ত নেইই, এমন কি বাঙলাদেশের যুবকদের মধ্যেও বিরল। তিনি বহুদিন আমাদের মধ্যে থেকে আধ-মরা-দেশকে আনন্দ দিয়ে জীইয়ে রাখুন, এই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

"ভুলে যাই"

গান

(শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়)

পাছে আমি ভুলে যাই তোমারে বলে'
সাড়া দাও আমারে হে নানান্ ছলে।
তবু আমি করি খেলা
দিন যায় কাটে বেলা
উদাসীন অবহেলা
নিয়ত চলে,—
তাই তুমি সাড়া দাও শতেক ছলে—
পাছে আমি ভুলে যাই তোমারে বলে'।

চেতাবে আমারে বলে'
বেদনার কৌশলে
এতবার এলে গেলে
এ দ্বার তলে—
এসো যেই মনে পড়ে নয়ন-জলে
যে-কে-সেই ভুলে যাই আড়াল হ'লে।

তোমা চেয়ে কারে আর
ভালবাসি সে তোমার
সয়না যে এইবার
বুঝিনু জলে';
এতখানি অভিমানী হলে কি চলে?
প্রাণ যে প্রতিমা চায় প্রীতি-কমলে।

নাচঘরের গল্প

(অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু এম এ)

—:*:—

রঙ্গালয়ের সত্যযুগ

আজকাল থিয়েটারের অন্যান্য খরচার সঙ্গে বিজ্ঞাপনের খরচাও অসম্ভব রকম বেড়ে গিয়েছে। ফলে থিয়েটার ও সিনেমার বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে খবরের কাগজ ও ছাপাখানাওয়ালাদের আয় বড় কম হয় না। কিন্তু খবরের কাগজওয়ালারা এ সৌভাগ্য অর্জ্জন করেছেন একালে। পূর্ব্বে অর্থাৎ গ্যারিক শেরিডানের সময় ব্যবস্থাটা ছিল একেবারে উল্টা রকমের—তখন 'নাও পর গাড়ী'র বদলে 'গাড়ী পর নাও' উঠেছিল। যে সময় ঐ সকল নাট্যমহারথীরা বিলাতী রঙ্গালয়ে আধিপত্য করতেন, তখন তাঁদের রঙ্গালয়গুলির গৌরব এত অধিক ছিল এবং সাধারণে নূতন নাটকাভিনয়ের সংবাদ জানবার জন্য এত উৎসুক হোয়ে থাকত যে, সংবাদপত্র পরিচালকেরা সে সংবাদ এখনকার রয়টারের খবরের মত ক্রয় করতে বাধ্য হোতেন। নূতন নাটকের অভিনয়বার্ত্তা প্রকাশ করবার অধিকারের মূল্যও বড় সামান্য ছিল না। ড্রুরিলেন ও কভেণ্ট গার্ডেন থিয়েটারের অধ্যক্ষেরা নূতন নাটকাভিনয়ের বিজ্ঞাপন বেচে প্রত্যেকে প্রতিবৎসর প্রায় চার হাজার টাকা কোরে সেলামী আদায় করতেন। এই চার হাজার টাকার মধ্যে Public Advertiser দিত প্রায় হাজার টাকা (৬৫ পাউণ্ড), আর অন্য সংবাদপত্রগুলি এক মিলে প্রায় তিন হাজার টাকা (২০০ পাউণ্ড)। শুধু তাই নয়—যে লোক সংবাদপত্র আফিসে বিজ্ঞাপন পৌঁছে দিত আধ ক্রাউন (প্রায় দুটাকা) কোরে তার বকসিসের বরাদ্দ ছিল।

এইখানে একটা কথা বোলে রাখি! তখনকার থিয়েটারগুলির মধ্যে উক্ত ড্রুরিলেন ও কভেণ্ট গার্ডেন থিয়েটারই ছিল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই থিয়েটার দুটি ছিল "Patent Theatres"—সনন্দ-রক্ষিত রঙ্গালয়। 'Legitimate drama'—বৈধ নাটক অভিনয় করবার অধিকার কেবল এদেরই ছিল। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে এই একচেটিয়া অধিকার আইনের দ্বারা লোপ কোরে দেওয়া হয়। গ্যারিক ড্রুরিলেন থিয়েটারের অধ্যক্ষ এবং অর্দ্ধেক সত্বাধিকারী ছিলেন। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত নাট্যকার ও বক্তা শেরিডান (Richard Brinsley Sheridan) দুই বন্ধুর সহযোগে ৩৫ হাজার পাউণ্ড (প্রায় সওয়া পাঁচ লক্ষ টাকা) দিয়ে ঐ থিয়েটারে গ্যারিকের সত্ব কিনে নেন এবং তার দুই বৎসর পরে আরও ৩৫০০০ পাউণ্ড দিয়ে বাকি অর্দ্ধেক অংশও ক্রয় করেন। শেরিডানের Rivals, Duenna প্রভৃতি প্রথম নাটকগুলি কভেণ্ট গার্ডেন থিয়েটারে অভিনীত হয়। কিন্তু School for Scandal, Critic, Pizarro প্রভৃতি শেষের নাটকগুলির ড্রুরিলেন থিয়েটারেই অভিনয় হয়। শেরিডানের মাতা ফ্রান্সেস শেরিডানও একজন ভাল নাটক লেখিকা ছিলেন, তাঁর Discovery ও Dupe নামে দুইখানি নাটক গ্যারিকের তত্বাবধানে ড্রুরিলেন থিয়েটারে অভিনীত হয়। শেরিডানের পিতা টমাস শেরিডান সেকালের একজন উৎকৃষ্ট অভিনেতা ছিলেন, নাট্য-সমালোচকেরা গ্যারিকের নীচেই তাঁর স্থান নির্দ্দিষ্ট করেছিলেন। এদিকে তিনি আবার একজন মহা পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ উভয় বিশ্বালয়েরই তিনি একজন এম, এ ছিলেন এবং দুইস্থানেই অধ্যাপনা করতেন। তাঁরই শিক্ষাগুণে তাঁর পুত্র শুধু নাট্যকার কেন, সে সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বক্তা বোলে পরিচিত হোতে পেরেছিলেন। তিনি নিজেও একখানি নাটক লিখেছিলেন এবং ইংরেজি ভাষার একখানি অভিধান সঙ্কলনে যথেষ্ট কৃতিত্ব ও গবেষণা প্রদর্শন করেছিলেন। ফলতঃ শিক্ষা, সাহিত্য ও রঙ্গ এই তিন ক্ষেত্রেই তিনি সমান যশঃ অর্জ্জন

করেছিলেন। কভেন্ট গার্ডেন থিয়েটারেই তিনি প্রথম অভিনেতৃরূপে দর্শন দেন, পরে ড্রুরিলেন থিয়েটারে গ্যারিকের দলে যোগ দেন। শেষ বয়সে তিনি তাঁর পুত্রকে ড্রুরিলেন থিয়েটার পরিচালনায় সাহায্য করতেন ও মাঝে মাঝে নিজেও সেখানে অভিনয় করতেন। বস্তুতঃ শুধু ভাল নাটক অভিনয়ের একচেটিয়া অধিকারের জন্য নয়, গ্যারিক ও শেরিডান পরিবারের অসামান্য নাট্য-প্রতিভাও যে উক্ত রঙ্গালয়দ্বয়ের জনপ্রিয়তার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করেছিল তাতে সন্দেহ নেই।

—

ধর্ম্মযাজক ও অভিনেতা

একদিন ইংলণ্ডের প্রধান পাদ্রী আর্ক বিশপ স্যানক্রফট্ অভিনেতা বেটারটনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, তোমরা ত কাল্পনিক বিষয় নিয়ে কথা কও, কিন্তু দর্শকেরা তা সত্য মনে কোরে, হাসে কাঁদে অভিভূত হয়। আর আমরা যা প্রকৃত সত্য তার কথা বলি, অথচ আমাদের শ্রোতারা তা কাল্পনিক মনে কোরে উড়িয়ে দেয়। এমন কেন হয় বল্‌তে পার?" বেটারটন উত্তর করলেন, "কারণ আর কিছুই নয়, আপনারা সত্যটা এমন ভাবে বলেন যেন সেটা একেবারে কাল্পনিক; আর আমরা কাল্পনিক কথা এমন ভাবে বলি যেন সেটা জীবন্ত সত্য।"

—

নাটক কাটছে

বাইরনের (মিষ্টার বাইরন, লর্ড বাইরন নয়) একখানা নাটক লিবারপুলে অভিনীত হচ্ছিল। প্রথম দুই অঙ্কের অভিনয় বেশ হোয়ে গেল, কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে পটক্ষেপের পর তৃতীয় অঙ্ক আরম্ভ হোতে বেজায় দেরী হোতে লাগল। দুবার কন্সার্ট বেজে থেমে গেল, তবু সিন ওঠবার নাম নেই! খানিকক্ষণ পরে যবনিকার অন্তরাল থেকে একটা ঘেঁস ঘেঁস আওয়াজ শোনা গেল, যেন করাত দিয়ে কে কি কাটছে। সেই শব্দ শুনে নাট্যকারের একজন দর্শকবন্ধু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ওটা কিসের শব্দ?" বাইরন কাতরস্বরে উত্তর করলেন, "তা জানি না, তবে বোধ হচ্চে অধিকারী মহাশয় নাটকের তৃতীয় অঙ্কটা কেটে বাদ দিচ্চেন!"

—

উভয় সঙ্কট

কুক (Cooke) একজন জনপ্রিয় অভিনেতা ছিলেন, কিন্তু দোষের মধ্যে মাতাল ছিলেন। অনেক সময় তিনি মাত্রা ঠিক রাখতে না পেরে অভিনয় করতে অক্ষম হোয়ে পড়তেন। কিন্তু দর্শকেরা তাঁর অভিনয় পছন্দ করত এবং তিনি অভিনয় না করলে তারা বড় অসন্তুষ্ট হোত। একদিন তিনি উক্ত কারণে অনুপস্থিত হওয়াতে দর্শকেরা বিশেষ বিরক্তি প্রকাশ করতে লাগল। তাই শুনে তিনি ক্ষুব্ধস্বরে বললেন, "আচ্ছা, ওরা কি চায়? সোমবার দিন আমি মাতাল হোয়ে অভিনয় করাতে ওরা আমাকে 'হিস্ হিস্' কোরে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তাই বুধবারে মাতাল অবস্থায় আমি ষ্টেজে মোটেই বেরোইনি, কিন্তু তাতেও দেখি ওরা রাগ করে,—বলে, বেরোল না কেন? এখন বল দেখি আমি কি করি?"

—

গান

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

ফুলের খেলা খেল্‌ব সখি, আয়!
পলাশ বনে চাঁদের আলো
মিছেই বয়ে যায়।

*

ফুলের মত নয়ন দুটি
দখ্‌নে হাওয়ায় উঠবে ফুটি'
হাতদুখানি মালার মতন
পরিয়ে দে গলায়।

*

স্বজনী, তুই কমলকলি,
আমি যে তোর বিভোল অলি,
যে গান ঘুমোয় গোপন মনে
চুপি চুপি তোমায় বলি।

*

ফুলকো ঠোঁটের পাপড়ি খোলো,
কপোলে গুল্ জাগিয়ে তোলো,
সুখ-বিছানো বুক-বিছানায়
প্রাণ যে শুতে চায়!

—

কলিকাতা ২২, শুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্তৃক মুদ্রিত ও ১১নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩, টাকা

৪র্থ বর্ষ
৩০শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

২৯শে পৌষ
১৩৩৪

নাট্য-জগৎ

—:*:—

স্বাভাবিকতা কাকে বলে, আর্টের মধ্যে? জীবনে যা স্বাভাবিক, আর্টেও কি তা স্বাভাবিক হ'তে পারে? য়ুরোপে এ সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে অনেকদিন, কিন্তু বাংলা দেশে এখনো হয় নি।

*

স্বর্গীয় ফরাসী ভাস্কর ওগস্ত্ রোদাঁ তাঁর "আর্ট" নামে বিখ্যাত গ্রন্থে উক্ত প্রশ্নের চমৎকার উত্তর দিয়েছেন। তাঁর মতে, বাস্তব জীবনের স্বাভাবিকতার সঙ্গে আর্টের স্বাভাবিকতার কোনই সম্পর্ক নেই।

*

আলোকচিত্র বাস্তবিকতাকে প্রকাশ করে, অবিকল ভাবে। তবু সে অনেক স্থলেই অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে এবং প্রাণ ও গতিকে ফুটিয়ে তুলতে পারে না।

*

চলন্ত মানুষ বা ধাবমান ঘোড়ার 'ফোটোগ্রাফ' দেখলেই এ সত্যটা সাফ্ বোঝা যাবে। 'ফোটোগ্রাফে'র মানুষ বা ঘোড়াকে দেখলে কখনোই ধরা যাবে না যে, তারা চলছে বা ছুটছে। 'ফোটো' এখানে মিছে কথা কয়।

*

কিন্তু নামজাদা পটুয়ার আঁকা অনেক ঘোড়ার ছবিতে দেখা যায়, স্বাভাবিক অশ্বের তুলনায় তারা পা ফেলছে অত্যন্ত অস্বাভাবিক ভাবে, অথচ জীবন, গতি ও বাস্তবিকতার সৌন্দর্য্য যথার্থরূপে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে তারাই।

*



বন্দী সাজাহানের ভূমিকায়—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

আজ পর্য্যন্ত যত ভাস্কর, যত চিত্রকর প্রতিভার গুণে অমর হয়েছেন, বাস্তব জীবনকে তাঁরা কেউ হুবহু অনুকরণ করেন নি। এমন-কি, কোন মানুষের প্রতিমূর্ত্তি গঠন বা অঙ্কন কালেও তাঁরা 'ফোটোগ্রাফারে'র আইনকানুন মানেন নি। বাস্তব জীবনের তুলনায় যা অস্বাভাবিক, তার মধ্যেই তাঁরা স্বাভাবিকতাকে প্রকাশ করেছেন।

*

কোন আর্টই কখনো অতি-স্বাভাবিক হ'তে পারে না। 'আর্ট' শব্দের অর্থই হ'চ্ছে যা প্রাকৃতিক নয়। আর্টের জগৎ হচ্ছে দোসরা জগৎ। সেখানে স্বাভাবিকতা জাহির করতে গেলে সেই জগতের সঙ্গেই খাপ খাইয়ে তা করতে হবে। নইলে তা দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না।

*

দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায় আমরা যে-ভাবে কথাবার্ত্তা কই, চলাফেরা করি, রঙ্গমঞ্চের উপরে ঠিক সেই নিয়ম মেনে চলার মানেই অভিনয় নয়। তা যদি হ'ত, তাহ'লে অভিনয় করার মত সোজা কাজ ত্রিভুবনে আর থাকত না।

*

একটা অবোধ জন্তুকে যদি রঙ্গমঞ্চের উপর ছেড়ে দেওয়া যায়, তাহ'লে সে ঠিক তার স্বভাবানুযায়ী হাবভাব প্রকাশ করবে। কিন্তু সে স্বাভাবিকতাকে কেউ 'আর্ট' আখ্যা দেবে না নিশ্চয়ই। রঙ্গমঞ্চের স্বাভাবিকতা ও বাস্তব জীবনের স্বাভাবিকতার মধ্যে তফাৎ আছে যথেষ্ট।

*

অভিনয় যতই স্বাভাবিক হোক্, দর্শকরা কখনোই তাকে বাস্তব ব'লে ভ্রম করে না। কৃত্রিম পারিপার্শ্বিকের মধ্যেই নাট্যজগতের অস্তিত্ব,—সে, হ'চ্ছে

'মেক-বিলিভ' বা ভাণের সাম্রাজ্য। কৃত্রিম আলোক, কৃত্রিম দৃশ্যপট এবং আমাদের চোখের সামনে স্থাপিত ও দর্শকদের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন কৃত্রিম নাট্যমঞ্চের উপর যে ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত চলে, তার মধ্যে হঠাৎ অবিকল বাস্তবিকতাকে খাড়া করতে গেলেই, তা হয়ে উঠবে অত্যন্ত কদর্য্য এবং বিরক্তিকর।

*

আঁকা দৃশ্যপটের মাঝখানে অনেকে যখন বোকার মতন আসল গাছপালা, লতাপাতা এনে স্থাপন করে, তখন চারিদিককার নকল জিনিষের মধ্যে সেই আসল জিনিষগুলো যে কি-রকম কুৎসিত দেখতে হ'য়ে ওঠে, অনেকেরই নজরে অবশ্য তা ঠেকে থাকবে।

*

কৃত্রিম নাট্যজগতে কৃত্রিমতাই হবে স্বাভাবিক!—অবশ্য এ কৃত্রিমতা স্বভাবানুগত হওয়া চাই! কোন ওস্তাদ-বাদক বাঁশীতে যখন গীতকারী পাখীর ডাককে নকল করেন, তখন আসল পাখীকে এনে সেই সঙ্গে যোগ দিতে বাধ্য করলে, সেই আসল পাখীর সুরই মিষ্ট লাগবে না। এটা সকলেই পরখ ক'রে দেখতে পারেন। কারণ?—আসলের স্বাভাবিকতার ভিতর যে আর্ট নেই, বাঁশীর নকল ডাকে তা আছে।

*

গিরিশচন্দ্রের দ্বারা অভিনীত 'যোগেশ', 'করুণাময়' ও 'ঔরংজীব' (ছত্রপতি শিবাজীতে), অর্দ্ধেন্দুশেখরের দ্বারা অভিনীত "রূপচাঁদ" প্রভৃতি এবং শিশির কুমারের দ্বারা অভিনীত "আলমগীর," 'সাজাহান', 'চাণক্য ও 'নিমচাঁদ' প্রভৃতি ভূমিকা স্বাভাবিক ব'লে বিখ্যাত। কিন্তু এ-সব স্বাভাবিকতার সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে কৃত্রিমতার প্রসাদে। বাস্তবতার উপরে রং চড়াতে না পারলে এ ভূমিকাগুলি বিখ্যাত হ'ত ব'লে বিশ্বাস করি না।

*

আর্ট যেমন বাস্তবতাকে সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করে না, তেমনি সম্পূর্ণরূপে পরিহারও করে না। ধরতে গেলে, সে মধ্য-পথের পথিক,—খানিক কাল্পনিক, খানিক বাস্তবিক! তার কৃত্রিমতা চায় স্বাভাবিকতাকে আলিঙ্গন করতে। অথচ তার জন্ম ভাণের মধ্যে। তার সত্যও ভাণ, তার মিথ্যাও ভাণ।

*

যে-কলাবিদ যত সহজ ভাবে ভাণ করতে পারবেন, তাঁর প্রশংসা হবে তত বেশী। কিন্তু ভাণ করতে গিয়ে যেখানে তিনি নিজেই স্বাভাবিক হয়ে পড়বেন, সেখানে ভাণের যা সত্য, তাথেকে বিচ্যুত হবেন। ভাণের জগতে অকপটতা হয় বেখাপ্পা। যে পূজার যে মন্ত্র!

*

দুঃখ কখনো উপভোগ্য হয় না, বাস্তব জীবনে। কিন্তু কাব্যে, চিত্রে, সঙ্গীতে আর অভিনয়ে দুঃখও উপভোগ্য হয় কেন? কারণ সে দুঃখ আর্টের দুঃখ। তা সত্য নয়, সত্যের ভাণ বা অনুসরণ ব'লেই তা উপভোগ্য। সে দুঃখ বাস্তব নয়, কল্পিত দুঃখ ব'লেই আমরা তার দ্বারা অভিভূত হ'লেও আনন্দিত হই। সে দুঃখ সত্য হ'লে জগতে আজ আর্টের সৃষ্টি হ'ত না। এই অবাস্তব দুঃখকে একেবারে বাস্তব ক'রে তোলা যায় না এবং আর্টিষ্টের সে চেষ্টাও করা উচিত নয়।

*

কিন্তু সহজ ভাবে ভাণ তো সবাই করতে পারে না! তাই সকলেই অভিনেতাও হ'তে পারে না। অনেকে অতিরিক্ত রং চড়িয়ে বসেন, অনেকে আবার একেবারে স্বাভাবিক হয়ে পড়েন। এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করাই হচ্ছে বড় আর্টিষ্টের কাজ। তাঁর হাতে মাত্রা ঠিক থাকে।

*

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত "গিরিশচন্দ্র" নামে আমরা একখানি সুলিখিত প্রকাণ্ড জীবনচরিত উপহার পেয়েছি। গিরিশচন্দ্রের জীবনী আর বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাস, এ দুইই হচ্ছে অভিন্ন। তাই আমরা আগ্রহের সঙ্গে বইখানি পড়ছি। এবারে প্রাপ্তিস্বীকার ক'রে রাখলুম, পড়া সাঙ্গ হ'লে সবিস্তারে এর আলোচনা করব, কারণ বইখানি সবিস্তারে আলোচিত হবার যোগ্য।

*

বড় এবং ছোট দিনের পালা ফুরিয়ে গেল—অন্ততঃ এবারকার মত। আসছে বছরে কলকাতায় এই সময়ে কংগ্রেসের সমারোহ হবে। সুতরাং বড় ও ছোট দিনের মর্ম্মম আরো বেশী জ'মে ওঠবার সম্ভাবনা। কিন্তু সে এখনো অনেক দিনের কথা। ততদিনে কলকাতার দু-একটি রঙ্গালয়ে সাঁঝের দীপ না নিবলেই মঙ্গল।

*

বাংলা রঙ্গালয়ের জীবন কী ক্ষণস্থায়ী, কী অনিশ্চিত! সহরে লক্ষ লক্ষ বাসিন্দা, অথচ বাংলা রঙ্গালয়ের সংখ্যা কখনো এমন হয় নি যে পাঁচ আঙুলে গোণা যায় না। অথচ এই কিছু-বেশী পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে এখানে প্রত্যেক রঙ্গালয়ের ভিতরেই কত নূতন সম্প্রদায়ের পরমায়ু বারংবার নিঃশেষিত হয়েছে! 'ষ্টার' ও 'মিনার্ভা' বেঁচে আছে বটে, কিন্তু মাত্র নামে!

*

এর মধ্যে একটি সুধু শুভ লক্ষণ এই যে, উপর-উপরি ধারাবাহিক ব্যর্থতার ইতিহাসও আমাদের হতাশ করতে পারে নি, বিফলতার মধ্যেও আমাদের সফল হবার চেষ্টার বিরাম নেই। এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে, বাঙালীর গভীর কলানুরাগ আছে। তাই আশা হয়, এই কলানুরাগের গুণেই ভবিষ্যতে বাঙালীর নাট্য-জগৎ জাতীয় গৌরবের জিনিষ হয়ে উঠবে।

*

এবার বড় ও ছোটদিনের উৎসব-আসরে 'নাট্যমন্দিরে'র শিশিরকুমার নাট্য-প্রতিভার যে বিস্ময়কর ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, এদেশে তার আর তুলনা আছে কিনা জানিনা। তেরো দিনের অভিনয়ে তিনি একুশটার (এর মধ্যে ব্রাহ্মণ ছাড়া আর সব ভূমিকাই সুদীর্ঘ) বড় বড় ভূমিকা একাই গ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশে নিশ্চয়ই এটা 'রেকর্ড'!

*

'সাজাহান' নাটকে শিশিরকুমারের গৃহীত ঔরংজীবের ভূমিকা আমরা দেখতে গিয়েছিলুম বটে, কিন্তু কোন প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে আমাদের অভিনয়ের মাঝখানেই উঠে আসতে হয়েছিল। তাই ঔরংজীবের ভূমিকা কেমন হয়েছিল সে-আলোচনা এবার আর করতে পারলুম না। সমস্ত অভিনয় দেখে আলোচনা করলেও শিশিরকুমারের উপরে সুবিচার করা চলত না, কারণ সে রাত্রে তাঁর অপূর্ব্ব কণ্ঠ একেবারেই ভেঙে গিয়েছিল।

*

পুরাতন বিখ্যাত নট-নটীদের জীবন যে সত্যই গত হয়েছে, ইতিমধ্যে বহু-অভিনীত জনার ভূমিকায় 'নাট্যমন্দিরে'র শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনীকে দেখে সে-সত্য আরো স্পষ্ট ক'রে বুঝতে পারলুম। শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনীর চেয়ে ভালো 'জনা' যে আর দেখা যায়নি, একথা যাঁরা অবিশ্বাস করবেন তাঁরা যেন আগামী-সুযোগে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন ক'রে আসেন। দুর্ভাগ্যক্রমে 'নাট্যমন্দিরে' 'জনা'র প্রথম পুনরভিনয়ের সময়ে শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী তাঁর নট-নিপুণতা দেখাতে পারেন নি;—কারণ, তা পারলে এ ভূমিকায় আজ তিনি দেশজোড়া সুখ্যাতি থেকে বঞ্চিত হতেন না।

*

'মিনার্ভা'র 'ছটাকী' নিয়ে আলোনা শুনছি, কিন্তু নিমন্ত্রণের অভাবে এখনো 'ছটাকী'র ওজন মাপতে পারি নি। এবং অনাহূত হয়ে আর যেতেও মন চায় না।

*

'মনোমোহন' খুব ঘটা ক'রেই 'আরবী-হুরে'র প্রাচীরপত্র প্রচার করেছিলেন। 'আরবী-হুরে'র প্রয়োগনিপুণতা ও অভিনয়ের জন্যে কাগজে সুখ্যাতিরও অভাব হয় নি। কিন্তু নূতন এই পঞ্চাঙ্ক নাটকখানিকে এর মধ্যেই গেল বুধবারে 'দুর্গেশনন্দিনী'র মতন অত-বড় নাটকের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল কেন? তথাকথিত 'প্রয়োগনিপুণতা' ও 'অভিনয়' দেখে দর্শকরা কি বোকার মতন ট্যাঁকের পয়সা আর গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করতে রাজী হচ্ছে না?—কি অন্যায়!

*

বাজার-গুজব, 'আরবী-হুর' নাকি শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের লেখা। 'আত্মশক্তি' বলছেন, ওখানি শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর রচনা। এ-সম্বন্ধে আর কেউ কিছু বলেন কিনা তা পরে প্রকাশ পাবে, কিন্তু আপাততঃ পাঁচকড়িবাবু নিজের মুখেই প্রকাশ্যে কিছু বলতে রাজি আছেন কিনা, আমরা তা জানতে চাই। পাঁচকড়িবাবু কি অনুগ্রহ ক'রে আমাদের এই আগ্রহ নিবারণ করবেন?

*

নীচতায়, বিশ্বাসঘাতকতায় ও জুয়াচুরিতে কোন কোন বাংলা রঙ্গালয় ভ'রে গেছে। যবনিকা তুললে দর্শকরা সেখানে রঙ্গমঞ্চের উজ্জ্বল দৃশ্যই দেখতে পায়, কিন্তু তার নেপথ্যে যে কত অন্ধকার, কত কলঙ্ক, কত সয়তানি প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে, তা জানতে পারলে প্রত্যেক দর্শকই আজ বিদ্রোহী হয়ে উঠত। সেখানে বন্ধুত্ব, মনুষ্যত্ব এবং সততার কি দারুণ অভাব!

*

ভেবেছিলুম, নূতন দল এসে রঙ্গালয়ের পঙ্কোদ্ধার করবেন। কিন্তু ব্যাপার দেখে-শুনে তাঁদের সম্বন্ধেও আমরা হতাশ হয়ে পড়ছি। কারণ, দেশের ও দশের মাঝে ব্যবসায়ে ও অন্যান্য বিভাগে যাঁদের সৎ বলে জানতুম এবং বিশ্বাস করতুম, এখন দেখছি থিয়েটারি আবহাওয়ায় সঙ্গদোষে তাঁরাও গড্ডরিকা প্রবাহে গা ভাসান দিয়েছেন। নাট্য-জগৎ যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই আছে। দুর্ভাগ্য!

*

বিলাতের বিখ্যাত গায়িকা শ্রীমতী ক্লারা বাট কলকাতার 'এম্পায়ার থিয়েটারে' অবতীর্ণ হয়েছেন। এঁর চেয়ে বড় বিলাতী গায়িকা বোধ হয় কলকাতায় আর আসেন নি। ইনি রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত ভক্ত এবং প্রতি আসরেই রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী গানও গেয়ে সকলকে মোহিত করেছেন। সংপ্রতি তিনি বোলপুরেও গিয়েছিলেন।

*

রবীন্দ্রনাথ আবার কলকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন। তিনি কি রাজ-বন্দীদের জন্যে এইবারেই অভিনয়ের আয়োজন করবেন? শুনছি অভিনেয় নাটক হচ্ছে 'রক্ত-করবী'। রাজবন্দীদের জন্যে বাংলার প্রত্যেক রঙ্গালয়েও এক একটি সাহায্য-রজনীর ব্যবস্থা করা উচিত। দেশের লোকের প্রাণের সঙ্গে বাংলা রঙ্গালয়ের যোগসূত্র যতই সুদৃঢ় হয়, নাট্য-কলার উন্নতির পক্ষে ততই মঙ্গল।

*

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী তাঁর সম্প্রদায় নিয়ে মৈমনসিংহে এখনো সুখ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করছেন।

*

নাট্যজগতে সব-চেয়ে অবাঞ্ছিত লোক কে?—সাময়িকের অভিনয়-সমালোচক। রঙ্গালয় তাঁকে চায় না, অথচ তাঁকে নিমন্ত্রণও করে। তিনি না-থাকলেই রঙ্গালয় খুসি হয়, কিন্তু তিনি আছেন ব'লেই সে তাঁকে শ্রদ্ধা করে। এবং সে-শ্রদ্ধার তলায় আছে বারুদের স্তূপ। তবে রক্ষা এই যে, দেশলাইয়ের কাঠি আছে, সমালোচকের নিজের হাতেই।

*

আমাদের সাধ হয়েছে, ঐ দেশলাইয়ের কাঠিটি এইবার জ্বালব! কেন? সবুর করলেই টের পাবেন। ফল?—যথাসময়েই দ্রষ্টব্য!

চিত্রনাটের রূপকথা

—:o:—

রুডলফ্ ভ্যালেন্টিনোর ভাই এ্যালবার্টো ভ্যালেন্টিনো তাঁর কীর্ত্তিমান সহোদরের পদানুসরণ ক'রবেন। তিনি ইতালীর সৈনিক ও সেখানকার একজন এ্যাটর্ণি। তাঁর ভাইয়ের সম্পত্তির ভার নেবার জন্যে তিনি হলিউডে উপস্থিত হ'য়েছেন। তাঁর স্ত্রীরও নাকি অভিনয় করবার শক্তি আছে, তিনিও চলচ্ছবিতে যোগ দেবেন।

*

জ্যাকি কুগান আবার দিন কয়েকের জন্মে অভিনয় থেকে বিদায় নেবেন। এতে কোন ক্ষতি তাঁর হবে না, কারণ লস্ এঞ্জেলসে তিনি অনেক জমির অধিকারী, আর তা ছাড়া তাঁর দুটি গোচর জমি আছে যার আনুমানিক দাম পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা।

*

এমিল জ্যানিংস ও তাঁর স্ত্রীর আবার বিচ্ছেদ হোলো, এটি তৃতীয়বার। এ বিচ্ছেদ কোনো গোলমাল বা অপবাদের জন্মে নয়, কলাবিদ্যার জন্মে। শ্রীমতী জ্যানিংস বলেন যখন তাঁর স্বামী কোনো ছবিতে অভিনয় ক'রতে আরম্ভ করেন, তিনি এমন তন্ময় হ'য়ে তাঁর গৃহীত চরিত্রের বিষয় দিবা-রাত্র চিন্তা ও আলোচনা করেন যে সে সময় আর কোনো কথা ভাববার অবসর তাঁর থাকে না। শ্রীমতী জ্যানিংস এই রকম সব সময়ে স্বামীর কাজে বাধা না হবার জন্মে দূরে চলে যান। সম্প্রতি 'গৌরব-মুখী পথ' (The Road to Glory) নামক চলচ্ছবিতে শ্রীযুক্ত জ্যানিংস নিযুক্ত আছেন। শ্রীমতী তাই পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে হলিউড থেকে স'রে প'ড়ছেন।

*

তরুণী ও সুন্দরী রুষদেশীয়া অভিনেত্রী শ্রীমতী ভেরা ভেরোনিকা জন ব্যারিমোরের সঙ্গে তাঁর নতুন ছবি 'ঝড়'-এ (Tempest) অভিনয় করতে ক'রতে অসুস্থা হয়ে পড়েন। তিনি এখনও শয্যাশায়িনী ও চিকিৎসাধীনা, এখনও অনেকদিন তাঁকে কোন ছবিতে দেখা যাবে না।

*

যশস্বী প্রযোজক শ্রীযুক্ত ক্ল্যারেন্স ব্যাভারের স্মৃতিশক্তি বিস্ময়কর। সেদিন তিনি কোন ছবিতে 'সিনারিও' একবারও না দেখে বাহান্নটি দৃশ্য নিয়ন্ত্রিত ক'রেছেন, তা ছাড়া অভিনেতা অভিনেত্রীদের তাঁদের বক্তব্যও সময়ে সময়ে ব'লে দিয়েছেন।

*

স্থানীয় ক্রাউন সিনেমায় দুর্গেশনন্দিনী পাঁচ সপ্তাহ ধ'রে চ'লছে আর প্রতিবারের প্রদর্শনীতে এত লোক হ'চ্ছে, যে চিত্র-গৃহের সামনের রাস্তায় সাধারণের যাতায়ত বাধা পাচ্ছে। দেশী চলচ্ছবির বর্ত্তমান অবস্থায়ই যদি এই হয়, তা উন্নততর হ'লে সম্পদের অবধি থাকবে না। কিন্তু সে চেষ্টা আর তেমন অভিনেতা অভিনেত্রী সংগ্রহ এখানে কে ক'রছে?

*

'প্রেমের গান' (The Love Song) একখানি ভালো ছবি। শ্রীমতী মে মারে ও শ্রীযুক্ত লয়েড্ হিউজেস এতে যথাক্রমে নায়িকা ও নায়কের অংশে অভিনয় ক'রেছেন।

*

বড়দিন ও ছোটদিনের ছুটি উপলক্ষ্য ক'রে স্থানীয় চলচ্ছবি-মঞ্চগুলি প্রতিদিন তিনবার ক'রে ছবি দেখিয়েছেন, লোকসমাগমও প্রত্যেকবারে হ'য়েছে প্রচুর। কিন্তু আমরা দুঃখের সঙ্গে ব'লছি যে কোনো চলচ্ছবি সম্প্রদায়ই কোনো নূতন ছবি দেখান নি। পুরাতনের পুনরাবৃত্তি ক'রেছেন মাত্র।

*

শ্রীমতী এ্যালিস্ টেরির বিয়ের আগের নাম ছিল এ্যালিস্ ফ্রান্সিস্ টেরি। তিনি ওয়েলস্ দেশের মেয়ে। তাঁর বয়স এখন ছাব্বিশ বছর।

*

চলচ্ছবি সম্প্রদায় সমূহের নিয়ম করা উচিত যে প্রতি প্রদর্শনীর পাঁচ মিনিট আগে দরজা সব বন্ধ ক'রে দেওয়া হবে, আর কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। ছবি দেখানো আরম্ভ হ'য়ে যাবার পর ক্রমাগত দরজা খুলে খুলে লোক ঢুকতে থাকে, এতে বাকি সমস্ত লোকের কি রকম বিরক্তি হয়, ভুক্তভোগীমাত্রেই জানেন। ছবিতে আলো প'ড়ে ছবি ঝাপ্সা দেখায় আর লোকের মনও বিক্ষিপ্ত হয়।

*

একখানি নতুন ছবির নাম 'বিদ্রোহী মেয়ে' (A daughter in revolt)। এতে প্রধান দুটি চরিত্রের ভূমিকা নিয়েছেন শ্রীমতী মেবেল পুল্টন্ ও শ্রীযুক্ত প্যাটরিক সুস্তাওস্।

"গি"

পিয়ালার গান

—:*:—

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

ভালোবাসা আমার যেন এই পিয়ালার রাঙা ঝারা,
বুকের ভেতর তুফান তোলে, জীবন করে আকুল-পারা।

*

একটু ছোঁয়ায় উল্‌সে ওঠে তোমার হৃদয়-কমল-বাগে,
রঙন-ফুলের মালা যখন যায় খেলে ঐ অধর-আগে,—
ভুবন ভ'রে ছাপিয়ে প'ড়ে স্বপনলোকে হয় সে হারা,—
—ভালোবাসার রাঙা ঝারা!

*

ভালোবাসা নয়কো আমার মরা গাঙের বালির মত,
নয় সে ঝামর আকাশ-পটে তৃতীয়া-চাঁদ-কালির মত,
নয় সে করুণ জরায় ভরা অতীত-স্মৃতির ডালির মত!

*

সাঁঝ-আঁধারির পূরবী তার ভৈরবী হয় বাঁশীর তানে,
তরুণ রবির অরুণ আলো রাগিণী তার ধরায় আনে,
শীতল শীতের নিতল পুরেও ফুটিয়ে চলে গোলাপ-চারা,—
—ভালোবাসার রাঙা ঝারা!

*

নয় সে তোমার নয়ন-শিখায় এলিয়ে-পড়া সীসার মত,
নয় সে সখি, হাহা-কাতর মরুভূমির তৃষার মত,
নয় সে কালো পথ-ভোলানো আতুর অমানিশার মত!

*

সে যে কেবল মাণিক খোঁজে রূপসায়রের অতল তলে,
আল্‌তা-পরা পায়ের ধূলোয় তার যে সোনার ফসল ফলে,
পাত্রে আমার অশ্রু এ নয়, বইচে হাসি-নিঝর-ধারা —
—ভালোবাসার রাঙা ঝারা!

নাট্যশালার সমস্যা

[সীতা-প্রণেতা শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী]

—:*:—

নাট্যজগতে মহা সমস্যা উপস্থিত।

কলিকাতার নাট্যশালা ও নাট্যাভিনয় নিয়ে যাঁরা একটু-আধটু চিন্তা ক'রে থাকেন—তাঁরা কেউ ভেবেই পান না যে, সমস্যার সমাধান কেমন ক'রে হবে!

নাটক নেই, নট-নটী নেই, দর্শক নেই—

তবু কতকগুলি হতভাগ্যের অদৃষ্টের বিড়ম্বনা যে, থিয়েটার তাদের ক'রতেই হবে।

প্রায় সকলেই জানেন এবং এ-কথা গোপন ক'রেও কোনো লাভ নেই যে, কলিকাতার এই চারটী থিয়েটারের প্রায় তিনশত নট-নটীর মধ্যে দু'জন কি একজন শিল্পী আছেন যাঁর নাম দর্শনীসমেত দর্শকদের আকর্ষণ ক'রতে সমর্থ। দু'চারখানা থিয়েটার সংক্রান্ত কাগজে নাটক ও অভিনয়ের সমালোচনা হয়। তা দেখে মনে হয় নতুন নাটক যা-কিছু অভিনয় হ'চ্ছে—দুই-একখানি ছাড়া সবই রাবিস, কিন্তু তাদের অভিনয় একেবারে আশ্চর্য্য! তা অভিনয় যতই আশ্চর্য্য হোক, তবু কি যেন অভাব থেকে যায়—অভিনেতারা যা বল্‌তে চান সম্পূর্ণ বলা হয় না, দর্শক যা চান ঠিক সে জিনিষটা পান না—আবার ঠিক যে কোন্‌টা চান—তা তিনিও জানেন না।

কেউ বলেন ভালো নাটক বেরুচ্ছে না, কেউ বলেন ভালো ক'রে (produce) প্রোডিউস করুন দেখি—তাঁরা এবং এখনও কোনো কোনো থিয়েটারের মালিকরাও production মানে বোঝেন সিন, সিনারি। কেউ বলেন ভালো নারী সুন্দরী, সুগঠিতা, সুকণ্ঠী! তবে থিয়েটারের যে সংস্কার আবশ্যক একথা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন।

সাহেবদের অনুকরণে সেকালে আমাদের নাট্যশালা তৈরী হয়। সেকালে সমস্ত ইংরেজী জিনিষকে আমরা বাংলা ক'রতে চেয়েছিলাম। স্কুলে "Translation" করতে শিখে বুঝি বা ইংরেজী-শিক্ষিতদের এই কথাটাই মনে হ'য়েছিল, সমস্ত জাতিটাকেই ইংরেজী অনুবাদ হ'তে হবে। শক্তিমান বিজেতৃদের সংস্পর্শে এসে—এই আত্ম-অবিশ্বাস হয়ত স্বাভাবিক। তখনকার যাবতীয় অনুষ্ঠান, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, সভা, সমিতি, ধর্ম্মসমাজ, সমস্তই অনুবাদ। আমাদের বাংলা থিয়েটার তারই মধ্যে একটী।

তবে সুখের বিষয় এই, মানুষের অন্তরাত্মা চিরদিন অনুকরণ আর অনুবাদ ক'রে তৃপ্তি পায় না। সৃষ্টি-আকাঙ্ক্ষা তবুও লোপ পায় না। তাই বেলগাছিয়া বাগানে অভিনয়ের রিহার্সাল দেখ্‌তে দেখ্‌তে—মাইকেল মধুসূদন ব'লে উঠেছিলেন—"আমি নাটক লিখবো।"

বাঙালীর জাতীয় জীবনে সেদিনের মত শুভদিন কমই এসেছে। সেদিন একসঙ্গে নাট্যশালা, নাট্যসাহিত্য, এবং বাংলার নব যুগের নূতন সাহিত্যের বীজাঙ্কুর হয়। তারপর থেকে ধীরে ধীরে নাট্যশালা ও নাট্যসাহিত্যের গঠন আরম্ভ হয়।

প্রথম যাঁরা সাধারণ রঙ্গালয় খোলেন তাঁরা এসেছিলেন সখের খাতিরে—অর্থের আবশ্যক তাঁদের যে ছিল না তা নয়, তবে এটা যে অর্থকরী হবে এতটা তাঁরা আশা করতে সাহসী হন নি। দীনবন্ধু, মাইকেল, বঙ্কিমের যে কয়খানি বই ছিল সবগুলি অভিনয় করার পর আজকের দিনের মত নাটক সমস্যা তাঁদেরও হয়েছিল। প্রয়োজনের চাপে প'ড়ে গিরিশচন্দ্রকে কলম ধ'রতে হয়। কিছুদিন অভিনয় করার পর গিরিশচন্দ্র অনুভব করেছিলেন, খাঁটী পাশ্চাত্য অনুকরণের থিয়েটার আমাদের দেশের জন্য নয়; কবিওয়ালা যাত্রাওয়ালার আসরে বাংলাদেশের প্রাণের যে রসধারা ব'য়ে যেত, বাংলার থিয়েটারেও তাই আমদানী করতে হবে। তাই থিয়েটারে তিনি পৌরাণিক নাটকের চলন করেন। বাঙালীর জাতীয় মনের খোরাক উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত একমাত্র পুরাণই যুগিয়ে এসেছে।

আজ এমন একটা দিন এসেছে—জীবনযাত্রা এমনই জটিল ও সমস্যা-সঙ্কুল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—যে প্রাচীন পুরাণ-ইতিহাসের চিত্র দেখেই আমাদের মন আর ভ'রে ওঠে না। আমি এ কথা বলি না যে, পৌরাণিক কি ঐতিহাসিক নাটক আমাদের অনাবশ্যক—তবে বাঙালী দেখ্‌তে চায় বাংলায় পরিপূর্ণ রূপ, তার প্রাণের রসধারা—সাহিত্যে—নাট্যে—চিত্রে—শিল্পে—অভিনয়ে সর্ব্বত্র। আজ শুধু রাম, লক্ষ্মণ, ভীম, অর্জ্জুন, সিরাজদ্দৌলার সুখ-দুঃখ নিয়ে নাটক লিখলে নাটক হবে না। সেই পুরাণ-যুগের মানুষদের জীবনের সম্বন্ধ ও

সহানুভূতির চিরন্তন সুরটুকু নাট্যকার ও অভিনেতাকে আবিষ্কার করতে হবে। একদিন সাহিত্য ও আর্ট ছিল—জীবন থেকে একটু স্বতন্ত্র—আজকের সাহিত্য, আজকের আর্ট জীবনের সঙ্গে এক হ'য়ে গেছে। এর মানে এ নয় যে সাহিত্য ও আর্ট একেবারে বাস্তব হ'য়ে উঠেছে বা তাই হ'য়ে ওঠা আবশ্যক। বস্তু ও জীবন এক নয়—বস্তু বদ্ধ—চারিদিকের পরিমাপের দ্বারা তাকে জানা যায়—কিন্তু "জীবনেরে কে রোধিতে পারে?" জীবন ও আর্ট কতক ব্যক্ত কতক রহস্যময়। সেই বর্ত্তমান জীবনের পরিপূর্ণ রস যতক্ষণ আমাদের নাট্যে ও অভিনয়ে না এসে পৌছে—ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা ঠিক খুসী হচ্ছি না।

একদল লোক বলেন শিক্ষিতা রূপসী মহিলা দরকার, বিলেতের থিয়েটারের মত বাড়ী দরকার, বহুমূল্য পোষাক দরকার, ষ্টেজের উপর গড়ের মাঠের ঘোড়-দৌড়, সার্কাসের খেলা, রেলগাড়ী, আটলান্টিক মহাসাগরে ভাসমান জাহাজ—সবই হুবহু চাই!

মানুষ না থাকলেও চলে কিন্তু পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুপুঞ্জ চাই। এ প্রস্তাবের পরেই কথা উঠে—টাকা?—উত্তর আসে capital বাড়াও, টিকিটের দাম বাড়াও! সর্ব্বশেষ সমস্যা, টিকিট কিনবে কে বেশী দামের? বাংলাদেশে ধনীলোকও তো আছেন—তাঁরা সব ভালো ক'রে থিয়েটার দেখা অভ্যাস করুন। ধনী বলেন ভালো লাগে না—ফুরসৎ নেই। ধনী লোকদের মনস্তুষ্টির জন্য যে নাট্যাভিনয়, তা চমকপ্রদ হ'তে পারে, উজ্জ্বল বর্ণ-বৈচিত্র্যে সুন্দর হ'তে পারে, কিন্তু বাংলার প্রাণ তাতে ধরা দেবে ব'লে মনে হয় না।

আমার মনে হয় রঙ্গালয়কে সম্পূর্ণভাবে জাতীয় ক'রে তুলতে হবে। আজ পর্য্যন্ত আমাদের রঙ্গালয় জাতির প্রাণের বস্তু হ'য়ে ওঠেনি। বাংলার কীর্ত্তন, বাংলার যাত্রা, বাংলার পাঁচালী প্রভৃতি যে রকম বাংলাদেশের নিজস্ব জিনিষ, বাংলার থিয়েটার আজও তা হয়নি। নাট্যাভিনয় বাংলাদেশে যেন একটা বাহুল্য—না হ'লেও চ'লতো—হ'য়েছে ভালই, বছরে দু'দিন দেখা যেতে পারে—যদি পাশ না পাওয়া যায় নেহাৎ দু'টো টাকা খরচ করা যেতে পারে।

ইংরেজী শিক্ষা প্রচারের প্রথম দিন থেকেই বাংলাদেশে নতুন রকমের জাতিভেদ চলন হ'য়েছে—ইংরাজীশিক্ষিত এবং ইংরেজী-অনভিজ্ঞের মধ্যে—তার ফলে ইংরেজীওয়ালারা সহরের দিকে ঝুঁকেছেন, আর গ্রামকে আঁকড়ে প'ড়ে আছেন—চাষী, মুদী ও তাদের মতাঙ্গনরা। সহর আর গ্রামের তফাৎ হ'চ্ছে আজকালকার দিনে—সেকালের সুয়োরাণী দুয়োরাণীর। সহর বেড়ে চ'লেছে, গ্রাম শীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে, প্রাণপণ পরিশ্রমে গ্রাম যা উৎপাদন ক'চ্ছে, সহরের ভরণ-পোষণে তা ব্যয় হ'চ্ছে। মানসিক ও দৈহিক খাদ্যের অভাবে বাংলার প্রাণ মুমূর্ষু হ'য়ে পড়েছে। এই মুমূর্ষু জাতির প্রাণের ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ ক'রবে যে রসধারা—নাট্যশালাকে সেই রস আশ্রয় করতে হবে। গর্ডন ক্রেগ, কাচালভ প্রভৃতির নামোল্লেখে আমাদের রঙ্গালয়ের মোক্ষলাভ হবে না। জাতিকে চিনতে হবে বুঝতে হবে, জাতির প্রাণের স্পন্দন অনুভব করতে হবে আর্টিষ্টকে তাঁর নিজের প্রাণে। পুরাণ, প্রাচীন, আধুনিক ও ভাবী কালের বাংলা দেশের রসমূর্ত্তি তাঁকে ধ্যান করতে হবে—সাধনা করতে হবে, তবে তার চিত্র ফুটে উঠবে তাঁর আর্টে। শিক্ষিত দর্শকের মনোরঞ্জন করতে গিয়ে আমরা সমগ্র জাতিকে ত্যাগ করেছি। অশিক্ষিতকে আমরা আমলে আনি না, আমরা মনে করি সত্যকার আর্ট বুঝবার শক্তি তাদের নেই। বুঝবার শক্তি না থাকতে পারে—কিন্তু অনুভবের শক্তি আছে। "A thing of beauty is a joy for ever"—সত্যকার আর্ট মানুষের প্রাণকে স্পর্শ করবেই।

একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে আমরা দরিদ্র—সুতরাং আমাদের নাট্যশালা পাশ্চাত্যের অনুকরণে মিথ্যা লোক-ভুলানো কৃত্রিম আনন্দের উপাসনা কেন ক'রবে? বাঙালী জাতি যদি দরিদ্র, তার রঙ্গালয়ও হবে দরিদ্রের আনন্দ-নিকেতন।—দৃশ্যপট, পোষাক ও আলোর প্রাচুর্য্য নাই বা থাকলো সেখানে—উন্মুক্ত প্রাণের অভাব যেন না হয়। একখানা খোল আর একজোড়া করতাল নিয়ে একদিন বাংলার পল্লীতে যে গান জ'মে উঠেছিল—আজ পর্য্যন্ত সেই গানই বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হ'য়ে আছে। বড় গাইয়ে তার মধ্যে বেশী ছিল না—কিন্তু প্রাণ মেতে উঠেছিল সবাকার। ওস্তাদরা দুঃখ ক'রেছিলেন—

"যত ছিল উলুবুনে সব হ'ল কীর্ত্তুনে—
কাস্তে ভেঙে গড়াল' করতাল।"

একটীমাত্র প্রতিভার স্পর্শমণি-স্পর্শে যাবতীয় "উলুবুনে" সত্যকার "কীর্ত্তুনে" হয়ে উঠতে পারে।

বাংলার নাট্যশালা সেই স্পর্শমণির আগমন প্রতীক্ষা ক'রে আছে। তিনি যদি নাট্যকারের রূপে আসেন, তাঁর নাটকে নাট্যসাহিত্যের ও অভিনয়ের রূপ আপনি বদলে যাবে। আর তিনি যদি প্রয়োগশিল্পীর রূপে আসেন—তাঁর প্রতিভা নাট্যকারকে নূতন পথে চলতে শেখাবে।

বাথোভেনের খামখেয়াল

—:•:—

[শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়]

প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-বিশারদদের মধ্যে অনেক রকম উদ্ভট খেয়াল দেখা যায়, কিন্তু বিখ্যাত জার্ম্মান কলাবৎ বীথোভেনের খেয়ালগুলি কিছু অযথা রকম বৈচিত্র্যপূর্ণ; মনে হয় যেন তাঁর অনেকগুলি আচরণের ভিতর কিছু বিদ্বেষ-কৌতুকের ভাব মাখানো!

বীথোভেন নৈশ-পিরান প'রে রাস্তার ধারে খোলা জানলায় দাঁড়িয়ে থাকতে ভালবাসতেন; তাঁকে কিছুতেই বোঝাতে পারা যেতনা যে, একজন বিখ্যাত লোকের এরূপ আচরণ সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এর জন্যে অনেক সময় বহু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়। তিনি "নির্বোধ" লোকেদের কথায় কর্ণপাত করা আবশ্যক মনে করতেন না!

বীথোভেনের আর একটি প্রিয় খেয়াল ছিল; তিনি ক্ষৌরকর্ম্ম করতেন জানলার ধারে—যেখানে পথের লোকের চোখে চলে। অথচ যখন তিনি দেখতেন, তাকে শিথিলবস্ত্রাদি পরা অবস্থায় দেখবার জন্যে রোজ জানলার সামনে ফুটপাথে ভীড় হ'তে আরম্ভ হয়, তখন তিনি হঠাৎ বাসা বদল করতেন। কিন্তু অভ্যাসটি ত্যাগ করা ছিল তাঁর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ—তিনি বলতেন, এর ভিতর এক মস্ত ফন্দী আছে! কিন্তু কী যে সেই মস্ত ফন্দী, সেটা কেউ জানতো না!

এক সময়ে একটি অকারণে-গায়ে-পড়া লোক তাঁকে সাহস ক'রে জিজ্ঞেস করেছিল, "আপ.ন ধর্ম্ম-টর্ম্ম কিছু মানেন? ধর্ম্মসঙ্গত উদ্ধার পেয়েছেন কি?" বীথোভেন গম্ভীরভাবে উত্তর দিয়েছিলেন, 'হাঁ, আমার বিশ্বাস আমি উদ্ধারলাভ করেছি; কিন্তু এ-সব বিশ্রী জটিল গুহ্য ব্যাপার নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে কথা কইতে বা আলোচনা করতে চাইনা।" ভদ্রলোক নীরব!

বীথোভেনের সঙ্গে একত্র বাস করাও ছিল এক সমস্যার ব্যাপার। একজন অতি-বিনয় গৃহস্বামী এই সঙ্গীত-নায়কের সঙ্গে কথা কইবার সময়ে ভদ্রতার খাতিরে মাথার টুপি খুলতেন। কিন্তু বীথোভেন এ-রকম বিনয় পছন্দ করতেন না; তাই পুনঃ পুনঃ অনুরোধেও কোন ফল না হওয়ায় তিনি রেগে সে বাড়ী ছেড়ে দিলেন! হ্যামলেটের মত তিনিও জানতেন, 'টুপি হয়েছে মাথায় পরবার জন্যে।'

উত্তেজনা বা ক্রোধ দমন করা সম্ভবতঃ বীথোভেন অপমানের বিষয় জ্ঞান করতেন। মনে যথেষ্ট স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য নিয়েই বীথোভেন সঙ্গীতগ্রন্থ রচনা করতেন; কারণ সামান্য মেজাজ খারাপ হওয়ায় একবার তিনি পিয়ানো-সম্বন্ধীয় লেখার উপরে এক বোতল কালী উপুড় ক'রে দিয়েছিলেন

মহৎজনের ত্রুটী বা দুর্ব্বলতা উপেক্ষনীয় ব'লেই সকলে মনে করেন;—'চাঁদেই কলঙ্ক শোভা পায়।' এক সময়ে বীথোভেন তাঁর এক পরিচারকের মাথায় বোধ হয় দয়া ক'রেই খানিকটা মাংসের ঝোল ঢেলে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নির্ব্বোধ ভৃত্যটি তাতে রাজী হয়নি! এতে বীথোভেন অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন, তাঁর মনুষ্যত্বে আঘাত লেগেছিল। তিনি বিরক্তি প্রকাশ ক'রে বলেছিলেন, "ওর নারাজ হবার কারণ কি? ও নিশ্চয়ই ঠাউরেছে, আমার আচরণে মাংসের প্রতি অসম্মান প্রকাশ করা হয়।" আহা, কি অন্যায়!

'লোকটি বাইরে এমন, কিন্তু বাড়ীতে একেবারে অমায়িক, যাকে বলে সদাশিব' এ কথা এই ভয়ঙ্কর ব্যক্তিটির সম্বন্ধে খাটে না। একটি সুন্দরী তরুণীকে তিনি তাঁর পাচিকা বৃত্তি থেকে কর্ম্মচ্যুত করেছিলেন, কেননা তার মন নাকি খাঁটি ছিল না এবং বীথোভেনের দৃঢ়বিশ্বাস, যে-স্ত্রীলোকের অন্তঃকরণে পাপ, সে কখনই ভালো সুপ প্রস্তুত করতে পারে না!

বীথোভেন চাইতেন, সবাই খুব বাঁধা-ধরার ভিতর নিয়ম-কানুন মেনে চলুক; কিন্তু তাঁর নিজের বেলায় যথেচ্ছাচারিতারই প্রাধান্য ছিল—অতি-বড় গোঁড়া লোকদের যা স্বাভাবিক। তাঁর এক পাচক একবার বাড়ীতে কতকগুলো পচা ডিম এনেছিল; এই মহা অপরাধের জন্যে বীথোভেন একটি একটি ক'রে সব ক'টি ডিম তার গায়ে ছুঁড়ে মেরেছিলেন।

আবার অনেক সময়ে বীথোভেনের কোন কোন আচরণের মধ্যে অদ্ভুত সারল্য ফুটে উঠ্‌ত, তার ভিতর বিদ্বেষের নাম-গন্ধও থাক্‌ত না। প্রায়ই এমন হ'ত, তিনি হয়তো 'ডিনার' খেতে ভুলে গেছেন বা খান্ ন তা' মনে নেই, অথচ তার দাম দেবার জন্য পীড়াপীড়ি করতেন। এমন চমৎকার ব্যবহারের ঠিক উল্‌টোটিও খুঁজে পাওয়া যায়। একবার কোন সম্ভ্রান্ত মহিলা তাঁর এক গুচ্ছ কেশদাম চেয়ে পাঠান; বীথোভেন তার জবাবে তাঁকে পাঠিয়েছিলেন, একগুচ্ছ ছাগল-দাড়ি।

অধিকাংশ বড় আর্টিষ্টের মত বীথোভেনও বড় ভাবপ্রবণ ছিলেন, একটুতেই তাঁর অভিমান হ'ত অনেকখানি। তিনি যখন কোন যন্ত্র বাজাতেন, তখন কেউ অন্যমনস্ক থাকলে, সেটা একেবারেই সইতে পারতেন না। একবার ভিয়েনার এক কাউণ্টের বাড়ী পিয়ানো বাজাতে বাজাতে তিনি লক্ষ্য করলেন, ঘরের একটি কোণে একজন উচ্চবংশীয় যুবক তাঁর পার্শ্বস্থ মহিলার সঙ্গে কথা কইছেন। দেখেই তিনি বাজানো ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "এমন শুয়ার জানোয়ারের সামনে আমি পিয়ানো বাজাই না;"—ব'লেই গড়্‌গড়্ ক'রে বেরিয়ে চ'লে গেলেন। কৌলীন্য-মর্য্যাদা সম্বন্ধে তিনি স্বতন্ত্র মত পোষণ করতেন; প্রত্যেক প্রসিদ্ধ কলাবৎ যে মানসম্ভ্রমে সকলের উপরে, এ ধারণা তাঁর হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল।

কোন লোক একসঙ্গে ভগবানের সব-ক'টি করুণালাভের অধিকারী হয় না; তাই বীথোভেনও রঙ্গপ্রিয়তা বা রসবোধ থেকে কতকটা পরিমাণে বঞ্চিত ছিলেন। Prince Lichnowskyর সঙ্গে অবস্থান করবার সময়ে একদিন প্রিন্স তাঁকে অনুরোধ করেন, "আমি একখানা নতুন গান রচনা করেছি, আপনি শুনলে বড় খুসী হব।" এই ব'লে বীথোভেনেরই রচিত একখানা। গান বাজিয়ে দিলেন তাইতে বীথোভেন এতদূর চ'টে যান যে, প্রিন্স বা তাঁর বন্ধু-বান্ধবের চিত্ত-বিনোদনের জন্যে কখনও আর পিয়ানো বাজাতে রাজি হন নি।

একটা লোককে তামাসা করতে ও সঙ্গে সঙ্গে সেই তামাসা তাকেই উপভোগ করতে বলা কি ক'রে সম্ভব তা তিনি আদৌ বুঝতে পারতেন না; তাঁর মনে হ'ত এতে একজন লোককে দুজনের কাজ করতে বলা হয়,—তাই তাঁর জগৎকে একটা কঠিন ঠাঁই ব'লে মনে হ'ত। একবার তাঁর এক বন্ধু তাঁকে ঠাট্টা ক'রে লেখেন, বার্লিনের আধুনিক আবিষ্কারের মধ্যে সবচেয়ে চমকপ্রদ ব্যাপার হচ্ছে, অন্ধদের জন্যে একপ্রকার লণ্ঠনের সৃষ্টি। বীথোভেন বহু চেষ্টাতেও সে লণ্ঠন খুঁজে পেলেন না; তারপর যখন বুঝতে পারলেন যে এটা রহস্যমাত্র, তখন ভয়ানক চ'টে গেলেন, কেননা ব্যাপারটাকে নিছক সত্যি বলতে গিয়ে তাঁকে অনেক জায়গায় বোকা ব'নে যেতে হয়েছিল।

এ-রকম লোকেদের একটা অভিভাবকের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু তাই ব'লে কেউ যে তাঁর উপরে জেঁকে মুরুব্বিয়ানা করবে বীথোভেন তা একেবারেই সইতে পারতেন না। একবার তাঁর ভাই জোহান তাঁর বাড়ীতে এসে তাঁকে দেখতে না পেয়ে নিজের কার্ড রেখে যান; তাতে লেখা ছিল:—"জে ভ্যান্ বীথোভেন, জমীদার।" বীথোভেন তার উপরে কোণাকুণি ভাবে লিখলেন:—"এল্ ভ্যান্ বীথোভেন, মগজদার"; তারপর সেখানিকে তাঁর ভাইয়ের কাছে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন।

এই ক্ষণজন্মা পুরুষের দুঃখদৈন্য-দারিদ্র্য-নৈরাশ্যের মধ্যে শোচনীয় মৃত্যু, মিলটনের Samshn Agonistesএর বিষাদপূর্ণ অধ্যায়গুলোকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

যৌবনে নানারকম ব্যভিচার ও ভুল-ভ্রান্তির দরুণ বীথোভেনকে চিরজীবনের জন্যে স্বাস্থ্য-সম্পদ হারাতে হয়। "মানুষ যতদিন বেঁচে আছে ততদিন সে সুখী কি অসুখী বলা যায় না; কে জানে, কখন্ কোন্‌দিক থেকে দুঃখ অতর্কিতভাবে আক্রমণ করবে।" –আর প্রায়ই দেখা যায়, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পী, কলাবিদ্ বা সাহিত্যিক দুঃখের ভিতর দিয়েই আত্মপ্রকাশ ক'রে থাকেন। সুখের শয্যায় শয়ন ক'রে কম লোকই মনোজগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারেন, তাই নবম স্বর-গ্রামের জন্মদাতা বীথোভেনেরও জীবন হয়েছিল দুখ-নৈরাশ্যপূর্ণ!

* Beethoven শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ—বেটোভেন (এবং কোন কোন ইংরেজী অভিধানের মতে, 'বেটোভেন') কিন্তু বাংলায় বীথোভেন-ই চলতি। নাঃ সঃ

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১১নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩্ টাকা

৪র্থ বর্ষ — ৩১শ সংখ্যা

সম্পাদক:— শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় / শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

২৮শে পৌষ ১৩৩৪

নাট্য-জগৎ

—:*:—

বাংলাদেশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতারা কোথায় বিরাজ করেন?—যবনিকার অন্তরালে।

*

—যেমন পুত্‌লোবাজীর খেলোয়াড়দের কেউ দেখেনা, দেখে সুধু পুতুলের খেলা, তেমনি ওঁদেরও কেউ দেখে না, দেখে সুধু অভিনেতাদের নাচ।

*

হয়তো বার্ণার্ড স তা জানতেন। কারণ তাঁর মতে, মানুষ-অভিনেতার চেয়ে সূত্রক্রীড়ার পুতুলই বড়।

*

অভিনেতারা যশস্বী হন কাদের দৌলতে? যবনিকার অন্তরালে ব'সে যাঁরা 'প্রাচীরপত্র রচনা' করেন।

*



সেরা নট কে? যিনি ইংরেজী না জেনেও ইংরেজী বলতে, সচিত্র ও বিলাতী অভিনয়-গ্রন্থ বা চলচ্চিত্র থেকে ভাবভঙ্গি ধার করতে এবং কণ্ঠস্বরকে 'ঝুট্' ব'লে উড়িয়ে দিতে পারেন।

*

প্রয়োগকর্ত্তার কর্ত্তব্য কি? দৃশ্যপট ও সাজপোষাকের তোদ্‌বির করা।

*

ভালো 'ম্যানেজার' কে? প্রেক্ষাগৃহের শূন্যতা যিনি 'পাশ' বিলিয়ে পূর্ণ করতে পারেন।

*

বাংলা রঙ্গালয়ে এখন উন্নতির যুগ এসেছে কেন? কারণ, অভিনয় না দেখিয়েও অনেকে টিকিট বিক্রী করতে পারছে।

*

বড় কলাবিদ কে? যিনি কলার শাঁস ফেলে খোসা খান।

*

জগতের মধ্যে সব-চেয়ে সরল, সব-চেয়ে সাহসী এবং সব-চেয়ে নির্ব্বোধ কারা? নাটক লিখে যারা রঙ্গালয়ের দেবতাদের কবলে সমর্পণ করে।

*

রঙ্গালয়ের মধ্যে সব-চেয়ে রসিক কারা? রসগোল্লা খেয়ে হাততালি দেওয়া যাদের ব্যবসা।

*

এবং হাততালি-দেওয়া মানুষগুলির আমদানি হয় কোত্থেকে? সাধারণতঃ যবনিকার অন্তরাল থেকেই।

*

বড় নাট্যকার কারা? যারা অন্তরালগুপ্ত দেবতাদের পূজা ক'রে তুষ্ট রাখতে পারে। এবং যারা "বড় বিদ্যা"য় ওস্তাদ।

*

শ্রেষ্ঠ নাটক কি? যার পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে তথাকথিত দেবতাদের আদেশ-বাণী ছাপা আছে।

*

শ্রেষ্ঠ নাট্য-সমালোচক কে? যিনি ঐ দেবতাদের বাহন—কিন্তু গোপনে।

*

কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী পরমহংসদেবের "শ্রীচরণ ভরসা" করে কারা? রঙ্গালয়ের বাসিন্দারা, কামিনী ও কাঞ্চনের সঙ্গেই জীবন যাদের জড়ানো।

*

দুই দেওয়ালের মধ্যে নটরাজ নাচ ভুলে আড়ষ্ট এবং স্তম্ভিত হয়ে আছেন কোথায়?—হাতীবাগানে।

*

গরুড় কোথায় রাধাবাজারের দোকানদারের মত করযোড়ে সর্ব্বদাই টিকিটের খরিদ্দার আহ্বান করছে? গ্রে ষ্ট্রীটের চৌমাথার অনতিদূরে।

*

সাহায্যপ্রার্থী নাট্যকারের "গৌরব" বাড়ে কোথায়? 'নাট্যমন্দিরে'র বিজ্ঞাপনে।

*

রঙ্গালয়ের অধিকারী প্রত্যহ কোথায় 'ফুটপাথে'র সামনে ব'সে থাকতে বাধ্য? মিনার্ভা থিয়েটারে।

*

অজশ্মশ্রু কোথায় মানুষের চিবুকে "ঝোলুল্যমান"?—'আর সে সব কথায় কাজ কি দাদা'—'বুঝ জন যে জানো সন্ধান'!

*

বাংলা রঙ্গমঞ্চে সাধারণতঃ হাস্যরস নামে যা বিকোয়, তার দ্বারা দর্শকের চিত্তে কোন্ রসের সঞ্চার হয়? করুণ রসের।

*

কিন্তু করুণ রসের অভিনয়কালে আমাদের অভিনেতারা অনেক সময়ে কি হয়ে পড়েন?—হাস্যাস্পদ।

*

আমাদের রঙ্গালয়ে 'কন্‌সার্ট' কি ব্যাপার? যা বাজালে কেউ বারোন করে না এবং থামালে কেউ বলতে চায় না, আবার বাজাও।

*

আরো অনেক প্রশ্ন আছে এবং তার উত্তরও আছে সন্তোষজনক। সেগুলি বারান্তরে প্রকাশ্য।

*

'মিনার্ভা'য় "নর্ত্তকী"র অভিনয় দেখলুম। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করছি, এ-নাটকের উপরে "মিসরকুমারী" ও "সত্যভামা" প্রণেতার হাতের ছাপ নেই। নাটক সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত। কারণ, বিস্তৃত আলোচনা নাট্যকারের পক্ষে প্রীতিকর না হওয়াই সম্ভব।

*

তবে "নর্ত্তকী"র গান সম্বন্ধে গুটিকয় কথা বলব কি? গানে যে যুগে ছন্দের দিকে দৃষ্টি রাখা হ'ত না, সে-যুগ এখন গত। এ-যুগেও যাঁরা সেই মান্ধাতার নিয়ম মেনে চলেন, তাঁদের গান উপভোগ করা কঠিন। এবং গান রচনায় বরদাবাবু সেই দোষই করেছেন। তাঁর কোন গানে ছন্দ নেই। কথার মিলেও এত ত্রুটি যে, সেকালেও তা অধম শ্রেণীতে গণ্য হ'ত।

*

কিন্তু 'মিনার্ভা' অভিনয়-গুণে নাটকের এ-সমস্ত খুঁৎ অনেকটা সুধরে নিতে পেরেছেন। আমাদের বিশ্বাস, এ-শ্রেণীর "মেলো-ড্রামা" অভিনয় করতে 'মিনার্ভা' এখন অদ্বিতীয়। "নর্ত্তকী" কখনোই জমত না, যদি 'মিনার্ভা' তাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে মনের মত ক'রে না আনতেন।

*

কী অপূর্ব্ব সুরস্বর্গের সৃষ্টি করেছেন শ্রীমতী আঙুরবালা! আঙুরের মিষ্টতাও তাঁর কণ্ঠের কাছে হার মানে! গলার এমন কারিকরির পরিচয় আমরা বাংলা রঙ্গালয়ে কত কাল যে পাইনি তার আর হিসাব হয় না! শ্রীমতী আঙুরবালার অতুলনীয় শক্তি বিশেষ ক'রে প্রকাশ পেয়েছে, "এসো বঁধু এসো ফিরে" গানটিতে—যার মধ্যে পরে পরে 'সারং', 'মেঘমল্লার' ও 'শ্রী'র রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সে তানের ঝঙ্কার অনেকদিন আমাদের কাণে লেগে থাকবে। চটুল ও হালকা সুরের গানগুলিও শ্রীমতী সুবাসিনী যার-পর-নাই জমিয়ে তুলেছিলেন।

*

এই দুই গায়িকার জন্যে 'মিনার্ভা' অনায়াসেই গর্ব্ব অনুভব করতে পারেন। "নর্ত্তকী"র প্রধান আকর্ষণ এঁদের স্বর-লহরী এবং কেবলমাত্র এঁদের গান শোনবার জন্যে একাধিকবার "নর্ত্তকী" দেখা চলতে পারে।

*

তার পরেই উল্লেখযোগ্য "নর্ত্তকী"র নৃত্য-পরিকল্পনা। কিঞ্চিৎ কবিত্ব থাকলে যদিও সোনায় সোহাগা হ'ত, তবু এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, "নর্ত্তকী"র নৃত্য-পরিকল্পনায় উপভোগের উপাদান আছে প্রচুর পরিমাণে। স্থানে স্থানে একটু কষ্টকল্পিত হ'লেও, প্রতীক-নৃত্যগুলিতে যথেষ্ট নূতনত্ব আছে এবং পুরাতনের নির্দ্দোষ অনুকরণও ছেড়ে যাঁর কল্পনা এমন নূতনত্ব প্রকাশের চেষ্টা করে, তাঁকে আমরা উচ্চশ্রেণীর কলাবিদ ব'লে স্বীকার করতে বাধ্য।

*

"It is the curse of success that, in any art, a man who has pleased the public in any single thing is called upon, if he would turn it into money, to repeat it, as exactly as he can, as often as he can. If he does so, he is, again, not an artist.

*

"It is the business of every kind of artist, to be ceaselessly creative, and, above all, not to repeat himself."

*

কাব্যে, সঙ্গীতে, চিত্রে, নৃত্যে ও অভিনয়ে অধিকাংশ বাঙালী কলাবিদ উপরের ঐ মতের বিরুদ্ধে কাজ করেন। তাই জনতাকে ভোলালেও রসিকের চোখে তাঁরা ধূলি দিতে পারেন না। বাংলা থিয়েটারি নাচে স্বর্গীয় নৃপেন্দ্রচন্দ্র এক সময়ে সুন্দর নূতনত্ব এনে যশস্বী হয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, যা দেখিয়ে তিনি যশ অর্জ্জন করেছিলেন, পরজীবনে বারংবার তাকেই আবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখিয়ে তিনি নিজের সুনামকে আহত করতে ছাড়েন নি। 'মিনার্ভা'র সাতকড়িবাবু প্রাচীন নৃত্যশিক্ষক হয়েও এখনো যে নূতনত্বের ধ্যান করেন, এতেই তাঁর উচ্চশ্রেণীর কলাকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

*

ব্যক্তিগত হিসাবে, আমাদের বিশেষ ক'রে ভালো লেগেছে "বেদুইন হুল্লোড়ে"র জনৈক পুরুষ নর্ত্তকের (তাঁর নাম বোধ হয় শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর পাল?), "তেরি নজরিয়া" গানে "বিজ্‌লী"র এবং "বিছাইয়া দাও সখি" গানে একটি অল্পবয়স্কা বালিকার (প্রতীক) নৃত্য। "আমরা দুটি অহরীর ছানা" গানের সঙ্গে যে নাচ আছে, তাতে অন্য দুটি বালিকাকে নাচালেই ভালো হয়। যারা এখন আছে, তাদের নাচ সন্তোষজনক নয়।

*

দৃশ্যপট ও সাজ-সজ্জার পরিকল্পনা সুন্দর ও অধিকাংশ স্থলেই স্থানোপযোগী হয়েছে। দু-এক জায়গায় ব্যত্যয় আছে বটে, কিন্তু তা মার্জ্জনাযোগ্য। মরুভূমির দৃশ্যপটখানি চিত্রকর পরেশবাবুর নিপুণ তুলির টানে ফুটে উঠেছে চমৎকার হয়ে। পরেশবাবুর শক্তি ও বিশেষত্ব যে প্রথম শ্রেণীর উপযোগী, এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলা যায়। কিন্তু একটি জিজ্ঞাস্য আছে। আরব দেশে সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের প্রাসাদে কি মূর্ত্তিচিত্র থাকে?

*

অভিনয়ে সব-চেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সাকীর ভূমিকায় শ্রীমতী সুবাসিনী। তাঁর হাব-ভাব ও কথাবার্ত্তা গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত এমন স্বাভাবিক ও চিত্তগ্রাহী হয়েছিল যে, কোথাও তা অভিনয় ব'লে মনে হচ্ছিল না। সহজ ভাবে আপনার শক্তিকে প্রকাশ করবার এই নিপুণতা তাঁর মধ্যে আমরা বরাবরই লক্ষ্য ক'রে আসছি।

*

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ পাল এবং শ্রীমতী আসমানতারা যথাক্রমে হিম্মৎ, ওমর, ফকির, আফজল ও বিজলীর ভূমিকায় প্রশংসাযোগ্য অভিনয় করেছেন। অন্যান্য ভূমিকার অভিনয় হয়েছে চলন-সৈ এবং সেগুলিতে বিশেষ ক'রে দেখাবারও কিছু নেই।

*

দানীবাবু ওসমানের ভূমিকা না নিলেই ভালো কাজ করতেন। কি-রকম ভূমিকায় পূর্ব্ব-যশ অক্ষুণ্ণ থাকবে, এটা বুঝবার অভিজ্ঞতা এতদিনে তাঁর হওয়া উচিত বোধ হয়।

*

'মনোমোহন থিয়েটারে' গেল বুধবারে "আরবী-হুর" বা "ভিক্টর হুগো বধ" মহানাটক দেখে এসেছি। হুগোর "The King's Amusement" নামক পৃথিবী বিখ্যাত নাটকখানি অবলম্বন ক'রে "আরবী-হুর" রচিত। কিন্তু একে অপটু হাতের কাঁচা ভাষা, তায় হুগোর ভাবার অনুবাদ বা অনুসরণও করা হয়নি। ফলে দাঁড়িয়েছে এই, এমন একখানি শ্রেষ্ঠ নাটকের ভাবের ধারাও মনকে মোটেই স্পর্শ করে না, মনের উপর দিয়ে কেবল ভেসে চ'লে যায় ধোঁয়ার মত, কুস্বপনের মত।

মূল নাটকের আখ্যান-বস্তুও লেখক যে-রকম যথেচ্ছ ভাবে আনাড়ির মত পরিবর্ত্তন পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধন করেছেন, মনোবিজ্ঞানে কিছুমাত্র অধিকার থাকলে তিনি তা করতে পারতেন না। ভিক্টর হুগো (ফরাসীরা যাঁকে সেক্সপিয়ারের চেয়েও বড় মনে করে) যেখানে রাজা, তাঁর মোসাহেব ও তার কন্যার চরিত্রকে বিকসিত করবার জন্যে অন্যান্য পার্শ্ব-চরিত্রকে একেবারে ত্যাগ করেছেন, "আরবী-হুরে"র লেখক সেখানে ঠিক হেটো লোকের মত, সস্তা হাততালি পাবার লোভে, রাজার (সুলতানের) কুকর্ম্মের সহচর অন্যান্য ইয়ারদের হত্যা করতে গিয়ে, দর্শকদের মনকে আখ্যান-বস্তুর কেন্দ্র থেকে একেবারে বিক্ষিপ্ত ক'রে দিয়েছেন। সর্ব্বশেষে মুসার হাতে সুলতানের মৃত্যুও হয়েছে যার-পর নাই হাস্যকর ও বালকোচিত। মূল নাটকের কোন চরিত্রই "আরবী-হুরে"র মধ্যে ফুটবার অবকাশ পায়নি!

*

রাজার স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে স্বজাতিকে উত্তেজিত করবার জন্যেই হুগো এই নাটকখানি লিখেছিলেন। তাই নাটকখানি হুগো যেখানে শেষ করেছেন, বাংলাদেশে তা হয়তো স্বাভাবিক হ'ত না। সুতরাং এদেশের উপযোগী করবার জন্যে নাটকের শেষ-অংশে কিছু কিছু পরিবর্দ্ধন দরকার বটে, কিন্তু তাতেও যে চিন্তাশীলতা ও নরচরিত্রে অভিজ্ঞতা থাকার আবশ্যক, "আরবী হুরে"র লেখক সে পরিচয় একটুও দিতে পারেন নি। মৌলিক নাটকে নয়, অনুবাদেও যাঁর এতটা অক্ষমতা, লেখনীধারণ তাঁর পক্ষে সাহিত্য-ধর্ম্মের ব্যভিচার মাত্র।

*

আসলে আমরা এই ভেবে অবাক হচ্ছি যে, আর্ট থিয়েটারের মধ্যে অনেকগুলি মাথাওয়ালা পরিচালক থাকা সত্ত্বেও এমন একখানা কুলিখিত ও কুৎসিত রচনাও কেমন ক'রে নির্ব্বাচন করা হ'ল! একা অহীন্দ্রবাবুর সাধ্য কি, দশজন শিশিরকুমার একসঙ্গে দাঁড়ালেও "আরবী-হুর" জমিয়ে তোলা সম্ভব নয় এবং নাটকখানি যে মোটেই জমেনি, এত কথার পর সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র। বাংলা রঙ্গালয়ে এইবার নিয়ে দুইবার ভিক্টর হুগোর অপমান করা হ'ল— "পুণ্ডরীক" এবং "আরবী-হুরে"। কিন্তু এবারে অপমানের মাত্রাটা অসহনীয়রূপে অতিরিক্ত ব'লেই মনে হচ্ছে।

*

দৃশ্যপটের সুখ্যাতি করছি। নাচে নূতনত্ব জাহির করবার চেষ্টা আছে বটে, কিন্তু প্রায় প্রত্যেক নাচেই একই রকম ভঙ্গি চালানোর জন্যে নাচও যার পর-নাই একঘেয়ে হয়ে উঠেছে। "বেদুইন ছাউনি" দৃশ্যে নাচের মধ্যে যথেষ্ট সৌন্দর্য্য সঞ্চার করা যেত, কিন্তু তা করা হয়নি। 'মিনার্ভা'র "নর্ত্তকী" নাটকে ঠিক এই ধরণের একটি আরবী নাচ আছে, কিন্তু সে নাচটি ফুটেছে কী চমৎকার! 'মিনার্ভা'র নাচে ওস্তাদ শিল্পীর যে মস্তিষ্কের খেলা দেখা যায়, 'মনোমোহনে' তার একান্ত অভাব।

*

কেউ কেউ "আরবী-হুরে"র প্রয়োগ-নৈপুণ্যের সুখ্যাতি করেছেন। স্থানে স্থানে আমরাও প্রশংসা করতে পারি। কিন্তু "আরবী-হুরে"র প্রয়োগ-নৈপুণ্য মোটেই একটা যুৎসই ব্যাপার হয়ে ওঠেনি, কারণ তা অসম্পূর্ণ ও

অপরিপক্ক। তার মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে, সফলতা নেই। তা যদি থাকত, তাহ'লে "পূর্ব্বাভাসে"র "মুদ্রাভিনয়" অকারণ বাহুল্যে এতটা পল্লবিত হ'ত না এবং তৃতীয় অঙ্কে বিলাস-কক্ষের ছায়াভিনয়ও অনাবশ্যক দীর্ঘতার দ্বারা দর্শকদের ধৈর্য্যকে চঞ্চল ক'রে তুলত না। এবং সর্ব্বোপরি নাটকের মধ্যে এমন harmonyর (অর্থাৎ যাকে বলে adaptation of parts so as to form a complete, symmetrical, or pleasing whole) অভাবও ঘটত না। এবার স্থানাভাব, আসছে বারে আমরা এই "প্রয়োগ-নৈপুণ্য" সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করব।

*

মুসার ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয় ভালো হ'লে কি হবে, নাটকের দোষে তাঁর সমস্ত চেষ্টাই বার বার ব্যর্থ হয়ে গেছে। ভিক্টর হুগোকে যদি যথাযথ ভাবে অনুসরণ করা হ'ত, এই ভূমিকায় তাহ'লে তিনি রসিক-সমাজে একটা উত্তেজনার সৃষ্টি করতে পারতেন। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তিনি দিয়েছেন ভস্মে ঘৃতাহুতি! তাঁর অঙ্গসজ্জা নিন্দার না হ'লেও ঠিক ভূমিকার মত হয়নি। এ-ভূমিকায় তাঁর মুখ এত-বেশী কুৎসিত হওয়া উচিত যে, দেখলেই দর্শকের মনে দারুণ ঘৃণার সঞ্চার হয়। আমিনার ভূমিকায় শ্রীমতী সুশীলার অভিনয় ও গান ভালো লাগল। আর কারুর অভিনয়ই উল্লেখযোগ্য নয়।

*

মোট কথা, "আরবী-হুর" দেখতে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে এই যে, দুর্লভ মানব-জীবনের মূল্যবান কয়েকটি ঘণ্টা নষ্ট করা। তার চেয়ে এই শীতের রাত্রে লেপের ভিতরে ঢুকে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করা ঢের ভালো। এবং তা করিনি ব'লে সত্যই আমরা অনুতপ্ত হয়েছি। তবে, বাঙালী যে বেরসিক ও বোকা নয়, "আরবী-হুরে" শোচনীয় দর্শকাভাব দেখে সেটা বেশ ভাল ক'রেই বুঝতে পারলুম।

*

জানুয়ারির আসছে সাতাশে তারিখে 'মিনার্ভা' নাকি "যাজ্ঞসেনী"র ঘোমটা খুলবেন? এ-নাটকে "অর্জ্জুনে"র বদলে "ধৃতরাষ্ট্রে"র ভূমিকা নিলেই দানীবাবু বয়সোচিত কার্য্য করবেন।

*

নূতন নানা আয়োজনের গুজব শুনছি। এ-সব গুজব যদি সত্য হয়, তাহ'লে বাংলা অভিনয়ের আসর অনতিবিলম্বেই রীতিমত জমে ওঠবার সম্ভাবনা।

*

"মনোমোহনে" শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় "দধীচি"র আত্মদানের কাহিনী বলবেন ব'লে প্রকাশ।

*

জনরব, কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র তাঁর "দত্তা" উপন্যাসকে 'ষ্টারে'র জন্যে নাটকাকারে রূপান্তরিত করবেন।

*

'নাট্যমন্দির'ও নাকি বঞ্চিত হবে না! এখানেও তাঁর বিখ্যাত "পল্লীসমাজ" নাটকের আকার লাভ করবে ব'লে প্রকাশ।

*

তাহ'লে কি বুঝতে হবে, শরৎচন্দ্র এখন থেকে তাঁর উপন্যাসগুলিকে নাটকে পরিণত করতেই নিযুক্ত থাকবেন? কিন্তু আমরা যে তাঁর কাছে নূতনের আরতি দেখতে চাই! যিনি আনকোরাকে দিতে পারেন, তাঁর শক্তি পুরাতনের রোমন্থনে প্রবৃত্ত হবে কেন?

*

খুব শীঘ্রই 'নাট্যমন্দিরে' একখানি প্রসিদ্ধ সামাজিক নাটকের পুনরভিনয় সুরু হবে।

*

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী তাঁর সম্প্রদায় নিয়ে মৈমনসিংহ থেকে আবার ঢাকা অভিমুখে ধাবমান হয়েছেন। ঢাকায় মধু আছে অবশ্যই, নইলে কি "অলি বার বার ফিরে যায়, (এবং) বার বার ফিরে আসে"? লাহিড়ী-মশাই ঢাকায় দশদিন থেকে "কর্ণার্জ্জুন" অভিনয় করবেন।

*

জনৈক পত্রপ্রেরক লিখেছেন:—"গত ১৭ই ডিসেম্বর শনিবার রাত্রে ভবানীপুরে অমৃত-ভবনে স্থানীয় 'আনন্দ-পরিষদ' কর্ত্তৃক 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র অভিনয় হয়ে গেছে। শ্রী মণি সরকার, সুনীল মিত্র, শ্রীমতী রেবা রায় ও ছায়া দেবী প্রভৃতি সকলেরই অভিনয় সুন্দর হয়েছে।"

*

খবরটি আমরা ছাপলুম বটে, কিন্তু পত্রপ্রেরক মহাশয়ের জানা উচিত যে, কোন অভিনয়ের বিবরণ পাঠাবার আগে, আমাদের সেই অভিনয় দেখবার সুযোগ দেওয়া দরকার। অন্ততঃ এইটিই ভদ্র রীতি।

*

রবীন্দ্রনাথ নাকি আর-একটি নূতন ঋতুর পালা রচনা করেছেন?

*

প্রত্যেক রঙ্গালয়ের পরিচালকদের উচিত যে, নূতন নাটক অভিনয়ের সময়ে নাট্যসমালোচকদের নিমন্ত্রণ-লিপি পাঠানো। বিলাতী নাট্যজগতের প্রায় সমস্ত ব্যাপারই তাঁরা অনুকরণ করতে কুণ্ঠিত নন, কেবল এইদিকেই তাঁরা অন্ধ হয়ে থাকেন কেন? আমরা অনাহূত হয়ে যাব, তবে তাঁরা দোর খুলবেন, এ রীতি ভালো নয়।

*

বিলাতের নাট্য-সমালোচকরা মোটা মাহিনা পান। তাঁরা অনায়াসেই টাকা খরচ ক'রে অভিনয় দেখতে পারেন। তবু রঙ্গালয়ের কর্তারা তাঁদের টাকা খরচ করবার সুযোগ দেন না।

*

কারণ তাঁরা জানেন যে, সমালোচক যে-আসনে বসেন তার দাম ষোলো আনারও ঢের বেশী উশুল হয়ে আসে, যদি অভিনয় তাঁর মনের মত হয়। এবং সত্যের খাতিরে ও আপন রুচি অনুসারে সমালোচক যদি কখনো কোন অভিনয়ের বিরুদ্ধে কিছু বলেন, তাহ'লেও কোন রঙ্গালয়ে তাঁর প্রবেশ নিষেধ হয়ে যায় না। এটুকু উদারতা সেখানে আছে, কারণ সে দেশ হ'চ্ছে জ্যান্ত জাতির দেশ।

*

আর এই গরীব দেশ, বাংলা! নাট্য সমালোচক এখানে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান। যদিও টাকা দিয়ে অভিনয় দেখলেই তাঁর স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকবার সম্ভাবনা অধিক, তবু সে টাকা দেবে কোন্ গৌরীসেন? 'নাচঘরে'র কথাই ধরুন। 'নাচঘর' যত বিক্রীই হোক, তাতে লাভের সম্ভাবনা নেই। আমাদের আপিসে এসে হিসাব দেখলেই সকলে বুঝবেন যে, 'নাচঘর' বিনা স্বার্থে রসিক-সাধারণের সেবা করছে, এতদিন ধ'রে। এর উপরে সমস্ত রঙ্গালয়ের দ্বারে দ্বারে গিয়ে কি বারে বারে আমাদের প্রবেশের সুযোগ প্রার্থনা করতে হবে, অনাহুত ভাবে?

*

এবং আমরা ঠিক বিনামূল্যেও অভিনয় দেখি না! কারণ অভিনয় ভালো হ'লে আমাদের লেখনীই আসনের মূল্য সুদে-আসলে ফিরিয়ে দেয়! অভিনয় খারাপ হ'লে আমরা নিন্দা করি বটে, কিন্তু সেইজন্যেই তো আমাদের প্রশংসার মূল্য আছে! অনেক সময়ে অনেক অভিনয়ের সমালোচনা যে কাগজে বেরোয় না, তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, রঙ্গালয়ের কর্ত্তারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সমালোচককে অভিনয় দেখবার সুযোগ দেন না। প্রত্যেক বারেই যেচে পরের কাছে কে যেতে চায়?

চিত্রনাটের রূপকথা

—:০:—

শ্রীযুক্ত রেজিনাল্ড ডেনি সু-অভিনেতা, সু-পুরুষ ও কল্‌কাতার দর্শকদের প্রিয়। সাত বছর বয়সে 'রাজ-পরিবার' (The Royal Family) নামক নাটকে তিনি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন—কিন্তু ষোলো বছরের আগে তিনি সম্পূর্ণভাবে অভিনেতার কাজে প্রবেশ করেন নি। অনেকেই জানেন না যে ব্যাণ্ডম্যান অপেরা কোম্পানীর দলে যোগ দিয়ে তিনি একদিন এখানে এসেছিলেন।

*

প্রসিদ্ধ জাপানী চলচ্ছবি অভিনেতা সেস্থ হাওয়াকাওয়াকে অনেকদিন কোনো ছবিতে দেখা যায় নি। শোনা যাচ্ছে যে মেট্রো-গোল্‌ডুইন মেয়ার চিত্রসঙ্ঘ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হ'য়ে তিনি শীঘ্রই কোনো চিত্রনাট্যে অবতীর্ণ হবেন।

*

শ্রীযুক্ত ডগলাস্ ফেয়ারব্যাঙ্কসের 'আণ্ডিস্ পাহাড়ের উপরে' (Over the Andes) নামক নতুন ছবি খুব চমৎকার হ'য়েছে। এর দৃশ্যাবলী দেখেই দর্শকরা মুগ্ধ হ'চ্ছেন। এই ছবিতে 'ম্যাডোনা'র ক্ষুদ্র ভূমিকায় শ্রীমতী মেরি পিক্‌ফোর্ডও তাঁর সঙ্গে আবির্ভূতা হ'য়েছেন। একই ছবিতে এঁরা দুজনে এই প্রথম দেখা দিলেন।

*

হলিউডের হাঁসপাতাল, অনেক যশস্বী অভিনেতা অভিনেত্রীকে সম্প্রতি সেখানে আশ্রয় নিতে বাধ্য ক'রেছে। শ্রীমতী মারি প্রেভষ্ট, বেটি ব্লাইজ ও র‍্যাল্ফ হুইট সেদিন সেখান থেকে বেরিয়েছেন। শ্রীমতী ডোরোথি ডোয়ান ও শ্রীযুক্ত এ্যাডল্‌ফে মঞ্জু আল্‌জিভের অসুখে সেখানে প'ড়ে আছেন। শ্রীমতী প্যাটসী রুথ মিলারের উপর সম্প্রতি তাঁর এ্যাপেন্‌ডিসাইটিস্‌এর জন্যে অস্ত্রোপচার হয়েছে। শ্রীমতী ভেরা ভেরোনিনাও পীড়িতা হয়ে সেখানে শয্যাশায়িনী।

*

শ্রীমতী ক্ল্যারা বো কোনো জায়গায় বেড়াতে গিয়ে, তৃষ্ণার্ত্ত হ'য়ে জলপানের জন্যে কোনো জলাশয়ে নামতে গিয়ে প'ড়ে যান। শ্রীমতী এভ্‌লিন ব্রেন্টকে মাক্‌ড়সা কামড়েছে, শ্রীমতী বিবি ড্যানিয়েলি ও শ্রীমতী হেলেনি কষ্টেলো ইনফ্লুয়েঞ্জায় প'ড়ে আছেন। হলিউডে কি স্বাস্থ্য-বিভাগ নেই?

*

'প্যারিসের ভদ্রব্যক্তি' (A Gentle man of Paris) প্যারামাউণ্ট চিত্রসঙ্ঘের একখানি নতুন ছবির নাম। এতে শ্রীযুক্ত এ্যাডল্‌ফে মঞ্জু ও শ্রীমতী শার্লি ও'হারা যথাক্রমে নায়ক নায়িকার ভূমিকা নিয়েছেন।

* *

শ্রীযুক্ত এ্যাডলফে মঞ্জুর সম্বন্ধে আর একটি সুসংবাদ পাওয়া গেল। শ্রীমতী ক্যাথরিন্ কার্ভার ও তিনি 'সর্দ্দার-খান্সামা' (The Head Waiter) নামক একটি চলচ্চিত্রে অভিনয় ক'র্‌ছিলেন। ছবির কাজ শেষ হবার পরই তিনি জানিয়েছেন যে শ্রীমতী কার্ভারের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হবে। 'খানসামাত্ব' তাঁর ঘুচলো না দেখছি।

*

প্রসিদ্ধ অভিনেতা হ্যারিসন ফোর্ড, চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করবার আগে, কোনো জুতার দোকানে চাকুরী ক'রতেন।

*

দক্ষিণ আফ্রিকার চলচ্ছবি দর্শকদের কাছে শ্রীমতী গ্লোরিয়া সোয়ানসান্ খুব প্রিয়। মার্কুইস্ হেন্‌রি কুড্রের সঙ্গে তাঁর পরিণয় হ'য়েছে! ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের সাতাশে মার্চ শিকাগো শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

*

'দুর্গেশনন্দিনী'র ষষ্ঠ সপ্তাহ চ'ল্‌ছে। 'দেবদাস' কবে লোকচক্ষুর গোচর হবে? শুনলুম আর একটি চিত্র-সম্প্রদায় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিরাজ বৌ-কে' চিত্র-জগতে আন্‌বার চেষ্টা ক'রেছেন।

*

'ছায়া-মন্দির' (The Temple of Shadows) নামক ছবিতে বিলাতী অভিনেত্রী শ্রীমতী কুইনি টমাস রাজকুমার ও রাজকুমারী উভয়ের ভূমিকাই নিয়েছেন। "গি"

সাঁঝের আলো

—:*:—

(গান)

(শ্রীরাসবিহারী মল্লিক)

একলা বসে আপন মনে
কত যে গান গাই—
কত যে গান অশ্রু-হাসির
অর্থ কিছুই নাই॥
যা আছে মোর আপন ব'লে—
রেখে' তোমার চরণ-তলে,
ভিজিয়ে বাঁশী চোখের জলে
লুকিয়ে হেসে যাই।
কত যে গান অশ্রু-হাসির
অর্থ কিছুই নাই॥
নীরব সাঁঝের একটি শিখা
জলছে দ্বারে দ্বারে,
তোমার আসার পথের পানে
চাইছে বারে বারে;
ব্যাকুল-সুরের বীণাখানি
বাহির দ্বারে আনছে টানি
নিত্য যে কার দীপ্ত বাণী
চিত্ত মাঝে পাই!
কত যে গান অশ্রু-হাসির
অর্থ কিছুই নাই॥

বড়লোকের কথা

—:*:—

[শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়]

১। সঙ্গীতবিদ হফ্‌ম্যান

পৃথিবীর বড় বড় প্রতিভার মধ্যে কেউ বা পাগল, কেউ বা মাতাল, কেউ বা আর কিছু! তাঁরা যে সাধারণ লোকের মত তথাকথিত "ভাল ছেলে" নন, একথা আশা করি, আজকের দিনে কাউকে নতুন ক'রে ব'লে দিতে হবে না। বিখ্যাত জার্ম্মাণ গল্পলেখক ও কলাবৎ হফ্ম্যান ছিলেন মাতাল—তিনি মদ জিনিষটাকে আশ্চর্য্য রকম ভালবাসতেন, এ ভালবাসাটা যেন তাঁর পক্ষে ভগবানের দান হ'য়ে পড়েছিল; কেননা সাধারণের বিশ্বাস মদই তাঁকে যত কিছু অনুপ্রেরণা (inspiration) দিয়েছিল।

ছেলেবেলায় হফ্‌ম্যান বড্ড লঘু প্রকৃতির ছিলেন; তরুণ বয়সের চঞ্চল-চপলতা তাঁকে এক চমৎকার উপভোগ্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত করেছিল; তিনি তাঁদের বাড়ীর বাগান থেকে এক সুড়ঙ্গ খুঁড়তে আরম্ভ করেছিলেন পাশের বাড়ীর বাগান পর্য্যন্ত—সে বাড়ীটি একটি ছাত্রী-বিদ্যালয়। ব্যাপারটা শেষ অবধি গড়াতে পায়নি এই যা দুঃখ!

সুরা তাঁকে লেখবার বিষয়ে যতই সাহায্য করুক না কেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এই "অমৃত বল অমৃত, বিষ বল বিষ" জিনিষটাই যে তাঁর সর্ব্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, একথা স্বীকার করতেই হবে। বাস্তবিকই একজন মদ্য-ব্যবসায়ীর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব স্থাপিত হওয়ায় তাঁর ও পৃথিবীর—উভয় পক্ষেরই একান্ত ক্ষতি হয়েছে; অন্ততঃ বড় বড় লোকের ত' এই রকম অভিমত। কিন্তু হফ্‌ম্যান নিজে বলতেন, "সংসারে ভগবান আমাদের অনেক রকম আত্মীয় দিয়েছেন, তার মধ্যে সব চেয়ে বড় হচ্ছে বন্ধু, তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ যে আমরা ঠিক ঠিক বন্ধু নির্ব্বাচন করতে পারি।" তবে এই 'সুনির্ব্বাচনের' ফলে তি ন হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন একটি পাকা মাতাল!

গোড়ার দিকে হফ্‌ম্যানের জীবনটা কাটছিল মন্দ নয়! এমন কি তিনি কোন দিনই নির্ব্বোধের অত্যাচার নির্ব্বিবাদে সহ্য করতে রাজি হননি। একদিন এক ভোজে তাঁকে জনৈক অভিজাত্যগর্ব্বাভিমানী মহিলার পাশে বসতে হয়েছিল; মহিলাটি হঠাৎ হফ্ম্যানের সঙ্গে সাহিত্য চর্চ্চা করবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছিলেন —হফ্‌ম্যান কিন্তু কোন কথা না ক'য়ে গম্ভীরভাবে আস্তে আস্তে তাঁর খাবারের রেকাবপত্র নিয়ে অপর জায়গায় উঠে গেলেন—পার্শ্ববর্ত্তিনী একেবারে স্তম্ভিত!

কিন্তু সর্ব্বনাশা মদে হফ্‌ম্যানের দেহটি ক্রমেই ভেঙে পড়ছিল।

অবশ্য তিনি তাঁর বন্ধুদের কাছে বলতেন—অজীর্ণ অগ্নিমান্দ্য ইত্যাদির জন্যে তাঁর দেহ ঐ রকম হ'য়ে যাচ্ছে। তিনি আরও বলতেন যে, রাত্রিকালে তাঁর শরীর অন্ধকারে ফস্‌ফরাসের মত জলতে থাকে, আর বাদ্যযন্ত্রাদি তাঁর শয্যাপার্শ্বে আপনি এসে উপস্থিত হয়; তবে এ কথা যত সত্যই হোক না কেন, কেউ বিশ্বাস করত না।

যৌবনে অযথা অত্যাচারের ফলেই যে তাঁর দেহের ক্ষতি হয়েছিল, তা' তাঁর অকাল মৃত্যুর পরে বিশেষজ্ঞেরা ধ'রে দিয়েছিলেন। সত্যিই এ সব লোকের জীবন সুখের মধ্যে বদ্ধিত হয় না। দুঃখের ঘনান্ধকার অরণ্যের মাঝেই প্রতিভার ফুল ফুটে ওঠে বিচিত্র লীলায়।

একটা কথা নিয়ে আজও শিক্ষিতদের মধ্যে জোর রকম আলোচনা চলচে,—মদের মদির গন্ধের উত্তেজনার ভিতর দিয়েই কলাবিদের শক্তি পূর্ণ বিকশিত হয়, না নির্ব্বিরোধ শীতল-শান্তির নিকুঞ্জবনে ব'সেই বাণী আরাধনার প্রশস্ত সুযোগসুবিধা পাওয়া যায়? হফ্‌ম্যানের জীবনে ত' সুরাদেবীই সুররাণীর চরণকমলের সবক'টি কোরক উন্মীলিত করতে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর প্রতিভা দীক্ষাগ্রহণ করেছিল "নীল পেয়ালার লাল সিরাজির" কাছে।

২। প্যাগানিনি

এ পর্য্যন্ত জগতে যত বড় বড় ওস্তাদ বেহালা-বাজিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন, তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন হচ্ছে সম্ভবতঃ ইটালীর প্যাগানিনির। এঁর প্রতিভার কতখানি জন্মগত আর কতখানিই বা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত (বংশগত), তা আজও অবধি কেউ মেপে উঠতে পারলেন না।

প্যাগানিনিকে প্রেরণা দিয়ে তাঁর প্রতিভাকে বিকশিত করতে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছিলেন তাঁর মা। একরাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, এক স্বর্গদূত তাঁর সামনে এসে তাঁকে বলচে, "তোর ছেলে ভবিষ্যতে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বেহালা-বাদক হবে।" প্যাগানিনির পিতা ছিলেন একজন বাস্তব জগতের লোক। তিনি পত্নীর এই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শুনে একেবারে উচ্চাশার শৈলশিখরে আরোহণ করবার মতলব করলেন; তাই তিনি ছেলেটিকে বেহালায় ওস্তাদ ক'রে তোলবার জন্যে প্রহার পর্য্যন্ত আরম্ভ ক'রে দিলেন। ফলে প্যাগানিনির দেহ পরিশ্রম কষ্টে ভেঙে পড়ল; শৈশব ও যৌবনে নানা রোগভোগের ভিতর দিয়ে প্যাগানিনি দস্তুরমত একজন ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি হ'য়ে পড়লেন।

শৈশবে অমানুষিক পরিশ্রম ক'রে মানুষ হওয়ার দরুণ আর এক কুফল হ'ল যে, তিনি খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী কর্ত্তব্যনিষ্ঠ লোকেদের সঙ্গে না মিশে অলস ও যথেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয়পরায়ণ লম্পটদের দলে থাকতে ভালবাসতেন। যে শিক্ষা-নবিসি অবস্থায় ছিল প্রচুর কর্ম্মঠ, সে ওস্তাদ হয়েও প'ড়ে রইল কিনা প্রথম শিক্ষার্থীদের কতকগুলো অকেজো পাপিষ্ঠ ইয়ারদের দলে! তাসের জুয়াখেলায় উন্মত্তবৎ হারতে হারতে সময় সময় প্যাগানিনিকে নিজের বেহালাটি পর্য্যন্ত বাঁধা দিতে হয়েছে।

বহু বিখ্যাত কলাবতের মতই প্যাগানিনিও ছিলেন একজন পাকা আর্টিষ্ট ও সঙ্গে সঙ্গে মস্ত কৌশলী ওস্তাদ খেলোয়াড়; কায়দায় লোককে চমকিত ক'রে দিতে তিনি খুব পটু ছিলেন। খুব ক্ষয়প্রাপ্ত সরু তারওয়ালা বেহালা বাজাতে বাজাতে হয়ত' দু'চারটা তার হঠাৎ পট্ পট্ ক'রে ছিঁড়ে যেত, আর প্যাগানিনি সেই ছিন্ন-তার বেহালার অবশিষ্ট তিনটিমাত্র তারে ভয়ানক উঁচুদরের গৎ বাজিয়ে নিজের ওস্তাদী কসরতের চূড়ান্ত দেখিয়ে যেতেন।

কিন্তু হ'লে হবে কি! জীবনের গোড়া থেকে শেষ অবধি প্যাগানিনিকে কষ্টই পেয়ে যেতে হয়েছে। সচরাচর যা কারুর হয় না, তাও তাঁর হয়েছিল—মৃত্যুর পরেও অনেকদিন পর্য্যন্ত দুর্ভাগ্যের করাল-কাল ছায়া তাঁকে অনুসরণ ক'রে এসেছিল। বরাতের দুঃখ খণ্ডাবে কে?

নাচঘরের গল্প

[অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু এম, এ]

না দেখে সমালোচনা

নাচঘরে'র সম্পাদক মহাশয় লিখেছেন যে, অভিনয় না দেখে তার সমালোচনা করবার ক্ষমতা এখনও তাঁর জন্মায় নি। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে সম্পাদকীয় শিক্ষা এখনও তাঁর সম্পূর্ণ হয় নি। যিনি পাকা সম্পাদক তিনি কোন বই বা অভিনয় না দেখে তার সবিস্তার সমালোচনা ত করতে পারেনই, অধিকন্তু স্বচক্ষে দেখা জিনিষটারও নিজমতের সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে সমালোচনা করতে পারেন ও ক'রে থাকেন। আসল কথা সংবাদপত্রের সমালোচনা দেখা না দেখার উপর সকল সময় নির্ভর করে না। অনেক সময় সেটা একেবারে তৈয়ারী অবস্থায় সম্পাদকের কাছে আসে এবং সম্পাদক মহাশয়ও বিনাবাক্যব্যয়ে সেটিকে মুদ্রাকরের হস্তে সমর্পণ করেন। নতুবা তাঁর সম্পাদকীয় জীবন কণ্টকময় হোয়ে ওঠে। এ ব্যাপারটা শুধু আমাদের দেশে নয়, সকল দেশেই বরাবর হোয়ে আসছে। সমালোচনার এমন সহজ সরল পন্থা অবলম্বন করা সুবিধাজনক তাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু এরূপ স্থলে সমালোচনাটা প্রশংসাবাদে নিবদ্ধ রাখাই বুদ্ধিমানের কার্য্য, নতুবা বিপদের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সমালোচক অনেক সময় নিজ অনুগৃহীত রঙ্গালয়ের গুণ কীর্ত্তন ক'রে ক্ষান্ত হন না, পরন্তু বিপক্ষ রঙ্গালয়ের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হন। এ কার্য্যটা যে একেবারে নিরাপদ নয় তার একটা ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত আছে। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর তারিখে ড্রুরি লেন থিয়েটারে Tarquharএর Constant Couple নামক নাটক পুনরভিনীত হবে বলে বিজ্ঞাপিত হয়। পরদিন (৬ই অক্টোবার) একখানা সংবাদপত্রে সেই অভিনয়ের নিম্নলিখিত ভাবের সমালোচনা প্রকাশিত হয়,—"গত রাত্রে ড্রুরিলেন থিয়েটারে ফারকুহারের অমন সুন্দর কমেডি খানিকে বিশেষ পরিশ্রম সহকারে হত্যা করা হইয়াছে। সার হ্যারি উইলডেয়ার চরিত্রের সমস্ত প্রফুল্লতা এলিষ্টনের হাতে পড়িয়া একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছিল। ক্লিঙ্কার চরিত্র ব্যানিষ্টারের হস্তে যে কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল তাহা না দেখিলে ধারণা করা অসম্ভব। মিস মেলনের এঞ্জেলিকা নিতান্ত মন্দ হয় নাই, কিন্তু ব্যারিমোর কর্ণেল ষ্ট্যাণ্ডার্ডের ভূমিকা অভিনয় করিতে গিয়া যে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা সমালোচনা করিবার ভাষা আমাদের নাই। ডাউটনের স্ম্যাগলার ভূমিকা অভিনয়ের চেষ্টা ততটা বিরক্তিকর না হইলেও তাহা নিশ্চয়ই প্রীতিজনক হয় নাই। মোটের উপর এমন কদর্য্য অভিনয় আমরা বহুকাল দেখি নাই।" কিন্তু সম্পাদকের দুরদৃষ্টবশতঃ এলিষ্টন সেদিন হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন এবং সেজন্য উক্ত নাটকের অভিনয় বিজ্ঞাপিত হ'লেও বন্ধ রাখা হয়। ফলে নিন্দিত অভিনেতারা উক্ত সংবাদপত্রের পরিচালকবর্গের নামে আদালতে মানহানির অভিযোগ আনেন। সম্পাদক প্রভৃতি তখন নিরুপায় হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন ও থিয়েটার ফণ্ডে পঞ্চাশ পাউণ্ড দিয়ে অতিকষ্টে নিষ্কৃতি লাভ করেন।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১১নং কলেজ স্কোয়ারহইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

৩

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৪র্থ বর্ষ ৩২শ সংখ্যা	সম্পাদক:— শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী	৬ই মাঘ ১৩৩৪

নাট্য-জগৎ

—:*:—

আর্টের কাজ শুধু রূপের সৃষ্টি, তা কথা বা ধ্বনি দিয়েই হোক্‌, রং বা রেখা দিয়েই হোক্‌, আর ছন্দ-সুন্দর গতি দিয়েই হোক্‌!

*

কবি কথা দিয়ে ছন্দ রচনা করেন, এবং নর্ত্তক ছন্দ রচনা করেন তাঁর দেহ দিয়ে। গায়ক রূপকথা বলেন ধ্বনি দিয়ে এবং চিত্রকর রূপকথা লেখেন রঙে আর রেখায়।

*

বারান্তরে বলেছি, এঁদের সকলেরই কাজ তুল্যমূল্য। কবি ও চিত্রকর, গায়ক ও নর্ত্তক, স্থপতি বা ভাস্কর, এঁরা কেউ কারুর চেয়ে ছোট বা বড় নন।

*

আমরা অনেকেই কথাটা বুঝি না। বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে-সব চিরস্মরণীয় কল্পনা মেঘদূত, 'ম্যাডোনা', তাজ-মহল, 'অ্যাফ্রোডাইট' বা ভৈরবী রাগিণীর সৃষ্টি করেছে, তাদের মধ্যে মূলতঃ কোন প্রভেদ নেই।

*

এক নদীর কত শাখা থাকে, কোন শাখা যায় উপল-বিছানো অসমতল ক্ষেত্র দিয়ে, কোন শাখা যায় শ্যাম-সবুজ ছায়ামধুর অবন্ধুর ক্ষেত্র দিয়ে; কেউ যায় সোজাসুজি, কেউ যায় এঁকে-বেঁকে এবং ভিন্ন ভিন্ন নাম নিয়ে, কিন্তু তাদের মূল উৎস এক। বিভিন্ন আর্টও তেমনি।

*

তারা চায় খালি রূপ। যেমন দিনের জন্ম আলোর ভিতরে, আকাশের জন্ম অনন্তের ভিতরে, বসন্তের জন্ম পুষ্পোৎসবের ভিতরে, তেমনি রূপের ভিতরে যা জন্মগ্রহণ করে, তার নাম হচ্ছে আর্ট।

*

খালি কি কলাবিদ? রূপ চায় না কে? আমি তুমি, ধনী-কাঙাল সবাই তো রূপের ভিখারী! কিন্তু আমাদের চাওয়ায় আর কলাবিদের চাওয়ায় তফাৎ আছে কোন্‌খানে?

*

আমরা চাই রূপকে দেখতে। এবং কলাবিদ চান রূপকে সৃষ্টি করতে। আমাদের কাজ খালি উপভোগ করা এবং কলাবিদের কাজ, সেই উপভোগের উপায় ক'রে দেওয়া।

*

কলাবিদের এই সৃষ্টির আনন্দ কী বিপুল! কলাবিদের জীবন কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে, শত শোকে-তাপে আহত হয়, কত হিংসা, কত নিন্দা, কত বাধা পদে পদে তাকে আক্রমণ করে, কিন্তু সৃষ্টির যে অপূর্ব্ব আনন্দ, তাকে সে ত্যাগ করতে পারে না।

*

বসন্তের কুহু ও বর্ষার কেকা কখনো বোবা হতে পারে না। পূর্ণিমা চাঁদকে ছাড়তে পারে না। সাগর তার নীলিমাকে ভুলতে পারে না।

*

কলাবিদেরও সমগ্র আত্মা এই সৃষ্টির আনন্দের মধ্যে বিকসিত হয়ে আছে, শতদল পদ্মের মতন। কলাবিদ যেদিন সৃষ্টি ভোলেন, সেই দিনই তাঁর মৃত্যু।



"দেবদাস"-চিত্রনাট্যে পার্ব্বতীর ভূমিকায়—শ্রীমতী মায়া দেবী
ইষ্টার্ণ ফিল্ম সিণ্ডিকেট। আলোকচিত্রকর—এস, ঘোষ।

সৃষ্টির এই আনন্দের সঙ্গে কতনা বেদনা জড়ানো আছে! কল্পনা যে মূর্ত্তি পায় অসীম যন্ত্রণার মধ্যে! নারী যখন প্রথম মা হন সেদিন তাঁর কী আনন্দ! কিন্তু সে আনন্দ-কুসুম ফোটে কত কষ্টের আঘাত স'য়ে, কত অশ্রুজলে ভিজে! কলাবিদের আনন্দ জননীর ঐ প্রসববেদনার মত।

•

আর্ট হচ্ছে রূপ বটে, কিন্তু সাধারণতঃ আমরা যাকে রূপ বা সৌন্দর্য্য বলি, কলা-জগতের সৌন্দর্য্যও তাই নয়। আমরা যার মধ্যে কোন রূপ দেখতে পাব না, কলাবিদ সেখান থেকেও সৌন্দর্য্য আহরণ করতে পারেন।

•

দুঃখের মধ্যে, কুশ্রীর মধ্যে আমরা কি রূপ দেখতে পাই?—মানুষের ষড় রিপুর ভিতরে, ভয়ঙ্করের, অধঃপতনের ও সয়তানির ভিতরে আমরা কি সৌন্দর্য্যকে আবিষ্কার করতে পারি? আমরা সৌন্দর্য্য দেখি চাঁদের আলোতে, কিন্তু অমাবস্যার সূচীভেদ্য অন্ধকারের ভিতরে কত লাবণ্য গোপন হয়ে আছে, তা কি আমাদের চক্ষে পড়ে?

•

কিন্তু আমাদের চোখ এড়ালেও, দুঃখ-শোক, কুৎসিত ও অন্ধকারের সৌন্দর্য্য কলাবিদের চোখকে ফাঁকি দিতে পারে না। পৃথিবীর চোখে যা কুৎসিত, আর্টে তাই হয়ে ওঠে সুন্দর। পৃথিবীর অভিধানে যা দুঃখ নামে অভিহিত, আর্টের ইন্দ্রজালে তাইই হয়ে দাঁড়ায় পরম সুখ!

•

সেক্সপিয়ারের "হ্যামলেটে"র মধ্যে যে চরম দুঃখের লীলা আছে, গিরিশচন্দ্রের "প্রফুল্ল" ও "বলিদানে"র ভিতরে যে শোচনীয় দুঃখের মূর্ত্তি আছে, আমাদের বাস্তব জীবনে তা সম্ভব হ'লে আমরা বোধ হয় পাগল হয়ে যেতুম! কিন্তু আর্ট সেই দুঃখের মধ্যেও এমন সৌন্দর্য্যের সন্ধান পেয়েছে যে, আমাদের সকলেরই কাছে ঐ-সব নাটক উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

•

লোল, গলিত যার চর্ম্ম, জীবনের যে ধ্বংসাবশেষ, সেই বৃদ্ধের দেহে কি সৌন্দর্য্য আছে? যদি জানতে চান, ওগস্ত্ রোদাঁর হাতে গড়া বৃদ্ধার মূর্ত্তি দেখুন।

•

এবং মুরিলোর বিখ্যাত চিত্র "ভিখারী বালকের তরমুজ ভক্ষণে" দেখতে পাবেন, দারিদ্র্যের মধ্যেও আর্ট কি সৌন্দর্য্যের ঐশ্বর্য্য লাভ করেছে!

•

বেহাগ তো দুঃখের রাগিণী! কিন্তু তাও আমরা শুনতে চাই কেন? কারণ আর্ট তা রচনা করেছে! তাই তা রূপে অপরূপ!

•

এবং শোককে কি মধুর ক'রে তুলেছে সাজাহানের ঐ তাজমহল?.........

মরণের মধ্যে রূপ কোথায়? আনা পাব্‌লোভার "রাজহংসের মৃত্যু" নামে নাচ যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা অনায়াসেই তা অনুভব করতে পারবেন!

•

এমনি অপূর্ব্ব হচ্ছে আর্টের সাম্রাজ্য! এই বিচিত্র সাম্রাজ্যের শত দৃশ্য এবং ভাবের ঘাত-প্রতিঘাত চোখের উপরে জাগিয়ে তোলেন ব'লেই, অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শিল্পী হ'লেও, অভিনেতারা আমাদের কাছ থেকে অভিনন্দন লাভ করেন।

•

আর্ট হচ্ছে মানুষের জীবনে পরম সান্ত্বনা—আঁধারে আলো, পাতালে স্বর্গ, শীতে পাপিয়ার গান! মানুষ যেখানে অন্ধ, আর্ট সেখানে তাকে দৃষ্টি দেয়। আমাদের ঘুমের নিসাড়তায় আর্ট হচ্ছে মন-জাগানো সোনার কাঠির দুর্লভ ছোঁয়া!

•

শ্রেষ্ঠ কলাবিদ হচ্ছেন ঈশ্বরের মতন সর্ব্বশক্তিমান,—না, ঈশ্বরের চেয়েও তাঁর শক্তি আরো অপূর্ব্ব! কারণ কলাবিদ যে বিশ্ব রচনা করেন, তার মধ্যে দুঃখও হয়ে ওঠে উপভোগ্য সুখ! এবং সে জগতে কুরূপের কোন আসন নেই!

•

ভগবানের সৃষ্ট জগতে ব'সে তাই আমরা তুষ্ট নই, ধরার ধূলাকে সোনা ক'রে তোলবার জন্যে তাই আমরা আর্টকে আবাহন করি এবং একমাত্র আর্টই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, এই বাস্তব জগতের বাইরে তার নিজস্ব যে বিরাট জগৎ আছে, কত সুন্দর সেই নূতন জগৎ!

•

গেল বারে "আরবী-হূরে"র সমালোচনা প্রসঙ্গে আমরা "প্রয়োগ-নৈপুণ্য" সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করেছিলুম। এই "প্রয়োগ নৈপুণ্য" কথাটি আজকাল যেখানে-সেখানে এমন অন্যায় ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে যে, দেখলে বিস্মিত হ'তে হয়। সেইজন্যে, কিছুকাল আগে আমরা পত্রান্তরে "প্রয়োগকর্ত্তা কে?" নামে যে প্রবন্ধ লিখেছিলুম, তার কতক কতক অংশ এখানে আবার উদ্ধার ক'রে দিলুম।

•

বাঙালী "প্রডিউসার" বা "প্রয়োগ-কর্ত্তা" কথাটির বয়স কত? এ প্রশ্নের জবাব দিবার আগে দেখতে হবে, "প্রয়োগনৈপুণ্য" কথাটার উৎপত্তি কত দিন আগে!

•

"নাচঘরে"র প্রথম বর্ষে রবীন্দ্রনাথ এই "প্রয়োগনৈপুণ্য" কথাটি সর্ব্বপ্রথমে ব্যবহার করেন। তার আগে "প্রয়োধক" বা "প্রয়োগকর্ত্তা" প্রভৃতি কথা নাট্য-সমালোচন-প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হ'ত না। অন্ততঃ আমাদের চোখে তা পড়েনি। তবে কি তার আগে বাংলা রঙ্গালয়ে প্রয়োগ-নৈপুণ্য ছিল না?—ছিল! রঙ্গালয়ের সকল যুগেই প্রয়োগ-নৈপুণ্য থাকে, অল্প-বিস্তর পরিমাণে। কারণ তা না থাকলে কোন নাটকেরই অভিনয় সম্ভব নয়।

•

ইউরোপীয় রঙ্গালয়ে প্রয়োগকর্ত্তার আসন হচ্ছে আর সকলের উপরে। এত উচ্চে তাঁকে স্থান দেওয়ার কারণ হচ্ছে, তাঁর বহুমুখী শক্তি। এ শক্তির ব্যাপ্তি কতখানি, পৃথিবী-বিখ্যাত গর্ডন ক্রেগের কথায় তা টের পাওয়া যায়।

•

ক্রেগের মতে, রঙ্গালয়ের সকল বিভাগের উপরে যদি একজনের বেশী লোককে মাথা ঘাটাতে দেওয়া যায়, তবে কখনই কোন "আর্টে"র প্রয়োগ সম্ভব হয় না। এমন একজন লোক চাই, যিনি সাজপোষাক ও দৃশ্যপট পরিকল্পনা ও তত্ত্বাবধান করতে সক্ষম;—যিনি দরকার হ'লে গানে কথা ও সুর সংযোগে সক্ষম;—যিনি নূতন যন্ত্রতন্ত্র ও আলোকপাতের নূতন কৌশল উদ্ভাবনে সক্ষম, প্রভৃতি। এই যে "একজন" নানাবিদ্যাবিশারদ ব্যক্তি, ইনিই হচ্ছেন প্রয়োগকর্ত্তা।

•

ইউরোপে আধুনিক "ষ্টেজক্রাফ্‌ট্" বা নাটনৈপুণ্যের অগ্রদূত হচ্ছেন অ্যাডল্ফ আপ্পিয়া ও গর্ডন ক্রেগ—অবশ্য তাঁদের মূল্য আংশিকভাবে "থিয়োরিষ্ট" হিসাবেই।

•

এরই মধ্যে জার্ম্মানীতে পৃথিবীর সব-চেয়ে বিখ্যাত প্রয়োগকর্ত্তা ম্যাক্স

রাইনহার্ড এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই জর্জ্জ ফুস, পল সেলেন্থার, কার্ল ওয়ালসার, জুলিয়াস ক্লিন, ও অ্যাডলফ লিনেবাস এবং আরও অনেক শক্তিধর পুরুষ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন।

*

রুসিয়ার তিনজন প্রয়োগকর্ত্তার নাম সর্ব্বাগ্রে মনে আসে—ষ্টানিসলাভ্স্কি, মায়ারহোল্ড ও লুনাসারস্কি।

*

ফ্রান্সের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োগকর্ত্তা হচ্ছেন কপ্নো। জাগতিক রঙ্গালয়ের ইতিহাসে ইতি একজন অমর পুরুষ। আমেরিকায় এ-বিভাগে আর্থার হপকিন্স ও মরিস ব্রাউন প্রভৃতির নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ।

*

প্রয়োক্তা বলতে আমরা পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদেরই বুঝি এবং তাঁদের কার্য্যকলাপের যে ইতিহাস আছে, তা অপূর্ব্ব বললেও অত্যুক্তি হয় না।

*

কিন্তু বাংলা দেশে অধিকাংশ তথাকথিত সমালোচকের লেখায় 'প্রয়োগ-নৈপুণ্য' কথাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্তিকর অর্থে প্রয়োগ করা হয়। যদিও এজন্যে বিস্মিত হবার দরকার আছে ব'লে মনে হয় না, কারণ যা জানা নেই, তাই নিয়ে টানাটানি করাই হচ্ছে বাঙালী সমালোচকের মস্ত একটি বিশেষত্ব।

*

এঁরা অনেকে ভাবেন, রঙ্গালয়ে যিনি সাজপোষাক ও দৃশ্যপট পরিকল্পনা করেন, তাঁর নামই প্রয়োগকর্ত্তা! অনেকে আবার অভিনয়-শিক্ষককে প্রয়োগকর্ত্তা বলে মনে করেন! এও দেখেছি, এঁদের মহিমায় "ষ্টেজ-ম্যানেজার"ও প্রয়োগকর্ত্তারূপে নামজাদা হয়েছেন! আর কোন দেশের সমালোচককে এমন বোকার মত অজ্ঞতার মধ্যে বিজ্ঞতার ভাণ করতে দেখা যায় না!

*

সাজপোষাক ও দৃশ্যপট, অভিনয়শিক্ষা, রঙ্গমঞ্চ-সজ্জা, আলোকপাত, নৃত্য, গীত ও নাটক এ-সমস্তই একাধারে যাঁর তত্ত্বাবধানে থাকে, তিনিই হচ্ছেন প্রয়োগকর্ত্তা। এমন কি ঐক্যতানের সুর পর্য্যন্ত তাঁকেই নির্ব্বাচন ক'রে দিতে হয়।

*

প্রয়োগকর্ত্তার কর্ত্তব্য হচ্ছে, নাটকের মধ্যে একটি নূতন অর্থ দান ক'রে, নাটকের পাত্র-পাত্রী, অভিনয়, দৃশ্যপট, সাজপোষাক, নৃত্য, গীত ও আলোকপাতের বিশেষ কৌশলের সাহায্যে তা পরিস্ফুট ক'রে তোলা। নাট্য-সংক্রান্ত যা-কিছু সেই বিশেষ অর্থের বিরোধী হবে, প্রয়োগকর্ত্তা তখনি তা ত্যাগ করবেন।

*

কবি নূতন গান বাঁধেন, গায়ক তাতে নূতন রাগিণী দেন। তেমনি, নাট্যকার নাটক লেখেন এবং প্রয়োগকর্ত্তা করেন তাতে নূতন সুরসংযোগ—প্রত্যেক নূতন নাটকে নূতন-রকম সুর! তাঁর শক্তি ও প্রতিভার উপরেই সুরের বিশেষত্ব, মাধুর্য্য ও সার্থকতা নির্ভর করে। প্রয়োগকর্ত্তার এর চেয়ে সহজ সংজ্ঞা আর কি আছে, জানি না।

*

রাইনহার্ড যখন সেক্সপিয়ার, শিলার ও গেটে প্রভৃতির বহু-অভিনীত পুরাতন নাটকের পুনরভিনয়ের ব্যবস্থা করেছেন, তখনও তাঁর দেওয়া নূতন সুরের গুণে ঐ সকল সুপরিচিত নাটকও নূতন সৌন্দর্য্যে ও বিচিত্র ভাবের ঐশ্বর্য্যে অপূর্ব্ব হয়ে উঠেছে। একেই বলে প্রয়োগনৈপুণ্য!

*

"প্রয়োগনৈপুণ্য" কথাটির অপপ্রয়োগ আমরা নিশ্চয়ই দেখতে পেতুম না—আমাদের বর্ত্তমানের অধিকাংশ নাট্য-সমালোচকই যদি লেখনী ধারণের পূর্ব্বে নাট্যশাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞানসঞ্চয়ের জন্যে কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার করতেন।

*

"বাঙলা" নামে একখানা খবরের কাগজ বলতে চায়, তাকে কখনো 'পাস' চেয়ে 'থিয়েটার' দেখতে হয় না, কারণ সমস্ত রঙ্গালয় "খাতির ক'রে উপযাচক হয়ে তাকে পাস পাঠিয়ে দেন"। নাট্যজগতে "বাঙলা"র মান যে এমন সুবৃহৎ, আমরা তা জানতুম না। কিন্তু তার পরেই গেল-বারের "বাঙলা" প'ড়ে আমরা বেশ বুঝলুম যে, "বাঙলা"কে সত্যই 'পাস' চেয়ে 'থিয়েটার' দেখতে হয় না। কারণ "বেঙ্গলী"র অধুনালুপ্ত সমালোচকের মত "বাঙলা"ও যে অভিনয় না দেখে সমালোচনা করতে পারে, এটা সে নিজেই প্রমাণিত ক'রে দিয়েছে।

*

প্রকাশের ছাপানো তারিখ শুক্রবার হ'লেও, আর আর অনেক কাগজের মত "বাঙলা"ও বৃহস্পতিবারে প্রকাশিত হয়। গেল হপ্তার "বাঙলা" বৃহস্পতিবার বৈকালেই আমাদের হস্তগত হয়েছে। (এ সম্বন্ধে প্রমাণও দিতে পারি) কিন্তু গত বৃহস্পতিবারের রাত্রিকালে "ষ্টারে" যে অভিনয় হয়েছিল, সে-সম্বন্ধে "বাঙলা" কি লিখছে শুনুন:—

*

"ষ্টারে বহুকাল পরে গত বৃহস্পতিবারে অযোধ্যার বেগমের পুনরভিনয় হইয়াছে। নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণা হইয়াছিলেন—শ্রীযুক্তা কুসুমকুমারী। অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে।"—অবশ্য "advocatus diaboli" সকলের কাছেই পরিচিত। কিন্তু নিজেই নিজের ছদ্মবেশ সেও এমন বেহায়ার মত জাহির ক'রে দিতে পারে না। না-চক্ষে দেখা বিষয় যে এমন 'স্বচক্ষে-দেখা' ব'লে চালিয়ে দিতে পারে, তার নাট্য-সমালোচনার দাম কতটুকু, আশা করি এবারে সকলেই তা বুঝতে পারবেন।

*

"বাঙলা" গায়ে-প'ড়ে আবার আমাদের সঙ্গে ঝগড়া সুরু করেছে এবং আমাদের সম্বন্ধে আবার অমূলক কথা প্রচার করতে সাহসী হয়েছে। ঠিক এই কারণেই কিছুকাল আগে তাকে আমরা রীতিমত টিট ক'রে দিয়েছিলুম। তার কি আজ মনে নেই, গলদশ্রু-নেত্রে ক্ষমা পাবার জন্যে কি সে কাতর মিনতি, প্রকাশ্য আদালতে এবং সংবাদপত্রে কি সে করুণ মার্জ্জনাপ্রার্থনা, 'মিথ্যা কথা' বলেছি' ব'লে স্বীকার এবং 'জীবনে এমন কাজ আর কখনো করব না' ব'লে প্রতিজ্ঞা?—"বাঙলা"র পুরাণো 'ফাইল' কি হারিয়ে গেছে, পাঠিয়ে দেব? একেই ব'লে বিড়ালের আড়াই পা।

*

সেবারে "বাঙলা"কে অনেকে নাচিয়ে দিয়ে মজা দেখেছিল। এবারেও অনেকে তাকে বোধ হয় উৎসাহ দিচ্ছে, নাচবার জন্যে? কিন্তু ফের যদি বেতালা পা পড়ে... ... ...

*

—তাহলে আর ক্ষমা ভিক্ষার সুযোগ নিশ্চয়ই মিলবে না। "জো করে টোট্‌কা উন্‌হীকো ঘুমকে পরে ফট্‌কা!" এর বেশী আর কিছু বলব না। আপাততঃ "বাঙলা" নাচতেই থাকুক এবং আমরা তা দেখি নীরবে, কৃপাদৃষ্টিতে।

*

'ষ্টার' নাকি শীঘ্রই গিরিশচন্দ্রের দ্বারা অনুবাদিত "ম্যাকবেথে"র অভিনয় করবেন? শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীমতী তারাসুন্দরী নেবেন ম্যাকবেথ ও লেডি ম্যাকবেথের ভূমিকা? গিরিশচন্দ্র স্বয়ং এই নাটকখানি বাংলাদেশে জমাতে পারেননি। 'ষ্টার' যদি তা পারেন তাহ'লে আমরা খুসি হব।

*

গুজব, "আত্মশক্তি"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 'ষ্টারে'র জন্যে "রক্তের ঢেউ" নামে একখানি নাটক রচনা করেছেন। দেখা যাচ্ছে, কাজে না হোক্ অন্ততঃ নামেও, শচীন্দ্রবাবুর রক্তের নেশা এখনো ছোটেনি।

*

কিছুকাল আগে 'নাচঘর' শিশিরবাবুকে দ্বিজেন্দ্রলালের অবহেলিত কিন্তু অপূর্ব্ব নাটক "নূরজাহান" অভিনয় করতে অনুরোধ করেছিল। শুনে সুখী হলুম, শীঘ্রই তিনি আমাদের এই অনুরোধ রক্ষা করবেন।

*

আগামী পঁচিশে বুধবার 'ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে' শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের নেতৃত্বে একটি পাঁচ-মিশালি উপভোগ্য আয়োজনের অনুষ্ঠান হবে এবং টিকিট বিক্রয়ের দ্বারা যে অর্থ পাওয়া যাবে তা লাভ করবেন রাজবন্দীদের একান্ত অসহায় পরিবারবর্গ। স্বদেশ-প্রত্যাগমনের পর দিলীপকুমারের এই প্রথম রসের আয়োজন, উপরন্তু তাঁর উদ্দেশ্যও মহৎ। নিশ্চয়ই এখানে সমস্ত দেশ সাড়া দিয়ে প্রমাণিত করবে যে, বাঙালী জাত এখনো জ্যান্ত আছে।

*

ওটেন সাহেবকে ধন্যবাদ! কারণ বাংলাদেশে সঙ্গীত-শাস্ত্রের চর্চ্চা বাড়াবার জন্যে সরকারি তরফ থেকে তিনি সাহায্যের ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করছেন। দুইজন গীতানুরাগী বাঙালী ছাত্রকে অপাততঃ তিনি লক্ষ্ণৌ সহরে খাঁটি হিন্দুস্থানী গানে অভিজ্ঞ হবার জন্যে প্রেরণ করবেন। তারপর তাঁরা বাংলায় ফিরে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপযোগী বেতনে নিযুক্ত হবেন। ছাত্র-নির্ব্বাচনে ওটেন সাহেবের সহায়তা করবেন শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়।

*

বাংলা রঙ্গালয়ে "আলিবাবা" এইবারে জাতে উঠল। কারণ শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের সম্ভ্রান্ত মহিলারা (ও পুরুষগণ) 'এম্পায়ারে' "আলিবাবা"র অভিনয় করছেন। তাঁদের সাহস বিস্ময়জনক। আশা করি তাঁদের repertoireএর মধ্যে খোঁজ নিলে 'ছুটি-প্রাণ', 'মজা' ও 'কিসমিস' প্রভৃতির নাটিকারও অভাব হবে না। কারণ যেখানে বাধা নেই সাহস সেখানে উর্দ্ধগামী।

*

গেল রবিবারে এক গান-বাজনার আসরে আচম্বিতে প্রিয়দর্শন শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীর সাক্ষাৎ পেলুম। দু-দিনের জন্যে উড়ো-দেখা দিয়েই তিনি ফের ঢাকায় গা ঢাকা দিয়েছেন।

*

নূতন যুগে বাংলায় চারখানি নাটক অভাবিত সাফল্য দান করেছে—কর্ণার্জ্জুন, সীতা, চিরকুমার সভা ও ষোড়শী। পঞ্চম সাফল্য আসতে আর কত দেরি? আমরা আবার এমন একজন নাট্যকারকে দেখতে চাই, যিনি জোর গলায় বলতে পারেন Veni, Vidi, Vici!

*

"ইষ্টার্ণ ফিল্ম সিণ্ডিকেট" নামটি খুব ভালো লাগে না, কারণ এর প্রত্যেক অনুষ্ঠাতাই বাঙালী এবং এই দলের প্রধান বিশেষত্বই হচ্ছে, এর মধ্যে বিলাতী বা দোআঁশলা বা বাংলার বাইরেকার কোন লোকের কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই। এঁদের প্রথম ছবি হচ্ছে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের "দেবদাস" এবং "নাচঘরে" আগেই সে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। আমরা শুনে সুখী হলুম যে, ছবিখানি বাজারে বাহির হ'তে আর দেরি নেই। "দেবদাসে"র প্রধান নারী-ভূমিকা যিনি গ্রহণ করেছেন, তাঁর ছবি এবারে আমরা প্রকাশ করলুম।

*

আসছে হপ্তার বুধবারে 'নাট্যমন্দিরে' খুলবেন "বলিদান"। এই নাটকের করুণাময়ের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, শ্রীযুক্ত চুণীলাল দেব ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি অনেকেই অভিনয় করেছেন। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় একদিন আমাদের কাছে বলেছিলেন যে, "আমার মতে 'যোগেশে'র চেয়েও 'করুণাময়ে'র ভূমিকায় গিরিশ বাবু বেশী শক্তি দেখিয়েছেন। বিলাতে আর্ভিংয়ের অভিনয় দেখেছি, কিন্তু এ ভূমিকায় তিনিও গিরিশবাবুকে হারাতে পারতেন না!"

*

সুতরাং করুণাময়ের ভূমিকায় শিশিরকুমার আবার কি নূতন ছবি দেখাবেন, তা জানবার জন্যে সকলেরই আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। এবং তিনি যে নূতন এক ভাবের ছবি দেখাবেনও, এ-বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ নেই।

*

"বলিদানে"র ভূমিকালিপি:—করুণাময়—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী। রূপচাঁদ—শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী। দুলালচাঁদ—শ্রীরাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় (সম্ভবতঃ)। মোহিত—শ্রীশৈলেন্দ্র চৌধুরী। ঘনশ্যাম—শ্রীহীরালাল দত্ত। কিশোর—শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী। কালীঘটক—শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য। রমানাথ—শ্রীঅমিতাভ বসু। সরস্বতী—শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী। কিরণময়ী—শ্রীমতী প্রভা। জোবী—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী।

চিত্রনাটের রূপকথা

—:*:—

ষোলো বছর আগে প্রসিদ্ধ প্রয়োজক শ্রীযুক্ত ডেভিড্ ওয়ার্ক গ্রিফিথ 'র‍্যামোনা'-নামক চলচ্ছবি বের করেছিলেন। তাতে মেরি পিক্‌ফোর্ড নায়িকার, ম্যাক্ সেনেট দুর্ব্বৃত্তের, ও হেন্‌রি ওয়ালথল নায়কের অংশে অভিনয় ক'রেছিলেন।

*

ষোলো বছর পরে আবার সেই 'র‍্যামোনার' অভিনব সংস্করণ বেরুচ্ছে। এই ষোলো বছরে সব দিক দিয়েই চলচ্চিত্রজগতে নানা উন্নতি হ'য়েছে। সুতরাং সকলেই এই ছবিখানি দেখবার জন্যে উৎসুক। নতুন ছবিতে শ্রীমতী ডোলোরেস্ ডেল্ রিয়ো নায়িকার ও শ্রীযুক্ত রোল্যাণ্ড ড্রু নায়কের ভূমিকা নিয়েছেন।

*

ম্যাক্ সেনেটের হাস্যরসমূলক চলচ্ছবিগুলিতে অভিনয় ক'রে অনেক অভিনেত্রীই আজ বড়ো হ'য়েছেন—শ্রীমতী গ্লোরিয়া সোয়ান্‌সান, বেটি কম্পসন্, মে বুশ, বিবি ড্যানিয়েল্‌স, লুইসি ফ্যাজেন্‌ডা প্রভৃতি অনেকের নামই উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে।

*

এঁদের সঙ্গে এবার শ্রীমতী এ্যালিশ্ ডের নামও যোগ হোলো। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর কলোরাডোতে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২২ সালে সেখানে জমির দর সস্তা হওয়ায় তাঁর বাবা, তিনি ছিলেন একজন কন্ট্রাক্টার, সপরিবারে লস্ এঞ্জেলেসে চ'লে আসেন।

*

কোনো সতেরো বছরের মেয়ে লস্ এঞ্জেলেসে এসে চলচ্চিত্রে প্রবেশ করবার চেষ্টা না ক'রে চুপ থাকে, বিধাতার রাজ্যে এমন ঘটনা বিরল। ম্যাক্ সেনেটের কৃপায় শ্রীমতী ডে একটি ক্ষুদ্র ভূমিকায় অভিনয় করবার অধিকার পান। ভাগ্যক্রমে হারি ল্যাঙডনের নজরে তা পড়ে এবং সেই থেকে শ্রীমতীর উন্নতির আরম্ভ হয়। 'গোপন পরিণয়' (The Secret wedding) শ্রীমতীর নতুন ছবির নাম।

*

'প্রেম-ভীত' (Afraid to love) নামক নতুন চিত্র-প্রহসনে শ্রীমতী ফ্লোরেন্স ডিভর ও শ্রীযুক্ত ক্লাইভ্ ব্রুক্ যথাক্রমে নায়িকা ও নায়কের ভূমিকায় অভিনয় ক'রেছেন।

*

শ্রীমতী ফ্রান্সেস্ কাইলার বিলাতী অভিনেত্রী। বারো বছর বয়সে চলচ্চিত্রে ও তারপরে রঙ্গালয়ে তিনি প্রবেশ লাভ করেন। তাঁর অভিনয়ে খুসী হ'য়ে জার্ম্মাণ প্রয়োজকরা তাঁকে আহ্বান করেন। সেখানে 'আনন্দোদ্যান' (The Garden of Pleasure) নামক ছবিতে নায়িকার অংশে অভিনয় ক'রে তাঁর বেশ নাম হয়!

*

চলচ্ছবি যখন প্রথম নরনারীর আকর্ষণের বস্তু হ'য়ে উঠেছিল, তখন হাস্যময়ী, সুন্দরী, চপলদৃষ্টি একজন অভিনেত্রীর নাম বিখ্যাত হ'য়েছিল। তাঁর মতো জনপ্রিয় তখন আর কেউ ছিল না ব'ল্লেই হয়—পয়সা রোজগার ক'রেছিলেনও তিনি অনেক। তারপর ক'বছর আর তিনি চলচ্চিত্রে যোগ দেননি। বহু ভক্ত তাঁকে ফিরে আসবার জন্যে অনুরোধ করেছেন আর সে অনুরোধ তিনি অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। তিনি পুনরায় চিত্রনাট্যে

অভিনয় ক'র্‌বেন। তাঁর নাম সিসি ফিট্‌জ্‌জেরাল্‌ড্‌ (Cissy Fitzgerald.)

*

আম্‌রা শুন্‌লুম যে 'দেবদাস,' প্রদর্শনের জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে র'য়েছে, কিন্তু কোথাও স্থান না পাওয়ার জন্যে তা' দেখানো হ'তে পারছে না। ক্রাউন সিনেমায় নাকি ঐ ছবি দেখানো হবে। কিন্তু সেখানে 'দুর্গেশনন্দিনী' এখনও চলছে—তার সপ্তাহ সপ্তাহ চল্‌ছে। বাঙালীর চলচ্ছবি দেখাবার মতো যোগ্য স্থান নেই, আক্ষেপের বিষয় কিন্তু উপায় কি?

বিদায়-বেলায়

—:০:—

(গান)

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

জাগো আমার চোখের নেশা! জাগো আমার বুকের বাণী!
জাগ্‌চে উষা ফটিক ঘরে, সাজিয়ে রঙিন কুসুম-দানী।

*

উদয়গিরির শুকতারাটি লোচন-বীণা ভর্‌চে সুরে,
নিশির ঝরা শিশির-নোলক চম্‌কে ওঠে গোলাব-পুরে,
নীলিমা ফের হয় উজালা কাঁচা আলোর কাঁচল টানি—
জাগো আমার চোখের নেশা! জাগো আমার বুকের বাণী!

*

গহীন্‌-রাতের কাজল-মোছা জাগচে মাঠে পথের রেখা,
ধরার সবুজ খাতায় ফোটে নিধুবনের পত্র-লেখা,
কমল-কুঁড়ির কাণে কাণে ভোমর করে কানাকানি—
জাগো আমার চোখের নেশা! জাগো আমার বুকের বাণী!

*

মিহিন্‌ হাওয়া পর্‌চে গলায় বুল্‌বুলিদের গানের মালা,
তরুণ প্রভাত-অরুণ আনে দিবস-বধূর সিঁদূর-ডালা,
আজকে প্রাণের রাজধানীতে নলিন-আঁখি খোলো রাণী—
জাগো আমার চোখের নেশা! জাগো আমার বুকের বাণী!

*

জাগুক তোমার মুখের ভাষা,—ঢুল্‌-ঢুলানো নয়ন-তারা,
জাগুক্‌ মদির ভালোবাসা,—ফুল-বুলানো হাসির ঝারা,
বিদায়-বেলার স্বপন ভোলো,—ফুরিয়ে গেছে পাত্রখানি—
জাগো আমার চোখের নেশা! জাগো আমার বুকের বাণী!

'আরবী হুর' এবং আমি

("আরবী হুর" সম্বন্ধে "আত্মশক্তি"র গত সপ্তাহে যে আলোচনা বেরিয়েছে, তারই উত্তরে এই পত্রখানি "আত্মশক্তি"তে প্রকাশার্থ পাঠানো হয়েছে।)

মাননীয় "আত্মশক্তি-সম্পাদক মহাশয়ের নিকট সবিনয় নিবেদন,—

কার লেখনী 'আরবী হুর"কে প্রসব করেছে? এই রহস্যময় প্রশ্নের উত্তরে আমাকেও একজন দাবিদার রূপে দাঁড় করানো হয়েছে দেখে আমি আমার মৌনব্রত ভাঙ্‌তে বাধ্য হলুম।

আপনাদের বারাকপুরের মিস্ত্রীঘাটের পত্রপ্রেরক-মহাশয়কে আমি জানি না। আট-নয় বৎসর আগে রচিত আমার একখানি নাটক কিছুদিন পূর্ব্বে "বৈদ্যবাটী যুবক-সমিতি"র কোন কর্ম্মকর্ত্তা অবৈতনিক সম্প্রদায়ে অভিনয় করবার জন্যে আমার কাছ থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু "বারাকপুর মিস্ত্রীঘাটে"র সঙ্গে বৈদ্যপাটী যুবক-সমিতির যে কি সম্পর্ক থাকতে পারে আমি তা আবিষ্কার করতে পারছি না। ব্যাপারটা খালি রহস্যজনক নয়, আমার পক্ষে বিপদজনকও বটে!

আমার সম্পাদিত "নাচঘর," বারুদখানায় দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালবে বলেছে বটে, কিন্তু এ উক্তির সঙ্গে "আরবী-হুর" সংক্রান্ত কোন ব্যাপারেরই কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই জানবেন।

কিন্তু "আরবী হুরে"র রহস্য নিয়ে আপনারা বারে বারে যে আলোচনা করেছেন, সেজন্যে প্রত্যেক সাহিত্যসেবক আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে বাধ্য। কারণ রঙ্গালয়ের ভিতরে গিয়ে পড়লে বাইরের নাট্যকারের অবস্থা এমন অসহায় হ'য়ে পড়ে যে, তাঁর কোন নূতন সাহায্যের আবশ্যক হয়েছে অত্যন্ত। সাংবাদিকরা যদি এখন থেকে নাট্যকারদের পক্ষ নেন, তাহ'লে রঙ্গালয়ের মধ্যে যে-সকল কুবিখ্যাত ও অবিখ্যাত "বড় বিদ্যা"র ওস্তাদ আত্মগোপন ক'রে আছে, ভবিষ্যতে তারা সংযত হ'তে পারে।

"আরবী-হুর" নাটক সম্বন্ধে না হোক, বর্ত্তমান আন্দোলন সম্বন্ধে আমার যেটুকু বক্তব্য আছে, সংক্ষেপে তা হচ্ছে এই:—

কথাটা গোড়া থেকেই বলি। স্বর্গীয় কবিবর ও বন্ধুবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের আগ্রহে ও অনুরোধে আমি ভিক্টর হুগোর "The King Amusement" নামক বিখ্যাত নাট্যকাব্যের ছায়াবলম্বনে একখানি নাটক লিখি।

বাংলা রঙ্গালয়ে তখনো নতুন দলের বা শিশিরকুমারের আবির্ভাব হয় নি। পরে স্বর্গীয় নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এবং নমস্য ও প্রাচীন সাহিত্যসেবক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় দ্বয়ের পরামর্শে, নাটকখানির মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন পরিবর্জ্জন, এবং অনেকগুলি নূতন দৃশ্য যোগ করি, যার ফলে আমার রচনাটি হয়ে দাঁড়ায় আধা-অনুবাদ, আধা-আনকোরা।

মাস-কয়েক আগে 'আর্ট থিয়েটারে'র জনৈক পরিচালক এবং জনৈক পদস্থ কর্ম্মচারীর অনুরোধে সেই নাটকখানি আমি সেখানে সমর্পণ করি। তারই কিছু দিন পরে আমারি কোন বন্ধুকে দিয়ে উক্ত কর্ম্মচারী খবর পাঠান যে, নাটকখানি 'ষ্টার থিয়েটারে' অভিনীত হ'তে পারে, যদি তার প্রথম অঙ্ক আমি কিছু পরিবর্ত্তিত ক'রে দি। কিন্তু রঙ্গালয়ে আমার নাটকের অভিনয় দেখবার জন্যে আমি মোটেই ব্যস্ত ছিলুম না, তাই সেই কথা শুনেই 'ষ্টার থিয়েটারে' ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটেও যাইনি।

এর পরে মাসখানেক কেটে গেল। তারপর হঠাৎ একদিন 'আর্ট থিয়েটারে'র কোন বিখ্যাত অভিনেতা আমাকে যা শুনিয়ে গেলেন, তার মর্ম্ম হচ্ছে এই:— আমার নাটক সামনে রেখে 'আর্টে'র কোন অভিনেতার পরামর্শে, কোন নাট্যকারের দ্বারা একখানি নূতন নাটক রচিত হচ্ছে। এবং ঐ নাটকখানি নাকি 'মনোমোহনে' অভিনীত হবে।

এ-কথা কতটা সত্য আমি তা জানিনা। তবে এ-কথা সত্য যে, "নাচঘরে"র অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায়-চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে আমি তারপর আমার নাটকখানি 'ষ্টার থিয়েটার' থেকে ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিলুম, কিন্তু ফেরৎ তখনো পেলুম না এবং এখনো পাই নি।

ঠিক তার মাসখানেক পরেই 'মনোমোহনে' "আরবী-হুর" খোলা হ'ল। এবং "আত্মশক্তি"তে প্রকাশিত "আরবী-হুরে"র আখ্যান-বস্তুও (যা আমার নাটকের সঙ্গে মিলে যায়) আমার চোখে পড়ল। লেখকের নামও বেরুলো না এবং বইও প্রকাশিত হ'ল না। সবই উল্টো ব্যাপার! কাজেই আমার মনে স্বভাবতঃই এই সন্দেহ জেগে উঠেছিল, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে হয়তো "আমার খরচে"ই অপরে মজা উপভোগ করেছে। কারণ এখন ব্যাপার বাংলা রঙ্গালয়ে আরো অনেকবার যে হয় নি, তাও নয়। তবে তখনো আমি এটা মনে করি নি যে, আমার নাটকখানি একেবারেই চুরি করা হয়েছে,—কারণ আর্ট থিয়েটারের পরিচালকদের উপরে আমার শ্রদ্ধার অভাব নেই।

এবং পরে স্বচক্ষে "আরবী-হুরে"র অভিনয় দেখে আমি বুঝেছি যে, ও-নাটকখানির উপরে আমার নাটকের গল্পের ছায়া আছে বটে, কিন্তু ওখানি আমার লেখা নয়। "আরবী-হুর"কে যাঁরা আমার লেখা ব'লে ভাববেন, তাঁরা আমার উপরে অত্যন্ত অবিচার করবেন। আজ চব্বিশ বৎসর ধ'রে সাহিত্যসেবা করছি যথাসাধ্য, কিন্তু অমন কুৎসিত লেখা যে কখনো লিখেছি, এমন অপবাদ শত্রুর মুখেও আজ পর্য্যন্ত শুনিনি। "আরবী-হুর" দেখলে হুগোর কঙ্কাল বোধ করি কবরের ভিতরে আর্ত্তনাদ না-ক'রে পারবে না।

আমার নাটকের সাহায্যে সত্যই কি "আরবী-হুর" লেখা হয়েছে? জানি না। তবে একটা প্রশ্ন স্বভাবতঃ এখনো আমার মনে জাগতে পারে যে, আমার নাটকখানি হাতে পাবার সঙ্গে সঙ্গেই হুগোর "The King's Amusement" অবলম্বনে লিখিত নাটক অভিনয়ের জন্যে আর্ট থিয়েটারের মধ্যে হঠাৎ উৎসাহ জাগল কেন? এতদিন কি 'আর্ট'-সম্প্রদায় নিদ্রাবিভোল ছিলেন?

কিন্তু এ প্রশ্নের হয়তো কোনই ভিত্তি নেই। কারণ কার উৎসাহ কখন্ জাগে, কে তা বলতে পারে? আর benefit of doubt ব'লেও তো একটা কথা আছে? সুতরাং আপাততঃ এই ব'লে আমি মনকে প্রবোধ দিতে পারি যে, "আরবী-হুর" যারই লেখা হোক, ওর ভিতর থেকে যে আমার ভাষা অব্যাহতি পেয়েছে, সেইটেই আমার পক্ষে মস্ত লাভ! শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী বা শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়—যিনিই "আরবী-হুরে"র জনক হ'ন, তাঁকে আমি 'সেলাম' করছি। "আরবী-হুর" তাঁদের কারুর যশকে যদি গগনস্পর্শী করতে পারে, আমি তাহ'লে মোটেই ঈর্ষালু হব ব'লে মনে হচ্ছে না।

ভবদীয়
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

ছায়াচিত্রে প্রয়োগনৈপুণ্য

(শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল)

বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে ছায়াচিত্রের স্থান অনেকখানি এবং অনেকখানি বলেই ছায়াচিত্রে প্রয়োগনৈপুণ্যের দিকটাতেই লোকের চোখ আগে পড়ে। প্রয়োগনৈপুণ্যের উপর ছবির সমস্ত নির্ভর করে এবং সে দিক দিয়ে প্রয়োজকের কাজটা ভারী দরকারী। ছবির ভালমন্দ সমস্তটাই এক রকম নির্ভর করে প্রয়োজকের উপর—এবং সে হিসেবে প্রয়োজকই হচ্ছে ছবির ভাগ্যবিধাতা। ছবি ভাল করতে গেলে প্রয়োজকের প্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে ছবির গল্পাংশটা বেশ তলিয়ে দেখা। তাঁকে দেখতে হবে লেখক কি দেখাতে চান, তাঁর প্রধান উদ্দেশ্যটা কি? গল্পর খোসা ছেড়ে দিয়ে শাঁসটাকে ধরা এবং সেই শাঁসকে বেশ ক'রে সাজিয়ে ছবি তুলতে হবে।

কিন্তু ভাল গল্প পেলেই যে ভাল ছবি করতে পারতে পারা যায়, তার কোন মানে নাই। একটা গল্প হয়তো সাহিত্যের দিক দিয়ে বেশ ভাল হ'তে পারে, কিন্তু তাতে "picture quality" না থাকতে পারে। গল্প ও ছবির উপযুক্ত হ'তে গেলে কতকগুলো জিনিষ থাকা চাই। সেগুলির অভাবে খুব ভাল গল্পও ছবিতে খারাপ দাঁড়িয়ে যায়।

অনেকে বলেন যে ভাল গল্প নাকি পাওয়া যায় না—বড় বড় লেখকের কলমের কালি নাকি ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু কথাটা ঠিক সত্যি নয়। প্রয়োজক যদি ভাল হয়—তাঁর ছবির খোরাক আপনি জোটে।

ছবি তোলবার সময় প্রয়োজকের থাকবে অবাধ স্বাধীনতা। গল্পের কাট-ছাঁট বিষয়ে প্রয়োজকের হাত থাকা চাই এবং লেখকের তাতে ক্ষুন্ন হওয়া উচিত নয়। এমন অনেক হয়। যে লেখকের অনেক ভুল প্রয়োজকের হাতে ধরা প'ড়ে শুধরে যায়। সেইজন্য লেখক, প্রয়োজক, অভিনেতা প্রভৃতি পরস্পরের মধ্যে একটা "harmony" থাকা উচিত।

Title-writing হচ্ছে প্রয়োজকের আর একটী শিখবার জিনিষ। ভাল title-writing না হ'লে ছবি ভাল হতে পারে না। 'Bad titles will kill a good picture"। ছবির Continuity ভাল ক'রে বজায় রাখতে গেলে ভাল title writing হওয়া চাই। তা না হ'লে ছবি বোঝা তো কষ্টকর হয়ে পড়েই,—তা ছাড়া ছবির সৌন্দর্য্যও নষ্ট হয়ে যায়। Title writing একটা art এবং এ সম্বন্ধে দস্তরমত শিক্ষানবিশি না করলে ভুঁইফোঁড় ওস্তাদ হবার আশা দুরাশা মাত্র। এমন অনেক দেখা যায় যে ভাল ভাল লেখক ছবির title লিখতে ব'সে একেবারে নিজের অজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে ফেলেন। কোন্‌টুকু ছবিতে দেখান দরকার, কোন্‌টুকু titleএর দ্বারা প্রকাশ করা দরকার এ তাঁরা ঠিক বুঝতে পারেন না, কাজে কাজেই উল্টো-পাল্টা ক'রে ফেলে ছবিটাকে একেবারেই নষ্ট ক'রে ফেলেন।

এ ছাড়া পাত্র-পাত্রী নির্ব্বাচনের, আলোকশিল্পীর দোষগুণ প্রয়োজকের জানা থাকা চাই। আর চাই, নিজের প্রতিভার উপর একটা অটল বিশ্বাস। ছবি তোলাবার সময় লোকমতের উপর খালি নজর রাখলে চলবে না। লোকমতকে কেবল মেনে চললে কাজে progress হ'তে পারে না। নিজের প্রতিভাবলে একটা নূতন-কিছুর আস্বাদ লোককে দেওয়াই হচ্ছে প্রয়োজকের কাজ।

প্রকৃত প্রতিভাবান প্রয়োজকের কাজই হচ্ছে প্রত্যেকখানা ছবির ভিতর দিয়ে নূতন রস বিলান। তাঁর art message যদি সত্যি হয় জনসমাজে তাঁর ছবির আদর হবেই হবে।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১১নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩, টাকা

৪র্থ বর্ষ
৩৩শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

১৩ই মাঘ
১৩৩৪

নাট্য-জগৎ

—:*:—

এদেশে রঙ্গালয়ের সমালোচনা—সাহিত্য-হিসাবে না হোক্, প্রয়োজনীয়তার হিসাবে নাট্যরসের রসিকদের কাছে যে ক্রমেই বেশী সমাদৃত হয়ে উঠছে তাতে আর সন্দেহ করা চলে না।

*

কেবলমাত্র রঙ্গালয়-বিশেষের দ্বারা পরিচালিত বা অনুগৃহীত দুই-একখানা পত্র-পত্রিকা ছাড়া, গত-যুগের সাময়িকের আসরে নাট্য বা তৌর্য্যত্রিকের আলোচনা একটা নিয়মিত ব্যাপার ছিল না। এখন কিন্তু নাট্য-সমালোচনা প্রায় প্রত্যেক সংবাদপত্রেরই একটা প্রধান বিশেষত্ব।

*

বেশ বোঝা যাচ্ছে, য়ুরোপের মত এখানেও নাট্য-সমালোচকরা ক্রমেই একটা শক্তির মত হয়ে উঠতে পারেন। এবং তাতে রঙ্গালয় ও জনসাধারণ, দুই পক্ষেরই লাভ ছাড়া লোকসান নেই কিছুমাত্র।



Mah Thein May

*

নাট্য-সমালোচনা এখনো এখানে উচ্চ-আদর্শের উপযোগী হয়ে ওঠেনি, একথা স্বীকার করি। সেজন্যে সমালোচকদের শিক্ষাও যেমন কতক পরিমাণে দায়ী, তেমনি দায়ী বাংলা রঙ্গালয়ও। আমাদের রঙ্গালয়ের আদর্শও বিশেষ উন্নত নয়। এবং সমালোচ্য বিষয়ের শ্রেষ্ঠতার উপরে সমালোচনার শ্রেষ্ঠতা যে কতখানি নির্ভর করে, সকলেই সেটা জানেন, আশা করি।

*

আসলে এটা হচ্ছে শক্তি-সংগ্রহের যুগ। এবং এই শক্তি-সংগ্রহের যুগে প্রত্যেক নাট্য-সমালোচকের উচিত, নানাদিকে সাবধান হয়ে চলা। ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যে তিনি সহযোগীর চেষ্টাকে আহত করবেন না। এবং আপনাদের মধ্যে যা-কিছু একতার পরিপন্থী, সর্ব্বদাই তা বর্জ্জন ক'রে চলবেন। এবং সর্ব্বোপরি, নিজের সম্প্রদায়কে কলঙ্কিত করবেন না, প্রাণান্তেও।

*

কিন্তু আমাদের নাট্য-সমালোচকরা এই কর্ত্তব্য যদি পদে পদে ভুলে যান, তাহ'লে এদেশের নাট্য-সমালোচনা কখনোই একটা অখণ্ড শক্তি হয়ে উঠবে না। সে ক্ষেত্রে পারণামে ঠকবেন. তাঁরা নিজেরাই।

*

এক হিসাবে, রঙ্গালয়ে সমালোচকের আসন, কতকটা আদালতের 'রিপোর্টারে'র মত। এবং সেইজন্যেই আদালতের তরফ থেকে যেমন সংবাদপত্রের 'রিপোর্টার'দের কাজের সুবিধা ক'রে দেওয়া হয়, রঙ্গালয়ের তরফ থেকেও নাট্যসমালোচকদের তেমনি কাজ করবার সুযোগ দেওয়া উচিত। কারণ সমালোচকরা হচ্ছেন জনসাধারণের আজ্ঞাবহ

*

তাই আমরা গতপূর্ব্ব সপ্তাহে, ব্যক্তি-গত হিসাবে নয়, সকল সহযোগীর পক্ষ নিয়েই লিখেছিলুম যে, বিলাতের মত এখানেও রঙ্গালয় থেকে নিয়মিত নিমন্ত্রণ হওয়া উচিত। অবশ্য, সমালোচকরা এখনো যে রঙ্গালয়ে নিজেরা গিয়ে দাঁড়ালে প্রবেশের সুযোগ পান না, তা নয়। নিমন্ত্রণও মাঝে মাঝে পান। তবে তা নিয়মিত নয়। এটা অন্যায়।

*

এই অন্যায়টা দেখিয়ে দিয়েছি ব'লে রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষরা রাগ প্রকাশ করলে হয়তো সেটা স্বাভাবিক বলতে পারতুম। কিন্তু এক্ষেত্রে অগ্নিমূর্ত্তি হয়ে ইতর ভাষায় গালাগালি করছেন কে? যিনি আপনাকে নাট্য-সমালোচকদের একজন ব'লে মনে করেন!

*

আমরা ভিক্ষা চাইনি, সত্য কথাই বলেছি। এবং সত্য স্বীকারে কোনই লজ্জা নেই। আমরা কেবল "নাচঘরে"র কথাই ধরিনি, কারণ টাকা খরচ ক'রে অভিনয় দেখবার সামর্থ্য "নাচঘরে"র আছে এবং যেখানে নিমন্ত্রণের অভাব হবে, ভবিষ্যতে সেখানে টাকা খরচ ক'রেই আমরা অভিনয় দেখব। আর

আগেও তা দেখেছি। "নাচঘর" আমাদের উদরান্নের সংস্থান করে না, আমরা কাগজ চালাই সখের খাতিরে!

*

"বাঙ্‌লা"র সম্পাদক, নাট্য-সমালোচকদের পক্ষ নিয়েছি ব'লে আমাদের বিরুদ্ধে কেবল 'খেউড়' গেয়েই ক্ষান্ত হননি, নিজের সম্প্রদায়কেও কলঙ্কিত করেছেন। সে পরিচয় গেলবারেই দিয়েছি। তিনি 'ষ্টার থিয়েটারে'র পোষ মেনে নিজের সম্মান এতটা ভুলে গেছেন যে, 'ষ্টারে'র অভিনয় হবার আগেই তার প্রশংসা-গান গেয়েছেন!

*

জবাবে আমরাও 'খেউড়' গাইতে পারব না, কারণ যারা 'খেউড়' গাইতে লজ্জা পায় না তাদের সমাজে আমরা কখনো মেলামেশা করিনি। আমরা খালি ভদ্রতার অধঃপতন দেখে দু'চারটে অপ্রিয় কথা বলতে পারি মাত্র।

*

আশা করি "বাঙ্‌লা"র সম্পাদক পাশ্চাত্য সাহিত্যে অত্যন্ত সুপণ্ডিত। কারণ, "আরবী-হুর" হুগোর "The King's Amusement" অবলম্বনে রচিত বলেছি ব'লেও আমাদের তিনি যা তা ব'লে গালাগালি দিয়েছেন! তিনি অতিশয় বিজ্ঞের মতন রায় দিয়েছেন, হুগোর ঐ নাটক দেখে "আরবী-হুর" লেখা নয়! রঙ্গালয়-বিশেষের কেউ তাঁর কাণে কাণে ঐ কথাটি ব'লে দিয়েছেন, না "কিংস্ অ্যামিউজমেণ্টে"র দু-একখানা পাতা উল্টোবার সুযোগ সত্যই তাঁর হয়েছে?

*

এখানে আগে থাকতে আর একটা কথা ব'লে রাখি। য়ুরোপে যে-সব নাটক অত্যন্ত পরিচিত, ইতালীর গীতিনাট্যকাররা সেই-সব নাটকের আখ্যানবস্তু অবলম্বন ক'রে নাটকের ও পাত্রপাত্রীর নাম বদলে অনেক 'অপেরা' (বা কেবলমাত্র গানে ভরা নাটক) রচনা করেছেন। যেমন ভার্ডির "Rigoletto" ও La Traviata যথাক্রমে হুগো ও ডুমার "The King's Amusement" ও "The Lady of the Camelias" অবলম্বনে রচিত।

*

হয়তো 'বাঙলা'-সম্পাদক ব'লে বসবেন, ভার্ডিই "আরবী-হুরে"র আখ্যান-বস্তু যুগিয়েছেন! কিন্তু কেবলমাত্র "রিগোলেটো" অবলম্বনে যে "আরবী-হুর" রচিত হয়নি, আমরা তার অসংখ্য প্রমাণ দিতে পারি। 'ষ্টার থিয়েটার' আমাদের কাছ থেকে যে বাংলা নাটকখানি নিয়েছেন, এবং যা আজও তাঁরা দয়া ক'রে ফিরিয়ে দেন নি, সৌভাগ্যক্রমে তার প্রথম পাণ্ডুলিপি আমাদের কাছেই আছে। মিথ্যা আমাদের গালাগালি দিয়ে "বাঙলা"র সম্পাদক লোকচক্ষে হীন হচ্ছেন কেন? তিনি আমাদের বাড়ীতে এসে অনায়াসেই চক্ষুকর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন করতে পারেন! কারণ "রিগোলেটো" ও আমাদের কৃত হুগোর অনুবাদ খুলে আমরা স্পষ্টই দেখিয়ে দিতে পারব, "আরবী-হুরে"র আঁতুড়ঘর কোথায়? "বাঙলা"র সম্পাদক যদি সত্য চান, তাহ'লে আমাদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করুন। নইলে আমাদের কাছ থেকে এতখানি স্পষ্টকথা শোনবার পরে, তাঁর পক্ষে মৌনব্রত অবলম্বন করাই হচ্ছে ভদ্রকার্য্য।

*

"বাঙলা"র সম্পাদক আর-একটি নূতন কথা শুনিয়েছেন। নাটকের দোষে নাকি ভালো অভিনয়ও ব্যর্থ হয়ে যায় না! নাট্য-সমালোচনার 'প্রথমভাগ'ও যে পড়েছে, এ-কথা শুনলে সেও বোধ হয় না হেসে পারবে না।

*

সাহেব-পাড়ায় ব্যাণ্ডম্যান কোম্পানীর চেষ্টায় আর-একটি নূতন রঙ্গালয় তৈরির আয়োজন হচ্ছে। এ রঙ্গালয়টি হবে একেবারে আধুনিক। এখানে সকল শ্রেণীর আসন থেকেই দর্শকরা রঙ্গমঞ্চের সমস্তটা দেখতে তো পাবেনই, উপরন্তু আমেরিকার গ্রীষ্মপ্রধান প্রদেশের রঙ্গালয়ের মতন এখানেও ভিতরকার হাওয়া কৃত্রিম বৈজ্ঞানিক উপায়ে ঠাণ্ডা রাখবার ব্যবস্থা করা হবে। বর্ত্তমানে কলকাতার কোন রঙ্গালয়েই এই দুটি সুবিধা নেই।

*

ব্যাণ্ডমানের দল আসছে বছরেই কলকাতার 'এম্পায়ার থিয়েটার' ছেড়ে দেবেন। ম্যাড্যান কোম্পানী সেখানে চলচ্চিত্রের আর-একটি নূতন প্রদর্শনী খুলবেন।

*

ধর্ম্মতলায় আর-একটি চলচ্চিত্রের রঙ্গালয় তৈরি হচ্ছে। তার অধিকারী বাঙালী বটে, কিন্তু সেখানে ছবি দেখাবেন দক্ষিণ ভারতের কোন ব্যক্তি।

*

'নাট্যমন্দির' আসছে ইংরেজী মাসে কলকাতার বাইরেও নানা স্থানে অভিনয় দেখাবেন।

*

'আর্ট থিয়েটার'ও আসছে ইংরেজী মাসে কলকাতার বাইরে একটি ভ্রাম্যমান সম্প্রদায় প্রেরণ করবেন। 'মনোমোহন থিয়েটারে'র জন্যে তাঁদের 'আর্টে'র চর্চ্চা ও খরচা এখন কিছুকালের জন্যে বন্ধ থাকবে।

*

সেই অবসরে 'মনোমোহনে'র মঞ্চায় "ইষ্টার্ণ ফিল্ম সিণ্ডিকেট" চলচ্চিত্রে "দেবদাস"কে প্রকাশ করবেন (১লা ফেব্রুয়ারি থেকে)। আগেই জানিয়ে রেখেছি, এই সম্প্রদায়ের সকলেই বাঙালী। সুতরাং বাঙালীর এই প্রচেষ্টায় যে বিদেশী ম্যাডান কোম্পানীর কোন সম্পর্ক রইল না, সেজন্যে আমরা অত্যন্ত সুখী হয়েছি।

*

'দেবদাস' চিত্রনাট্যের যে-সব নমুনা আমরা দেখেছি, তাতে আমাদের মনে বিশেষ আশার সঞ্চার হয়েছে। ছবিখানি যে দর্শকের চিত্তজয়ে অক্ষম হবে না, এ কথাটাও আমরা অসঙ্কোচে বলতে পারি।

*

শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি বিখ্যাত নট এবং অন্যান্য সুপরিচিত অভিনেতা ও অভিনেত্রী এই চিত্রাভিনয়ে আত্মপ্রকাশ তো করবেনই, তা ছাড়া দেবদাসের ভূমিকায় আর-একজন চারু-দর্শন ও শক্তিশালী নূতন নটের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। আশা করি বাঙালীর এই নূতন আয়োজন যাতে সফল হয়, প্রত্যেক বাঙালী সেজন্যে চেষ্টার ত্রুটি করবেন না। "বাঙালীকে বাঙালী না রাখলে আর কে রাখবে?" দেশে বাস ক'রেও যারা বিদেশী, বাঙালী শিল্পীরা যাদের অল্পমূল্যে ক্রীত অসহায় ক্রীড়নক মাত্র, আর কতদিন আমরা নির্ব্বোধের মত তাদের পকেট ভারি করব?

*

চলচ্চিত্র একটি লাভজনক জাতীয় ব্যবসায়ে পরিণত হ'তে পারে এবং তার দৌলতে নানা বিভাগে অসংখ্য বাঙালীর অন্ন-বস্ত্রের চিন্তা দূর হ'তে পারে, এ বিভাগে বাঙালীর চেষ্টার সঙ্গে যদি সমগ্র জাতির প্রাণের সম্বন্ধ থাকে।

*

—ক্ষমা চাইছি! সম্ভ্রান্ত বাঙালী পুরুষ ও মহিলাগণ 'এম্পায়ারে' "আলিবাবা" অভিনয় করবেন শুনে গত বারে আমরা যে মতপ্রকাশ করেছিলুম, নিশ্চয়ই তা সমীচীন হয় নি! গেল রবিবারে তাঁদের অভিনয় দেখবার আগে আমাদের ধারণাই ছিল না যে, "আলিবাবা"র মতন নাটকের অভিনয় অতখানি শ্লীল হ'তে পারে! নাটকখানির আপত্তিকর অংশ তাঁরা যে-ভাবে বাদ দিয়েছিলেন, তাতে অতি-বড় নীতিবাগীশেরও রুচি আহত হবার উপায় ছিল না। অথচ এই নাটকেরই সুর সাধারণ রঙ্গালয় কতখানি কুৎসিত ক'রে তুলেছে!

*

আমাদের সব-চেয়ে ভালো লেগেছে ফতিমার অভিনয়! এমন স্বাভাবিক, সুন্দর ও রুচিসঙ্গত ফতিমা আমরা প্রকাশ্য রঙ্গালয়েও দেখি নি। মর্জ্জিনা ও সাকিনার (শ্রীমতী সুনীতা রায় ও শ্রীমতী রেবা রায়) অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য। মর্জ্জিনার ও সখীদের নাচ প্রথম প্রথম চলনসৈ লাগছিল, কিন্তু পরে ক্রমাগত এইরকম ভঙ্গির পুনরাবৃত্তিতে যার-পর-নাই একঘেয়ে হয়ে প'ড়েছিল।

*

একটি জিজ্ঞাস্য। সম্ভ্রান্ত সমাজের মহিমায় নৃত্য কি শেষটা পা ছেড়ে হাতে গিয়ে উঠবে?

*

পুরুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অভিনয় করেছেন কাসিম। ইনিও প্রকাশ্য রঙ্গালয়ের অধিকাংশ বিখ্যাত কাসিমকে হার মানিয়েছেন। দস্যু-সর্দ্দারের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত কুনালচন্দ্র সেন স্থানে স্থানে অতি-অভিনয় করেছেন। আলিবাবার কণ্ঠস্বর কৃত্রিম ও উচ্চারণ ফিরিঙ্গী কায়দার। শুনলে মন খুসি হয় না। আবদালার অভিনয় চলনসৈ এবং নাচ শিক্ষানবিসের মত। এবং হুসেনটি অচল। সাজ-পোষাক চমৎকার—ঠিক নাট্যাকারে পরিবর্ত্তিত আরব্য-উপন্যাসেরই উপযোগী। আর উপভোগ্য হয়েছিল ইংরেজী 'অর্কেষ্ট্রা'য় দেশী গানের সুর।

*

ঢাকায় শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীর সম্প্রদায়ে ইতিমধ্যেই "সাজাহান," "মিসরকুমারী," "প্রতাপাদিত্য," "মোগলপাঠান," "শ্রীদুর্গা," "কর্ণার্জ্জুন," "বঙ্গে-বর্গী," "চন্দ্রশেখর," "হিরণ্ময়ী," "রেশমী রুমাল," "পরদেশী," "চাঁদে চাঁদে," "প্রেমের তুফান" ও "তুফানী" প্রভৃতির অভিনয় হয়ে গেছে।

*

গেল বুধবারে "বলিদান" দেখেছি, 'নাট্যমন্দিরে'। গিরিশচন্দ্রের 'বলিদান' অবশ্য আর্ট হিসাবে "প্রফুল্লের" মত বড় নাটক নয়! কিন্তু ভাবের দিক দিয়ে তা বাঙালীর প্রাণের সঙ্গে গাঁথা। আসছে বারে সে সব কথা আলোচনা করব।

*

'নাট্যমন্দিরে'র "বলিদান" অভিনয় আমাদের খুব ভাল লেগেছে, এবারে ইচ্ছা থাকলেও এর বেশী কিছু বলতে পারব না, কারণ 'নাচঘরে' আর স্থানও নেই এবং লেখবার সময়ও নেই। আগামী বারে "বলিদান" অভিনয়ের বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশ করব।

*

'মিনার্ভা'য় "যাজ্ঞসেনী" ঘোমটা তুলতে না তুলতেই আবার নাকি পিছিয়ে গেলেন? কারণ নাকি সম্প্রদায়ের বিদেশ যাত্রা? ব্যাপার কি, কলিকাতার প্রত্যেক রঙ্গালয়ই এবার বিদেশের হাতছানিতে এত-বেশী চঞ্চল হয়ে উঠল কেন?

*

থিয়েটারী সখ সারা-বাংলার ঘাড়ে যে ক্রমেই কি-রকম চেপে বসছে, আজকালকার ভ্রাম্যমান সদাসম্প্রদায়গুলি নিশ্চয়ই সে প্রমাণ দিতে পারে। শ্রীমান নির্ম্মলেন্দু তো বিদেশী মধু খেয়ে প্রবাসী বঁধু হয়েই রইলেন, সহরের অন্যান্য রঙ্গালয়গুলিও পা বাড়িয়েই আছেন, পথ খোলা পেলেই মফস্বলে ছুট মারতে চান। হাড়ভাঙা শীতকেও কেউ গ্রাহ্য করেন না, আসন্ন টাকার গরমই ওভারকোটের কাজ করে।

*

কিন্তু কলকাতার থিয়েটারী সখ কি আগেকার চেয়ে সত্যই বেড়েছে? মনে হয় না। কারণ তা হলে সহরে আগে যেমন উচ্চ আদর্শের সখের সম্প্রদায় ছিল, এখন আর তা দেখতে পাইনা কেন? এবং প্রকাশ্য রঙ্গালয়ের সংখ্যাও আগেকার চেয়ে বাড়ে নি। যে চারটি মাত্র রঙ্গালয় আছে, তারাও একসঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলতে পারছে না।.........না, কলকাতার থিয়েটারী উৎসাহ খুব আশাপ্রদ নয়।

দিনের শেষে

(গান)

—:০:—

(শ্রীরাসবিহারী মল্লিক)

ওগো পথিক, পথ কি তোমার
ফুরিয়ে গেল এই বাটে,
পারের বাঁশী হাওয়ার কাণে
সুর ভরেছে কোন্ নাটে!

আগল-ভাঙা কে তোর পাগল
অস্ত-রবির লাল রথে,
আসছে যে ঐ সুরের খোঁজে
আজকে বিজন প্রাণ-পথে!

তাইত রে তোর হৃদয় দোলে
গানের তানের মায়ায় ভোলে
আঁধার-আলোয় ভরিয়ে তোলে
পড়্‌তি-বেলার শেষ হাটে।
ওগো পথিক, পথ কি তোমার
ফুরিয়ে গেল এই বাটে।

চিত্রনাট্যের রূপকথা

—:০:—

বিলেতে আমাদের দেশের কি রকম খবর রাখে তার নমুনা :—কোনো বিলাতী চলচ্ছবি-বিষয়ের পত্র-সম্পাদককে একজন পত্রপ্রেরক প্রশ্ন ক'রেছিল ভারতবর্ষে চলচ্ছবি তৈরি হয় কিনা। তার উত্তর তিনি ছাপিয়েছিলেন 'না'।

*

জেসি, প্যামেলা, জন এই সব যে বিলাতী নাম এদের বিশেষ বিশেষ অর্থ আছে। জনকয়েক বড়ো অভিনেতা অভিনেত্রীদের নামের মানে আমরা জান্‌তে পেরেছি। ক্লাইভ, ডগ্‌লাস্, ক্যাথ্‌লিন্, এ্যালিস্ ও জনের মানে যথাক্রমে বিখ্যাত, ধূসর-কৃষ্ণ, নির্ম্মল, মহৎ ও ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ।

*

একদল চলচ্ছবি-অভিনেতা রূপসজ্জা না ক'রে অভিনয় কর্‌বার পক্ষপাতী। শ্রীযুক্ত জন্ জিলবার্ট সেই দলে যোগ দিলেন। 'প্রেম' নাম দিয়ে টল্‌স্টয়ের বিখ্যাত উপন্যাস 'এ্যানা কারেনিনার' যে চিত্র-নাট্য রচিত হ'য়েছে তাতে শ্রীযুক্ত জিলবার্ট কোনো রকম রূপ-সজ্জা না ক'রেই অবতীর্ণ হবেন।

*

শ্রীমতী ক্লারা বোর তেইশ বছর বয়েস হোলো—আমেরিকার কোনো ছবির কাগজের দ্বারা একবার একটা 'সৌন্দর্য্য-প্রতিযোগিতা' অনুষ্ঠিত হ'য়েছিল এবং তাতে পঞ্চাশ হাজার সুন্দরী নারী যোগ দিয়েছিলেন। সেই পঞ্চাশ হাজারের মধ্যে থেকে শ্রীমতীকে শ্রেষ্ঠ ব'লে নির্ব্বাচিত করা হ'য়েছিল।

*

শ্রীমতী স্যালি ও'নীল পাছে তাঁদের বোনের ক্ষতি হয় ব'লে একটি লাভজনক চুক্তি ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর বড়ো বোন শ্রীমতী মলি ও'ডে (আসল নাম সিউ ও'নীল) যে চিত্র-সঙ্ঘে কাজ ক'রছেন, শ্রীমতী স্যালিকে তাঁরা বহু অর্থ পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা ক'রেছিলেন। কিন্তু ভগ্নীর খ্যাতি ক্ষুণ্ণ হ'তে পারে ভেবে তিনি সে ব্যবস্থা গ্রহণ ক'রেন নি। অনেক বলা কওয়ায় তিনি ঐ চিত্রসঙ্ঘের একখানি ছবিতে নায়িকার অংশে অভিনয় কর্‌তে সম্মত হয়েছেন। সেই ছবির নাম হবে 'উন্মত্ততার ক্ষণ' (Mad hour)।

*

আমেরিকার রঙ্গালয়ের বিখ্যাতা অভিনেত্রী শ্রীমতী জিন্ ইগ্‌ল্‌স্ চিত্রনাট্যে অভিনয় ক'রতে এলেন। প্রথম যে ছবিতে তিনি নায়িকার অংশে নাম্‌বেন তার নাম হোলো 'যৌবনের আগুন' (Fires of youth)। নায়কের ভূমিকা নেবেন স্বনামধন্য অভিনেতা শ্রীযুক্ত জন্ জিল্‌বার্ট।

*

এই সম্পর্কে আর একটা কথা মনে প'ড়ছে, শ্রীযুক্ত জিলবার্ট এখন অবিবাহিত। একদিন তাঁর স্ত্রী ছিলেন যশস্বিনী চলচ্চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী লিএট্রিস্ জয়।

*

শ্রীমতী মিলটন্ সিল্‌সের বাগান করবার সখ খুব আর নানা জায়গা থেকে তিনি দুর্লভ গাছপালা সংগ্রহ করেন। ক্যালিফোরনিয়াতে আর কোথাও সুপারি গাছ নেই—কেবল তাঁরই বাগানে একটি আছে।

*

শ্রীমতী ডোলোরেস্ কষ্টেলো ও তাঁর অভিনয় এখানকার দর্শকদের অচেনা নয়, কারণ 'জলের জানোয়ার (The Sea Beast) নামক ছবিতে তিনি নায়িকার অংশ নিয়েছিলেন। তাঁর বড়ো বোন্ শ্রীমতী হেলেনি কষ্টেলোর সম্প্রতি শ্রীযুক্ত জন রিগানের সঙ্গে বিয়ে হ'য়ে গেছে।

*

আর একটি বিয়ের খবর—প্রসিদ্ধা চলচ্ছবি-অভিনেত্রী শ্রীমতী লুইসি ফ্যাজেন্‌ডার সঙ্গে শ্রীযুক্ত হ্যাল ওয়ালেসের বিয়ে হ'য়ে গেল।

"গি"

জার্ম্মান-নট ম্যাক্স রাইনহার্ড

—:*:—

(শ্রীভারতকুমার বসু)

প্রায় তেরো বৎসর পূর্ব্বে জার্ম্মান রঙ্গমঞ্চের সুবিখ্যাত নাট্যাচার্য্য মিঃ হার্ অটো ব্রাম্ একদিন এক তরুণ নটের অভিনয় দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন। এই নট তখন গ্রহণ ক'রেছিলেন এক বৃদ্ধের ভূমিকা। মিঃ ব্রাম্ তখনি তাঁর মনোদর্পণে এই অভিনেতাটির সুন্দর অভিব্যক্তিটুকু তুলে নিলেন। এই অভিনেতাটিই ছিলেন আর্টিষ্ট-শ্রেষ্ঠ মঞ্চশিল্পী মিঃ ম্যাক্স রাইনহার্ড!...

জার্ম্মান নাট্যমঞ্চের উপর রাইনহার্ডের ছিল অপ্রতিহত প্রভাব! অনেক অভিনেতাই তাঁর প্রতিভার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রতে গিয়েছিল। কিন্তু ফিরে এসেছিল করুণ নিস্ফলতা নিয়ে!...দিন দিন রাইনহার্ডের বিজয়-পতাকা উড়তে লাগলো শুধু স্বদেশ নয়,—পৃথিবীর সব স্থানেই!...প্যারিস, নিউইয়র্ক, সেণ্টপিটার্সবার্গ, মস্কো, ভিয়েনা, বুডাপেষ্ট, এবং ষ্টকহল্‌ম্ এখনও তাঁকে সম্মান করে!...

উৎসাহ, নম্রতা, এবং উচ্চ আশা হচ্ছে রাইনহার্ডের মনোবৃত্তির বিশেষত্ব! স্নায়ু-সবল অঙ্গের গঠন জানিয়ে দেয় তাঁর দৈহিক শক্তি!...তাঁর মানসিক শক্তিও উদ্দীপ্ত হয় তাঁর স্বভাব-গম্ভীর মুখের নিবিড়-পাংশু দুটি চোখের দৃষ্টিতে!...

রাইন্‌হার্ডকে কোন কোর্য্যে নিযুক্ত অবস্থায় দেখলে মনে হবে, যেন একটা গতিশীল বৈদ্যুতিক যন্ত্র কাজ ক'রছে; কিন্তু নিঃশব্দে!...কোনও ব্যাপারে তিনি ধৈর্য্যচ্যুত হন না!...তিনি বলেন যে, চোখদুটোর মত শ্রবণ দুটারও মঞ্চ-সক্রান্ত সমান অধিকার থাকবে।...“নিজের অনুভূতির উপর বিশ্বাস ক'রে নির্ভীকভাবে থাকব,” এইটা হচ্ছে তাঁর মনের কথা!—এবং এদিকে তিনি বিশেষ মনোযোগী হন, যখন তিনি পুরানো নাটকগুলির পুনরভিনয় ক'রতে যান! এই অভিনয়ের মধ্যে তাঁর একটু বিশেষত্ব আছে। সেই সময়ে তিনি তাঁর বিখ্যাত কাঁচির সাহায্যে আসল নাটকের অনেক স্থান পরিবর্জ্জিত ও পরিবর্ত্তিত ক'রে নেন!—তাতে সমালোচকদের বক্ষ-কুণ্ডে উত্তপ্ত শোণিত-স্রোত উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে। তারা তার-স্বরে চীৎকার করে, “অভিনয় সুন্দর হ'লেও “উইনটার্‌স্ টেল” ও “এ মিড্ সামার্ নাইটস্ ড্রিম্” সেক্স্‌পীয়ারকে অপমান ক'রেছে, এবং “দি রবার্‌স্” শিলারের সম্ভ্রমকে নত ক'রেছে, আর “ফাউষ্ট” গেটেকে নির্ব্বাসিত ক'রেছে!—রাইন্‌হার্ড্ বলেন, “থিয়েটার হচ্ছে থিয়েটারেরই জিনিস। আর, আমার ষ্টেজ্ এমন হবে যেখানে আনন্দ-দুঃখের লীলাভিনয় চ'লবে, যেখানে অভিনেতৃরা হাসি-কান্নার অভিব্যক্তি জাগাবে, আর যেখানে ফুটে উঠবে আলো-ছায়া-মাখা ক্ষণ-পরিবর্ত্তনশীল অপূর্ব্ব বর্ণ-রেখা!” মঞ্চের উপর দৃশ্যের প্রতারণাকে তিনি ঘৃণা করেন। সেইজন্যে যথাসময়ে সেখানে থাকে—সত্যিকার বই, দরজা, জানলা, ফুল ইত্যাদি!...“কাফি-ক্লাচ্”—নামে একটা নাটকের অভিনয় হবার সময়ে, তাঁর পাদপ্রদীপের আলোকের সামনে ভেসে উঠেছিল—পেয়ালা-ভরা সত্যিকার কাফির লোভনীয় শোভাটা। তার ফলে, তখনকার দর্শকরা নাকি রীতিমত তৃষ্ণার্ত্ত হ'য়ে উঠেছিল!...বার্লিনের 'ক্লিন্‌স্' থিয়েটারে রাইন্‌হার্ড পরে নট-অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হন্!—সেখানে ষ্ট্রিন্‌ড্‌বার্গের 'ড্রান্‌কন্‌নেস্' নাটক অভিনয় ক'রে তিনি বিজয়-মাল্যে বিভূষিত হ'য়েছিলেন! এর পর সেখানে হয় অস্কার ওয়াইল্‌ডের 'স্যালোমে'-নাটক! কিন্তু 'সেন্‌সর' কিছুদিন পরেই এর অভিনয় বন্ধ ক'রে দেয়!—কিন্তু রাইন্‌হার্ড ধার্ম্মিক ইহুদীর ভূমিকা নিয়ে এই নাটকখানি গুপ্তভাবে অভিনয় করেন। সেই অভিনয় দেখে মিঃ রিচার্ড ষ্ট্রাউস্ তাঁর জন্যে একখানি নাটক লেখেন এবং তারও নাম দেন 'স্যালোমে'! এই 'স্যালোমে' সমস্ত জার্ম্মান্-দেশে এক চাঞ্চল্য জাগিয়ে দিয়েছিল!...

রাইন্‌হার্ড পরে 'গোর্কি'র 'নাইট্ এ্যাসাইলাম্' নাটকখানি অভিনয় করেন! সে অভিনয় এত সাফল্যমণ্ডিত হ'য়েছিল, যে তা উপর্য্যুপরি চ'লেছিল পাঁচশো রাত্রি ধ'রে!...এই সময়ে জর্জ্জ বার্ণাড শ'র সুখ্যাতি এসে প'ড়লো সেই দেশে। রাইন্‌হার্ড তখন 'নিউয়েস্' নামক অপেক্ষাকৃত একটী বৃহৎ রঙ্গালয়ে শ'র 'আর্ম্‌স্ এ্যাণ্ড্ দি ম্যান্' এবং 'ক্যান্‌ডিডা' নামক দুখানি নাটক অভিনয় ক'রলেন!—সে অভিনয়ে তাঁর যশ আরও বর্দ্ধিত হ'লো!—১৯০৫ সালে "ডাচেস্"-থিয়েটারের অধিকারী-রূপে তিনি নিযুক্ত হন্। সেখানে “ভেনিসের বণিক”-নাটক অভিনয় ক'রে তিনি তাঁর যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন! কিন্তু তাঁর মনোভাব ছিল স্বতন্ত্র প্রকারের; এবং তাতে বিজড়িত ছিল কথা-সাহিত্যের প্রতি তাঁর আন্তরিক অনুরাগ!—এই কারণেই তিনি 'ক্যামার্‌স্‌পিল্'-নামক একটী সুন্দর নাট্য-ভবন তৈরী করিয়ে সেখানে অভিনয় ক'রলেন ইবসেনের 'ঘোষ্ট্‌স্' নাটকখানি! এই অভিনয়ই এঁকে দিলে এই নূতন নাট্য-মন্দিরের উন্নত শিখরে—

বিজয়-চন্দনের উজ্জ্বল তিলক!…এর পর উক্ত রঙ্গালয়ে অভিনীত হ'য়েছিল মিঃ ফ্র্যাঙ্ক ওয়েডকীণ্ডের "বসন্ত-জাগরণ" নাটকখানি!…

রাইন্‌হার্ড হচ্ছেন একজন যৌবন-বিশ্বাসী পুরুষ!—তৈরী-করা অভিনেতৃদের নিয়ে তিনি কাজ ক'রতে চান্ না। তিনি চান্ তাদের তরুণ অবস্থায় পেতে, এবং নিজের আদর্শে তাদের গ'ড়ে তুলতে।—তাঁর স্ত্রী হচ্ছেন একজন প্রতিভা-শালিনী অভিনেত্রী!—তাঁর নাম এল্‌সি হিম্‌স্!—রঙ্গজগতে এত-শীঘ্রই এল্‌সি যে সুনাম কিনতে পেরেছেন, এজন্যে তিনি বিশেষভাবে ঋণী তাঁর স্বামী—মিঃ রাইন্‌হার্ডের কাছে, যিনি আর্টের উন্নতির জন্যে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই প্রাণপণে সাহায্য ক'রে এসেছেন, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে এবং এই কারণেই জগতের বুকে তাঁর কীর্ত্তি-গাথা অমর হ'য়ে থাকবে!…

পৃথিবীর সাতটি আশ্চর্য্য

১

পাঁচ বৎসর বয়সে আমরা এই ভেবে আশ্চর্য্য হই যে, বয়স্ক লোকরা কেন যা-খুসি-তাই করতে পারে?

২

আট বৎসর বয়সে আমরা এই ভেবে আশ্চর্য্য হই যে, পৃথিবীতে কেন আমাদের ইস্কুলে যেতে হয়?

৩

পনেরো বৎসর বয়সে আমরা এই ভেবে আশ্চর্য্য হই যে, পৃথিবীতে কেন মানুষ প্রেমে পড়ে?

৪

বিশ বৎসর বয়সে আমরা এই ভেবে আশ্চর্য্য হই যে, পৃথিবীতে প্রেম ছেড়ে কেমন ক'রে মানুষ বাঁচতে পারে?

৫

ত্রিশ বৎসর বয়সে আমরা এই ভেবে আশ্চর্য্য হই যে, আমাদের যৌবন এলই বা কখন্ আর গেলই বা কখন্?

৬

চল্লিশ বৎসর বয়সে আমরা এই ভেবে আশ্চর্য্য হই যে, আমাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে কি করা যেতে পারে?

৭

পঞ্চাশ বৎসর বয়সে আমরা এই ভেবে আশ্চর্য্য হই যে, শিশুরা কেন যা-খুসি-তাই করতে পারে?

হলিউডে অর্থব্যয়

—:০:—

হলিউডের চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ীরা তাঁদের Studio executiveদের জিজ্ঞাসা করেছেন যে, দামী চিত্র-নাট্যগুলিকে বার ক'রবার সময় তাঁদের ব্যয় কি চরমে উঠছে? তাঁদের এই জিজ্ঞাসা করবার একটু অর্থ আছে। কারণ, উক্ত এগ্‌জিকিউটিভরা পুনঃ পুনঃ প্রচেষ্টার অজুহাতে ওই সমস্ত ব্যবসায়ীদের খরচের দিক দিয়ে রীতিমত অস্থির ক'রে তুলেছেন! এবং সেইজন্যেই বোধ হয় লোকেরা শুনতে পাচ্ছেন যে, "এবার যা ফিল্‌ম্ হবে, তা অজস্র অর্থব্যয়ের অবদান এবং আয়তনে অকল্পিতভাবে বৃহত্তম!…" তিন-চার বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকার চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ীরা মোটামুটি একটা অনুমান ক'রেছিলেন যে, তাঁদের সাধারণ ছবির খরচ পড়বে ২৫০০০ পাউণ্ড হ'তে ৩০০০০ পাউণ্ডের মধ্যে! কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে, তার অঙ্কটা হচ্ছে ৫০০০০ পাউণ্ড, এবং 'অসাধারণ' অথবা 'বিশিষ্ট' চিত্রের জন্য ব্যয় হয় ৪০০০০০ পাউণ্ড (যার জন্য আগে ব্যয় হ'তো ১০০০০০ পাউণ্ড)! এই অত্যধিক ব্যয়ের মূল কারণ হচ্ছে—'ষ্টার' অভিনেতৃদের বেতনের অত্যাধিক্য!…তার উপর প্রতি সম্প্রদায়ের মধ্যেই থাকে রীতিমত অর্থ-পুষ্ট কম-বেশী চল্লিশটি সহকর্ম্মী-প্রয়োজক! একখানি চিত্র নাট্য বার ক'রতে শতকরা ২৫ পাউণ্ড ব্যয় হয় অভিনেতৃদের জন্য, ১০ পাউণ্ড প্রয়োজক ও ফটোগ্রাফারের জন্যে, ২০ পাউণ্ড যন্ত্রপাতির জন্যে, ২০ পাউণ্ড নাম-কারক ও ষ্টুডিও-কর্ত্তার জন্যে, ১০ পাউণ্ড দৃশ্যশিল্পী ও গল্পলেখকের জন্যে, ৫ পাউণ্ড সাদা (Raw) ফিল্‌ম্ কেনার জন্যে এবং বাকী—পোষাক ও আসবাব-পত্রের জন্যে!—এছাড়া খুচরা ব্যয় 'বাজে খরচে'র মধ্যে ধরা হয়! এই অত্যধিক খরচের জন্যে সম্প্রতি Famous Players Lasky Corporation ঠিক ক'রেছেন যে, প্রতি সপ্তাহে শতকরা ১০ পাউণ্ড হিসাবে তাঁরা প্রত্যেকের মাইনে থেকে কেটে নেবেন!…

এরই মধ্যে এক আমেরিকান ফিল্‌ম্ কোম্পানী তাঁদের সম্প্রদায়ের অর্দ্ধেক লোককে ছাড়িয়ে দিয়েছেন! সেখানে এখন আছে শুধু চল্লিটি অভিনেতা এবং বারোটি প্রয়োজক!…দুর্ভাগ্যের বিষয়, বহু মাস ধ'রে চেষ্টা ক'রেও আজ পর্য্যন্ত তাঁরা একখানি বইও বার করতে পারছেন না! অথচ তাঁরাই পূর্ব্বে এক বছরের মধ্যে পঞ্চাশটি ফিল্‌ম্ বার করতেন, এবং সে সময়ে তাঁদের সম্প্রদায়ে ছিল আশীটি লোক!

হলিউডে এক অতি গোমূর্খ ব্যক্তি বাস করে। কিন্তু তার বিশেষ গুণ হচ্ছে এই, সে প্রাচীন যুগ সম্বন্ধীয় ব্যাপারের সুন্দর পরিকল্পনা দিতে পারে! এই কারণেই সে প্রতি চিত্রনাট্যে ৩০০০ হ'তে ৪০০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত উপায় করে! তা ছাড়াও সে উপ্‌রি-কমিশান পায় সম্প্রদায়ের কাছ থেকে!—একখানি ছবি তৈরি করবার সময় অর্থব্যয়ের যে পরিমাণ আন্দাজ করা হয়, বাস্তবিক পক্ষে তা কিন্তু পরে সব ব'দলে যায়! উদারণ স্বরূপ ধরা যেতে পারে The Wedding March চিত্রনাট্যখানিকে! এখানি তুলতে যা খরচ হ'য়েছে, কর্ত্তারা হিসাব ক'রে দেখেছেন যে, তার এক-দশমাংশ অর্থতেই বেশই তোলা যেতে পারতো!…

"ওভার দি হিল্"—ছবিখানি তুলতে খরচ প'ড়েছিল ২০০০০ পাউণ্ড, এবং তা আয় দিয়েছিল ৪৬০০০০ পাউণ্ড!…"দি কভার্ড ওয়াগন্" ছবিখানি তুলতে খরচ প'ড়েছিল ১৫০০০ পাউণ্ড, এবং তাতে আয় হয়েছিল ১০০০০০০ পাউণ্ড!…"দি বিগ্ প্যারেড"—ছবিটি তুলতে ব্যয় হয়েছিল ২০০০০০ পাউণ্ড এবং আশা করা যায় যে, তা থেকে আয় হবে ১০০০০০০ পাউণ্ড!…

ভালো একখানি আমেরিকান ফিলম্ তুলতে ৪০০০০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত খরচ হয়। কিন্তু ব্রিটিশ ফিল্ম আজ অবধি অত-বেশী অর্থের মুখ দেখেনি ,... অথচ তা কোন অংশেই অসুন্দর নয়!...শেষোক্ত ফিল্ম্-কোম্পানীর কর্ত্তারা বলেন যে, আমেরিকা যে-ছবি তুলবে ৫০০০০ পাউণ্ড খরচ করে, তাঁরা তা তুলবেন ২০০০০—৩০০০০ পাউণ্ড ব্যয় ক'রে!...আর সে ছবি রীতিমত পাল্লা দেবে আমেরিকান্ ছবির সঙ্গে!...

—ভারত—

নাচঘরের গল্প

(অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু এম, এ)

ব্যারী ও গ্যারিক

নাট্যজগতে গ্যারিকের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ব্যারী (Barry)। "নিতে ভবানীর লড়াই"য়ের মত লোকে এই দুই মহারথীর সংগ্রাম উপভোগ করত। দুইজনে দুই থিয়েটারে থেকে অনেক সময় একই নাটকের (বিশেষতঃ সেক্সপিয়ারের নাটকের) একই ভূমিকা অভিনয় করতেন। ফলে নাট্যামোদিগণ এককালে একই চরিত্রের দুটি বিভিন্ন রকমের উৎকৃষ্ট চিত্র দেখে বিশেষ আনন্দ লাভ করত। অনেক সময় তার মধ্যে কোন্‌টা বেশী ভাল তা বিচার করা অসম্ভব হ'ত। আর দর্শকেরাও আমাদের দেশের নাট্যসমালোচকদের মত সে বিচার করবার জন্য বড় ব্যস্ত হ'ত না। দু'রকমের উপাদেয় ভোজ্যের মত তারা দুটো ছবিই সমান উপভোগ করত এবং দু' অভিনেতাকেই সমান ওজনে তাঁদের প্রাপ্য প্রশংসা দিত। কিন্তু অভিনয়ের বিভিন্নতার সঙ্গে এই প্রশংসাটা বিভিন্ন রূপ ধারণ ক'রত, এবং তাতেই দর্শকগণের প্রকৃত সমালোচনা করবার ক্ষমতা প্রকাশ পেত। উভয় অভিনেতার অভিনয় দর্শকেরা কিরূপভাবে গ্রহণ করতেন তার একটা সুন্দর পরিচয় তখনকার একজন কবি নিম্নলিখিত চার ছত্র কবিতায় দিয়েছেন।—

The town has found out different ways
 To praise different Lears,
To Barry gives its loud huzzas,
 To Garrick only tears.

জানে লোকে দুই লিয়ারেই ক'র্ত্তে তারিফ,
 দিয়ে যেটি প্রাপ্য যারি;
তাই ব্যারীকে দেয় তারা জয়ধ্বনি,
 আর গ্যারিকে অশ্রুবারি।

আমাদের দেশের সূক্ষ্মদর্শী নাট্যসমালোচক ও দর্শকগণ শ্রীমান শিশির কুমারের সাজাহান ও শ্রীমান অহীন্দ্র চৌধুরীর সাজাহানের মধ্যে এইরূপ কোন প্রভেদ আবিষ্কার করেছেন কিনা জানতে পারলে সুখী হব।

গ্যারিকের কৌতুকপ্রিয়তা

গ্যারিক কৌতুক ক'রতে খুব ভালবাসতেন এবং সময়ে সময়ে সেটা বেশ একটা নাটকের আকার ধারণ করত। তাঁর পরিহাসের বিশেষ লক্ষ্য ছিলেন ডাক্তার মন্সী (Dr Monsey)। মন্সী ডাক্তার ছিলেন ভাল, কিন্তু একটু আধপাগ্‌লাটে গোছ ছিলেন। একদিন সন্ধ্যার সময় তিনি গ্যারিকের বাড়ীতে এসে দেখলেন যে গ্যারিকের বড় অসুখ করেছে, গ্যারিক বিছানায় প'ড়ে ছট্‌ফট্ করছেন। অথচ সে রাত্রে গ্যারিক লিয়ার সাজবেন ব'লে বিজ্ঞাপিত হ'য়েছিল। গ্যারিকের সে অবস্থা দেখে মন্সী বিশেষ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করাতে, গ্যারিক দুর্ব্বল কাতর স্বরে বললেন, "আপনি ভাববেন না, আমাদের থিয়েটারে মার (Marr) নামে একজন অভিনেতা আছে, সে অবিকল আমার মত দেখতে। আমি তাকেই এরাত্রের জন্যে লিয়ার সাজবার ভার দিয়েছি। লোকটার নকল করবার অদ্ভুত ক্ষমতা, দর্শকেরা কিছুতেই বুঝতে পারবে না যে সে আমি নই, আর একজন।" এইকথা শুনে মন্সী আরও উৎকণ্ঠিত হ'য়ে বললেন, "বলেন কি! আপনি কি পাগল হয়েছেন? লোকটা যদি ধরা প'ড়ে যায়, তা হ'লে আপনার এত-বড় মান-যশ থিয়েটারে যে সব ডুবে যাবে!" গ্যারিক উত্তর করলেন, "কোন চিন্তা নেই, আমি আপনাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করছি আপনি আজ স্বয়ং থিয়েটারে উপস্থিত থাকবেন, এবং আপনি স্বচক্ষে এই পরিবর্ত্তনের ফল দেখে আমাকে সংবাদ দেবেন।" ডাক্তার অবশেষে তাই করতে স্বীকার করলেন এবং থিয়েটারে যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'তে চ'লে গেলেন। এদিকে তিনি যাবার পরক্ষণেই গ্যারিক তাড়াতাড়ি বিছানা হ'তে উঠে থিয়েটারে ছুটলেন ও লিয়রের ভূমিকা রীতিমত অভিনয় করলেন। সে অভিনয় দেখে ডাক্তার ত অবাক! তিনি কিছুতেই বুঝতে পারলেন না যে, কেমন ক'রে একজন লোক আর একজনকে এমন হুবহু ভাবে নকল করতে পারে! অভিনয়ান্তে কতকটা সন্দেহাকুল চিত্তে তিনি গ্যারিকের বাড়ীতে ফিরে এসে দেখলেন, গ্যারিক তখনও বিছানায় প'ড়ে কাৎরাচ্ছেন! কিন্তু একটা দোষ হয়ে প'ড়েছিল! গ্যারিক ডাক্তারের আগে বাড়ীতে পৌছেছিলেন বটে, কিন্তু লিয়ারের পোষাকটা বদলানোর আর অবসর ঘ'টে ওঠেনি। গ্যারিক এই বেশ-পরিবর্ত্তনের কি সন্তোষজনক কারণ ডাক্তারকে দেখিয়েছিলেন তা আমরা জানিনা।

গ্যারিকের অভিনয়-শক্তি

গ্যারিকের অসাধারণ ভাবাভিব্যক্তি ও অন্তর্ভেদী চাহনির সম্বন্ধে অনেক গল্প শোনা যায়। একদিন তিনি ম্যাকবেথের ভূমিকা অভিনয় করছেন। তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে ম্যাকবেথ নিমন্ত্রিত লর্ডদিগকে ভোজ-গৃহে যথাযোগ্য আসনে বসাতে ব্যস্ত আছেন, এমন সময় একজন ঘাতক দ্বারদেশে দেখা দিল। সে সেইমাত্র পথে ব্যাঙ্কোর হত্যাকার্য্য সম্পন্ন ক'রে ম্যাকবেথকে সেই খবর দিতে এসেছে। ম্যাকবেথ তাকে দেখেই দ্বারের কাছে অগ্রসর হ'য়ে বললেন, "তোমার মুখে রক্ত লেগে রয়েছে!" (There's blood upon thy face) এ কথার উত্তরে ঘাতকের বলবার কথা, "এ রক্তটা তবে ব্যাঙ্কোর ('Tis Banquo's then)।" কিন্তু গ্যারিক তাঁর কথা এমন গম্ভীর ভাবে উচ্চারণ করলেন যে, যে-অভিনেতা ঘাতকের ভূমিকা অভিনয় করছিল সে ভাবলে যে, যথার্থই তার মুখের একটা শির ছিঁড়ে গিয়ে তা থেকে রক্ত বেরুচ্ছে! সে তখনই অত্যন্ত ব্যস্ত হ'য়ে নিজের কথা ভুলে গিয়ে ব'লে ফেললে, "অ্যাঁ, সত্যি নাকি (Is there, by good ?)?"

গ্যারিকের নাম ছিল ডেভিড গ্যারিক তা সকলেই জানেন। তাঁর পিটার নামে এক ভাই ছিলেন, তিনি লিচফিল্ডে বাস করতেন। সেই সময় সেখানকার একজন মুদী গ্যারিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার অভিলাষ ক'রে পিটারের কাছ থেকে একখানি পরিচয়পত্র নিয়ে লণ্ডনে আসে। কিন্তু প্রথমে গ্যারিকের বাড়ীতে গিয়ে সে থিয়েটার দেখতে যায়। সেদিন থিয়েটারে বেন জন্‌সনের 'আলকেমিষ্ট' নাটকের অভিনয় হচ্ছিল আর গ্যারিক সেজেছিলেন তামাক-ওয়ালা 'আবেল ড্রাগার'। গ্যারিকের সেই মূর্ত্তি ও তদুপযোগী অভিনয় দেখে তাঁর মুদীর এতটা অশ্রদ্ধা জন্মে গেল যে সে আর গ্যারিকের সঙ্গে দেখা না ক'রেই লিচফিল্ডে ফিরে গেল এবং পিটারকে বললে, "দেখ, তোমার ভাই ডেভিড খুব নামজাদা বড়লোক হোতে পারে, তার অনেক টাকা থাকতে পারে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি আমি অমন নীচ জঘন্য লোক আর কখন দেখিনি!" গ্যারিকের অভিনয় যে, কতটা সুন্দর ও স্বাভাবিক হ'য়েছিল তা মুদীর এই কথা থেকে বোঝা যায়। মুদী অবশ্য বুঝতে পারেনি যে, সে গ্যারিকের এই ভয়ানক নিন্দা করতে গিয়ে তাঁর অভিনয়-গৌরব কতটা বাড়িয়ে দিয়েছিল!

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্তৃক মুদ্রিত ও ১১নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বাষিক মুল্য ৩৲ টাকা

৪র্থ বর্ষ

৩৩শ সংখ্যা

সম্পাদক:—

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

২০শে মাঘ

১৩৩৪

নাট্য-জগৎ

—:*:—

আর্ট ছিল আগে উদ্দেশ্য-মূলক। প্রাচীন যুগে আর্ট কেবল আনন্দদায়ক ছিল না, আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে সে শিক্ষাদানও করত এবং তার চিত্তে থাকত ধর্ম্মানুরাগ।

*

কবি গাইতেন চার বেদ, রামায়ণ ও মহাভারতের গান; চিত্রকর ও ভাস্করের হাতে ফুটত মন্দির ও গির্জ্জার চিত্র বা মূর্ত্তি, স্থপতি গড়তেন দেব-দেবীর জন্যে কণারক, পার্থেনন বা রীমসের ভজনালয়; শ্রেষ্ঠ নর্ত্তকীরা সেখানে গিয়ে দেখাতেন নাচের লীলা; কথক করতেন সেখানে আবৃত্তি এবং অভিনেতারা সেখানে গিয়ে বসাতেন যাত্রার আসর।

*

এবং পঞ্চম বেদ নামে যা খ্যাত, সেই নাট্য-বেদও পৃথিবীর কোন খেয়ালী কলাবিদের রঙিন মস্তিকে জন্মলাভ করেনি, সে আত্মপ্রকাশ করেছিল দেবতার সভায়, পিতামহ ব্রহ্মার মহান হৃদয়ে। এবং আজও হিন্দু নটের প্রধান দেবতা নটরাজ মহাদেব।



তিনি বললেন, সমাজের চলতি ধর্ম্ম, পুরুতের গড়া ধর্ম্ম,—আমার মর্ম্ম, আমার কর্ম্ম খালি সেইখানেই বন্দী নয়। আমার ধর্ম্ম শিল্পীর ধর্ম্ম—স্বাধীনতার ধর্ম্ম। আমি ভগবানের কাছেও যাব, সয়তানের কাছেও যাব, সুশ্রীর মধ্যে রূপ দেখব, কুশ্রীর মধ্যেও রূপ দেখব,—আমি হচ্ছি নীলআকাশের মুক্ত বিহঙ্গ, খাঁচার পাখীর শেখানো গান আমার কণ্ঠে কেউ শুনবে না।

*

তিনি বললেন, রাজা-প্রজা ধনী-কাঙাল, সাধু-পাপী, প্রাসাদ-চুড়ায় পথের ধুলায় সকলের কাছে সবখানেই আমার গতায়তি—আমি যে সূর্য্যদেবের কিরণ-বাণী, বিশ্ব যে আমার শ্রোতা!

*

তিনি বললেন, আর্ট শুধু আর্টের জন্যে! সে কোন তাৎপর্য্য নিয়ে জন্মায় না, তার প্রকাশ বনফুলের মত, খালি ফোটবার সুখেই সে ফোটে—দেবী তার পাপড়ীর উপরে পা রাখলেন, কি দানবী তাকে কবরীর ভূষণ করলে, তা দেখা তার ব্যবসা নয়।

*

তারপর কলাবিদের এই কথা নিয়ে যে বৃহৎ তর্ক-সাহিত্যের সৃষ্টি হ'ল, এখানে তার পরিচয় দেওয়ার স্থান নেই। এর বিরুদ্ধে টলষ্টয়ের বিখ্যাত প্রতিবাদ অনেকেই বোধ করি প'ড়ে থাকবেন।

*

কিন্তু এই গুরুগিরি নিয়ে কলাবিদ চিরদিন সমান তুষ্ট থাকতে পারলেন না। তাঁর বিদ্রোহী কল্পনা ক্রমে শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলতে শিখলে এবং অসীমতার মধ্যে, বিপুল স্বাধীনতার মধ্যে, উদ্দেশ্যহীনতার মধ্যে যথেচ্ছ ভাবে লীলায়িত হ'তে চাইলে।

*

ঐ-সব বাদ-প্রতিবাদ কলাবিদের মনের উপরে কি-রকম কাজ করছে জানি না, কিন্তু আধুনিক আর্ট যে প্রায় প্রত্যেক বিভাগেই উদ্দেশ্যমূলক হয়ে উঠেছে সেটা তো বেশ দেখতে পাচ্ছি। এ-যুগের কাব্যে-উপন্যাসে-নাটকে,

চিত্রে-ভাস্কর্য্যে-স্থাপত্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আনন্দদান ছাড়াও কোন-না-কোন স্পষ্ট বা গূঢ় উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়াস দেখা যায়।

*

মানব-জীবনের সমস্ত সমস্যাই আর্টের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করছে। এ যুগের কলাবিদ সেকালের মত প্রধানতঃ মঠ-মন্দির মসজিদের ভিতরেই আবদ্ধ নন বটে, কিন্তু তিনি আর আকাশচারী জ্যোৎস্নাপিয়াসী চকোরও নন;—তিনি এখন মাটির জীব, গাইতে চান মানবতার জয়গান।

*

আর্টের প্রকাশ-ভঙ্গিও হয়ে উঠেছে বিচিত্র। কখনো রূপকের ভিতর দিয়ে, কখনো প্রতীকের ভিতর দিয়ে, কখনো গঠনহীনতার দ্বারা, কখনো বিদ্রোহীর মূর্ত্তি ধ'রে, কখনো 'কিউবিষ্ট' প্রভৃতি খেয়ালীর স্বপ্নে আর্ট এখন তার মনের কথা বলতে চায়!

*

নাট্যজগতে এখন tailorism, cubism, futurism ও expressionism প্রভৃতি অনেক কথা শুনতে পাই। "The mask, the marionette and the open-air theatre" ও "synthetic theatre" প্রভৃতি নিয়েও জোর-আলোচনা চলছে। নাট্যকলাবিদরা চারিদিকেই প্রকাশ-ভঙ্গি অন্বেষণ করছেন।

*

আর্টের মধ্যে এই ধারাবাহিক পরিবর্ত্তনের কারণ কি? প্রতিভাবান শিল্পী কোনদিনই বর্ত্তমানকে গ্রহণ করতে রাজি হন না। হাজার হাজার যুগের শিল্পীরা মিলে বক্তব্য বিষয় সমস্ত ফুরিয়ে ব'সে আছেন—এমন কোন ভাবনা নেই যা ভাবা হয়নি, এমন কোন কথা নেই যা বলা হয়নি।

*

কাজেই নূতনত্ব দেখাবার ব্যগ্র চেষ্টায় কলাবিদরা আর নূতন কথা ও চিন্তা না পেয়ে এখন প্রকাশ-ভঙ্গিকেই বিচিত্র ক'রে তুলতে-চান। নূতনত্বের খাতিরে তাই তাঁরা অনেক সময়ে উদ্ভটকেও আলিঙ্গন করতে পিছপাও হন না। বর্ত্তমানে নূতনত্ব না পেয়ে অনেকে আবার পরিত্যক্ত ও বিস্মৃত অতীতকেও আন্‌কোরা সাজে সাজিয়ে বর্ত্তমানের ভিতরে টেনে আনছেন। পুত্‌লোবাজীর ও মুক্ত বাতাসে অভিনয় প্রচলনের চেষ্টা প্রভৃতি তার প্রমাণ।

*

চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে শিল্পীরা চল্‌তি রীতির বিদ্রোহী হয়ে আজ অসম্পূর্ণতা ও গঠনহীনতার মধ্যেও সৌন্দর্য্যকে আবিষ্কার করছেন! এবং এদিকে প্রথম পথপ্রদর্শক হয়েছেন বোধ হয় রোদাঁ ও মেষ্ট্রোভিক্‌ প্রভৃতি কলাবিদ। রোদাঁর গড়া বালজাকের প্রতিমূর্ত্তি দেখে এক সময়ে সারা ফ্রান্স ক্ষেপে উঠেছিল। এখন কিন্তু তার চেয়ে ঢের-বেশী বিকৃত শত শত মূর্ত্তির ভিতরে আমরা পাচ্ছি রূপের ও ভাবের সাড়া!

*

এদেশে এখন শিশিরকুমার নাট্যজগতে একটা নূতন যুগ এনেছেন, এমনি কথা সবাই বলছেন। কিন্তু এ নূতন ক'দিন চলবে কে তা গুণে বলতে পারে? সমুদ্রের ওপার থেকে কবে 'টেলরিষ্ট', 'ফিউচারিষ্ট', বা অমনি কোন উদ্ভট লোকের চালা এসে যে-কোন মুহূর্ত্তে সমস্ত ওলটপালট ক'রে দিতে পারেন! শিশিরকুমার নিজেই তো এখনি যাত্রার গুণ গাইতে সুরু করেছেন!

*

জীবনের যাত্রাপথে কোন মানুষই বোধ হয় বর্ত্তমানকে নিয়ে ষোলআনা তুষ্ট নয়। কলাবিদ একে মানুষ, তায় নূতনের ভক্ত। তিনি ভবিষ্যৎকে দেখতে চান, কারণ তার গর্ভে অজানা নূতনের জন্ম সম্ভাবনা আছে। যখন তিনি ভবিষ্যৎকে দেখতে পান না তখন তাঁর কল্পনা অতীতের দিকে ফিরে যেতেও রাজি হয়, তবু বর্ত্তমানের সঙ্গে সখ্য করে না।

*

তাই দেখি, প্রথম যুগে আর্ট ছিল উদ্দেশ্যমূলক। দ্বিতীয় যুগে সে উদ্দেশ্যকে ত্যাগ করেছে। কিন্তু সে উদ্দেশ্যহীনতাও তার কাছে একঘেয়ে হয়ে পড়ল। তাই এখন আর সে নিরুদ্দেশের যাত্রী হ'তে চায় না, তাই অতীতের মত একালেও সে নানা উদ্দেশ্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে।

*

গেল বারেই বলেছি, গিরিশচন্দ্রের "বলিদান" নাটকখানি আদর্শে "প্রফুল্লে"র চেয়ে খাটো। "প্রফুল্ল"ও সমস্যাপ্রধান নাটক; কিন্তু তার মধ্যে সমস্যার মূর্ত্তি কোথাও নগ্নভাবে প্রকাশ পায়নি,—নাটকীয় ঘটনার সঙ্গে বেশ স্বাভাবিক ভাবে প্রচ্ছন্ন হয়ে ধীরে ধীরে সে আমাদের হৃদয়-দুয়ারে এসে ঘা দেয়।

*

কিন্তু "বলিদানে" নাট্যকার এমন ভাবে আখ্যানবস্তু তৈরি করেছেন, যার সর্ব্বত্রই সমস্যার কোন-না-কোন মূর্ত্তি প্রকাশ্য রূপে বিরাজ করছে। এবং অনেক জায়গায় পাত্র-পাত্রীর মুখে পণ-প্রথার বিরুদ্ধে যথেষ্ট বক্তৃতারও অভাব নেই। "বলিদান" অপেক্ষাকৃত আধুনিক নাটক হ'লেও গিরিশচন্দ্রের "প্রফুল্লে"র চেয়েও এর রচনা-রীতি সেকেলে।

*

"বলিদান" অশ্রুর উৎস। কোন মধ্যবর্ত্তী পরিবারের একাধিক কন্যার পিতা এ নাটকের অভিনয় নিশ্চয়ই নিশ্চিত প্রাণে ব'সে দেখতে পারবেন না। প্রথম দৃশ্যেই চোখ সজল হয়ে ওঠে এবং শেষ-দৃশ্য পর্য্যন্ত সে অশ্রু আর একবারও শুকোবার অবকাশ তো পায়ই না, বরং দ্বিগুণ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

*

অতি-স্বাভাবিক নাটক, এই "বলিদান"—একেবারে 'ফোটো'র মত! আর্টের মধ্যে যে artifice থাকে এবং যার গুণে অতি-স্বাভাবিকতার আঘাত অনেকটা সহনীয় হয়, গিরিশচন্দ্র এ নাটকে তার সাহায্য নিয়েছেন অল্পই। হয়তো তাঁর উদ্দেশ্যেই ছিল তাই, এ নাটকের অভিনয় দেখে বাস্তব দুঃখের আঘাতে বাঙালীর প্রাণ জাগ্রৎ হয়ে উঠুক, হয়তো এইটেই তিনি চেয়েছিলেন।

*

এবং হয়তো এই কারণেই "বলিদান" নাটককে আর্ট-হিসাবে উঁচু করতে গিয়ে নাট্যকার তার অতি-স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ণ করতে চাননি। তাই "বলিদানে"র গিরিশচন্দ্র অধিকাংশ স্থলেই কবি গিরিশচন্দ্র নন,—সমাজ-সংস্কারক গিরিশচন্দ্র। 'জোবি'র চরিত্রে কবিত্বের অভাব নেই বটে, কিন্তু অভিনয়ে জোবি একটি প্রধান চরিত্র হ'লেও নাটকে সে পার্শ্ব-চরিত্র মাত্র।

*

"বলিদানে"র সমস্যা নিয়ে এখানে আলোচনা করা বাহুল্য, কারণ বাংলার ঘরে ঘরে সে সমস্যা অত্যন্ত পরিচিত। আলো-আঁধারি মাখানো সে সমস্যা এবং তার আলোর দিকে ব'সে হাসছে ছেলের বাপরা আর আঁধারে ব'সে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে মেয়ের বাপরা! সমস্যার সে আলোক-ছায়ার আবর্ত্তন "বলিদানে" এমন চমৎকার দেখানো হয়েছে যে, আমাদের আর কিছুই বলবার দরকার নেই।

*

পণ-প্রথার সমস্যা "বলিদানে"র অতি-স্বাভাবিকতার মধ্যে ফুটেছে যেমন নগ্ন-মূর্ত্তিতে, শিশিরকুমারের গৃহীত "করুণাময়ে"র ভূমিকাতেও তা আত্মপ্রকাশ করেছে তেমনি অকৃত্রিম ভাবে। কোথাও চীৎকার নেই অথচ নানা ভাবের আবেশে কণ্ঠস্বর পরিবর্ত্তনের লীলায় বিচিত্র!—অসংযমের উচ্ছ্বাসও তিনি সংযমে এমন নিয়মিত ক'রে এনেছেন যে, কোথাও থিয়েটারি ঢং ফুটতে পারে নি। পঞ্চম অঙ্কে তাঁর অর্থপূর্ণ, মর্ম্মস্পর্শী অভিনয় যিনি দেখেছেন তিনিই বুঝবেন, লোকে কেন তাঁকে ওস্তাদ-নট ব'লে স্বীকার করে! শিশিরকুমারকে নিয়ে বেশী কথা না বললেও চলবে, এবং আর এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, আমরা যা চেয়েছিলুম তাথেকে তিনি আমাদের বঞ্চিত করেন নি। তবে প্রথম রাত্রে অভ্যাসের অভাবে মাঝে মাঝে তাঁকে যে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হচ্ছিল এটা বোঝা যাচ্ছিল বেশ স্পষ্টই। আশা করা যায় দ্বিতীয় রাত্রি থেকে তাঁকে আর এ অসুবিধা ভোগ করতে হবে না।

*

শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় দুলালচাঁদের ভূমিকায় নূতন পথ অবলম্বন না করলেও পুরাতনের মধ্যেই নূতনত্বের উপাদান দিয়েছেন যথেষ্ট। "বলিদানে"র দুঃখের আঁধির মধ্যে দুলালচাঁদ হচ্ছে একমাত্র প্রধান চরিত্র, গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত যা হাস্যোজ্জ্বল সূর্য্যকরের মত আমাদের মনকে উদ্ভাসিত ক'রে রাখে। দুলালের সুখও হাস্যকর, দুঃখও হাস্যকর এবং পরিণামে তার মহত্ত্বেও হাস্যরসের অভাব নেই। দুলালচাঁদের এই-সব বিশেষত্ব রাধিকানন্দ বাবু সুকৌশলে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর নাট-নিপুণতায় প্রেক্ষাগৃহ হাস্যকল-রোলে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

*

কিশোরের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভাদুড়ীর অভিনয় হয়েছে খুব নিখুঁৎ। কিশোরের মহানুপ্রাণতা তিনি এমন স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে বাহুল্যহীন অভিনয়ের দ্বারা প্রকাশ করেছেন যে, তাঁর শক্তির প্রশংসা না ক'রে থাকা যায় না। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র চৌধুরীর অভিনয়ের প্রথমাংশে মোহিতমোহনের বেচাল, অসভ্যতা ও কুৎসিত চরিত্র এবং শেষাংশে তার পরিবর্ত্তনও বেশ চমৎকার ভাবেই ফুটে উঠেছে। রমানাথের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অমিতাভ বসুকেও সম্মানের সঙ্গে পাসের মার্কা দেওয়া যায়। উপর্য্যুপরি সফলতার দ্বারা তিনি প্রমাণিত করছেন যে, তাঁর অভিনয়ের আদর্শ এখন আর নির্দ্দিষ্ট রেখার নীচে নেমে পড়বে না!

*

রূপচাঁদের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী আবার সামাজিক নাটকে তাঁর স্বাভাবিক অভিনয় শক্তির দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। দ্বিতীয় রাত্রি থেকে কালী-ঘটকের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের অভিনয় অধিকতর উন্নত হওয়াই সম্ভব, কারণ কথা কণ্ঠস্থ না থাকার দরুণ প্রথম রাত্রে তাঁকেও অস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে হচ্ছিল ব'লে মনে হ'ল। ঘনশ্যাম বেশে হীরালালবাবু চলনসৈ অভিনয় করেছেন। 'রামলাল' ছোট্ট ভূমিকা, কিন্তু শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র রায়ের অভিনয়গুণে সেই ক্ষুদ্র ভূমিকাটিও জীয়ন্ত হয়ে উঠেছে।

*

শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনীর "জোবি পাগলী" কেবলমাত্র উপভোগ্য নয়—অভাবিত সফলতায় সমুজ্জ্বল! স্বর্গীয়া সুশীলাবালার পরে জোবির ভূমিকায় এমন মনোহারী অভিনয় আর দেখিনি—প্রত্যেক দৃশ্যেই জোবি দর্শকের বুকের ভিতরে ভাবের ঢেউ তুলেছে। প্রতি কথার সঙ্গে শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী যেন তাঁর সহানুভূতি ঢেলে দিয়েছেন। পুরাতন 'মিনার্ভা'য় জোবির গানের ঝঙ্কার!—তার প্রতিধ্বনি বোধ হয় এ-জীবনে আর শুনতে পাবনা! তবে তুলনা ছেড়ে দিয়ে বলতে পারি, শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনীও জোবির গান বেশ ভালোই গেয়েছেন, একবার শুনেও ফের শুনতে সাধ হয়।

*

শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী (বড়) নিয়েছিলেন সরস্বতীর কঠিন ভূমিকা। এবং এ ভূমিকায় তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। 'নাট্যমন্দিরে' এর আগেও অন্য ভূমিকায় তিনি প্রশংসা অর্জ্জন করেছেন বটে, কিন্তু এখানে তাঁর শক্তির যথার্থ প্রকাশ এই প্রথম ঘটল। তাঁর কান্না এখনো কাণে লেগে আছে, প্রাণে এখনো তুষারের স্পর্শ অনুভব করছি!

*

শ্রীমতী প্রভা "কিরণময়ী"র যে ছবি দেখিয়েছেন, তেইশ বৎসর আগেকার 'মিনার্ভা'র কিরণবালার "কিরণময়ী" বা তার পরে দেখা অন্যান্য "কিরণময়ী"র চেয়েও এ ছবি আরো উজ্জ্বল, আরো সুন্দর ব'লেই মনে হ'ল।... ... ... আর খুব ভালো লাগল ঝিয়ের ভূমিকায় শ্রীমতী ঊষার অভিনয়!—চমৎকার, চমৎকার!

*

শ্রীমতী হরিসুন্দরী ও শ্রীমতী সুশীলাও যথাক্রমে যশোমতী ও মাতঙ্গিনীর ভূমিকায় মন্দ অভিনয় করেন নি। রাজলক্ষ্মী, হিরণ্ময়ী, জ্যোতির্ম্ময়ী, ভাবিনী ও নলিনের ভূমিকায় কয়েকটি নবীনা অভিনেত্রীকে (শ্রীমতী আশালতা, শ্রীমতী

পদ্ম, শ্রীমতী শেফালিকা, শ্রীমতী নলিনী ও শ্রীমতী বীণা) সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং এঁরাও কেউ সুযোগের অপব্যবহার করেন নি।

*

শুনেছিলুম খুব কম মহলায় "বলিদান" খোলা হয়েছে। সে হিসাবে নাটকখানির অভিনয় আশাতীত রূপে উৎরে গেছে। কিছুকাল আগেও লোকে সামাজিক নাটকের অভিনয়ে 'নাট্যমন্দিরে'র সফলতা সম্বন্ধে প্রকাশ্যভাবে সন্দেহ প্রকাশ করত। এখন দেখা যাচ্ছে, এই বিভাগেই 'নাট্যমন্দিরে'র শক্তি বেশী! কারণ প্রত্যেক সামাজিক নাটকেই 'নাট্যমন্দিরে'র অতুলনীয় কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

*

গেল শনি ও রবিবারে শিশিরকুমারের স্বরভঙ্গের দরুণ 'নাট্যমন্দিরে' "ষোড়শী"র জীবানন্দের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভাদুড়ী। আমাদের প্রতিনিধির মুখে শুনলুম, অপ্রস্তুত অবস্থায় নেমেও শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভাদুড়ী নাকি প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে প্রশংসাধ্বনি জাগ্রৎ করতে পেরেছিলেন। আনন্দের কথা!

*

'ষ্টার' গেছেন ত্রিপুরায়, 'মনোমোহন' গেছেন জলপাইগুড়িতে, 'মিনার্ভা'ও সপ্তাহের খানিকটা বাইরে কাটিয়ে আসছেন এবং 'নাট্যমন্দির'ও এই হপ্তায় জলপাইগুড়িতে প্রস্থান করবেন। কলকাতা অন্ধকার!

*

সংপ্রতি কোন কাগজে কদর্য্যতা ছোটলোকমি ও মিথ্যাকথার যে চূড়ান্ত নমুনা বেরিয়েছে, নরকের নিম্নস্তরের বাসিন্দারাও তা দেখলে ছি-ছি না ক'রে পারবে না। 'নাচঘর' প্রকাশিত হয় ভদ্রলোকের জন্যে। সুতরাং ভদ্রসমাজে এ কাগজের কথা নিয়ে এবারেও আলোচনা করতে পারলুম না, ভবিষ্যতেও কখনো আর পারব না। যা নোংরা, পচুক্ তা আঁস্তাকুড়েই।

চিত্রনাটের রূপকথা

—:০:—

আমেরিকার দর্শকরা চিত্রনাট্যের বিয়োগান্ত পরিণতি পছন্দ করেন না আর সব নাটকেই নায়কেরা শেষে সুখ ও দুর্বৃত্তেরা দুর্গতি ভোগ করে। শ্রীযুক্ত এমিল জ্যানিংস এই গতানুগতিকের নিয়ম ভেঙেছেন। তাঁর প্রথম আমেরিক্যান চলচ্চিত্রের সমাপ্তি মিলনে হয়নি আর 'শেষ কর্ত্তৃত্ব' (The Last Command) নামক চিত্রনাট্যে তিনি নায়কের দুর্ভাগ্য ও দুষমনের সুখ দেখিয়ে অভিনয়ের অবসান ক'রেছেন।

*

শ্রীমতী ওলিভ বোর্ডেনের বোন্ ন্যাটালি জয়েস্ চলচ্ছবিতে এলেন। টম্ মিক্সের পরের ছবিতে ও বাক্ জোন্সের একখানি ছবিতে তাঁকে নায়িকার ভূমিকা দেওয়া হবে ঠিক হ'য়েছে।

*

শ্রীযুক্ত রেজিনাল্ড ডেনি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবেন। জর্জ্জ বার্ণার্ড শ'র 'গ্রেট্ ক্যাথারিন্' নামক প্রসিদ্ধ নাটকে লস্ এঞ্জেলেসের কোনো নাট্যমন্দিরে তাঁর প্রথম আবির্ভাব হবে।

*

চিত্রনাট্যের যশস্বী হাস্যরসিক অভিনেতা শ্রীযুক্ত ওয়ার্ড উইভের মুস্কিল হোলো। তিনি বিবাহিত জীবনের হাস্যকর দিক্‌টা নিয়ে প্রায়ই রঙ্গ অভিনয় ক'রতেন। কিন্তু তিনি এখন আর আন্তরিকতার সঙ্গে সে রকম অভিনয় ক'রতে পারবেন না। সুপ্রসিদ্ধা চলচ্চিত্র অভিনেত্রী শ্রীমতী থিডা বারার বোন্ শ্রীমতী লোরি বারাকে তিনি সম্প্রতি বিয়ে ক'রেছেন।

*

চন্দ্রলোকের প্রবেশদ্বার (The Gateway of the moon) ব'লে অচিরেই একখানি নতুন ছবি বেরুবে। এতে শ্রীযুক্তা ডোলোরেস ডেল্ রিয়ো ও শ্রীযুক্ত ওয়াল্টার পিজান্ যথাক্রমে নায়িকা ও নায়কের অংশে অভিনয় ক'রবেন।

*

গত ইউরোপীয় যুদ্ধের সময় ফরাসী বালিকা ইয়োলা ড্যাভ্‌রিল্ (Yola D'Avril) ছিলো খুবই ছেলেমানুষ। বাপমার সঙ্গে ইয়োলা জার্ম্মানদের হাতে বন্দী হয় কিন্তু কোনো রকমে পালাতে পেরে ইংলণ্ড হ'য়ে শেষে প্যারিসে পৌছতে পারে।

*

ইয়োলা ছেলেবেলায় কোনো নৃত্য-বিদ্যালয় থেকে নাচ শিখেছিল। যখন ষোলো বছর বয়েসে তার বাপ মারা যায়, তখন রোজগার না ক'রলেই আর

তার চ'ললো না। বাধ্য হয়ে নর্ত্তকীর কাজ তাঁকে যোগাড় ক'রে নিতে হোলো।

*

নাচিয়েদের মধ্যে অল্পদিনের ভিতরই তাঁর শ্রেষ্ঠ খ্যাতি হোলো। ইউরোপের সমস্ত প্রধান শহরেই তিনি নাচ দেখিয়েছেন। এই সময়ে চিত্রনাট্যে অভিনয় করবার আহ্বান তিনি পান—আর সে আহ্বান তিনি অগ্রাহ্য করেন নি। তাঁর প্রথম ছবিতে আবির্ভাব—প্যারি শহরে।

*

তার পর আমেরিকা থেকে তাঁর ডাক আসে। সেখানে গিয়ে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও শ্রীর জন্যে তাঁকে সকলেই অভিনন্দিত করে। এখন তিনি হলিউডেই অবস্থান ক'রছেন।

*

জঁা পাটু (Jean Patou) পোষাক পরিচ্ছদের নতুন নতুন আকার প্রকার উদ্ভাবনার জন্যে ফ্রান্সে খুব বিখ্যাত। তিনি বলেন প্যারিসের মধ্যে সব চেয়ে সুষম দেহ হোলো ইয়োলা ড্যাভ্‌রিলের।

*

শ্রীযুক্ত জন্ ব্যারিমোরের স্ত্রী একজন যশস্বিনী লেখিকা। 'মাইকেল ষ্ট্রেঞ্জ' এই ছদ্মনামে যেসব বই বেরোয় সে সব তাঁরই লেখা।

*

শ্রীমতী আইরিন রিচের সঙ্গে শ্রীমতী লিলিয়ান রিচের কোনো সম্বন্ধ নেই। শ্রীমতী আইরিন আমেরিকার ও শ্রীমতী লিলিয়ান ইংলণ্ডের মেয়ে।

"গি"

'হোরী'

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

ফাগুয়ার রাঙা গান
আজ কারা তালে তালে গাইচে!
জোছনার আল্পনা
গোলাপের স্বপনেতে ছাইচে!

*

মধুবনে খুঁজে দ্যাখ্, কার আঁখি ঘুম্-ঘুম্,
বার কর্ পিচ্‌কারি, মার্ ছুঁড়ে কুম্-কুম্!
আবিরের ঝরণায়
যমুনার কালো ঢেউ নাইচে!

*

নীলিমার নীল চায়
পলাশের হাসি রে!
বসুধার ক্ষুধা চায়
অশোকের রাশি রে!

*

আমি চাই অধরেতে চুল্‌বুলে অরুণিমা,
হিয়া চায় বুক-ভরা ডালিমের তরুণিমা,
কপোলের টোল্ থেকে
চোরা চোখ রং নিতে চাইচে—
চুরি ক'রে রং নিতে চাইচে—
ফাগুয়ার রাঙা গান
আজ কারা তালে তালে গাইচে!

নাচঘরের গল্প

—:০:—

(অধ্যাপক—শ্রীমন্মথমোহন বসু এম-এ)

অভিনয় শিক্ষা—নাট্যাচার্য্য ম্যাকলিন।

সেকালের ঋষিরা কঠোর তপস্যা ক'রে সিদ্ধিলাভ ক'রেছিলেন, সেইজন্য সকল বিষয়েই তাঁরা কৃচ্ছ্র সাধনের উপদেশ দিতেন। এমন কি সামান্য গৃহস্থ হওয়া—যে কাজটা এখন আমরা পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে সোজা কাজ ব'লে মনে ক'রে থাকি এবং য'াতে বাজনা বাজিয়ে বৌ আনা ছাড়া আর কোন সাধনার প্রয়োজন আছে ব'লে মনে হয় না—তার জন্যও তাঁরা বহু বৎসর গুরুগৃহে নির্ব্বাসনের ব্যবস্থা ক'রেছিলেন! আর সেখানে গিয়ে শুধু লেখা-পড়া ক'রেই নিশ্চিন্ত হবার তো জো ছিল না। ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা, কাঠ কাটা, জল তোলা, রাঁধা-বাড়া থেকে আরম্ভ ক'রে ক্ষেতে আ'ল বাঁধা, জল নিকাশ করা প্রভৃতি গৃহস্থের খুঁটিনাটি সকল কাজেই শিক্ষালাভ ক'রতে হ'ত।

আমরা কিন্তু আজকাল সকল বিষয়েই আজন্মসিদ্ধ। কোন বিষয়ে কোনরূপ প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন আছে ব'লে আমাদের মনে হয় না, বরং সে কথা কেউ ব'ললে আমরা চ'টে উঠি। ফলে দেখা যায়, যিনি কলেজে কেবল বার্ক সেক্সপিয়ার পড়েছেন আর তারপর আদালতে গিয়ে মক্কেলের মাথায় হাত বুলিয়ে কেবল টাকা রোজগারের ফন্দি অভ্যাস করেছেন, তিনি হঠাৎ একদিনেই একাধারে রাজনীতি ও অর্থনীতি বিশারদ, কৃষি, ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায়তত্ত্বাভিজ্ঞ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানবিৎ এবং শ্রমিক-সঙ্ঘের বিশেষজ্ঞ নেতা হ'য়ে পড়িলেন। যেখানে এমন গুরুতর বিষয়গুলিও এরূপ অনায়াসে বিনা শিক্ষায় আয়ত্ত হয়, সেখানে অভিনেতা যদি অভিনয়-কলা শিক্ষা করাটা সময়ের অপব্যয় মনে করে তাহ'লে তাকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। আজকাল যে ওস্তাদজী ভাল ক'রে সারিগামা না সাধলে গান শেখাবনা বলেন, তিনি একেবারেই বাতিল ও নামঞ্জুর! যদি সারিগামা অভ্যাস ক'রতেই জীবনটা কেটে গেল, তাহ'লে গান গেয়ে আসর মাতাব কবে?

যেখানে এই প্রকার মনোভাব বর্ত্তমান, সেখানে পাশ্চাত্য দেশের মত নাট্য-শিক্ষাগার স্থাপন ক'রলে তাতে ছাত্র জুটবে ব'লে বোধ হয় না। আমাদের দেশে এখন সাধারণতঃ সখের থিয়েটারগুলিই পেশাদার থিয়েটার-গুলিতে অভিনেতা যোগায়। সখের থিয়েটারের অভিনেতা দুই-একটা ভূমিকায় বন্ধু-বান্ধবদের হাততালি পেলেই মনে করে তার অভিনয়-শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে। তখন সে আরও বড় আসরে নিজের কেরামৎ দেখাবার জন্য ব্যাকুল হয় এবং সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রবেশ ক'রে তার উচ্চাভিলাষ সিদ্ধির চেষ্টা দেখে। কিন্তু সাধারণ রঙ্গালয় ত আমাদের তিন চারিটি মাত্র, সে সঙ্কীর্ণ আয়তনে সকল নটখ্যাতিলাভেচ্ছুর স্থান সঙ্কুলান হওয়া অসম্ভব। সুতরাং জনকয়েক ভাগ্যবান ব্যতীত আর সকল প্রবেশার্থীকেই বিফলমনোরথ হ'য়ে

ফিরতে হয়। যাদের আবেদন গ্রাহ্য হয়, তাদের অধিকাংশকেই প্রথমে অ্যাপ্রেন্টিস্ বা শিক্ষানবিশরূপে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তাই ব'লে যদি কেউ মনে করেন যে, রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষগণ তাদের শিক্ষার জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা ক'রে থাকেন, তা' হ'লে ভুল হবে। বেচারিরা রাত্রির পর রাত্রি হাজিরা দেয়, রিহার্সাল দেখে বা গল্পগুজব করে, মধ্যে মধ্যে কর্তাদের হুকুম অনুসারে সৈন্য, দৌবারিক, পরিচারক প্রভৃতি ভূমিকা অভিনয় ক'রে। তাদের অবস্থা দেখলে মনে হয় যে, অল্প পয়সায় বা বিনা পয়সায় প্রয়োজনমত জনকয়েক 'গোলা' লোক পাবার জন্যই কর্তারা তা'দের ধ'রে রেখেছেন। যদি অতগুলি লোককে পুরা মাইনে দিয়ে নিযুক্ত ক'রতে হ'ত তা হ'লে কি ব্যবসা চলত? কর্তৃপক্ষেরা ব্যবসার জন্যই থিয়েটার খুলেছেন, অবৈতনিক নাট্য-শিক্ষাগার স্থাপন ত তাঁদের উদ্দেশ্য নয়, সুতরাং অ্যাপ্রেন্টিস্দের শিক্ষার জন্য তাঁরা সময় ব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করবেন কেন?

কিন্তু ব্যবসার দিক থেকে দেখলেও এ ব্যবস্থাটার পরিণাম ভাল ব'লে বোধ হয় না। সকলেই জানেন ডাকাতের দলে জনকয়েক মাত্র খেলোয়াড় থাকে, বাকি সব গোলা। কিন্তু যদি দলের সর্দার বুদ্ধিমান হয়, তাহ'লে সে গোলা লোকের ভিতর থেকে নূতন খেলোয়াড় তৈরি ক'রে নিতে নিয়ত চেষ্টা করে, নতুবা তার দল বেশী দিন টেঁকে না, অধিকন্তু পুরাতন খেলোয়াড়দের নিত্য নূতন আবদার শুনতে শুনতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। খেলোয়াড়রা যত প্রাচীন ও অক্ষম হ'তে থাকে ততই পূর্ব্বগৌরবনাশভীত হয়ে পড়ে এবং নিজেদের আসন প্রাণপণে আঁকড়ে ধ'রে রাখতে চেষ্টা করে। এরূপস্থলে নূতন লোক সহজে আমল পায় না এবং টাটকা তাজা রক্তের অভাবে সমস্ত দলটা জরাগ্রস্ত হ'য়ে পড়ে। আমার আশঙ্কা হয়, আমাদের রঙ্গালয়সমূহ এই আত্মঘাতিনী নীতি হ'তে নির্ম্মুক্ত নয়, বরং কর্তারা অনেক সময় কেবল নামের খাতিরে জেনে-শুনে এই সর্ব্বনাশকর পাপের প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন এ অপরিণামদর্শিতার ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, কোন নামজাদা অভিনেতা যদি কোন কারণে অভিনয় করতে অক্ষম হ'য়ে পড়েন তা হ'লে কর্তারা একেবারে অন্ধকার দেখেন। আর অল্পবয়স্ক সুরূপ সুকণ্ঠ নায়কের 'ভূমিকা অভিনয় করার যোগ্য লোক এত দুষ্প্রাপ্য হ'য়ে পড়েছে যে, ঠাকুরদাদার গালে রঙের দাগারাজি ক'রে তাঁকে সাক্ষাৎ কন্দর্প ব'লে চালিয়ে দেওয়া ছাড়া আর উপায় নাই!

তাই বলছি, যদি আমাদের রঙ্গালয়গুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে চান তা হ'লে অবিলম্বে অভিনয় শিক্ষাদানের উপযুক্ত ব্যবস্থা করুন। কিন্তু শিক্ষাটা সর্ব্বাঙ্গীন হওয়া চাই। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে প্রতিভাশালী নাট্যাচার্য্যের অভাব নেই এবং শিক্ষাদানকালে পরিশ্রমেরও ত্রুটি করেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁরা কোন বিশেষ নাটক বা ভূমিকা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েই তাঁদের কর্তব্য কার্য্য শেষ করেন। এ যেন ঠিক এগ্‌জামিন পাশ করবার জন্য নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক মুখস্থ করিয়ে দেওয়ার মত। আমি এ-রকম শিক্ষার কথা বলছি না। প্রকৃত অভিনেতা গ'ড়ে তুলতে হ'লে আচার্য্যদিগকে আরও একটু বেশী পরিশ্রম করতে হবে। প্রথমতঃ,—আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য্য ও সাত্বিক—অভিনয়ের এই চারি অঙ্গের প্রত্যেকটির উন্নতি সাধনের জন্য সাধারণভাবে ঔপপত্তিক (theoretic) ও ব্যবহারিক (practical) এই উভয়বিধ উপদেশ দানের জন্য নিয়মিত ব্যবস্থা ক'রতে হবে। দ্বিতীয়তঃ,—প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার বিশেষ দোষগুলিকে পৃথকভাবে দেখিয়ে দিয়ে কিরূপ সাধনার দ্বারা সে দোষগুলি সংশোধিত হ'তে পারে তা' বুঝিয়ে দিতে হবে এবং তাকে সেই সাধনায় বাধ্য ক'রতে হবে। আজকাল দেখ্‌তে পাই অভিনেতারা স্বরসাধনার চেষ্টা আদপেই করেন না এবং আঙ্গিক অভিনয়ের নামে বিলাতি বায়োস্কোপ হ'তে সংগৃহীত কতকগুলি বিকৃত অঙ্গভঙ্গী ও মুদ্রাদোষের অনুশীলন করেন। নাট্যাচার্য্যদিগের এদিকে খরদৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

আমি এইবার বিখ্যাত নট, নাট্যকার ও নাট্যাচার্য্য ম্যাকলিন (Macklin) তাঁর শিষ্যবর্গকে কেমন ক'রে গড়ে তুলতেন, তার দু' একটা উদাহরণ দিয়ে আবার এ বিষয়ে বক্তব্য শেষ ক'রব। ম্যাকলিনের একটা বাগান ছিল ও তার ভিতর তিনটি লম্বা রাস্তা পরস্পর সমান্তরালভাবে অবস্থিত ছিল। ম্যাকলিন এই রাস্তাগুলিকে তাঁর শিষ্যশিষ্যাগণের স্বর ও গতি মাধুর্য্য 'প্র্যাকটিকাল ক্লাস্' রূপে ব্যবহার করতেন। ম্যাকলিন থাকতেন মাঝের রাস্তাটিতে, আর দুই পাশের দুই রাস্তাতে থাকত দুইজন শিষ্য (বা শিষ্যা)। সুতরাং উভয় শিষ্যের মধ্যে ব্যবধান বড় অল্প থাকত না। ম্যাকলিনের আদেশ মত শিষ্যদ্বয় দৃঢ়, ধীর ও সুষ্ঠু পদবিক্ষেপে নিজ নিজ রাস্তায় চলতে আরম্ভ করত এবং তিনি নিজেও তাদের সঙ্গে আপন রাস্তায় সেইভাবে চলতেন। প্রতি দ্বাদশ পদ

অন্তর উভয় শিষ্যকে একবার ক'রে থেমে পরস্পরের দিকে সুন্দর ভাবে ফিরে বাক্যালাপ ক'রতে হ'ত। এই আলাপ আর কিছুই নয়-একটি ক'রে প্রশ্ন ও তার উত্তর, যথা,—"আপনি আজ কেমন আছেন, মিস্ গ্রীন্?" "বেশ আছি, মিষ্টার ব্রাউন, আপনাকে ধন্যবাদ।" তার পর দ্বিতীয় বারে,—"আজ দিনটা বেশ, না মিষ্টার ব্রাউন?" "হাঁ, চমৎকার! ধন্যবাদ মিস্ গ্রীন।" ইত্যাদি। এইরূপ পাদচারণ ও প্রশ্নোত্তর ঘণ্টাখানেক ধ'রে চলত, সুতরাং শিষ্যদ্বয়ের কণ্ঠস্বরের ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির যথেষ্ট পরিমাণে চালনা হ'ত। ম্যাকলিন তাদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে তাদের সঙ্গেই থাকতেন এবং রূপ মাত্রা ভঙ্গী বিবর্ত্তন প্রভৃতি কোন বিষয়ে কারো স্বরে কোন ত্রুটি লক্ষ্য করলে তা' সংশোধন ক'রে দিতেন এবং দোষযুক্ত শব্দ বা বাক্যটি বিশ বার উচ্চারণ না করিয়ে অপরাধীকে নিষ্কৃতি দিতেন না। এইরূপে তিনি নিজে অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে আঠার আনা কাজ আদায় ক'রে নিতেন। আঙ্গিক অভিনয়-শিক্ষা সম্বন্ধেও এইরূপ ব্যবস্থা ছিল।

এ'ত গেল অভিনয়-কলায় প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। রঙ্গালয়ে নাটক রিহার্সালের সময়েও ম্যাকলিন নিজে যেমন অসম্ভব রকম খাটতেন, অভিনেতাদিগকেও তেমনই খাটিয়ে নিতেন। ফলে অভিনেতারা অনেক সময় হাঁপিয়ে উঠ্ত। একদিন একজন অভিনেতা বিশেষ ক্লান্তি বোধ ক'রে বললে, "বাবা! এর চেয়ে Prussian exercise ঢের ভাল, তাতেও এত মেহনৎ ক'রতে হয় না!" ম্যাকলিন এই কথা শুনে সেই অভিনেতার দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন, তারপর স্থিরভাবে বললেন, "আসুন, আমরা সকলে গ্রীন রুমে যাই।" সকলে গ্রীন রুমে উপস্থিত হ'লে ম্যাকলিন পকেট থেকে তাঁর ঘড়িটি বার ক'রে টেবিলের উপর রাখলেন এবং বললেন, "আমরা এখানে ঠিক এক ঘণ্টা ব'সে থাকব।" সকলে চুপ ক'রে পুরা এক ঘণ্টা সেখানে ব'সে রইলেন। তারপর ম্যাকলিন বললেন, "এইবার বোধ হয়, আমাদের সকলকার মেজাজ ঠিক হ'য়েছে। আসুন, এইবার আমরা আবার রিহার্সাল আরম্ভ করি।"

আমরা এইরকম নাট্যাচার্য্যের অপেক্ষায় ব'সে আছি।

বাঙলা দেশের সঙ্গীত-কলা

(শ্রীভারতকুমার বসু)

"ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের চর্চ্চা" এই কথাটির অর্থ হচ্ছে,—"আর্ট এবং বিজ্ঞানের দিক দিয়ে সঙ্গীতের শিক্ষা!" আমাদের দেশের কোন কোন লোক বলেন যে, এক শ' বছর আগে এই শিক্ষা বাঙলা দেশে সম্পূর্ণ অচল ছিল!···

এ-সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে, পূর্ব্বে ভক্ত-বৈষ্ণবদের 'কীর্ত্তন' ছিল বাঙলা দেশের নিজস্ব সঙ্গীত!···কিন্তু এ-সঙ্গীতকে 'ক্লাসিক্যাল' সঙ্গীত বলা যেতে পারে না! কারণ, এ-সঙ্গীত কলার কোন বিশিষ্ট চর্চ্চার অবদান প্রচলিত নেই!··· ক্লাসিক্যাল সঙ্গীত নাকি এক শ' বৎসর পূর্ব্বে বাঙলাদেশের বিষ্ণুপুরে প্রথম নিয়ে আসেন—কে একজন বাহাদুর সেন!···এবং এঁর কাছ থেকে ঐ সঙ্গীত শেখেন গদাধর চক্রবর্ত্তী! এই গদাধরের শিষ্যমণ্ডলীর দ্বারাই নাকি ক্লাসিক্যাল সঙ্গীত আজ ছড়িয়ে প'ড়েছে সমস্ত বাঙলাদেশের মধ্যে!···

একটা চলতি কথা আছে যে, "একটুখানি সংবাদ সর্ব্বদাই বিপদজনক!" বাঙলাদেশের ক্লাসিক্যাল সঙ্গীত প্রসঙ্গে মিঃ হাভেল প্রণীত "ভারতীয় কলা" নামক একটি বইয়ের কথা মনে হচ্ছে। তাতে তিনি লিখেছিলেন, "শিক্ষিত ভারতবাসীদের অনুসরণ ক'রে আমরা বিশ্বাস করতে পেরেছি যে, তাঁদের নিজস্ব কোন 'কলা' নেই,—যদিও তার অস্তিত্বের বিবরণ পাওয়া যায় প্রচুর! এবং তা হচ্ছে রীতিমত গৌরবযুক্ত ও ব্রিটিশ আর্টের চেয়েও সুদূরে-ছড়িয়ে-পড়া!··· "এক শ' বৎসর পূর্ব্বে বাঙলাদেশে ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের অস্তিত্ব ছিল না"— একথা বললে সত্যের অপলাপ করা হয়!···

লক্ষ্মণসেনের গৌরব-দীপ্ত, দীর্ঘ রাজত্বের সময়ে বাঙলাদেশের ইতিহাসখানি উজ্জ্বল ছিল—বিভিন্ন ভাব, সুচারু আদর্শ ও অনুপম আর্টের কাহিনীতে! গোবর্দ্ধন তাঁর "আর্য্য সপ্তশতী"—পুস্তকে লিখেছেন,—

"সকলা কলা কল্পয়িতুম প্রভু প্রবন্ধস্য কুমুদবন্ধোশ্চ সেন-কুল-তিলক ভূপতি-রেক রাকা প্রদোষশ্চ!"

কিন্তু এই 'কলা' কথাটির অর্থ কি?···বাৎসায়ন তাঁর চৌষট্টি কলার ব্যাখ্যায় এটা ব্যবহার ক'রেছেন,—যার অর্থ হ'তে পারে—'শিল্প'!···কিন্তু এই 'কলা' ও 'শিল্প'—কথা দুটোর অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন!···প্রথমটা খাটতে পারে মস্তিষ্কের কাজে এবং দ্বিতীয়টা হাতের!···কিন্তু, এ সিদ্ধান্তও চরম নয়!···সংস্কৃত শাস্ত্রে এর সদুত্তর পাওয়া যায় না! টলষ্টয় তাঁর বিখ্যাত 'আর্ট' পুস্তকেও এর অর্থ রহস্যমুক্ত ক'রতে পারেন নি!···

কিন্তু, এই অর্থ যাইই হোক, এটা নিশ্চিত যে, লক্ষ্মণসেনের সময়ে 'আগম' এবং 'নিগমে'র জন্মভূমি এই বাঙলাদেশে বাৎসায়নের চৌষট্টিটি আর্টের অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছিল!···

তারপর জয়দেব তাঁর সরস সঙ্গীতে মেতে উঠেছিলেন তাঁর স্ত্রী পদ্মাবতীকে নিয়ে! নৃত্য-বিভোলা, নায়িকা পদ্মাবতী তাই সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং সম্মানকর উপাধি পেয়েছিলেন,—"চারণ চরণ চক্রবর্ত্তী!"

এঁদের পর বাঙলাদেশে ক্লাসিক্যাল সঙ্গীত আনেন—সুর-অধিরাজ দ্বিজ চণ্ডীদাস! তারপর মহাপ্রভু চৈতন্যদেব তাঁর সঙ্গীত-স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে গেলেন এই বাঙলাদেশ!—তাঁর সঙ্গীত থেকেই আজ গরান্হাটী, মনোহরশাই ও অন্যান্য কীর্ত্তন-সুরের উৎপত্তি হ'য়েছে!···এই কীর্ত্তনের সুরই হচ্ছে আধুনিক ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরী ইত্যাদির জনক!

(শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বেদান্তচিন্তামণি মহাশয়ের ইংরেজী প্রবন্ধ হ'তে লিখিত

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১১নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয় ঃ—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৪র্থ বর্ষ
৩৬শ সংখ্যা

সম্পাদক:—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

২০শে মাঘ
১৩৩৪



নাট্য-জগৎ

—:*:—

আর্ট ছিল আগে উদ্দেশ্য-মূলক। প্রাচীন যুগে আর্ট কেবল আনন্দদায়ক ছিল না, আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে সে শিক্ষাদানও করত এবং তার চিত্তে থাকত ধর্ম্মানুরাগ।

*

কবি গাইতেন চার বেদ, রামায়ণ ও মহাভারতের গান; চিত্রকর ও ভাস্করের হাতে ফুটত মন্দির ও গির্জ্জার চিত্র বা মূর্ত্তি, স্থপতি গড়তেন দেব-দেবীর জন্যে কণারক, পার্থেনন বা রীমসের ভজনালয়; শ্রেষ্ঠ নর্ত্তকীরা সেখানে গিয়ে দেখাতেন নাচের লীলা; কথক করতেন সেখানে আবৃত্তি এবং অভিনেতারা সেখানে গিয়ে বসাতেন যাত্রার আসর।

*

এবং পঞ্চম বেদ নামে যা খ্যাত, সেই নাট্য-বেদও পৃথিবীর কোন খেয়ালী কলাবিদের রঙিন মস্তিকে জন্মলাভ করেনি; সে আত্মপ্রকাশ করেছিল দেবতার সভায়, পিতামহ ব্রহ্মার মহান হৃদয়ে। এবং আজও হিন্দু নটের প্রধান দেবতা নটরাজ মহাদেব।

*

কিন্তু এই গুরুগিরি নিয়ে কলাবিদ চিরদিন সমান তুষ্ট থাকতে পারলেন না। তাঁর বিদ্রোহী কল্পনা ক্রমে শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলতে শিখলে এবং অসীমতার মধ্যে, বিপুল স্বাধীনতার মধ্যে, উদ্দেশ্যহীনতার মধ্যে যথেচ্ছ ভাবে লীলায়িত হ'তে চাইলে।

*

তিনি বললেন, সমাজের চলতি ধর্ম্ম, পুরুতের গড়া ধর্ম্ম,—আমার মর্ম্ম, আমার কর্ম্ম খালি সেইখানেই বন্দী নয়। আমার ধর্ম্ম শিল্পীর ধর্ম্ম—স্বাধীনতার ধর্ম্ম। আমি ভগবানের কাছেও যাব, সয়তানের কাছেও যাব, সুশ্রীর মধ্যে রূপ দেখব, কুশ্রীর মধ্যেও রূপ দেখব,—আমি হচ্ছি নীলআকাশের মুক্ত বিহঙ্গ, খাঁচার পাখীর শেখানো গান আমার কণ্ঠে কেউ শুনবে না।

*

তিনি বললেন, রাজা-প্রজা ধনী-কাঙাল,সাধু-পাপী, প্রাসাদ-চূড়ায় পথের ধূলায় সকলের কাছে সবখানেই আমার গতায়াতি—আমি যে সূর্য্যদেবের কিরণ-বাণী, বিশ্ব যে আমার শ্রোতা!

*

তিনি বললেন, আর্ট শুধু আর্টের জন্যে! সে কোন তাৎপর্য্য নিয়ে জন্মায় না, তার প্রকাশ বনফুলের মত, খালি ফোটবার সুখেই সে ফোটে—দেবী তার পাপড়ীর উপরে পা রাখলেন, কি দানবী তাকে কবরীর ভূষণ করলে, তা দেখা তার ব্যবসা নয়।

*

তারপর কলাবিদের এই কথা নিয়ে যে বৃহৎ তর্ক-সাহিত্যের সৃষ্টি হ'ল, এখানে তার পরিচয় দেওয়ার স্থান নেই। এর বিরুদ্ধে টলষ্টয়ের বিখ্যাত প্রতিবাদ অনেকেই বোধ করি প'ড়ে থাকবেন।

*

ঐ-সব বাদ-প্রতিবাদ কলাবিদের মনের উপরে কি-রকম কাজ করছে জানি না, কিন্তু আধুনিক আর্ট যে প্রায় প্রত্যেক বিভাগেই উদ্দেশ্যমূলক হয়ে উঠেছে সেটা তো বেশ দেখতে পাচ্ছি। এ-যুগের কাব্যে-উপন্যাসে-নাটকে,

চিত্রে-ভাস্কর্য্যে-স্থাপত্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আনন্দদান ছাড়াও কোন-না-কোন স্পষ্ট বা গূঢ় উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়াস দেখা যায়।

*

মানব-জীবনের সমস্ত সমস্যাই আর্টের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করছে। এ যুগের কলাবিদ সেকালের মত প্রধানতঃ মঠ-মন্দির মসজিদের ভিতরেই আবদ্ধ নন বটে, কিন্তু তিনি আর আকাশচারী জ্যোৎস্নাপিয়াসী চকোরও নন;—তিনি এখন মাটির জীব, গাইতে চান মানবতার জয়গান।

*

আর্টের প্রকাশ-ভঙ্গিও হয়ে উঠেছে বিচিত্র। কথনো রূপকের ভিতর দিয়ে, কখনো প্রতীকের ভিতর দিয়ে, কখনো গঠনহীনতার দ্বারা, কখনো বিদ্রোহীর মূর্ত্তি ধ'রে, কখনো 'কিউবিষ্ট' প্রভৃতি খেয়ালীর স্বপ্নে আর্ট এখন তার মনের কথা বলতে চায়!

*

নাট্যজগতে এখন tailorism, cubism, futurism ও expressionism প্রভৃতি অনেক কথা শুনতে পাই। "The mask, the marionette and the open-air theatre" ও "synthetic theatre" প্রভৃতি নিয়েও জোর আলোচনা চলছে। নাট্যকলাবিদরা চারিদিকেই প্রকাশ-ভঙ্গি অন্বেষণ করছেন।

*

আর্টের মধ্যে এই ধারাবাহিক পরিবর্ত্তনের কারণ কি? প্রতিভাবান শিল্পী কোনদিনই বর্ত্তমানকে গ্রহণ করতে রাজি হন না। হাজার হাজার যুগের শিল্পীরা মিলে বক্তব্য বিষয় সমস্ত ফুরিয়ে ব'সে আছেন—এমন কোন ভাবনা নেই যা ভাবা হয়নি, এমন কোন কথা নেই যা বলা হয়নি।

*

কাজেই নূতনত্ব দেখাবার ব্যগ্র চেষ্টায় কলাবিদরা আর নূতন কথা ও চিন্তা না পেয়ে এখন প্রকাশ-ভঙ্গিকেই বিচিত্র ক'রে তুলতে চান। নূতনত্বের খাতিরে তাই তাঁরা অনেক সময়ে উদ্ভটকেও আলিঙ্গন করতে পিছপাও হন না। বর্ত্তমানে নূতনত্ব না পেয়ে অনেকে আবার পরিত্যক্ত ও বিস্মৃত অতীতকেও আনকোরা সাজে সাজিয়ে বর্ত্তমানের ভিতরে টেনে আনছেন। পুতুলোবাজীর ও মুক্ত বাতাসে অভিনয় প্রচলনের চেষ্টা প্রভৃতি তার প্রমাণ।

*

চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে শিল্পীরা চল্‌তি রীতির বিদ্রোহী হয়ে আজ অসম্পূর্ণতা ও গঠনহীনতার মধ্যেও সৌন্দর্য্যকে আবিষ্কার করছেন! এবং এদিকে প্রথম পথপ্রদর্শক হয়েছেন বোধ হয় রোদাঁ ও মেষ্ট্রোভিক্ প্রভৃতি কলাবিদ। রোদাঁর গড়া বালজাকের প্রতিমূর্ত্তি দেখে এক সময়ে সারা ফ্রান্স ক্ষেপে উঠেছিল। এখন কিন্তু তার চেয়ে ঢের-বেশী বিকৃত শত শত মূর্ত্তির ভিতরে আমরা পাচ্ছি রূপের ও ভাবের সাড়া!

*

এদেশে এখন শিশিরকুমার নাট্যজগতে একটা নূতন যুগ এনেছেন, এমনি কথা সবাই বলছেন। কিন্তু এ নূতন ক'দিন চলবে কে তা গুণে বলতে পারে? সমুদ্রের ওপার থেকে কবে 'টেলরিষ্ট', 'ফিউচারিষ্ট', বা অমনি কোন উদ্ভট লোকের চালা এসে যে-কোন মুহূর্ত্তে সমস্ত ওলটপালট ক'রে দিতে পারেন! শিশিরকুমার নিজেই তো এখনি যাত্রার গুণ গাইতে সুরু করেছেন!

*

জীবনের যাত্রাপথে কোন মানুষই বোধ হয় বর্ত্তমানকে নিয়ে ষোলআনা তুষ্ট নয়। কলাবিদ একে মানুষ, তায় নূতনের ভক্ত। তিনি ভবিষ্যৎকে দেখতে চান, কারণ তার গর্ভে অজানা নূতনের জন্ম সম্ভাবনা আছে। যখন তিনি ভবিষ্যৎকে দেখতে পান না তখন তাঁর কল্পনা অতীতের দিকে ফিরে যেতেও রাজি হয়, তবু বর্ত্তমানের সঙ্গে সখ্য করে না।

*

তাই দেখি, প্রথম যুগে আর্ট ছিল উদ্দেশ্যমূলক। দ্বিতীয় যুগে সে উদ্দেশ্যকে ত্যাগ করেছে। কিন্তু সে উদ্দেশ্যহীনতাও তার কাছে একঘেয়ে হয়ে পড়ল। তাই এখন আর সে নিরুদ্দেশের যাত্রী হ'তে চায় না, তাই অতীতের মত একালেও সে নানা উদ্দেশ্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে।

*

গেল বারেই বলেছি, গিরিশচন্দ্রের "বলিদান" নাটকখানি আদর্শে "প্রফুল্লে"র চেয়ে খাটো। "প্রফুল্ল"ও সমস্যাপ্রধান নাটক; কিন্তু তার মধ্যে সমস্যার মূর্ত্তি কোথাও নগ্নভাবে প্রকাশ পায়নি,—নাটকীয় ঘটনার সঙ্গে বেশ স্বাভাবিক ভাবে প্রচ্ছন্ন হয়ে ধীরে ধীরে সে আমাদের হৃদয়-দুয়ারে এসে ঘা দেয়।

*

কিন্তু "বলিদানে" নাট্যকার এমন ভাবে আখ্যানবস্তু তৈরি করেছেন, যার সর্ব্বত্রই সমস্যার কোন-না-কোন মূর্ত্তি প্রকাশ্য রূপে বিরাজ করছে। এবং অনেক জায়গায় পাত্র-পাত্রীর মুখে পণপ্রথার বিরুদ্ধে যথেষ্ট বক্তৃতারও অভাব নেই। "বলিদান" অপেক্ষাকৃত আধুনিক নাটক হ'লেও গিরিশচন্দ্রের "প্রফুল্লে"র চেয়েও এর রচনা-রীতি সেকেলে।

*

"বলিদান" অশ্রুর উৎস। কোন মধ্যবর্ত্তী পরিবারের একাধিক কন্যার পিতা এ নাটকের অভিনয় নিশ্চয়ই নিশ্চিত প্রাণে ব'সে দেখতে পারবেন না। প্রথম দৃশ্যেই চোখ সজল হয়ে ওঠে এবং শেষ-দৃশ্য পর্য্যন্ত সে অশ্রু আর একবারও শুকোবার অবকাশ তো পায়ই না, বরং দ্বিগুণ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

*

অতি-স্বাভাবিক নাটক, এই "বলিদান"—একেবারে 'ফোটো'র মত! আর্টের মধ্যে যে artifice থাকে এবং যার গুণে অতি-স্বাভাবিকতার আঘাত অনেকটা সহনীয় হয়, গিরিশচন্দ্র এ নাটকে তার সাহায্য নিয়েছেন অল্পই। হয়তো তাঁর উদ্দেশ্যেই ছিল তাই, এ নাটকের অভিনয় দেখে বাস্তব দুঃখের আঘাতে বাঙালীর প্রাণ জাগ্রৎ হয়ে উঠুক্, হয়তো এইটেই তিনি চেয়েছিলেন।

*

এবং হয়তো এই কারণেই "বলিদান" নাটককে আর্ট-হিসাবে উঁচু করতে গিয়ে নাট্যকার তার অতি-স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ণ করতে চাননি। তাই "বলিদানে"র গিরিশচন্দ্র অধিকাংশ স্থলেই কবি গিরিশচন্দ্র নন,—সমাজ-সংস্কারক গিরিশচন্দ্র। 'জোবি'র চরিত্রে কবিত্বের অভাব নেই বটে, কিন্তু অভিনয়ে জোবি একটি প্রধান চরিত্র হ'লেও নাটকে সে পার্শ্ব-চরিত্র মাত্র।

*

"বলিদানে"র সমস্যা নিয়ে এখানে আলোচনা করা বাহুল্য, কারণ বাংলার ঘরে ঘরে সে সমস্যা অত্যন্ত পরিচিত। আলো-আঁধারি মাখানো সে সমস্যা এবং তার আলোর দিকে ব'সে হাসছে ছেলের বাপরা আর আঁধারে ব'সে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে মেয়ের বাপরা! সমস্যার সে আলোক-ছায়ার আবর্ত্তন "বলিদানে" এমন চমৎকার দেখানো হয়েছে যে, আমাদের আর কিছুই বলবার দরকার নেই।

*

পণ-প্রথার সমস্যা "বলিদানে"র অতি-স্বাভাবিকতার মধ্যে ফুটেছে যেমন নগ্ন-মূর্ত্তিতে, শিশিরকুমারের গৃহীত "করুণাময়ে"র ভূমিকাতেও তা আত্মপ্রকাশ করেছে তেমনি অকৃত্রিম ভাবে। কোথাও চীৎকার নেই অথচ নানা ভাবের আবেশে কণ্ঠস্বর পরিবর্ত্তনের লীলায় বিচিত্র!—অসংযমের উচ্ছ্বাসও তিনি সংযমে এমন নিয়মিত ক'রে এনেছেন যে, কোথাও থিয়েটারি ঢং ফুটতে পারে নি। পঞ্চম অঙ্কে তাঁর অর্থপূর্ণ, মর্ম্মস্পর্শী অভিনয় যিনি দেখেছেন তিনিই বুঝবেন, লোকে কেন তাঁকে ওস্তাদ-নট ব'লে স্বীকার করে! শিশিরকুমারকে নিয়ে বেশী কথা না বললেও চলবে, এবং আর এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, আমরা যা চেয়েছিলুম তাথেকে তিনি আমাদের বঞ্চিত করেন নি। তবে প্রথম রাত্রে অভ্যাসের অভাবে মাঝে মাঝে তাঁকে যে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হচ্ছিল এটা বোঝা যাচ্ছিল বেশ স্পষ্টই। আশা করা যায় দ্বিতীয় রাত্রি থেকে তাঁকে আর এ অসুবিধা ভোগ করতে হবে না।

*

শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় দুলালচাঁদের ভূমিকায় নূতন পথ অবলম্বন না করলেও পুরাতনের মধ্যেই নূতনত্বের উপাদান দিয়েছেন যথেষ্ট। "বলিদানে"র দুঃখের আঁধির মধ্যে দুলালচাঁদ হচ্ছে একমাত্র প্রধান চরিত্র, গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত যা হাস্যোজ্জ্বল সূর্য্যকরের মত আমাদের মনকে উদ্ভাসিত ক'রে রাখে। দুলালের সুখও হাস্যকর, দুঃখও হাস্যকর এবং পরিণামে তার মহত্ত্বেও হাস্যরসের অভাব নেই। দুলালচাঁদের এই-সব বিশেষত্ব রাধিকানন্দ বাবু সুকৌশলে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর নাট-নিপুণতায় প্রেক্ষাগৃহ হাস্যকল-রোলে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

*

কিশোরের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভাদুড়ীর অভিনয় হয়েছে খুব নিখুঁৎ। কিশোরের মহাপ্রাণতা তিনি এমন স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে বাহুল্যহীন অভিনয়ের দ্বারা প্রকাশ করেছেন যে, তাঁর শক্তির প্রশংসা না ক'রে থাকা যায় না। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র চৌধুরীর অভিনয়ের প্রথমাংশে মোহিতমোহনের বেচাল, অসভ্যতা ও কুৎসিত চরিত্র এবং শেষাংশে তার পরিবর্ত্তনও বেশ চমৎকার ভাবেই ফুটে উঠেছে। রমানাথের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অমিতাভ বসুকেও সম্মানের সঙ্গে পাসের মার্কা দেওয়া যায়। উপর্য্যুপরি সফলতার দ্বারা তিনি প্রমাণিত করছেন যে, তাঁর অভিনয়ের আদর্শ এখন আর নির্দ্দিষ্ট রেখার নীচে নেমে পড়বে না!

*

রূপচাঁদের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী আবার সামাজিক নাটকে তাঁর স্বাভাবিক অভিনয় শক্তির দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। দ্বিতীয় রাত্রি থেকে কালী-ঘটকের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের অভিনয় অধিকতর উন্নত হওয়াই সম্ভব, কারণ কথা কণ্ঠস্থ না থাকার দরুণ প্রথম রাত্রে তাঁকেও অস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে হচ্ছিল ব'লে মনে হ'ল। ঘনশ্যাম বেশে হীরালালবাবু চলনসৈ অভিনয় করেছেন। 'রামলাল' ছোট্ট ভূমিকা, কিন্তু শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র রায়ের অভিনয়গুণে সেই ক্ষুদ্র ভূমিকাটিও জীয়ন্ত হয়ে উঠেছে।

*

শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনীর "জোবি পাগলী" কেবলমাত্র উপভোগ্য নয়—অভাবিত সফলতায় সমুজ্জ্বল! স্বর্গীয়া সুশীলাবালার পরে জোবির ভূমিকায় এমন মনোহারী অভিনয় আর দেখিনি—প্রত্যেক দৃশ্যেই জোবি দর্শকের বুকের ভিতরে ভাবের ঢেউ তুলেছে। প্রতি কথার সঙ্গে শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী যেন তাঁর সহানুভূতি ঢেলে দিয়েছেন। পুরাতন 'মিনার্ভা'য় জোবির গানের ঝঙ্কার!—তার প্রতিধ্বনি বোধ হয় এ-জীবনে আর শুনতে পাবনা! তবে তুলনা ছেড়ে দিয়ে বলতে পারি, শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনীও জোবির গান বেশ ভালোই গেয়েছেন, একবার শুনেও ফের শুনতে সাধ হয়।

*

শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী (বড়) নিয়েছিলেন সরস্বতীর কঠিন ভূমিকা। এবং এ ভূমিকায় তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। 'নাট্যমন্দিরে' এর আগেও অন্য ভূমিকায় তিনি প্রশংসা অর্জন করেছেন বটে, কিন্তু এখানে তাঁর শক্তির যথার্থ প্রকাশ এই প্রথম ঘটল। তাঁর কান্না এখনো কাণে লেগে আছে, প্রাণে এখনো তুষারের স্পর্শ অনুভব করছি!

*

শ্রীমতী প্রভা "কিরণময়ী"র যে ছবি দেখিয়েছেন, তেইশ বৎসর আগেকার 'মিনার্ভা'র কিরণবালার "কিরণময়ী" বা তার পরে দেখা অন্যান্য "কিরণময়ী"র চেয়েও এ ছবি আরো উজ্জ্বল, আরো সুন্দর ব'লেই মনে হ'ল।... ... ... আর খুব ভালো লাগল ঝীয়ের ভূমিকায় শ্রীমতী উষার অভিনয়!—চমৎকার, চমৎকার!

*

শ্রীমতী হরিসুন্দরী ও শ্রীমতী সুশীলাও যথাক্রমে যশোমতী ও মাতঙ্গিনীর ভূমিকায় মন্দ অভিনয় করেন নি। রাজলক্ষ্মী, হিরণ্ময়ী, জ্যোতির্ম্ময়ী, ভাবিনী ও নলিনের ভূমিকায় কয়েকটি নবীনা অভিনেত্রীকে (শ্রীমতী আশালতা, শ্রীমতী

পদ্ম, শ্রীমতী শেফালিকা, শ্রীমতী নলিনী ও শ্রীমতী বীণা) সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং এঁরাও কেউ সুযোগের অপব্যবহার করেন নি।

*

শুনেছিলুম খুব কম মহলায় "বলিদান" খোলা হয়েছে। সে হিসাবে নাটকখানির অভিনয় আশাতীত রূপে উৎরে গেছে। কিছুকাল আগেও লোকে সামাজিক নাটকের অভিনয়ে 'নাট্যমন্দিরে'র সফলতা সম্বন্ধে প্রকাশ্যভাবে সন্দেহ প্রকাশ করত। এখন দেখা যাচ্ছে, এই বিভাগেই 'নাট্যমন্দিরে'র শক্তি বেশী! কারণ প্রত্যেক সামাজিক নাটকেই 'নাট্যমন্দিরে'র অতুলনীয় কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

*

গেল শনি ও রবিবারে শিশিরকুমারের স্বরভঙ্গের দরুণ 'নাট্যমন্দিরে' "ষোড়শী"র জীবানন্দের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভাদুড়ী। আমাদের প্রতিনিধির মুখে শুনলুম, অপ্রস্তুত অবস্থায় নেমেও শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভাদুড়ী নাকি প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে প্রশংসাধ্বনি জাগ্রৎ করতে পেরেছিলেন। আনন্দের কথা!

*

'ষ্টার' গেছেন ত্রিপুরায়, 'মনোমোহন' গেছেন জলপাইগুড়িতে, 'মিনার্ভা'ও সপ্তাহের খানিকটা বাইরে কাটিয়ে আসছেন এবং 'নাট্যমন্দির'ও এই হপ্তায় জলপাইগুড়িতে প্রস্থান করবেন। কলকাতা অন্ধকার!

*

সংপ্রতি কোন কাগজে কদর্য্যতা ছোটলোকমি ও মিথ্যাকথার যে চূড়ান্ত নমুনা বেরিয়েছে, নরকের নিম্নস্তরের বাসিন্দারাও তা দেখলে ছি-ছি না ক'রে পারবে না। 'নাচঘর' প্রকাশিত হয় ভদ্রলোকের জন্যে। সুতরাং ভদ্রসমাজে এ কাগজের কথা নিয়ে এবারেও আলোচনা করতে পারলুম না, ভবিষ্যতেও কখনো আর পারব না। যা নোংরা, পচুক তা আঁস্তাকুড়েই।

চিত্রনাটের রূপকথা

—ঃ০ঃ—

আমেরিকার দর্শকরা চিত্রনাট্যের বিয়োগান্ত পরিণতি পছন্দ করেন না আর সব নাটকেই নায়কেরা শেষে সুখ ও দুর্বৃত্তেরা দুর্গতি ভোগ করে। শ্রীযুক্ত এমিল জ্যানিংস এই গতানুগতিকের নিয়ম ভেঙেছেন। তাঁর প্রথম আমেরিক্যান চলচ্চিত্রের সমাপ্তি মিলনে হয়নি আর 'শেষ কর্তৃত্ব' (The Last Command) নামক চিত্রনাট্যে তিনি নায়কের দুর্ভাগ্য ও দুষমনের সুখ দেখিয়ে অভিনয়ের অবসান ক'রেছেন।

*

শ্রীমতী ওলিভ বোর্ডেনের বোন্ ন্যাটালি জয়েস্ চলচ্ছবিতে এলেন। টম্‌মিক্সের পরের ছবিতে ও বাক্ জোন্‌সের একখানি ছবিতে তাঁকে নায়িকার ভূমিকা দেওয়া হবে ঠিক হ'য়েছে।

*

শ্রীযুক্ত রেজিনাল্ড ডেনি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবেন। জর্জ্জ বার্ণার্ড শ'র 'গ্রেট্ ক্যাথারিন্' নামক প্রসিদ্ধ নাটকে লস্ এঞ্জেলেসের কোনো নাট্যমন্দিরে তাঁর প্রথম আবির্ভাব হবে।

*

চিত্রনাট্যের যশস্বী হাস্যরসিক অভিনেতা শ্রীযুক্ত ওয়ার্ড উইঙের মুস্কিল হোলো। তিনি বিবাহিত জীবনের হাস্যকর দিক্‌টা নিয়ে প্রায়ই রঙ্গ অভিনয় ক'রতেন। কিন্তু তিনি এখন আর আন্তরিকতার সঙ্গে সে রকম অভিনয় ক'রতে পারবেন না। সুপ্রসিদ্ধা চলচ্চিত্র অভিনেত্রী শ্রীমতী থিডা বারার বোন্ শ্রীমতী লোরি বারাকে তিনি সম্প্রতি বিয়ে ক'রেছেন।

*

চন্দ্রলোকের প্রবেশদ্বার (The Gateway of the moon) ব'লে অচিরেই একখানি নতুন ছবি বেরুবে। এতে শ্রীযুক্তা ডোলোরেস ডেল্ রিয়ো ও শ্রীযুক্ত ওয়াল্‌টার পিজান্ যথাক্রমে নায়িকা ও নায়কের অংশে অভিনয় ক'রবেন।

*

গত ইউরোপীয় যুদ্ধের সময় ফরাসী বালিকা ইয়োলা ড্যাভ্‌রিল্ (Yola D'Avril) ছিলো খুবই ছেলেমানুষ। বাপমার সঙ্গে ইয়োলা-জার্ম্মানদের হাতে বন্দী হয় কিন্তু কোনো রকমে পালাতে পেরে ইংলণ্ড হ'য়ে শেষে প্যারিসে পৌঁছতে পারে।

*

ইয়োলা ছেলেবেলায় কোনো নৃত্য-বিদ্যালয় থেকে নাচ শিখেছিল। যখন ষোলো বছর বয়েসে তার বাপ মারা যায়, তখন রোজগার না ক'রলেই আর

তার চ'ললো না। বাধ্য হয়ে নর্ত্তকীর কাজ তাঁকে যোগাড় ক'রে নিতে হোলো।

*

নাচিয়েদের মধ্যে অল্পদিনের ভিতরই তাঁর শ্রেষ্ঠ খ্যাতি হোলো। ইউরোপের সমস্ত প্রধান শহরেই তিনি নাচ দেখিয়েছেন। এই সময়ে চিত্রনাট্যে অভিনয় করবার আহ্বান তিনি পান—আর সে আহ্বান তিনি অগ্রাহ্য করেন নি। তাঁর প্রথম ছবিতে আবির্ভাব—প্যারি শহরে।

*

তার পর আমেরিকা থেকে তাঁর ডাক আসে। সেখানে গিয়ে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও শ্রীর জন্যে তাঁকে সকলেই অভিনন্দিত করে। এখন তিনি হলিউডেই অবস্থান ক'রছেন।

*

জাঁ পাটু (Jean Patou) পোষাক-পরিচ্ছদের নতুন নতুন আকার প্রকার উদ্ভাবনার জন্যে ফ্রান্সে খুব বিখ্যাত। তিনি বলেন প্যারিসের মধ্যে সব চেয়ে সুষম দেহ হোলো ইয়োলা ড্যাভ্রিলের।

*

শ্রীযুক্ত জন্ ব্যারিমোরের স্ত্রী একজন যশস্বিনী লেখিকা। 'মাইকেল ষ্ট্রেঞ্জ' এই ছদ্মনামে যেসব বই বেরোয় সে সব তাঁরই লেখা!

*

শ্রীমতী আইরিন রিচের সঙ্গে শ্রীমতী লিলিয়ান রিচের কোনো সম্বন্ধ নেই। শ্রীমতী আইরিন আমেরিকার ও শ্রীমতী লিলিয়ান ইংলণ্ডের মেয়ে।

"গি"

'হোরী'

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

ফাগুয়ার রাঙা গান
আজ কারা তালে তালে গাইচে!
জোছনার আল্পনা
গোলাপের স্বপনেতে ছাইচে!

*

মধুবনে খুঁজে ছ্যাখ্, কার আঁখি ঘুম্-ঘুম্,
বার কর্ পিচ্‌কারি, মার্ ছুঁড়ে কুম্-কুম্!
আবিরের ঝরণায়
যমুনার কালো ঢেউ নাইচে!

*

নীলিমার নীল চায়
পলাশের হাসি রে!
বসুধার ক্ষুধা চায়
অশোকের রাশি রে!

*

আমি চাই অধরেতে চুলবুলে অরুণিমা,
হিয়া চায় বুক-ভরা ডালিমের তরুণিমা,
কপোলের টোল্ থেকে
চোরা চোখ রং নিতে চাইচে—
চুরি ক'রে রং নিতে চাইচে—
ফাগুয়ার রাঙা গান
আজ কারা তালে তালে গাইচে!

নাচঘরের গল্প

—:০:—

(অধ্যাপক—শ্রীমন্মথমোহন বসু এম-এ)

অভিনয় শিক্ষা—নাট্যাচার্য্য ম্যাকলিন।

সেকালের ঋষিরা কঠোর তপস্যা ক'রে সিদ্ধিলাভ ক'রেছিলেন, সেইজন্য সকল বিষয়েই তাঁরা কৃচ্ছ্র সাধনের উপদেশ দিতেন। এমন কি সামান্য গৃহস্থ হওয়া—যে কাজটা এখন আমরা পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে সোজা কাজ ব'লে মনে ক'রে থাকি এবং য'াতে বাজনা বাজিয়ে বৌ আনা ছাড়া আর কোন সাধনার প্রয়োজন আছে ব'লে মনে হয় না—তার জন্যও তাঁরা বহু বৎসর গুরুগৃহে নির্ব্বাসনের ব্যবস্থা ক'রেছিলেন! আর সেখানে গিয়ে শুধু লেখা-পড়া ক'রেই নিশ্চিন্ত হবার তো জো ছিল না। ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা, কাঠ কাটা, জল তোলা, রাঁধা-বাড়া থেকে আরম্ভ ক'রে ক্ষেতে আ'ল বাঁধা, জল নিকাশ করা প্রভৃতি গৃহস্থের খুঁটিনাটি সকল কাজেই শিক্ষালাভ ক'রতে হ'ত।

আমরা কিন্তু আজকাল সকল বিষয়েই আজন্মসিদ্ধ। কোন বিষয়ে কোনরূপ প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন আছে ব'লে আমাদের মনে হয় না, বরং সে কথা কেউ ব'ললে আমরা চ'টে উঠি। ফলে দেখা যায়, যিনি কলেজে কেবল বার্ক সেক্সপিয়ার পড়েছেন আর তারপর আদালতে গিয়ে মক্কেলের মাথায় হাত বুলিয়ে কেবল টাকা রোজগারের ফন্দি অভ্যাস করেছেন, তিনি হঠাৎ একদিনেই একাধারে রাজনীতি ও অর্থনীতি বিশারদ, কৃষি, ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায়তত্ত্বাভিজ্ঞ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানবিৎ এবং শ্রমিক-সঙ্ঘের বিশেষজ্ঞ নেতা হ'য়ে পড়িলেন। যেখানে এমন গুরুতর বিষয়গুলিও এরূপ অনায়াসে বিনা শিক্ষায় আয়ত্ত হয়, সেখানে অভিনেতা যদি অভিনয়-কলা শিক্ষা করাটা সময়ের অপব্যয় মনে করে তাহ'লে তাকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। আজকাল যে ওস্তাদজী ভাল ক'রে সারিগামা না সাধলে গান শেখাবনা বলেন, তিনি একেবারেই বাতিল ও নামঞ্জুর! যদি সারিগামা অভ্যাস ক'রতেই জীবনটা কেটে গেল, তাহ'লে গান গেয়ে আসর মাতাব কবে?

যেখানে এই প্রকার মনোভাব বর্ত্তমান, সেখানে পাশ্চাত্য দেশের মত নাট্য-শিক্ষাগার স্থাপন ক'রলে তাতে ছাত্র জুটবে ব'লে বোধ হয় না। আমাদের দেশে এখন সাধারণতঃ সখের থিয়েটারগুলিই পেশাদার থিয়েটার-গুলিতে অভিনেতা যোগায়। সখের থিয়েটারের অভিনেতা দুই-একটা ভূমিকায় বন্ধু-বান্ধবদের হাততালি পেলেই মনে করে তার অভিনয়-শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে। তখন সে আরও বড় আসরে নিজের কেরামৎ দেখাবার জন্য ব্যাকুল হয় এবং সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রবেশ ক'রে তার উচ্চাভিলাষ সিদ্ধির চেষ্টা দেখে। কিন্তু সাধারণ রঙ্গালয় ত আমাদের তিন চারিটি মাত্র, সে সঙ্কীর্ণ আয়তনে সকল নটখ্যাতিলাভেচ্ছুর স্থান সঙ্কুলান হওয়া অসম্ভব। সুতরাং জনকয়েক ভাগ্যবান ব্যতীত আর সকল প্রবেশার্থীকেই বিফলমনোরথ হ'য়ে

ফিরতে হয়। যাদের আবেদন গ্রাহ্য হয়, তাদের অধিকাংশকেই প্রথমে অ্যাপ্রেন্টিস্ বা শিক্ষানবিশরূপে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তাই ব'লে যদি কেউ মনে করেন যে, রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষগণ তাদের শিক্ষার জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা ক'রে থাকেন, তা' হ'লে ভুল হবে। বেচারিরা রাত্রির পর রাত্রি হাজিরা দেয়, রিহার্সাল দেখে বা গল্পগুজব করে, মধ্যে মধ্যে কর্ত্তাদের হুকুম অনুসারে সৈন্য, দৌবারিক, পরিচারক প্রভৃতি ভূমিকা অভিনয় ক'রে। তাদের অবস্থা দেখলে মনে হয় যে, অল্প পয়সায় বা বিনা পয়সায় প্রয়োজনমত জনকয়েক 'গোলা' লোক পাবার জন্যই কর্ত্তারা তা'দের ধ'রে রেখেছেন। যদি অতগুলি লোককে পুরা মাইনে দিয়ে নিযুক্ত ক'রতে হ'ত তা হ'লে কি ব্যবসা চলত? কর্তৃপক্ষেরা ব্যবসার জন্যই থিয়েটার খুলেছেন, অবৈতনিক নাট্য-শিক্ষাগার স্থাপন ত তাঁদের উদ্দেশ্য নয়, সুতরাং অ্যাপ্রেন্টিস্‌দের শিক্ষার জন্য তাঁরা সময় ব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করবেন কেন?

কিন্তু ব্যবসার দিক থেকে দেখলেও এ ব্যবস্থাটার পরিণাম ভাল ব'লে বোধ হয় না। সকলেই জানেন ডাকাতের দলে জনককে মাত্র খেলোয়াড় থাকে, বাকি সব গোলা। কিন্তু যদি দলের সর্দ্দার বুদ্ধিমান হয়, তাহ'লে সে গোলা লোকের ভিতর থেকে নূতন খেলোয়াড় তৈরি ক'রে নিতে নিয়ত চেষ্টা করে, নতুবা তার দল বেশী দিন টেঁকে না, অধিকন্তু পুরাতন খেলোয়াড়দের নিত্য নূতন আবদার শুনতে শুনতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। খেলোয়াড়রা যত প্রাচীন ও অক্ষম হ'তে থাকে ততই পূর্ব্বগৌরবনাশভীত হয়ে পড়ে এবং নিজেদের আসন প্রাণপণে আঁকড়ে ধ'রে রাখতে চেষ্টা করে। এরূপস্থলে নূতন লোক সহজে আমল পায় না এবং টাটকা তাজা রক্তের অভাবে সমস্ত দলটা জরাগ্রস্ত হ'য়ে পড়ে। আমার আশঙ্কা হয়, আমাদের রঙ্গালয়সমূহ এই আত্মঘাতিনী নীতি হ'তে নির্ম্মুক্ত নয়, বরং কর্ত্তারা অনেক সময় কেবল নামের খাতিরে জেনে-শুনে এই সর্ব্বনাশকর পাপের প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন। এ অপরিণামদর্শিতার ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, কোন নামজাদা অভিনেতা যদি কোন কারণে অভিনয় করতে অক্ষম হ'য়ে পড়েন তা হ'লে কর্ত্তারা একেবারে অন্ধকার দেখেন। আর অল্পবয়স্ক সুরূপ সুকণ্ঠ নায়কের ভূমিকা অভিনয় করার যোগ্য লোক এত দুষ্প্রাপ্য হ'য়ে পড়েছে যে, ঠাকুরদাদার গালে রঙের দাগারাজি ক'রে তাঁকে সাক্ষাৎ কন্দর্প ব'লে চালিয়ে দেওয়া ছাড়া আর উপায় নাই!

তাই বলছি, যদি আমাদের রঙ্গালয়গুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে চান তা হ'লে অবিলম্বে অভিনয় শিক্ষাদানের উপযুক্ত ব্যবস্থা করুন। কিন্তু শিক্ষাটা সর্ব্বাঙ্গীন হওয়া চাই। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে প্রতিভাশালী নাট্যাচার্য্যের অভাব নেই এবং শিক্ষাদানকালে পরিশ্রমেরও ত্রুটি করেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁরা কোন বিশেষ নাটক বা ভূমিকা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েই তাঁদের কর্ত্তব্য কার্য্য শেষ করেন। এ যেন ঠিক এগ্‌জামিন পাশ করবার জন্য নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক মুখস্থ করিয়ে দেওয়ার মত। আমি এ-রকম শিক্ষার কথা বলছি না। প্রকৃত অভিনেতা গ'ড়ে তুলতে হ'লে আচার্য্যদিগকে আরও একটু বেশী পরিশ্রম করতে হবে। প্রথমতঃ,—আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য্য ও সাত্বিক—অভিনয়ের এই চারি অঙ্গের প্রত্যেকটির উন্নতি সাধনের জন্য সাধারণভাবে ঔপপত্তিক (theoretic) ও ব্যবহারিক (practical) এই উভয়বিধ উপদেশ দানের জন্য নিয়মিত ব্যবস্থা ক'রতে হবে। দ্বিতীয়তঃ,—প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার বিশেষ দোষগুলিকে পৃথকভাবে দেখিয়ে দিয়ে কিরূপ সাধনার দ্বারা সে দোষগুলি সংশোধিত হ'তে পারে তা' বুঝিয়ে দিতে হবে এবং তাকে সেই সাধনায় বাধ্য ক'রতে হবে। আজকাল দেখ্‌তে পাই অভিনেতারা স্বরসাধনার চেষ্টা আদপেই করেন না এবং আঙ্গিক অভিনয়ের নামে বিলাতি বায়োস্কোপ হ'তে সংগৃহীত কতকগুলি বিকৃত অঙ্গভঙ্গী ও মুদ্রাদোষের অনুশীলন করেন। নাট্যাচার্য্যদিগের এদিকে খরদৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

আমি এইবার বিখ্যাত নট, নাট্যকার ও নাট্যাচার্য্য ম্যাকলিন (Macklin) তাঁর শিষ্যবর্গকে কেমন ক'রে গড়ে তুলতেন, তার দু' একটা উদাহরণ দিয়ে আবার এ বিষয়ে বক্তব্য শেষ ক'রব। ম্যাকলিনের একটা বাগান ছিল ও তার ভিতর তিনটি লম্বা রাস্তা পরস্পর সমান্তরালভাবে অবস্থিত ছিল। ম্যাকলিন এই রাস্তাগুলিকে তাঁর শিষ্যশিষ্যাগণের স্বর ও গতি মাধুর্য্য 'প্র্যাক্‌টিকাল ক্লাস' রূপে ব্যবহার করতেন। ম্যাকলিন থাকতেন মাঝের রাস্তাটিতে, আর দুই পাশের দুই রাস্তাতে থাকত দুইজন শিষ্য (বা শিষ্যা)। সুতরাং উভয় শিষ্যের মধ্যে ব্যবধান বড় অল্প থাকত না। ম্যাকলিনের আদেশ মত শিষ্যদ্বয় দৃঢ়, ধীর ও সুষ্ঠু পদবিক্ষেপে নিজ নিজ রাস্তায় চলতে আরম্ভ করত এবং তিনি নিজেও তাদের সঙ্গে আপন রাস্তায় সেইভাবে চলতেন। প্রতি দ্বাদশ পদ

অন্তর উভয় শিষ্যকে একবার ক'রে থেমে পরস্পরের দিকে সুন্দর ভাবে ফিরে বাক্যালাপ ক'রতে হ'ত। এই আলাপ আর কিছুই নয়—একটি ক'রে প্রশ্ন ও তার উত্তর, যথা,—"আপনি আজ কেমন আছেন, মিস্ গ্রীন্?" "বেশ আছি, মিষ্টার ব্রাউন, আপনাকে ধন্যবাদ।" তার পর দ্বিতীয় বারে,—"আজ দিনটা বেশ, না মিষ্টার ব্রাউন?" "হাঁ, চমৎকার! ধন্যবাদ মিস্ গ্রীন।" ইত্যাদি। এইরূপ পাদচারণ ও প্রশ্নোত্তর ঘণ্টাখানেক ধ'রে চলত, সুতরাং শিষ্যদ্বয়ের কণ্ঠস্বরের ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির যথেষ্ট পরিমাণে চালনা হ'ত। ম্যাকলিন তাদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে তাদের সঙ্গেই থাকতেন এবং রূপ মাত্রা ভঙ্গী বিবর্ত্তন প্রভৃতি কোন বিষয়ে কারো স্বরে কোন ত্রুটি লক্ষ্য করলে তা' সংশোধন ক'রে দিতেন এবং দোষযুক্ত শব্দ বা বাক্যটি বিশ বার উচ্চারণ না করিয়ে অপরাধীকে নিষ্কৃতি দিতেন না। এইরূপে তিনি নিজে অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে আঠার আনা কাজ আদায় ক'রে নিতেন। আঙ্গিক অভিনয়-শিক্ষা সম্বন্ধেও এইরূপ ব্যবস্থা ছিল।

এ'ত গেল অভিনয়-কলায় প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। রঙ্গালয়ে নাটক রিহার্সালের সময়েও ম্যাকলিন নিজে যেমন অসম্ভব রকম খাটতেন, অভিনেতাদিগকেও তেমনই খাটিয়ে নিতেন। ফলে অভিনেতারা অনেক সময় হাঁপিয়ে উঠ্‌ত। একদিন একজন অভিনেতা বিশেষ ক্লান্তি বোধ ক'রে বললে, "বাবা! এর চেয়ে Prussian exercise ঢের ভাল, তাতেও এত মেহনৎ ক'রতে হয় না!" ম্যাকলিন এই কথা শুনে সেই অভিনেতার দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন, তারপর স্থিরভাবে বললেন, "আসুন, আমরা সকলে গ্রীন রুমে যাই।" সকলে গ্রীন রুমে উপস্থিত হ'লে ম্যাকলিন পকেট থেকে তাঁর ঘড়িটি বার ক'রে টেবিলের উপর রাখলেন এবং বললেন, "আমরা এখানে ঠিক এক ঘণ্টা ব'সে থাকব।" সকলে চুপ ক'রে পুরা এক ঘণ্টা সেখানে ব'সে রইলেন। তারপর ম্যাকলিন বললেন, "এইবার বোধ হয়, আমাদের সকলকার মেজাজ ঠিক হ'য়েছে। আসুন, এইবার আমরা আবার রিহার্সাল আরম্ভ করি।"

আমরা এইরকম নাট্যাচার্য্যের অপেক্ষায় ব'সে আছি।

বাঙলা দেশের সঙ্গীত-কলা

(শ্রীভারতকুমার বসু)

"ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের চর্চ্চা" এই কথাটির অর্থ হচ্ছে,—"আর্ট এবং বিজ্ঞানের দিক দিয়ে সঙ্গীতের শিক্ষা।" আমাদের দেশের কোন কোন লোক বলেন যে, এক শ' বছর আগে এই শিক্ষা বাঙলা দেশে সম্পূর্ণ অচল ছিল!...

এ-সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে, পূর্ব্বে ভক্ত-বৈষ্ণবদের 'কীর্ত্তন' ছিল বাঙলা দেশের নিজস্ব সঙ্গীত!...কিন্তু এ-সঙ্গীতকে 'ক্লাসিক্যাল' সঙ্গীত বলা যেতে পারে না! কারণ, এ-সঙ্গীত কলার কোন বিশিষ্ট চর্চ্চার অবদান প্রচলিত নেই!... ক্লাসিক্যাল সঙ্গীত নাকি একশ' বৎসর পূর্ব্বে বাঙলাদেশের বিষ্ণুপুরে প্রথম নিয়ে আসেন—কে একজন বাহাদুর সেন!...এবং এঁর কাছ থেকে ঐ সঙ্গীত শেখেন গদাধর চক্রবর্ত্তী! এই গদাধরের শিষ্যমণ্ডলীর দ্বারাই নাকি ক্লাসিক্যাল সঙ্গীত আজ ছড়িয়ে প'ড়েছে সমস্ত বাঙলাদেশের মধ্যে!...

একটা চলতি কথা আছে যে, "একটুখানি সংবাদ সর্ব্বদাই বিপদজনক!" বাঙলাদেশের ক্লাসিক্যাল সঙ্গীত প্রসঙ্গে মিঃ হ্যাভেল প্রণীত "ভারতীয় কলা" নামক একটি বইয়ের কথা মনে হচ্ছে। তাতে তিনি লিখেছিলেন, "শিক্ষিত ভারতবাসীদের অনুসরণ ক'রে আমরা বিশ্বাস করতে পেরেছি যে, তাঁদের নিজস্ব কোন 'কলা' নেই,—যদিও তার অস্তিত্বের বিবরণ পাওয়া যায় প্রচুর! এবং তা হচ্ছে রীতিমত গৌরবযুক্ত ও ব্রিটিশ আর্টের চেয়েও সুদূরে-ছড়িয়ে-পড়া!... "এক শ' বৎসর পূর্ব্বে বাঙলাদেশে ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের অস্তিত্ব ছিল না"— একথা বললে সত্যের অপলাপ করা হয়!...

লক্ষ্মণসেনের গৌরব-দীপ্ত, দীর্ঘ রাজত্বের সময়ে বাঙলাদেশের ইতিহাসখানি উজ্জ্বল ছিল—বিভিন্ন ভাব, সুচারু আদর্শ ও অনুপম আর্টের কাহিনীতে! গোবর্দ্ধন তাঁর "আর্য্য সপ্তশতী"—পুস্তকে লিখেছেন,—

"সকলা কলা কল্পয়িতুম প্রভু প্রবন্ধস্য কুমুদবন্ধোশ্চ সেন-কুল-তিলক ভূপতি-রেক রাকা প্রদোষশ্চ!"

কিন্তু এই 'কলা' কথাটির অর্থ কি?...বাৎসায়ন তাঁর চৌষট্টি কলার ব্যাখ্যায় এটা ব্যবহার ক'রেছেন,—যার অর্থ হ'তে পারে—'শিল্প'!...কিন্তু এই 'কলা' ও 'শিল্প'—কথা দুটির অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন!...প্রথমটা খাটতে পারে মস্তিষ্কের কাজে এবং দ্বিতীয়টা হাতের!...কিন্তু, এ সিদ্ধান্তও চরম নয়!...সংস্কৃত শাস্ত্রে এর সদুত্তর পাওয়া যায় না! টলষ্টয় তাঁর বিখ্যাত 'আর্ট' পুস্তকেও এর অর্থ রহস্যমুক্ত ক'রতে পারেন নি!...

কিন্তু, এই অর্থ যাই হোক, এটা নিশ্চিত যে, লক্ষ্মণসেনের সময়ে 'আগম' এবং 'নিগমে'র জন্মভূমি এই বাঙলাদেশে বাৎসায়নের চৌষট্টিটি আর্টের অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছিল!...

তারপর জয়দেব তাঁর সরস সঙ্গীতে মেতে উঠেছিলেন তাঁর স্ত্রী পদ্মাবতীকে নিয়ে! নৃত্য-বিভোলা, নায়িকা পদ্মাবতী তাই সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং সম্মানকর উপাধি পেয়েছিলেন,—"চারণ চরণ চক্রবর্ত্তী!"

এঁদের পর বাঙলাদেশে ক্লাসিক্যাল সঙ্গীত আনেন—সুর-অধিরাজ দ্বিজ চণ্ডীদাস! তারপর মহাপ্রভু চৈতন্যদেব তাঁর সঙ্গীত-স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে গেলেন এই বাঙলাদেশ!—তাঁর সঙ্গীত থেকেই আজ গরানহাটী, মনোহরশাই ও অন্যান্য কীর্ত্তন-সুরের উৎপত্তি হ'য়েছে!...এই কীর্ত্তনের সুরই হচ্ছে আধুনিক ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরী ইত্যাদির জনক!

(শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বেদান্তচিন্তামণি মহাশয়ের ইংরেজী প্রবন্ধ হ'তে লিখিত

মনোমোহন থিয়েটারে

প্রত্যহ দুইবার ঃ—বৈকাল ৬টার ও রাত্রি ৯৷৷টায়

ইষ্টার্ণ ফিল্ম সিণ্ডিকেটের

নূতন ছবি

ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের

দেবদাস

অরোরা বায়স্কোপ কোম্পানীর

দ্বারা

প্রদর্শিত হইতেছে

ঔপন্যাসিক শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

গ্রন্থাবলী

আলেয়ার আলো	(সামাজিক উপন্যাস)	১।৵০
জলের আল্পনা	ঐ	১৷৷০
কাল বৈশাখী	ঐ	১৷৷০
পায়ের ধূলো	ঐ	২৲
ঝড়ের যাত্রী	ঐ	২৷৷০
ফেনো-জল	ঐ	২৲
ফুলশয্যা	ঐ	১।০
গন্ধকাঁটা	ঐ	১।০
যকের ধন	(চিত্তোত্তেজক উপন্যাস)	১৲
রসকলি	(হাস্যোপন্যাস)	২৲
পসরা	(গল্পের বই)	১।০
মধুপর্ক	ঐ	৷৷০
সিঁদূর চুপড়ী	ঐ	৷৷০
মালাচন্দন	ঐ	১।০
প্রেমের প্রেমারা	(মিনার্ভায় অভিনীত হাস্যনাট্য	।৵০
যৌবনের গান	(কবিতার বই)	১।০
ছুটীর ঘণ্টা	(শিশুপাঠ্য গল্পের বই)	১৲
সচরিতা	(রুশ উপন্যাসের অনুবাদ)	১।০
ভোরের পুরবী	(ফরাসী উপন্যাসের অনুবাদ)	১।০

এন, এম, রায়চৌধুরী

১১নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১১নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩, টাকা

৪র্থ বর্ষ
৩৫শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

২৭শে মাঘ
১৩৩৪

নাট্য-জগৎ

—*—

একদল মুরুব্বি প্রায়ই বাঙালীর অধঃপতন দেখে অশ্রুবর্ষণ করেন। তাঁদের বুলি হচ্ছে, জাতির এই দুর্দ্দিনে দেশ কিনা থিয়েটার, বায়স্কোপ, সার্কাস আর নানা আমোদ-প্রমোদের জন্যে টাকা নষ্ট করছে, জলের মত!



দেবদাস চিত্র-নাট্যে দেবদাস ও পার্ব্বতীর ভূমিকায়—শ্রীফণীন্দ্রনাথ বর্ম্মণ ও শ্রীমতী রমাদেবী

*

জাতির কর্ত্তব্য বলতে এঁরা বোধহয় এই বোঝেন:—দিবানিশি সবাই খালি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ুক, চোখের জল ফেলুক, এবং 'দেশোন্নতি'র জন্যে নানা কাল্পনিক ভাণ্ডারের চাঁদার খাতায় অবিরাম সই করতে থাকুক।

*

মুরুব্বিদের কাছে আমরাও পাল্টা প্রশ্ন দাখিল করছি:—নিদ্রা হচ্ছে মৃত্যুর নামান্তর, সংক্ষিপ্ত জীবনকে আরো-সংক্ষিপ্ত ক'রে তোলা মাত্র! অতএব তাঁরাও কেন নিদ্রাত্যাগ ক'রে দিনরাত সজাগ থেকে দেশের জন্যে অধিকতর চিন্তা করুন না?

*

জবাবে মুরুব্বিরা নিশ্চয়ই বলবেন যে, আমরা কি আর সাধ ক'রে ঘুমোই হে, কি করব, না ঘুমোলে শরীর ট্যাঁকে না যে!—প্রভৃতি।

*

হ্যাঁ, পথে এস! দেহরক্ষার পক্ষে নিদ্রার আবশ্যক আছে বটে। আমরাও তা জানি। কিন্তু দেহের মতন মনকেও যে রক্ষা করা নিতান্ত দরকার, মুরুব্বিআনা জাহির করবার সময়ে গম্ভীর ব্যক্তিরা সে কথাটা স্রেফ্ ভুলে যান কেন?

*

গত য়ুরোপীয় কুরুক্ষেত্রে, যেখানে মরণ প্রতি চরণক্ষেপেই জীবনকে হরণ করছে, স্বদেশরক্ষার জন্যে মানুষরা যেখানে অকাতরে বুকের রক্ত ঢেলে দিচ্ছে, সেখানেও যে সৈনিকদের জন্যে অভিনয় আর খেলাধূলার দরকার হয়েছে, মুরুব্বিরা তা জানেন তো? তাহ'লে কি বলতে হবে যে, ঐ যোদ্ধার দল কাপুরুষ এবং দেশদ্রোহী?

*

বাঙালী জাতির পিছনে দুর্ভাগ্য অনুসরণ করছে—দুর্ভিক্ষ, মড়ক, দারিদ্র্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে। এটা ঠিক কথা। কিন্তু সেই শোচনীয় দুর্ভাগ্যের স্মৃতি থেকে যদি আমরা মনকে মাঝে মাঝে মুক্ত করতে না পারি, দিন-রাতই খালি বিমর্ষ আর গোমড়া-মুখ হয়ে ব'সে থাকি, তাহ'লে কি সেটা জাতীয় আত্মহত্যার সামিল হবে না? জীবনব্যাপী ধারাবাহিক শোক কি জীবনকে মরণ-পথের যাত্রী করে না?

*

শত দুঃখের ভিতরেও আমরা থিয়েটার বায়স্কোপে যাই খানিক হাঁপ ছেড়ে জিরিয়ে নেবার জন্যে, আহত চিত্তের পরিচর্য্যার জন্যে, দুর্ভাগ্যের সঙ্গে নূতন ভাবে যোঝবার শক্তি সংগ্রহ করার জন্যে। দেশ থেকে আজ সমস্ত আমোদ-প্রমোদ তুলে দিয়ে দেখুন, দেশে কাল কর্ম্মী এবং কর্ম্মোৎসাহীর অভাব হবে নিশ্চয়ই।

*

মানুষ জোর ক'রে রঙ্গালয় বা চলচ্চিত্রের সৃষ্টি করে না। এ-সবের সৃষ্টি হয় স্বাভাবিক ভাবে, মানুষের প্রয়োজন অনুসারেই। দেহ রক্ষার পক্ষে যেমন নিদ্রার দরকার, মন রক্ষার পক্ষেও তেমনি রঙ্গালয় ও চলচ্চিত্রের দরকার। এ-সব আমোদ-প্রমোদের মানে হচ্ছে, বাদ্‌লার আন্ধিয়ার দিনের জন্যে সূর্য্যকর সঞ্চয় ক'রে রাখা।

*

এবং রঙ্গালয় কি কেবল নিছক আমোদ-প্রমোদেরই সামিল? গুরু-গম্ভীর বক্তৃতা দিলেই কি দেশের জন্যে মস্ত কাজ করা হয়—আমাদের তথাকথিত মুরুব্বিরা প্রধানতঃ যা করছেন? রঙ্গালয় কি আনন্দের ভিতর দিয়ে মানুষকে চিন্তা করতে শেখায় না?

স্বদেশীর যুগে বাংলা রঙ্গালয় জনসাধারণের ঘুমন্ত মনকে যে-ভাবে জাগিয়ে তুলেছিল, মুরুব্বিরা কি এরি মধ্যে সে কথা ভুলে গেলেন? আমাদের জাতীয় জীবনের অসংখ্য সমস্যা নিয়ে বাংলা রঙ্গালয় কি বরাবর আলোচনা করে নি? বাঙালীর মনের আদর্শ যাতে উন্নত হয়, সেদিকে কি বাংলা রঙ্গালয়ের যথাসাধ্য চেষ্টার কোন ত্রুটি দেখা যায়?

যে-শ্রেণীর মুরুব্বি নেতা রঙ্গালয়ের বিরুদ্ধে এইরকম যুক্তিহীন যুদ্ধ ঘোষণা করেন, তাঁদের তো কাজের মধ্যে দেখি দুই:—মঁাচায় চ'ড়ে বাক্য-রাইফেল ছোড়া আর দোরে দোরে ঘুরে চাঁদা যোগাড় করা। তা সে রাইফেলের আওয়াজ ফাঁকা হ'লেও ক্ষতি নেই এবং সংগৃহীত চাঁদার টাকা ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের ট্যাকস্থ হ'লেও আপত্তির কারণ নেই! বাঙালী জাতি মূক-বধির-অন্ধ হয়ে এইভাবে দেশোদ্ধারে ব্যস্ত হ'লে মুরুব্বিরা খুসি হ'তে পারেন। কিন্তু রসিক কবি অনেকদিন আগেই ব'লে গেছেন, "তা সে হবে কেন?"

*

রবীন্দ্রনাথের এখন কিসের দশা? জ্যোতিষীদের সেটা দেখা দরকার। কারণ তিনি এখন কিছু বলুন আর না বলুন, রাম উল্টো না বুঝে ছাড়ছে না। কোন তরুণ বাঙালী কবির ব্যবহৃত 'খুন' কথাটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ আলোচনা করলেন। আর অমনি 'কাকে কাণ নিয়ে গেছে শুনে' শ্রীমান নজরুল ইসলাম ছুটে এসে তাঁর সাহিত্য-গুরুকেই বিলক্ষণ দশ কথা শুনিয়ে দিলেন (এবং একবারও দেখলেন না সেটি সত্যই 'ইসলামি' কাণ কিনা)! তারপর "শনিবারের চিঠি"তে কে কি বলেছে সেই অপরাধ রবীন্দ্রনাথের কাঁধে চাপিয়ে তরুণ-দলের গায়ে-পড়া আপনি-মোড়ল ডাঃ নরেশচন্দ্র তাগ-লাগানো পাঁয়তারার কসরৎ দেখিয়ে দিলেন! তারপর আবার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ শেঠ মহাশয় চায়ের পেয়ালায় উত্তাল তরঙ্গ তুলেছেন।

*

বেচারী রবীন্দ্রনাথ! দিলীপকুমারের অনুষ্ঠিত গানের জলসায় সাদা মনে ভালোমানুষের মতন তিনি নিমন্ত্রণ রাখতে গেলেন, শেঠজী অমনি থিয়েটারি ঢঙে, অভিধান থেকে কথা বেছে বেছে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ব্যাকরণদুষ্ট ভাষায় মস্ত এক পালা গেয়ে ফেললেন। ভদ্রলোকের বিপদটা দেখুন একবার!

*

(শেঠজীর নিজের ভাষায়) "এই বিশ্বামিত্র, রামচন্দ্র, দধীচি, বুদ্ধ, শঙ্কর, নিমাইয়ের দেশের ছেলেমেয়ে লজ্জাসম্ভ্রম ত্যাগ করিয়া" চিরদিনই যে "নট-লীলায় মাতিয়া" উঠেছে, প্রাচীন ইতিহাস আর কালিদাস প্রভৃতির কাব্য পড়লেই সে-সম্বন্ধে শেঠজীর সমস্ত সন্দেহের নিরসন হ'তে পারত। স্বাধীন ভারতের গৌরবময় যুগেও ভদ্রমহিলা ও পুরুষের "নটলীলা" কারুর রুচিবিকার ঘটাত না। কিন্তু একালে তা ঘটবার কারণ হচ্ছে, মুসলমানরাজের প্রভাব এবং শেঠজীদের মত লোকের দাস-মনোবৃত্তি! এবং সেইজন্যেই অকারণে রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ ক'রে শেঠজী যে নিজের দাসসুলভ সঙ্কোচেরই পরিচয় দিয়েছেন, এ-কথাটা আমরা দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে বাধ্য হলুম।

*

শ্রীমতী রেবা রায় সেদিনকার 'জলসা'য় যে নৃত্যলীলা দেখিয়েছিলেন, আমরা তা উপভোগ করেছি। কিন্তু সেই প্রসঙ্গে শেঠজী এমন সব বাক্য ব্যবহার করেছেন, যা পড়লে তাঁকে মোটেই সীতা-সাবিত্রীর দেশের ছেলে ব'লে মানতে ইচ্ছা হয় না। শেঠজী নিজে শ্লীল, সংযত ভাষা জানেন না, অথচ রবীন্দ্রনাথকে সুরুচি সম্বন্ধে পরামর্শ দিতে এসেছেন, তাঁর এই অনাবশ্যক প্রতিবাদের মধ্যে এইটেই হচ্ছে সব-চেয়ে হাস্যকর। আজও ভারতের নানা প্রদেশের ভদ্র-সমাজে সীতা-সাবিত্রীর কন্যারা প্রকাশ্যভাবে দলে দলে নৃত্যে নিযুক্ত হন, কিন্তু সেখানে গিয়ে শেঠজী একবার 'পাপ' ও 'ব্যভিচার' প্রভৃতি কথাগুলি আউড়ে এসে দেখুন না, তিনি কি-রকম সংবর্দ্ধনা লাভ করেন! একটা গোলমাল বাধিয়ে নাম কেনবার লোভে শেঠজী মাতৃজাতির অপমান করতেও সঙ্কুচিত হন নি এবং এজন্যে তাঁর অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করা উচিত।

*

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের কথা ধরি না, কারণ এ-জীবনে তাঁর আর নূতন বুদ্ধি হবার বয়স নেই, কিন্তু তাঁর দলে জুটে আরো যে-সব নির্ব্বোধ গগনভেদী চীৎকার করছেন, দিলীপকুমার তাঁদের কথায় কর্ণপাত না করলেই আমরা সুখী হব। গানের সঙ্গে সঙ্গে নাচকেও তিনি যদি জনপ্রিয় করবার চেষ্টা করেন, তাহ'লে তাঁর গৌরব বাড়বে বৈ কমবে না।

*

সেদিনকার জলসায় আমাদের সব-চেয়ে ভালো লেগেছিল সেই গানগুলি, যে-গুলিতে দুই বা তিনজন গায়ক পরে পরে একই পংক্তি নিয়ে সুরের নব নব ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছিলেন। এর মধ্যে নূতনত্ব তো আছেই এবং আমাদের বিশ্বাস, প্রাচ্য সঙ্গীত এখানে প্রতীচ্য সঙ্গীতের উপরে রীতিমত টেক্কা মারতে পারে, কারণ পাশ্চাত্য সঙ্গীত-কলায় গায়কদের এ-রকম স্বাধীনতা প্রকাশের সুযোগ বোধ হয় নেই।

*

কিন্তু যে-রবীন্দ্রনাথের গান ও সুর আধুনিক বাঙালীর গর্ব্বের বস্তু, দিলীপ-কুমার তাঁর অধিকাংশ জলসাতেই তাকে এমন সযত্নে পরিহার করেন কেন? এজন্যে আজকাল অনেকেই কৌতূহল ও দুঃখপ্রকাশ করছেন, এ-সম্বন্ধে দিলীপবাবু প্রকাশ্যে কোন কারণোত্তর দিলে লোকের মন-গড়া ধারণা দূর হ'তে পারে। আমাদের তো মনে হয়, আধুনিক বাংলা গানের জলসায় রবীন্দ্রনাথের গান বাদ দেওয়া, 'হ্যামলেট' নাটক থেকে হ্যামলেটকে বাদ দেওয়ার মত।

*

গত হপ্তায় 'মনোমোহনে' "ইষ্টার্ণ ফিল্ম সিণ্ডিকেটে"র প্রথম ছবি, শরৎ চন্দ্রের "দেবদাস" দেখে এলুম। ছবিখানি দেখাচ্ছেন "অরোরা বায়স্কোপ কোম্পানী"। তাঁদের যন্ত্রের কোন দোষ আছে কিনা জানি না, তবে এটা ঠিক যে, ছবিখানি আরো ভালো ক'রে দেখানো উচিত। হয়তো যন্ত্রের কোন কোন দোষের জন্যে 'ফোটোগ্রাফার'কে স্থানে স্থানে দায়ী হ'তে হয়েছে।

*

এদেশে এখনো একেবারে বিলাতী ছবির মত সমান দরের ছবি তৈরি করবার সময় আসেনি। কারণ প্রধানতঃ অর্থ এবং দরকার-মত শিক্ষিত ও চলচ্চিত্রাভিনয়ে অভ্যস্ত নট, নটী ও প্রয়োগকর্ত্তার অভাব। বিলাতের মত এখানে কোন ছবি তোলবার উপযোগী স্থায়ী চিত্রাগারও নেই। তাই ছবি অনেক জায়গায় ঝাপসা হ'লেও সেজন্যে আলোকচিত্রকরকে সম্পূর্ণরূপে দায়ী করা যায় না।

*

এ-সব অসম্পূর্ণতা সত্বেও বাঙালী যে বিলাতীর চেয়ে দেশী ছবি বেশী পছন্দ করে, তার মূল কারণ হচ্ছে দেশী চিত্রনাট্যের আখ্যান-বস্তুর মধ্যে বাঙালী তার নিজের প্রাণ এবং জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার সাড়া পায়। যেমন ধরুন, "দেবদাস" চিত্রনাট্যের তিনটি প্রধান চরিত্রের কথা—দেবদাস, পার্ব্বতী ও চন্দ্রমুখী। এরা তিনজনেই একেবারে আমাদের মনের মানুষ, এদের প্রাণের

কথা বুঝবার জন্মে আমাদিগকে পাশ্চাত্য মনোভাবের আশ্রয় নিতে হয় না কিছুমাত্র।

*

"দেবদাস" চিত্রনাট্যে যে বাঙালী মস্তিষ্কের প্রভাব আছে, সেটা বুঝতেও একটুও দেরি লাগে না। ম্যাডানের দলও প্রধানতঃ বাঙালীর সাহায্যে ছবি তোলেন বটে, কিন্তু কেন জানি না, তাঁদের কাজের ভিতর থেকে রুচিহীনতার এমন একটা আভাস জেগে ওঠে যে, আমাদের রসবোধ আহত না হয়ে পারে না। "ইষ্টার্ণ ফিল্ম সিণ্ডিকেট" ম্যাডানের মতন ধনী নন নিশ্চয়ই, কিন্তু এটা তাঁরা প্রমাণিত করেছেন যে, অর্থে সমযোগ্য না হ'লেও সৌন্দর্য্য ও রস সৃজনে বাঙালীর মস্তিষ্ক ভারতে এখনো অদ্বিতীয়তার দাবি করতে পারে।

*

এর আগে অধিকাংশ দেশী ছবিতে দেখেছি, রসিকের কোন খাতির না রেখেই প্রয়োগকর্ত্তারা চেয়েছেন, চরিত্র-বিকাশের দিকে একটুও নজর না রেখে কেবলমাত্র কতকগুলো আজগুবি ও চমকদার ঘটনা ও দৃশ্যের সৃষ্টি ক'রে বালক আর নির্ব্বোধের মন রাখতে। এবং ভালো দেশী ছবির অভাবে বাঙালীরা যখন সেই সব ছেলেমানুষী দেখবার জন্যেও টাকা খরচ করতে বাধ্য হ'ত, তখন আমাদের আত্মসম্মানে যে ঘা লাগত না, সে কথাও বলতে পারি না।

*

বাঙালী নাট্যরসিক মাত্রই জানেন, শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র একজন উচ্চ শ্রেণীর কলাবিদ। "দেবদাসে"র প্রয়োগকর্ত্তা হচ্ছেন তিনিই। "দেবদাসে"র প্রয়োগে তিনিও যে বালকতা দেখিয়ে বাঙালী দর্শককে অপমান করবেন না, এটা আমরা আগে থাকতেই আন্দাজ করেছিলুম। এবং "দেবদাস" যে একখানি ভালো চিত্রনাট্য হয়েছে তার প্রধান কারণ, এর মধ্যে গল্পের চেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে পাত্র-পাত্রীর মানসিক ভাবের খেলা—কখনো রোদের লীলায়, কখনো মেঘের ছায়ায়, কখনো চোখের জলে, কখনো ঠোঁটের হাসিতে! "দেবদাস" ঘটনাপ্রধান উপন্যাস নয়, চিত্রনাট্যও ঘটনাকে ত্যাগ ক'রে অন্তরাত্মাকে প্রকাশ করতে চেয়েছে! এদেশের অন্যান্য প্রয়োগকর্ত্তার সঙ্গে নরেশচন্দ্রের তফাৎ হচ্ছে এইখানেই।

*

দেবদাস সেজেছেন শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বর্ম্মণ। নাট্যজগতে এই তাঁর প্রথম আবির্ভাব এবং প্রথম আবির্ভাবেই তিনি দর্শকদের হৃদয় এমন ভাবে জয় করেছেন, যা অভাবিত বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁর অভিনয়-শক্তি সূক্ষ্ম, সুন্দর ও স্বাভাবিক। আগাগোড়া কোথাও অতি-অভিনয়ের আঁচ নেই—বাংলার অধিকাংশ নামজাদা নটের কাছে যা আশা করা যায় না, তাঁর কাছ থেকে আমরা তাই-ই পেয়েছি। অনায়াসেই ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি, এ পথে থাকলে তিনি দেশজোড়া নাম কিনবেন।

*

শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্রের "চুণীলাল" ও শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তীর পুরাতন ভৃত্যের ভূমিকা আমাদের খুব ভালো লাগল—নিখুঁৎ বললেও মিথ্যা বলা হয় না। পার্ব্বতীর ভূমিকায় শ্রীমতী রমা দেবী অতি-অভিনয় করলেও মোটের উপর তাঁকেও প্রশংসা করতে পারি। "চন্দ্রমুখী"কে ভালো লাগল না। বিশেষ, যে নটী এই ভূমিকায় নেমেছেন, তাঁর চেহারাও চলচ্চিত্রের উপযোগী নয়। বালক দেবদাস ও বালিকা পার্ব্বতীর অভিনয়ও অত্যন্ত উপভোগ্য। বিশেষ ক'রে বালক-দেবদাস যে নাট্যনিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন, সত্যই তা অপূর্ব্ব। অন্যান্য অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ভূমিকার অভিনয় বেশ ভালোই হয়েছে বলা যেতে পারে।

*

শেষের দিকে পার্ব্বতীর শয়ন-কক্ষের রুদ্ধদ্বারে আসন্ন অমঙ্গলের (কিংবা নিয়তি না দুর্ভাগ্যের ?) ভীতিকর হস্তের আঘাত, এ পরিকল্পনাটুকু নিশ্চয়ই কোন ওস্তাদ-শিল্পীর শক্তিকে প্রকাশ করেছে।

*

সব শেষে এই বলতে চাই যে, "দেবদাস" এদেশের চলচ্চিত্র-জগতে এমন একটি নূতন আদর্শ খাড়া করিয়ে দিয়েছে, প্রত্যেক বাঙালীই যা দেখে এলে আনন্দিত না হয়ে পারবে না। "ইষ্টার্ণ ফিল্ম সিণ্ডিকেট" আমাদের মনে অত্যন্ত আশার সঞ্চার করেছেন, তাঁদের ভবিষ্যতের নূতন কার্য্য দেখবার জন্যে আমরা উন্মুখ হয়ে রইলুম।

*

"অমৃত-ভাষিত" 'মিনার্ভা'র নব-নাটক "যাজ্ঞসেনী"র "অগ্র-বিজ্ঞাপনী" প্রকাশিত হয়েছে এবং বিজ্ঞাপনটিও যে অমৃত-লেখনীরই ইঙ্গিত বহন ক'রে এনেছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। ও লেখার ভঙ্গি বেনামা হলেও আত্মগোপন করতে পারে না। কিন্তু এ কথা কি সত্য যে, দানীবাবু এই নূতন নাটকে ধৃতরাষ্ট্রের বা অর্জ্জুনের—কোন ভূমিকাই গ্রহণ করবেন না? কারণ শুনলুম অভিমান, কিন্তু অভিমানের কারণ কি ?

*

এবং রঙ্গালয় কি কেবল নিছক আমোদ-প্রমোদেরই সামিল? গুরু-গম্ভীর বক্তৃতা দিলেই কি দেশের জন্যে মস্ত কাজ করা হয়—আমাদের তথাকথিত মুরুব্বিরা প্রধানতঃ যা করছেন? রঙ্গালয় কি আনন্দের ভিতর দিয়ে মানুষকে চিন্তা করতে শেখায় না?

স্বদেশীর যুগে বাংলা রঙ্গালয় জনসাধারণের ঘুমন্ত মনকে যে-ভাবে জাগিয়ে তুলেছিল, মুরুব্বিরা কি এরি মধ্যে সে কথা ভুলে গেলেন? আমাদের জাতীয় জীবনের অসংখ্য সমস্যা নিয়ে বাংলা রঙ্গালয় কি বরাবর আলোচনা করে নি? বাঙালীর মনের আদর্শ যাতে উন্নত হয়, সেদিকে কি বাংলা রঙ্গালয়ের যথাসাধ্য চেষ্টার কোন ত্রুটি দেখা যায়?

যে-শ্রেণীর মুরুব্বি নেতা রঙ্গালয়ের বিরুদ্ধে এইরকম যুক্তিহীন যুদ্ধ ঘোষণা করেন, তাঁদের তো কাজের মধ্যে দেখি দুই:—মাঁচায় চ'ড়ে বাক্য-রাইফেল ছোঁড়া আর দোরে দোরে ঘুরে চাঁদা যোগাড় করা। তা সে রাইফেলের আওয়াজ ফাঁকা হ'লেও ক্ষতি নেই এবং সংগৃহীত চাঁদার টাকা ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের ট্যাঁকস্থ হ'লেও আপত্তির কারণ নেই! বাঙালী জাতি মূক-বধির-অন্ধ হয়ে এইভাবে দেশোদ্ধারে ব্যস্ত হ'লে মুরুব্বিরা খুসি হ'তে পারেন। কিন্তু রসিক কবি অনেকদিন আগেই ব'লে গেছেন, "তা সে হবে কেন?"

*

রবীন্দ্রনাথের এখন কিসের দশা? জ্যোতিষীদের সেটা দেখা দরকার। কারণ তিনি এখন কিছু বলুন আর না বলুন, রাম উল্টো না বুঝে ছাড়ছে না। কোন তরুণ বাঙালী কবির ব্যবহৃত 'খুন' কথাটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ আলোচনা করলেন। আর অমনি 'কাকে কাণ নিয়ে গেছে শুনে' শ্রীমান নজরুল ইসলাম ছুটে এসে তাঁর সাহিত্য-গুরুকেই বিলক্ষণ দশ কথা শুনিয়ে দিলেন (এবং একবারও দেখলেন না সেটি সত্যই 'ইসলামি' কাণ কিনা)! তারপর "শনিবারের চিঠি"তে কে কি বলেছে সেই অপরাধ রবীন্দ্রনাথের কাঁধে চাপিয়ে তরুণ-দলের গায়ে-পড়া আপনি-মোড়ল ডাঃ নরেশচন্দ্র তাগ-লাগানো পাঁয়তারার কসরৎ দেখিয়ে দিলেন! তারপর আবার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ শেঠ মহাশয় চায়ের পেয়ালায় উত্তাল তরঙ্গ তুলেছেন।

*

বেচারী রবীন্দ্রনাথ! দিলীপকুমারের অনুষ্ঠিত গানের জলসায় সাদা মনে ভালোমানুষের মতন তিনি নিমন্ত্রণ রাখতে গেলেন, শেঠজী অমনি থিয়েটারি রে, অভিধান থেকে কথা বেছে বেছে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ব্যাকরণদুষ্ট ভাষায় মস্ত এক পালা গেয়ে ফেললেন। ভদ্রলোকের বিপদটা দেখুন একবার!

*

(শেঠজীর নিজের ভাষায়) "এই বিশ্বামিত্র, রামচন্দ্র, দধীচি, বুদ্ধ, শঙ্কর, নিমাইয়ের দেশের ছেলেমেয়ে লজ্জাসম্ভ্রম ত্যাগ করিয়া" চিরদিনই যে "নটলীলায় মাতিয়া" উঠেছে, প্রাচীন ইতিহাস আর কালিদাস প্রভৃতির কাব্য পড়লেই সে-সম্বন্ধে শেঠজীর সমস্ত সন্দেহের নিরসন হ'তে পারত। স্বাধীন ভারতের গৌরবময় যুগেও ভদ্রমহিলা ও পুরুষের "নটলীলা" কারুর রুচিবিকার ঘটাত না। কিন্তু একালে তা ঘটবার কারণ হচ্ছে, মুসলমানরাজের প্রভাব এবং শেঠজীদের মত লোকের দাস-মনোবৃত্তি! এবং সেইজন্তেই অকারণে রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ ক'রে শেঠজী যে নিজের দাসসুলভ সঙ্কোচেরই পরিচয় দিয়েছেন, এ-কথাটা আমরা দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে বাধ্য হলুম।

*

শ্রীমতী রেবা রায় সেদিনকার 'জলসা'য় যে নৃত্যলীলা দেখিয়েছিলেন, আমরা তা উপভোগ করেছি। কিন্তু সেই প্রসঙ্গে শেঠজী এমন সব বাক্য ব্যবহার করেছেন, যা পড়লে তাঁকে মোটেই সীতা-সাবিত্রীর দেশের ছেলে ব'লে মানতে ইচ্ছা হয় না। শেঠজী নিজে শ্লীল, সংযত ভাষা জানেন না, অথচ রবীন্দ্রনাথকে সুরুচি সম্বন্ধে পরামর্শ দিতে এসেছেন, তাঁর এই অনাবশ্যক প্রতিবাদের মধ্যে এইটেই হচ্ছে সব-চেয়ে হাস্যকর। আজও ভারতের নানা প্রদেশের ভদ্র-সমাজে সীতা-সাবিত্রীর কন্যারা প্রকাশ্যভাবে দলে দলে নৃত্যে নিযুক্ত হন, কিন্তু সেখানে গিয়ে শেঠজী একবার 'পাপ' ও 'ব্যভিচার' প্রভৃতি কথাগুলি আউড়ে এসে দেখুন না, তিনি কি-রকম সংবর্দ্ধনা লাভ করেন! একটা গোলমাল বাধিয়ে নাম কেনবার লোভে শেঠজী মাতৃজাতির অপমান করতেও সঙ্কুচিত হন নি এবং এজন্যে তাঁর অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করা উচিত।

*

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের কথা ধরি না, কারণ এ-জীবনে তাঁর আর নূতন বুদ্ধি হবার বয়স নেই, কিন্তু তাঁর দলে জুটে আরো যে-সব নির্বোধ গগনভেদী চীৎকার করছেন, দিলীপকুমার তাঁদের কথায় কর্ণপাত না করলেই আমরা সুখী হব। গানের সঙ্গে সঙ্গে নাচকেও তিনি যদি জনপ্রিয় করবার চেষ্টা করেন, তাহ'লে তাঁর গৌরব বাড়বে বৈ কমবে না।

*

সেদিনকার জলসায় আমাদের সব-চেয়ে ভালো লেগেছিল সেই গানগুলি, যে-গুলিতে দুই বা তিনজন গায়ক পরে পরে একই পংক্তি নিয়ে সুরের নব নব ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছিলেন। এর মধ্যে নূতনত্ব তো আছেই এবং আমাদের বিশ্বাস, প্রাচ্য সঙ্গীত এখানে প্রতীচ্য সঙ্গীতের উপরে রীতিমত টেক্কা মারতে পারে, কারণ পাশ্চাত্য সঙ্গীত-কলায় গায়কদের এ-রকম স্বাধীনতা প্রকাশের সুযোগ বোধ হয় নেই।

*

কিন্তু যে-রবীন্দ্রনাথের গান ও সুর আধুনিক বাঙালীর গর্ব্বের বস্তু, দিলীপ-কুমার তাঁর অধিকাংশ জলসাতেই তাকে এমন সযত্নে পরিহার করেন কেন? এজন্যে আজকাল অনেকেই কৌতূহল ও দুঃখপ্রকাশ করছেন, এ-সম্বন্ধে দিলীপবাবু প্রকাশ্যে কোন কারণোত্তর দিলে লোকের মন-গড়া ধারণা দূর হ'তে পারে। আমাদের তো মনে হয়, আধুনিক বাংলা গানের জলসায় রবীন্দ্রনাথের গান বাদ দেওয়া, 'হ্যামলেট' নাটক থেকে হ্যামলেটকে বাদ দেওয়ার মত।

*

গত হপ্তায় 'মনোমোহনে' "ইষ্টার্ণ ফিল্ম সিণ্ডিকেটে"র প্রথম ছবি, শরৎচন্দ্রের "দেবদাস" দেখে এলুম। ছবিখানি দেখাচ্ছেন "অরোরা বায়স্কোপ কোম্পানী"। তাঁদের যন্ত্রের কোন দোষ আছে কিনা জানি না, তবে এটা ঠিক যে, ছবিখানি আরো ভালো ক'রে দেখানো উচিত। হয়তো যন্ত্রের কোন কোন দোষের জন্যে 'ফোটোগ্রাফার'কে স্থানে স্থানে দায়ী হ'তে হয়েছে।

*

এদেশে এখনো একেবারে বিলাতী ছবির মত সমান দরের ছবি তৈরি করবার সময় আসেনি। কারণ প্রধানতঃ অর্থ এবং দরকার-মত শিক্ষিত ও চলচ্চিত্রাভিনয়ে অভ্যস্ত নট, নটী ও প্রয়োগকর্ত্তার অভাব। বিলাতের মত এখানে কোন ছবি তোলবার উপযোগী স্থায়ী চিত্রাগারও নেই। তাই ছবি অনেক জায়গায় ঝাপসা হ'লেও সেজন্যে আলোকচিত্রকরকে সম্পূর্ণরূপে দায়ী করা যায় না।

*

এ-সব অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও বাঙালী যে বিলাতীর চেয়ে দেশী ছবি বেশী পছন্দ করে, তার মূল কারণ হচ্ছে দেশী চিত্রনাট্যের আখ্যান-বস্তুর মধ্যে বাঙালী তার নিজের প্রাণ এবং জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার সাড়া পায়। যেমন ধরুন, "দেবদাস" চিত্রনাট্যের তিনটি প্রধান চরিত্রের কথা—দেবদাস, পার্ব্বতী ও চন্দ্রমুখী। এরা তিনজনেই একেবারে আমাদের মনের মানুষ, এদের প্রাণের

কথা বুঝবার জন্যে আমাদিগকে পাশ্চাত্য মনোভাবের আশ্রয় নিতে হয় না কিছুমাত্র।

*

"দেবদাস" চিত্রনাট্যে যে বাঙালী মস্তিষ্কের প্রভাব আছে, সেটা বুঝতেও একটুও দেরি লাগে না। ম্যাডানের দলও প্রধানতঃ বাঙালীর সাহায্যে ছবি তোলেন বটে, কিন্তু কেন জানি না, তাঁদের কাজের ভিতর থেকে রুচিহীনতার এমন একটা আভাস জেগে ওঠে যে, আমাদের রসবোধ আহত না হয়ে পারে না। "ইষ্টার্ণ ফিল্ম সিণ্ডিকেট" ম্যাডানের মতন ধনী নন নিশ্চয়ই, কিন্তু এটা তাঁরা প্রমাণিত করেছেন যে, অর্থে সমযোগ্য না হ'লেও সৌন্দর্য্য ও রস সৃজনে বাঙালীর মস্তিষ্ক ভারতে এখনো অদ্বিতীয়তার দাবি করতে পারে।

*

এর আগে অধিকাংশ দেশী ছবিতে দেখেছি, রসিকের কোন খাতির না রেখেই প্রয়োগকর্ত্তারা চেয়েছেন, চরিত্র-বিকাশের দিকে একটুও নজর না রেখে কেবলমাত্র কতকগুলো আজগুবি ও চমকদার ঘটনা ও দৃশ্যের সৃষ্টি ক'রে বালক আর নির্ব্বোধের মন রাখতে। এবং ভালো দেশী ছবির অভাবে বাঙালীরা যখন সেই সব ছেলেমানুষী দেখবার জন্যেও টাকা খরচ করতে বাধ্য হ'ত, তখন আমাদের আত্মসম্মানে যে ঘা লাগত না, সে কথাও বলতে পারি না।

*

বাঙালী নাট্যরসিক মাত্রই জানেন, শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র একজন উচ্চ শ্রেণীর কলাবিদ। "দেবদাসে"র প্রয়োগকর্ত্তা হচ্ছেন তিনিই। "দেবদাসে"র প্রয়োগে তিনিও যে বালকতা দেখিয়ে বাঙালী দর্শককে অপমান করবেন না, এটা আমরা আগে থাকতেই আন্দাজ করেছিলুম। এবং "দেবদাস" যে একখানি ভালো চিত্রনাট্য হয়েছে তার প্রধান কারণ, এর মধ্যে গল্পের চেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে পাত্র-পাত্রীর মানসিক ভাবের খেলা—কখনো রোদের লীলায়, কখনো মেঘের ছায়ায়, কখনো চোখের জলে, কখনো ঠোঁটের হাসিতে! "দেবদাস" ঘটনাপ্রধান উপন্যাস নয়, চিত্রনাট্যও ঘটনাকে ত্যাগ ক'রে অন্তরাত্মাকে প্রকাশ করতে চেয়েছে! এদেশের অন্যান্য প্রয়োগকর্ত্তার সঙ্গে নরেশচন্দ্রের তফাৎ হচ্ছে এইখানেই।

*

দেবদাস সেজেছেন শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বর্ম্মণ। নাট্যজগতে এই তাঁর প্রথম আবির্ভাব এবং প্রথম আবির্ভাবেই তিনি দর্শকদের হৃদয় এমন ভাবে জয় করেছেন, যা অভাবিত বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁর অভিনয়-শক্তি সূক্ষ্ম, সুন্দর ও স্বাভাবিক। আগাগোড়া কোথাও অতি-অভিনয়ের আঁচ নেই—বাংলার অধিকাংশ নামজাদা নটের কাছে যা আশা করা যায় না, তাঁর কাছ থেকে আমরা তাই-ই পেয়েছি। অনায়াসেই ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি, এ পথে থাকলে তিনি দেশজোড়া নাম কিনবেন।

*

শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্রের "চুনীলাল" ও শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তীর পুরাতন ভৃত্যের ভূমিকা আমাদের খুব ভালো লাগল—নিখুঁৎ বললেও মিথ্যা বলা হয় না। পার্ব্বতীর ভূমিকায় শ্রীমতী রমা দেবী অতি-অভিনয় করলেও মোটের উপর তাঁকেও প্রশংসা করতে পারি। "চন্দ্রমুখী"কে ভালো লাগল না। বিশেষ, যে নটী এই ভূমিকায় নেমেছেন, তাঁর চেহারাও চলচ্চিত্রের উপযোগী নয়। বালক দেবদাস ও বালিকা পার্ব্বতীর অভিনয়ও অত্যন্ত উপভোগ্য। বিশেষ ক'রে বালক-দেবদাস যে নাট-নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন, সত্যই তা অপূর্ব্ব। অন্যান্য অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ভূমিকার অভিনয় বেশ ভালোই হয়েছে বলা যেতে পারে।

*

শেষের দিকে পার্ব্বতীর শয়ন-কক্ষের রুদ্ধদ্বারে আসন্ন অমঙ্গলের (কিংবা নিয়তি না দুর্ভাগ্যের?) ভীতিকর হস্তের আঘাত, এ পরিকল্পনাটুকু নিশ্চয়ই কোন ওস্তাদ-শিল্পীর শক্তিকে প্রকাশ করেছে।

*

সব-শেষে এই বলতে চাই যে, "দেবদাস" এদেশের চলচ্চিত্র-জগতে এমন একটি নূতন আদর্শ খাড়া করিয়ে দিয়েছে, প্রত্যেক বাঙালীই যা দেখে এলে আনন্দিত না হয়ে পারবে না। "ইষ্টার্ণ ফিল্ম সিণ্ডিকেট" আমাদের মনে অত্যন্ত আশার সঞ্চার করেছেন, তাঁদের ভবিষ্যতের নূতন কার্য্য দেখবার জন্যে আমরা উন্মুখ হয়ে রইলুম।

*

"অমৃত-ভাষিত" 'মিনার্ভা'র নব-নাটক "যাজ্ঞসেনী"র "অগ্র-বিজ্ঞাপনী" প্রকাশিত হয়েছে এবং বিজ্ঞাপনটিও যে অমৃত-লেখনীরই ইঙ্গিত বহন ক'রে এনেছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। ও লেখার ভঙ্গি বেনামা হলেও আত্মগোপন করতে পারে না। কিন্তু এ-কথা কি সত্য যে, দানীবাবু এই নূতন নাটকে ধৃতরাষ্ট্রের বা অর্জ্জুনের—কোন ভূমিকাই গ্রহণ করবেন না? কারণ শুনলুম অভিমান, কিন্তু অভিমানের কারণ কি?

*

শুনে যার-পর-পর-নাই সুখী হলুম যে, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি-পরীক্ষায় নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকের আসন লাভ করেছেন। নটের সম্মান আর এক ধাপ উপরে উঠল। এবং অমৃতলালের যোগ্যতা সম্বন্ধে কারুর সন্দেহ থাকতে পারে না।

*

প্রত্যেক রঙ্গালয় এখন প্রবাসী, কলকাতার কোন রঙ্গালয়েই অভিনেতাদের চীৎকারে কোলের ছেলে আর ককিয়ে উঠছে না। সুতরাং নূতন খবর কিছু নেই। তবে এইটুকু কাণাকাণি শুনছি, জলপাইগুড়িতে 'নাট্যমন্দিরে'র সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে 'ষ্টার' নাকি রঙ্গালয়ের বাইরে এক হাস্যকর 'ট্রাজেডী'র সৃষ্টি ক'রে ফেলেছেন। শীঘ্রই খাঁটি খবর আসছে—বিশেষ বিবরণ পরে প্রকাশ্য।

*

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী এখন কোথায়? এই ফাঁকে কলকাতায় থাকলে তাঁর ক্ষেত্রের অভাব হ'ত না।

*

কলকাতায় এ হপ্তাতেও 'নাট্যমন্দিরে'র অভিনয় বন্ধ রইল—সম্প্রদায় এখন রংপুরে।

*

অধুনালুপ্ত 'শিশিরে'র সম্পাদক "ভগ্নদূত"কে নিয়ে আসছেন। খুব সম্ভব এর মধ্যেও রঙ্গালয়ের খবর থাকবে। কিন্তু "ভগ্নদূত" তো পরাজয়ের সংবাদ বহন করে—এ "ভগ্নদূত" কি সকলের পরাজয়ের কাহিনীই শোনাবে? পরাজিতরা সাবধান!

*

রাজবন্দীদের পরিবারবর্গের সাহায্যের জন্যে রবীন্দ্রনাথ কবে যে "রাজা" অভিনয় করবেন তা এখনো স্থির হয়নি।

*

'ষ্টার' শরৎচন্দ্রের "দত্তা" অভিনয় করবেন ব'লে গুজব শোনা যাচ্ছে বটে, কিন্তু "দত্তা"র ভিতর কি যথেষ্ট পরিমাণে নাটকীয় উপাদান আছে? উপন্যাস যতই ভালো হোক্, সকল উপন্যাসই নাটকে পরিণত হ'তে পারে না—অন্ততঃ খোল ও নলচে না বদলে।

দুষ্টু চোখের গান

[শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়]

—:*:—

ও তুই চপল নয়ন-পাখী!
ছি-ছি, গোলাম ক'রে ঘোরাস্ মোরে
রাখলি না আর কিছুই বাকি!

*

ফুটলে পরে ফুলের কুঁড়ি,
আঁচ্‌লা ভরে শ্যাম্‌লা ছুঁড়ী,
দেখে, কাজ্‌লা যে তার আঁখির তারা
পরাস্ রাঙা প্রেমের রাখী।

*

শীত-শিশিরে গীত গেয়ে তুই
যাস্‌রে দখিন-হাওয়ার দেশে,
নিতুই তোকে মাতিয়ে বেড়ায়
চাঁদের মদির চাওয়া এসে।

*

জলকে বধূ যায় ভোরেতে
জাগিয়ে হাসি পাঁয়জোরেতে,
শুনে অম্‌নি জেগে দরশ-পটে
নিস্ কবিতার লিখন আঁকি।

*

চোখের চাকর চলেছি গো,
রূপ-ভুবনের দ্বারে দ্বারে,
মরুর মাঝে মরুচি খুঁজে
ছায়ার কায়া বারে বারে।

*

কোন অধরার লাল অধরে
নয়ন আমার স্বপন ধরে,
ও তার বুক-বাগানে এলিয়ে পড়ে
আলুল চুলের আতর মাখি!

চিত্রনাটের রূপকথা

—: :—

মেয়ের পদবী বিখ্যাত হোলে সেই মতো তার বাপ মার আর সমস্ত ভাই বোনদের পদবীও যে বদলে যায় এমন ঘটনা এ দেশে হয় না—সাহেবদের দেশেও হ'য়েছে ব'লে আগে শোনা যায়নি।

*

যশস্বিনী অভিনেত্রী ভিল্‌মা ব্যাঙ্কি হাঙ্গেরির বুডাপেষ্ট সহরের মেয়ে। তাঁর বাবার নাম ও পদবী জন্ কন্‌সিট। প্রসিদ্ধ প্রয়োজক স্যাম জোল্‌ডুইন্ কন্‌সিট্ পদবী জনপ্রিয় হবে না ভেবে অভিনয়-ক্ষেত্রের জন্যে ঐ পদবী বদলে ভিল্‌মাকে ব্যাঙ্কি পদবী দেন।

*

খবর পাওয়া গেছে যে বুডাপেষ্টের আদালতের হুকুম নিয়ে জন্ কনসিট তাঁর পদবী ব্যাঙ্কিতে পরিবর্ত্তিত করেছেন। কাজেই ভিল্‌মার মা ও ভাই বোন্ সকলেরই ব্যাঙ্কি পদবী হ'য়ে গেল।

*

ইতিমধ্যে কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে ভিল্‌মা ব্যাঙ্কি হ'য়েছেন মিসেস রড্‌লা রকে—বিখ্যাত ফরাসীদেশীয় চলচ্ছবি অভিনেতা শ্রীযুক্ত রড্‌লা রকের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হ'য়েছে।

*

লণ্ডনের 'ভ্যালেন্‌টিনো সমিতি'র সম্পাদিকা কুমারী ইলিয়ট গেল বড়দিনের সময় সেখানকার ইতালীয় হাসপাতালের পীড়িত ছেলেমেয়েদের জন্যে নানারকম খেল্‌না, বড়োদের জন্যে সিগারেট ও অন্যান্য উপহার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন লোকান্তরিত অভিনেতা-শিরোমণি ভ্যালেন্‌টিনোর স্মৃতির অর্ঘ্য রূপে। ভ্যালেন্‌টিনো ছিলেন ইতালীয়। এর চেয়ে মহত্তর স্মৃতি আর কি হ'তে পারে?

*

চলচ্ছবিতে অশ্বারোহণে অপূর্ব্ব নৈপুণ্য দেখাচ্ছে দশ বছর বয়েসের একজন ছেলে। তার নাম নিউটন্ হাউস্। বিশেষজ্ঞেরা ব'লছেন এ বিষয়ে অনেক 'ষ্টার' অভিনেতাও হাউসের কাছাকাছি পৌছান না।

*

প্রয়োজকদের মাঝে মাঝে কি রকম বিপদে প'ড়তে হয় তা সকলের জানা নেই। রোণাল্‌ড, কোল্‌ম্যান ও ভিল্‌মা ব্যাঙ্কি যে নূতন ছবিতে সত্বরই দেখা দেবেন তার নাম হোলো 'যাদু-শিখা' (The Magic Flame)। তাঁদের দুজনের একসঙ্গে অভিনয় করা এই ছবিতেই হবে শেষ।

*

এই ছবির প্রয়োজক শ্রীযুক্ত হেন্‌রি কিংকে শ্রীমতী ব্যাঙ্কি বলেন 'আগে কোনো ছবিতে আপনি আমাকে ঘোড়া চড়তে আর অন্য ছবিতে প্রেম জানানোর অভিনয় ক'রতে শিখিয়েছেন। এই ছবিতে উড়ো জাহাজে উঠা ও তার থেকে 'প্যারাচুট' নিয়ে লাফিয়ে পড়ার অভিনয় আমাকে করতে হবে। আপনি এ দুটো কায়দা আমায় শিখিয়ে দিন্। শ্রীযুক্ত কিং এ দুই বিষয়েই তাঁর অক্ষমতা স্বীকার ক'রেছেন।

*

লর্ড ডান্‌সানির প্রসিদ্ধ নাটক 'যদি' (If) চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত হোলো। রঙ্গমঞ্চে বিখ্যাত অভিনেতা হেন্‌রি এইন্‌লি আর বিখ্যাতা অভিনেত্রী গ্ল্যাডিস কুপার এতে অভিনয় করেছিলেন। এর চিত্রনাট্যে শ্রীযুক্ত আইভার নোভেলো ও শ্রীমতী এ্যানেট্ বেন্‌সন্ অভিনয় ক'রবেন।

"গি"

নাচঘরের গল্প

—:o:—

[অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু এম্, এ।]

পরখ্যাতি-কাতরতা

সাধারণতঃ দেখা যায় যে, একজন আর একজন সমব্যবসায়ীর খ্যাতি সইতে পারেন না। এমন-কি যিনি স্বীয় প্রতিভাবলে আপন কর্ম্মক্ষেত্রে সর্ব্বোচ্চ আসন লাভ ক'রেছেন, তিনিও সম্পূর্ণরূপে ঈর্ষাবিমুক্ত হ'তে পারেন না। পাছে পরের খ্যাতির নবালোকে নিজের যশোভাতি ম্লান হ'য়ে যায় এই ভয়ে যেন তাঁরা সর্ব্বদা ভীত হ'য়ে থাকেন। এ দোষটা অভিনেতা গায়ক চিত্রকর প্রভৃতি কলাবিদগণের মধ্যে একটু প্রবলভাবেই দেখা যায়। অথচ তাঁরা যেরূপভাবে সমব্যবসায়ীদের গুণাবধারণ ও গুণগ্রহণ করতে পারেন,

সাধারণে সেরূপ পারে না। কারণ কবিই কবিকে বুঝতে পারেন, রূপদক্ষদের চক্ষু যে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য ধ'রতে পারে তা' সাধারণ দৃষ্টির বহির্ভূত। এইজন্য দেখা যায়, অনেক চিত্র অনেক কারুকার্য্য সাধারণের নিকট ততটা প্রশংসা লাভ না ক'রলেও প্রকৃত কলাবিদগণ সেগুলির উচ্চ প্রশংসা ক'রে থাকেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যেটার গুণ তাঁরা নিজেরা অবাধে কীর্ত্তন করেন সেটাকে যদি আর কেউ প্রশংসা করে, অমনি তাঁদের অন্তর্নিহিত ঈর্ষাভাবটা সজাগ হ'য়ে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে—বিশেষতঃ সেটা যদি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী কলাবিদের সৃষ্টি হয়। একই ব্যক্তির মধ্যে ঈর্ষা ও গুণগ্রাহিতা এই দুই বিপরীত ভাবের সঙ্ঘর্ষের ফল অনেক সময় বেশ কৌতুকজনক হ'য়ে ওঠে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি দুইটি পুরাতন গল্প বলব। অবশ্য বর্ত্তমান কবি, লেখক ও কলাবিদগণের মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই, কিন্তু তা' উল্লেখ করা প্রীতিকর হবে না, আর বোধ হয় নিরাপদও হবে না! অপ্রিয় সত্য ব'লতে চাণক্য নিষেধ ক'রে গেছেন।

সুবিখ্যাত ফরাসী অভিনেতা তালমা (Talma)র নাম অনেক পাঠকই শুনেছেন। সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা কীন (Edmund Kean) তাঁর অভিনয়ের খুব পক্ষপাতী ছিলেন, বিশেষতঃ তাঁর গ্রীক বীর ওরিষ্টেসে'র (Orestes) ভূমিকা অভিনয় দেখে তিনি বড় মুগ্ধ হ'য়েছিলেন। সেইজন্য তিনি একদিন তাঁর স্ত্রীকে তালমার এই ভূমিকা অভিনয় দেখাতে নিয়ে গেলেন। কিন্তু মিসেস কীন সে অভিনয়ের প্রথম অংশটা দেখে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ ক'রলেন না। তাঁকে এতটা 'অ-সমজদার' দেখে কীনের বড় রাগ হ'ল, বললেন, "দেখ, তুমি জিনিষটার কিছুই বোঝ না। এমন চমৎকার অভিনয় আমি আর কোথাও দেখিনি। আমাকে ও জন কেম্বল (John Kemble)কে একত্র ক'রলে তবে তালমার সমান হয়।" যা হোক মিসেস কীন এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে মনোযোগ সহকারে অভিনয় দেখতে লাগলেন। ক্রমে ওরিষ্টেস্ যে দৃশ্যে পাগল হ'য়ে যান সেই দৃশ্যটা উপস্থিত হ'ল। উন্মত্ততার সে অপূর্ব্ব অভিনয় দেখে মিসেস কীন আর স্থির থাকতে পারলেন না! তালমার অজস্র প্রশংসা ক'রে বললেন, "এ অভিনয়ের তুলনা হয় না, এর চেয়ে সুন্দর অভিনয় আর হ'তে পারে না।" কিন্তু স্ত্রীর মুখে অপর একজন নটের এই প্রশংসাবাদ শোনবামাত্র কীনের অভিমান-বহ্নি তৎক্ষণাৎ প্রজ্বলিত হ'য়ে উঠল,—বললেন, "কি ব'লছো তুমি? আমার মনে হয় এর চেয়ে আমি ভাল অভিনয় ক'রতে পারি। আমি যখন ঐ পাগলের দৃশ্য অভিনয় ক'রব তখন একবার দেখ।"

গ্যারিকেরও এ দুর্ব্বলতা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। তিনি অন্য অভিনেতার খ্যাতি সহ্য ক'রতে পারতেন না এবং কারুর মুখে আর কোন অভিনেতার গাঢ় প্রশংসা শুনলে সেটাকে তিনি যথাসাধ্য তরল ক'রে দেবার চেষ্টা ক'রতেন। তাঁর এই দৌর্ব্বল্যের পরিচয় নিম্নোর্দ্ধৃত কথোপথন থেকে পাওয়া যাবে, সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ সমালোচকগণের মতের পরিবর্ত্তন কেমন ক'রে ঘটে থাকে তারও একটু আভাস পাওয়া যাবে। এই আলোচনাটা হয়েছিল খ্যাতনামা আইরিশ অভিনেতা মোসপ (Mossop) এর নাট্য-প্রতিভা সম্বন্ধে। আলোচক ছিলেন গ্যারিক এবং মোসপের ভূতপূর্ব্ব সহপাঠী একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।—

লর্ড। আচ্ছা, মিষ্টার গ্যারিক, মোসপের কণ্ঠস্বর বড় সুন্দর, না? এমন পরিষ্কার, গম্ভীর, উদাত্ত স্বর ট্রাজেডির পক্ষে বড়ই উপযোগী।

গ্যারিক। ঠিক বলেছেন, মি লর্ড! মোসপের গলা বাস্তবিক বড় চমৎকার—বেশ ভরাট, গম্ভীর,সবল—কিন্তু—কিন্তু—আপনার কি মনে হয় না যে সময়ে সময়ে—অবশ্য সব সময়ে নয়—সময়ে সময়ে সে একটু বেশী চেঁচিয়ে ফেলে!

লর্ড। ঠিক, মিষ্টার গ্যারিক, ঠিক! চেঁচায় ব'লে চেঁচায়—একেবারে ষাঁড়ের মত চেঁচায়। আমরা যখন কলেজে পড়তুম তখন ও এত চেঁচিয়ে কথা কইত যে আমরা ওকে 'ষাঁড়' ব'লে ডাকতুম। কিন্তু মিষ্টার গ্যারিক, ওর চলনের ধরণটা কেমন বলুন তো? কেমন দৃঢ়, ধীর, গম্ভীর মহিমাময়! ও যখন ষ্টেজে চলাফেরা করে তখন যেন সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ছড়িয়ে দেয়!

গ্যারিক। ঠিক, ঠিক, মি লর্ড! আপনি ওর চলনের ধরণটা অবিকল ধ'রে ফেলেছেন! বাস্তবিক ভারী চমৎকার! কিন্তু আপনার কি বোধ হয় না যে, চলবার সময় ও যেন একটু বেশী দৃঢ়ভাবে পা ফেলে—খুব বেশী নয়—তবে পায়ের চাপটা একটু কম হ'লেই যেন ভাল হ'ত।

লর্ড। বলেন কি, মিষ্টার গ্যারিক, বেশী নয়? ভয়ঙ্কর জোরে পা ফেলে ও। কলেজেও এমন জোরে দুপদাপ ক'রে পা ফেলে চ'লত যেন বোধ হ'ত রাস্তায় দুরমুশ পিটছে। সেইজন্য আমরা ওর নাম দিয়েছিলুম "দুরমুশ-পেটা মজুর।" কিন্তু ওর অঙ্গভঙ্গিটা যে খুব সুন্দর ও ভাবব্যঞ্জক সে কথা মানতেই হ'বে—তার ভিতর দিয়ে যেন ভূমিকার সমস্ত প্রাণটা ফুটে ওঠে!

গ্যারিক। হাঁ, মি লর্ড, ওর অঙ্গভঙ্গি যে অতি চমৎকার, অতি মনোহর, একথা কে অস্বীকার ক'রবে? তবে কি জানেন—কখন—কখন—এই ধরুন

সেদিন মোসপ সেজেছিল Barbarasaa আর আমি সেজেছিলুম Achmet—অবশ্য বারবারোসা একজন দুর্দ্দান্ত রাজা ছিলেন মানি—কিন্তু তাই ব'লে, ও যখন বাঁ হাতটা বেঁকিয়ে কোমরে দিয়ে আর ডান হাতটা সামনে দিকে এমনি বিস্তার ক'রে দাঁড়াল তখন সেটা কি ভাল দেখতে হ'য়েছিল? কি বলেন, মি লর্ড, সে ভঙ্গিমাটাকে আপনি নিশ্চয়ই খুব মনোরম বলবেন না!

লর্ড। মনোরম! বলেন কি মিষ্টার গ্যারিক! ও'র ও ভঙ্গিটা আমরা বরাবর লক্ষ্য ক'রেছি। তাই কলেজে আমরা ওকে tea pot চা দানি ব'লে ডাকতুম।

—–—

সঙ্গীতবিশারদ সোপাঁ

শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

—:*:—

১৮১০ খৃষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে গ্রাম্য নরনারীরা তাদের বেহালা বাজিয়ে যখন "জেলাজোওয়া উওলার" একটী ছোট্টবাড়ীর একখানি ঘরকে সহজ সুরোচ্ছ্বাসে ভরিয়ে দিচ্ছিল, তখন সেই সুর-ভরা ঘরের মাঝেই ফ্রেডেরিক ফ্রাঁসোয়া সোপাঁর জন্ম হয়। সেই বছর ১লা অক্টোবর থেকে সোপাঁর পিতা নিকোলাস সোপাঁ 'ওয়ারশ' বিদ্যালয়ের ফরাসী ভাষার শিক্ষক নিযুক্ত হন; সেইজন্যে তখন তাঁকে সপরিবারে 'ওয়ারশ'তে গিয়েই থাকতে হয়। সোপাঁর মধ্যে একটা স্বাভাবিক সঙ্গীতপ্রিয়তা থাকার দরুণ তাঁর বাপমায়ের মতে খুব ছোটবেলা থেকেই সঙ্গীত শিক্ষা তাঁর পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় হ'য়ে পড়েছিল। তাঁকে বাল্যকালে বেহালা বাজান শেখাতেন ব্যাক্ প্রবর্ত্তিত পন্থাবলম্বী বেহালা-বাজিয়ে জিউনী, আর সঙ্গীতরাগ-বিদ্যা ও সুরবন্ধন-কার্য্য শেখাতেন এলশ্‌নর্। এলশ্‌নর্‌ই প্রথম সোপাঁর মধ্যে মৌলিকতার সন্ধান পেয়ে তাঁকে সবিশেষ উৎসাহিত করতে থাকেন। তিনি বলতেন, "সোপাঁর মধ্যে একটা অসাধারণত্ব আছে ব'লেই ত' সে এই রকম বাঁধা নিয়ম কাটিয়ে যেতে সক্ষম।" ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে সোপাঁর পিতৃবন্ধু অধ্যাপক জ্যারোকি সোপাঁকে বার্লিনে নিয়ে যান। এইখানেই তাঁর সঙ্গীত-চর্চ্চার উৎসাহ খুব চরম মাত্রায় উঠে।

একমাত্র সঙ্গীত-বিশারদ লিস্‌ট ছাড়া আর কেউ বোধ হয় সোপাঁর মত হঠাৎ চট্ ক'রে না ভেবেচিন্তে আন্‌কোরা নতুন গতের সৃষ্টি করতে পারেন নি। তাঁর যাদুহস্তে ভেল্‌ভেট ট্রাজিডির এক নতুন জগৎ গ'ড়ে উঠেছে। এর এক একটা করুণ সুরের ভিতর দিয়ে বুক-ভাঙ্গা দুখের কাহিনী শুনতে শুনতে শ্রোতার মনের মধ্যে নিজের জীবনেরই একটা পুরাণো ব্যথার স্মৃতি খোঁচা মারতে থাকে, তাই যুবো-বুড়ো, ইস্কুলের ছেলে-মেয়ে সবাই এই সুরের মৃদু-গুঞ্জরণ শুনতে চায়। কবির ক্ষমতাই হচ্ছে তাই—মানবের মনের কোণের গোপন কথাতে সে টেনে বার করে! সোপাঁ প্রথম যখন জগতের মাঝে পরিচিত হন, তখন তাঁর বিরুদ্ধে কথা উঠেছিল, তাঁর পিয়ানো নাকি নেহাৎ আস্তে বাজে, সুর যেন প্রতি পদেই ভেঙ্গে নেতিয়ে পড়তে থাকে। কিন্তু এ অভিযোগের জবাব সোপাঁ নিজেই দিয়েছেন। তিনি এক জায়গায় বলেছেন, "প্রায় অধিকাংশ লোকই সমস্বরে ব'লে থাকেন যে, আমি অত্যন্ত কোমল সুর বাজিয়ে থাকি, আমার আঙ্গুলের ঘায়ে যার সৃষ্টি, তা' একেবারেই সাধারণের উপযুক্ত নয়। কিন্তু ব্যাপারটা আসলে হচ্ছে যে, এই সব ভিয়েনার সমালোচকেরা তাঁদের প্রিয় বড় বড় ওস্তাদদের ঢাকের বাদ্যি শুনতেই অভ্যস্ত। কাজেই আমি একথা মানতে রাজি আছি যে, আমি ঐ সব মহারথীদের মত বেয়াড়া উচ্চতান না বাজিয়ে তাঁদের তুলনায় নেহাতই নরম সুর বাজাই। তবে আমি চিরকালই এই সুর বাজিয়ে যাব, কেন না আমি খুব জানি যে, এর ভিতর দিয়েই আমি প্রকৃত রসবোদ্ধাদের প্রচুর আনন্দ দিতে পারব।"

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম তাঁর জীবনপথে এমন এক নারীর আবির্ভাব হয়, যিনি তাঁর প্রভাবে সোপাঁর পরবর্ত্তী জীবনের গতিকে বহুভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন। সেই সময় তিনি বলেছিলেন, "এই নারী আমার অন্তরের দুঃখের জাগ্রৎ প্রতিমূর্ত্তি—পরিপূর্ণ আদর্শ।" এর পর থেকেই "দুঃখ" ও "আদর্শ"—এই দুটো কথাই হয়েছিল সোপাঁর জীবনের পরম মূলধন। এই মহিলার নাম মিলি কনষ্ট্যান্স গ্লাড্‌কোয়াস্কা। সোপাঁ প্রথম এঁকে দেখেন, একদিন চার্চ্চ থেকে বেরুবার পথে। এই ঘটনা সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, "এঁর চোখের উপর আমার চোখ প'ড়ে যায়; আমি তারপর সহজে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারলুম না। পথে আমি ঠিক নিজের হৃৎপিণ্ড উপড়ে ফেলে নিজেকে তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিলুম, কিন্তু নিজের ছিন্নভিন্ন মনকে যোড়া লাগাতে দস্তুর মত পরিশ্রম করতে হয়েছিল। তারপর ক'দিন আমি মাঝে মাঝে এমন উন্মত্তবৎ হ'য়ে পড়ছিলুম যে, আমার নিজেরই তাতে ভয় হচ্ছিল। কিন্তু পরের শনিবার দিন আর নিজেকে আটকে রাখতে পারলুম না; আবার ছুটে গেলুম আমার সেই মানসীর দর্শন কামনায়। এই রকম ভাবে প্রতি শনিবারই আমার কাটত। আমি ভাবতুম,—আমার গান, আমার সঙ্গীত, আর তার সঙ্গে আমার ঐ স্বপনপ্রিয়ার মাথায় জড়ান রেশমী ফিতেটা—এই হচ্ছে আমার জয়যাত্রার পাথেয়।" কিন্তু এত স্বত্ত্বেও সোপাঁ কনষ্ট্যান্সের সঙ্গে নিজের জীবনকে গ্রথিত করেন নি। তিনি ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বরেই "ওয়ারশ" ছেড়ে চলে যান। এই উপলক্ষে এলশনর রচিত সোলো ও কোরাস্ সংবলিত এক গীতিকা গাওয়া হয়; তাতে বলা ছিল, ভবিষ্যতে সোপাঁ নিজের সঙ্গীতের দ্বারা তাঁর মাতৃভূমি পোলাণ্ডের মুখ উজ্জ্বল করবেন।

ক্রমশঃ

—–—

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১১নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয় ঃ—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩, টাকা

৪র্থ বর্ষ
৩৬শ সংখ্যা

সম্পাদক:—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

৪ঠা ফাল্গুন
১৩৩৪

নাট্য-জগৎ

—:*:—

গিরিশচন্দ্র!—বাংলার সাহিত্য-জগতে যেমন মধুসূদন, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের নামের তুলনা নেই, গিরিশ-চন্দ্রেরও নাম তেমনি অতুলনীয় বাংলার নাট্য-জগতে। ভবিষ্যৎ হয়তো নব নব শ্রেষ্ঠ প্রতিভাকে পথ ছেড়ে দেবে, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের নাম এখানে চিরদিনই অদ্বিতীয় হয়ে থাকবে।



"দেবদাস" চিত্রনাট্যের শেষ-দৃশ্যে পার্বতী

এবং গিরিশচন্দ্রের "বিল্বমঙ্গল", "প্রফুল্ল", "বলিদান" "সিরাজদ্দৌলা", "মীর কাসিম" "অশোক", "ছত্রপতি শিবাজী", "পাণ্ডবের অজ্ঞাত বাস" ও "ভ্রান্তি" প্রভৃতি যদি নাটক না হয়, তা'হ'লে পৃথিবীর আর কোন ভাষাতেও নাটক আছে ব'লে স্বীকার করা চলে না।

*

"সেকেলে গিরিশ" ব'লেও কথা উঠেছে—এদেশের মাইকেল বঙ্কিম, দীনবন্ধুও

*

কেবল এক হিসাবে নয়,—গিরিশচন্দ্র আজও বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা, নাট্যকার ও নাট্যাচার্য্যরূপে সুপরিচিত তো বটেই, তার উপরে শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়-লিখিত গিরিশ-জীবনী পড়লে সকলেই জানতে পারবেন যে, তিনি না থাকলে বাংলাদেশে আজ রঙ্গালয়ের সৃষ্টি হ'ত কিনা সন্দেহ! বাংলার নাট্য-জগতে গিরিশচন্দ্রকে মহামানুষ বললে অত্যুক্তি হয় না।

*

সংপ্রতি বাংলাদেশে এমন সব লোকের সঙ্গেও দেখা হচ্ছে, গিরিশচন্দ্রের নাটকের নাম শুনলে যাঁরা নাসাকুঞ্চন করতে লজ্জিত হন না। এঁদের মতে, গিরিশচন্দ্রের নাটক নাকি নাটক আখ্যা লাভের যোগ্য নয়!

*

নাটক বলতে এঁরা কি বোঝেন জানিনা। কিন্তু এটুকু জানি যে, গিরিশচন্দ্র যদি নাটক না লিখে থাকেন, তা'হ'লে তাঁর আগে বা পরে আজ পর্য্যন্ত বাংলাদেশে আর কেউ তা লেখেন নি।

*

এখন সেকেলে ব'লে বিখ্যাত। বিলাতের সেক্সপিয়ার, স্কট, ডিকেন্স ও থ্যাকারেও সেকেলে হ'য়ে পড়েছেন এবং শুনছি নাকি অতি-আধুনিক সাহিত্য শীঘ্রই রবীন্দ্রনাথকেও 'সেকেলে' প্রমাণিত না ক'রে ছাড়বে না। অতএব গিরিশচন্দ্র যে সেকেলে তাতে আর সন্দেহ কি?

*

কিন্তু নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস! বড় বড় মাথাওয়ালা একেলে বাঙালীতে ভরা এই বাংলাদেশে এখনো নাটক অভিনয় করতে হ'লে, সেই 'সেকেলে' গিরিশের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায়ন্তর নেই। বহুমূল্য ঢক্কা বাজিয়েও একেলে আনকোরা নাটক জমে না, কিন্তু আজও গিরিশচন্দ্রের বহু-অভিনীত নাটকাবলীর অভিনয় দেখবার জন্যে রঙ্গালয়ে তিলধারণের ঠাঁই থাকে না।

*

জাতি যাঁকে চিনেছে, দু-চারজন শিক্ষাভিমানী প্রাকৃতজনের নিন্দায় তাঁর কি এসে যাবে?

•

গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা যে কত-বড় আত্মত্যাগ করেছে, আমরা সকলে তা জানি না। রঙ্গালয়কে ভুলে তাঁর নাটক লেখবার যো ছিল না এবং রঙ্গালয়ের অভাব দূর করবার জন্যেই তিনি বাধ্য হয়ে লেখনী ধারণ করেছিলেন। রঙ্গালয়ের মুখ চেয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তাঁকে এমন নাটক হয় তো অনেক লিখতে হয়েছে, যা গিরিশ-প্রতিভার গৌরব বাড়াতে পারে নি। কবিবর নবীনচন্দ্র অকারণে গিরিশচন্দ্রকে লেখেন নি, "আমার বিশ্বাস রঙ্গালয়ের দায়ে নাটক লিখিয়া তোমার প্রতিভার পূর্ণ-স্ফূর্ত্তি হইতেছে না।"

•

স্বাধীনভাবে নাটক রচনার সুযোগ থাকলে গিরিশচন্দ্রের নাটকের আদর্শ যে আরো কত উচ্চে উঠত, তা আর ধারণায় আনা সম্ভব নয়। কিন্তু সে সুযোগ তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি। কারণ তাঁর জীবনের সাধনা ছিল, বাংলা রঙ্গালয়ের উন্নতি। তাই তাঁর জীবন-চরিতে দেখি, তিনি রোগশয্যায় শুয়ে যখন ধীরে ধীরে মরণের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, তখনো রঙ্গালয়ের প্রার্থনায় নাটকের পর নাটক রচনা ক'রে যাচ্ছেন। রঙ্গালয়কে বাঁচাবার জন্যে গিরিশচন্দ্র নিজের প্রতিভার উপরে কত বার যে কত অবিচার করেছেন তার আর সংখ্যা নেই।

•

তবু তিনি যা দিয়ে গেছেন, বাঙালীকে আর কেউ তা দিতে পারেন নি এবং তাঁর অবিরাম সৃষ্টির মধ্যে যে বিচিত্র নূতনত্ব ছিল, বাংলাদেশে নাটক রচনায় আজও তা আদর্শ হয়ে আছে। নাটকের ভাষা গদ্যে পদ্যে কি-রকম হওয়া উচিত, গিরিশচন্দ্রই তা সর্ব্বপ্রথমে দেখিয়ে গিয়েছেন। 'গৈরিশী ছন্দ' তাঁর অমর কীর্ত্তি। দ্বিজেন্দ্রনাথের 'ভারতী'ও তাই স্বীকার করেছিলেন, "ইহাই যথার্থ অমিত্রাক্ষর ছন্দ। ইহাতে ছন্দের পূর্ণ স্বাধীনতা ও ছন্দের মিষ্টতা উভয়ই রক্ষিত হইয়াছে।" এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকারও বলেছিলেন, "এতদিনে নাটকের ভাষা সৃজিত হইয়াছে।"

•

তারপর, গিরিশচন্দ্রের গদ্য। একেই বলি আমরা আদর্শ নাটকের ভাষা। চন্দ্রাহতের সুদীর্ঘ উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে এ ভাষা পল্লবিত নয়। অস্থানে প্রযুক্ত কবিত্বে এবং বিশেষণ-বাহুল্যে এ ভাষা ভারাক্রান্ত নয়। অকারণে এবং মোচড় দিয়ে সরলতাকে বেঁকিয়ে এ ভাষা একটি কথাও বলে না। এ ভাষা একেবারে সোজা, স্পষ্ট ঘরোয়া ভাষা, শুনলেই আমাদের প্রাণের ভিতরটা পর্য্যন্ত দুলে ওঠে। বাঙালী তার ঘরোয়া ভাষা না বদলালে এ ভাষা কখনো মরবে না এবং কখনো পুরানো বা সেকেলে হয়েও পড়বে না।

•

গিরিশচন্দ্রের চরিত্র সৃষ্টি সম্বন্ধে অসংখ্য কথা বলা যায়, কিন্তু এখানে তার স্থানাভাব। তবে এখানে তাঁর একটি প্রধান বিশেষত্বের কথা বলি, যা প্রত্যেক নাট্যকারেরই মনে রাখা উচিত। অধিকাংশ বিখ্যাত বাঙালী নাট্যকারই এমন অনেক চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, নাটকীয় ক্রিয়ার পক্ষে যেগুলি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের নাটকাবলীর ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রত্যেক চরিত্রটির দ্বারা নাটকের কোন না কোন কার্য্য সাধিত হয়েছে এবং কোথাও এর ব্যত্যয় নেই।

•

গিরিশচন্দ্রের নাটক সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর অভিনয়-প্রতিভা সম্বন্ধে সারা বাংলা একেবারে একমত। আজও বাংলাদেশে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী দেখা দেন নি। তাঁর সমস্ত ভূমিকার অভিনয় দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয় নি, হবার উপায়ও ছিল না। যৌবন ও প্রৌঢ় বয়সেও—মানুষের নাটনিপুণতা যখন সমধিক উজ্জ্বল থাকে তখনো—তাঁকে আমরা দেখি নি। মাত্র তাঁর প্রাচীন বয়সের তেরো-চৌদ্দটি ভূমিকায় গিরিশচন্দ্রের যে অভিনয়-প্রতিভার পরিচয় আমরা পেয়েছি, আজ পর্য্যন্ত আর কেউ তা ম্লান করতে পারে নি। তাঁর অভিনয় নিয়ে প্রথম বর্ষের "নাচঘরে" আমরা বিস্তৃত আলোচনা করেছি, সুতরাং এখানে আর কিছু না বললেও চলবে।

•

সুলেখক শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় গিরিশচন্দ্রের যে সুন্দর জীবন-চরিত রচনা করেছেন, সেই সূত্রেই আজ আমরা এত কথা বললুম। গিরিশচন্দ্রের জীবনী-রচনায় অবিনাশবাবুর যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করবার উপায় নেই। কারণ তিনি ছিলেন স্বর্গীয় নাট্যকারের পার্শ্বসহচর।

•

গিরিশচন্দ্রকে বাংলা রঙ্গালয়ের প্রতীক বললেও বেশী বলা হয় না। তাঁর জীবনের সঙ্গে আমাদের রঙ্গালয়ের অভেদ্য সম্পর্ক। কাজেই তাঁর জীবনের সঙ্গে আমাদের রঙ্গালয়ের একটি ধারাবাহিক ইতিহাসও দেওয়া দরকার। আর অবিনাশবাবু তা দিয়েছেনও! কেবল তাই নয়, বাংলা রঙ্গালয়ের এতটা সম্পূর্ণ ইতিহাস এর আগে আর কোথাও প্রকাশিত হয় নি। সে ইতিহাস যেমন বিচিত্র তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক। এবং এই ইতিহাস পাঠ করলেই সকলে কর্ম্মী গিরিশচন্দ্রের জীবন সম্বন্ধে যা-কিছু জ্ঞাতব্য কথা সমস্তই জানতে পারবেন।

•

গিরিশচন্দ্রের জীবনী রচনায় অবিনাশবাবু যে দীর্ঘকালব্যাপী অশ্রান্ত পরিশ্রমে কাতর হন নি, এই বিরাট গ্রন্থখানিই (৬৭৮ পৃষ্ঠা) সে প্রমাণ দিচ্ছে। তথ্য ও উপাদান সংগ্রহে তাঁর বাহাদুরি আছে বটে—কোন পাথর উল্টোতেই তিনি বাকি রাখেন নি। তাঁর ভাষাও বেশ সাধাসিধে ও বিষয়ের উপযোগী। সুন্দর বাঁধাই ও ১৭ খানি হাফটোন চিত্র গ্রন্থের শোভা ও সম্পদ বর্দ্ধিত করেছে,—এমন অবস্থায় মাত্র তিনটাকা দাম যথেষ্ট সুলভই হয়েছে বলতে হবে।

•

যাঁরা গিরিশচন্দ্রের জীবন, নাটক-রচনা, অভিনয় ও বাংলা রঙ্গালয়ের কথা জানতে চান, অবিনাশবাবুর গ্রন্থ তাঁদের কিনতেই হবে। অবিনাশবাবু একটি মস্ত অভাব দূর করলেন, তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ! গ্রন্থের প্রাপ্তিস্থান গুরুদাস-লাইব্রেরী।

•

গেল শুক্রবারে "ভিখারিণী থিয়েটারে" "দেবলা দেবী" ও "সেলিনা"র অভিনয় দেখলুম। "দেবলা দেবী"র নাটকত্ব সম্বন্ধে আমাদের মতামত আগেই অনেকবার ব্যক্ত হয়েছে, এখানে তার পুনরুক্তি অনাবশ্যক। তবে অভিনয় আমাদের ভালোই লেগেছে। শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা, শ্রীমতী প্রকাশমণি, শ্রীমতী হরিপ্রিয়া, শ্রীমতী সোনা, শ্রীমতী বেলা, শ্রীমতী সরোজবাসিনী ও শ্রীমতী কণা প্রভৃতি সাধারণ রঙ্গালয়ে যাঁরা ইতিপূর্ব্বে অভিনয় করেছেন বা এখনো করছেন, এমন অনেক অভিনেত্রী এই অভিনয়ে যোগ দিয়েছিলেন। কয়েকজন আনকোরা অভিনেত্রীও বেশ উৎরে গেছেন।

•

"ভিখারিণী থিয়েটারে"র প্রধান বিশেষত্ব, পুরুষের ভূমিকাতেও এখানে পুরুষকে 'বয়কট' করা হয়। এঁদের অনেকের অভিনয়ও এমন পুরুষোপযোগী

ও স্বাভাবিক হয়েছে যে, পুরুষের অভাব মনেই জাগল না। কেউ কেউ পুরুষের চেয়েও পুরুষ-ভূমিকায় ভালো অভিনয় করেছেন। সম্প্রদায়ের শিক্ষক শুনলুম নাট্যাচার্য্য অনৃতলালের পুত্র শ্রীযুক্ত অসিভূষণ বসু। তাঁর শ্রম সার্থক হয়েছে।

*

আর একটি বিষয়ের জন্যে আমরা "ভিখারিণী থিয়েটার"কে প্রশংসা করতে পারি। তাঁদের অভিনয় নিছক সখের খাতিরে বা হাততালি পাবার লোভে নয়—পুরুষচালিত অধিকাংশ সখের সম্প্রদায় যে উদ্দেশ্য নিয়ে আত্ম-প্রকাশ করে। "ভিখারিণী থিয়েটার" অভিনয় করেন সৎকার্য্যে দান করবার জন্যে। ইতিমধ্যেই এমনি নানা কার্য্যে অর্থ দান ক'রে সম্প্রদায়ের অভিনেত্রীরা দেখিয়েছেন যে, সমাজ তাঁদের ত্যাগ করলেও, সমাজ, দেশ ও জাতির অভাবে তাঁদের প্রাণের দরদ কতখানি! এঁদের মনুষ্যত্ব উৎসাহ লাভের যোগ্য।

*

'মনোমোহনে' "দেবদাসে"র তৃতীয় সপ্তাহ চলছে। এখেকেই বোঝা যাচ্ছে, "দেবদাস"কে জনসাধারণের ভালো লেগেছে। ভালো লাগবারই কথা। "দেবদাসে"র চিত্রাভিনয়ে এমন একটি অনাড়ম্বর সরল-শ্রী আছে, সহজেই যা মর্ম্মকে স্পর্শ না ক'রে পারে না। অভিনয়ের অধিকাংশ স্থলেই ভাব ও ভঙ্গির উৎকট আতিশয্য (যা না দেখলে প্রাকৃতজনের মন ওঠে না) নেই ব'লেই "দেবদাস" এতটা জনপ্রিয় হ'তে পেরেছে। আশা করি "দেবদাস" এখনো কয়েক সপ্তাহ চলবে।

*

আর একটি খবর শুনে খুসি হলুম। "দেবদাসে"র আলোক-চিত্রের ভিতরে আগে যে-সব খুঁৎ ছিল (আমরাও আগে যার আভাস দিয়েছিলুম), সে-সবও নাকি সুধরে নেওয়া হয়েছে। যদিও এই নব-সংস্কারের ফল আমরা স্বচক্ষে দেখবার সময় পাই নি, তবু আশা করা যেতে পারে, ছবিখানি আগেকার চেয়ে এখন উন্নতই হয়েছে।

*

প্রথম চিত্রেই যখন এতটা সফলতা পেলেন, "ইষ্টার্ণ ফিল্ম সিণ্ডিকেট" তখন নিশ্চয়ই আর অলস হয়ে থাকবেন না? "অরোরা বায়স্কোপ কোম্পানী"ও বাংলাদেশে অনেকদিন থেকেই সুপরিচিত এবং তার স্বত্বাধিকারী অনাদিবাবুকেও আমরা একজন কর্ম্মী ও গুণী পুরুষ ব'লেই জানি। এই দুইদলের একত্র মিলনে অদূর-ভবিষ্যতে কলকাতায় যদি একটি বাঙালী পরিচালিত স্থায়ী চলচ্চিত্র-গৃহের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহ'লে আমরা অত্যন্ত সুখী হব। বর্ত্তমানেই এঁরা খ্যাতিলাভ করেছেন, কিন্তু এই খ্যাতির সুযোগ ত্যাগ করলে অনেক কাঠ-খড় পোড়ালেও সে সুযোগ আর ফিরে আসবে না।

*

দ্বারের উপরে সুযোগের করাঘাত জীবনে বড় বেশীবার শোনা যায় না। যিনি প্রথমেই তা শুনতে পান এবং অবিলম্বে তার সদ্ব্যবহার করতে পারেন, জয়শ্রীর মাল্য লাভ করেন তিনিই।

*

বাংলাদেশের মহিলারা আজকাল নাচছেন। নীতিবাগিশদের চোখ তাই টাটিয়ে উঠেছে। তাঁদের মন এত ছোট হয়ে পড়েছে যে, নাচ বলতেই তাঁরা স্থানবিশেষের বা শ্রেণীবিশেষের স্ত্রীলোকদের নাচ স্মরণ না ক'রে পারেন না। কিন্তু গেল-বারেই বলেছি, এ-সব হচ্ছে দাস-মনোভাবের ফল—বাংলাদেশ যে এক সময়ে মুসলমানের গোলাম ছিল এবং তার ফলে অবরোধ-প্রথায় এখানকার স্বাধীন নারীত্ব যে একেবারে শৃঙ্খলিত হয়ে প'ড়েছিল, এঁদের আপত্তি সেই অধঃপাতের স্মৃতিই বহন ক'রে আনছে। দক্ষিণ ভারত কোনদিন বাংলার মতন একান্ত ভাবে মুসলমানের অধীন হয় নি। তাই আজও সেখানে ঘরে ঘরে মহিলাদের অমল চরণ-কমলে নূপুরের কোমল রূপকথা শুনতে পাওয়া যায়।

*

বাংলার আধুনিক হিন্দু-মহিলারা একটা নতুন-কিছু করছেন না এবং তাঁদের নাচ বিলাত থেকে আমদানি নয়। সীতা-সাবিত্রীর যুগে ভারতে যে রীতি ছিল, তাঁরা সেই পুরাতন রীতিরই পুনঃপ্রচলন করতে চান। কালিদাসের যুগে নাচ যে ভদ্র নারীর একটা অবশ্য-কর্ত্তব্য শিক্ষার বিষয় ছিল এবং সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে যে তার যথেষ্ট প্রমাণেরও অভাব নেই, এ-কথাও আগেই বলেছি। 'নাগরী' বা নগরবাসিনীরা নাচ না জানলে যে সেকালে উচ্চশিক্ষার গর্ব্ব করতে পারতেন না, বাৎস্যায়ন তাঁর প্রমাণ দেবেন। এমন একটি পবিত্র কলাকে অস্থান থেকে আবার স্বস্থানে ফিরিয়ে এনে যাঁরা তাকে জাতে তোলবার চেষ্টা করছেন, আমরা সেই সাহসিকা মা-লক্ষ্মীদের শ্রদ্ধাভরে প্রণাম করছি।

*

ময়লা চশমা প'রে যে ঠাকুর-ঘরেও ঢোকে, সে দেবী-প্রতিমাকেও মলিন দেখে। অতএব হে ময়লা চশমা-পরার দল, আগে তোমরা চশমা মার্জ্জনা

কর, তারপর দৃষ্টিশক্তি ব্যবহার করলে তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবে যে, তোমাদের এই গগনভেদী চীৎকারের কোন সত্য কারণ আছে কিনা! সীতা, সাবিত্রী ও দময়ন্তী যে-যুগে জন্মেছিলেন, সে-যুগের চেয়ে পবিত্র যুগে আজকের তোমরা জন্মগ্রহণ কর-নি।

*

ফুল দেবতার বেদীতে থাকলেই শুদ্ধ থাকে, আঁস্তাকুড়ে গিয়ে পড়লেই তাকে কেউ ছোঁয় না। অশুদ্ধতা নয়, পবিত্রতাই ফুলের স্বধর্ম্ম। নৃত্যের ধর্ম্মও অধর্ম্ম নয়, ভদ্রঘরে সে ভদ্রই থাকে, তার শ্লীলতা নষ্ট হয় অভদ্রেরই সংস্পর্শে।

*

নৃত্যের এই পুনঃপ্রচলনের চেষ্টা সুরু হয়েছে সর্ব্ববিষয়ে অগ্রবর্ত্তী যোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী থেকে। কিন্তু ঠাকুরবাড়ীর এই নাচকে ঠিক নাচ বলা যায় কিনা, সে বিষয়ে আমাদের মনে খটুকা আছে। কথাটা খুলেই বলি।

*

বাংলাদেশে এতদিন নাচ ছিল প্রায় পায়ের ঘুঙুরের ধ্বনিতেই আবদ্ধ এবং সে ধ্বনি করত তবলার বোলের নকল। হাত আর দেহের কেরামতি তাতে খুবই কম থাকত। কিন্তু ঠাকুরবাড়ীতে নাচের যে-সব নমুনা দেখেছি, তাতে ক্রিয়াকালের সমতা বা পায়ের তাল-লয়-সঙ্গত কাজ নেই বললেও চলে, আছে সুধু হাত ও দেহের লীলায়িত ভঙ্গি বা হাবভাব—অর্থাৎ যাকে অনেকটা ভাও বাৎলানো বলা যেতে পারে। প্রথমোক্ত নৃত্য যেমন একদিকে অসম্পূর্ণ, তেমনি আর একদিকে অসম্পূর্ণ হচ্ছে ঐ শেষোক্ত নৃত্য।

*

শ্রেষ্ঠ নৃত্যে পদক্ষেপের সঙ্গে নূপুরের ভাষায় তালে তালে তবলার বোলও ফুটবে এবং সেইসঙ্গে বাহু ও দেহের ভাব-জাগানো লীলামধুর ভঙ্গিও থাকবে। বন্ধনের মধ্যেই আর্টের মুক্তি। নাচে মাত্র আংশিক বন্ধনকে স্বীকার করলে তা সবদিকে পুরন্ত ও শ্রীমন্ত হয়ে উঠবে না।

*

"আবার আবার ওই 'নরেন্দ্র'-গর্জ্জন!
খোচাইয়া বক্ষস্থল, নাচাইয়া চক্ষুজল,
চ্যাচাইয়া হয় সুধু অবজ্ঞা-অর্জ্জন!"

-- ইতি নবীন নন, প্রবীণ কবির উক্তি!

*

কারণ?—'আনন্দ-বাজারে' আবার শেঠজীর বাক্য-'রাইফেল' উদ্যত হয়েছে, 'এম্পায়ারে' "আলিবাবা"র ঐ তৃতীয় অভিনয়ের উপরে! ছুটি 'কলম' ঠেসে কেবলমাত্র আড়পাগলার যুক্তিহীনতা, ভাষা-দীনতা ও বুদ্ধি-ক্ষীণতার প্রলাপ—প্রতিবাদ বা আলোচনারও অযোগ্য! আনন্দিত সুধু 'আনন্দ বাজারে'র সম্পাদক, কারণ সুদীর্ঘ ছুটি 'কলম' বিনাশ্রমেই পরিপূর্ণ হয়ে গেল। আমরা শেঠজীর তৃতীয় উচ্ছ্বাসের অপেক্ষায় রইলুম। বাজার বড় মন্দা, এখন ঘন ঘন উচ্ছ্বাসের আবশ্যক, নইলে নাম-ডাকে ছাতা ধরবার সম্ভাবনা বিলক্ষণ!

*

'এম্পায়ারে' "মীরাবাই" নামে গীতাভিনয়ের আয়োজন হচ্ছে। উদ্যোগীদের মধ্যে শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় আছেন।

*

এ-হপ্তায় কলকাতার রঙ্গালয়গুলি আবার একসঙ্গে সন্ধ্যাদীপ জ্বালবেন। কিন্তু বিদেশী মৌমাছির মৌচাক থেকে কে বেশী মৌ লুঠতে পারলেন, সে খবর এখনো আমরা পাইনি।

*

আসছে রবিবার শিবরাত্রি। ঐ দিনে আমাদের চারটি রঙ্গমন্দির পরিণত হবে ধর্ম্মমন্দিরে। বাংলা দেশ ধার্ম্মিকের দেশ কিনা, তাই সেদিন নটীর মঞ্জীর-ছন্দে মূর্ত্তিমতী ভক্তি নাচবে রঙ্গমঞ্চের উপরে,—খেম্‌টা, দাদরা বা ঠুংরি তালে এবং তাই শুনতে শুনতে ভক্তের দল 'এঙ্কোর,' 'ক্যা-পি-ট্যা-ল' ও 'প্যাথেটিক' প্রভৃতি মন্ত্র উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আউড়ে অনায়াসেই রাত্রি করবেন কর্ত্তন!

*

রসিক কবি ইচ্ছা করলেই বলতে পারেন :—

"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবেনাকো তুমি,
ধর্ম্মগৃহের মর্ম্ম দেখায় যেথায় রঙ্গভূমি !"

এবং কবি তো অনেকদিন আগেই দেখেছিলেন যে, "রাধাকৃষ্ণ রঙ্গমঞ্চে নাচছেন গিয়ে আনন্দে" ! আশা করি বিডন ষ্ট্রীটের শেঠজীর এ-সম্বন্ধে আপত্তির কোনই কারণ নেই ? রাধাকৃষ্ণের নৃত্য যে দেবতার নৃত্য, তা তো আর মর্জ্জিনা-রূপিণী "বারো বৎসরের (ভদ্র)বালিকার" নৃত্য নয় ! ঠিক।

•

দুঃখের বিষয় এই যে, কেরাণীদেরও সব বার রবিবার হয় না এবং রঙ্গালয়েও সব রাত্রি শিবরাত্রি হয় না। তাহ'লে রঙ্গালয়ের কর্ত্তাদের এবং কেরাণীবৃন্দের 'হুরুরে'র হর্‌রায় শ্বেতদ্বীপবাসিনী ব্রিটানিয়ার কর্ণ বোধ করি বধির হয়ে যেত এবং ভারত-কুম্ভকর্ণের মোহ-নিদ্রা ভঙ্গের জন্যে সহস্র সহস্র নেতার পক্ষে বক্তৃতা দিয়ে স্বরভঙ্গের কোনই আবশ্যক থাকত না।

•

'মিনার্ভা'র "যাজ্ঞসেনী"র হবু-অভিনয় যে লোকের মুখে-মুখেই পুরাণো হয়ে পড়ল ! আগ্রহ ও কৌতূহলকে এমন দীর্ঘকাল ধ'রে জোর ক'রে জীইয়ে রাখতে গেলে শেষটা ঠকতে হবে 'মিনার্ভা'র কর্ত্তৃপক্ষকেই। চিরবিখ্যাত উক্তি—"ধৈর্য্যেরও সীমা আছে !"

•

বিদেশ-যাত্রার অতি-উৎসাহে 'নাট্যমন্দিরে' "বলিদানে"র লগ্ন উৎরে গেল না তো ?

•

'নাট্যমন্দিরে'র repertoire থেকে আর-একটা নতুন নাম সাধারণকে শুনানোর সময় হয়েছে নিশ্চয় ?

•

'মনোমোহনে' "আরবী-হুরে"র বাহাদুরি তো দেখা গেল। এবার "তুর্কী-হুরে"র কাছে আমন্ত্রণ-পত্র পাঠালে কেমন হয় ?

•

নাটক, গীতিনাট্য, গান, কবিতা, গল্প ও উপন্যাস প্রভৃতি রচনা ক'রে পূজনীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী বাংলাদেশের মহিলা-লেখিকাদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন। তাঁর একাধিক নাটক রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়েছে। তাঁর লেখা অনেক গান লোকের মুখে মুখে চলে। সংপ্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর সাহিত্য-শক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে তাঁকে "জগত্তারিণী" পদক প্রদান করেছেন।

•

'গিরিশ-পার্কে' গিরিশচন্দ্রের মূর্ত্তি আর কতদিন ময়লা ঘেরাটোপ প'রে ব'সে থাকবে, বিলাতী প্রেতাত্মার মত ?

•

আমরা কিন্তু মুক্ত স্থানে দেশপুজ্য ব্যক্তিদের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী নই। মাথার উপর দিয়ে তাঁদের ছয় ঋতু নগ্ন নৃত্য ক'রে যাবে, কাক-চিলরা তাঁদের সর্ব্বাঙ্গের উপরে নিষ্ঠুর অত্যাচার করবে, কিন্তু তবু তাঁরা একান্ত অসহায়ের মত স্থির ভাবে ব'সে বা দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য ! এ যেন আমাদের শ্রদ্ধাকে আঘাত দেয়। দেশ ও জাতির সেবা কি একটা অপরাধ, যে মৃত্যুর পরেও তাঁদের এই কঠোর শাস্তি ? মূর্ত্তি যদি স্থাপন করি, তাহ'লে সেইসঙ্গে আমাদের মন্দির স্থাপন করাও উচিত।

গান

(শ্রীদিলীপকুমার রায়)

এ কী অগণন জলবালা পাথারে
মেলে হোলি হীরক-ফাগে !
যতদূর দিঠি চলে খেলে তারা কুতূহলে
আছাড়ি শুভ্র করতালিতে ও-কিরণ আগে !
উলটি পুলটি তারা হরষে আপন হারা
ছুটে গো,—
পবন পুলক ভরে চুম্বন-রাশি তরে
লুটে গো ;—
নীল অম্বর হাসি বাজায়ে মাতাল বাঁশি
বরষে কিরণ ধারাসারে 'চ্ছসিত অনুরাগে !
ঝ্রিমি ঝ্রিমি তালে তারা পরাণ উছস পারা
করে গো,
স্মৃতির আবেশে হৃদে উর্ম্মিমালা, বারিধি
ভরে গো
ওঠে সে শীকরে হিয়া কম্পিত শিহরিয়া
কার আগমনী ছন্দ-কিঙ্কিনী পুরোভাগে !

চিত্রনাটের রূপকথা

—:*:—

সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী শ্রীমতী বিবি ড্যানিয়েল্‌সের নামে ক্যালিফোর্ণিয়ার একটি শহরের নামকরণ হোলো—বিবি ভিল্ (Bebeville), এমনিই খাতির ওদের দেশে বড়ো অভিনেত্রীদের। আমাদের দেশে চলচ্ছবিতে না হোক, রঙ্গমঞ্চে ভালো অভিনেত্রীর খোঁজ পাওয়া যায়। কিন্তু তারা-তীর্থ, প্রভা-পুর বা নীহার-নগর এই রকম নাম কারুর সম্মানে এখানে কোনো জায়গার দেওয়া হোয়েছে, এমন কল্পনাও কেউ ক'রতে পারেন কি?

*

ম্যাডান কোম্পানী ক্ষিপ্রকারিতার অদ্ভুত উদাহরণ সম্প্রতি দিয়েছেন। আমেরিকায় প্রথম বিশেষভাবে প্রদর্শিত হবার তিনমাসের মধ্যে তাঁরা গচো (The Gaucho) নামক ছবিটি এখানে দেখালেন। এর নায়ক হ'লেন ডগলাস্ ফেয়ারব্যাঙ্কস। নায়িকার অংশে নতুন অভিনেত্রী শ্রীমতী লুপি ভেলেজ ও পবিত্রা নারীর অংশে শ্রীমতী ইভ্ সাদার্ণও এতে অভিনয় করেছেন। ইনিও অভিনয়ক্ষেত্রে নতুন।

*

'এ্যানা ক্যারেনিনা' থেকে 'পুনরুত্থান' (Resurrection) নাম দিয়ে যে চিত্রনাট্য তৈরী হোয়েছে তাতেও শ্রীমতী ইভ সাদার্ণ অভিনয় করেছেন রাজকুমারী কোর্শাগিনের ভূমিকায়। নায়ক ও নায়িকার অংশে এই ছবিতে নেমেছেন যথাক্রমে রড লা রকে ও ডোলেরেস্ ডেল্ রিয়ো।

*

শ্রীমতী এ্যালিস্ টেরির ভাগ্যে যতরকম জাতের প্রেমিক চিত্রনাট্যে লাভ হোয়েছে, এত বোধ হয় আর কারুর হয়নি। বিভিন্ন ছবিতে ইনি এই সব নায়কের সঙ্গে নায়িকার অংশে অভিনয় করেছেন—র‍্যাল্ফ ভ্যালেন্‌টিনো (ইতালীয়), লিউইস ষ্টোন্ (আমেরিকান), র‍্যামন নোভারো (মেক্সিকোর লোক), কন্‌ওয়ে টার্ল (আয়র্লণ্ড দেশীয়), আইভান পেট্রোভিশ (সার্ভিয়ার লোক)।

*

শ্রীমতী বিলি ডাভের আগেকার নাম লিলিয়ান বনি। এঁর বয়েস এখন চব্বিশ বছর। এখানের দর্শকরা 'ব্ল্যাক পাইরেট' আর 'কিড বুট্‌স' নামক ছবিগুলিতে সম্প্রতি এঁকে নায়িকার ভূমিকায় নিশ্চয়ই দেখেছেন। প্রসিদ্ধ প্রয়োজক শ্রীযুক্ত আর্ভিং উইলাট হোলেন এঁর স্বামী।

*

শ্রীযুক্ত এমিল জ্যানিংসের মন এক বিষয়ে খুব উদ্বিগ্ন থাকে। তাঁর কেবল ভয় হয় পাছে তিনি যাতে অভিনয় করেছেন এমন কোনো চলচ্ছবি ভালো না হয়। খারাপ ছবির সম্বন্ধে তাঁর ভারি আতঙ্ক।

*

শ্রীযুক্ত জন জিলবার্ট আর রেনে এ্যাডোরে আবার একসঙ্গে অভিনয় ক'রলেন 'কস্তাক্‌স্' নামক চিত্রনাট্যে। এই ছবির জন্যে রুষ দেশ থেকে যে কস্তাকরা এসেছিল, একমাত্র রেনে এ্যাডোরে ছাড়া আর কেউ তাদের সঙ্গে কথা কইতে পারতো না। কারণ রুষ ভাষা আর কারো জানা ছিল না। শ্রীমতী ছেলেবেলায় এক সার্কাসের দলে ছিলেন—সেখান থেকে তিনি রুষ ভাষা শেখেন।

*

'প্রদর্শনী' (The Show) নামক ছবিতেও এঁরা দুজনে নায়ক-নায়িকার অংশে দেখা দিয়েছেন। যাঁরা এখানে 'বিগ প্যারেড' (The Big Parade) ছবিখানি দেখেছেন, তাঁরা সকলেই প্রধান দুটি ভূমিকায় এঁদের অভিনয় দেখেছেন। জন জিলবার্ট আর রেনে এ্যাডোরেকে একসঙ্গে ছাড়া যেন আর কল্পনাই করা যায় না। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এ বিষয়ে নানা জল্পনা কল্পছেন।

*

'প্রথম রাত্রি' (The First night) ব'লে একখানি নতুন ছবি বেরিয়েছে। শ্রীমতী ডোরথি ডেভোর ও শ্রীযুক্ত বার্ট লাইটেল এতে যথাক্রমে নায়িকা ও নায়কের ভূমিকা নিয়েছেন।

"পি"

সঙ্গীতবিশারদ সোপাঁ

(শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়)

নভেম্বরের শেষাশেষি সোপাঁ ভিয়েনায় উপস্থিত হন। ভিয়েনায় যতদিন ছিলেন, ততদিন তিনি নিতান্ত স্ত্রীলোকেরই মত নির্ব্বিবাদে দুঃখকষ্ট সহ্য ক'রেছিলেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি প্যারিসে চলে আসেন। তিনি বলেছেন, "প্যারিসেতে যত পিয়ানো-বাজিয়ে আছেন, যত গর্দ্দভ ও গুণী-ওস্তাদ এখানে দেখতে পাওয়া যায়, তত বোধ হয় জগতের আর কোথাও মেলে না।" এখানেই সোপাঁ বিখ্যাত কলাবৎ লিস্‌ট্‌ ও কাল্‌কৃব্রেণারই কাছ থেকে সবিশেষ সুখ্যাতি পান। কাল্‌কৃব্রেণার সোপাঁকে নিজের সঞ্চিত বিদ্যা দান করতে চান, কিন্তু মৌলিকত্ব নষ্ট হবার ভয়ে সোপাঁ তা' গ্রহণ করেননি। এর পর যুবরাজ ভ্যালেণ্টিন র‍্যাজিউইলের সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় তাঁর জীবনের ধারা আর একেবারে পরিবর্ত্তিত হয়। র‍্যাজিউইল সোপাঁকে যে সব সম্ভ্রান্ত সমাজে পরিচিত ক'রে দিয়েছিলেন, সে সব স্থানে সাধারণতঃ প্রবেশাধিকার পাওয়া সুদুর্লভ। সোপাঁ তাঁর ঐশ্বরিক ক্ষমতার বলে এই সমাজের সবাইকে মুগ্ধ ক'রে ফেলেন। বাল্‌জিওজ তাঁর ছোট ছোট গীতিগাথাগুলির নাম দিয়েছিলেন "স্বরগ-পারিজাত"; আর লিস্‌ট্‌ এগুলোকে বলতেন,"প্রেমগুচ্ছ বা বস্‌রাই গুল্‌"। এই সময় থেকে আরম্ভ ক'রে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত সোপাঁ নিজের গৎই বাজিয়েছিলেন, কেবল কখনো-সখনো ব্যাক্‌, বীথোভেন বা মোজার্ট রচিত দু' একটা জিনিষ আলাপ করতেন।

সোপাঁর জীবনে দ্বিতীয় আগন্তুক হচ্ছেন বিখ্যাত সুন্দরী কাউণ্টেস্‌ ডেল্‌ফাইন পোটোকা। সোপাঁ নিজেকে এই প্রেম-প্রতিমার রূপ সাগরে ডুবিয়ে দেন। কিন্তু এই প্রণয় ব্যাপার খুব অল্পস্থায়ী হয়। সোপাঁ যে স্বর্গীয় প্রেমের অর্ঘ দিয়ে এই সুন্দরীর পূজা করতে চেয়েছিলেন, তা গ্রহণ করবার ক্ষমতা এঁর ছিল না; বরং ইনিই অতিশয় আসক্তিবশে নিজেকে সোপাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে দিচ্ছিলেন। এতে সোঁপার কল্পনারাজ্য একেবারে মাটিতে ভেঙ্গে পড়েছিল। এই অবস্থার মাঝে আবার নিতান্ত অবাঞ্ছিতভাবে আর্ল মহাশয় এসে পড়লেন, কাজেই প্রেমের খেলা সাঙ্গ হ'ল। কিন্তু কাউণ্টেস জীবনের শেষ পর্য্যন্ত সোপাঁর মধুর স্মৃতি হৃদয়ের মাঝে রেখেছিলেন। তিনি বিচ্ছেদের সময় এই ক'টা কথা ব'লে যান, "জীবনটা মোটের উপর হচ্ছে একটা একটানা বেসুরো আওয়াজ। যা হওয়া উচিত ছিল, তা হয় না। চল্লুম সোপাঁ, নমস্কার; ভগবান তোমায় সুখে রাখুন।"

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে কার্লস্‌ব্যাডে সোপাঁ তাঁর জনক জননীর সঙ্গে মিলিত হন। এই সময় তাঁর মনে হয়েছিল, তিনি বুঝি অবিমিশ্র আনন্দের আস্বাদ একটু একটু পাচ্ছেন। ড্রেস্‌ডেনে তিনি তাঁর বাল্যসখী মেরী ওজিনিস্কীর সাক্ষাৎ পান। তখন সুন্দরীর বয়স উনিশ বৎসর; কাল কুঞ্চিত কেশদাম, কাল হরিণ চোখের মধ্যে প্রেমের চকিত চাহনী, অধরে অনুরাগের সলজ্জ হাস্য। দু'জনেই দুজনকে দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন; শৈশব স্মৃতি স্মরণ ক'রে পরস্পরকে ভালবেসে ফেল্লেন, কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে বিবাহ হ'তে হ'তে ভেঙ্গে গেল। সোপাঁর "ব্যালাড্‌ইন্‌ নাইন মাইনর" এই প্রেমকাহিনীর স্মৃতিস্তম্ভ।

এর পর জর্জ্জ স্যাণ্ড নামে একজন সুন্দরী সোপাঁর প্রেমে আবদ্ধ হন। এঁর বাসগৃহে যাঁরাই জমা হতেন, তাঁদের সকলেরই মুখে সোপাঁর নাম শোনা যেত। তাই স্যাণ্ড সোপাঁর সঙ্গে মিলিত হ'তে চেয়েছিলেন এবং সত্যিই তা' পেরেছিলেন। তিনি ও সোপাঁ দু'জন ব্যালিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জে বাস করবার জন্যে যাত্রা করেন। তাঁরা প্রথমে ম্যাজোর্কা দ্বীপের পালমাতে উপনীত হন। কিন্তু "হাওয়ার বাড়ী" (The home of the wind) ব'লে জায়গাটা তাঁদের পক্ষে নিতান্ত অনুপযোগী হয়। এখানে সোপাঁ ভীষণভাবে পীড়িত হ'য়ে পড়েন। তখন তাঁরা কার্থেসিয় ধর্ম্মমন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। জর্জ্জ স্যাণ্ড ঠিক মায়ের মত সোপাঁর সেবা শুশ্রূষা করতে থাকেন। কিন্তু এখানকার অধিবাসীদের কুব্যবহারে তাঁদের শীঘ্রই এস্থান পরিত্যাগ করতে হয়। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের বসন্তের প্রারম্ভে তাঁরা মার্সেলিস সহরে এসে উপস্থিত হন। ম্যাজোর্কা যাত্রার মধ্যে জর্জ্জ স্যাণ্ডের মনে এইটুকু সান্ত্বনার বিষয় ছিল যে, এইখানেই তিনি সোপাঁকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছেন, আর এইখানেই সোপাঁ স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত সঙ্গীতের সৃষ্টি করেন। মার্সেলিস থেকে সেই বছরই তাঁরা প্যারিসে যাত্রা করেন।

সোপাঁ নিজেকে সম্পূর্ণ নূতন অভিনব স্বরপ্রবর্ত্তক বললেও তিনি অনেক জায়গায় ব্যাক্‌, মোজার্ট ও বীথোভেনকে অনুসরণ করেছেন। কিন্তু মাইকেল এন্‌জেলো ও সেক্সপিয়ারের নাম তাঁর মনে ভীতি উৎপাদন করত। সুম্যানকে তিনি বিশেষ পছন্দ করতেন না, মেন্‌ডেলস্‌নকে তাঁর নিতান্ত সাধারণ ব'লে বোধ হ'ত; আর সুবার্টের কতকগুলো সুর-গীতিকা তাঁর গাত্র দাহ উপস্থিত করত।

রাজা লুই ফিলিপের আনুকূল্যে ১৮৩০ থেকে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি খুব উৎসাহের সঙ্গে সৃষ্টির কার্য্যে লেগে গিয়েছিলেন। সোপাঁর যা কিছু নিখুঁত উচ্চাঙ্গের শ্রেষ্ঠ রচনা, সবই ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে সৃষ্ট হয়। এই সময়ে কিন্তু সোপাঁর মনে তাঁর জীবন-সঙ্গিনীর প্রতি একটা প্রচণ্ড ঈর্ষার ভাব উদয় হয়। সঙ্গিনীর বন্ধুবর্গ, তাঁর রুচি বা আকাঙ্ক্ষা-আগ্রহ, চালচলন সব জিনিষকেই তিনি একটা সন্দেহের চক্ষে দেখতেন; নিজের মনোরমাকে একান্তভাবে নিজের কাছে পাবার একটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক প্রবল বাসনা থেকেই এই ঈর্ষার উদ্ভব হয়েছিল ব'লে মনে হয়।

সোপাঁর হৃদয় ছিল কবিত্বপূর্ণ; কিন্তু সে কবিত্ব মাত্র সঙ্গীতের গৎ বা সুর ছাড়া আর কিছুর মধ্য দিয়ে ফোটবার অবকাশ পায়নি। ভাষাহীন কবি সোপাঁ চেষ্টা করলেই একজন বড় হাস্যরসের গীতিকার দাঁড়াতে পারতেন; নৈরাশ্য দুঃখের ঘন অন্ধকারের মধ্য দিয়ে জীবনতরণী চালানোর বিষাদ-ব্যথা হয়তো সোপাঁর ভাষার দুয়ার রুদ্ধ ক'রে দিয়েছিল। এই সুরের রাজা প্রেমে, বন্ধুত্বে, মানুষের হৃদয়হীন ব্যবহারে—সব বিষয়েই একান্ত হতাশ হ'য়ে একখানি দর্পণ নিজের ব্যথিত জীবনের সামনে ধরেছিলেন—সেটা হচ্ছে তাঁর পিয়ানো। দেশ, সঙ্গীত ও নারীর প্রতি তাঁর ভালবাসা, অনুরাগ ও সম্মান ছিল চূড়ান্ত, অপরিসীম।

নমো নটনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিফোন নং ৩০৪০—বড়বাজার।

শনিবার, ১৮ই ফেব্রুয়ারী, রাত্রি ৭॥০ টায়

ষোড়শী

জীবানন্দ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

ষোড়শী—শ্রীমতী চারুশীলা

পরদিন রবিবার, ১৯শে ফেব্রুয়ারী, রাত্রি ৭॥ টায়

শ্রীশ্রী৺শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে সারারাত্রিব্যাপী অভিনয়ের বিপুল আয়োজন

১। শিবরাত্রি

২। ষোড়শী

জীবানন্দ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

৩। রাধাকৃষ্ণ

৪। নির্ব্বাচিত নৃত্যগীত

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়। অভিনয়ান্তে মোটরবাস পাওয়া যায়

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১১নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৪র্থ বর্ষ
৩৭শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

১১ই ফাল্গুন
১৩৩৪

নাট্য-জগৎ

—:*:—

অশোক-পলাশের রাঙা আলো জ্বলে উঠেছে আজ বনে বনে! সে স্বপনমাখা আলো এই অতি-জাগ্রৎ সহরের ভিতরে নেই বটে, কিন্তু তার রঙিন স্মৃতি আজ নাচছে আর নাচছে আমাদের মনে মনে!

*

প্রকৃতির নাট্যশালায় আজ বেজে উঠেছে বসন্তী বাঁশী, ফাগুন-বাতাস আজ রচনা করছে নতুন গানের পালা! পুষ্পদ কুঞ্জে ব'সে বসন্ত-বাউরী যে সুরে আলাপ ধরেছে, তারি তালে তালে কাঁপছে রামধনুকের-রং-চোরা প্রজাপতির পল্‌কা পাখনা। আর তারি অনুরণন শুনে মৌমাছি-ভোমর ফুলপরীদের রূপের সভায় ব'সে গেয়ে চলেছে কুঁড়ি-ফোটানো ঘুম-ছোটানো গুণ-গুণানির হাল্‌কা রাগিণী!

*

মেদিনী আজ নটিনী। এবং তার তটিনী-নূপুর যেখানে মধুর নিক্কণে মুখর হয়ে উঠেছে, মানুষের কবি মন ঘর পালিয়ে সেইখানেই আজ উৎসবের আসর বসাতে চায়! এবং বৃন্দাবনের কুঞ্জগলি ভিতর থেকে চিরন্তন বাঁশের বাঁশী আজও ফাগুয়ার রাঙা তানে গোপাঙ্গনার প্রাণে প্রাণে গেয়ে ওঠে—

"চল গুঁইয়া, আজু খেলে হোরী!"

*

বসন্তের বাতাস আজও বইছে, বাঁশের বাঁশী আজও বাজছে। কিন্তু বাঙালী বড় কাজে-ব্যস্ত, অন্যমনস্ক জাতি। তাই তাকে এই কথাটা মনে করিয়ে দিলুম। কারণ মাঝে মাঝে কলেজের কেতাব আর আফিসের কলম ফেলে নবীন বসন্তের ফুলেল বার্ত্তা না শুনলে আমাদের চলবে না। আমাদের জাতীয় জীবনে আজ যৌবন-সাধনার দরকার আছে অত্যন্ত এবং বসন্ত হ'চ্ছে অনন্ত যৌবনেরই উচ্ছ্বসিত উৎস!

*

যুগে যুগে বসন্ত বার বার ফিরে আসে, ধরণীর বুক থেকে বৃদ্ধ শীতের গল্প-লেখা শ্যামল কাব্যের রসধারায় ধুয়ে দেবার জন্যে। কারণ বসন্ত যেমন যৌবনের প্রতীক, জরার প্রতীক তেমনি শীত! বসন্ত এই কথাই প্রচার করতে চায়, জরার শীতলতাই জীবনের চরম কথা নয়—জরার পরে যা নিশ্চিত তা হচ্ছে, উত্তপ্ত যৌবনের চঞ্চল শ্যামলতা।

*

বাংলার জাতীয় জীবনে, তার সাহিত্যে, সঙ্গীতে, নাট্যকলায় এবং আর্টের সকল ক্ষেত্রেই আমরা নিশ্চিন্ত যৌবনের এই শ্যামল-শ্রী দেখতে চাই। আজ পলাতক শীতের সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেন জীবনের সমস্ত শীর্ণতা ও জীর্ণতা বর্জন করতে পারি এবং সকলে মিলে সমস্বরে যেন যৌবন-বসন্তের আরাধনা করতে পারি। আমরা প্রাচীন হ'তে চাই না, আমরা যুবক হ'তে চাই—দেহে নয়, মনে!



"দেবদাস" চিত্রনাট্যে "পার্ব্বতী"

*

আবার বসন্ত এল, কিন্তু এবারে আমাদের নাট্যশালায় তার কোন নূতন মূর্ত্তি আমরা দেখতে পাব কি? আয়োজনের কোন সাড়া তো পাচ্ছি না, হয়তো দোলের দিনে সেই পুরাণো "দোললীলা" বা "বসন্তলীলা" নিয়েই আমাদের খুসি থাকতে হ'বে!

আচ্ছা, দিলীপকুমার তো প্রায়ই গানের জলসার আয়োজন ক'রে থাকেন, কিন্তু ইচ্ছা করলে তিনিও কি ঋতু-পর্য্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে এই-সব জলসায় প্রকৃতির নব নব রসের মূর্ত্তি ফুটিয়ে তুলে বৈচিত্র্যের সঞ্চার করতে পারেন না? যেমন, বর্ষাকালে বাদ্‌লার গান, শরৎকালে 'আগমনী'র গান এবং বসন্তকালে 'হোরী'র গান প্রভৃতি?

*

বাংলার বাইরে নানান দেশে হাটে-মাঠে-বাটে গানের আসরে এই ঋতু-পরিবর্ত্তনের উপভোগ্য প্রভাব দেখা যায়। এদেশে কেবল আগমনীর গানই জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হবার সুযোগ পেয়েছে। 'হোরী' সুধু পশ্চিমের নয়, বাংলা দেশেরও একটি বড় পার্ব্বণ—অথচ এখানেও গানের ভিতরে 'হোরী'র মাতামাতি থাকবে না কেন?

*

'হোরী'র সময়ে বাঙালী গীতীদের গীত গাইতে অনুরোধ করলেই তাঁরা গেয়ে বসেন হিন্দুস্থানী 'হোরী'র গান! এই চির-কবিত্বের লীলাক্ষেত্র বাংলা দেশের পক্ষে এটা কি একান্ত অপমানকর নয়? দিলীপকুমার চেষ্টা করলেই আধুনিক কবিদের দ্বারা কতকগুলি বাংলা 'হোরী'র গান অনায়াসেই লিখিয়ে নিতে পারেন। তিনি বাংলা গানের উন্নতি চান ব'লেই এদিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আশা করি তাঁর দ্বারাই আমাদের এই অভাব পূর্ণ হবে।

*

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় মনে পড়ছে। দিলীপকুমার আমাদের প্রাচীন সঙ্গীতেরই পক্ষপাতী। বাংলাদেশে প্রাচীন সঙ্গীতের অনুরাগী বহু ওস্তাদ-গায়কের অভাব নেই। তা-সত্ত্বেও দিলীপকুমার যে এখানে বিশেষ ক'রে জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছেন এবং তাঁর গান শোনবার জন্যে 'টিকিট-ক্রেতা' শ্রোতাদের উপস্থিতিতে বড় বড় আসরে একেবারে যে তিলধারণের ঠাঁই থাকে না, এর আসল কারণ কি?

*

এই সেদিন আমরা এমন একটি বৃহৎ গানের আসরে গিয়েছিলুম, যেখানে সহরের বড় বড় ওস্তাদ-গাইয়ে এসে সভা জমিয়ে তুলেছিলেন। অনেক আশা নিয়েই গান শুনতে গিয়েছিলুম।…… রাত আটটার সময়ে গান সুরু হ'ল এবং প্রথমে গান ধরলেন ধ্রুপদীয়ারা। রাত দশটা বাজল, তখনো ধ্রুপদ চলছে।

*

ধ্রুপদ নিশ্চয়ই খুব উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত, কিন্তু তবু দেখা গেল আসরের অধিকাংশ লোকই চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে এবং সকলেরই ইচ্ছা ধ্রুপদের পালা এইবার শেষ হোক্! কিন্তু তা হবার যো নেই, কারণ এ-সব আসরে চিরাচরিত রীতি হচ্ছে, ধ্রুপদীয়ারা তানপুরা না ছাড়লে খেয়াল বা টপ্পা বা ঠুংরি সুরু হ'তে পারবে না।

*

মনের ইচ্ছা মুখ ফুটে বললে পাছে অরসিক নাম কিনতে হয় সেই ভয়ে শ্রোতারা মৌনব্রত ভঙ্গ করলেন না বটে, কিন্তু রাত এগারোটার সময়ে দেখলুম, সভার লোকসংখ্যা ক্রমেই বেশী-রকম ক'মে আসছে! ঘড়ীর কাঁটা রাত বারোটার দিকে অশ্রান্ত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে দেখে শেষটা আমাদেরও পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে হ'ল।

*

এবং আসবার সময়ে বার বার এই প্রশ্নই মনে জাগতে লাগল যে, ধ্রুপদের মাঝে মাঝে ঠুংরি, টপ্পা, খেয়াল গেয়ে বৈচিত্র্য সঞ্চার করলে এমন কি অমার্জ্জনীয় অপরাধ করা হয়? ওস্তাদরা অবশ্য জবাব দেবেন, সেটা রস-বিরোধী ব্যাপার। কিন্তু চার ঘণ্টা ধ'রে অবিচ্ছেদে ধ্রুপদীয়ারও সুরের স্তি কি রস-বিরহ ঘটায় না? মানুষের ধৈর্য্য কি অসীম?

*

সেদিন সুদীর্ঘ কাল ধ'রে আমরা অতি-কষ্টে যা উপভোগ করলুম তা হচ্ছে কেবলমাত্র গানের 'ব্যাকরণে'র দুঃসহ উৎপাত এবং সুরের সঙ্গে মৃদঙ্গের বোলের প্রাণপণ লড়াই! গানের ভিতরে যে মিষ্টতা, কবিত্ব ও ভাবসৌন্দর্য্য থাকতে পারে, এঁদের একজনেরও গান শুনে বা মুখভঙ্গি দেখে সে সন্দেহ মনে ঠাঁই পেলে না—অথচ এঁরাই নামজাদা গাইয়ে ব'লে দেশের ও দশের মাঝে 'বাহবা' পান এবং দেমাকে ডগমগ হয়ে থাকেন!

*

দিলীপকুমার চিরপরিচিত প্রাচীন সঙ্গীতেরই ভক্ত হ'লেও 'তবলচী'র সঙ্গে তিনি কোনদিন সাংঘাতিক লড়াইও করেন না এবং একটানা গানের 'ব্যাকরণ' নিয়েও কাণ ও প্রাণকে দমিয়ে বাহাদুরির পরিচয় দেন না। গানের ভিতরে যে কতখানি ভাব, কবিত্ব, সূক্ষ্মরস এবং গায়কের প্রাণের দরদ, আবেগ ও ব্যক্তিত্ব থাকতে পারে, দিলীপকুমারের আসরে গেলে আমরা সেই সন্ধান পেয়ে মোহিত হই। তিনি আমাদের পুরাতন গানে এক নূতন ভঙ্গি এনেছেন। চল্‌তি রাগিণীতে গান গাইলেও তিনি গানের কথা ও সুরকে সমান মর্য্যাদা দেবার চেষ্টা করেন—এদেশী ওস্তাদের কাছে যা মহাপাপ বললেও অত্যুক্তি হয় না। খুব সম্ভব এইজন্যেই তাঁর গান এতটা জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছে।

*

এবং ঐ-সব কারণেই তাঁর কণ্ঠে আমরা 'হোরী'র গানের পালা শুনতে চাই। 'হোরী'র দিনে সর্ব্বপ্রথমে কয়েকঘণ্টাব্যাপী ওস্তাদী ধ্রুপদের আর্ত্তনাদ আমাদের ধাতে সহ্য হবে না এবং 'হোরী'র বাংলা গান গাইতে বললেও ওস্তাদরা নিশ্চয় উপহাসের অট্টহাস্য ক'রে ব'লে বসবেন—"আরে ছ্যাঃ, বাংলায় কি আবার ভালো গান হয়?"—মাতৃভাষার এ লাঞ্ছনা সহ্য করতেও আমরা প্রস্তুত নই। দিলীপকুমার দেখিয়ে দিন, বাংলা ভাষায় 'হোরী'র গান গাওয়া যায় কিনা।

*

আমাদের ওস্তাদ-গায়করা আজ দীর্ঘকাল ধ'রে মাতৃভাষার অপমান ক'রে আসছেন। বাংলাদেশেই ব'সে বাংলা ভাষাকে প্রায়-একঘরে ক'রে রেখেছেন ব'লেই এতদিন তাঁরা জনসাধারণের সম্পূর্ণ সহানুভূতি লাভ করতে পারেন নি। (অথচ দেশের বাইরেও তাঁরা প্রায় কল্কে পান না!)—বাংলায় সঙ্গীত-কলার অধঃপতনের আসল কারণ যে তাই নয়, এ কথা কে জোর ক'রে ব'লতে পারে? এই বর্ত্তমান কালে দেশীয় আর্টের 'রেনেসাঁসে'র যুগেও বাঙালী সঙ্গীত-কলায় তার স্বদেশী ভাষাকে নিশ্চয়ই আর পিছনে ঠেলে রাখতে পারবে না এবং তা উচিতও নয়।

বাংলায় অসংখ্য কবির অসংখ্য গান আছে। গায়কদের অবহেলার জন্যে যদি কোনদিকে অভাব থাকে তবে তা অনতিবিলম্বেই পূরণ করা হোক্, কারণ বাংলাদেশ আজও কবিশূন্য হয় নি। হিন্দুস্থানীরা কি বাংলা গান গায়? বাঙালী গায়কদেরও এবার থেকে বাংলা গানই গাইতে বাধ্য করা হবে। বাংলা গানের দিকে আজ স্বাভাবিক টানেই জাতির মন ক্রমে ফিরে আসছে। এখনো যে-সব ওস্তাদ বাংলা গানের প্রতি তাচ্ছীল্যপ্রকাশ করছেন, আর দু-দিন পরে কোন আসরেই তাঁদের প্রবেশের অধিকার থাকবে না। জাতির মন বুঝে এইবেলা তাঁরা সাবধান হোন।

*

আজ শুক্রবার "সঙ্গীত-সম্মিলনী"র উদ্যোগে "এম্পায়ার থিয়েটারে" "মীরাবাই" নামে গীতাভিনয় হবে। অভিনয় করবেন ভদ্রমহিলারা এবং শ্রীমতী

রেবা রায় প্রভৃতি সেখানে নৃত্য-সৌন্দর্য্য প্রকাশ করবেন। বিডন ষ্ট্রীটে এতক্ষণে সন্দেশ পৌঁচেছে নিশ্চয়? এবং শেঠজীও যে আবার "আনন্দ বাজারে"র জন্যে দুঃসহ উৎসাহে তৃতীয় উচ্ছ্বাস রচনায় প্রবৃত্ত হন নি, এটাও আমরা হলপ ক'রে বলতে পারি না!

*

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করছি, এতদিন আমরা খবর পাইনি যে, হাস্যরসে খ্যাতনামা অভিনেতা অহীন্দ্রলাল দে এখন স্বর্গগত। সেই 'ক্লাসিক থিয়েটারে'র আমল থেকেই বাঙালী দর্শকদের কাছে তিনি অনেক হাসির উপকরণ যুগিয়ে এসেছেন। তাঁর অভিনয়ে এমন একটি রসালো বিশেষত্ব ছিল যে, সময়ে সময়ে দর্শকদের চোখ দিয়েও হাস্যের অত্যধিক উচ্ছ্বাস ঝ'রে পড়ত! তাঁর সব-চেয়ে বিখ্যাত ভূমিকা ছিল 'তুফানী'। তেমন 'তুফানী' আর দ্বিতীয় দেখিনি। এবং যে-সময়ে সদ্য-প্রতিষ্ঠিত "কোহিনুর থিয়েটারে" অষ্টবজ্র-সম্মিলন ঘটেছিল, তখন প্রধানতঃ শ্রীমতী চারুশীলার সঙ্গে তুফানীর ভূমিকায় তাঁর বিচিত্র অভিনয়ই 'মিনার্ভা'কে সেই প্রবল প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধেও খাড়া ক'রে রাখতে পেরেছিল। আমরা তাঁর শোকতপ্ত পরিবারবর্গের জন্যে আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করছি।

*

"দেবদাসে"র চতুর্থ সপ্তাহ আরম্ভ হয়েছে এবং এই চিত্রনাট্যের অভাবিত সাফল্য দেখে অনায়াসেই আশা করা যায় যে, তার পঞ্চম সপ্তাহেও দর্শকের আসনে অতিরিক্ত জনতার অভাব হবে না। ম্যাডান কোম্পানীর উপর-চক্‌চকে ছেলে-ভুলানো ছবিগুলোর সঙ্গে "দেবদাসে"র তফাৎ যে কোথায়, বাঙালী দর্শকরা তা বুঝতে পেরেছেন দেখে আমরা সুখী হয়েছি, অত্যন্ত!

*

'নাট্যমন্দিরে' এ হপ্তায় বুধ ও বৃহস্পতিবারে যথাক্রমে "ভ্রমর", "রাধাকৃষ্ণ", "নরনারায়ণ" ও "বিবাহ বিভ্রাটে"র অভিনয় হয়ে গেল। প্রাচীর-পত্রে প্রকাশ, গোবিন্দলাল, আয়ান (রাধাকৃষ্ণে) ও কর্ণের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন যথাক্রমে শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন রায়। শিশিরকুমার বোধহয় বিদেশ-ভ্রমণের শ্রান্তি দূর করছেন? মনোরঞ্জনবাবুর "আয়ান" ও বিশ্বনাথবাবুর গোবিন্দলাল দেখবার সাধ ছিল, কিন্তু সময় অভাবে গত সুযোগে দেখা আর হ'ল না।

*

"অগ্র-বিজ্ঞাপনী" দিয়ে "মিনার্ভার যাজ্ঞসেনী" পুনর্ব্বার নীরব। হয়তো শীঘ্রই 'মধ্য-বিজ্ঞাপনী'ও বেরুবে, আমরা কিন্তু 'না আঁচালে আর বিশ্বাস' ক'রে কোন কথা বলব না। কারণ এই "যাজ্ঞসেনী" নিয়ে 'মিনার্ভা'র নবনির্ম্মিত অট্টালিকার দ্বারোদ্ঘাটনের কথা ছিল এবং এখন সেই অট্টালিকাকে নূতন বলবার আর কোন উপায় নেই!—চির-ক্রিয়তার অতুলনীয় উদাহরণ!

*

'মনোমোহিনী'-'আর্ট'-সম্প্রদায় সম্বন্ধে হরেক রকম সন্দেহজনক গুজব আকাশে-বাতাসে, লোকের মুখে-মুখে ও কাণে-কাণে ঘুরে বেড়াচ্ছে! সম্প্রদায় সম্ভবতঃ এখন ময়মনসিংহে এবং শুনছি নাকি আর্টের কর্ত্তৃপক্ষদের আর 'মনোমোহনে'র দরবারে হাজিরা দেবারও ইচ্ছা নেই। গুজব সত্য হ'লে আমরা বাস্তবিকই দুঃখিত হব। এতদিনেও বাঙালীর থিয়েটারী সখ কি এইটুকুও বাড়ল না, যে বিরাট কলকাতা সহরে চারটি মাত্র দেশীয় রঙ্গালয়ও একসঙ্গে চলা সম্ভব নয়? এর চেয়ে সেকাল যে ঢের ভালো ছিল!

*

গুজব-সম্রাটকে সুধলুম, "থিয়েটারের নতুন খবর কি?"—তিনি তাঁর অতি-ঘনশ্যামল মুখখানি করুণ ম্লানিমায় আচ্ছন্ন ক'রে বললেন, "নতুন খবর? কিছু নেই!"—গুজব-সম্রাটই যখন আর গুজব আমদানি করতে পারছেন না, তখন আমাদের হতাশ হওয়া ছাড়া আর উপায় কি?

*

আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা লিখেছেন:—

"সারা বছরের হাড়ভাঙা খাটুনির দরুণ ক্লিষ্ট অবসন্ন দেহমনকে চাঙ্গা ক'রে নেবার জন্যে র‍্যালিব্রাদার্সের কর্ম্মচারীরা "দি অলিম্পিয়ান্ রিক্রিয়েশন ক্লাব" নামের ছদ্মবেশে বৎসরান্তে একবার ক'রে অভিনয়ের আয়োজন ক'রে থাকেন; অবশ্য এঁদের ছদ্মবেশ ধরা প'ড়ে যায়, যখন দেখি নিমন্ত্রণ-পত্রে এঁদের বড় সাহেব ও সাহেবার নাম সগৌরবে সংযুক্ত আছে।

"এ বছর গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী এঁরা নাট্যমন্দির রঙ্গমঞ্চে মহাসমারোহে "পাণ্ডব-গৌরব" অভিনয় করেছিলেন। সাধারণ রঙ্গালয়েও সাধারণতঃ এঁদের মত এমন যথাসময়ে অভিনয় আরম্ভ হ'তে বড়-একটা দেখা যায় না। আমরা তৃতীয় অঙ্কের শেষ পর্য্যন্ত অভিনয় দেখেছিলুম। তাতে ক'রে বলতে পারি যে, অভিনয় মোটের উপর সাধারণের পরম উপভোগ্য হয়েছিল সন্দেহ নাই।

*

"পুরুষ ও স্ত্রী, উভয় চরিত্রের অভিনেতাদের মধ্যেই নতুন ও পুরানো,—

দুই ধরণেরই আবৃত্তি দেখতে পেলুম; অবশ্য এতে যদিও বিশেষ-কিছু রসভঙ্গ হয়নি, তা'হলেও আবৃত্তিটা এক ধরণের হ'লেই হ'ত ভালো। পুরুষ-চরিত্রের মধ্যে ভীমরূপে শ্রীইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের মন যথেষ্ট হরণ করেছেন, তবে দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁর গলাটি ভেঙে গিয়েছিল। আর আমাদের আশ্চর্য্য রকম ভাল লেগেছিল কঞ্চুকীর ভূমিকায় শ্রীবিশ্বেশ্বর বসু মহাশয়ের অভিনয়। কত ধীর সংযত অভিনয়ের ভিতর দিয়ে আত্মহারা ভাবে ভক্তিরস ফুটিয়ে তুলতে পারা যায়, তা তিনি আমাদের দেখিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় শ্রীগিরিজাভূষণ দাসের অভিনয় বেশ সুন্দর হ'লেও সম্ভবতঃ তাঁর স্ত্রী-জনোচিত কণ্ঠস্বরের দরুণ অভিনয়টা একটু হালকা ধরণের হ'য়ে পড়েছিল। 'পাণ্ডব গৌরবের' শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ থেকে কিছু পৃথক।

*

"দণ্ডীর ভূমিকায় শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের অভিনয় মামুলী ধাঁচের সুর-সংবলিত হ'লেও দর্শকের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পেয়েছিল। সাত্যকি রূপে শ্রীগৌরমোহন ঘোষ যে পরিমাণে আমাদের মুগ্ধ করতে পেরেছিলেন, বলদেবের ভূমিকায় তিনি আমাদের ঠিক সেই পরিমাণেই হতাশ করেছেন। ঘেসেড়ার ভূমিকায় শ্রীপ্রিয়নাথ দাসের চেহারা থেকে আরম্ভ ক'রে সাজসজ্জা, চালচলন, কথাবার্ত্তা, নৃত্য-গীত সমস্তই দর্শককে প্রচুর আনন্দ দিয়েছিল। কর্ণ, যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন প্রভৃতি অপরাপর পুরুষ-ভূমিকায় অভিনয় চলন-সৈ।

*

"স্ত্রী-চরিত্রের মধ্যে অভিনয় ও মানানোর দিক দিয়ে সুভদ্রারূপী শ্রীভোলানাথ ঘোষ মহাশয়ই সাধারণের সহানুভূতি লাভ করেছিলেন বেশী। তিনি যদি আর-একটু মামুলী আবৃত্তির প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারতেন, তাহ'লে তাঁর অভিনয় হ'ত যার-পর-নাই সুন্দর! রুক্মিণীর ভূমিকায় শ্রীঅভয়চরণ গাঙ্গুলী মহাশয়ের অভিনয়ও বেশ ভালোই হয়েছিল; তাঁকে মানিয়েও ছিল চমৎকার! কুন্তীর ভূমিকায় শ্রীসতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের অভিনয় মন্দ হয়নি। কিন্তু যাঁকে নিয়ে "পাণ্ডব-গৌরব" লেখা, সেই বিশ্বের বন্দিতা, অনিন্দিতা সুন্দরী উর্ব্বশীরূপে শ্রীশীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় যত ভালো অভিনয়ই ক'রে থাকুন না কেন, তাঁর এক রোগার উপর লম্বা চেহারাই সব মাটী ক'রে দিচ্ছিল; "একোহি দোষ গুণরাশি নাশি!"

*

"আর আমরা সব-চেয়ে বেশী মুগ্ধ হয়েছি ঘেসেড়ানীরূপে শ্রীননীলাল দাস মহাশয়ের অপূর্ব্ব নাট্য-নৈপুণ্য দেখে! আমাদের মনে হয়, ভগবান তাঁকে পুরুষ গ'ড়ে মহা ভুল করেছেন ব'লে এখন নিশ্চয়ই পস্তাচ্ছেন।

*

"ঘেসেড়া ও ঘেসেড়ানী যেন মাণিকযোড়! মাত্র ঘেসেড়ানীর অলঙ্কার-গুলিতে আমাদের কিছু আপত্তি আছে। দ্বিতীয় অঙ্কের পূর্ব্বে বাইজী বেশে নলিনীবাবু ও অন্য একজন ভদ্রলোকের নৃত্য দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে পেরেছিল অতিমাত্রায়। গতবরের অভিনয়ে রালিব্রাদার্সের বাবুরা যতখানি অখ্যাতি ভাজন হয়েছিলেন, আশা করি এ বছর তাঁরা ততখানিই সুখ্যাতি দাবী করতে পেরেছেন।"

গান

শ্রীরাসবিহারী মল্লিক

গান গেয়ে মোর যায় যে কেটে
সকল বেলা—
নিতুই আমার ভাবের ঘরে
রূপের খেলা!
পরাণে মোর কে কথা কয়,
কত কালের এ পরিচয়,
আমার দ্বারে কোন্ অজানার
বসল মেলা।
ঘুম-কাতরা শেষ-রজনীর
কুসুম ঝরে,
সেই তালে মন উষার হাসি
চয়ন করে!
পুব-সাগরের আলোর তীরে
বাজিয়ে বাঁশী এলাম ফিরে,
জীবন যেন শরৎ-হাওয়ায়
মেঘের ভেলা!

চিত্রনাটের রূপকথা

—:':—

শ্রীমতী পলিন ষ্টার্ক বায়োস্কোপের নামজাদা অভিনেত্রী—শ্রীযুক্ত জ্যাক হোয়াইট একজন অভিনেতা। দুজনের প্রথম দেখা হয় কোনো বন্ধুমিলনে। দেখবামাত্রই দুজনের হয় প্রেম আর তার ফলে হয় পরস্পরের মধ্যে বিবাহিত হবার বাক্যদান।

*

চার বছর এই অবস্থায় চ'লে, সঙ্গতি-সঞ্চয় হয়নি ব'লে পরিণয়টা হয় নি। তারপর প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে হয় অভিমানের ঝগড়া এবং দুজনেই বলেন 'বে'র কথা ভেঙে দিলুম—চাইনা তোমায়।'

*

কিন্তু একথা বলা সত্বেও এঁদের কোনোজন আর কারুর প্রতি নজর দেন্‌নি বা অনুরক্ত হন্‌নি। হৃদয়ের প্রেম গভীরই ছিল—মুখ যাই বলুক্ না কেন। হঠাৎ শ্রীমতী ষ্টার্ক সমাতা ও সবন্ধুবান্ধব বেড়াতে বেরুলেন।

*

ঘটনাচক্রে সেই জাহাজে শ্রীযুক্ত হোয়াইটও যাচ্ছিলেন। জাহাজে দুজনের রোজ দেখা-সাক্ষাৎ হোতে হোতে অভিমানের জমাট ব্যথা দ্রব হোলো—আবার সেই প্রেম, সেই আনন্দ। তারপর স্যান ফ্রান্‌সিস্‌কোয় দু'জনের গাঁটছড়া বাঁধা হোয়ে গেলো।

*

শ্রীযুক্ত রাডইয়ার্ড কিপ্‌লিং ও সার জেম্‌স্ ব্যারির সঙ্গে কিপলিংএর 'কিম্'কে চিত্রনাট্যে পরিণত করা সম্বন্ধে পরামর্শ ক'র্‌তে শ্রীমতী বেটি ব্রন্‌সন্ ইংলণ্ডে যাবেন শোনা গেছলো—তার পর আর এ বিষয়ে কোনো খবর পাওয়া যায় নি।

*

'চাম্‌ড়া মুখো' (Leather Face) নামক ছবিতে ভিল্‌মা ব্যাঙ্কি ও রোণাল্‌ড কোলম্যান নায়িকা-নায়কের অংশে অভিনয় ক'রেছেন। 'পল লুকাস্ ব'লে আর একজন হাঙ্গেরীয় অভিনেতাও এতে যোগ দিলেন। দেশে একই চিত্রসঙ্ঘে দুজনে কাজ ক'র্‌তেন কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সেখানে এঁদের কোনদিন দেখা হয় নি।

*

'সিন্‌ডারেলা' জার্ম্মান চলচ্ছবি হ'য়েছে। তাতে শ্রীমতী হেল্‌গা টমাস সিণ্ডারেলার ও শ্রীযুক্ত পল্ হার্টম্যান রাজকুমারের ভূমিকা নিয়েছেন।

*

র‍্যামন নোভারো ছিলেন সঙ্গীত-রচয়িতা। এ বিষয়ে আরো উন্নতি কর্‌বার তাঁর সাধ হোলো—তাঁর বাবাকে সে কথা তিনি ব'ল্‌লেন।

*

তিনি ছিলেন দাঁতের একজন বড়ো ডাক্তার—তাঁর নাম ডাক্তার স্যামানিয়েগো। (Dr. Samaniego) একশো ডলার সঙ্গে দিয়ে তিনি ছেলেকে পাঠিয়ে দিলেন লস্ এঞ্জেলেসে। তখন চলচ্ছবির প্রতি কোনো আকর্ষণই তাঁর ছিল না। তাঁর বাবাও চলচ্ছবির নট-নটীদের সন্দেহের চোখে দেখতেন।

*

লস্ এঞ্জেলেসে এসে তিনি ভাবলেন চলচ্ছবিতে ঢুকলে মন্দ হয় না। তাঁর বাবাকে তিনি লিখলেন মেরি পিক্‌ফোর্ড উচ্চহৃদয় নারী, চার্লি চ্যাপলিন ভদ্রলোকের আদর্শ। তাঁর বাবা ব'লে পাঠালেন এদের সঙ্গে মেশার বাধা নেই।

*

প্রথম তাঁর সমস্যা হোলো কোন্ চিত্রসঙ্ঘে তিনি ঢুকবেন। শেষে মেট্রো-গোলডুইন-মেয়ারই তাঁকে লাভ ক'র্‌লেন। সেখানে বহু চিত্রনাট্যে নাম ক'রে, তাঁর খ্যাতির চরম হোলো 'বেন্-হুর' নামক চলচ্ছবিতে।

*

এখানের সকলেই সেই ছবি দেখেছেন। র‍্যামন নোভারো সন্ন্যাসী হোয়ে মঠে থাকবেন, এমন কথা প্রায়ই বলেন। তাঁর তিনজন বোন সন্ন্যাসিনী।

"গি"

নাচঘরের গল্প

(অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু)

কেম্বল্ পরিবার

আমাদের শাস্ত্রকারেরা বংশ-প্রভাবটা খুব বেশীরকম মান্‌তেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, দৈহিক আকৃতির মত শিল্পদক্ষতা প্রভৃতি গুণও পিতা মাতা হ'তে সন্তানে সঞ্চারিত হয়। সেইজন্য এ-দেশে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়মাত্রেই জাতিতে পরিণত হ'য়েছিল। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা এ তত্ত্ব সম্পূর্ণ স্বীকার না করলেও এটা তাঁরা মানতে বাধ্য যে, পৈতৃক বৃত্তি অবলম্বন সন্তানের পক্ষে খুব স্বাভাবিক এবং তাতে সুবিধাও অনেক হয়। গুণী পিতামাতাকে অনুকরণ করতে সন্তানের মনে যে একটা স্বাভাবিক স্পৃহা থাকে তা' আজন্ম অনুকূল আবেষ্টনের মধ্যে বাস করার দরুণ স্বতঃই পরিবর্দ্ধিত হয়। তার উপর জনক-জননীর মত স্নেহশীল নিপুণ শিক্ষকের নিকট শিক্ষা ও শৈশব কাল হ'তে সযত্ন অভ্যাসের দ্বারা পিতৃগুণ আয়ত্ব করা সন্তানের পক্ষে খুব সহজ হয়। তাই দেখা যায়, যে দেশে জাতিভেদ-প্রথা চলিত নেই সে দেশেও ব্যবসায় সাধারণতঃ বংশগত হ'য়ে দাঁড়ায়। এইরূপে পাশ্চাত্য দেশ সমূহে অনেক নট-পরিবার সৃষ্ট হয়েছে। আমি শেরিডান-পরিবারের কথা পুর্ব্বে একটু উল্লেখ করেছি। আজ আর এক বিখ্যাত নট-পরিবারের কথা বলব।

এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রজার কেম্বল। ইনি একজন ভাল অভিনেতা এবং এক ভ্রাম্যমান অভিনেতৃ-দলের অধিকারী ছিলেন। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে বত্রিশ বৎসর বয়সে ইনি সারা উড্-নামে এক অভিনেত্রীকে বিবাহ করেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে একাশি বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। সারার গর্ভে তাঁর দ্বাদশটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেন, তার মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন সারা। ইনিই উত্তর কালে নাট্যসম্রাজ্ঞী মিসেস্ সিডন্স নামে জগদ্বিখ্যাত হ'য়েছিলেন। রজারের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন জন্। ইনিও নাট্য-জগতে কম প্রসিদ্ধিলাভ করেন নি। রজারের দ্বিতীয় পুত্র ষ্টিফেন, আর এক পুত্র চার্লস্ ও আর এক কন্যা এলিজাবেথও নট-ব্যবসায় অবলম্বন করেন। চার্লসের দুই কন্যা ফ্রান্সেস্ (ডাক-নাম ফেনি) এবং অ্যাডিলেড উনবিংশ শতাব্দীর নামজাদা অভিনেত্রী ছিলেন। আধুনিক কালে কেম্বল-পরিবারের যে সকল ব্যক্তি রঙ্গালয়ে যোগদান ক'রে খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে চার্লস কেম্বলের পৌত্র হেনরী কেম্বলের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি একজন উৎকৃষ্ট ও জনপ্রিয় অভিনেতা ছিলেন, গত ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে এঁর মৃত্যু হয়েছে।

রজারের বিবাহের দুই বৎসর পরেই সারা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জননী তাঁর শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ যত্নবতী ছিলেন এবং তার ফলে তিনি উৎকৃষ্ট শিক্ষালাভ করেছিলেন। কিন্তু তিনি বাল্যকাল হ'তেই অভিনয় ক'রতে আরম্ভ করেন। যৌবনকালে তিনি তাঁদের দলের অন্যতম অভিনেতা উইলিয়াম সিডন্সের প্রতি বিশেষ অনুরক্তা হ'য়ে পড়েন। কিন্তু তাঁর পিতামাতার ইচ্ছা ছিল যে, তিনি তাঁর পাণিপ্রার্থী একজন জমিদারকে বিবাহ করেন। সারা তাতে সম্মত না হওয়াতে রজার সিডন্সকে দল থেকে তাড়িয়ে দেন এবং সারাকে এক সম্ভ্রান্ত মহিলার সহচরীরূপে নিযুক্ত করেন। সারা সেখানে চাকর-চাকরাণী-দিগকে সেক্সপিয়ার মিল্টন প্রভৃতি আবৃত্তি ক'রে শোনাতেন এবং অবসর-মত ভাস্কর্য্য কলার অনুশীলন ক'রতেন। পরে যে তিনি একজন উৎকৃষ্ট ভাস্কর হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তা তাঁর গঠিত নিজের ও তাঁর পুত্রের মূর্ত্তি দেখলেই বোঝা যায়। যা হোক অবশেষে তাঁর পিতামাতা সিডন্সের সহিত তাঁর বিবাহে সম্মতিদান করেন এবং ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাঁর বিবাহ হয়। পর বৎসর তার অভিনয়-খ্যাতি এতটা বিস্তৃত হয়ে পড়ে যে, গ্যারিক সম্প্রদায়ের একজন অভিনেতাকে তাঁর অভিনয় দেখতে মফস্বলে পাঠিয়ে দেন এবং সেই অভিনেতার মুখে সারার উচ্চ প্রশংসা শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ সাপ্তাহিক পাঁচ পাউণ্ড বেতনে সারাকে ড্রুরিলেন থিয়েটারে নিযুক্ত করেন। এখানে তিনি পোর্সিয়া প্রভৃতি ভূমিকা অভিনয় করেন, কিন্তু অনভিজ্ঞতা ও অন্যান্য কারণে লণ্ডনের দর্শকবৃন্দকে তিনি তেমন সন্তুষ্ট করতে পারেন নি। ফলে কিছুদিন পরে ড্রুরিলেন থিয়েটার হ'তে কর্ম্মচ্যুত হ'য়ে আবার তিনি তাঁর ভ্রাম্যমান দলের

সঙ্গে মফস্বলে ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করেন। যাহোক সৌভাগ্যক্রমে সেখানে তিনি তাঁর নষ্ট খ্যাতি পুনরুদ্ধার করেন এবং পাঁচ বৎসর পরে পুনরায় ড্রুরিলেন থিয়েটারে নিযুক্ত হন। লণ্ডনে তাঁর এই পুনরাগমন সর্ব্বপ্রকারে সাফল্য মণ্ডিত হয়েছিল। এবার প্রথম রাত্রেই তিনি যে সম্বর্দ্ধনা লাভ ক'রেছিলেন, তা এক গ্যারিক ও এডমণ্ড কীন ভিন্ন আর কোন অভিনেতার ভাগ্যে কখন ঘটে নি। সেইদিন তিনি দর্শকদিগের হৃদয়ে যে রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা' ক্রমেই বেড়ে গিয়েছিল, তাঁর অপূর্ব্ব অভিনয় যেন সমস্ত সহরকে পাগল ক'রে তুলেছিল। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথম লেডী ম্যাকবেথরূপে রঙ্গভূমে অবতীর্ণা হন। এর পূর্ব্বে তিনি মধুর করুণ রসের অভিনয় ক'রে দর্শকদের চিত্ত বিগলিত ক'রতেন, কিন্তু এবার তিনি যে ভয়ঙ্কর অথচ মহিমাময় চিত্র দেখালেন তা' চিরস্মরণীয় হ'য়ে আছে ও থাকবে। তাঁর সেই দীর্ঘ ও কমনীয় দেহের সমুজ্জল সৌন্দর্য্য, অসাধারণ ভাবব্যঞ্জক চক্ষু, রাজোচিত গরিমাময় ভাবভঙ্গি লেডী ম্যাকবেথের চরিত্র এমন একটা অপার্থিব অনির্ব্বচনীয় গৌরবে মণ্ডিত করত যে, তার শোচনীয় পরিণামের ভীষণতা যেন শতগুণে বর্দ্ধিত হ'ত। এ ভূমিকা ভিন্ন তিনি আরও বহু ভূমিকায় তাঁর অতুলনীয় নাট্য-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন, সে সকলের উল্লেখ করার স্থান এখানে নেই, কিন্তু সকল গুলিতেই তাঁর যে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠত তা অনুকরণ করা অন্যের পক্ষে অসাধ্য ছিল। চরিত্রের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও মহিমান্বিত করুণ রসের অভিব্যক্তিতে তিনি অপরাজেয়া ছিলেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ৬৪ বৎসর বয়সে তিনি তাঁর ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূ মিষ্টার ও মিসেস চার্লস কেম্বলের 'বেনিফিট' উপলক্ষে শেষ-অভিনয় করেন এবং ৭৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। সমাজে তিনি যে শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জ্জন ক'রেছিলেন তা' বাস্তবিকই বিস্ময়কর। সে-সময়কার অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত ও পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁর অনুরাগী ভক্ত ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপন ক'রে গৌরব অনুভব ক'রতেন। বিখ্যাত চিত্রকর রেনল্ড্স্ Tragic Muse নাম দিয়ে তাঁর একখানি মনোরম চিত্র অঙ্কিত করেন। এই চিত্রখানি এখনও ডালউইচ্ চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। তখনকার বিদ্বৎসমাজের নেতা ডাক্তার জনসন্ সেই চিত্রে মিসেস সিডন্সের পরিচ্ছদের প্রান্তভাগে নিজ নাম স্বাক্ষর ক'রে বলেন, "অমর অভিনেত্রীর অঞ্চল অবলম্বন ক'রে আমি এই যে অমরত্বলাভের সুযোগ পেলেম, এতে আমি নিজেকে বিশেষ গৌরবান্বিত ও ভাগ্যবান মনে ক'রছি।" এই চিত্র ব্যতীত প্রসিদ্ধ চিত্রকর গেন্সবরো এবং লরেন্সের অঙ্কিত মিসেস সিডন্সের দুইখানি চিত্র National Galleryতে আর একখানি Garrick Club আছে। খ্যাতনামা চিত্রকর হারলো লেডী ম্যাকবেথ রূপিণী সিডন্সের যে দু'খানি চিত্র আঁকেন তা'ও গ্যারিক ক্লাবে রক্ষিত আছে। এ-সকল চিত্র ছাড়া, প্রসিদ্ধ ভাস্কর চ্যান্‌ট্রি তাঁর একটি বৃহদাকার মর্ম্মরমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন, সেটিকে ওয়েষ্টমিনষ্টার অ্যাবিতে রাখা হয়েছে। গত ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তাঁর আর একটি মর্ম্মর মূর্ত্তি প্যাডিংটনে স্থাপিত হয় এবং ইংলণ্ডের তৎকালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা স্যার হেনরী আরভিঙ্গ তার আবরণ উন্মোচন করেন। এই মূর্ত্তিটি খ্যাতনামা ভাস্কর চ্যাভালিওড রেনল্ডসের চিত্র দেখে নির্ম্মাণ করেন। বস্তুতঃ মিসেস সিডন্স নটীরূপে যে সম্মানলাভ ক'রেছেন তা সম্রাটের পক্ষেও লোভনীয়। নাট্যরাণীর এই পূজায় ইংরেজ জাতির কলানুরাগের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে তাদের প্রতি শ্রদ্ধায় মস্তক আপনি অবনত হয়ে আসে। (ক্রমশঃ)

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১১নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৪র্থ বর্ষ ৩৮শ সংখ্যা	সম্পাদক :— শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী	১৮ই ফাল্গুন ১৩৩৪

নাট্য-জগৎ

—:০:—

একটা হাসির কথা। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীর সম্প্রদায় কিছুদিন আগে ময়মনসিংহে অভিনয় করতে গিয়েছিলেন। সেই সময়ে সেখানকার কয়েকজন ধর্ম্মপুত্র, "বারাঙ্গন-পুষ্ট ও পেশাদার"-লাহিড়ী-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিলেন এই ধুয়ো তুলে যে, "অভিনেত্রীর রূপমোহে যুবকগণ মুগ্ধ হইতেছে" প্রভৃতি!

*

অথচ "পতাকা" পত্রে প্রকাশ, এই ধর্ম্মপুত্রগণই নাকি লাহিড়ী-সম্প্রদায়কে "সাহায্য-রজনী" দেবার জন্যে অনুরোধ করতে লজ্জিত হন নি! টাকা অনাবশ্যক। ধর্ম্ম-পুত্রগণের জয় হোক্!

*

সংপ্রতি আমরা বায়স্কোপে নর্ম্মা ট্যালমেজের অভিনয় দেখতে গিয়েছিলুম। একই নাটকে নর্ম্মাকে তিন রকম ভূমিকায় দেখলুম—বৃদ্ধা নারী, পতিব্রতা যুবতী ও কুবিখ্যাত তরল-প্রকৃতির স্ত্রীলোক! অঙ্গসজ্জায় ও অভিনয়-বৈচিত্র্যে এক নর্ম্মা তিন মূর্ত্তিতে এমন আশ্চর্য্য বিভিন্নতার রূপ দেখিয়েছিলেন যে, আমাদের অভিভূত না হয়ে উপায় ছিল না! "মেক-বিলিভ" যে "ফাইন আর্টে" পরিণত হ'তে পারে, বিলাতী নট-নটীরা আজকাল বারংবার সেটা প্রমাণিত করছেন।



"দেবদাসে"র ভূমিকায়—শ্রীফণীন্দ্রনাথ [illegible]

*

এদেশের অভিনেতারা মনে করেন, নিজের স্বরূপ সম্পূর্ণ রূপে লুকিয়ে ভিন্ন রকম মূর্ত্তি ধরাই বুঝি অঙ্গসজ্জার প্রধান উদ্দেশ্য! এর চেয়ে ভুল আর হয় না। কারণ প্রত্যেক ভূমিকার অঙ্গসজ্জা ভিন্নরকম হ'লেও তার ভিতর থেকে বিশেষ অভিনেতার বিশেষ ব্যক্তিত্বের আভাসটুকু পাওয়া চাই। ব্যক্তিত্বের আভাস থাকবে, অথচ ছদ্মবেশের গোপনতা আহত হবে না, এইটেই হ'ল অঙ্গসজ্জার বিশেষ কৌশল।

*

নর্ম্মা সেই বিশেষ কৌশলটি জানেন। অঙ্গসজ্জার গুণে নর্ম্মা বহু মূর্ত্তি ধারণ করেছেন বটে, কিন্তু সমালোচক বলেন, "Yet all these widely diversified types have one thing in common ; one thing which is essential to perfect "make-believe". Out of each one—though not so that it destroys the illusion—peeps just a faint shadow of Norma herself." নর্ম্মার এই বিশেষত্ব থেকে বাঙালী অভিনেতারা অনেক জ্ঞান লাভ করতে পারেন।

*

বিলাতের "গ্যারিক থিয়েটারে" এক ব্যাপার হয়ে গেছে। কোন নাটকের অভিনয়ে এক বোম্বেটে এক ব্যক্তিকে গলায় দড়ী দিয়ে শূন্যে টেনে তুলত। সংপ্রতি সেই দৃশ্যের অভিনয়ে জনৈক অভিনেতা গলায়-দড়ী-আট্‌কে প্রায় পরলোকে যাত্রা করতে বসেছিলেন। 'ষ্টারে'র "মগের মুলুকে"ও এই ধরণের এক দৃশ্য আছে না? অভিনেতারা সাবধান!

*

এবার বিশ্ববিখ্যাত ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার ম্যাক্সিম গোর্কি যে সম্মান লাভ করলেন, পৃথিবীর আর কোন সাহিত্যসেবকের ভাগ্যে কখনো তা

ঘটে নি। রুসিয়ার রাজ-সরকার ঘোষণা করেছেন, অতঃপর সেখানকার ডাকটিকিটে ম্যাক্সিম গোর্কির মূর্ত্তি ছাপা হবে।

*

শুনছি নাকি মেয়ো-বিবির "মাদার-ইণ্ডিয়া" অবলম্বন ক'রে আমেরিকায় এক চিত্রনাট্য লেখা হয়েছে এবং তাতে অভিনয় করছেন নাকি নাজিমোভা? আজ মড়ার দেশ, এই ভারতবর্ষ! কিন্তু কী পাষণ্ড তারা, মড়ার উপরেও যারা খড়্গাঘাত করতে চায়!

*

ইংলণ্ড,—পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর আগেও যেখানে প্রকাশ্য মেলায় স্বামীরা পত্নীর গলায় দড়ি বেঁধে গরু-ছাগলের মত পত্নীবিক্রয় করত; আমেরিকা,—'ডিভোর্সে'র মহিমায় যেখানে বিবাহ এখন ক্ষণস্থায়ী বন্ধন মাত্র; এবং পাশ্চাত্য দেশ,—নারীদেহ যেখানে প্রায় বস্ত্রহীন হয়ে আদিম যুগের নগ্নতাকে ফিরে চাইছে, সেখানে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এক অসতী স্ত্রীলোকের মিথ্যাবাদ যে এত আদর পাবে, এ আর এমন বিচিত্র কথা কি? অসাধুই আর দশজনকে অসাধু প্রতিপন্ন করতে পারলে খুসী হয়।

*

ভারতীয় নট-নটী নিয়ে আবার "সিরাজ" নামে একখানি ছবি তোলবার আয়োজন হচ্ছে এবং এজন্যে টাকা দিচ্ছে ইংলণ্ড। এই দলে "লাইট অফ এসিয়া" চিত্রনাট্যে বিখ্যাত শ্রীযুক্ত হিমাংশু রায় ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল রায় প্রভৃতি আছেন এবং কলাবিভাগের ভার নিয়েছেন চিত্রকর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়।

*

"লাইট অফ এসিয়া" এদেশে তেমন আদর না পেলেও, মধ্য-য়ুরোপে তা যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেছে। সেখানকার কোন রঙ্গালয়ে ঐ চিত্রনাট্যখানি একটানা নয় মাস ধ'রে চ'লেছে। অন্য কোন ভারতীয় ছবি তো দূরের কথা, একমাত্র "বিগ প্যারেড" ছাড়া আর কোন আমেরিকান ছবিও মধ্য-য়ুরোপে এতখানি জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে নি।

*

"সিরাজ" দেখিয়ে যা লাভ হবে তা বিলাতের পকেটেই যাবে বটে, তবে শ্রীযুক্ত হিমাংশু রায়ের বিশ্বাস, প্রথম প্রথম এইভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পেলে ভারতীয় আর্টিষ্টরা পাশ্চাত্য দেশে নিজেদের জন্যে একটা বিস্তৃত, ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারবেন। আপাততঃ যখন ভারতীয় মূলধনের অভাব এটাও তখন প'ড়ে-পাওয়া চৌদ্দআনা বই কি!

*

"নাচঘরে" অভিনয়-সমালোচনা প'ড়ে জনৈক সাহিত্য-সেবক বন্ধু মাঝে মাঝে আমাদের কাছে এসে অভিযোগ করেন। আরো কারুর কারুর মুখেও মাঝে মাঝে ঐ-ধরণের কথা শুনতে পাই। পূর্ব্ব-উক্ত বন্ধুর সঙ্গে সংপ্রতি আমাদের যে কথাবার্ত্তা হয়েছিল তার মধ্যেই সকলে জিজ্ঞাসার উত্তর পাবেন:—

*

—"নাচঘরে অমুক অভিনয়ের ভালো সমালোচনা বেরুল কেন?"

—"কারণ আমাদের তা ভালো লেগেচে।"

—"কেন ভালো লাগল? আমার তো তা ভালো লাগেনি!"

—"বন্ধু, দুনিয়ায় অনেক জিনিষই তোমার ভালো না লাগলেও আমাদের ভালো লাগতে পারে। 'নাচঘরে' তোমার মত বেরোয় না—বেরোয় আমাদের মত। এ নিয়ে তোমার ঝগড়া করা বৃথা।"

*

মানুষের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতাই এই, সকলেই নিজের মতকে মূল্যবান মনে করে। কিন্তু নিজের মতকে যে জোর ক'রে পরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চায়, নির্ব্বোধ ছাড়া অন্য কোন বিশেষণে তাকে ডাকতে পারি কি? সকলে জেনে রাখুন, 'নাচঘর' "গ্রামোফোন" নয়, সে অন্যের কথা আবৃত্তি করতে নিতান্ত নারাজ।

*

'মনোমোহনে' এ হপ্তা থেকে আর একখানি দেশী ছবি "সুদামা" দেখানো সুরু হ'ল। "দেবদাস" সহরের "পূর্ণ" রঙ্গালয়ে প্রদর্শিত হচ্ছে—তার আয়ু ফুরোতে এখনো দেরি আছে।

*

আমরা শুনে সুখী হলুম, আসছে দোলের দিনে বেতারের দল হোরীর পালা গাইবেন। এবং সে পালায় সকলে বাংলায় নূতন হোরীর গান শুনতে পাবেন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে প্রমুখ বেতারের নিজস্ব গায়ক-গায়িকা সকলেই সেদিন হোরীর এই পালাটিকে সার্থকতায় মণ্ডিত করবার চেষ্টা করবেন।

*

'মনোমোহনে'র দল আপাততঃ ঢাকায় বিরাজমান। শুনলুম কলিকাতায় তাঁরা যে আর অভিনয় করবেন না, এ গুজব অমূলক নয়।

*

'নাট্যমন্দির'ও গত রবিবার রাত্রে ঢাকায় যাত্রা করেছেন। মাঝে রবিবারে কলকাতায় অভিনয় ক'রে 'নাট্যমন্দির' আবার পুরুলিয়ায় দৌড় মারবেন।

*

'নাট্যমন্দিরে'র প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় দোলের দিনে। কিন্তু বিদেশ-যাত্রার উৎসাহে 'নাট্যমন্দির' কি এবারে কলকাতায় দোলের উৎসব করতেও ভুলে যাবেন?

*

সংপ্রতি জলপাইগুড়ির একখানা কাগজে কলকাতার রঙ্গালয়-বিশেষের কোন অভিনেতার নামে বিশ্রী এক কুৎসা রটনা হয়েছে। আমরা বিশেষ-ভাবে খোঁজ নিয়ে জানলুম, এই কুৎসার মূলে কিছুমাত্র সত্য নেই। এই কুৎসিত ও অমূলক রটনার পিছনে কোন্ মস্তিষ্ক গোপন হয়ে আছে আমরা অনায়াসেই তা অনুমান করতে পারি, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এমন সব মস্তিষ্কও ভদ্রসমাজে আস্কারা লাভ করে!

*

বেতারে এখন আমরা বহুদূর থেকে গান ও অভিনয়ের কথা শুনতে পাচ্ছি, সংপ্রতি বেতারের আর এক উদ্ভাবনার খবর পাওয়া গেল। সেই উদ্ভাবনার ফলে অদূর-ভবিষ্যতে সকলেই সাত-সাগরের ওপার থেকে মানুষের মূর্ত্তিও স্বচক্ষে দেখতে পাবেন! তাহ'লে ভবিষ্যতে আমরা কি কলকাতায় ব'সে লণ্ডনের রঙ্গালয়ের নাট্যলীলাও চক্ষু ও কর্ণের সাহায্যে অনায়াসেই উপভোগ করতে পারব? তাহ'লে আর বাকি রইল কি?

*

ভূতপূর্ব্ব 'মনোমোহনে'র অধিকাংশ নট-নটীই কি আজকাল 'গ্রামোফোন-থিয়েটারে'র দলে গিয়ে ভর্ত্তি হয়েছেন? অন্ততঃ গ্রামোফোনের অভিনয়ের 'রেকর্ড'গুলি শুনলে মনের ভিতরে সেই সন্দেহেরই উদয় হয়! এই-সব রেকর্ডের যখন কাট্‌তি আছে, তখন কে বলে এদেশের নাট্যজগতে নবযুগ এসেছে?

*

গ্রামোফোনের 'রেকর্ডে' যাঁরা গান দেন তাঁদেরও অধিকাংশের গান নির্ব্বাচনের অক্ষমতা দেখলে মন বড় ছোট হ'য়ে যায়! গান হচ্ছে সব চেয়ে সূক্ষ্ম কলা। যাঁরা এ-হেন কলার সাধনা করেন তাঁদের ভিতরে কিঞ্চিৎ রস-বোধের প্রত্যাশা করা কিছুমাত্র অন্যায় নয়। কিন্তু তাঁরা যে-সব গীত গান সেগুলি কি সত্যই গীত আখ্যা পাবার যোগ্য?

*

গানের ভিতরে যে কাব্যাংশ থাকে এবং সুরকে আহত না ক'রেও যে গানের কাব্যাংশকে প্রকাশ করা যায়, আমাদের অধিকাংশ ওস্তাদই তা জানেন না বা মানেন না। অথচ ওস্তাদরা যা চান না আধুনিক শ্রোতাদের প্রাণ তাই-ই প্রার্থনা করে। এইজন্যেই আজকাল রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলচন্দ্র ও নজরুল ইসলাম প্রভৃতির গান যাঁরা শোনান, সেই-সব গায়কই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। যাঁরা পেশাদার গায়ক তাঁরাও এ সত্যটা বোঝেন না কেন?

*

কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রভৃতিও অনেক সুন্দর গান রচনা করেছেন। গায়করা বাজে গান না গেয়ে যদি সেগুলির সদ্ব্যবহার করেন, তাহ'লেও অনায়াসে আধুনিক শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করতে পারেন। ভাঁড়ারে রত্ন থাকতে তাঁরা তুচ্ছ কাঁচ নিয়ে ছেলেখেলায় মেতে থাকবেন, এটা মোটেই শোভন নয়। ভাগ্যে থিয়েটার আছে, নইলে গিরিশচন্দ্র প্রভৃতির গান বোধ হয় আজ আর কেউ গাইত না।

*

গ্রামোফোনের অনেক গানের ভিতরে আবার এমন জঘন্য রুচির লীলা আছে যে, মা-বোন-মেয়ের সঙ্গে ব'সে তা শোনা অসম্ভব। আমরা গ্রামোফোন কোম্পানীর দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করছি। যে-সব গান পল্লীবিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি, সেগুলোকে সারা দেশে তাঁরা ছড়িয়ে দেন কেন?

*

ময়মনসিংহের 'পতাকা' নামক পত্রে শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীর একটি লেখা বেরিয়েছে। সেটি আমরা বারান্তরে তুলে দেব।

*

গত ২১ই ফাল্গুন, শুক্রবার "নাট্যমন্দির" রঙ্গমঞ্চে "প্রতুল স্পোর্টিং ক্লাবে"র সভ্যগণ কর্ত্তৃক "বিসর্জন" অভিনয় হ'য়ে গেছে। ফিজিক্যাল্ কাল্চার করাই যাদের পেশা, তাদের মধ্যে হঠাৎ আর্ট-কালচার করবার ঝোঁকটা নেহাৎ "বামন হয়ে চাঁদ ধরবার সখ" গোছের কিনা, তাই দেখতে গিয়েছিলুম। অভিনয় দেখে বুঝলুম, আমাদের সন্দেহ নিতান্ত অমূলক। যদিও অভিনয়ের মাঝামাঝি আমরা চ'লে এসেছিলুম, তবু বলতে পারি এঁদের অভিনয় আমাদের বিশেষ তৃপ্তি দিয়েছে। এঁদের অভিনয়-প্রচেষ্টা সর্ব্বতোভাবে সার্থক হয়েছে। যা একটু-আধটু খুঁটিনাটি ছিল, তা সৌখিন সম্প্রদায়ের পক্ষে মার্জ্জনীয়।

রাজ-পুরোহিত রঘুপতির ভূমিকায় শ্রীসুধা চট্টোর অভিনয় দর্শকদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মাত্রায় মুগ্ধ করেছে। এর পরেই আমাদের ভালো লেগেছে জয়সিংহরূপে শ্রীবনবিহারী ঘোষের সুষ্ঠু অভিনয়; তবে তিনি যেন অতঃপর তাঁর দু'চারটে মুদ্রাদোষ ত্যাগ করেন। গোবিন্দমাণিক্যের ভূমিকায় শ্রীসিদ্ধেশ্বর বসু বেশ সুন্দর অভিনয় করলেও তাঁকে এ ভূমিকায় কিছু অর্ব্বাচীন দেখাচ্ছিল। নক্ষত্ররায়, চাঁদপাল, নয়নরায়, মন্ত্রী প্রভৃতি চলন-সৈ। জনতা-দৃশ্যে বিভিন্ন রকম চেহারার মধ্যে বৈচিত্র্য আনবার চেষ্টা করলেও একজনকে বৈষ্ণব সাজিয়ে নামানোটা কালোচিত হয়নি। স্ত্রী-চরিত্রের মধ্যে গুণবতীরূপে শ্রীহরিধন মুখোপাধ্যায় বেশ ভালোই অভিনয় করেছিলেন। অপর্ণারূপে শ্রীহরিসাধন গুপ্তের অভিনয়ও নেহাৎ মন্দ হয়নি। হাসি ও তাতা দুই ভাইবোনের ভূমিকায় কুমারী রেণু ও কুমারী-ডলির অভিনয় খুব উপভোগ্য হয়েছিল। আর একটা কথা। অভিনয় দেখতে দেখতে আমাদের বিশেষ ক'রে যাঁকে মনে পড়েছিল, তিনি হচ্ছেন এই অভিনয়ের নাট্যশিক্ষক—বাস্তবিক, সমগ্র অভিনয়টিকে তিনি এমন এক অখণ্ডরূপে প্রকাশ করতে পেরেছেন, যাতে ক'রে মনে হচ্ছিল সবগুলি অভিনেতা বুঝি একটি সুরে বাঁধা একই বীণার বিভিন্ন তন্ত্রী।

পিচকারির গান

—:+:—

(হোরী)

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

(১)

মন-কুসুমের রং ভরা এই পিচ্‌কারিটি, রাধে!
ঝরবে নরম বুকের তলায় রাতুল চরণ-ছাঁদে!

*

তরুণ উষা খেলচে হোরী আকাশ-বঁধুর সাথে,
মাধবীকে ডাকচে কানন পলাশ-গুলাল হাতে,
তাইতো প্রিয়া, চপল হিয়া আজকে তোমায় সাধে!

*

কালো কোকিল রাঙা গানে ভোরবেলাকে ডাকে,
কাজ্‌লা ভোমর রঙিন হ'তে ফুলের রেণু মাখে,
জলকে-যাওয়ার ছল রাখো সই, ফেল্‌ব ফাগের ফাঁদে!

---

(২)

বঁধু, চরণ ধ'রে যারোন করি, টেনোনা আর চোখের টানে !
তোমার, পিচ্‌কারিতে রং-ঝারিতে কী গুণ আছে ননদ জানে !

*

গাগরী আজ হয়নি ভরা,
মিছেই আমার আঁচল ধরা,
সখা, যায় যে বেলা রঙিন খেলায় এই অবেলায় মন কি মানে !

*

ওগো, কুঞ্জগলির দোল্‌নাতে আজ,
একলা তুমি দোছল ছলো,
হেসে, নীল আকাশে লাল ক'রে শ্যাম,
ছড়িয়ে দিয়ো আবির-ধূলো !

*

লোক দেখানো ফাগের লীলায়,
আজ গেলে কাল রং যে মিলায় !
আমার, রাঙা প্রাণের হোরীর গানে নিত্য তোমার স্বপন আনে !

(৩)

(স্ত্রী-পুরুষ – একসঙ্গে)

রঙনের রাঙা ঝারা !
নয়লি এ গানের পালা !
ছলেছে শ্যামলা দোলা,
ছলেছে গলার মালা !

*

খুলে যায় যাক্ কাঁচুলি !
গুলে রং কুসুমফুলি,
ভ'রে নে পিচ্‌কারিতে,
ক'রে দে কালায় আলা !

*

হা রা রা আয়লো গোরী !
সারারাত খেল্‌ব হোরী !
রঙে সাজ্, কাজ কি লাজে,
চোখে আজ , দোললীলা যে !

*

হাসি আর নূপুর-ছাঁদে,
বাঁশী কার প্রিয়ায় সাধে,
ছলালি, গুলাল-ধূলায়
ভুলালি ফাগুন-জ্বালা !

(৪)

(বহুকণ্ঠে)

হো-হো ! আজ্‌কে হোরী—আজ্‌কে হোরী !
হা-হা ! আমরা আউল, রঙের বাউল,—
রঙন-ফুলের মালা পরি !

*

বিদায়-রবির লোহিত-রাগে
নয়ন-নাটে নাচন জাগে (রে),
সবাই তাই দিয়ে ভাই বেরঙা সব
মনগুলোকে রংলা করি !

*

হেথা, লাল আশোকের ঝর্ণা-তলায়
ধর্ণা দিয়ে ধর্‌না রে গান,
হাতে, পিচ্‌কারি নে ;—টিটকারিতে
আন্ টেনে সব ঘরমুখো প্রাণ !

*

আমরা যে আজ হাসির চ্যালা,
রং-সোতে তাই সাঁতার-খ্যালা (রে),
রাঙা, ফাগুন-মাসের আগুন জেলে
শ্যাম্‌লীকে আজ দেখছি গোরী !

*

ওরে, নৃত্য-দোলায় বিশ্ব দোলে—
কেবল খুসি, কেবল নাচা !
আরে, আজ্‌কে শুধু কমল ফোটা
অমল বুকের স্বপন যাচা' !

*

চন্দ্রালোকে তন্দ্রা ভুলে
চন্দ্রমুখের ঘোমটা খুলে (রে),
ধরায়, কুঙ্কুমেরি রক্তহাসে
সিন্ধু-কাফির ছন্দ ধরি—
হো-হো ! আজ্‌কে হোরী—আজ্‌কে হোরী !

চিত্রনাটের রূপকথা

—::—

আমরা স্থানীয় 'পিক্‌চার প্যালেসে' সেদিন 'অন্তঃপুরিকা' (Lady of the Harem) দেখে এসেছি। শ্রীযুক্ত উইলিয়াম কলিয়ার (ছোট্টো) ও শ্রীমতী গ্রেটা নিসেন এতে যথাক্রমে নায়ক ও নায়িকার অংশে অভিনয় ক'রেছেন। দু'জনের অভিনয়ই ভালো হ'য়েছে। শ্রীমতীর সৌন্দর্য্য ও ভঙ্গীর লালিত্য মনোহর।

*

মিষ্টান্নবিক্রেতার ভূমিকায় শ্রীযুক্ত আর্নেষ্ট টরেন্সও সু-অভিনয় ক'রেছেন। তাঁর প্রণয়িণী ইয়াস্‌মিনের ভূমিকায় নেমেছেন শ্রীমতী লুইসি ক্যাজেণ্ডা; তাঁর অভিনয় হ'য়েছে খুবই স্বাভাবিক।

*

'সেন্টরের শ্রী' নামক স্থানীয় গ্লোব থিয়েটারে যে চলচ্ছবিটি সম্প্রতি দেখানো হ'য়েছে তাও আমরা দেখে এসেছি। খ্যাতনামা অভিনেতা শ্রীযুক্ত জন্ জিল্‌বার্ট এতে নায়কের অংশে অবতীর্ণ হ'য়েছেন, নায়িকার ভূমিকা নিয়েছেন যশস্বিনী ও সুন্দরী অভিনেত্রী শ্রীমতী ইলিনর বোর্ডম্যান। এঁদের অভিনয়-প্রশস্তি বাহুল্য মাত্র।

*

'সেন্টর' হ'চ্ছে একরকম অদ্ভুত জীব—আধা-মানুষ, আধা-পশু। নায়ককে ঐ আখ্যা দেওয়া হ'য়েছে এইজন্যে, সে নিজেকে সব সময়ে অসংযম থেকে রক্ষা করতে পারতো না।

*

কিন্তু তার অন্তঃকরণ ছিল বাস্তবিক মহৎ—যখন তার নেশা কেটে যেতো, তখন সে অনুতাপে দগ্ধ হোতো—তার পূর্ব্ব-দুষ্কৃতির জন্যে। তার মনুষ্যত্ব পশুত্বের চাপে মারা যায়নি, মাঝে মাঝে পীড়িত হ'য়েছিল মাত্র।

*

শ্রীযুক্ত জেম্‌স্ মরিসান একজন ভূতপূর্ব্ব চলচ্ছবি-অভিনেতা—এখন তিনি হয়েছেন গ্রন্থকার। তাঁর নতুন বইয়ের নাম 'পথের শেষ' (Road End)

*

শ্রীযুক্ত আইভান মস্‌জুকিন (Ivan Mosjukine) আর একটু হ'লেই একজন উকীল হ'তেন—তিনি ওকালতী পরীক্ষার জন্যে তৈরিও হ'চ্ছিলেন, কিন্তু রঙ্গমঞ্চের আকর্ষণ তাঁর পক্ষে প্রবলতর হোলো। যাঁরা স্থানীয় 'পিক্‌চার প্যালেসে' 'মাইকেল ষ্ট্রোজোফ' নামক ছবিখানি দেখেছেন, তাঁরা জানেন এতে নায়কের ভূমিকা নিয়ে তিনি কি চমৎকার অভিনয় ক'রেছেন।

*

দুজন সুবিখ্যাত চিত্রাভিনেত্রী সম্প্রতি সাবালিকা হোলেন—শ্রীমতী বেটি ব্রনসন ও শ্রীমতী লয় মোরান। দু-জনেই সবে একুশ পেরুলেন। শ্রীমতী ব্রনুসন্ জন্মেছিলেন ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর আর শ্রীমতী মোরানের গেলো কাল (১লা মার্চ) একুশ বছর পূর্ণ হ'য়েছে।

*

শাসনের অভাব (No control) হ'লে একখানি নতুন ছবি বেরিয়েছে। এতে নায়িকা ও নায়কের ভূমিকা নিয়েছেন শ্রীমতী ফিলিস্ হ্যাভার ও শ্রীযুক্ত হ্যারিসন ফোর্ড।

"গি"

"রাগ"-সঙ্গীতের উৎপত্তি

(ইংরেজী লেখক—শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়)

[ভাবানুবাদক—শ্রীভারতকুমার বসু]

ভারতীয় সঙ্গীত-কলার ভিত্তি হচ্ছে খুব প্রাচীন। রামায়ণ, মহাভারত এবং সঙ্গীত-সংক্রান্ত নজীর থেকে জানতে পারা যায় যে, এই আর্ট বহু পূর্ব্বকালেও বর্ত্তমান ছিল! কথিত আছে, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা ঋষি-গায়ক নারদকে এটী শিখিয়েছিলেন। নারদ তা দান করেন তুম্বুরুকে। এই তুম্বুরুই পরে এটাকে চারিয়ে দেন তাঁর আত্মীয় গন্ধর্ব্বদের মধ্যে! তারপর মানুষ ক্রমে ক্রমে তাকে লাভ করেছে! অন্যতম বিখ্যাত 'অবতার' শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন নাকি বাঁশী বাজাতে খুব ওস্তাদ!...

তখন সাধারণতঃ বিশ্বাস করা হ'তো যে, মানুষের নিপুণতার দিক দিয়ে সঙ্গীতের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর জিনিষ আর কিছুই নেই!...

সে যা-ই হোক, 'রাগ'-সঙ্গীতের উৎপত্তির কিন্তু ঠিক সময় কারুরই জানা নেই! 'ভারত-নাট্যশাস্ত্র,' 'সঙ্গীত-রত্নাকর,' এবং 'সঙ্গীত-পারিজাত' প্রভৃতি

কতকগুলি ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত কেতাব প'ড়ে মনে হয় যে, কতকগুলি 'রাগ' হচ্ছে যেন-তেন-প্রকারেণ প্রাচীন!

দুর্ভাগ্যের বিষয় ভারতবাসীরা কখনো ইতিহাস আলোচনা করে না! তার উপর ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে যথোপযুক্তভাবে লেখাও নেই! মানুষ সর্ব্বদাই যা শুনছে, তাই শিখছে! কাজেই, আধুনিক দিনের 'রাগ' যে প্রাচীন কালে চ'লতো, তা ঠিক করবার কোনই উপায় আমরা খুঁজে পাই না! এবং এই কারণেই 'রাগ'-সঙ্গীতের ইতিহাস আলোচনা করবার সময় আমাদের প্রচেষ্টা এসে দাঁড়ায় এক গভীর চিন্তা-সূত্রের মধ্যে! সুতরাং আপাততঃ এর খোঁজ করবার চেষ্টা ক'রবো না! তবে এইটুকু ব'ললেই যথেষ্ট হবে যে, লোকের স্বীকৃত সময়ের চেয়েও এই 'রাগ'-সঙ্গীত বেশী প্রাচীন কালের।

'রাগের' প্রচ্ছন্ন প্রকৃতিটুকু, তার গতিশীল ছন্দ এবং তার বিস্ময়কর স্বরের পরিবর্ত্তনগুলি, যা আকার লাভ করবার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকে, তা পূর্ণতা পেতে নিশ্চয়ই অনেক সময় নিয়েছে!

এতক্ষণ আমি ইচ্ছে ক'রেই 'রাগে'র সংজ্ঞাটাকে পরিত্যাগ ক'রেছিলুম, কারণ, তা একটুখানির মধ্যে দেওয়া যায় না! এবং তা বিশেষভাবে দেওয়া যায় না ব'লে ওই সমস্ত পাশ্চাত্য ব্যক্তির ধারণা যে,'রাগ'-সঙ্গীত একান্তই বিদেশী!...সুতরাং আমি এর উৎপত্তির সম্বন্ধে কিছু ব'লবো,—শুধু এইটুকু দেখাতে যে, মাঝে মাঝে আসল প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের সৃষ্টির দ্বারা অলঙ্কৃত হ'য়ে এবং ভারতীয় সভ্যতার গৌরবোজ্জ্বল বিভিন্ন যুগের আওতায় প'ড়ে, শিক্ষার বিভিন্ন অবস্থার প্রভাব প্রতিবিম্বিত ক'রে, যুগ-পরিবর্ত্তনের সাহায্যে উক্ত 'রাগ' ধীরে ধীরে বিকশিত হ'য়ে উঠেছে!

কি-রকম নিয়ম অনুসারে এবং বৈজ্ঞানিকভাবে প্রাচীন ভারতে 'রাগে'র বিষয় শিক্ষা করা হ'তো এবং শিখানো হ'তো, তা তাঁরাই ভালো জানেন, যাঁরা এ সম্বন্ধে বিশেষ চর্চ্চা রাখেন!...

সংস্কৃত বৈয়াকরণিক বলেন যে, 'রাগ' হচ্ছে অন্যূন পাঁচ হ'তে আটের মধ্যেকার শব্দের হিল্লোল, যে-সব সংখ্যার মধ্যে ঐ শব্দ কোন বিশিষ্ট ধারায় লীলায়িত হয়! এবং এই ধারা হচ্ছে ওই বিশিষ্ট 'রাগে'র পক্ষে অতুলনীয়!...

কিন্তু এইটুকুতেই সব বলা হলো না! কারণ, গ্রন্থ ব'লছে,—"রঞ্জয়তি ইতি রাগঃ"!—অর্থাৎ 'রাগ' নিশ্চয়ই শ্রুতি-মধুর হবে!—সুতরাং কোন নূতন উপায়ে মস্তিষ্ক হতে উদ্ভূত স্বরের রাশি 'রাগে'র খেতাব পেতে পারে না!... এ থেকে বুঝতে পারা যায় যে, অনুপ্রেরণার আলোকে পরিচালিত না হওয়া পর্য্যন্ত একটা সৃষ্টিকে যে আর্ট ব'লতে পারা যায় না, এই ব্যাপারটার উপরই জাগ্রৎ ছিল আমাদের সেই প্রাচীনকালের ইতিহাস!...

সুর নিয়ে মাত্র নির্জীবভাবে পরীক্ষা করা আসল আর্টের কাজ নয়! এবং এর মধ্যে অনভিজ্ঞতার দ্বারা সাধিত বিভিন্ন সঙ্গীতের যোগাযোগ ও সুরান্তর ব্যাপারের কোনই সম্পর্ক নেই!...সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, 'রাগ' হচ্ছে একটা সুর! কেবল এই সুর খাঁটী ও সরল নয়!...এ যেন সুরের চেয়েও বেশী-কিছু!...এবং এই বেশী-কিছু জিনিষটাই হচ্ছে 'রাগ',—যা, সুরের পরিকল্পনার মতই স্পষ্ট!...

কোন একটী বিশিষ্ট 'রাগ'—বিভিন্ন এবং বিবিধ লীলায় অভিব্যক্ত হ'তে পারে। বিভিন্ন ছন্দে এবং বিবিধ 'রাগে' ভিন্ন ভিন্ন গায়ক প্রত্যহই গান ক'রে থাকেন ভারতবর্ষে! উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ভৈরবী-'রাগিণী'র হাজার হাজার গান আছে! এই 'ভৈরবী-রাগিণী' যে কেবল বিভিন্ন গায়কের দ্বারা বিভিন্নভাবেই গীত হয়, তা নয়,—এটা একই সময়ে কখনো দুবার ক'রে গাওয়া হয় না!

'রাগ' গাইতে হ'লে যে কতখানি শিক্ষার দরকার, তা বোধ হয়, অধিকাংশ পাশ্চাত্য ব্যক্তিই জানেন না! দুটী ভৈরবী-সুরের গান তাঁদের কাছে—খড়ি এবং মাখনের মতই পরস্পর হ'তে বিভিন্ন প্রকারের ব'লে মনে হবে!... কিন্তু একজন শিক্ষিত গায়কের পক্ষে এটা বুঝে নিতে কষ্টকর হবে না যে, ওই গান বাস্তবিকই ভৈরবীর শ্রেণীভুক্ত কি না,—অথবা তার টানগুলিও নির্ভুল কি না!...

ভারতবর্ষে সর্ব্বসমেত প্রায় ১৫০টী 'রাগ' আছে! আমাদের দেশের 'রাগে'র এই অত্যল্প সংখ্যা দেখে, য়ুরোপবাসীরা প্রায়ই আশ্চর্য্য হ'য়ে যান! কারণ, তাঁদের সঙ্গীতের সুর হচ্ছে হাজার হাজার প্রকারের! কিন্তু এই আশ্চর্য্য হবার সময়ে তাঁরা বেশই অনুমান করেন যে, একটা 'রাগ' হচ্ছে খাঁটী

এবং সরল! এবং এই সময়ে তাঁরা ভুলে যান যে, যেহেতু য়ুরোপীয়দের চেয়েও ভারতবাসীর কাছে একটা 'রাগ' অনেক-কিছু ব'লেই বোধ হয়,—সেই কারণেই 'রাগে'র কোন নূতন বিকাশ আমরা দেখতে পারি না, যেমন পারেন তাঁরা (য়ুরোপীয়েরা) তাঁদের সঙ্গীতের দিক দিয়ে!... তার কারণ হচ্ছে, আমাদের ভৈরবীর মত 'রাগিণী' বিস্ময়কর অজস্র লীলাতেই অভিব্যক্ত হ'তে পারে ব'লে!..

একটা সুন্দর 'রাগ' হচ্ছে—ভারতবাসীর কাছে অক্ষয় আনন্দের আধার স্বরূপ!...

পূর্ব্বে লোকেরা 'সা রে-গা-মা' গাইতেন। কিন্তু এখন ত্রয়োদশ শতাব্দীর 'সঙ্গীত-রত্নাকরে'র লিপিকাগুলিই আলোচনা করা হয়! এই বইখানি সম্প্রতি বিখ্যাত পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে মহাশয় কর্ত্তৃক গোয়ালিয়র এবং লক্ষ্ণৌ স্কুলের পাঠ্যস্বরূপ নির্ব্বাচিত হ'য়েছে।

'রাগ' গাওয়ার সম্বন্ধে পরিপূর্ণভাবে কিছুই লেখা হ'লো না!

তবে এসম্বন্ধে প্রথমতঃ বলা যেতে পারে যে, লক্ষ্ণৌ দেশের খাঁটী একটী ভৈরবীতে মধ্য-ভারতের গন্ধ পাওয়া যায়, যেমন পাওয়া যায় মারাঠি-বিশেষতঃ বোম্বাই দেশের ভৈরবীর মধ্যে!...

দ্বিতীয়তঃ বলা যেতে পারে যে, আবদুল করিম খাঁর মত অত-বড় ওস্তাদের ভৈরবীর যাদু দ্রষ্টব্য-গুণপনায় ধরেন কেবলমাত্র তাঁরই শিষ্যমণ্ডলী, আর কেউ নন!...

এবং তৃতীয়তঃ বলা যেতে পারে যে, ধ্রুপদে-গীত একটা 'ভৈরবী-রাগিণী'—খেয়াল, টপ্পা অথবা ঠুংরী-গায়কের কাছে একটা সুন্দর অনুভূতি জাগিয়ে দেয়!

ফাল্গুনী

গান

(শ্রীভারতকুমার বসু)

—:*:—

ওগো তরুণ! মেঘের রথে তোমার উত্তরী
যায় দেখা যায়—যায় গো!
কৃষ্ণচূড়ার মন নাচে তায়—তায় গো!
(ওগো তরুণ!)
পথ ভুলে কি আজ্‌কে এলে হে অতিথি?
অশোক-পাতায় আসন পাতে কানন-বীথি!
মায়ার বাঁশী গান নেচে গায়—গায় গো!
(ওগো তরুণ!)
চোখের যত শোকের ব্যথা
নাই স্মরণে!
বুকের যত সুখের কথা
এমনি খ'নে
তোমার কাছে চায় যেতে চায় - চায় গো!
(ওগো তরুণ!)
ফুলের ধনু আজ কি নিলে হে কুহকী!
রূপের তনুর রং ছেপে যায় প্রাণ পুলকি!
বিভোল্ আঁখি রয় চেয়ে' ঠায় - ঠায় গো!
(ওগো তরুণ!)

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১১নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ-মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩, টাকা

৪র্থ বর্ষ	সম্পাদক :— শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	২৫শে ফাল্গুন
৩৭শ সংখ্যা	শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী	১৩৩৪

নাট্য-জগৎ

—:*:—

নাটক কি ?—যা-কিছু অঙ্ক ও দৃশ্য দিয়ে বিভক্ত এবং কথোপকথনের আকারে লিখিত,সাধারণতঃ তাকেই বলা হয় নাটক।

*

কিন্তু (এক-হিসাবে নাটক বলি তাকেই, যা অভিনয় করা যায়। এমন অনেক নাটকীয় রচনা বা দৃশ্য-কাব্য আছে, যাদের চেহারা নাটকের মত, কিন্তু সেগুলি অভিনয় করা অসম্ভব। লেখা যতই ভালো হোক,তাদের প্রধান দোষ রঙ্গমঞ্চের উপরে তারা অচল।)

*

যেমন টমাস হার্ডির "The Dynasts"। তার সমস্তটাই কথোপকথনে গাঁথা, তার ভিতরে অঙ্ক আছে, দৃশ্য আছে,—কিন্তু তা অভিনয়ের জন্যে লেখা হয় নি। তাকে 'ড্রামা' বলতে পারেন, কিন্তু "প্লে" বলতে পারেন না।



কৃষ্ণসখা চিত্রনাট্যে সুমতির ভূমিকায়—শ্রীমতী ফিরোজাবালা

ইংরেজীতে "Britain's Daughter" ও "Will Shakespeare" নামে দুখানি সুন্দর 'ড্রামা' আছে, কিন্তু 'প্লে' হিসাবে ভালো হয়নি ব'লে রঙ্গালয়ের কর্তারা বই দুইখানিকে বাধ্য হয়ে বাতিল করেছিলেন। 'ড্রামাটিষ্ট' ও 'প্লেরাইটে' তফাৎ হচ্ছে এইখানেই।

*

('ষ্টারে'র "কর্ণার্জ্জুন" এবং 'নাট্যমন্দিরে'র "সীতা" নিয়ে সাহিত্যসমাজের সমালোচক যতই বিরোধী মত প্রকাশ করুন না কেন, 'প্লে' হিসাবে ও-দুখানি বই নিশ্চয়ই ভালো। প্রমাণ, রঙ্গালয়ে তাদের জনপ্রিয়তা।

*

রবীন্দ্রনাথের "গৃহপ্রবেশ" বা "প্রায়শ্চিত্তকে" শ্রেষ্ঠ 'ড্রামা' ব'লে সমালোচকরা যত-বেশী চীৎকার করুন না কেন, 'প্লে' হিসাবে তাদের জায়গা খুব উঁচুতে নয়। প্রমাণ,রঙ্গালয়ে তারা জনপ্রিয় হ'তে পারে নি।

*

যা অভিনেয়, রঙ্গালয়ে সেই নাটকেরই গৌরব বেশী। তার সাহিত্য-মর্য্যাদার কথা সর্ব্বাগ্রে চিন্তনীয় নয়।)

*

"নাটকে"র অর্থ ব্যাপক এবং "সাহিত্যে"র অর্থ অধিকতর ব্যাপক। এককথায়,তাকেই আমরা 'সাহিত্য' আখ্যা দি, যে-রচনার মধ্যে কলা-সৌন্দর্য্যের উচ্চবিকাশ দেখা যায়।

*

(অনেক বিখ্যাত সমালোচকের মতে, রঙ্গালয়ের সঙ্গে আসল সাহিত্যের সম্পর্ক থাকতেই পারে না। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রঙ্গালয়ের জনপ্রিয় নাটকের মধ্যে হয়তো সাহিত্য-রসের অস্তিত্ব থাকে, কিন্তু সাধারণতঃ তার আসল প্রকৃতি সাহিত্যকে প্রকাশ করে না।

*

ট্রেল বলেন, "Of every drama, as we moderns understand the term, it may, I hold, be affirmed that though some of them may,and do, contain great literature, they are to the extent to which they are literary, undramatic, and, to the extent to which they are dramatic, unliterary."

*

যুক্তি হচ্ছে এই :—চল্‌তি কথাতেই অভিনেয় নাটক লেখা হয়। এবং উচ্চ-সাহিত্যের ভাষায় সংসারী মানুষ যখন কথা কয় না, তখন নাটকের কথাও সাহিত্য হবে কেন? নাটকের পাত্র-পাত্রীরা যে মুহূর্ত্তে সাহিত্যিক ভাষায় কথা কইতে সুরু করে, সেই মুহূর্ত্তেই তারা নাটকীয় গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়।

*

আধুনিক আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা জেম্‌স কে হ্যাকেটেরও যুক্তি শুনুন :—অভিনেয় নাটকের ভাষা মৌখিক কথার সাহায্যে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু সাহিত্য হচ্ছে পাঠের জন্যে। এই দুয়ের স্বভাব এতটা পরস্পরবিরোধী যে, এদের মধ্যে কোনই সম্পর্ক থাকা সম্ভব নয়। পাঠগৃহে ব'সে নয়, নাটকের প্রকৃত বিচার হয় রঙ্গালয়ের মধ্যে।

*

হ্যাকেট সাহেব আরো বলেন, "নাটক সাহিত্য নয় এবং সাহিত্যও নাটক নয়। কারণ প্রথম ক্ষেত্রে অভিনেতাকে মৌখিক কথার সাহায্যে ক্ষণিকের মধ্যে ভাবের সঞ্চার করতে হয়, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পাঠকরা অনায়াসে ধীরে সুস্থে—এবং দরকার হ'লে একই কথা বার বার পাঠ ক'রে—ভাবকে গ্রহণ করতে পারেন।"

*

"আমার মতে, নাট্যকারের একটা মস্ত দোষ হচ্ছে এই যে, কেবলমাত্র অভিনয়েই তুষ্ট না হয়ে তিনি আবার নাটক ছাপিয়ে সাহিত্য ব'লে প্রচার করেন।"

*

প্রসিদ্ধ নাট্যরসিক গ্রানভিল বার্কার বলছেন :—"মস্কো সহরে শেখভের "Cherry Orchard"এর অভিনয় দেখে আমি যে-রসের আস্বাদ পেয়েছিলুম, পরে নাটকখানি পড়তে ব'সে তা আর পাইনি।—অভিনেতাদের পক্ষে সম্মানের কথা এবং শেখভের পক্ষেও অসম্মানের কথা নয়। কারণ নাট্যকারের কাছে কাগজে-লেখা কথাগুলি হচ্ছে, নাটকের বীজ মাত্র (সে বীজে ফসল ফলে অভিনয়ে)।"

*

আর-একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক সমালোচক বলেন, "Hedda Gabler" পাঠ ক'রে আমি তার অর্থ বুঝতে পারি নি। কিন্তু রঙ্গমঞ্চের উপরে তার অভিনয় দেখে আমার মনে হ'ল, নাটকখানি ঠিক স্ফটিকের মতই স্বচ্ছ!

*

বাংলায় অনেক নামজাদা সাহিত্য-সেবককে প্রায়ই অভিযোগ করতে শুনি, গিরিশচন্দ্রের নাটক নাকি অপাঠ্য, তার মধ্যে কিছুমাত্র রস পাওয়া যায় না। কিন্তু আমাদের মতে, গিরিশচন্দ্রের বই না প'ড়ে তাঁরা যদি অভিনয় দেখেন তবে তার নাটকত্ব সম্বন্ধে সকলেই মত পরিবর্ত্তন করতে বাধ্য হবেন। আমাদের জ্ঞাতসারেই অনেকে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছেন এবং সরল ভাবে তা স্বীকার করেছেন।

*

রঙ্গালয়ের নাটক সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্রের মতন পরিষ্কার ধারণা আর কোন বাঙালী নাট্যকারের আছে ব'লে জানি না। গিরিশচন্দ্র বেশ বুঝতেন, তাঁর নাটক অভিনীত হবে—এবং অভিনয়ের সফলতার উপরেই তাঁর নাটকের সুনাম নির্ভর করবে। ইচ্ছা করলে তিনি যে উচ্চসাহিত্য সৃষ্টি করতে পারতেন না, তা নয়। কিন্তু সে ইচ্ছা তিনি করেন নি, কারণ তিনি লিখেছেন 'প্লে'। আগে তাঁকে অভিনয়-উপযোগিতার কথা ভাবতে হয়েছে—সাহিত্য-মর্য্যাদার কথা পরে।

*

এবং এইজন্যেই তাঁর অধিকাংশ নাটক বিশেষণহীন উচ্ছ্বাসশূন্য সাদাসিধে কথ্য ভাষায় লিখিত—তার মধ্যে উপমার সুষমা ও কাব্যের ঝঙ্কার খুবই অল্প। পড়তে গেলে তার ভিতরে রসের অভাব মনে হয়, কিন্তু অভিনয়ের সময়ে তার শুষ্কতার মধ্যে ভাব জেগে ওঠে—মরুভূমে 'ওয়েসিসে'র অপূর্ব্ব বিস্ময়ের মত। তাই আমরা সকলকেই পরামর্শ দি, অভিনয় না দেখে কেউ যেন গিরিশচন্দ্রের নাটক নিয়ে কোন মতপ্রকাশ না করেন। গিরিশচন্দ্রের নাটক পড়বার সময়ে যা নাট্যকারের দীনতা ব'লে মনে হবে, অভিনয়কালে তারই মধ্যে পাওয়া যাবে, প্রতিভাধর 'প্লেরাইটে'র বিশেষ কৌশলের পরিচয়।

*

অভিনেয় নাটকের মধ্যে সাহিত্য-রসের অসার্থকতার প্রমাণ দি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করলে দেখবেন যে, নাটকের মধ্যে সাহিত্যিক সৌন্দর্য্যে অপূর্ব্ব, কাব্যের পেলবতায় বিচিত্র সব ভাষা; পড়বার সময়ে মনকে যা মোহিত করে, অভিনয়ের সময়ে তা মর্ম্মকে স্পর্শ না ক'রেই উপর দিয়ে ভেসে যায়! অথচ খুব সহজ, নিত্যব্যবহৃত কথা অভিনেতার মুখ দিয়ে গভীর ভাবের বিদ্যুৎ-ধারার মত ঝ'রে পড়ে!

*

উপরে আমরা যে কথাগুলি বললুম, তার যে ব্যত্যয় নেই এমন সন্দেহ যেন কেউ না করেন। সাহিত্য হচ্ছে এক বিরাট ইন্দ্রজাল, যে-কোন নিয়মের শৃঙ্খলই তাকে সংকীর্ণতার মধ্যে বন্দী রাখতে পারে না! সেক্সপিয়ার আছেন, হুগো আছেন এবং আরো কেউ কেউ আছেন। তাঁদের অধিকাংশ নাটকই একাধারে প্রথম শ্রেণীর 'প্লে' ও প্রথমশ্রেণীর 'ড্রামা'! গিরিশচন্দ্রেরও কোন কোন নাটক রঙ্গালয়ে ও সাহিত্যক্ষেত্রে সমান মর্য্যাদা লাভ করতে পারে।

*

তাহ'লে মোদ্দা কথাটা কি? গিরিশচন্দ্রের নাটক রঙ্গালয়ের বাইরে ব'সে পাঠ ক'রে অনেকে তা নগণ্য ব'লে মনে করেন। এর বিরোধী দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তখন, নামজাদা সমালোচক যখন রঙ্গালয়ের বাইরে ব'সে "রাজা" বা "ডাকঘর" শ্রেণীর নাটক পাঠ ক'রে অভিনয়ে কেন তা জম্‌ল না ব'লে হাহাকারে প্রবৃত্ত হন। অনেকে খালি হাহাকার করেন না, নট-নটীদেরও অক্ষম ব'লে গালি দেন। এটা শুধু অবিচার নয়, অত্যাচারও বটে।

*

"Will shakespeare"এর কথা আবার তুলছি—সমালোচকরা যাকে বলেন,"a masterpiece in the study and a travesty on the stage"! শুনেছি রঙ্গালয়ে তার অভিনয় দেখলে মন মোটেই খুসি হয় না। কিন্তু ঘরে ব'সে তা পড়লে মনে হয়, এ-যুগে তার মতন ভালো নাটক খুবই কম আছে!

*

এইজন্যেই রঙ্গালয়ের নাটক নিয়ে academic criticism—যার আর এক নাম দেওয়া যায় undramatic criticism—করা উচিত নয়, কারণ এ ক্ষেত্রে তার মূল্যও বেশী নয়। এই 'অনাটকীয় সমালোচক'রা রঙ্গজগৎ ও সাহিত্যজগতের পার্থক্য জানেন না তাই মনে করেন, লেখা রসে ভরা হ'লেও রঙ্গালয়ে তা যদি না জমে, তবে সেজন্যে দায়ী কেবল নট-নটীরা।

*

সকলেই মনে রাখবেন, "নাচঘরে" আমরা এমন নাটককে ভালো বলেছি এবং ভবিষ্যতেও বলব, নিছক সাহিত্য হিসাবে যার মর্য্যাদা খুবই কম বা একেবারেই নেই। পড়তে হয়তো তা ভালো লাগবে না, কারণ তা লেখা হয়েছে কেবলমাত্র অভিনয়ের জন্যে। নাট্যসমালোচকের প্রতি "ডেলি টেলিগ্রাফে"র সমালোচক W. A. Darlingtonএর এই উপদেশটি আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত :—"If he decides that a composition is a great piece of literature, he ought not to pronounce it a great

play until he has been to the theatre to discover whether it is a play at all,"

*

মনোমোহন রঙ্গালয়ে "অরোরা সিনেমা কোম্পানী" যে "কৃষ্ণসখা" বা "সুদামা" ছবিখানি দেখাচ্ছেন, বছর-খানেক আগে "পূর্ণ থিয়েটারে" আমরা তা দেখবার সুযোগ পেয়েছিলুম। তার সব খুটিনাটির কথা আজ আর মনে নেই বটে, কিন্তু এটুকু স্মরণ আছে, দেশীয় চলচ্চিত্র হিসাবে ছবিখানি আমাদের ভালোই লেগেছিল। এবং ছবিখানির প্রয়োগনিপুণতাও সুখ্যাতির যোগ্য। "কৃষ্ণসখা" দ্বিতীয়বার দেখবার সময় হ'লে বিস্তৃত মতামত প্রকাশ করব।

*

"অরোরা সিনেমা কোম্পানী" কি "মনোমোহনে" স্থায়ী হলেন? তাহ'লে আমরা অত্যন্ত খুসি হব। কারণ কলকাতার এ-অঞ্চলে, খাস বাঙালী-পাড়ায় যে বাঙালীর নিজস্ব একটি চলচ্চিত্র-রঙ্গালয় নেই, আমাদের পক্ষে এটা দুঃখের ও লজ্জার কথা। "অরোরা সিনেমা কোম্পানী" যদি বাঙালীর মুখরক্ষার চেষ্টা করেন, তাহ'লে তার সঙ্গে সমস্ত জাতির প্রাণের যোগ থাকা উচিত।

*

কয়েক বৎসর আগে এই বিডন ষ্ট্রীটেই (এখন যেখানে ডাকঘর) বাঙালীর একটি নিজস্ব চলচ্চিত্রাগার (নাম মনে নেই) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আমরা সেখানে নিয়মিতরূপে যেতুম—কারণ সেখানে তখন ম্যাডান থিয়েটারের চেয়েও উঁচুদরের ছবি দেখানো হ'ত। তবু দর্শকের অভাবে সে প্রতিষ্ঠান চলল না—এমনি আমাদের জাতিহিতৈষণা! তারপরে শুনছি দেশের প্রাণে স্বরাজের সাড়া এসেছে। এবং জাতির মন ফিরেছে। এবং বাঙালী নাকি বাঙালীকে চাইছে! সত্য হ'লে "অরোরা সিনেমা কোম্পানী"র পক্ষে আশার কথা।

*

"Deutschland uber alles!" জার্ম্মানীর মত জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে বাঙালীও কি বলতে শিখবে না,—"Bengal above everything"?

*

নাট্যজগতের খবর কি? ··· ··· ··· এ উত্তরহীন প্রশ্ন আরো কত দিন শুনব? রঙ্গালয়ের অভিভাবকরাই বলতে পারেন!

*

আমাদের যত দূর মনে পড়ে, কলিকাতার রঙ্গা-জীবদের এতটা উড়ু-উড়ু মন আমরা আর কখনো দেখি নি। এতদিন জানতুম, মফস্বল নাকি সহরের খোরাক জোগাতে পারে না। আজ দেখছি টেবিল উল্টেছে। মফস্বলের বাসিন্দারা কি অকস্মাৎ সহরের নাট্যানুরাগ হরণ করেছেন?

*

সম্প্রদায়ের ভগ্নাংশকে সহরে রেখে "নাট্যমন্দির" গেছেন পুরুলিয়ায়। কাজেই দোলের দিনে 'নাট্য-মন্দিরে' সন্ধ্যাবাতির অভাব হয় নি। দোলের দিনের অভিনয় নিয়ে কিছু বলবার আছে। আসছে বারে বলব।

*

দোলের দিনে "আর্টে"র প্রাচীর-পত্রে দেখলুম "দোললীলা"র সঙ্গে "আলিবাবা"! এই অপূর্ব্ব মিলনে পুলকিত হয়ে আমাদের জনৈক 'স্বরাজী' কবি-বন্ধু নিম্নলিখিত চতুষ্পদী কাব্য-কণিকা রচনা ক'রে ফেলেছেন :—

নাট্যমঞ্চে বহে যেথা নিত্য "ধর্ম্ম-বন্যা",
বৈষ্ণব-পার্ব্বণে সেথা অন্ধ হেরি এ কী!
মোগ্‌লাই প্রেমে ক'রে রঙ্গভূমি ধন্যা,
'হিন্দু-মুসলিম-প্যাক্টে' "আর্ট" গেল ঠেকি?

*

"নর্ত্তকী" নাটকে বৃদ্ধ দানীবাবু কচি মেয়ের সঙ্গে প্রেমাভিনয় করেছেন ব'লে "ভগ্নদূত" একটু আশ্চর্য্য হয়েছেন। কিন্তু এদেশে ঠাকুরদাদাদের পক্ষে নাৎনীদের সঙ্গে প্রেম করার বিধান আছে। রঙ্গমঞ্চের উপরে দানীবাবুও যে আপনাকে ঠাকুরদাদা বা দাদামশাই জাতীয় লোক ব'লে মনে করেন নি, এ কথা কে শপথ ক'রে বলতে পারে?

*

মিনার্ভার আর-এক অভিনেতা হাঁদুবাবু, বয়সে তিনিও দানীবাবুর চেয়ে বিশেষ কাঁচা হবেন না। কিন্তু ভারতচন্দ্রের ভাষায় তাঁর সম্বন্ধে বলা চলে, "এবে বুড়া, তবু কিছু গুঁড়া আছে তায়"! তাই এক যৌবনীকে নিয়ে ঐ-নাটকেই দানীবাবুর প্রণয়-প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে আবির্ভূত হ'লেও, হাঁদুবাবু আজও চোখকে আহত করেন না! প্রমাণ? তাঁর বেলায় "ভগ্নদূত" আশ্চর্য্য হন নি।

*

আর-একজন বিখ্যাত বাঙালী নটকে বার্দ্ধক্য ব্যক্তিগত জীবনে কি-রকম কাবু ক'রে ফেলেছিল, আমরা তা জানি। যুবতী নটীদের অন্যান্য অনেক বৃদ্ধ নট মা ব'লে ডাকেন, কিন্তু তিনি তা পারতেন না—কারণ একটিমাত্র 'মা' শব্দ উচ্চারণ করলে নটীদেরও সামনে প্রাণের অধিকাংশ কথাই ব্যক্ত করা চলে না! অথচ মুখ ও বয়সের সম্মান রক্ষার জন্যে একটা কোন উপযোগী সম্বোধনের

দরকার তো? অতএব উক্ত প্রাচীন অভিনেতাটি (সম্ভবতঃ অনেক ভেবে-চিন্তেই) নবীনা নটীদের "বাবা" বলে ডাকতেন! যথেষ্ট ব্যাকরণ প্রমাদ ঘটত বটে, কিন্তু শ্যাম ও কুল ছুইই বজায় রাখা চলত!

*

বয়সের কথায় একটি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত শ্লোক মনে পড়ল :—"আপক্বতা শিরসি মে ত্রিবলী কপোলে—দন্তাবলী বিগলিতা ন চ মে বিষাদঃ—এনীদৃশো যুবতয়ঃ পথি মাং নিরীক্ষ—তাতেতিভাষণপরাঃ স চ কুন্তঘাতঃ॥"—অনুবাদে এর মানে দাঁড়ায় প্রায় এই রকম :—

"পাক ধরেছে মাথার চুলে, হারিয়ে গেছে দন্ত-সার,
কপাল-ভরা বয়স-রেখা, খেদ করে না মন আমার!
কিন্তু যখন যৌবনীরা করে জনক-সম্বোধন,
বক্ষ তখন দিগ্ধ করে তীক্ষ্ণতম শূল-বেদন!"

*

গেল মঙ্গলবারে বেতার নাটুকে দল "মধূৎসবে" মেতেছিলেন। এই উপলক্ষে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের রচিত কয়েকটি নতুন হোরীর গান গাওয়া হয়েছিল। গানগুলিতে সুর সংযোগ করেছিলেন প্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে ও শ্রীযুক্ত এস. কে. মজুমদার (বকুবাবু)। ঐ-গানগুলির মধ্যে কয়েকটি ইতিমধ্যেই "নাচঘরে" প্রকাশিত হয়েছে।

বসন্ত গান

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

(১)

ওরে, দখিন হাওয়ার ঝড় এসেচে, ঝড় এসেচে মনে
আর, সবুজ বনে বনে!
ফুলেলস্মৃতি উছলে পড়ে লোচন-ডালা ভ'রে
আজ, কেবল ক্ষণে ক্ষণে!

*

কার হাতে ও রং-বেরঙের বাঁশী
ফুটিয়ে তোলে লতা-বধূর হাসি,
পলাশফুলের ভীমপলাসী তাই উলাসি' ওঠে
এই, প্রাণের কোণে কোণে!

*

বিজন-কানন-এস্‌রাজেতে তান শোনালে কারা
তাই, ছায়া-নটের সুরে,
লিখলে নতুন স্বরলিপি তারার কিরণ দিয়ে
ঐ, পরীর কুসুমপুরে!

*

আজ নদীতে জলকে চলে জোছ্‌না,
তার আলোতে কোথায় পিয়া খোঁজ্‌না!
কালো চোখের নাচঘরেতে, বুকের তালে তালে
আয়, গাইবি জনে জনে!

(২)

আসে বসন্ত হাসে অনন্ত,—বাজে জীবন্ত বাঁশরীখানি!
তরু-মর্ম্মরে জাগে মর্ম্ম রে! অন্তরতলে মন্তর বলে—
এ কোন্ মন্ত্রী এ মন-তন্ত্রী রণিল সুরের বিজুলী হানি'!
বাজে জীবন্ত বাঁশরীখানি।

*

হৃদি-বাতায়নে মাতে গীতায়নে ঠুংরী-গাওয়া চপল হাওয়া!
বুকের বাগানে কুসুম-জাগানে স্বপন-ছাওয়া চোখের চাওয়া!
শোচনা-ভুলানো জোছনা-ঢুলানো রূপে অপরূপ মানস-মধুপ
খোঁপার চাঁপায় পুলকে ঝাঁপায় ধরার ধূলায় স্বরগ আনি।
বাজে জীবন্ত বাঁশরীখানি।

*

জাগে অতন্দ্র ফাগুন-চন্দ্র—
নূপুর-ছন্দ-ভরা আনন্দ!

*

জাগে রে পাপিয়া, খোঁজে কোথা পিয়া—জাগে যামিনীর গানের আসর!
জাগে শত হিয়া বুকে বুক দিয়া,—জাগে কামিনীর প্রাণের বাসর।
জাগে মোর পিয়া আবেগে কাঁপিয়া! জাগে কত কবি আঁকে শত ছবি!
জাগে হারা সুখ, জাগে ভোলা মুখ—দুখ-ভুলানিয়া স্মৃতির বাণী।
বাজে জীবন্ত বাঁশরীখানি।

চিত্রনাটের রূপকথা

—::—

আমরা সেদিন স্থানীয় 'প্যালেস্ অফ্ ভ্যারায়েটিসে' 'সারারাত বাইরে' (Out all night) নামক ছবিটি দেখে এসেছি। ভারি মজার ছবি। শ্রীযুক্ত রেজিনাল্ড্ ডেনি ও শ্রীমতী মেরিয়ন নিকসন এতে নায়ক ও নায়িকার অংশে অভিনয় কোরেছেন।

*

কিন্তু এর চেয়ে ভালো ছবি হোলো 'প্রেম-রোমাঞ্চ' (Love-thrill), গেলো শনিবার থেকে স্থানীয় পিক্চার হাউসে যা দেখানো হোচ্ছে। এ দুখানি ছবিই হোলো হাস্যরসাত্মক। দ্বিতীয় ছবিটিতে শ্রীযুক্ত টম্ মূর ও শ্রীমতী লরা লা প্ল্যান্ট প্রধান দুটি ভূমিকায় অভিনয় কোরেছেন।

*

'ভ্যারায়েটিসে' ছবির সঙ্গে প্যারিস্ ও আমেরিকার দুজন বিখ্যাত নাচিয়ে শ্রীমতী হাস্‌ট্রা ও শ্রীমতী ডুবির নাচ দেখানো হোচ্ছে। এঁদের দুজনের ভালো নাচিয়ে ব'লে যশ পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হোয়েছে। এঁরা নৃত্যকলার যে ললিত ও মনোরম অভিব্যক্তি কোর্‌ছেন—আমরা সকলকে তা দেখে আস্‌তে অনুরোধ করি।

*

শ্রীযুক্ত হিমাংশু রায় কোনো ব্রিটিশ কোম্পানীর আনুকূল্যে 'সিরাজ' নামে যে একখানি চিত্রনাট্য সাধারণের নয়নরঞ্জন কোরে প্রস্তুত কোর্‌ছেন তার ভূমিকালিপি আমরা জান্‌তে পারি নি। শুন্‌ছি এর সব অভিনেতাই ভারতবর্ষীয়। ছ'মাসের মধ্যেই নাকি এর সব কাজ শেষ হোয়ে যাবে।

*

যাঁরা দেশী ছবি দেখতে ভালোবাসেন, তাঁদের একটি সুসংবাদ দিচ্ছি। বঙ্গ-রঙ্গালয়ের অদ্বিতীয়া অভিনেত্রী শ্রীমতী তারাসুন্দরী শীঘ্রই "সরলা" ও "শাস্তি কি শান্তি" প্রভৃতি গার্হস্থ চিত্রনাট্যে জনসাধারণকে তাঁর অভিনয় দেখবার সুযোগ প্রদান কোরবেন।

*

সেক্সপীয়ার বোলেছেন 'Whats in a name'—নামে কিবা আসে যায়। আমরা দেখছি খুব আসে যায়। কোনো অভিনেত্রীর নাম যদি হয় 'মেরিয়ানা মিল্‌চাল্‌স্কা' তা হ'লে দর্শকদের প্রাণ আর কাণ কতক্ষণ তাদের ধৈর্য্য রাখতে পারে। তাই ওই নামের অধিকারিণী নামটি বদ্‌লে এখন নাম নিয়েছেন 'গিল্‌ডা গ্রে।' শ্রীমতী গ্রে চিত্রজগতের নামকরা অভিনেত্রী। 'গিল্‌ডা গ্রে' যে নাম কোরেছেন, 'মেরিয়ানা মিল্‌চাল্‌স্কা' (Marianna Milchalska) সে নাম কোর্‌তে পার্‌তেন কি ?

*

'যুক্ত শিল্পী-সঙ্ঘ' (United Artists) শ্রীযুক্ত গ্রিফিথকে নেবার পর, তার কর্ত্তৃত্বে প্রথম যে ছবিটি তৈরী হোয়েছে, তার নাম 'ভালবাসার ঢাক' (Drums of Love). শ্রীমতী মেরি ফিলবিন্ এই চিত্রনাট্যে নায়িকার ভূমিকা নিয়েছেন।

*

ইংলণ্ড উঠে প'ড়ে লেগেছে চিত্রজগতে তার উচ্চস্থান কোরে নেবার জন্যে। এল্‌স্‌ট্রিতে চিত্র-ব্যাপার নিয়ে বড়ো পল্লী তৈরি হোয়েছে। প্রথমে এর নাম দেবার কথা ছিল বিলাতী হলিউড্। সে নাম পরিত্যক্ত হোয়েছে।

*

'ভূতলে স্বর্গ' (Heaven on earth) বোলে যে নূতন ছবিটি বেরিয়েছে শ্রীমতী রেণে এ্যাডোরে ও শ্রীযুক্ত কনরাড্ নেগেল তাতে যথাক্রমে নায়িকা ও নায়কের ভূমিকায় অভিনয় কোরেছেন।

"গি"

বঙ্গ-রঙ্গালয়ের পুরাতন ও নূতন যুগ

(শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী।)

—:০:—

বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ হইয়াই এই কয় ছত্র লিখিতেছি ; কারণ দুর্ভাগ্যবশতঃ স্থির-মস্তিষ্কে সম্বদ্ধভাবে কিছু লিখিবার মত অবসর আমার আপাততঃ নাই।

আধুনিক নাট্যকলা সম্বন্ধে বিচারকালে প্রায়ই অনেকে এই প্রশ্ন করিয়া থাকেন যে পুরাতন নাট্যাভিনয় পদ্ধতি এবং আধুনিক কলাকৌশলের মধ্যে কি প্রভেদ এবং কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ। এই বিষয়ের মীমাংসা ও সিদ্ধান্ত এক কথায় হইবার নহে ; তবে প্রথমতঃ যে বিষয়টি আমার মনে হয় তাহার সম্বন্ধেই দু'এক কথা বলিব।

আমাদের বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা বেশী দিন হয় নাই—৫০।৫৫ বৎসরের অধিক হইবে না। এই অল্পকালকে পুরাতন নূতনে বিভক্ত করা কতদূর সঙ্গত তাহা ভাবিবার বিষয়। যাহা হউক গত দশ বৎসর হইতে বর্ত্তমান সময়কে আধুনিক যুগ বলিয়া মানিয়া লওয়া যাক। মধ্যবর্ত্তী সময়ের অবস্থা বড়ই শোচনীয় বলিয়া তাহার বিচারে কোনও আবশ্যকতা দেখি না।

প্রথম দেখা যাক পুরাতন যুগ কি বিষয়ে শ্রেষ্ঠ এবং আধুনিক যুগেই বা কি উন্নতি সাধিত হইয়াছে। পোষাক-পরিচ্ছদ সাজ-সরঞ্জামের দিক দিয়া এবং প্রয়োগ-শিল্পের (production) উৎকর্ষ সাধন বিষয়ে বর্ত্তমান যুগ ন্যায়তঃ অনেকখানি দাবী করিতে পারে। পরিচ্ছদ ও রূপ-সজ্জার বিষয়ে পুরাতন যুগের নাট্যাধ্যক্ষেরা কিছু উদাসীন ছিলেন ; কিন্তু তাঁহাদের এই ঔদাসীন্য স্বেচ্ছাধীন নহে ; তাঁহারা এত অল্পসময়ের মধ্যে রঙ্গালয়ের জন্মদান হইতে তাহার লালনপালন বিষয়ে এত কাজ করিয়া গিয়াছেন যে তাহার কথা ভাবিলে সত্যই বিস্ময়াবিষ্ট না হইয়া থাকা যায় না। তাঁহাদেরই জীবনপাত পরিশ্রমের ফলে বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চ আজ দেশের একটি গৌরবের সামগ্রী বলিয়া কতক পরিমাণে পরিগণিত হইতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিরূপ দুরূহ বাধা-বিঘ্ন—সামাজিক, আর্থিক ও অন্যান্য অতিক্রম করিয়া তাঁহাদের এই রঙ্গালয়কে দাঁড় করাইতে হইয়াছিল তাহা বিচার করিয়া দেখিলে বর্ত্তমান যুগকে পুরাতন যুগের নিকট বিস্ময়-ভক্তিভরে মাথা নোয়াইতে হইবে। রঙ্গালয়রূপ শিশুটির জন্মদান ও নানাবিধ ব্যাধি ও শত্রুতার হাত হইতে তাহাকে রক্ষাকার্য্যে তাঁহাদিগকে এতই ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল যে তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব ও পরিচ্ছদাদির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে পারেন নাই। যেটি আসল কাজ শিশুটির সৃষ্টি ও তাহার প্রাণরক্ষা তাহা তাঁহারা অতি সুচারুরূপেই করিয়া গিয়াছেন, এখন তাহাকে সুষ্ঠু ও সাজ সজ্জায় সজ্জিত করিয়া তোলা বর্ত্তমান যুগের ভার। বড়ই সুখের বিষয় এই যে বর্ত্তমান সে বিষয়ে উদাসীন নহে। আধুনিক নাট্যাধ্যক্ষগণের চেষ্টায় সে বিষয়ে অনেকখানি উন্নতি সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে। দৃশ্যপটাদি, ও রূপসজ্জার দিক দিয়া বর্ত্তমান সময়ে বেশ একটু চেষ্টা, দক্ষতা ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

এখন অভিনয় কলা সম্বন্ধে একটু বিচার করিয়া দেখা যাক্‌। প্রকৃত অভিনয়-কৌশল বিষয়ে পুরাতন যুগই শ্রেষ্ঠতর বলিয়া আমার মনে হয়। আজকাল দুই একজন অভিনেতার মধ্যে প্রকৃত ও উচ্চদরের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় নিঃসন্দেহ, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের কথা ছাড়িয়া দিলে ভূমিকা অভিনয়কৌশল বিষয়ে বর্ত্তমানযুগে সাধারণতঃ অবনতিই ঘটিয়াছে বলিতে হইবে। এই পার্থক্য অনেক সময়ে লক্ষিত হয় যখনই আধুনিক কোনও শ্রেষ্ঠ অভিনেতা পূর্ব্বযুগের কোনও শ্রেষ্ঠ অভিনেতা কর্ত্তৃক অভিনীত ভূমিকা গ্রহণ করেন। এইরূপ অভিনয়ে প্রায়ই পূর্ব্বের অভিনয়-রীতিরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইয়া থাকে। এই পার্থক্যের প্রধান কারণ আমার মনে হয় যে পূর্ব্বকালের অভিনেতারা অধিকতর ভাবের অধিকারী ছিলেন। ভাবই অভিনয়ের প্রাণ। চরিত্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে ভাবের অধিকারী হওয়া একান্ত আবশ্যক। পূর্ব্বকালের অভিনেতারা বর্ত্তমানকালের অভিনেতাদের অপেক্ষা অধিক ভাবুক ও রসিক ছিলেন। আধুনিক যুগে Technique এর দিকেই বেশী লক্ষ্য দৃষ্ট হয়—ভাবের কিছু অভাব। এই জন্যই অনেক সময় দেখা যায় অভিনয় প্রায় নিখুঁত হইলেও তেমন মর্ম্মস্পর্শী হয় না—চরিত্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠার দিকে লক্ষ্য কম, tricks বা সহজ উপায়ে লোক ভুলাইবার দিকে দৃষ্টিই অধিক।

সময়াভাবে অন্যান্য পার্থক্য ও ঐক্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব না হওয়ায়, উপযুক্ত দু-এক কথা বলিয়াই আপাততঃ ক্ষান্ত হইতে বাধ্য হইলাম।

নাচঘরের গল্প

—:*:—

(অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু এম, এ)

কেম্বল-পরিবার

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

রজার কেম্বলের জ্যেষ্ঠ পুত্র জন কেম্বল তাঁর জ্যেষ্ঠা সহোদরা সারার (মিসেস সিডন্সের) চেয়ে দুই বৎসরের ছোট ছিলেন। জনের মাতার ইচ্ছা ছিল যে তিনি পাদ্রী হন এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি চার বৎসর কলেজে শিক্ষা-লাভ করেন। কিন্তু পাদ্রীগিরি করা তাঁর কর্ম্ম নয় তা বুঝতে পেরে উনিশ বৎসর বয়সে তিনি বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। সাত বৎসর নানাস্থানে অভিনয় ক'রে বিশেষ খ্যাতিলাভ করবার পর ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ড্রুরিলেন থিয়েটারে নিযুক্ত হন। তাঁর এই থিয়েটারে যোগদান করবার পূর্ব্ব বৎসরেই মিসেস সিডেন্স সেখানে পুনরাগমন করেছিলেন। অধিকতর প্রতিভাশালিনী ভগিনীর সহযোগিতায় জনের নাট্য-প্রতিভা বিকাশের বিশেষ সুবিধা হয়। তিনি প্রথমে হ্যামলেটরূপে ড্রুরিলেন থিয়েটারে দেখা দেন। এই ভূমিকায় তিনি সাধারণ দর্শকগণের কাছ থেকে উচ্চ-প্রশংসা না পেলেও অভিজ্ঞ নাট্য-সমালোচকদিগের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেন। ইহার দুই বৎসর পরে তিনি ও তাঁর ভগিনী মিসেস সিডন্স যথাক্রমে ম্যাকবেথ ও লেডি ম্যাকবেথরূপে রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হন। সে রাত্রে মিসেস সিডন্স কিরূপভাবে দর্শকগণ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হন তা পূর্ব্বে বলেছি। জন কেম্বলও সেই সঙ্গে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। নাট্যজগতে যে তাঁর স্থান এক মিসেস সিডন্স ছাড়া আর কারও নিম্নে নয়, এটা দর্শকেরা মুহুর্মুহুঃ আনন্দধ্বনি দ্বারা বুঝিয়ে দিয়েছিল। সে সময়ের সমালোচকদের মতে তাঁর ম্যাকবেথ গ্যারিক ও কীনের ম্যাকবেথের চেয়ে ভাল হয়েছিল। সম্ভবতঃ লেডি ম্যাকবেথের অভিনয় গুণেই তাঁর অভিনয় এতটা জমেছিল। সেক্সপিয়ারের অন্যান্য বড় ভূমিকায় সমালোচকেরা গ্যারিক ও কীনকেই শ্রেষ্ঠ ব'লে মনে করেন। কিন্তু একটা বিষয়ে জন কেম্বল অদ্বিতীয় ছিলেন। কোরিওলেনাস, কেটো প্রভৃতি রোমান বীরের ভূমিকা অভিনয়ে তাঁর সমকক্ষ কেহই ছিলেন না। তাঁর আকৃতি ও প্রকৃতি ছিল ঠিক প্রাচীনযুগের সম্ভ্রান্ত রোমানদের মত। তাঁর সুদীর্ঘ সুঠাম দেহযষ্টি, আভিজাত্যদ্যোতক মুখমণ্ডল, প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ভাব-ভঙ্গী দর্শকগণের শ্রদ্ধা-ভক্তি সহজেই আকর্ষণ করত। রঙ্গজগৎ এই জন্য তাঁর আখ্যা দিয়েছিল—'noble Roman'। বস্তুতঃ অনবরত ঐ ধরণের ভূমিকা অভিনয় করার দরুণ তাঁর স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য এত বেড়ে গিয়েছিল যে তাঁর দৈনন্দিন জীবন পর্য্যন্ত উচ্চ রোমান ভাবে রঞ্জিত হয়ে উঠেছিল। সাধারণ কথা-বার্ত্তাতেও তিনি তাঁর সেই গর্ব্বিত ভাব ত্যাগ ক'রতে পারতেন না। এজন্য তিনি তাঁর তরলপ্রকৃতি বন্ধুবান্ধবদের কাছে অনেক সময় উপলাহাস্পদ হ'তেন, কিন্তু তার দরুণ তাঁর চালচলনের বিশেষ বৈলক্ষণ্য দেখা যেত না। তাঁর ছন্দ তাল মাত্রা জ্ঞান ও আবৃত্তির ক্ষমতা অদ্ভুত ছিল,—অভিনয় কালে তাঁর ভাবপ্রবাহ উত্তোরোত্তর বর্দ্ধিতশক্তি ও বিপুলায়তন হয়ে দর্শকগণকে একেবারে আচ্ছন্ন ও অভিভূত ক'রে ফেলত।

কলাকৌশল ও মনোবিজ্ঞানেও তাঁর দখল অসামান্য ছিল। তিনি যে চরিত্র অভিনয় করতেন সেটিকে প্রথমে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুশীলন ও অনুধ্যান করতেন এবং পরে অপূর্ব্ব কৌশল সহকারে তার ভিতরকার মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম ধারাটি দর্শকগণের সম্মুখে ফুটিয়ে তুলতেন। তাঁর সুসংযত, সুশৃঙ্খল ও সুমার্জ্জিত অভিনয় বড়ই মনোরম ও চিত্তাকর্ষক ছিল; দোষের মধ্যে তাতে একটু বৈচিত্র্যের অভাব দেখা যেত। তাঁর আকৃতি-প্রকৃতি সাত্ত্বিক ও রাজসিক ভাব বিকাশের পক্ষে বিশেষ অনুকূল হলেও তামসিক ভাব প্রকাশের পক্ষে তেমন উপযোগী ছিলনা। তাঁর প্রশান্ত ঔদার্য্যপূর্ণ মুখমণ্ডলে উৎকট প্রচণ্ড বা বীভৎস ভাব ফুটিয়ে তোলা সহজসাধ্য ছিল না, ফলে হীন দুর্ব্বৃত্তের ভূমিকায় তাঁকে মোটেই মানাতনা। সেইজন্য তিনি কোরিওলেনাস, ম্যাকবেথ হ্যামলেট উল্‌সী প্রভৃতি ভূমিকার অভিনয়ে যেমন সাফল্য লাভ ক'রেছিলেন সাইলক বা তৃতীয় রিচার্ডের ভূমিকায় তেমন পারেন নি।

ক্রমশঃ

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১১নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৪র্থ বর্ষ
৪০শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

৩রা চৈত্র
১৩৩৪

নাট্য-জগৎ

—ঃঃ—

বিলাতের জনৈক নাট্য-সমালোচক লিখেছেন :— "Enjoyment of personality is one o the principal allurements in the theatre."

*

আর্ট ও জনপ্রিয়তার ভিতরে যে চিরস্থায়ী সংঘর্ষ আছে, তার উৎপত্তিই হচ্ছে রঙ্গালয়ের নট-নটীদের দ্বারা ব্যক্তিত্বের যথা-ব্যবহার বা ব্যভিচারের মধ্যে।



"কৃষ্ণ-সখা" চিত্রনাট্যের একটি দৃশ্য

*

যেমন অন্যান্য কলায়, তেমনি অভিনয়েও। অভিনয়-শক্তি চেষ্টার দ্বারা লাভ করা যায় না, তা ভগবানদত্ত। অবশ্য তাই ব'লে কেউ যেন ভেবে না বসেন যে, স্বাভাবিক অভিনয়-শক্তি থাকলেই যে-কোন তরুণ নট সোজা রঙ্গমঞ্চে গিয়ে, প্রথম দিনেই "যোগেশে"র ভূমিকায় নেমে জগৎকে স্তম্ভিত ক'রে দিতে পারেন!

*

প্রত্যেক অভিনেতার ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা থাকা চাই দুটি ;—personality ও temperament।

*

রঙ্গালয়ের মধ্যে personality বা ব্যক্তিত্ব বলতে আমরা কি বুঝি? পাদপ্রদীপের আলোকে নিজের নিজত্বকে যথাযথভাবে ও সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করবার ক্ষমতা।

*

যখন আমরা 'নাট্যমন্দিরে' যাই, তখন আমাদের মনে সব-চেয়ে বেশী সাধ থাকে শিশিরকুমারকে দেখবার জন্যে। সেদিন অন্যান্য নট-নটীরা কে কোন্ ভূমিকায় নামলেন বা নামলেন না, তা আমরা আমোলে আনি না। কিন্তু সেদিন যদি শিশিরকুমার না নামেন এবং তাঁর ভূমিকায় অন্য কোন নট ভালো অভিনয়ও করেন, তা-হ'লেও আমাদের মনে হবে, সেদিনকার অভিনয় দেখাটা বুঝি ব্যর্থ হয়ে গেল।

*

এবং এথেকেই আমরা বুঝতে পারি যে, শিশিরকুমারের ব্যক্তিত্ব আছে। অর্থাৎ তাঁর নিজের নিজত্বকে বিশেষভাবে প্রকাশ করবার ক্ষমতা আছে। আর কোন বাংলা রঙ্গালয়ে গিয়ে কোন একজন বিশেষ অভিনেতাকে দেখবার জন্যে আমরা এতটা ব্যাকুল হই না। এথেকেই প্রমাণিত হয়, বর্ত্তমান যুগে আর কোন বাঙালী অভিনেতা শিশিরকুমারের মত নিজের নিজত্বকে এত-বেশী ফুটিয়ে তুলতে পারেন না। কিছুকাল আগে পর্য্যন্ত দানীবাবুরও এমনি ব্যক্তিত্ব প্রকাশের ক্ষমতা ছিল। কিন্তু সে ক্ষমতা ক্রমেই তিনি হারিয়ে ফেলছেন।

*

রঙ্গালয়ে প্রকৃতি বা Temperament কথাটি ব্যবহৃত হয় কি অর্থে? Temperamentএর গুণে অভিনেতা নাটকোক্ত অন্য কোন ব্যক্তির চরিত্রের মধ্যে নিজের চরিত্রকে একেবারে ডুবিয়ে দিতে পারেন।

*

তবেই দেখা যাচ্ছে, রঙ্গালয়ে temperament হচ্ছে একেবারেই personalityর বিরোধী। কারণ personality বিশেষভাবে নিজের নিজত্বকে প্রকাশ করবার শক্তি এবং অন্যের চরিত্রের আড়ালে নিজেকে গোপন করবার শক্তিরই নাম হচ্ছে temperament!

*

কিন্তু এই দুই শক্তি যতটাই পরস্পরবিরোধী হোক না কেন, এবং অভিনেতার উপরে 'টেম্পারামেন্টে'র প্রভাব যত বেশীই থাকুক না কেন, আসলে তিনি কখনোই একেবারে আর-এক ব্যক্তিতে পরিণত হ'তে পারেন

না। যেখানে অভাব থাকবে, সেইখানেই নিজের 'পার্সোন্যালিটি'র দ্বারা তাঁকে তা পূরণ ক'রে নিতে হবে।

•

অর্থাৎ অভিনেতার মধ্যে এই দুই শক্তিই পাশাপাশি বিরাজ করবে। নটের ব্যক্তিত্বের বিচার হবে আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তার হিসাবে। এবং নটের 'টেম্পারামেন্টে'র বিচার হবে বাছা বাছা রসিকদের মধ্যে তাঁর সুখ্যাতির হিসাবে।

•

নামের দরকার নেই, তবে এমন অনেক বাঙালী অভিনেতা আছেন, যাঁরা 'টেম্পারামেন্টে'র অধিকারী, কিন্তু ব্যক্তিত্বের অধিকারী নন। অভিনেয় চরিত্রের মধ্যে তাঁরা আপনাকে একেবারে ডুবিয়ে দিতে পারেন। অথচ তাঁরা উচিতমত যশ অর্জ্জন করতে পারছেন না। কারণ তাঁদের ব্যক্তিত্ব জনসাধারণকে আকর্ষণ করে না। তাঁদের 'টেম্পারামেন্ট' তাঁদের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সন্ধিস্থাপনে অক্ষম।

•

আবার এও দেখতে পাচ্ছি যে, খুব কম 'টেম্পারামেন্ট' পেয়েও কেবলমাত্র ব্যক্তিত্বের জোরে অনেক তৃতীয় শ্রেণীর নটও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ ক'রেছেন। বিশেষ ক'রে নূতন দলের নবীন একজনের নাম মনে আসছে, কিন্তু এখানে তা আর প্রকাশ না করলেও চলবে।

•

কোন নূতন নাটক অভিনয়ের সময়ে যে-নট নাট্যকারকে বলবেন, "বাস্তব জীবনে আপনার পাত্র কি-রকম ব্যবহার করবে, আমি আপনাকে তা দেখাব," তিনি হচ্ছেন ব্যক্তিত্বহীন 'টেম্পারামেন্টে'র অধিকারী।

•

কিন্তু নাট্যকারকে যে-নট বলবেন, "আমি যদি আপনার পাত্রের মতন মানুষ হতুম, তাহ'লে আমি কি-রকম ব্যবহার করতুম তা আপনাকে দেখাব," তিনি যে প্রকৃত ব্যক্তিত্বের অধিকারী তাতে আর সন্দেহ নেই।

•

সাহিত্যিক নাট্যকার (অর্থাৎ 'ড্রামাটিষ্ট') হয়তো খুসি হয়ে প্রথমোক্ত ব্যক্তিরই পক্ষ অবলম্বন করবেন। কিন্তু রঙ্গালয়ের নাট্যকার (অর্থাৎ 'প্লেরাইট') নিশ্চয়ই দ্বিতীয় ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করবেন। কারণ তিনি জানেন, তাঁর পাত্রকে লোকে দেখবে রঙ্গমঞ্চের উপরে এবং সেখানে তার স্রষ্টা কেবল তিনি নন, অভিনেতাও।

•

এবং নিছক 'টেম্পারামেন্টে'র দ্বারা মানুষ যদিও অভিনেতা হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু তাকে মহা-নটে পরিণত করতে পারে, একমাত্র ব্যক্তিত্ব।

•

গেল দোলের দিনে 'নাট্যমন্দিরে'র বড় দল কলকাতায় ছিল না। কিন্তু সেদিন "বিল্বমঙ্গল" "বিবাহবিভ্রাট" ও "বসন্তলীলা"য় ছোটদলের যে শক্তির পরিচয় পেয়েছি সত্যই তা আগে ভাবতে পারিনি। কারণ এ-দলে এমন অনেক নট-নটীও ছিলেন, পুরোদল কলকাতায় থাকতে যাঁরা বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয়ের সুযোগ পেতেন না। রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে আগে কথা বলেন নি, সেদিন এমন লোকেরও অভাব ছিল না!

•

তিনখানি নাটকেই (বা নাটক, প্রহসন ও গীতিনাট্যে) সেদিনকার প্রধান অভিনেতা ও শিক্ষক ছিলেন শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভাদুড়ী। প্রায় আনকোরা নট-নটীর অজ্ঞাত শক্তির উপরে আস্থা স্থাপন ক'রে তিনি যথেষ্ট দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। তবে আনন্দের কথা এই যে, তাঁর দুঃসাহস সুফলতায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

•

সেদিনকার অভিনয়ে শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, শ্রীযুক্ত অমিতাভ বসু, শ্রীযুক্ত ভূমেন রায়, ও শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী প্রভৃতি নাম-করা নট-নটীও ছিলেন, তাঁদের অভিনয়ও তাঁদের নামের যোগ্যই হয়েছিল, তবে প্রশংসিতের আর নূতন প্রশংসা বাহুল্য মাত্র!

•

নূতন নটীদের মধ্যে "বিবাহ-বিভ্রাটে"র ঝীয়ের ভূমিকায় শ্রীমতী শেফালিকার অভিনয় আমাদের কেবল মোহিত নয়, বিস্মিতও করেছে বটে। যাঁরা সেদিনকার অভিনয় দেখেন নি তাঁরা এই বালিকার অপূর্ব্ব ও স্বাভাবিক অভিনয়-নিপুণতার কথা কল্পনা করতে পারবেন না। আর-একটি নূতন ও তরুণী অভিনেত্রী শ্রীমতী নলিনী। এঁকেও আগে কোন বড় ভূমিকায় দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না। সে-হিসাবে "বিল্বমঙ্গলে" থাকোর ভূমিকায় তাঁর অভিনয় ভালোই হয়েছিল। শ্রীমতী সরলার "পাগলিনী" ও "শ্রীরাধা"ও সুখ্যাতিযোগ্য।

•

বিস্তৃত আলোচনার স্থান নেই, তবে এঁদের অভিনয় উল্লেখযোগ্য:—শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুহাসচন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরেন রায়, শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর দত্ত, শ্রীযুক্ত সহদেব গাঙ্গুলী ও শ্রীযুক্ত সুরেন রায় প্রভৃতি। বসন্তদূতের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষের গান আমাদের বেশ লেগেছে।

•

'মনোমোহন রঙ্গালয়ে' "অরোরা সিনেমা কোম্পানী" যে ভালো ভালো বিলাতী ছবি দেখাচ্ছেন তাতে আমরা খুসি হয়েছি। গেল হপ্তায় তাঁরা যে ছবিখানি ("মৌন প্রেমিক") দেখিয়েছিলেন তার অভিনয় নানা রসে বিচিত্র ও অত্যন্ত উপভোগ্য। তবে নাটকের শেষাংশ বোধ করি এদেশী দর্শকদের কাছে প্রীতিকর হয় নি।

•

শীঘ্রই তাঁরা "দি ডার্ক এঞ্জেল" নামে পৃথিবী-বিখ্যাত চিত্র দেখাবেন। এই চমৎকার ছবিখানি ইতিমধ্যেই এতটা সমাদর লাভ করেছে যে, এর সম্বন্ধে বেশী কথা বলা অনাবশ্যক। যাঁরা চিত্রনাট্য দেখতে ভালোবাসেন, এই সুযোগ অবহেলা করলে পরে তাঁদের অনুতাপ করতে হবে।

•

"ডার্ক এঞ্জেলে"র প্রধান দুই ভূমিকায় নেমেছেন চিত্রজগতে অতি-প্রসিদ্ধ রোণাল্ড কোলম্যান ও শ্রীমতী ভিলমা ব্যাঙ্কি। প্রকাশ, এই ছবিতেই ব্যাঙ্কির অভিনয় দেখে রুডলফ ভ্যালেনটিনো তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। ফলে দুইজনের পরিচয় এবং পরে চিত্রনাট্যে উভয়ের একত্রে অভিনয়। ব্যাঙ্কি যখন ভ্যালেনটিনোকেও আকর্ষণ করেছিলেন, তখন তিনি যে বাঙালী দর্শকের মন রাখতে পারবেন, আমাদের এ বিশ্বাস আছে।

•

প্রবাসী বাংলা রঙ্গালয় দুটি আবার সহরে এসেছে। তাঁরা কি নূতন আনন্দের আয়োজন করবেন তা জানবার আগ্রহ আমাদের আছে।

*

কলকাতায় এসেই শিশিরকুমার আবার শয্যা আশ্রয় করেছেন। খুব সম্ভব, অতিরিক্ত বিদেশ ভ্রমণের ফল। তাঁর কুশলসংবাদ প্রার্থনীয়।

*

'মিনার্ভা'য় কোনরকম নূতন আয়োজনের সাড়া পাচ্ছি না। নিজেদের বাড়ীকে তাঁরা বলেন "নবহর্ম্ম্য"। কিন্তু নব হর্ম্ম্যে নব উৎসাহ কোথায়?

*

"আর্টে"র দল ঢাকায় "জনা" ও "কপালকুণ্ডলা"র অভিনয় করেছিলেন। জনা ও মতিবিবির ভূমিকায় নেমেছিলেন ঢাকার বিখ্যাত ও প্রবীণা অভিনেত্রী শ্রীমতী কনকসরোজিনী। অবশ্য আমরা তাঁর নাম জানি, গুণ জানি না। অতএব পরের মুখে ঝাল খেয়ে কিছু বলতে পারলুম না।

*

গুজব-সম্রাটের কথা টেঁকল না! 'মনোমোহনে'র দল মরেনি, এত বেঁচে আছে যে এই হপ্তাতেই কলকাতায় ফের অভিনয় করবে! আহা, বেঁচে থাক্! শুনে খুসি হলুম।

*

শ্রীমতী তারাসুন্দরী আমাদের খবর দিয়েছেন, গ্রামোফোনের রেকর্ডে শীঘ্রই তিনি তাঁর আবৃত্তিকে বন্দী ক'রে রাখবেন। সুসংবাদ!

রংমহলের পঞ্চরং

—:*:—

(নাচঘরে খালি নাটক নয় প্রহসনেরও অভিনয় হয় এবং সেখানে সবরকম সং দেওয়া চলে—সাহিত্যিক, সামাজিক, রাজনৈতিক—যা খুসি! অতঃপর আমরা প্রায় প্রতিবারেই এই সঙের নাচ ও পঞ্চরঙের চুটকী দেবার চেষ্টা করব। এতে পাঠকদের মত আছে কিনা জানতে পারলে বাধিত হব। তাঁদের উপভোগের জন্যেই আমাদের এই প্রচেষ্টা, কিন্তু তাঁদের আপত্তি থাকলে আমরা এ-বিভাগটি আবার তুলে দেব। এ বিভাগে অনেক বিখ্যাত লেখক ও কবি আমাদের সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন। ইতি—নাচঘর-সম্পাদক)।

*

নিমতলাঘাট ষ্ট্রীটের শনিঠাকুর টের পেয়েছেন কিনা জানি না, কিন্তু তাঁর চ্যালারা ইতিমধ্যে ভারি রসিক হয়ে উঠেছেন—রস একেবারে কষ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে যাকে বলে রসোদ্গার আর কি!

*

নিয়মিত ভাবে 'শনিবারের চিঠি' বেরুচ্ছে এবং শনির দল নাকি রবির কাছে গিয়েও ধর্ণা দিতে ছাড়ছেন না। রবির চিরপ্রসিদ্ধ দুর্ব্বলতা, তিনি অন্ধকারকেও নিজের আলো থেকে বঞ্চিত করতে পারেন না! কাজেই শনি-মণ্ডলীর আস্পর্দ্ধার আর সীমা নেই, তাঁরা চান গোটা বাংলা সাহিত্যটাকে শনিগ্রস্ত ক'রে তুলতে।

*

এই দলের একজন মোড়ল হচ্ছেন শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার। বছর-কয় আগে তিনি কাজী নজরুল ইসলামকে মাথায় ক'রে নেচেছিলেন এবং তাঁকে প্রায়-মহাকবি ব'লে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। আজ কিন্তু তিনি ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা কোমর বেঁধে প্রমাণিত করতে চাইছেন, নজরুল হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর অকবি। কারণ মোহিতলালের সঙ্গে নজরুলের আজ ভাব নেই। Academic Criticismএর খাসা নমুনা!

*

গুজব অশ্লীলতার বিরুদ্ধে শনির দল যুদ্ধঘোষণা করেছেন,—জাতীয় উন্নতির আর দেরি নেই! কিন্তু ঢালের ও-পিঠ যাঁরা দেখেছেন তাঁরা বলছেন, শ্লীলতার মুখোস প'রে শনির দল সাহিত্যের হাটে আনকোরা অশ্লীলতাই ফেরি করবার ফিকিরে আছেন।

*

পিছনে তাড়া খেলে পালাবার সময়ে অনেক চালাক চোর সামনের দিকে আঙুল দেখিয়ে "চোর চোর" ব'লে চ্যাচাতে চ্যাচাতে ছুটতে থাকে। রাস্তার লোকের দৃষ্টি যখন সেই কাল্পনিক চোরের দিকে আকৃষ্ট হয়, আসল চোর তখন অদৃশ্য হবার সুযোগ পায়। শনির দল সেই কায়দাটি দুরস্ত করেছেন, লোকের দৃষ্টি তাঁরা নিজেদের উপর থেকে ফেরাতে চান। প্রমাণ পরে দেব।

*

কিন্তু শনির দল তা বুঝেও বুঝবেন না, কারণ লেখকের "কামতালে কম্পিত রমণী" এ পংক্তিটি যে অত্যন্ত সন্দেহজনক,—"কামতাল?" উঃ, এ যে সর্ব্বনেশে কথা! আমরা বলি—মাভৈঃ! সোনার চাঁদেরা টাকা-দিয়ে-কেনা একখানা ভালো অভিধান খুললেই দেখতে পাবেন, "কামতাল" কথাটি শুনতে যতই ভয়ানক হোক, তার আসল মানে হচ্ছে কামের গান—যেমন কোকিলের গান,—কবিরা যাকে বলেন কামোদ্দীপক।

•

এমনি নোংরা মন নিয়ে কি সাহিত্যের ধর্ম্মরক্ষা করা চলে? খালি অশ্লীলতা নয়, তাঁদের কুরুচি দেখলেও অবাক হ'তে হয়। তবে তাঁদের পক্ষে বাহাদুরি এবং রবীন্দ্রনাথ ও রামানন্দবাবু প্রভৃতির পক্ষে লজ্জার কথা এই যে, শেষোক্ত ব্যক্তিদের নাম নিয়েও তাঁরা আজ বড়াই করবার সুযোগ পেয়েছেন! অবশ্য, "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ" ব'লেও একটা কথা আছে বটে!

•

এবং ব্যক্তিগত আক্রমণ যে কতখানি অভদ্র ও অসভ্য হ'তে পারে' শনির দল প্রতিবারেই তার অসংখ্য ঘৃণাকর দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। এমন কি, তাঁদের অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ আলোচনার ভিতরে বিশিষ্ট ভদ্রমহিলাদেরও তাঁরা বার বার টেনে আনতে ইতস্ততঃ করেন নি। ভদ্রলোকের এর চেয়ে অধঃপতন আর কি হ'তে পারে? এবং রবীন্দ্রনাথের মতানুসারে এই অধঃপতনই যদি অতঃপর 'আর্ট' আখ্যা লাভ করে, তাহ'লে "অপরংবা কিং ভবিষ্যতি"? আমাদের এমন সন্দেহও হয়, রবীন্দ্রনাথের ও-চিঠিখানি একেবারে জাল না হোক, ভিতরে কিঞ্চিৎ গলদ আছে।

•

শনির দল যে-ভাবে আলোচনা সুরু করেছেন, সাহিত্যের ভিতরে তা মঙ্গলকে আনতে পারে না। বোধ হয় তাঁরা ভুলে গেছেন, যে-অস্ত্র তাঁরা ধরেছেন, অন্যেও সে-অস্ত্র ধরতে পারে। এবং সে-অস্ত্রের আঘাত তাঁদের বুকে কতটা বাজে, ভবিষ্যতে আমাদের তা দেখবার আগ্রহ আছে। অবশ্য এ-ভাবে যুদ্ধ ন্যায়সঙ্গত নয়, কিন্তু এক্ষেত্রে বিষের ঔষধ হচ্ছে, একমাত্র বিষই। এবং 'যুদ্ধে ও প্রেমে কিছুই অন্যায় নয়'—এমনি একটা প্রবাদও আছে না?

•

আবার শ্লীলতার মধ্যেও অশ্লীলতা আবিষ্কার করার ক্ষমতা তাঁদের অত্যধিক। ফাল্গুন মাসের "কল্লোলে" "মানুষ" নামে একটি কবিতা বেরিয়েছে। লেখক মানুষের নানা ভাবের নানা মূর্ত্তি দেখাবার চেষ্টা করেছেন। কবিতার এক জায়গায় এই ভাবটি আছে, আদিম পশুত্বের উন্মাদনায় পুরুষ যখন কামের গান গেয়ে ওঠে, রমণী তখন ভয়ে কম্পিত হয়।

•

"ars longa, vita brevis!" (আর্ট দীর্ঘ, জীবন হ্রস্ব)—তার উপর আবার যদি এই-সব উপ-আর্টের উপদ্রব মাত্রায় বেড়ে যায় তাহ'লে তথাকথিত থর্ব্ব জীবনের অবস্থা কাহিল হয়ে ওঠে, অধিকতর! সুতরাং এবারে আলোচনা আর বাড়াব না।

—অশনি—

'কামতালিয়া'

—:*:—

(৺আজুগোঁসাই বিরচিত)

ফাঁক্‌তাল নহে, ঝাঁপ্‌তাল নহে, একতাল নহে বাপ্পা,
তাল যদি চাহো, তালগাছে চ'ড়ে দাও চৌতালি থাপ্পা!
খালি একখানা অভিধান হ'লে মিটে যায় যেথা দ্বন্দ্ব,
সেখানে যাহারা কাম-তাল-বোল শোনে চোখ ক'রে বন্ধ,
আজি তাহাদেরি কুলজী বলিব, শুন পেতে রেখে কর্ণ,—
ব্যাঙা-পিতলই,—নয় তারা রূপো, নয় তারা মোটে স্বর্ণ!

•

মোহিত হইতে চাহ যদি হের, লোহিতলাল কী রুষ্ট!
হাসিছে অট্ট মশক চট্টো, লিখতে না-জেনেই হৃষ্ট!
'কাব্যদীপালি'-দীপ্তি না পেয়ে ক্ষিপ্ত ভোজনীপাত্র,
মনের কালিতে ডুবিয়ে কলম ছিটিয়ে না-হয় শ্রান্ত!
চাচাতো-ভ্রাদার গোঁপদাড়ী-চাচা কাঁচা ছি-মস্ত চট্টো,
শনির খাঁচায় ছাতার-খাঁচায় চেঁচিয়ে জমায় হট্ট!
আছে রামঘুঘু, আছে পাঁড়ঘুঘু, ভৃঙ্গী এবং নন্দী,
'নাভিতলে' গিয়ে 'রাজধানী' (*) খুঁজে হয়ে আছে সুখে বন্দী!

•

'মোরা কামকলা-কেলি-উল্লাস' (*)—স্বীকার করেছে পষ্ট,
'স্তনচূড়া' দেখে 'নমে কুলটারে' (*)—এমনিই এরা নষ্ট!
গণিকার কাছে হেন অশ্লীল প্রস্তাবে নাই লজ্জা,
যা শুনে তারাও মুখে থুতু দিয়ে খুলে ফ্যালে কাম-সজ্জা! (*)
জননী ধরণী জানে সকলেই, এরা তা মানে না মর্ম্মে,
তাঁরি স্তন করে ক্ষতবিক্ষত (*)—দেহ ঢাকা অজ-চর্ম্মে!

•

তিল থেকে গ'ড়ে মহা মহা তাল পাতাল-মাতানো নৃত্য,
'কামতাল' দেখে কাম-তাল ভেবে বেতাল, মাতাল চিত্ত !
মুখে কাম-তাল,—তাগ্ কেটে ধা-ধা,—দেৎ দেৎ হাঁদা, ধিন্‌তা !
খেড়ে শুনে রাখ্, তেড়ে কেটে নাক, পেটে এঁটে থাক্ চিন্তা !

*

মা-কালী দেখিয়া চ্যাচায় তাহারা—'এ যে রে অতীব নগ্ন' !
অলিগলি ঘুরে ঢিল ছুঁড়ে করে ম্যাথরের হাঁড়ী ভগ্ন।
সৎসাহিত্য আছে যথেষ্ট, সেদিকে চলে না দৃষ্টি,
শৃঙ্গার-রসে ভৃঙ্গার ভ'রে ঝঙ্কার করে সৃষ্টি !
গু-কুড়ে বসিয়া গুয়ে-গোগ্‌লারা গুল্‌জার করে গুষ্টি,
বিষ্ঠার পরে নিষ্ঠা কেবলি, ক্রিমির খোরাকে পুষ্টি !
পুরিষমাখানো হাত লুকাইয়া ছোঁয় তুলসীর মঞ্চ,
দেহ ঢাকা থাকে ঢাকাই চাদরে—এম্‌নি এদের তঞ্চ !
নাকে চাপা ন্যায় রসিক যেখানে সেখানে এদের নর্ম্ম,
আস্তানা বাঁধে আঁস্তাকুড়েই—আস্ত মাছির ধর্ম্ম !
কাগজে-কেতাবে পড়ে এরা খালি নারী-ধর্ষণ-বার্ত্তা,
হেরিয়া এদের 'সরস-সতী'কে সরস্বতীই আর্ত্তা।
ভাই-বোন নিয়ে করে ইয়ার্কি মানেনা কে কার ভগ্নী,
ন্যাথাতে তাদের, তাইতো জ্বালিনু ন্যাড়া-পোড়ানোর অগ্নি !

---

* চিহ্নিত অংশগুলি মহাপুরুষদেরই নিত্যপাঠ্য নব "শ্রীমদ্ভাগবতগীতা" থেকে উদ্ধৃত।

চিত্রনাটের রূপকথা

—:*:—

অনেকদিন পরে আলোক-চিত্র ও অভিনয় দুইয়ের দিক দিয়েই একখানি সুন্দর ছবি দেখা গেল—'মারে নষ্ট্রাম' (আমাদের সমুদ্র)। নায়িকা ও নায়কের ভূমিকায় যথাক্রমে শ্রীমতী এ্যালিস টেরি ও শ্রীযুক্ত এন্টোনিয়ো মরেনো এতে মনোজ্ঞ অভিনয় কোরেছেন। তবে এই চিত্রখানি বিয়োগান্ত—বিয়োগান্ত চিত্র অনেকের চক্ষুশূল।

*

তাঁরা বলেন জীবনে এত দুঃখ-দারিদ্র্য, এত ব্যথা-যন্ত্রণা অধিকাংশ মানুষ প্রতিদিনই পায় যে তার আনন্দের অবসরটুকুতে সে আর তারি পুনরাবৃত্তি দেখতে চায় না। যে যাকে ভালবাসে সে তাকে পায় না, বাস্তব জীবনে এই মর্ম্মন্তুদ ঘটনাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘ'টে থাকে।

*

ছবিতে যদি তাই হয় তবে তো বেঁচে থাকার কোন দামই নেই। শুনেছি প্রতীচ্যের দর্শকরা চলচ্চিত্রের বিয়োগান্ত পরিণাম হোলে হৈ হৈ করে। তাদের দোষ দেওয়া যায় না। এই ছবিখানি স্থানীয় 'ভ্যারায়েটিস' থিয়েটারে সম্প্রতি দেখানো হ'চ্ছে।

*

স্থানীয় 'পিক্‌চার হাউসে' এই সপ্তাহে 'অপরিচিত অশ্বারোহী' (The Unknown Cavalier) বোলে যে ছবিটি দেখানো হচ্ছে, তাতে নায়কের ভূমিকা নিয়ে প্রিয়দর্শন অভিনেতা শ্রীযুক্ত মেনার্ড অশ্বারোহণের যে অভূতপূর্ব্ব ও চিত্তচমকপ্রদ কসরৎ দেখিয়েছেন, তা উপভোগ করতে অনুরোধ প্রত্যেক দর্শককে আমরা জানাচ্ছি।

*

বিলাতের 'আদর্শ চলচ্ছবি-সঙ্ঘ' (Ideal Films) প্যার্ট কুর্টনি নামক একজন সাড়ে চার বছরের অভিনেত্রীকে আবিষ্কার কোরেছেন। সম্প্রতি কোন একখানি ছবিতে সে বালকের ভূমিকা নিয়ে নামবে। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বোলছেন কোনো শিশু অভিনেতা আজ পর্য্যন্ত এত চমৎকার অভিনয় কোর্‌তে পারেনি, আর এর ভবিষ্যৎ অত্যুজ্জ্বল।

*

রুডলফ ভ্যালেন্‌টিনো আর রোণাল্‌ড কোল্‌ম্যান ছাড়া এ পর্য্যন্ত শ্রীমতী ভিল্‌মা ব্যাঙ্কি আর কোন অভিনেতার সঙ্গেই অভিনয় করেননি।

'মেয়েরা রত্ন ভালবাসে' (Women Love Diamonds) একখানি নতুন ছবি। এতে একজন সোফারের প্রতি একজন বড় ঘরের মজলিসি মেয়ের প্রেমের কাহিনী উদ্‌ঘাটিত হোয়েছে। ওয়েন মুর, পলিন ফ্রেডরিক্‌ ও লায়োনেল ব্যারিমোর এতে অভিনয় কোরেছেন। "গি"

তোমার গান

(শ্রীবিভাসচন্দ্র রায়চৌধুরী)

শুনেছি হে নাথ, শুনেছি তোমার গান
বিহগ-কণ্ঠে অরুণ-সম্ভাষণে,
জ্যোছনা-নিশিতে ঝিল্লীর এক তানে,
তরু-মর্ম্মরে শ্যামল কুঞ্জবনে।
শুনেছি তোমারে বরষার বারিপাতে,
মধুলোভাতুর অলি-গুঞ্জন সাথে,
বাঁশরীতে শত রাগ-রাগিণীর মাঝে,
মেঘ-মৃদঙ্গে নবীন ছন্দসনে।
পাষাণ বক্ষ বিদারিয়া ঝর ঝর
ঝরিতে শুনেছি সিন্ধুর কল্লোল,
শালবীথি মাঝে তর তর তর তর
গিরি-কন্যার শুনেছি নৃত্য-রোল।
যত মধুরিমা ভুবনেতে ভরা আছে,
সব পরাজিত তোমার ধ্বনির কাছে,
দিবস-রজনী শাশ্বত সেই বাণী
উঠিছে সাগরে গম্ভীর গরজনে।

নাচঘরের গল্প

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—:*:—

(অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু এম্‌-এ)

সত্ত্বাধিকারী শেরিডানের সঙ্গে মনান্তর হওয়াতে, জন কেম্বল ১৮০২ খৃষ্টাব্দের শেষে ড্রুরিলেন থিয়েটারের সংশ্রব ত্যাগ করেন এবং তেইশ হাজার পাউণ্ড মূল্যে কভেণ্ট গার্ডেন থিয়েটারের ⅙ অংশ মাত্র ক্রয় ক'রে তিনি সেখানকার অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। দুর্ভাগ্যক্রমে ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে এই থিয়েটার আমাদের মিনার্ভা থিয়েটারের মত হঠাৎ আগুন লেগে ভস্মীভূত হয় এবং পর বৎসর যখন নূতন থিয়েটার গৃহ নির্ম্মাণ ক'রে এই অতিরিক্ত ব্যয়ের কতকটা আদায় করবার জন্ত টিকিটের মুল্য বৃদ্ধি করা হয় তখন দর্শকগণ ক্রোধান্বিত হ'য়ে বিষম দাঙ্গা ক'রে বসে। এই সকল কারণে জন একরূপ সর্ব্বস্বান্ত হন, কিন্তু তাঁর একজন বিশেষ অনুরাগী বন্ধু ডিউক অব নর্দাম্বরল্যাণ্ড এই বিপদের সময় দেড় লক্ষ টাকা ধার দিয়ে তাঁকে রক্ষা করেন। এই টাকাটা উদারহৃদয় ডিউক আর ফেরৎ নেননি। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ষাট বৎসর বয়সে জন রঙ্গালয় হ'তে চির-অবসর গ্রহণ করেন। এডমণ্ড কীনের অভ্যুদয়ই তাঁর এই বিদায় গ্রহণ করবার প্রধান কারণ। কীনের অভিনয়-রীতি তাঁর রীতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। জন যখন দেখলেন কীনই অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন, তখন তিনি নষ্টগৌরব হয়ে রঙ্গমঞ্চ আঁকড়ে প'ড়ে থাকার চেয়ে মানে মানে তা' ত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর মনে কর'লেন। তাঁর এই সৎ দৃষ্টান্ত কতটা অনুকরণীয় তা' আমাদের শিল্পীদিগকে বিবেচনা ক'রে দেখতে অনুরোধ করি। রঙ্গালয় থেকে অবসর গ্রহণ করবার পর জন ছয় বৎসর জীবিত ছিলেন।

রজারের দ্বিতীয় পুত্র ষ্টিফেন জনের চেয়ে এক বছরের ছোট ছিলেন। তিনি মাঝারি-রকমের অভিনেতা ছিলেন। তাঁর সহধর্ম্মিণী ও সহযোগিনী অভিনেত্রী এলিজাবেথ তাঁর চেয়ে ঢের বেশী প্রতিভাশালিনী ছিলেন। এমন স্ত্রীর আড়ালে প'ড়ে তিনি আর ভাল ক'রে ফুটতে পারেন নি। তবে তাঁর একটা বিশেষ সুবিধা ছিল। তিনি এমনই স্থূলকায় ছিলেন যে ফলষ্টাফ সাজবার সময় তাঁর গায়ে গদি জড়াতে হ'ত না।

রজারের আর এক পুত্র চার্লসও অভিনেতা ছিলেন তা' পূর্ব্বে বলেছি। তিনি জনের ১৮ বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করেন। কলেজে শিক্ষা শেষ ক'রে-

প্রথমে তিনি পোষ্ট অফিসে নিযুক্ত হন। কিন্তু অল্পদিন পরেই সে কাজ ত্যাগ ক'রে রঙ্গালয়ে যোগদান করেন। তিনিও প্রথমে তাঁর ভাই-ভগিনীদের সঙ্গে মফঃস্বলে অভিনয় করতে আরম্ভ করেন। লণ্ডনের থিয়েটারে তিনি আবির্ভূত হন ম্যাকবেথ নাটকের ম্যাকম রূপে। ম্যাকবেথ সেজেছিলেন তাঁর দাদা জন। সে অভিনয়ে তিনি সুখ্যাতি লাভ করেন। তাঁকে কোন নাটকের প্রধান নায়কের অংশ গ্রহণ করতে দেখা যেতনা, কিন্তু ম্যাকডাফ, লায়ারটেস, ক্যাসিও প্রভৃতি গৌণ ভূমিকার অভিনয়ে তাঁর কৃতিত্ব যথেষ্ট পরিস্ফুট হ'ত। ফলে সমালোচকরা জনের ম্যাকবেথের যেমন প্রশংসা করতেন, চার্লসের ম্যাকডাফেরও তেমনি প্রসংসা করতেন। বিখ্যাত অভিনেতা ম্যাকরেডি বলেন, তাঁর ক্যাসিও অতুলনীয় ছিল। ম্যাকরেডি তাঁকে "A first-rate actor of second-rate parts"—দ্বিতীয় শ্রেণীর ভূমিকার প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা এই আখ্যা দেন। তাঁর দৃষ্টান্তে আমরা বুঝতে পারি যে, গুণ থাকলে অপ্রধান ভূমিকা অভিনয় করেও যথেষ্ট যশ অর্জ্জন করা যায়। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ৩১ বৎসর বয়সে তিনি নামজাদা অভিনেত্রী মেরী হেরিস ডি ক্যাম্পকে বিবাহ করেন। কমেডি অভিনয়ে মেরী বিশেষ পারদর্শিতা সহকারে স্বামীর সহযোগিতা করতেন। ১৮৩২ এবং ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে চার্লস তাঁর বিখ্যাতা কন্যা ফ্যানিকে সঙ্গে নিয়ে অভিনয়ার্থ আমেরিকায় যান ও সেখানে উভয়ে বিশেষ সমাদরে অভ্যর্থিত হন। তিনি ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ৬৫ বৎসর বয়সে রঙ্গালয় থেকে অবসর গ্রহণ ক'রে কিছুকালের জন্য নাটক পরীক্ষকের কাজে নিযুক্ত হন। কারণ আমাদের দেশের মত এ কাজটা ওখানে পাহারাওয়ালার হাতে থাকে না, অভিজ্ঞ নাট্য-সমালোচকদিগকেই এর জন্য নিযুক্ত করা হয়। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ৭৯ বৎসর বয়সে চার্লস কেম্বলের মৃত্যু হয়।

রজারের আর এক কন্যা এলিজাবেথ মিসেস সিডন্সের মত নট-ব বৃত্তি অবলম্বন করেন। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে বাইশ বৎসর বয়সে তিনি প্রথম ড্রুরিলেন থিয়েটারে পোর্সিয়া রূপে দেখা দেন। ইহার দুই বৎসর পর তিনি অভিনেতা হুইট্‌লক্‌কে বিবাহ করেন এবং স্বামীর সহিত আমেরিকায় অভিনয়ার্থ গমন করেন। সেখানে তিনি যথেষ্ট যশ অর্জ্জন করেন এবং আমেরিকার স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেণ্ট ওয়াসিংটনের সম্মুখে অভিনয় করবার গৌরবলাভ ক'রে কৃতার্থ হন। তিনি মিসেস সিডন্সের মত ট্রাজেডির নায়িকার ভূমিকা অভিনয়ে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন এবং তিনি যদি অত বড় অভিনেত্রীর ভগিনী না হতেন তা হ'লে বোধ হয় আরও অনেক বেশী খ্যাতি লাভ করতে পারতেন। বাস্তবিক খুব বড় শিল্পীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হওয়া সকল সময়ে সুবিধার নয়, তাঁর আড়ালে প'ড়ে অনেক সময় নিজের প্রতিভা স্বাধীনভাবে ফোটবার সুযোগ পায় না।

চার্লস কেম্বলের জ্যেষ্ঠ কন্যা ফ্যানী সু-অভিনেত্রী ও ও সুলেখিকা ছিলেন। তিনি ফ্রান্সে শিক্ষালাভ করেন। এবং কুড়ি বৎসর বয়সে রঙ্গালয়ে যোগদান করেন। তাঁর প্রথম আবির্ভাব কভেণ্ট গার্ডেন থিয়েটারে জুলিয়েট রূপে। তাঁর মনোহর রূপ ও সুন্দর অভিনয়ের গুণে তিনি শীঘ্রই খুব জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেন। তিনি তাঁর পিতার সঙ্গে আমেরিকায় অভিনয় করতে যান তা' উপরে বলেছি। সেখানে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনি একজন বড় প্ল্যানটারকে বিবাহ করেন, কিন্তু কয়েক বৎসর পরে সে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয় এবং ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ৩৮ বৎসর বয়সে তিনি পুনরায় রঙ্গালয়ে ফিরে আসেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে চুরাশী বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন লণ্ডনের সম্ভ্রান্ত ও বিদ্বৎ সমাজ তাঁকে বিশেষ সম্মান সমাদর করিত। তিনি কবি ও নাট্যকার ছিলেন। তা ছাড়া তিনি ভ্রমণকাহিনী, সেক্সপিয়ারের ভাষ্য, আত্মজীবনের কথা প্রভৃতি নানা বিষয়ে গ্রন্থ লিখেছিলেন। তাঁর আত্মজীবন-কাহিনী উনবিংশ শতাব্দীর নাট্যজগতের ইতিহাস ও তখনকার সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্যে পরিপূর্ণ থাকাতে ঐতিহাসিক ও নাট্যমোদীর চক্ষে তাহা বিশেষ আদরণীয়।

চার্লস কেম্বলের দ্বিতীয়া কন্যা অ্যাভিলেড খুব ভাল গায়িকা ছিলেন। তিনি গীতি-নাট্যাভিনয়ে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। কিন্তু তিনি বেশী দিন রঙ্গালয়ে থাকেন নি। প্রথম আবির্ভাবের দুই বৎসর পরেই একজন ধনী ইতালীবাসীকে বিবাহ ক'রে তিনি রঙ্গভূমি ত্যাগ করেন। তিনিও একজন ভাল লেখকা ছিলেন। সরল গল্প রচনায় তাঁর বেশ দক্ষতা ছিল।

——

কলিকাতা ২২, শুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্তৃক মুদ্রিত ও ১১নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৪থ বর্ষ
৪১শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

১০ই চৈত্র
১৩৩৪

নাট্য-জগৎ

—:*:—

আর্টের লক্ষ্য কি? সৌন্দর্য্য। সমালোচনার লক্ষ্য কি? সত্য।—এটা হ'ল বিলাতের "সাণ্ডে টাইম্‌সে"র নাট্য-সমালোচক জর্জ্জ স্থাথ্যানের মত।

*

আবার ঐ একই রচনায় (The Critic and the I rama পুস্তকে) স্থাথ্যান সাহেব বলছেন, "সাধারণত বিশ্বাস করা হয়, সমালোচকের প্রধান গুণ হচ্ছে, সততা। বাস্তবিক পক্ষে তা নয়। প্রতি পাঁচজনের মধ্যে এক জনের ও-গুণ থাকে কিনা সন্দেহ। প্রথম শ্রেণীর মানুষ যারা, সততা তাদের কাছে ছেলেভুলানো খেলনা মাত্র; কিন্তু নীচু-দরের মানুষরা এ-খেলনা নিয়ে খেলতে পারে না"।

*

পাশ্চাত্য সমালোচকদের মত অনেকের কাছে বেদবাণীর চেয়ে ছোট নয় এবং সমালোচক হিসাবে বিলাতে স্থাথ্যান সাহেবের সম্মানও সামান্য নয়। কিন্তু এখানে পূর্ব্বোক্ত দুটি অন্যোন্যবিরোধী মতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান ক'রে স্থাথ্যান সাহেবের উপরে শ্রদ্ধা রক্ষা করা যায় কী উপায়ে?

*

(অনেক সময়ে দেখেছি, নাটক শেষ হবার আগেই আমরা তার চরম দৃশ্য আন্দাজ ক'রে নিতে পারি। অথচ দেখা যায়, নাটকের রীতিমত চতুর নায়ক-নায়িকা সেই পরিণাম আন্দাজ করতে পারে না—অথচ তার উপরেই তাদের জীবন-মরণ নির্ভর করছে! এ-রকম নাটক নাট্যকারের কাঁচা হাতই জাহির ক'রে দেয়।

*



রঙ্গমঞ্চের উপরে যে-ঘটনার অভিনয় আগেই হয়ে যায়, পরে পাত্র-পাত্রীর মুখ দিয়ে অনেক নাট্যকারের আবার সেই ঘটনার বিবৃতি দেওয়ার অভ্যাস আছে। এটি বদ অভ্যাস। কারণ এর দ্বারা নাটকের action বা ক্রিয়ার ধারাবাহিকতা আহত হয় এবং দর্শকরা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন।

*

এবং এইজন্যেই রঙ্গালয়ে বৈঠকী গান অচল। বৈঠকী গানের সুরে ক্রিয়ার অভাব আছে। দেশে তাই 'থিয়েটারি সুর' ব'লে এক নূতন ঢঙের সুরের উৎপত্তি হয়েছে। রঙ্গালয়ের নাচ সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা যায়।

*

গিরিশচন্দ্র বলেন, "রঙ্গালয়ে গান ও নাচ অভিনয়ের একটি অঙ্গ। রঙ্গালয়ের গান সখের গান নয়—যাত্রার গান নয়। রঙ্গালয়ের নাচ গান যেখানে বিশেষ আবশ্যক—নাটকীয় চরিত্রকে পরিস্ফুট করতে নাটকের গতিকে সাহায্য করতে নাটকের অভিনয়কে সজীব করতে নাচগানের সেখানে প্রয়োজন।" (বঙ্গবাণী। ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা)

*

"Form in drama appears to be determined mainly by two factors—both external and accidental, in the sense that artist has little or no control over them. The first factor is the theatre in which the play is to be represented; the second is the audience before which it is to be performed."

*

কথাটা একটু খুলে বলি। প্রাচীন গ্রীসের নাটকের কথা ধরুন। তখনকার রঙ্গালয় ছিল এমন জায়গায়, যার উপরে থাকত মুক্ত আকাশ, যার চার পাশে খেলা করত অনাহত বাতাস। এবং যে বিপুল জনতা

সেখানে অভিনয় দেখতে আসত, তাদের 'কালচারে'র আদর্শও ছিল যথেষ্ট উচ্চ।

•

ফলে গ্রীক নাটকের বাহ্য অনুষ্ঠান, কঠোরতা, বক্তৃতা, ক্রিয়ার অল্পতা এবং নিখুঁৎ কবিত্ব, সমস্তই হয়ে উঠেছিল সেই যুগের দেশকালপাত্রের উপযোগী। সুতরাং আরিসটোট্‌ল্‌ ও তাঁর Poetics এবং Three Unities নিয়ে এ-যুগের নাট্যকারদের সামনে যাঁরা গোলমাল সুরু করবেন, তাঁদের বুদ্ধির প্রশংসা কেউ করবে না।

•

বিলাতের এলিজাবেথীয় যুগের নাটকের দোষ-গুণ নিয়ে তখনি যথার্থ বিচার করবার সুবিধা হবে, সমালোচক যখন জানতে পারবেন যে, তখনকার রঙ্গমঞ্চ তৈরি হ'ত সরাইখানার খোলা উঠানের ভিতর এবং তখনকার দর্শকদের উপভোগ-শক্তি ছিল যেমন চটুল, তেমনি অপক্ক।

•

সেক্‌স্‌পিয়ার যে-ভাবে নাটক লিখেছিলেন ঠিক সেই-ভাবে তার অভিনয় কখনো সম্ভব হয় নি, কেবলমাত্র তাঁর সমসাময়িক যুগ ছাড়া। কারণ যুগে যুগে দর্শকদের রুচি ও রঙ্গালয়ের গঠন পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সেক্‌স্‌পিয়ারের নাটকেরও রূপ বদলাতে হয়েছে। 'রেষ্টোরেসান থিয়েটারে' তার নাটক নূতন রূপ পেয়েছে। গ্যারিক তাঁর নাটককে 'সংস্কৃত' করেছেন (কেবল তাই নয়,গ্যারিক, সমসাময়িক যুগে যে আদর্শে নাটক লেখা হ'ত, সেক্‌স্‌পিয়ারকে সেই আদর্শেই পরিবর্ত্তিত করেছিলেন!) 'ভিক্টোরিয়ান থিয়েটার'ও সেক্‌স্‌পিয়ারকে অব্যাহতি দেয় নি।

•

বর্ত্তমান যুগে দৃশ্যপটের সঙ্গে অথবা দৃশ্যপট বাদ দিয়ে permanent settingএর দিকে লোকের মন গিয়েছে। তার ফলে একটিমাত্র দৃশ্যে কোনরকম বিরাম না দিয়েই শেষ পর্য্যন্ত অভিনয় চলছে। কাজেই সেক্‌স্‌পিয়ারকেও বদলানো হচ্ছে। এমনি বারংবার পরিবর্ত্তনের ফলে সেক্‌স্‌পিয়ার এখন নিজের নাটককে নিজেই চিনতে পারবেন কিনা সন্দেহ!

•

প্রাচীন নাটককে নূতন ভাবে বদলালে অনেক সমালোচক তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করেন এবং এই কাজটাকে vandalism বা self-satisfied philistinism প্রভৃতি নাম দেন বটে, কিন্তু রঙ্গালয়ের প্রয়োগকর্ত্তাদের মুস্কিলটা তাঁরা আন্দাজ করতে পারেন না। প্রাচীন নাটককে অবিকৃত রাখলে একালে তা অচল হবে, প্রতিবাদী সমালোচকরা পর্য্যন্ত তার অভিনয় দেখতে চাইবেন না, অন্যের কথা তো পরে!

•

যাত্রার নাটকও নাটক, 'থিয়েটারে'র নাটকও নাটক। দুই নাটকেরই উদ্দেশ্যও এক,—চরিত্র চিত্রণ করা। কিন্তু যাত্রার নাটক তবু অবিকৃতভাবে 'থিয়েটারে' চলা সম্ভব নয় কেন? কারণ যাত্রা হচ্ছে সেকেলে অনুষ্ঠান, সেখানকার দর্শকদের প্রকৃতিও স্বতন্ত্র, অভিনয়-ক্ষেত্রের পারিপার্শ্বিকও স্বতন্ত্র। সুতরাং সেখানকার নাটকও লেখা হয় তারই মতন ক'রে, কাজেই রঙ্গমঞ্চের উপরে তার রস কিছুতেই ফুটানো চলে না।

•

এবং যাত্রার উপরেও যে আধুনিক যুগধর্ম্মের প্রভাব পড়ছে, 'থিয়েট্রিক্যাল' যাত্রাপার্টি নামক অপূর্ব্ব anomaly সেটা বিশেষ ভাবেই প্রমাণিত করছে। আমাদের প্রাচীন যাত্রাও নবীন দর্শকদের রুচির মহিমা বুঝেছে, কাজেই তার আসরেও 'গীতাভিনয়ে'র মধ্যে এখনি পরিবর্ত্তনের লীলা দেখা যাচ্ছে।

•

আবার ভবিষ্য যুগধর্ম্মের হেরফেরে 'থিয়েটার' ও যাত্রা কে যে কাকে আত্মসাৎ করবে, তাও এখন জোর ক'রে বলা যায় না। য়ুরোপের অতি আধুনিক নাট্যজগতে এর মধ্যেই প্রাচীন গ্রীক প্রভাব পুনরুদ্ধার অনুভূত হচ্ছে। এখানকারও 'থিয়েটার' আবার পুরাতন যাত্রার দিকে পিছিয়ে যেতে পারে—অবশ্য তাইই যদি জনসাধারণের অভিপ্রেত হয়। সে-ক্ষেত্রে একালের নাটকও পরিবর্ত্তিত হওয়া স্বাভাবিক।

•

একটা কথা মনে জাগছে।—আচ্ছা, রঙ্গালয়ের নাট্যকার—অর্থাৎ 'প্লেরাইট'—ঐতিহাসিক নাটক রচনায় সম্পূর্ণরূপে অধিকারী কিনা? প্রশ্নটা হঠাৎ শুনলে হেঁয়ালি ব'লে মনে হ'তে পারে বটে। কিন্তু যা বলছি তা হচ্ছে এই:—

•

রঙ্গালয়ের সঙ্গে যাঁর সম্পর্ক নেই, অর্থাৎ যিনি 'ড্রামাটিষ্ট', ঐতিহাসিক নাটক রচনার উপযোগী স্বাধীনতা আছে কেবলমাত্র তাঁরই।

•

'ড্রামাটিষ্ট' যদি কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তিকে হুবহু ফুটিয়ে তুলতে চান, তা'হলে তিনি ইতিহাসের সাহায্যে সেই ব্যক্তির চরিত্র, স্বভাব, ব্যক্তিত্ব, অভ্যাস ও কথাবার্ত্তার ভঙ্গী প্রভৃতি যা-কিছু জ্ঞাতব্য তা জেনে নিয়ে নাটকের মধ্যে স্বাধীনভাবে তাঁকে দেখাতে পারেন, অবিকল।

•

কিন্তু 'প্লেরাইটে'র এ স্বাধীনতা নেই। রঙ্গালয়ের নট-নটীদের মধ্যে তাঁর দৃষ্টি অনেকটা বন্দী হয়ে থাকে; কাল্পনিক চরিত্রের মত ঐতিহাসিক চরিত্র চিত্রণের সময়েও তাঁকে সেই নট-নটীদের ব্যক্তিগত বিশেষত্ব, সক্ষমতা বা অক্ষমতা, অভ্যাস এবং আবৃত্তি-ভঙ্গী প্রভৃতি নানা বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়।

•

'ড্রামাটিষ্টে'র দেখানো ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের ভূমিকার দিকে এগিয়ে আসতে বাধ্য হন অভিনেতৃগণ, কিন্তু 'প্লেরাইটে'র পাল্লায় পড়লে ঐতিহাসিক ব্যক্তিদেরই রঙ্গালয়ের দিকে অগ্রসর হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর নেই। প্রথম ক্ষেত্রে অভিনেতারা ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের নকল করেন। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ব্যক্তিরাই অভিনেতাদের ব্যক্তিত্বের দ্বারা কম-বেশী পরিমাণে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। 'প্লেরাইট'রা নিখুঁৎ ঐতিহাসিক নাটক লিখতে পারেন কিনা, সে-বিষয়ে আমাদের গভীর সন্দেহ আছে।

•

"অরোরা বায়স্কোপ কোম্পানী" এ হপ্তায় মনোমোহন রঙ্গালয়ে "ডার্ক এঞ্জেল" নামে বিশ্ববিখ্যাত ছবিখানি দেখাতে সুরু করেছেন। এই চিত্রনাট্যের পরিচয় আগেই দিয়েছি। আমরা সকলকেই "ডার্ক এঞ্জেল" দেখবার জন্যে অনায়াসেই অনুরোধ করতে পারি। কারণ আজ পর্য্যন্ত সকলের মুখে ঐ ছবিখানির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ছাড়া নিন্দার লেশও শুনি নি।

•

ঈদ উপলক্ষে 'মনোমোহনে' আসছে শনি ও রবিবারে "অরোরা সিনেমা কোম্পানী"র চেষ্টায় যে চিত্তাকর্ষক আয়োজন হয়েছে, আমরা তার তালিকা এখানে দিলুম। শনিবার বেলা এগারোটায়,—প্যাথির একখানি নূতন, চমকপ্রদ ও ছয়ঘণ্টাব্যাপী সিরিয়াল একসঙ্গেই দেখানো হবে। দ্বিতীয় অভিনয় সন্ধ্যা ছয়টায়:—"ফোর্থ কম্যাণ্ডমেণ্ট" চিত্রনাট্য এবং মনোমোহন থিয়েটারের দ্বারা "লুলিয়া" গীতিনাট্যের অভিনয়। পরদিন রবিবার বেলা এগারোটায়:—"স্যামসন অফ দি সার্কাস"—ছয়ঘণ্টাব্যাপী সুদীর্ঘ চিত্রনাট্য। দ্বিতীয় অভিনয় সন্ধ্যা ছয়টায়:—"ফোর্থ কম্যাণ্ডমেণ্ট" এবং মনোমোহন থিয়েটারের দ্বারা

"লবঙ্গী-মজনু" গীতিনাট্যের অভিনয়। প্রত্যেক অভিনয়ে আসনের মূল্য দ্বিগুণ।

*

দোল-লীলার দিন 'ষ্টার' দিয়েছিলেন "আলিবাবা"। 'নাট্যমন্দির' এবারে ইদের দিনে তার পাল্টা জবাব দিলেন।

বৈকালে আলমগীর হিন্দুত্ব নাশিয়া।
নিশায় রামের রূপ ধরিবে হাসিয়া।
বঙ্গ-রঙ্গালয়-কথা অমৃত সমান।
হিন্দু ও মোগল এক হইবে প্রমাণ।

আমাদের আপত্তি নেই।

*

অকারণে শরৎচন্দ্রের "দেনা-পাওনা" 'নাট্যমন্দিরে' "ষোড়শী" নাম ধারণ করেছে। এবং অকারণেই তাঁর "দত্তা" 'ষ্টারে' "বিজয়া" নাম ধারণ করবে। তবে এখানে একটি কারণ থাকতে পারে, আর তা হচ্ছে 'নাট্যমন্দিরে'র অনুকরণ। অবশ্য 'ষ্টার' নিশ্চয়ই তা মুখে মানবেন না। এবং আমরাও মানতে বলি না।

*

এবারে শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীর সম্প্রদায়ের খবর পাওয়া গেল, রাজসাহীতে। অশ্রান্ত ভাবে ঘোরবার ক্ষমতায় নির্ম্মলেন্দু দেখছি চর্কীকেও হারিয়ে দিলেন!

*

গুজব রটেছে, ম্যাডান কোম্পানী নাকি আবার বাংলা রঙ্গালয় খুলতে চেষ্টা করবেন। এ গুজবের জনক কে জানিনা, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস অজ্ঞাত জনকের এ সন্তানটি আঁতুড়ঘরের বাইরে আসবার সুযোগ পাবে না। কারণ আমরা শুনেছি, দ্বিতীয়বার বেলতলায় যাওয়া সম্বন্ধে ন্যাড়ার পক্ষে বিশেষ আপত্তি হওয়ারই সম্ভাবনা।

*

আর এক গুজব আকাশে ভাসছে, 'আর্টে'র একটি দল নাকি শীঘ্রই সাগরে ভাসবে—লক্ষ্য, রেঙ্গুণ। "রেঙ্গুণে বঙ্গ-রঙ্গালয়ের রঙ্গ-ভঙ্গ"!—অনুপ্রাসে বিজ্ঞাপন জমবার সুযোগ আছে যথেষ্ট!

'মিনার্ভা'র নূতনত্ব আজও স্তব্ধ—পার্ক-ষ্ট্রীটের সমাধিক্ষেত্রের বিজনতার মত

*

এবং 'নাট্যমন্দিরে'র নূতনত্ব সম্বন্ধেও ঐ একই উপমা ব্যবহার করা চলে, কারণ ঘোষণাপত্রে তারও মৌনব্রতভঙ্গের কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। এ-দল থেকে সংপ্রতি নাম কাটিয়েছেন একমাত্র 'ষ্টার'ই।

*

প্রকাশ, কিছুদিন আগে ঢাকা-প্রবাসী কলিকাতার রঙ্গালয়-বিশেষের কোন পদস্থ কর্ম্মচারী দর্শকদের হস্তে প্রহার লাভ করেছিলেন। একদা প্রহার ভক্ষণ ক'রে শ্বশ্রু-মন্দিরের মত স্থান থেকেও প্রবাদ-প্রসিদ্ধ পুরুষ-পুঙ্গব ধনঞ্জয় প্রস্থান করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু উক্ত কর্ম্মচারী-মহাশয় ধনঞ্জয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন নি এবং এ সাহসের জন্যে তাঁর যে 'ভিক্টোরিয়া ক্রশে' দাবি জন্মেছে তাও আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি। কিন্তু ঢাকার অতিথি-সৎকারের পদ্ধতিটা তো বিশেষ লোভনীয় ব'লে মনে হচ্ছে না। বরং গম্ভীরভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, অতিথির গায়ে হাত তোলা ঢাকার পক্ষে অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে।

*

'মহামহোপদেশক ('মহামহোপাধ্যায়ে'র বেসরকারী ভায়রা-ভাই?) পণ্ডিত' শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী, বিদ্যাভূষণ এম, আর, এ, এস, ঢাকার "পঞ্চায়েৎ" পত্রে একটি 'হৃদয়স্তম্ভনকারী, অত্যাশ্চর্য্য' এবং পরম উপাদেয় আবিষ্কার করেছেন:— "ঘি আর আগুন এক জায়গায় রাখিলে ঘি গলিয়াই যাইবে ইহা আগুনের দোষ নহে!!!" জনৈক অনুগ্রাহক সংবাদদাতা এই আবিষ্কার-কাহিনীটি পাঠিয়ে দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। আসছে বারে ঐ কাহিনীর পরিচয় দেবার ইচ্ছা রইল।

গান

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

নৃত্য ক'রে চৈত্র আসে চিত্ত-ভুবনে,
বিত্ত বিলায় এ কার পরশমণি!
এল রে মোর রসের পাগল চোখের স্বপনে,
নদীর জলে জাগিয়ে চরণধ্বনি!

•

জীবন গড়ে যাহার খেলার গেহ,
আসনটি যার পাতচে সকল দেহ,
প্রাণের স্বরূপ তরুণ যে-রূপ অরূপরতন রে,
মরণ-মরুর শ্যামল সঞ্জীবনী!

•

সূর্য্য যাহার যজ্ঞ করে, চন্দ্র-তারকা
নিত্য যাহার করচে আরতি,
সিন্ধু যাহার স্তোত্র পড়ে, ছন্দ রচে যার
প্রত্যহ ঐ পবন-ভারতী।

•

ফুল-ছড়ানো বন-ভবনের মাঝে,
আজ কি তারি বাঁশীর হাসি বাজে
প্রজাপতির নীরব তানে শুনচি আমি কি,
সেই অসীমের গোপন আগমনী?

— —

চিত্রনাটের রূপকথা

—:•:—

'চ্যাং' নামক যে ছবিটি এখন স্থানীয় 'ভ্যারায়েটিস' থিয়েটারে দেখানো হোচ্ছে তার নায়ক নায়িকা কেউ নেই বলা যেতে পারে। তাতে প্রধান অভিনেতারা সব বনের পশু—পোষ-মানানো পশু নয়, স্বাভাবিক অবস্থারই।

•

টিকিট-ঘরের আয়কে যদি কোনো ছবির শ্রেষ্ঠত্বে মাপকাঠি ব'লে ধরা যায় তো, সেদিক দিয়ে 'চ্যাং' খুব সার্থক হোয়েছে। এর ভূমিকা-লিপিতে আছে পাঁচশোজন শ্যাম-দেশীয় শীকারী আর বাঘ, সাপ, হাতী প্রভৃতি নিয়ে চারশো বনের পশু।

•

শ্রীযুক্ত মেরান কুপার ও আর্ণেষ্ট শোড্‌স্তাক্ এই ছবির জনক। ছবি দেখলেই বোঝা যায় এতে কতবার তাঁদের জীবন বিপন্ন ও যায়-যায় হোয়েছে। এর গল্পটিও বেশ সাদাসিদে।

•

স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি নিয়ে শ্যামের একজন অধিবাসী জঙ্গলে বাস ক'রতে আসে। প্রথমেঃ সেখানে লম্বা লম্বা খুঁটির উপর একটা ঘর বেঁধে তারা থাকে। অত উঁচুতে বাস-রচনার উদ্দেশ্য হোলো, জঙ্গলের হিংস্র জন্তুদের কাছ থেকে নিরাপদ হওয়া।

•

তারপর তার আবাস-ভূমির চারিদিকের জঙ্গল পরিষ্কার করবার কাজে লোকটি লাগলো। কারণ চাষ করবার মত জমি না হোলে আর তা থেকে ধান না পেলে খাদ্য সংস্থানের ব্যবস্থা হবে কি?

•

জানোয়ারদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জয়ী হ'য়ে, কু (ঐ লোকটির নাম) চাষ বাস ক'রে সুখে রইলো। তার স্ত্রী ধান কুটে ও চুবড়ী বুনে তাকে সাহায্য ক'রতো—ছেলেদের দেখাশোনা কোরতো একটি বানর—নাম তার বিম্বো।

•

কিন্তু শেষকালে একদল বুনো হাতী ভারি অত্যাচার ক'রতে লাগ্‌লো। স্থানীয় শিকারীদের সাহায্যে তারাও কিন্তু পরাজিত হোলো। সব চেয়ে দুর্দ্দান্ত যে হাতিটি—সে কুর চমৎকার বশ মান্‌লে। তার নাম 'চ্যাং'। শ্যামে হাতীকে বলে 'চ্যাং'।

•

'সাজানো' (Framed) ব'লে একখানি নূতন ছবি বেরিয়েছে—শ্রীযুক্ত মিল্‌টন্ সল্‌স্ ও শ্রীমতী ন্যাটালি কিঙ্‌স্টন এতে যথাক্রমে নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় ক'রেছেন।

•

'গুটিয়ে যাওয়া মোজা' (Rolled stockings) আর একটি নূতন ছবির নাম। এতে কিশোরী ও সুন্দরী অভিনেত্রী শ্রীমতী লুইসি ব্রুক্‌স্ এবং শ্রীযুক্ত জেমস্ হল্ ও রিচার্ড আর্লেন অভিনয় ক'রেছেন।

———

—"প্রি"—

রংমহলের পঞ্চরং

(বা "লাঠ্যজগৎ")

এবং শনির চ্যাংড়াদের নালিশ, খুব-একেলে লেখকরা সাহিত্যক্ষেত্রে অশ্লীলতার বিষবৃক্ষ রোপন করছেন। এবং শনি-শিষ্যদের প্রধান দাবি, তাঁরা নাকি এই বিষবৃক্ষের শিকড় উপ্‌ড়ে ফেলবার ভার নিয়েছেন। সাধু উদ্দেশ্য, না মেনে পারি না।

•

খুব-একেলে লেখকদের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে আপাততঃ উচ্চাবাচ্য করতে চেষ্টা করি না। আপাততঃ আমাদের আলোচ্য, শনিশিষ্যদের দাবির সঙ্গে সত্যের সম্পর্ক আছে কতটুকু?

•

অভিযুক্ত নতুন লেখকদের পক্ষ নিয়ে পত্রান্তরে দুঃশীলকুমার দেখিয়েছেন, তথাকথিত যে-অশ্লীলতার জন্যে নবীনদের নামে এত কলঙ্ক, শনিমণ্ডলের অন্যতম প্রচ্ছন্ন মোড়লও তা থেকে মুক্ত নন। লেখাটির সারাংশ স্থানান্তরে তুলে দিলুম।

•

এ তো গেল সুধু একজনের কথা। মূল "শনিবারের চিঠি" থেকে আমরাও নীচে কিছু-কিছু অংশ উদ্ধার করলুম! পাঠকরা মা-বোন-ছেলে-মেয়ের সঙ্গে এই অংশগুলি পড়তে পারেন কি না, আমাদের জানালে বাধিত হব। বলা বাহুল্য, এই অংশগুলির আঁতুড়ঘর হচ্ছে শনি-শিষ্যদেরই নিজস্ব মস্তিষ্ক।—একেবারে আনকোরা সৃষ্টি!

•

১। "পটলী।—মিন্‌সেরা কি বলচে ভাই!"

খেঁদি।—বলছে তোর মাথা আর মুণ্ডু। দেখছিস না মৌজে আছে—বেশী মাল টেনেছে···বলবে আবার কি?

ডালিম।—ত্যাখ্ ভাই ত্যাখ্, ওই ধারে লম্বাহেনো লোকটা ঠিক পুঁটির টাইমের বাবুর মত দেখতে। কি লা পুঁটি সেই নয় ত'।

পুঁটি (অভিমানক্ষুব্ধ স্বরে] না ভাই সে কি আর আসে, চাঁপাতলার টগর যে তাকে গুণ করেছে। আসে একদিন মিন্সে! দি আচ্ছা ক'রে ঝেঁটিয়ে!

বেদানা।—হ্যাঁ ভাই, ওরা আমাদের ঘরের সামনে গুল্‌তোন করছে কেন, বসবে নাকি? না বসে তো বিদেয় ক'রে দে। লোক আসছে না যে,—

পটলী ও ডালিম। (বিড়ি ধরাইয়া কটাক্ষ করিতে করিতে) বাবুরা কি বসবেন!"

•

(টীকা:—শোনা যায় "বাবুরা কি 'বসবেন'?"—এটি হচ্ছে গণিকা-সমাজের বিখ্যাত পরিভাষার একটি নমুনা,—অর্থাৎ এর একটি বিশেষ কদর্য্য অর্থ আছে, যে অর্থ মুখে উচ্চারণ করবার শক্তি আমাদের নেই। আশা করি আসছে বারের "শনিবারের চিঠি"তে তার ব্যাখ্যা পাব।... ... সেটুকুও আর বাকি থাকে কেন?)

•

২। "বৌদি।—ঠাকুরপো, কিন্তু আমি দেখছি চারিদিকেই আলোক-শিখা! আমার বুকে কি অধীরতা জাগছে—দেখ ঠাকুরপো বুকে হাত দিয়ে দেখ।

সম্পাদক। (বৌদির বুকে হাত রাখিবেন কি না ভাবিতে লাগিলেন)।"

(টীকা:—এই কয় পংক্তির মধ্যে কতখানি প্রচ্ছন্ন অশ্লীলতা, জঘন্য রুচি এবং বমি-উঠানো দুর্নীতি আছে, পাঠকরা তা লক্ষ্য করবেন! তার উপরে জানা গেল, নবীন দলের কোন সম্পাদক এবং কোন ভদ্রমহিলার উদ্দেশেই নাকি এই পংক্তি কয়টি লেখা হয়েছে। সত্য হ'লে বলতে হবে, ভদ্রসংসারের পবিত্র পারিবারিক সম্পর্কও শনি-শিষ্যদের ওঁচা ব্যক্তিগত আক্রমণের অতীত নয়! শনির সেবাইতরা মুখে হয়তো এটা অস্বীকার করবেন—চক্ষুলজ্জার খাতিরে। কিন্তু নেই বললে যে সাপের বিষ থাকে না, এ কথা সত্য নয়। তাঁরা লোক-দেখানো সামাজিক ভদ্রতারও বাইরে গিয়ে পড়েছেন। তাঁদের ভদ্রলোক না বললেও মিথ্যা বলা হবে না।

•

৩। 'য়ুনিভার্সিটি ইনিষ্টিটিউটে' শ্রীমতী রেবা রায় শাগর-নৃত্য দেখিয়েছিলেন। দর্শকদের আসনে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী প্রভৃথ অসংখ্য বিশিষ্ট লোকের অভাব ছিল না। শ্রীযুক্ত সুভাসচন্দ্র বসু ঐ আয়োজনের অন্যতম অনুষ্ঠাতা। আমরা স্বচক্ষে শ্রীমতী রেবা রায়ের নাচ দেখেছি এবং বলা বাহুল্য তাতে অশ্লীলতা বা রুচিবিরুদ্ধ কোন-কিছুর নামগন্ধও ছিল না। উক্ত অনুষ্ঠান নিয়ে গত মাসের "শনিবারের চিঠি"তে যা বেরিয়েছে, তার কতক অংশ হচ্ছে এই:—

•

"নাচে একা 'স্বাঘরে' বালা—
উলটি-পুলটি নারী—বেশবাস ফেলে ছাড়ি ভূমে গো—
(এই অশ্লীল অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। নাং সং)
ম্যা ম্যা রবে পাঁঠা যত—হ'ল কুর্দ্দনরত দেখেগো—
(দর্শকগণ ? নাং সং)
—'স্বাঘরে' বালিকা সুখে নাচে কর হানি বুকে,
ধর-পাকড়ানি ছন্দ মরুতে হ'ল বুঝি বেতালা।
(শ্রীমতী রেবা রায় এখনো অবিবাহিতা। নাং সং।)

সেই সুবিশাল বালুপরিপূর্ণ মরুর পাশে বুঝি wings-ওয়েসিস হইতেই খাসী ও পাঁঠাদের মুখ বাহির হইতে লাগিল।" (রঙ্গমঞ্চের উপরে wingsএর পাশ থেকে নাচের সঙ্গে গান গাইছিলেন শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় প্রমুখ ভদ্রলোকগণ এবং দিলীপবাবুরই কয়েকজন বালিকা আত্মীয়া। নাং সং)

•

দেশের ভদ্রমহিলাদের এবং বিশিষ্ট লোকদের শনিশিষ্যরা কি চোখে দেখেন, তার উজ্জল প্রমাণ দিলুম! যাঁরা এমন ধারণাতীত নোংরা অশ্লীলতা সৃষ্টি করতে পারেন, তাঁরাই সাহিত্যের অশ্লীলতা দূর করবেন? সয়তান হবে ভগবানের বিচারক? আর বাঙালী এই ব্যাপার নীরবে হজম করবে—দেশে কি মানুষের এতই অভাব?

•

৪। নবীনদলের কে লিখেছে, "শৃঙ্গারের হিয়া"। তাই দেখে শনির চ্যালারা অমনি পাল্টা জবাবে বলেছেন "শীৎকারের হিয়া"।—এটা কি অশ্লীলতার প্রতিবাদ, না নতুন এবং অধিকতর ঘৃণ্য অশ্লীলতার আমদানি?

•

৫। ....ওগো নব দেবী সরস্বতী!
আমরা তোমারে কি ব'লে ডাকিব—মন্দমতি?
নামহীন মোরা নহি যে গো হায়, বাপ-মা আছে—
কোন্ মুখে মোরা দাঁড়াব বলনা তোমার কাছে?
জ্ঞান হ'লে পরে মায়েরে দেখে যে বারাঙ্গনা"

এবং "এদেরি পূজায় ধরা দিয়েছে যে সরস্বতী," শনিবারের চিঠি সেই সরস্বতীর পূজারীর পরিচয় দিচ্ছেন :—
"তবে পুরোহিত শরৎ নরেশ রাগিয়া খুন!"

•

কেবলমাত্র শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত নয়, আমরা এদিকে রবীন্দ্রনাথ ও রামানন্দ বাবুরও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। (ফাল্গুন সংখ্যায় 'সরস-সতী' নামক কবিতা দ্রষ্টব্য)। শরৎচন্দ্র প্রমুখ শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সেবকগণের পিতামাতাও শনি-শিষ্যদের বিষাক্ত দাঁতের কামড় থেকে মুক্তি পান নি! আর টীকা অনাবশ্যক—আমরা স্তম্ভিত হয়েছি।

•

সব-চেয়ে দুঃখের কথা, শনিসেবকদের কপালে আঁটা আছে, আমাদের সাহিত্যগুরু রবীন্দ্রনাথের এই প্রশংসাপত্র :—"শনিবারের চিঠিতে ব্যঙ্গ করবার ক্ষমতার একটা অসামান্যতা অনুভব করেছি। বোঝা যায় যে, এই ক্ষমতাটা আর্ট-এর পদবীতে গিয়ে পৌঁচেছে।"—আমাদের উদ্ধৃত স্থানগুলি দেখবার পরেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর মত পরিবর্ত্তন করেন কি না তা জানবার বিষয়। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় "মর্যালিষ্ট" ব'লে বিখ্যাত। অথচ এই-সব লেখার সঙ্গে তাঁরও লেখা বেরুচ্ছে। লোকে তাই জিজ্ঞাসা করছে যে, "তিনিও কি "শনি-বারের চিঠি"কে প্রথম শ্রেণীর আর্ট ব'লে মনে করবেন, না তাঁর পুত্র ঐ পত্রের অন্যতম সম্পাদক ব'লে তিনি সাত খুনও মাফ করতে নারাজ নন? অথবা যা স্বজনসমাজের বাইরে ঘটে, তাঁর মতে সেইটেই কি দুর্নীতি?"........পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ ও রামানন্দবাবুকে আমরা এই কুৎসিত ব্যাপারের সঙ্গে কিছুতেই জড়াতে পারি না, কারণ তাঁরা হয় তো "শনিবারের চিঠি'র অধিকাংশই পড়বার সুযোগ পান না। কিন্তু অতঃপর দশচক্রের মহিমায় তাঁরাও কি দেশের চোখে অনেকটা নেমে পড়বেন না—অবিলম্বে যদি না এর প্রতিবাদ করেন?

•

হায় গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্যের যুগ! অকারণেই তুমি বিখ্যাত হ'য়ে আছ! অধিকতর 'সভ্য, ভব্য ও ভদ্র' (?) বর্ত্তমান যুগ অশ্লীলতা, কুরুচি ও দুর্নীতি নিয়ে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা ও গগনভেদী চীৎকার করছে, সে কি কেবলমাত্র তোমারও উপরে টেক্কা মারবার জন্যেই?... ... তা গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্যের যত দুর্নামই থাক্, এ কথা সত্য যে, আর্ট সৃষ্টি করছি ব'লে কোন দিন তিনি রাংতাকে রূপো ব'লে চালাতে চান নি—যে-জুয়াচুরিতে শনির দল সুপক্ক হ'য়ে উঠেছেন! এটা বোধ হয় সভ্যতারই লক্ষণ—জুয়াচুরির আধুনিক উপায়।

•

গত বারের "রংমহলের পঞ্চরং" বিভাগে একটি শোচনীয় মুদ্রাকর-প্রমাদ ঘটেছে। ৪র্থ পৃষ্ঠার প্রথমেই, ষষ্ঠ 'প্যারা'র আগে বসবে দশম 'প্যারা'টি, নইলে অর্থবোধ হওয়া অসম্ভব। এই ভ্রমের জন্যে আমরা লজ্জিত।

—অশনি—

কবি মোহিতলালের কাব্যে

"অকৃত্রিম পৌরুষ"

:*:—

(শ্রীচুঃশীলকুমার দে)

সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ মোহিতলালের কাব্যে 'অকৃত্রিম পৌরুষের' সন্ধান পাইয়াছেন। ইহা একেবারে খাঁটি বিশুদ্ধ আদি ও অকৃত্রিম পৌরুষ। কবিরাজগণ তাঁহাদের পুরুষত্ববর্দ্ধক ঔষধের বিজ্ঞাপন হিসাবে এই সব দৃষ্টান্তের সাহায্য নিলে হয়ত' উপকৃত হইবেন। এই সব দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমরা ত' দূরের কথা, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও যে মোহিতলালের পৌরুষের গুণগান ও জয় ঘোষণা করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি!

"বুকের বর্ত্তুল।"

"আমারও খেলেনা আছে প্রেয়সীর সুচারু চুচুক।"

"কামের পূজারী আমি, দেহযন্ত্রে করিয়াছি নারীচক্রভেদ।"

"উদূখলে দলি তার দুই দেহ-রূপ।"

"বুকের সে মোমে-গড়া শুভ্র ছাঁচ দু'টি
কি যেন পরখছলে দেখিত সে খুঁটি'।"

"নারী যত ভুঞ্জে রতি, তত সে পুরুষ
কত না ভ্রুকুটী করে, ভঙ্গী তার ততই পরুষ।
উঠে যায় সম্ভোগের শেষে
রক্তহীন পাংশুমুখে, বুকে তবু জেগে রয় ক্ষুধা সর্ব্বনেশে।"

"বহিব কি শুধু বুকের উপরে কঠিন কনক-গিরি?"

"ধরণীর স্তনযুগ করি' দিব ক্ষত।
ক্ষুধাতুর দশন-আঘাতে করিব জর্জ্জর।"

"আমার বুকের ফুলদানিতে
তোমার দু'টি পদ্মকলি।"

"হেরিয়াছি সাধ, তোর নগ্ন তনু·····"

"কটিতলে জন্ম-রাজধানী।"

"বিলোল কবরী আর নীবিবন্ধ মাঝে
পেলব বঙ্কিম ঠাঁই যেথা যত রাজে—"

"ওগো কাম বধূ,
বল, বল, অহুচ্ছিষ্ট আছে আর এতটুকু মধু?"

"পুরুষের পুরুষার্থ হরি' লও······স্বচ্ছন্দ-স্বৈরিণী।"

"তুমি বন্ধ্যা বারাঙ্গনা নগ্ন অঙ্গ অনঙ্গ-গৌরব।"

"জায়া-স্বস্-মাতা রূপে কর যার মরণ-বারণ,
মদন সদনে তারে বাহু-পাশে বাঁধি' আয়ু করিছ হরণ।"

"সন্তান মরিছে বুকে, তখনিই যে নব গর্ভাধান।"

(ধূপছায়া)

(এবারে স্থানাভাবে পঞ্চরঙের কবিতা গেল না)

নমো নংনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিফোন নং ৩০৪০—বড়বাজার।

শনিবার, ২৪শে মার্চ্চ, ১১ই চৈত্র, ম্যাটিনী ৪৷৷০ টায়

সীতা প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের সম্মান-রজনী

১। সীতা

রাম—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

সীতা—শ্রীমতী প্রভা

২। আলমগীর

আলমগীর—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

পরদিন রবিবার, ২৫শে মার্চ্চ, ১২ চৈত্র, ম্যাটিনী ৪৷৷০ টায়

শরৎচন্দ্রের

ষোড়শী

জীবানন্দ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

ম্যাজিষ্ট্রেট—শ্রীরাধিকানন্দ মুখার্জ্জি প্রফুল্ল—শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায়

জনার্দ্দন—শ্রীযোগেশ চৌধুরী নির্ম্মল—শ্রীশৈলেন চৌধুরী

ষোড়শী—শ্রীমতী চারুশীলা

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—নাট্যমন্দির লিমিটেড এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি মফঃস্বলে অভিনয় করিতে যাইবেন। সেই হেতু ৩।৪ মাসের জন্য এখানে অভিনয় বন্ধ থাকিবে। যাঁহারা এখনও ষোড়শী দেখেন নাই তাঁহারা কালবিলম্ব না করিয়া দেখিয়া যান।

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়। অভিনয়ান্তে মোটরবাস পাওয়া যায়

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১৬নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয় ঃ—১৬নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৪র্থ বর্ষ
৪২শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

১৭ই চৈত্র
১৩৩৪



জোরবরাত নাটকে—'জমীদার জয়শঙ্কর রায়ে'র ভূমিকায়—শ্রীকুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী এবং 'পটলচাঁদে'র ভূমিকায়—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়

নাট্য-জগৎ

—:*:—

(রুসিয়ার বিশ্ববিখ্যাত অভিনেতা কন্সটান্টিন ষ্টানিস্লাভ্স্কি তাঁর "মাই লাইফ ইন আর্ট" পুস্তকে লিখছেন :—"Pushkin, Gogol, Moliere, and other great poets are dressed once and forever in the old uniforms of all kinds of traditions, which make it almost impossible to get down to the living soul of their works. The works of Shakepeare, Schiller and Pushkin are called by actors and theatrical workers Gothic pieces" প্রভৃতি।)

•

ষ্টানিস্লাভ্স্কি দেখিয়েছেন, "যদি কোন নাটকে কবিতায় কথা, পোষাক-পরিচ্ছদ, মধ্যযুগ ও 'রোম্যান্টিসিজ্‌ম্' প্রভৃতি থাকে, নাট্যজগতে তখনি তাকে 'গোথিক' নাটক নামে ডাকা হয়। পূর্ব্বকথিত নাট্যকারদের এম্‌নি এক কোঠার ভিতরে ফেলার মানেই হচ্ছে, তাঁদের একরকম মনে করা।

•

("কেমন ভাবে ঐ-সব 'গোথিক' নাটক অভিনয় করতে হবে? এমন কে আছে যে তা জানে না? যে-কোন উচ্চ-বিদ্যালয়ের ছাত্ররা পর্য্যন্ত দেখিয়ে দেবে, রঙ্গালয়ে ঐ-সব নাটকের ভাব কি কায়দায় ফুটানো হয়, কি রকম ভাব-গদ্‌গদ কণ্ঠে তার কবিতা আবৃত্তি করতে হয়, কি-রকম ক'রে তার পোষাক-পরিচ্ছদ পরতে হয় এবং কেমনধারা বিচিত্র সব ভঙ্গিতে রঙ্গমঞ্চের উপরে সগর্ব্বে পরিভ্রমণ করতে হয়!

*

"ঐ-সব নাটকের পাত্র-পাত্রীরা সব রঙ্গালয়েই একরকম দেখতে,—যেমন একরকম দেখতে দুই ফোঁটা জল! আসল মলিয়ার? তিনি ঐ 'ইউনিফর্ম্মে'র মধ্যে চাপা প'ড়ে আছেন, 'tradition' ছেড়ে তাঁকে দেখা সম্ভব নয়!"

*

বাংলা রঙ্গালয়ও কি এমনি বাঁধা-সংস্কারের গোলাম হয়ে পড়েনি? পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটক অভিনয়ের সময়ে এখানেও সাধারণতঃ যে বিখ্যাত 'থিয়েটারি' সুর ও ঢঙের আশ্রয় নেওয়া হয়, বালকরা পর্য্যন্ত তার সঙ্গে পরিচিত আছে। 'ভীম' বলতেই প্রাকৃত জন যে-মানুষটিকে বোঝে এবং যাঁকে আমরা শিশু বয়স থেকেই যাত্রার আসরে দেখে আসছি, নবযুগের অতি-আধুনিক নাটক "কর্ণার্জ্জুন" অভিনয়ের সময়েও তাঁকে অভিন্ন ভাবেই রঙ্গমঞ্চের উপরে মূর্ত্তিমান দেখতে পাই! খালি ভীম নয়, পৌরাণিক অন্যান্য চরিত্রের অভিনয়ের সময়েও আমাদের নট-নটীরা একটা বাঁধা-সংস্কারের বাইরে প্রায়ই আসতে পারে না।

•

এই সংস্কারের সংকীর্ণতার মধ্যে পৌরাণিক পাত্র-পাত্রীদের মনুষ্যত্ব যে কতখানি অবাস্তব ও কৃত্রিম হয়ে পড়ে, বাঙালী প্রয়োগকর্ত্তারা যে তা অনুভব করতে পারেন না, এইটেই হচ্ছে সবচেয়ে আশ্চর্য্য! এবং এই সংস্কারের মধ্যে কতখানি হাস্যকরতা আছে, তাও লক্ষ্য করবার বিষয়।

কুসংস্কার-মুক্ত প্রথম পৌরাণিক নাটকের অভিনয় দেখিয়েছিলেন, শিশিরকুমারের নেতৃত্বে "ওল্ড ক্লাবে"র অভিনেতারা। তারপর "সীতা" নাটকেও শিশিরকুমারের এই স্বাধীনতা ও অভিনবত্ব লক্ষ্য করি। কিন্তু প্রাকৃত জন যে এই বিদ্রোহ তুষ্ট মনে গ্রহণ করে নি, সে-সময়ে "সীতা"র অভিনয়-পদ্ধতির বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলনেই তার পরিচয় পেয়েছিলুম।)

•

গত শনিবারে নবীন নাট্যকার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর "সন্মান-রজনী" উপলক্ষে 'নাট্যমন্দিরে' একরাত্রেই "সীতা" ও "আলমগীরে"র অভিনয়-আয়োজন হয়েছিল। সেদিনকার বিপুল জনতার সঙ্গে যোগেশবাবুকে পরিচিত ও পুষ্পমাল্যে বিভূষিত ক'রে শিশিরকুমার গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

•

বিলাতে কোন নাটকের প্রথম অভিনয়-রাত্রেই নাট্যকারের সঙ্গে দর্শকদের পরিচয়সাধন ক'রে দেওয়া হয়। বিলাতের ঐ প্রথা এইটেই প্রমাণিত করে যে, রঙ্গ-জগতে নাট্যকারও প্রকাশ্য অভিনন্দন লাভের যোগ্য। এদেশে সে রীতি দেখি না। বাংলা রঙ্গালয়ে কি নাট্যকারের ব্যক্তিগত গৌরব কিছুই নেই?

•

গত বুধবারে 'নাট্যমন্দিরে'র "শেষরক্ষা"র অভিনয় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে অধিকতর উজ্জল হয়ে উঠেছিল। নবীন শিল্পী শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পরিকল্পিত সজ্জায় ও আল্পনার রেখায় 'নাট্যমন্দিরে'র সেদিনকার অভিনব শ্রীটুকুও আমরা কম উপভোগ করিনি। "শেষরক্ষা"র অভিনয় যে কবিবরকে খুসি করেছে, এ-সংবাদে আমরাও আনন্দিত।

•

'নাট্যমন্দির' ঘোষণা করেছেন, শীঘ্রই কলিকাতায় অভিনয় বন্ধ ক'রে শিশিরকুমারের দল তিনচার মাসের জন্যে বিদেশে যাত্রা করবে। নাট্যজগতের পক্ষে এটা অতি-বড় দুঃসংবাদ! কারণ একে তো এখানকার রঙ্গালয়ে বৈচিত্র্যের অভাব হয়েছে যথেষ্ট, তার উপর 'নাট্যমন্দিরে'র দ্বার বন্ধ হ'লে জনসাধারণের ক্ষোভের আর সীমা থাকবে না।

•

এ-কথা আমরা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারব না যে, উচ্চ-শ্রেণীর নাটক অভিনয়ে এখন 'নাট্যমন্দিরে'র দ্বিতীয় প্রতিদ্বন্দী নেই। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক, এই তিন রকম নাটকেই প্রকাশ্য প্রতিযোগিতায় বার বার ও-কথাটা প্রমাণিত হয়ে গেছে। সুতরাং 'নাট্যমন্দির' কলিকাতা ছাড়লে নাট্যজগতের 'নবযুগ'ও তার অনুসরণ করবে বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হবে না।

•

অন্যান্য রঙ্গালয়ে শক্তিধর শিল্পী আছেন, কিন্তু প্রতিভার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় এখন একমাত্র 'নাট্যমন্দিরে'ই। কথাটা অনেকের তিক্ত লাগবে, কিন্তু সত্য কথা।—বিদেশ যাত্রা সম্বন্ধে শিশিরকুমার তাঁর মত পরিবর্ত্তন করুন, এইটেই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

•

'ষ্টারে' শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়ের "দধীচি"র মহলা সুরু হয়েছে।

•

ম্যাডান যে আবার বাংলা রঙ্গালয়ে পা বাড়াবেন, এ-গুজবটা আরো বেশী রাষ্ট হয়েছে। কিন্তু কোন পাকা খবর এখনো আমরা পাইনি। গুজবটা সত্য হ'লেও আমরা ম্যাডানের বুদ্ধির প্রশংসা করতে পারব না। কারণ এটা চলচ্চিত্রজগৎ নয়, এখানে পার্সী রসবোধ যে বাঙালী মস্তিষ্কের উপরে টেক্কা মারতে পারবে, এমন বিশ্বাস আমাদের নেই।

•

'মিনার্ভা'র কোন খবর আমরা জানি না। তাঁরা কি "যাজ্ঞসেনী" এখন খুলবেন না? "অগ্র-বিজ্ঞাপনী" কি ব্যর্থ হবে?

চিত্রনাটের রূপকথা

—:০:—

এবারে স্থানীয় 'পিক্চার প্যালেসে'—আমরা 'ধূলির পদ্ম' (Lily of the dust), 'পিক্চার হাউসে' 'ভগবানের রাজ্যে ফেরা' (Back to Gods' Country) ও স্থানীয় 'গ্লোব থিয়েটারে' 'ঠকের সঙ্গে ঠকামি' (Cheating cheaters) সবই দেখে এসেছি—এর একটাও ভালো ছবি নয়। এক এক সপ্তাহে সু-অভিনীত চলচ্ছবির বড়ই দৈন্য ঘটে।

•

ডন্ জুয়ান অনেকদিন থেকেই বিজ্ঞাপিত হ'চ্ছে, কবে হবে তা জানি না। 'সেন্সর'দের জন্যে আজকাল বায়োস্কোপ দেখা মুস্কিল হোয়ে উঠ্‌ছে। যেখানে সেখানে, তাঁদের খেয়াল মতো, এই সব রুচিবাগিশ চলচ্ছবিগুলিকে কেটে ছেঁটে একাকার কোরছেন। যারা চলচ্ছবি দেখে, তাদের চরিত্ররক্ষার জন্যে এঁদের এই ডেঁপোমি অসহ্য।

•

কাল স্থানীয় 'পিক্চার প্যালেসে' খুব ভালো একখানি ছবি দেখানো হবে—'Cobra' (কেউটে)—রাডল্ফ্ ভ্যালেন্‌টিনো এতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় কোরেছেন।

•

যাঁরা এখানে 'বেন্-হুর' নামক চলচ্ছবিটি দেখেছেন তাঁরা জানবেন যে তাতে 'মেসালার' ভূমিকা নিয়েছিলেন শ্রীযুক্ত ফ্র্যান্সিস্ বুশ্‌ম্যান। একদিন তিনি আর তাঁর স্ত্রী বেভারলি বেন্ বহু 'সিরিয়াল' ছবিতে নায়ক নায়িকার অংশে লোমহর্ষণ অভিনয় কোরে দর্শকের প্রিয় হোয়েছিলেন। এঁদের চারটি সন্তান—দুটি ছেলে আর দুটি মেয়ে। বড়ো ছেলে ফ্র্যান্সিস্ চলচ্চিত্রজগতের উদীয়মান সু-অভিনেতা।

•

বুশ্‌ম্যান অভিনেতা হবার আগে কত বিভিন্ন রকমের কাজ কোরেছিলেন তা জানলে বিস্মিত হোতে হয়। বালক অবস্থায় তিনি ট্রামের ধারে বৈকালিক খবরের কাগজ বেচতেন। তখন তিনি স্কুলেও প'ড়তেন।

•

তার পর হিসাব সম্বন্ধীয় পরীক্ষা পাশ ক'রে তিনি কোনো আপিসে প্রধান হিসাব-রক্ষকের চাকরী পান। তরুণ বয়সে এই চাকরী তাঁর পক্ষে খুব আনন্দের নিদানই হোয়েছিল।

•

তারপর তিনি জাহাজের কেরাণী হন—সে চাকরী গেলে হন্ ইন-সিউর্যান্সের দালাল। তার পরের চাকরী তাঁর হোলো কাগজ কলমের দোকানে মাল বিক্রী করার। এ ছেড়ে দিয়ে তিনি পাইকারী দরে মোজা বেচবার ব্যবসা করেন।

•

মাত্র কয়েকমাস তিনি মোজার ব্যবসা কোরেছিলেন—কেননা এর পরেই তিনি, চার ঘোড়ার গাড়ী হাঁকাতে পারে এই রকম কচুয়ানের পদ খালি হোলে তার জন্যে প্রার্থী হন ও সেই চাকরী পান।

•

এ চাকরীও তিনি বেশীদিন করেননি। এর পরে তিনি যথাক্রমে পেশাদারী কুস্তিগির, ইলেকট্রিক্যাল মিস্ত্রি, শিল্পীর 'মডেল', বাল্‌টিমোর শহরের 'ইন্টার-

ন্যাশন্যাল করেস্‌পন্‌ডেন্স স্কুলের' (পত্র ব্যবহারের দ্বারা শিক্ষা দেবার আন্তর্জাতিক বিদ্যালয়) সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্টের কাজ করেন।

*

উপন্যাসের মতো বিস্ময়কর নয় কি? ওদের দেশের মানুষরা শ্রম ও শিক্ষায় নিপুণ হবার জন্যে কি প্রবন্তই করে! বড়ো অভিনেতারা কত বিচিত্র ব্যাপারে জ্ঞান লাভ করে।

*

চলচ্ছবি-জগতে অভিনেত্রীদের মধ্যে সব-চেয়ে লম্বা হোলেন শ্রীমতী মেন ওয়াল্‌টার্স—তাঁর দৈর্ঘ্য সাত ফুট।

"গি"

রসবৈচিত্রে রুচিবিকার

(চন্দ্রশেখর)

সেকালে যিনি লিখেছিলেন—"অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ"—মানব চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর অনন্যসাধারণ জ্ঞান নিয়ে আজ বোধকরি কোন তর্ক উঠতে পারে না! অথচ নিয়তির এমনি পরিহাস যে ভগবান রসের ছিটে-ফোঁটা দিয়েও যাদের অনুগ্রহ দেখান নি, তারাও আজ অবিচ্ছিন্ন ধৈর্য্যের সঙ্গে "রসের আসর" সম্বন্ধে আলোচনা সুরু ক'রে দিয়েচে। তবে সৌভাগ্যের কথা এই যে রসিকের রাজবেশ প'রে তারা রাণীর কমল বনে ঢুকতে সাহস পায় নি,—তাই সমাজ-সংস্কারকের ছদ্মবেশে নিজেদের বিকৃতাঙ্গ ঢেকে তারা "রসের আসরে" এসে হানা দিয়েচে! কিন্তু এই ছদ্মবেশের আড়াল থেকে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে তাদের নিজেদের পশু-প্রকৃতির যে নগ্ন মূর্ত্তি ফুটে বেরিয়েচে তা' দেখলে তাদের লজ্জাহীনতাও বোধ করি মুখ লুকোবে!

শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত সমাজের স্ত্রীপুরুষ মিলে প্রকাশ্যে নৃত্যগীতাদির অনুষ্ঠান করার আজ কাল যে একটা রেওয়াজ দেখা যাচ্ছে তাই উপলক্ষ্য ক'রে নানা কথার সৃষ্টি হয়েচে। "সঞ্জীবনী" প্রমুখ সংরক্ষণশীল দলের গোঁড়ারা বলতে সুরু করেচেন যে এর দ্বারা, শুধু সামযিক অকল্যাণেরই সৃষ্টি হয় নি, মানবের জঘন্য বৃত্তির ধূমায়িত বহ্নিতে ইন্ধন" দিয়ে এদেশের ধর্ম্ম ও সমাজের ভিতকে আল্‌গা ক'রে দেওয়া হচ্ছে! এই অভিযোগ যাঁরা তুলেচেন তাঁরা ধ'রে নিয়েচেন যে নৃত্যগীত-অভিনয় প্রভৃতি ললিতশিল্পের অনুশীলন মাত্রেই অকল্যাণকর এবং এই সকল চারুকলা মানুষের যৌন-প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি সাধন ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না! কিন্তু এই কথা ছুটোই যে কতখানি অসত্য শিল্পকলার অ আ ক খ সম্বন্ধেও যাঁর জ্ঞান জন্মেচে তিনিই জানেন। অথচ এই মিথ্যার ওপর জোর দিয়েই "সঞ্জীবনী"র মত বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানগুরুর দল ভদ্রনারীর নৃত্যচঞ্চল লীলায়িত হওয়া সম্বন্ধে হীন জঘন্য ইঙ্গিত করতেও এতটুকু লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করেন নি!

"সঞ্জীবনী"র মতে এই সকল অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া শুধু অন্যায় নয়, নৃত্যপরা নারীর লীলায়িত দেহের ভাবভঙ্গী প্রত্যক্ষ করাও পাপ! সুতরাং আমরা ধ'রে নিতে পারি যে "সঞ্জীবনী" বা তাঁর দলের আর কেউ এই ধরণের অভিনয়ে নিশ্চয়ই কোন দিন উপস্থিত থাকেন নি। কিন্তু তবুও তাঁরা কি ক'রে লিখলেন—"কিভাবে এই সকল ভদ্রগৃহের যুবতীদের নৃত্য ও নাটক জনসাধারণ গ্রহণ করে, তাহা গ্যালারীর যুবকদিগের টিটকারী ও অশ্রাব্য মন্তব্যেই বুঝা যায়?" ব্যক্তিগতভাবে আমরা যতদূর বলতে পারি তা'তে ঠাকুরবাড়ীর অভিনয়-মণ্ডল থেকে ইনষ্টিটিউটের "রসের আসর" পর্য্যন্ত, "গ্যালারীর যুবক" কেন, কোন শ্রেণীর দর্শকদের মুখেই, "টিটকারী ও অশ্রাব্য মন্তব্য" তো দূরের কথা, কোনরকম অভদ্র ইঙ্গিতের দূরতম আভাসও আমরা পাই নি। অথচ অতিসভ্য ব্রাহ্মসমাজের স্তম্ভস্বরূপ সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার ধ্বজাধারী "সঞ্জীবনী" পত্রিকায় এই সম্পর্কে যে ভাষা ও ভাবের পরিচয় দেওয়া হয়েচে তার কদর্য্য রুচি ও জঘন্য ইঙ্গিতে আলোকবিহীন হিন্দুসমাজের আমরাও স্তম্ভিত না হয়ে পারি নি! আশাকরি এই মিথ্যাভাষণ ও ভদ্রতাবিগর্হিত আচরণ সহযোগিনীর বিবেকবুদ্ধিতে আঘাত করে নি! আমরা "সঞ্জীবনী"র সত্য ও সুরুচির জয় কামনা করি!

মহাকালের তাণ্ডবের তালে যে নৃত্যকলার জন্ম নারীর সুচারু দেহবিভঙ্গের মধ্যে তার প্রকাশ দেখলে "মানবের জঘন্য বৃত্তির ধূমায়িত বহ্নিতে ইন্ধন" দানের কথা ওঠে কেন? বৈজ্ঞানিকেরা এর যা কারণ নির্দ্দেশ করেচেন তা শুনলে কল্যাণকামী মাত্রেই চমকে উঠবেন! অথচ সমাজের নৈতিক আবহাওয়া পরিশুদ্ধ করবার ভাণে মানুষের মনের কোণে কত আবর্জ্জনাই না জমা ক'রে

তোলা হচ্চে! তবে সুখের কথা এই যে সভ্যতার প্রসার ও শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনও পশুস্তর থেকে ক্রমশঃ উঁচুতে উঠচে। সেই কারণে গতযুগের রুচিবাগীশ মুখপত্র "গ্যালারীর যুবক" ব'লে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে যাদের নির্দ্দেশ করেচেন তারাও আজ দেহে-মনে ঢের বেশী শুচিপূত হয়ে উঠেচে ব্রাহ্মসমাজের ঐ প্রবীণ সংবাদপত্রের চেয়ে! কেননা নারী সম্বন্ধে যে কথা উচ্চারণ করতেও তারা কুণ্ঠিত হয়েচে, কাগজে-কলমে তার চেয়ে ঢের বেশী জঘন্য ইঙ্গিত প্রকাশ করতে "সঞ্জীবনী"র এতটুকু বাধে নি!

বৈজ্ঞানিকদের মতে মানুষের যৌন-লজ্জা যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখন তার মনের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ শঙ্কিত হবার কারণ আছে। হ্যাভেলক এলিসের মতে "it is the sign of sexual emotion" যা' সহজেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে এমন জিনিষে সাধারণ স্বাস্থ্যসম্পন্ন মনে যার কোন রেখাই পড়ে না। ওয়েলস্ অঞ্চলের একটি প্রবাদে এই কথাটিই আরো পরিষ্কার ভাবে বিবৃত হয়েচে—"The more prudish the more unchaste!" হার্ম্মন, ওয়েষ্টার-মার্ক, রস্কো প্রভৃতি বহু Social Philosopher তাঁদের গ্রন্থে আমেরিকা ও আফ্রিকার অনেক অসভ্য জাতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করেচেন। তাদের মধ্যে যৌন-জীবন যাদের সব চেয়ে কালো তাদের যৌন-লজ্জার কারণ যেমন অদ্ভুত তেমনি শিক্ষাপ্রদ। হার্ম্মন লিখচেন—"All the Indians on the east side of the rocky mountain think it very indecent for a father or mother-in-law, to speak to, or look in the face of a son or daugter-in-law. The reason which they give for the custom, when questioned on the subject, is, the peculier intercourse which this person has had with their child."

ভাব-সম্মিলন বা association of ideas এর ফলে মনের এই যে বিকার তার মূলে যে চিত্তবৃত্তি রয়েচে সমাজের কোন কল্যাণকামীই তা দেখে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না। এই শ্রেণীর মানুষের যৌন-প্রবৃত্তি তার সকল চিন্তা ও কার্য্যকে এমনভাবে আবৃত ক'রে রেখেচে যে জাগতিক সকল ব্যাপারের মধ্যেই সে যৌনভাবের ইঙ্গিত পায়। তাই শ্বশুর ও পুত্রবধূ শ্বশ্রূ ও জামাতার নির্দ্দোষ সম্বন্ধের মধ্যেও যৌন-লজ্জার কারণ উদ্ভূত হয়েচে!

গত ১২ই ডিসেম্বর বেথুন কলেজে রুশিয়ার জনৈকা মহিলা ব্যায়ামের নানা কসরৎ দেখান। সেই উপলক্ষ্যে "সঞ্জীবনী" মন্তব্য করেচেন—"উক্ত নারী যেরূপ পোষাক পরিয়া দর্শকদের কাছে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা আমাদের দেশের নরনারীর নিকট শ্লীলতাবিহীন বলিয়া গণ্য হয়। তিনি গ্রীসদেশের উলঙ্গ নরনারীর ছবি দেখাইয়া নিজেও সেইরূপ অঙ্গভঙ্গি করিয়াছিলেন।" মনোবিজ্ঞানে মনের এই অবস্থাকে projection বলে। মনের অন্তর্নিহিত যৌন-চিন্তা যখন মানুষ project করতে আরম্ভ করে তখন অন্য সকলের সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ কার্য্যাবলীও যৌন প্রবৃত্তির রঙে রাঙা হয়ে তার চোখে অশ্লীল ঠেকে! মানুষের এই চিত্তবৃত্তি যে কত নীচে নামতে পারে অমৃতলাল তার একটি উদাহরণ দিয়েচেন তাঁর "বাবু" প্রহসনের কন্দর্পকান্ত চরিত্রে। এই যুবক যখন রাস্তায় বেরোয় তখন তার চোখ আবৃত থাকে। তার কারণ সে বলে—"কত গুরা, বোলদ, গাদ্দা, কুত্তা, বিলেই, সব উলঙ্গ অইয়ে সরকে গতায়ত করচে তাগোর পানে তাকাইব ক্যামনে! মনে কুভাব আসবো না! আমার চিত্তবিকার অইবো না!" নিতান্ত রঙ্গ-ব্যঙ্গের মধ্যে চিত্রিত হ'লেও কন্দর্পকান্ত চরিত্রের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অস্বীকার করা যায় না। তার প্রবল যৌন-প্রবৃত্তিই সংসারের যাবতীয় বস্তুর ওপর নিজেকে project করচে!

কারুর কারুর যৌন-প্রবৃত্তি এমনি সর্ব্বব্যাপী বলেই কি তাহ'লে সংসারের সকল চারুশিল্পের বিলোপ সাধন করতে হবে, ইতালীয় মর্ম্মর মূর্ত্তিগুলিকে বস্ত্রাচ্ছাদিত ও উলঙ্গ পশুপক্ষীকে নির্ব্বাসন দান করতে হবে? এই "চিত্তবিকার" কেন হয় তার কারণানুসন্ধান করতে গেলে দেখা যায় এর মূলে রয়েচে মানুষের প্রবল যৌনাকাঙ্ক্ষা। রোগীকে রোগমুক্ত করতে হ'লে রোগের মূলে ঔষধ প্রয়োগ করা যেমন প্রয়োজন, সমাজদেহ সম্বন্ধেও সেই ব্যবস্থাই ঠিক তেমনি অত্যাবশ্যক। নয়তো জনসাধারণের "চিত্তবিকার" ঘটবে ব'লে মেয়েস্কুলের গাড়ী বা রাজপথে নারীদের চলা ফেরা বন্ধ করাও যেমন সুযুক্তি-সঙ্গত, তেমনি অতিবুদ্ধির পরিচায়ক নৃত্যশালা ও নাট্যমন্দিরের বিলোপ কামনা করা—সেখানে "মানবের জঘন্যবৃত্তির ধূমায়িত বহ্নিতে ইন্ধন" পড়বার সম্ভাবনা আছে বলে।

সমাজের কল্যাণ আমরাও কামনা করি। নৃত্যগীত অভিনয়ের মধ্যেও রুচি-বিগর্হিত অনেক জিনিষের সমাবেশ হ'তে পারে সেকথাও আমরা জানি। অভিনয় আলোচনা প্রসঙ্গে যেখানেই তার পরিচয় পেয়েচি তীব্রভাবে সেইখানেই তার প্রতিবাদ করতে তাই কোন দিনই কুণ্ঠাবোধ করি নি। কিন্তু "রসের আসরে" যার অনিন্দনীয় শিল্পসৌন্দর্য্যে আমরা মুগ্ধ হয়েচি তার যাচাই আমরা "সঞ্জীবনী"র কষ্টিপাথরে করতে প্রস্তুত নই। কাগজের স্তম্ভে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার ধ্বজা উড়িয়ে, সমগ্র জাতি কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত সাইমন কমিশনের সমর্থন করলে, সত্য ও বিবেকের সম্মান কতখানি বজায় থাকে, "সঞ্জীবনী" তারই চুলচেরা বিচার করুন। "রসের আসরে"র খবরদারী করবার সত্যকার রসিক বাঙলাদেশে অনেক আছেন।—"সঞ্জীবনী" ও তাঁর দলস্থ সকলে সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

গান

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

ওগো আমার প্রেমের ঠাকুর, চল্‌বে না আর লুকিয়ে থাকা!
হৃদয়-গাঙের তরল তালে শুনচ প্রাণে কোকিল-ডাকা?
চল্‌বে না আর লুকিয়ে থাকা!

*

আজ যে মনের কুঞ্জঘরে
চাঁদের কিরণ-পুঞ্জ ঝরে,
মর্ম্মে আমার নর্ম্মে দোলে পুষ্প-ব্যাকুল বকুল-শাখা,
চল্‌বে না আর লুকিয়ে থাকা।

*

রাজা আমার! রাজ্য কর ক্ষুদ্র হিয়ার রাজধানীতে,
যুগান্তরের মিলন-স্মৃতি ফুটবে তোমার মুখখানিতে!

*

দুঃখ-সুখের গোপন সাথী!
ফুরিয়ে যে যায় জোছ্‌না-রাতি,
দেখ্‌বে এস চিত্রপটে নিত্য তোমার চিত্র আঁকা,
চল্‌বে না আর লুকিয়ে থাকা!

রংমহলের পঞ্চরং

(বা "লাঠ্যজগৎ")

শ্রীমান অসুন্দরের অনতিসুন্দর পত্র

না-মাননীয় নাচঘর-সম্পাদক ছরাশয়দ্বয় সমীপেষু,

ভারি আস্কারা পেয়েছ, না? আমাদের মতন ভদ্রলোকদের সঙ্গে অভদ্র মস্করা? রও ছুষ্ট, শনিঠাকুরকে যেদিন তোমাদের পিছনে লেলিয়ে দেব, সে দিন আঁতে আঁতে টেরটি পারবে, কত ধানে কত চাল!

চালাও থিয়েটারি কাগজ, সাহিত্যক্ষেত্রে নাক গলিয়েছ কোন্‌ সাহসে বাপু? আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবরে দরকার কি? সাহিত্যক্ষেত্র থেকে তোমাদের নাক নিয়ে যাতে আর বেরুতে না হয়, এইবারে সেই ব্যবস্থাই করা হবে।

জানি, অকারণে গায়ে প'ড়ে তোমাদের একজনকে আমরা শনিবারের চিঠির জন্ম থেকে অনেকবার গালাগাল দিয়ে আসছি। হ'তে পারে, পটলী, ডালিম, পুঁটি আর বেদানার বাড়ীতে আমরাও মাঝে মাঝে উঁকিঝুঁকি মেরেছি আর "সীৎকারেরর হিয়া"ও আমাদের আগে আর কারুর কল্পনায় আসে নি এবং "আমাদেরও খেলনা আছে প্রেয়সীর সুচারু চুচুক"! ভদ্রলোকের মেয়েদের নিয়ে অশ্লীল ফষ্টিনষ্টি, দিলীপ রায় ও তাঁর বালিকা আত্মীয়দের "পাঁঠা ও খাসী" বলা, শরৎ চাটুয্যে আর নরেশ সেনগুপ্তের পিতামাতাকে কুৎসিত ইঙ্গিত করা সম্বন্ধেও তোমাদের চোতা কাগজে যে-সব অকাট্য প্রমাণ বেরিয়েছে তাও আমি বা আমরা অস্বীকার করি না। কেন না করবার উপায় নেই। কিন্তু জানো তো, আমাদের গালাগালি দেওয়ার "ক্ষমতাটা আর্টের পদবীতে গিয়ে পৌঁছেচে" (স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সাক্ষ্য)? এ-রকম আর্টের খোঁচা খাওয়া সৌভাগ্য ব'লে গণ্য হ'তে পারে। আমাদের অশ্লীলতা ও অশিষ্টতা তাই সকলেই সহ্য করতে বাধ্য।

"রসজ্ঞ পাঠক কি বুঝবেন বলতে পারি না। র‍্যাফেলের ছবির পাশে হেমেন্দ্র মজুমদারের ছবি যেমন, মোহিতলালের কবিতার পাশে বুদ্ধদেবের ও নজরুলের কবিতা ঠিক তেমনি। র‍্যাফেল বা মোহিতলালের মধ্যে এমন সংযম বা সঙ্গতি আছে যার জন্য কুলটার বসনের তলে স্তনচূড়ার

শিহরণ পর্য্যন্ত সহ্য করা যায়, কামকলা-কেলিউউল্লাস ও মিথুনবিলাসের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়।"*

ব্যাপারটা বোঝবার মতন বিদ্যা তোমাদের আছে তো? কুলটার বসনের তলায় গিয়ে বা স্তনচূড়ার উপরে আরোহণ ক'রে কামুকের কামনা যখন সার্থকতা খুঁজে পাবে, তখন তাকে নিন্দা করা মহাপাপ। তবে কুলটা যদি সে-ক্ষেত্রে আপত্তি করে এবং একটা লোক-জানানো গোলমাল বা অন্যায় কেলেঙ্কারির সৃষ্টি হয়, তাহ'লে সে অসার্থকতা নিশ্চয়ই নিন্দনীয়; কারণ আইনে rape একটা অমার্জ্জনীয় অপরাধ।

মহাকবি মোহিতলাল হচ্ছেন সুচতুর ব্যক্তি! তিনি চক্ষু মুদে লক্ষ ত্যাগ করেন না। তাই সিক্ত বসন ও স্তনচূড়া নিয়ে টানাটানি করলেও অদ্যাবধি কোন কুলটা তাঁর নামে নালিশ করেছে ব'লে শোনা যায় নি (তাঁর বর্ণ কাফ্রি-নিন্দিত হ'লেও)। কোন কুলটা গোলমাল করলে না, কিন্তু তোমরা গোলমাল করছ। তোমরা কুলটারও অধম।

এ গণ্ডগোলে শনিমণ্ডল যে দমবে না, সেটা হচ্ছে অখণ্ড সত্য। মূর্খ সম্পাদক, বারুদখানায় ব'সে তুমি সিগারেট ধরিয়েছ, তার ফল অবিলম্বেই দেখতে পাবে, তখন ক্ষমা চাইলেও ক্ষমা পাবে না। ইতি

শ্রীঅসত্য-অসুন্দর দাস

পুঃ বলা বাহুল্য, আমাদের 'গৌরীসেন' শ্রীযুক্ত মশক চট্টো, আমাদের 'শোপেহাউআর' শ্রীযুক্ত বিরোধ চৌধুরী, আমাদের 'রবীন্দ্রনাথ' (এবং বোক্কাচ্চো) শ্রীযুক্ত বহুৎ-ঝাল বচনদার, আমাদের 'কাব্যদীপালি-পরিত্যক্ত, ঘণ্টায়-চার-প্যারডি-লেখক শ্রীযুক্ত ভোজনীপান্ত দাস এবং আমাদের ঢাকের-পিছনে-ট্যামটেমি শ্রীযুক্ত ছি-মন্ত চট্টো প্রভৃতি মহাশয়গণের সম্পূর্ণ সম্মতি অনুসারে এই সুলিখিত পত্রখানি তোমাদের কুলিখিত কাগজের ঘৃণ্য কার্য্যালয়ে প্রেরিত হ'ল।

এই পত্র তোমরা 'আল্‌টিমেটাম' রূপে গ্রহণ করতে পারো। অঃ অঃ দাস।

* কেতকী, ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা। তোমার মতন কোন কোন দুষ্টলোক বলছে, এই লাইনগুলি নাকি মহাকবি মোহিতলাল মজুমদারেরই কলমের ডগা থেকে বেরিয়েছে। বলা বাহুল্য, তার কোন প্রমাণ নেই। আসলে এটি আমারই মত।—অ, অ, দাস। (এ লাইনগুলো কার কলমের ডগা থেকে বেরিয়েছে, তা আমাদের জানবার আগ্রহ নেই। কারণ যে-উন্মত্ত র‍্যাকেল আর মোহিতলালকে এক আসনে পাশাপাশি বসাতে পারে, তার মতামত বা ব্যক্তিত্ব নিয়ে সেই আহম্মকই তর্ক করবে, সিংহের দেহ আর গাধার ল্যাজের মধ্যে কোনরকম পার্থক্য যার চোখে পড়ে না। নাচঘর-সম্পাদক)

ঝিঙে-ফুল

(খেম্‌টা-তালের বাংলা-চালে)

[স্বর্গীয় আজু গোঁসাই বিরচিত]

(বলা বাহুল্য এই ছড়াটি প্রথম বা নিম্ন, কোন শ্রেণীরই আর্ট নয়। চোস্ত ভাষায় এটি হচ্ছে ব্যক্তিগত আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতি-আক্রমণ—অর্থাৎ কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলবার সাধু চেষ্টা। ইতি—নাঃ সং)

ঝিঙে-ফুল কাঁকুড়-কাঁকুড়! চ'লে যাও, দৌড়ে পাকুড়!
হা-হ্যাখো, স্যাঙাত কজন, বসালে, অ-শিব-গাজন!
অনামুখ বাদ্‌সা-কামুক, ভাবে, "আর সবাই থামুক,
ক'রে কাম- মূর্ত্তি-ঢালাই, নিজেরাই ফূর্ত্তি চালাই!'
ঠোঁটেতে 'নাম্মি' গড়ায়, চাখে আর ধাপ্পা ওড়ায়,
সুমুখে তাড়ির হাঁড়ী, অমৃতে ককায় নাড়ী!
বড়দের পাত্‌ড়া চাটে, ভয়ানক ভেংচি কাটে,
আকাশে ফেল্‌চে থুতু, দিয়ে ভাই, কাতুকুতু,
এরা চায়, লোক হাসাবে, পাকাকে ফের ডাঁশাবে!

*

কবিরাজ মহিষাসুর, মুখে নেই গুম্ফ কি নূর!
খালি গায় সুরৎ-শোলোক, 'চুচুকে'ই দেখলে গোলোক!
আছে কয় ডাণ্ডর-চেলা, সে যেন ধাঙড়-মেলা!
কাছা আর কোঁচা খোলে, নাচে আর কোমর দোলে!
মিলে সব ন্যাংটা ইয়ার, বলে যা, বল্‌ব কি আর!
বুঝি নেই চাল-চুলা রে! ব'সে তাই 'সার্কুলারে',
হ্যাখে রোজ ময়লা-গাড়ী, সুজনের সঙ্গ ছাড়ি!
ছুঁচোদের ছুঁচোবাজী, মানে না বোন কি মা, ঝী!
আগুনের ফিন্‌কি ছোটে, তাদেরি মাথায় ওঠে,
তবু নেই হায়ার সাড়া, গোঁফেতে লাগায় চাড়া!
ভারতীর পদ্মলোকে মহিষের শৃঙ্গ ঢোকে,
আঁতে তার খুর পুঁতিয়ে ঢুঁ-মেরে হ্যায় গুতিয়ে!

*

এসে কে চৌধুরী-পো খুলেচে বিচ্ছে-ডিপো,
বলে, "হ্যাখ্, 'ফুটনোটে' মোর ভড়ঙের রং কোটে ঘোর!
লাটিন আর গ্রীকে বাবা! মেরে যাই দেদার থাবা!"
দেখে তাই সজ্‌নে-ডাঁটা করে চোখ সুগোল ভাঁটা!
দেখে তাই ছি-মন্ত ঐ, বলে "আর ঘুমন্ত নই,—
এবারে উঠ্‌নু জেগে, খিঁচাব দ্বিগুণ রেগে!"
দেখে তাই মশক-ছানা ধরে গান দিম্ তা-না-না!
আঁধারে হুল সানালে, বোকাদের থ বানালে!
কি 'কোরাস' ছাদ-ফাটানো, দখিনার ছাদ-ঝাঁটানো:—
"আদিরস- উৎস-ধারা"য় ভরেচি বক্ষ-ঝারায়,

চলে সবে তলে তলে হাঁদা তা মুখে বলে !
খাবি কে চুমোর পানা, ছুটে আয় খেড়ে ছানা !
লালসার আমরা মিতা, পড়েচি চড়ুই-গীতা,
খালি তা গোপন রাখি, ঠিকানা দিই না সাকীর !
হেঁ দাদা, আমরা চতুর, সুনামে হই না কতুর !
চ্যা-চ্যা-চ্যা ! ডাকল প্যাচা ! ভঁ্যা-ভঁ্যা-ভঁ্যা ! সবাই চ্যাচা !"

*

পাঠা যে খুঁজচে খাসী, জানে তা পল্লীবাসী !
জানে তা "পটলী দাসী, —"বেদানা"* স্যাখনহাসি !

সারদার কুঞ্জ কবে, ছাগলের আড্ডা হবে,
ঠ্যাটা, ঠক চ্যাংড়া যত, সাধে সেই মন্ত্রে কত !
ওরে ভাই, আয়না ছুটে ! ধ'রে সব কামের মুটে,
দে বাতাস ভাঙা কুলোর, কালো আর রাঙা মূলোর,
ছেনালীর ঠাট-ঠমকে, থামানা এক ধমকে !
অথবা ভাষার কশা ঘা-কয়েক জোরসে বসা' !
যত সব কাল-কা-যোগী সেজেছে গাঁজার, নোগী,
ভেবেচে ধরায় সরা, ধ'রে ঠ্যাং, ছেকল পরা' !
নিয়ে চল্ চিড়িয়াখানায়, সেখানেই দিব্যি মানায় !
'হিপো' আর হনুর দলে, এদেরি গাওনা চলে !
পাবে রোজ জাব্না খাবার তবে কি ভাব্না আবার !
নতুবা পাঠাও পাকুড় ! ঝিঙে-ফুল কাঁকুড়-কাঁকুড় !

———

* শনিবারের চিঠি দ্রষ্টব্য।

আসছে হপ্তায় "পঞ্চরঙে"
উপভোগ্য রগড় পাবেন

বিখ্যাতদের নৃত্যানুরাগ

—:০:—

শ্রীভারতকুমার বসু

নাচ !···

নাচ কে না ভালবাসে? বড় বড় প্রতিভাশালী ব্যক্তিরাও এর পক্ষপাতী ছিলেন! এমন কি, তাঁদের মধ্যে অনেকে বাস্তবতঃ এর শিক্ষা পেতে চেষ্টাও ক'রেছিলেন! কিন্তু তাঁদের অক্ষমতার জন্য তাঁরা এমন দুর্দ্দশা ভোগ ক'রেছিলেন যে, তা তাঁদের জীবনের মধ্যে বেশ একটা স্থায়ী রেখাপাত ক'রেছিল! উদাহরণ স্বরূপ বাল্জাককে ধরা যেতে পারে! ছেলেবেলাতে তিনি তাঁর বোন্ লরেকে একখানি চিঠিতে লিখেছিলেন, "আমার দুটী একান্ত ইচ্ছে আছে। ১মটী—প্রসিদ্ধ হওয়া! আর দ্বিতীয়টী—প্রিয় হওয়া!"

প্রসিদ্ধ হবার জন্যে তিনি লিখেছিলেন—ক্রমওয়েলের করুণ পরিণতি সম্বন্ধে একটী অমিত্রাক্ষর ছন্দকাব্য!···পাঠকদের কাছ থেকে এই কাব্যখানি একাধিক বার পড়বার গৌরব পায়নি!—প্রিয় হবার জন্যে তিনি নাচ শিক্ষা ক'রেছিলেন! এবং 'বল্'-ঘরের প্রথম প্রবেশের সময়েই পা পিছলে হঠাৎ প'ড়ে যান! তাতে তিনি উপস্থিত মহিলাদের কাছ থেকে উপহার পেয়েছিলেন···ব্যঙ্গভরা তীব্র কলহাসি!···এই উপহার পেয়ে জীবনে তিনি আর কখনো ভুলেও নাচবার চেষ্টা করেন নি! তাই তিনি বড় দুঃখেই তাঁর লেখা "বুনো গাধার চামড়া"র মধ্যে নায়কের মুখে তাঁর নৃত্য-বিভ্রাটের ছায়া বর্ণনা করেছেন!···

লর্ড বায়রণও নাচ শিক্ষা করেছিলেন। এবং তাঁকেও এজন্যে মনোকষ্ট পেতে হ'য়েছিল! তবে তাঁর দুঃখ ব্যাল্জাকের দুঃখ থেকে ছিল স্বতন্ত্র প্রকারের!···

১৬ বছর বয়সে তিনি তাঁর খুড়তুতো বোন মিস্ ক্যাওয়ার্থের প্রেমে পড়েন! তিনি যখনি ম্যাট্লকে ক্যাওয়ার্থের বাড়ীতে যেতেন, তখনি দেখতেন যে, সে অন্য এক পুরুষের সঙ্গে নাচতে বেরিয়ে গেছে!···যৌবন-দিনে নিজের প্রণয়িণীকে অন্য লোকের সঙ্গে নিযুক্ত হ'তে দেখে, তিনি মনে মনে অত্যন্ত ব্যথা পেতেন!···কিন্তু তাঁর প্রণয়িণী তাঁকে যে এড়িয়ে চ'লতেন, তাঁর কারণ ছিল তাঁর নৃত্যের বিষয়ে অক্ষমতা!...তাঁর এই অক্ষমতা ছিল—তাঁর মেধার দুর্ব্বলতা-জনিত নয়! এই অক্ষমতা ছিল—স্বভাবপ্রদত্ত!...তিনি ছিলেন, খোঁড়া!... একদিন তিনি স্পষ্টই 'আড়ি পেতে' শুনলেন যে, মিস ক্যাওয়ার্থ তার দাসীকে ব'লছে, "ওই খোঁড়া ছেলেটাকে কি আমি পরোয়া করি, তুমি ভাবছ?···" এই কটি কথা তীব্র শেলের মতই তখন তাঁর বুকে এসে বেজেছিল!

কিট্স্ও ছিলেন নাচের পক্ষপাতী! তাঁকে নাচ শেখাবার জন্য তিনি তাঁর বোনকে একখানি চিঠি পর্য্যন্ত লিখেছিলেন।···কিন্তু এই শিক্ষার দিক দিয়ে তিনি কিছুই উপকৃত হননি। তার কারণ, তরুণ-কবিসুলভ লজ্জায় তিনি মেয়েদের সঙ্গে নাচতে চাইতেন না! তার উপর তিনি ছিলেন রীতিমত বেঁটে!··· এই কারণে তাঁর স্ত্রী ফ্যানি ব্রাউনির অবহেলা যতটা ছিল, তাঁর অভিমান ছিল তার চেয়ে অনেকগুণ বেশী'···

এই সম্পর্কে তাঁর এক খুড়তুতো বোন লিখেছেন :—

"শ্রীমতী ব্রাউনি অনেক নিমন্ত্রণ পেতো। এবং যেহেতু কিটস্ সুন্দর স্বাস্থ্যসম্পন্ন ছিল না, সেই কারণে সে ব্রাউনীকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে পারতো না! কাজেই সে (ব্রাউনি) গোরাদের সঙ্গে উল্উইচ ও হ্যাম্স্টীডের 'বলে' যেতো, আর, মিলিটারী অফিসারদের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে নাচতো! এইটীই ছিল কিটসের মনোদুঃখের কারণ। কিন্তু ব্রাউনি এ-দুঃখ দেখেও দেখতো না!···"

দারুণ অভিমানে শেষে একদিন কিটস্ ব্রাউনীকে লিখলেন :—

"তুমি হয় ত ব'লতে পার যে, 'তুমি কী স্বার্থপর, কী নিষ্ঠুর যে আমার যৌবনকে উপভোগ ক'রতে না দেবার কথা ব'লছ!··আমাকে অসুখী করবার প্রস্তাব ক'রছ!'···কিন্তু যদি তুমি আমাকে ভালবাস, তা হ'লে তুমি ওই অনুযায়ীই কাজ ক'রবে!···ভগবানের নামে শপথ ক'রে বলছি যে, আর কিছুতেই আমি সুখী হবো না!···যদি তুমি আর নাচের আসর উপভোগ ক'রতে যাও, তা হ'লে বুঝব যে, তুমি আমাকে কখনো ভালবাসোনি! আর কখনো বাসবেও না!···"

গভীর দুঃখে এর কয় হপ্তা পরে আবার তিনি ব্রাউনিকে লিখলেন,

"খ্রীষ্টের নাম নিয়ে আবার আমি তোমাকে লিখছি যে, এ-মাসে ফের যদি তুমি কিছু ক'রে থাক, তা হ'লে আর আমাকে চিঠি-পত্তর লিখো না!··হয় ত তুমি বদ্লাতে পারতে!...কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমি যা দেখেছি—তুমি যদি আবার নাচ-ঘরে যাও, তা হ'লে আর আমি বাঁচতে ইচ্ছে করি না! আর জেনো যে, আগামী রাত্রিই হবে আমার শেষ রাত্রি!···

১৬ বছর বয়সে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট যখন ভ্যালেন্সের lieutenant ছিলেন, তখন তিনি নাচ অভ্যাস ক'রতেন! কিন্তু পরে তাঁর রাজ-জীবনে তিনি কখনো নাচেন নি! অন্ততঃ এ সম্বন্ধে কোন নজীর পাওয়া যায় না!... তাঁর চেহারাখানি ছিল কুৎসিত!···এইজন্য নাচ-শিক্ষা তাঁর ব্যর্থতার কারুণ্যেই ভ'রে উঠেছিল!···

—

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১১নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৪র্থ বর্ষ
৪৩শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

২৪শে চৈত্র
১৩৩৪

নাট্য-জগৎ

—:০:—

বাংলা দেশে নট-নটী নির্ব্বাচনের কোন আধুনিক প্রথা আছে ব'লে জানা নেই। এখানে অভিনয়-বিদ্যালয় থাকলেও কথা ছিল। তা আগেও ছিল না, এখনো নেই, অদূর-ভবিষ্যতেও তার প্রতিষ্ঠার কোন সম্ভাবনা দেখি না!

*

কর্ত্তৃপক্ষ হবু নটের চেহারা দেখেন, দু-একটা আবৃত্তি শোনেন। তারপর পছন্দ হ'লে দলে ভর্ত্তি ক'রে নেন। যদি কোন প্রত্নতাত্ত্বিক বলেন যে, Azilian Ageএ এই প্রথাতেই নট নির্ব্বাচন করা হ'ত, তাহ'লেও আমরা বিস্মিত হব না।

*

এই ভাবে নির্ব্বাচিত নট-নটীরা দর্শকদের উপরে কতখানি অত্যাচার করেন, আমাদের সকলেরই তা জানা আছে। অধিকাংশ সময়েই এঁদের আবৃত্তি ও ভাবভঙ্গি হয় যথাক্রমে বিকারগ্রস্তের ও উন্মাদগ্রস্তের মত। এবং আমরা তা সহ্য করতে বাধ্য হই—ট্যাঁকের টাকা খরচ ক'রে।

*

পাশ্চাত্য দেশে কেবল অভিনয়-বিদ্যালয়ে পাঠ সাঙ্গ করলেই কারুর পক্ষে রঙ্গালয়ে ঢোকা সহজ হয় না। রুসিয়ায় এমন নাট্যশালাও আছে, রঙ্গালয়ের অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ নট-নটীরাও যেখানে প্রবেশ করতে পারেন না। রুসিয়ার পৃথিবী-প্রসিদ্ধ প্রয়োগকর্ত্তা নেমিরোভিচ ডানশেঙ্কোর নটনটী নির্ব্বাচনের প্রথা এই রকম :—

*

—"অভিনেতা ক—কে দেখুন। আপনি ওঁকে শক্তিবান মনে করেন?"

—"হ্যাঁ, উনি উচ্চশ্রেণীর অভিনেতা।"

—"ওঁকে কি আপনি দলে নেবেন?"

—"না।"

—"কেন?"



আত্মদর্শন

মনের ভূমিকায়—হাঁদুবাবু সুমতির ভূমিকায়—আশমানতারা

—"উনি নিজেকে নিজের অবস্থার মত গ'ড়ে নিতে পেরেছেন। ওঁর শক্তি জনসাধারণের দাবি মানে। ওঁর স্বভাব ম্যানেজারের খেয়াল মানে। ওঁর নিজস্ব থিয়েটারি স্থূলভতা মানে। ওঁর সমস্তটাই বিষাক্ত হয়ে গেছে, সংশোধন অসম্ভব।"

*

—"অভিনেত্রী খ—সম্বন্ধে আপনার মত কি?"

—"ভালো অভিনেত্রী। কিন্তু আমার মনের মত নন।"

—"কেন?"

—"উনি আর্টের মধ্যে নিজেকে ভালোবাসেন।"

*

—"আর অভিনেত্রী গ—?"

—"চলবে না, উনি পরের হুকুমে চলেন।"

*

—"আচ্ছা, অভিনেতা ঘ—কে দেখেছেন?"

—"ওঁর দিকে আমাদের যথেষ্ট মন দেওয়া উচিত।"

—"কেন?"

—"ওঁর আদর্শ আছে এবং সেজন্যে উনি যুদ্ধ করছেন। বর্ত্তমানকে নিয়ে উনি তুষ্ট নন, উনি আদর্শেরই অনুগামী। ওঁকেই আমাদের চাই।"

*

কলাবিদ যখনি বর্ত্তমানকে নিয়ে খুসি হন, তখনি বলা যেতে পারে, তাঁর আর্টের মৃত্যু হয়েছে। ললিত কলার রাজ্য, চির-অন্বেষণের রাজ্য, চির-অতৃপ্তির রাজ্য, সেখানে না-পাওয়ার মধ্যেই রসরূপের বৈচিত্র্য ফুটে ওঠে! যথার্থ শিল্পীর আদর্শ হচ্ছে আলেয়ার মত;—শিল্পীকে সে কাছে ডাকে, এগিয়ে নিয়ে আসে, কিন্তু তার হাতে কোনদিন ধরা দেয় না।

*

পার্সী থিয়েটারের মতন বাংলা রঙ্গালয়েও আজকাল জমকালো দৃশ্যপটের দিকে অত্যধিক ঝোঁক দেখা যায়। আমরা বরাবর ব'লে এসেছি, এটা সুখ্যাতির কথা নয়। কারণ দৃশ্যপটের জাঁকজমক, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই,

অভিনয়ের দুর্ব্বলতা ও অবনতি ঢাকবার জন্তেই দরকার হয়। উচ্চশ্রেণীর নাটকে এবং উচ্চশ্রেণীর অভিনয়ে কখনো চোখ-ধাঁধানো দৃশ্যপট ব্যবহার করা উচিত নয়।

য়ুরোপের এক অন্ততম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা নবীন বয়সে "ওথেলো" অভিনয়ের আয়োজন করেন। তখন তিনি বিখ্যাত হ'লেও নবীন ছিলেন। "ওথেলো" অভিনয়ে দৃশ্যপটের অভাবিত সমারোহ দেখিয়ে তিনি ভেবেছিলেন, সকলকে একেবারে মোহিত ক'রে দেবেন।

*

নাট্য-জগতে প্রসিদ্ধ ও অমর Rossi একদিন তাঁর অভিনয় দেখতে এলেন। তিনি কিন্তু মোটেই মোহিত হ'লেন না, বরং উক্ত অভিনেতাকে ডেকে বললেন, "এত রংচঙে সিনারি, এত ঝকমকে পোষাক, এত সমারোহ কেন? এতে যে দর্শকরা অভিনেতাদের উপরে মন দিতে পারে না!

*

"এ-সব খেলনার তখনি দরকার, রঙ্গমঞ্চের উপরে যখন অভিনেতার অভাব হয়। চমৎকার একটি পোষাক সেই স্বণিত দেহকেই ঢাকতে পারে, যার মধ্যে শিল্পীর প্রাণের স্পন্দন নেই। তোমার এ-সব আপদের দরকার কি, তোমার যে শক্তি আছে! ভগবান তোমাকে নট হবার উপযোগী সব গুণই দিয়েছেন। আসল জিনিষ তোমার হাতেই আছে। তুমি যা চাও তা হচ্ছে আর্ট! অবশ্য তাও তুমি পাবে—"

—"কিন্তু কার কাছে থেকে, কেমন ক'রে আমি আর্টের শিক্ষা পাব?"

—"তোমার বিশ্বাস হয় এমন কোন শিক্ষককে তুমি যদি আজও না পেয়ে থাকো, তাহ'লে আমি একজন শিক্ষকের নাম করতে পারি।"

—"কে তিনি?"

—'তুমি নিজে।"

*

য়ুরোপীয় নৃত্য-জগতে যিনি 'রেনেসাঁস' এনেছেন, সংপ্রতি-মৃত সেই ইজাডোরা ডানকানের একটি উক্তি শুনুন:—"যেদিন থেকে দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে শিখেছি, সেইদিন থেকেই আমি নাচছি আর নাচছি। সারা জীবনই আমি নেচে আসছি। মানুষ, সমস্ত মানবতা, সমস্ত পৃথিবী নৃত্য করতে বাধ্য। চিরকাল তাই হয়েছে, চিরকাল তা হবে। রুচিবাগীশরা মিথ্যা বাধা দেন এবং প্রকৃতির একটি স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় দানের মর্য্যাদা বুঝতে রাজি নন।"

*

প্রতিভাধর ও অমর প্রয়োগকর্ত্তা গর্ডন ক্রেগের মতে, "রমণী রঙ্গালয়ের সর্ব্বনাশ করে। পুরুষদের উপরে রমণীরা সহজেই শক্তি ও প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং তারই অন্যায় সুযোগ তারা গ্রহণ করতে ছাড়ে না। শক্তি ও প্রভাবের অসৎব্যবহারের দ্বারা আর্টের রাজ্যে তারা কাদের নিয়ে আসে?—ছিনালী, চক্রান্ত এবং পক্ষপাতিতা!"—রঙ্গালয়ের ভিতরের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত আছেন তাঁরাই জানেন, এ কথাগুলি কতটা সত্য! কিন্তু উপায় কি?

*

জনৈক কবি গেয়েছেন:—

"Men have many faults;
Poor women have but two:
There's nothing good they say
And nothing right they do."

*

এবং Dr. Wolcott বলেছেন:—

"Oh! woman, woman, whether lean or fat,
In face an angel, but in soul a cat."

*

এবং G. R. Sims বলছেন:

"Lor' but women's rum cattle to deal with, the first man found to his cost;
And I reckon it's just through a woman the last man on earth 'il be lost."

*

এবং হিন্দু ও খৃষ্ট সন্ন্যাসীরা নারীজাতির বিরুদ্ধে কত না মানহানিকর কলঙ্ক প্রচার করেছেন ও পুরুষদের ভয় দেখিয়েছেন! কিন্তু সমাজ তবু যখন নারীকে ছাড়তে পারে নি, তখন রঙ্গালয়েও নারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রচার ক'রে কোনই লাভ নেই। সত্যই যদি নারী মূর্ত্তিমতী পাপ হয়, তাহ'লে তাকে অপরিহার্য্য পাপ ব'লেই মানতে হবে!

*

সংপ্রতি "কালি-কলম" নামক মাসিকপত্রে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় "ক্ষীরোদপ্রসাদ" প্রবন্ধে এমন একটি নূতন সংবাদ দিয়েছেন, যার প্রতিবাদ আবশ্যক। সুরেনবাবুর কাছে ক্ষীরোদপ্রসাদ নাকি বলেছিলেন, "আলিবাবা"র গানগুলি তাঁর নিজেরই রচনা। নিজের গানরচনার শক্তি সম্বন্ধে স্বর্গীয় নাট্যকারের উচ্চধারণা থাকাই স্বাভাবিক। এ-কথা নিয়ে আমাদের সঙ্গেও তিনি অনেকবার আলোচনা করেছিলেন বটে, কিন্তু "আলিবাবা"র গানগুলি যে তিনি লিখেছিলেন, এমন কথা তাঁর মুখে কোনদিনই আমরা শুনি নি।

*

"আলিবাবা"র গানগুলি যে স্বর্গীয় অতুলকৃষ্ণ, গিরিশচন্দ্র ও অমরেন্দ্রনাথের রচনা, এই কথাই আমরা বরাবর শুনে আসছি। এ-বৎসরের 'নাচঘরে" প্রকাশিত স্বর্গীয় অতুলকৃষ্ণের আত্মজীবনীতেও ঐ কথা লেখা আছে। এমন ক্ষেত্রে ক্ষীরোদপ্রসাদ যে পরের রচনাকে নিজস্ব ব'লে গর্ব্ব করবেন, তাঁর প্রতিভার এতটা দৈন্ত কখনো হয়েছিল ব'লে আমরা স্বীকার করব না। আমরা তাঁকে চিনতুম, তিনি মিথ্যা বলবার মানুষও ছিলেন না। তবে তাঁর মুখে এমন কথা বসল কেন? সুরেনবাবুই বলতে পারেন!

*

মৃত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে কোন-কিছু লিখতে গেলে যে সাবধানতা ও সংযমের আবশ্যক হয়, অধিকাংশ বাঙালী লেখকের রচনায় তার পরিচয় পাওয়া যায় না। আমাদের কলমের এক টানে তাঁরা সাধু বা অসাধু হয়ে পড়তে পারেন—তাঁদের অবস্থা এমনি অসহায়। খুব সম্ভব, সুরেনবাবুর স্মৃতিশক্তি বিশেষ প্রশংসনীয় নয়। সংস্কার আবশ্যক।

*

খুলনা সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি নাট্যাচার্য্য অমৃতলালের এই কথাগুলি স্থানীয় "পতাকা" পত্র থেকে উদ্ধৃত হ'ল:—"অভিনয় তিন প্রকার—আঙ্গিক, বাচিক ও সাত্ত্বিক। আজকালের অভিনেতারা বাচিকের দিকে মোটেই নজর দেয় না। দর্শকরাও আজকাল কেউ বলেনা—আজ কেঁদে এসেছি, কিম্বা হেসে এসেছি। তারা বলে ঐ সিনটায় শিশির ভাদুড়ী চোখটা কেমন করেছিল দেখেছিস?"

*

শিশিরকুমার সম্বন্ধে তিনি বলেন "He is a genius. আমার পূর্ব্বোক্ত কথায় কেউ মনে করবেন না যে আমি শিশিরের নিন্দা করছি। তাকে আমি নিন্দা করতে পারি না, তাকে আমি খুব ভালবাসি, সেও আমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা

করে। শিশিরের সম্বন্ধে এই বললেই বোধ হয় যথেষ্ট হবে যে, এটা শিশিরের যুগ। যেমন গিরিশচন্দ্রের অর্দ্ধেন্দুশেখরের যুগ গিয়েছে, তেমনি এটা শিশিরের যুগ।"

•

আমোদপ্রমোদ সম্বন্ধে অমৃতবাবুর মত: "আনন্দ ভিন্ন মানুষ থাকতে পারে না, পশুপক্ষীও আনন্দ ক'রে থাকে। শিশু যখন এককোণে চুপটি ক'রে ব'সে থাকে, তখনি বুঝতে হবে যে তার অসুখ হয়েছে। তেমনি যে জাতি আনন্দ করতে জানেনা, বুঝতে হবে সে জাতির গঙ্গাযাত্রার সময় হয়েছে।"

•

গান সম্বন্ধে তাঁর উক্তি: "অনেকে ব'লে থাকেন যে আজকাল গান-বাজনার কেউ আদর করে না, থিয়েটার হয়েই সব গেল। আমি ছাপ্পান্ন বৎসর থিয়েটারের বোঁচ্‌কা ঘাড়ে ক'রে বেড়িয়েছি, আমি এ কথা বিশ্বাস করি না। আমার মনে হয় বাংলাদেশের গান যে দিন থেকে Gymnasiumএর কসরতে পরিণত হয়েছে, সেদিন থেকেই গানের অবনতি আরম্ভ হয়েছে।"

•

জনৈক পত্রপ্রেরক একাধিকবার আমাদের জানিয়েছেন, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন বেদান্তশাস্ত্রী কর্ত্তৃক লিখিত 'অনার্য্যবিজয়' নামে একখানি নাটক নাকি কোন বিখ্যাত নাট্যকার 'গাপ্‌' করেছেন এবং ভিন্ন নামে কলিকাতার কোন রঙ্গালয়ে নাকি তার অভিনয় হয়ে গেছে। সাক্ষীরূপে তিনি ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের নাম করেছেন! এ-সম্বন্ধে নরেশবাবুর কোন বক্তব্য থাকলে আমরা তা ছাপতে পারি। নইলে কোন মন্তব্য প্রকাশ করা আমাদের পক্ষে নিরাপদ বিবেচনা করি না।

•

অবশ্য "না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়" এ নীতি যে 'থিয়েটারি' নাট্যকারের নীতি নয়, সে কথাটা আমরা অনেকদিনই জানি। জেনে-শুনে 'ডাইনীর হাতে পো সমর্পণ করলে' পরে আর হাহাকার ক'রে লাভ কি? আমাদের আগেও অনেকে ঠকেছেন, আমরা নিজেরাও ঠকেছি এবং আমাদের পরেও অনেকে ঠকবেন। জগতে বেলতলাও আছে চের এবং বেলতলায় বার বার যেতে চায় এমন ন্যাড়ার সংখ্যাও কম নয়। অতএব 'অলমতিবিস্তরেণ'।

•

কোন নাট্যকার সম্বন্ধে সহযোগী "অগ্রদূত" যে ইঙ্গিত করেছেন আমরা তা সমর্থন করি না। এ-রকম ব্যক্তিগত ইঙ্গিতের দ্বারা আর কোন লৌকিক উপকার সাধিত হয় না, কাগজের সুনাম আহত হওয়া ছাড়া। আশা করি সহযোগী আমাদের কথা বন্ধুর মতই নেবেন এবং ভবিষ্যতে এ-রকম ইঙ্গিত করবার আগে কিঞ্চিৎ চিন্তা করবেন।

•

মনোমোহন থিয়েটার যে-ভাবে 'চলছে', তা দেখলে তার 'সচলতা' সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। মেকী টাকাও সময়ে সময়ে বাজারে 'চলে', মনোমোহন থিয়েটারও 'চলছে'! আমাদের কোন পরিচিত ব্যক্তি সেদিন 'মনোমোহনে'র অভিনয় দেখে এসে কর্ত্তৃপক্ষদের উপরে যে-সব বিশেষণ প্রয়োগ করছিলেন, অভিধানে সেগুলি খুঁজে পাওয়া যায় না। হা 'শ্রীরামচন্দ্র'! হা 'চাঁদসদাগর'! হা 'আরবী-হুর'! এমন তিন তিন টেকাও 'মনোমোহন'কে জন-মনোমোহন করতে পারলে না?

•

টাইনাড়া হবার আগে 'নাট্যমন্দির' একেবারে চুটিয়ে অভিনয় ক'রে নিচ্ছেন। কি হপ্তায় প্রায় একাধিক দিনে একসঙ্গে দু-খানা ক'রে বড় নাটকের অভিনয় এবং প্রধান নায়কের ভূমিকায় শিশিরকুমার স্বয়ং! মজুরীতে হয় তো বেশই পোষাচ্ছে, কিন্তু "শরীরের নাম মহাশয়" হ'লেও দৈহিক শক্তির একটা সীমা নেই কি?

•

"ষ্টার" রঙ্গমঞ্চ থেকে নবীন দলের প্রাচীনতম নট শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী মশাই হঠাৎ কোথায় গাঢাকা দিলেন? ছুটীতে আছেন, না শিকলি কেটেছেন?

•

ম্যাডানের জনৈক কর্ম্মচারী যে-খবর দিয়ে গেলেন তার মর্ম্ম হচ্ছে এই:—ম্যাডানের চিত্রনাট্যের দলে অনেকগুলি নামজাদা নট-নটী নাম লিখিয়েছেন এবং শীঘ্রই আরো-অনেকে নাম লেখাবেন। চিত্রনাট্যের কাজ ক'রেও এঁদের হাতে অনেকটা সময় থাকে। ম্যাডান কোম্পানী চান, সেই অতিরিক্ত সময়টাকে কাজে লাগাতে। তাই তাঁরা আবার বাংলা রঙ্গালয় খোলবার জন্যে উৎসাহিত হয়েছেন। আমরা অবশ্য "এক রতি লবণের সঙ্গে" এই খবরটা সকলকে বিশ্বাস করতে পরামর্শ দি।

•

ক্ষীরোদপ্রসাদ পরলোকে। সাধারণের উপরে প্রভাব আছে এমন কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাঙালী নাট্যকার আর নেই। ম্যাডান যদি সত্যই রঙ্গালয় খোলেন, তাহ'লে সেখানকার জন্যে এবার বাঁধা নাট্যকার হবেন কে? মহানাটকের জন্মদাতা আগা হাসার? তিনি কি আবার "সতীলীলা" বা "অপরাধী কে" শ্রেণীর নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন? শুনলে আশ্বস্ত হব।

•

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী এখন কোথায়?—প্রতিধ্বনি উত্তর দিলে, 'কোথায়'?

•

আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা লিখেছেন:—"গত শুক্রবার ৩০শে মার্চ্চ 'নাট্যমন্দিরে' সারস্বত সম্মিলন কর্ত্তৃক "দেবলাদেবী" ও "আলিবাবার" অভিনয় হ'য়ে গেছে। নির্দ্দিষ্ট সময়ের এত পরে অভিনয় আরম্ভ হ'য়েছিল এবং তা' এমন ধীর-মন্থর গতিতে অগ্রসর হচ্ছিল যে, প্রথম অভিনীত পুস্তক "দেবলাদেবী"র মাত্র দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত হ'তেই পুরোপুরি বারটা বেজে গিয়েছিল। ধৈর্য্য ধ'রে ওর বেশী সময় পর্য্যন্ত অভিনয় দেখা সম্ভবপর হ'য়ে ওঠেনি; কারণ বইখানি সেই পর্য্যায়ভুক্ত যার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা খুব উঁচু নয়। অভিনয়ের কথা বলতে গেলে প্রথমেই খিজির খাঁকে মনে পড়ে। "তত্ত্বাবধায়ক" শ্রীসন্তোষকুমার দাস মহাশয় যে চমৎকার অভিনয়-নৈপুণ্য দেখাচ্ছিলেন, তাতে 'রসজ্ঞ' দর্শকবৃন্দ গুণগ্রাহিতার নিদর্শনস্বরূপ ঘন ঘন করতালিধ্বনি দ্বারা প্রেক্ষাগৃহ বারংবার মুখরিত ক'রে তুলেছিলেন।

•

"তারপর কাফুর খাঁ, মতিয়া, বলদেবজী, আল্লি খাঁর ভূমিকায় যথাক্রমে শ্রীননী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঋষিকুমার ঘোষ, শ্রীগোলক ঘোষাল ও শ্রীসুবোধ দাস মহাশয়দের অভিনয় উল্লেখযোগ্য। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে যে, স্ত্রী-ভূমিকায় কাউকে তেমন মানায়নি। যে শিশু-বালিকাদের নর্ত্তকীরূপে আমদানী করা হয়েছিল; তারা যে-কোন অভিনেতার চেয়ে কম কৃতিত্ব রঙ্গমঞ্চের উপরে দেখায় নি; বিশেষ ক'রে সেই এক্কেবারে 'ছুটকীটি'।

•

"গত ১০ই চৈত্র শুক্রবার বেলেঘাটা লাইব্রেরীর নবমবার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের ভবনে লাইব্রেরীর সভ্যগণ কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার বিরচিত চতুর্থাঙ্ক নাটক "রামায়ণ" অভিনীত হয়েছিল। রামের ভূমিকায় শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু মহাশয় অভিনয়ে কৃতিত্ব

দেখিয়েছিলেন। তাঁর আবৃত্তি সুষ্ঠু। শ্রীসুধীর মল্লিক-চৌধুরী মহাশয় লক্ষণ ও লক্ষ্মী উভয় ভূমিকাতেই দর্শকদের মুগ্ধ করতে পেরেছিলেন। বিশ্বামিত্রের অভিনয়ও আমাদের মধ্যে মধ্যে আকৃষ্ট করেছিল। শ্রীবিজয় গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ইন্দ্র ও পরশুরামের ভূমিকায় ভালই অভিনয় করেছিলেন, তবে ইন্দ্র-রূপে তাঁর অঙ্গভঙ্গী আরও সংযত হওয়া উচিত ছিল। শ্রীসুরেন্দ্র বসু মহাশয় হনুমান বেশে লঙ্কাদাহন কার্য্যটা সুসম্পন্ন করেছিলেন। একটিমাত্র দৃশ্যে গোলক-বিহারী নারায়ণরূপে শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিতজী, সেই চতুর, কপটী, সজ্জনের সখা, সর্ব্বজ্ঞ শ্রীহরিকে জীবন্ত ক'রে তুলেছিলেন তাঁর চারু বেশে ও মনোরম আবৃত্তিতে। রামভক্ত প্রজার ভূমিকায় শ্রীহরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গীতলহরী সকলকেই মুগ্ধ করেছিল। স্ত্রী-চরিত্রের মধ্যে সীতা ও কৈকেয়ীর অভিনয়কে ভাল বলা যেতে পারে। দর্শকদের চিত্তবিনোদনের জন্যে মধ্যে মধ্যে স্ত্রী-বেশে শ্রীদুর্গাপদ ঘোষ মহাশয় যে নৃত্যপটুতা দেখিয়েছেন, তা' বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য।"

গান

—:০:—

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

ওরে মোর স্বপনমাঝে রোজই বাজে বঁধুর হাতের মধুর বাঁশী!
রাগিণী হিয়ার কাছে জেগেই আছে হাজার ভুবন পরকাশি!
বাজে শোন্, বঁধুর হাতের মধুর বাঁশী।

*

হৃদয়ের নাটমহলে গাওনা চলে,—গাইচে রবি, চন্দ্র, তারা,
নীলিমায় পরাণ ব্যেপে যায় যে কেঁপে কোন্ অসীমের মন্ত্রধারা!
মরণের শীতল কোলে জীবন দোলে, চক্ষে নাচে অশ্রু-হাসি!
বাজে শোন্, বঁধুর হাতের মধুর বাঁশী।

*

জানি গো, ধরার প্রথম সেই প্রভাতে
ধরেচ, কী বাঁশরী আপন হাতে!
তারি আজ পুলক মাতে মাটির আঁতে নতুন তৃণের কাঁপন সাথে।

*

দরদী! নিত্য বুকে দুঃখে-সুখে বাজাও তুমি—বাজাও স্বামী!
তোমার ঐ, সুরের সোতে বাউল হ'তে লক্ষ জনম চাইব আমি!
ছুঁয়ে মোর মনের লোহা তোমার দোঁহা করবে সোনা প্রাণ উলাসি'!
বাজে শোন্, বঁধুর হাতের মধুর বাঁশী।

রংমহলের পঞ্চরং

—:০:—

শনি-মণ্ডল

শনির আওতায় ব'সে কুঁকড়ো-সখারা ফাঁকা তোপ দেগেছেন! হেমেন রায় আর বাঁচবে না,—পথে না হোক্ অন্ততঃ বাসায় গিয়েও ম'রে থাকবে।

*

তা ছেলেগুলি বিদ্বেধরই বটে। "হেমেন্দ্রকুমার Academic criticism এর বানান ঠিক লিখিয়াছেন" ব'লে প্রশংসাপত্র দিয়েছেন। কিন্তু তার পরেই এই কয় পংক্তি নিয়ে বালকবৃন্দ একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছেন। "ars longa vita brevis! (আর্ট দীর্ঘ, জীবন হ্রস্ব) তার উপরে যদি এই-সব উপ-আর্টের উপদ্রব মাত্রায় বেড়ে যায় তাহলে তথাকথিত খর্ব্বজীবনের অবস্থা কাহিল হয়ে ও'ঠে, অধিকতর।" (নাচঘর, ৪র্থ বর্ষ, ৪০ সংখ্যা)

*

শনিশিষ্যদের টিপ্পনী: "ইহার অপেক্ষা বাঙলা ভাষার বিশুদ্ধতর ও মহত্তর নমুনা (পাঠক শুদ্ধ ভাষার শ্রী লক্ষ্য করবেন—"ইহার অপেক্ষা"র উপরে আবার "তম"!) দেখা যায় নাই। 'হ্রস্ব জীবন' শুধু নয়, তথাকথিত 'খর্ব্বজীবন'!"—বৎসগণ যদি লেখবার আগে অভিধানের সঙ্গে এক মিনিট পরামর্শ করতেন, তা'হলে তাঁদের সমালোচনা এমন সেকালকার Heliolithic Neolithic culture" এর উপযোগী হয়ে উঠত না।……… আসল ভুলটা যে কোথায়, সোজা কথায় প্রকাশ করবার ভরসা নেই, কিন্তু ব্যাকরণদুষ্ট ভাষায় গালাগালি দিবার সখটুকু ষোলোআনাই আছে!

*

আমাদের উদ্ধৃত লাটিন বচনটি শনিশিষ্যদের মতে, "উচ্চাঙ্গের ল্যাটিন!"—উচ্চাঙ্গের লাটিন সম্বন্ধে তাঁদের অভিজ্ঞতা বিস্ময়কর। কিন্তু তাঁরা শুনলে বোধকরি অবাক হবেন যে, ও-বচনটি লাটিন হ'লেও উচ্চাঙ্গের বা নিম্নাঙ্গের—কোন অঙ্গেরই নয়। এমন অনেক বিদেশী প্রবাদ বা বচন সকলেই তুলতে পারে, ইংরেজী ভাষায় যে-গুলি semi-naturalized হয়ে গেছে। যেমন অনেক সংস্কৃত বচন এখন প্রায়-বাংলায় পরিণত হয়েছে।

*

শনিগ্রস্তরা এবারে খালি অশ্লীলতা নয়, ভাষা নিয়ে কারুকে কারুকে "কাণ মলিয়া দেখাইতে"ও আঁকুবাকু করেছেন দেখছি। নরেশচন্দ্র প্রভৃতি অনেকেরই ভাষার নমুনা দেখিয়েছেন। কিন্তু নিজেদের ভাষায় কোন নমুনা দেন নি, কেননা তাঁরা নিজেরা ব্যাকরণের সম্মতি না নিয়ে কোন কাজ

করেন না—প্রমাণ, 'মহিমাময়' না লিখে 'মহিমময় সম্মান' লেখেন। অতএব তাঁদের ব্যাকরণ ও ভাষা জ্ঞানের কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া দরকার। কেবল চৈত্রসংখ্যার "শনিবারের চিঠি"তেই উদাহরণগুলি পাওয়া গেছে। এই উদাহরণগুলি তুলতুম না, কিন্তু "চিঠি"র সম্পাদক প্রকাশ্যে যখন ব'লেছেন, "ছাপার অক্ষরে দেখিলে ব্যাকরণ ভুল যে বড় বাজে", তখন না-দেখিয়ে আর উপায় কি? ব্যাকরণ নিয়ে আমরা সহজে গোলমাল করি না। কিন্তু যাঁরা তড়্পান, তাঁদের মিথ্যা তড়্পানি বন্ধ করা দরকার বই কি!

*

১। "ঘূর্ণ্যমান" (ছাপার ভুল নয়, কারণ একাধিক স্থলে আছে)। ২। "নবজাগ্রত" ৩। "বিশাললোচনা নারীগণ" ৪। "হাজার হাজার সঙ্গীগণ" ৫। "যক্ষ্মারোগের সমতুল্য" ৬। "প্রমাণ করিবার" ৭। "এই সকল পণ্ডিতদের" ৮। "কেবলমাত্র" ৯। "প্রমাণ হয়" ১০। "ইহার অপেক্ষা... ... ...বিশুদ্ধতর ও মহত্তর" ১১। "নিজেদের স্বকপোলকল্পিত" ১২। "এই সব লেখকদের" ১৩। "ঝিনঝিন করিতেছে"র পাশেই দেখি "ঝিন্‌ঝিন্ (ঝিন্‌ঝিনি?) ধরিয়াছে।"—করা ও ধরা এক! এবং "ঝিন্‌ঝিন্ ধরাই বা কাকে বলে বাছা? ১৪। "পূর্ণ, অখণ্ড, অবিচ্ছিন্ন"(বা অপূর্ব্ব তেহাই!) প্রভৃতি। এবারের কাগজ থেকেই আরো নমুনা দেওয়া যেত, কিন্তু আর পুঁথি বাড়াতে প্রবৃত্তি হ'ল না। তবে এইটুকুতেই যদি বালখিল্যদের সখ না মেটে তা'হলে "ভবিষ্যতে আরও দিব। ইহাই সব নহে। ফাউস্বরূপ (১ম বর্ষের শনিবারের চিঠিও) আছে।"

*

"ধ্বংসপড়ানিয়া" তাঁরা বুঝি কখনো শোনেন নি? আমাদের কাছে শিক্ষা নিতে যদি চক্ষুলজ্জায় বাধে, গোপনে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসকে পত্র লিখুন। তা'হলে ভবিষ্যতে প্রকাশ্যে আর এতখানি ভাষাজ্ঞানের পরিচয় দিতে হবে না। তাঁদের আর-একটি সৎউপদেশ দি। আগে নিজেরাই বাগিয়ে কলম ধরতে এবং লিখতে শিখুন, তারপরে অন্যের ভাষার উপরে যেন তাঁরা খোঁচা মারবার চেষ্টা করেন। কাঁচার পাকামি সইবে না।

*

"কামতাল" সম্বন্ধে মুখের মত জবাব পেয়েও তাঁরা ভ্রম স্বীকার করেন নি। উল্টে ব্যঙ্গ ক'রে 'চামড়া বাঁচাবার' চেষ্টা করেছেন। তাঁরা ভাঙবেন, কিন্তু মচ্‌কাতে নারাজ। তবু ব'লে রাখি, ব্যঙ্গ—ব্যঙ্গ মাত্র, যুক্তি নয়।

*

এ-মাসের "শনিবারের চিঠি"র আর একটি অমূল্য পংক্তি (যা তোলাও অন্যায়, কিন্তু না তুললেও নয়) দেখুন—"শিশ্ন-উদর দুয়েরি মহিমা সমান" প্রভৃতি। শুনতে পাই, 'চিঠি'র অন্যতম লেখক রামানন্দবাবু সাহিত্যে "রমণী" কথার ব্যবহারও শ্লীল মনে করেন না। কিন্তু "শিশ্ন" সম্বন্ধে তাঁর মত কি? সাহিত্যে পরের কথা, ও-শব্দটি কি 'প্রবাসী'-কার্য্যালয়েও ব'সে নির্ভয়ে উচ্চারণ করা যায়?

*

জনৈক কবিযশোপ্রার্থী পুরুষ-পুঙ্গব পথে-ঘাটে মহা-উৎসাহে ঘোষণা ক'রে বেড়াচ্ছেন, তিনি নাকি আমাদের কোন কবি-বন্ধুর অনেক গুপ্তকথা শীঘ্র প্রকাশ ক'রে দেবেন। কিন্তু জলে ব'সে কুমীরের সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হবার আগে তাঁরও জেনে রেখে দেওয়া দরকার যে, আমরাও বেচাল দেখলে গাধার গা থেকে সিংহের ছাল খুলে নিতে একটুও ইতস্তত করব না। তিনি ও তাঁর দলের অনেকেই যে "ডাঃ জেকিল ও মিঃ হাইডে"র এক-একটি সজীব দ্বিতীয় সংস্করণ, এ-কথা আমাদেরও কাছেও লুকানো না থাকতে পারে। আমাদের হাঁড়িতেও অগুন্তি গুহ্য খবরের অভাব নেই এবং ভরসা করি যে খবরগুলো তাঁর মন-গড়া খবরের চেয়েও সাধারণের কাছে বেশী চিত্তোত্তেজক হবে! কারণ এগুলি মন-গড়া নয়।

*

কবিবর মোহিতলাল মজুমদারের একটি কবিতার টুকরো মাত্র আগে তোলা হয়েছিল। কিন্তু এখন দেখছি সেইটুকু যথেষ্ট নয়, কারণ তার রস সকলে পুরো-মাত্রায় উপভোগ করতে পারেন নি। অতএব এবারে তার আসল রূপটি এখানে কতকটা খুলে দেখানো হ'ল:—

নারী যত ভুঞ্জে রতি, তত সে পুরুষ
কত না ভ্রূকুটি করে, ভঙ্গি তার ততই পরুষ;
উঠে যায় সম্ভোগের শেষে
রক্তহীন পাংশুমুখে, বুকে তবু জেগে রয় ক্ষুধা সর্ব্বনেশে!
... ...
আবার হানিল কর নারীর দুয়ারে।
কানে কানে কহিল তাহারে——
সে কথা পুরুষ মুখে নারী কভু করেনি শ্রবণ!
শুনি সে প্রার্থনা
শয্যা ত্যজি' দাঁড়াইল ঘৃণ্য বারাঙ্গনা,
সহসা মুখের পরে নিক্ষেপিল দ্রুত নিষ্ঠীবন!
... ...
কহিল গর্জ্জিয়া
"সত্য বটে, দয়া ধর্ম্ম লজ্জা বিসর্জ্জিয়া
এ দেহ করেছি পণ্য, তবু আমি নারী!

নহি তবু তোর মত পশু আমি, হেন কদাচারী !”
পুরুষ কহিল ধীরে, স্নিগ্ধ স্বরে,
“আমি চির সত্যের ভুখারী !”

*

টীকা :—বারাঙ্গনার গৃহে গিয়ে এই “সত্যের ভুখারী” পুরুষপ্রবর নারীর কাছে কি প্রার্থনা করেছিল ? নারীকে সে যে সম্ভোগ করেছিল, তা আগেই প্রকাশ পেয়েছে। তবু তার মনে কি-রকম নূতন সম্ভোগের ‘সর্ব্বনেশে ক্ষুধা’ জেগে রইল ? এবং ঐ ক্ষুধার কথা কাণে কাণে প্রকাশ করবামাত্র সেই ঘৃণ্য বারাঙ্গনা পর্য্যন্ত বিদ্রোহী হয়ে পুরুষের মুখে কেন নিষ্ঠীবন ত্যাগ করল ? কী সেই কুৎসিৎ প্রস্তাব ?… … …পাঠকেরা একটু ভাবলেই বুঝতে পারবেন যে, এই পুরুষটার কাম-তৃষ্ণা এ-বিষয় কুবিখ্যাত অস্কার ওয়াইল্ডেরও চেয়ে কতটা বিকৃত ও জঘন্য !

“কবিবর’ হয়তো এ-কবিতাটির ঝক্কী নিজের কাঁধে নিতে রাজি হবেন না, তিনি হয়তো হাস্যবিকসিতবদনে ব’লে বসবেন, এটি যে অনুবাদ ! কিন্তু আমরা বলি, এটা অনুবাদ ব’লেই তাঁর পাপ গুরুতর। অমন যে বিরাট পাশ্চাত্য সাহিত্য, যার মধ্যে অনুবাদযোগ্য সৎকাব্যের কিছুমাত্র অভাব নেই, তার মধ্যে তাঁর চোখে ঠেক্‌ল কি না এই ধারণাতীত কদর্য্যতা ? নিজের কাছে বিষ নাই ব’লে যিনি বিলাত থেকে বিষ আনিয়ে স্বজাতির মুখে ঢেলে দেন, তাঁর অপরাধের গুরুত্ব সকলেই ভেবে দেখতে পারেন। এমন প্রবল ও ভীষণ কামোৎসাহের নমুনা বাংলা সাহিত্যে সেকালে বা একালে আর কেউ কথনো দেখেনি !… … …এবং এই ‘কবিবর’ই শনির দলের চাঁই সেজে খুব-একেলে সাহিত্যকে অশ্লীল ব’লে ‘নাসিকাকে সিকায় উত্তোলন করেছেন’ ! ভণ্ড !

*

বাজারে দড়ি ও কলসী আজও দুর্লভ নয়। অনেকে তা কিনেছে শুনেছি এবং অনেকে এখনো তা কেনেও নি দেখছি। কেনা উচিত।

—অশনি—

মক্ষি

(শ্রীবংশদণ্ড)

মক্ষি ও মক্ষি !
আয় মোর লক্ষ্মী,
খেতে দোবো দুধ সর
কেন পুঁয উৎস’র
মুখে বসিবার তোর ঝক্কি ?
এই ত্যাথ্, মধু চাখ্, মেল আঁখ্—মক্ষি !

মক্ষি ও মক্ষি !
চাঁদ-কাণা চোখ কি ?
ছেড়ে মুখ-সুধাকর
ব্রণ হ’ল ক্ষুধাকর ?
তবু তোর তড়্‌পানি, রোখ্ কি ?
এ কেমন প্রহসন, ভাবে জন—মক্ষি !

মক্ষি ও মক্ষি !
সঙ্গীতে ঝোঁক্ কী ?
ভন্‌ভনে পাখ্‌নায়
ডুগ্‌ডুগি বাজ্‌নায়
তুলে দাও মুখে-গায় ‘অক্’ কি ?
মড়কের সড়কের মুসাফের—মক্ষি !

মক্ষি ও মক্ষি !
রোগ-বিষ-রক্ষী !
ছড়াইছ গায় গায়
মৃত্যুর যাতনায়,—
তোর কর-জিহ্বায় লক্ষ্য
শুধু বিষ, নিশ্‌পিশ্ দিবানিশ্—মক্ষি !

মক্ষি ও মক্ষি !
নর্দ্দমা-পক্ষী !
যত রাখো আগ্‌লেই
তোর ছোঁয়া লাগ্‌লেই
ভরা ঘট হয়ে যায় ফক্কি !
সুধা হয় বিষময়, বিস্ময়—মক্ষি !

গান

—:•:—

(স্বর্গীয় আজু গোঁসাই বিরচিত

ও, কাম-তালেরি তাড়ীর ওয়াক্ !
গলার তলায় মারিস্ ঠ্যালা
কামুক যতই সরম খোয়াক !
বাবা, তোমার ‘গন্ধ’ চাখি
কোকিল হ’ল কুঁক্‌ড়ো-পাখী,
‘শনির চিঠি’র মলাট ঢাকি
করুচে কেবল ‘কোঁ-কোঁ-কোঁয়াক্’ !
আর যে কাছে যায় না থাকা,
দিলাম নাকে কাপড় ঢাকা,
ভাসিয়ে দিলে পেয়ে ফাঁকা
বীণাপাণির বাড়ীর রোয়াক্ !

চিত্রনাটের রূপকথা

—:*:—

'ঘুঘু' (The Dove) বোলে একখানি নতুন ছবি হ'চ্ছে। নায়িকার অংশে এতে নামবেন শ্রীমতী নরমা টালমাজ এবং নায়কের অংশে শ্রীযুক্ত জিলবার্ট রোলাণ্ড। রোল্যাণ্ডের আসল নাম হোলো লিউইস্ এ্যান্টোনিয়ো ডামাস্কো বোটানা ডি আলোন্জো (Luis Atnonio Damasco Botana De Alonzo)।

*

নামের কথায় মনে প'ড়লো। শ্রীমতী মেরি ব্রায়ানের আসল নাম লুইসি ড্যান্জলার (Louidse Dantzler) ও শ্রীযুক্ত রিচার্ড ডিক্সের আর্নেষ্ট কার্টন্ ব্রিমার (Ernest Cartton Brimmer)। কলিন মুরের একদিন নাম ছিল ক্যাথ্লিন মরিসান।

*

কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি। রুডলফ্ ভ্যালেন্টিনো আজ লোকান্তরে, কিন্তু লোকের অন্তরে তাঁর গৌরব-আসন পাতাই আছে। স্থানীয় 'পিক্‌চার প্যালেসে' Cobra (কেউটে) বোলে যে ছবিটি দেখানো হোচ্ছে তাতে ভ্যালেন্টিনোর নায়কের ভূমিকা আছে।

*

'পিক্‌চার প্যালেসের' মেজে থেকে বারান্দা পর্য্যন্ত কোথাও তিলধারণের স্থান ছিল না। এ কোনো অসাধারণ ঘটনা নয়। কিন্তু পরলোকগত অভিনেতার ছবি যে-মুহূর্ত্তে পর্দ্দার উপর ফেলা হোলো সর্ব্বশ্রেণীর দর্শকরা নরনারী নির্ব্বিশেষে সে কী আনন্দধ্বনি কোর্‌তে লাগ্‌লো।

*

ছবিটির পরিনামে নায়ক তার ভালবাসার পাত্রীকে বন্ধুর হাতে সঁপে দিয়ে গেল—নায়কের চোখের জলের সঙ্গে দর্শকরাও সব চোখের জল ফেল্‌তে লাগ্‌লো। এই ভূমিকায় ভ্যালেন্টিনোর অভিনয় সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করাই ধৃষ্টতা হবে। নরনারী সব চেঁচিয়ে ব'ল্‌তে লাগলো—আম্‌রা রুডলফ ভ্যালেন্টিনোর ছবির এই নির্দ্দয় পরিণাম সহ্য ক'র্‌তে পারি না।

*

'ওই আমার বাবা' (He is my daddy) নামক যে ছবিখানি স্থানীয় গ্লোব থিয়েটারে দেখানো হ'চ্ছে তা'ও আমরা সকলকে দেখে আস্‌তে অনুরোধ করি। শ্রীযুক্ত রেজিনাল্ড ডেনির অভিনয় তাঁর স্বাভাবিক চমৎকারিত্বে মণ্ডিত—কিন্তু 'পাজ্'—নাম্নী সাড়ে চার বছরের অনাথা বালিকার ভূমিকায় যে মেয়েটি নেমেছে তার অভিনয় দেখবার মতো। হাস্যরসাত্মক ছবি একে বলা হোয়েছে কিন্তু এর অধিকাংশ দৃশ্যেই অশ্রুনির্ঝর রুদ্ধ ক'রে রাখা যায় না।

*

'পিটার প্যানের' ভূমিকায় বিখ্যাত শ্রীমতী বেটী ব্রন্‌সনের সঙ্গে একজন ইংরেজ ভদ্রলোকের পরিচয় ঘটবে। তাঁর নাম হ'চ্ছে পি, এক্‌লস্‌উড (P. Eccleswood)।

*

শুনলুম আসছে সপ্তাহে 'ডন্ জুয়ান' দেখানো হবে। চলচ্চিত্র-রসিকরা এই ছবিটি দেখবার জন্যে উৎসুক হ'য়ে আছে, কারণ এতে নায়িকা ও নায়কের ভূমিকা আছে জন্ ব্যারিমার ও মেরি এ্যাষ্টারের। মেরি এ্যাষ্টারের আসল নাম হোলো লুসিলি ল্যাঙ্‌হাঙ্ক (Lucille Langhanke).

"গি"

কলিকাতা ২২, শুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্তৃক মুদ্রিত ও ১১নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

[নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩, টাকা]

৪র্থ বর্ষ
৪৪শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

৩১শে চৈত্র
১৩৩৪



নাট্য-জগৎ

—::—

সমুদ্রের ওপারে, নাট্যজগতে রুসদেরই এখন জয়জয়কার! রঙ্গালয়ে তারা যে নূতন ভাবের ধারা এনেছে,তা ছড়িয়ে পড়েছে সারা য়ুরোপে।

*

অথচ য়ুরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায়, রুসিয়ার রঙ্গালয়কে শিশু বললেও চলে। তার বয়স মোটে আড়াইশো বৎসর! সতেরো শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে, জার Alexei এক দল লোককে নাট্যকলায় শিক্ষিত ক'রে তোলেন। এই লোকগুলির অভিনয় দর্শনের সৌভাগ্য কিন্তু রাজসভাসদ ছাড়া আর কারুর ভাগ্যে ঘটত না।

*

পিটার দি গেট যখন য়ুরোপীয় সভ্যতার শুভাগমনের জন্যে রুসিয়ার সিংহদ্বার উন্মুক্ত ক'রে দেন, সেই সময় থেকেই রুস নাট্যকলার প্রকৃত উন্নতির সূত্রপাত। অনেক বিদেশী নাট্য-সম্প্রদায় নিমন্ত্রিত হয়ে নিয়মিত ভাবে রুসিয়ায় আসতে সুরু করলে এবং পশ্চিম য়ুরোপের ভালো ভালো নাটক রুসভাষায় অনুদিত হ'তে লাগল।

*

সম্রাজ্ঞী এলিজাভেটার রাজত্বকালে রুস-রঙ্গালয় কেবল একটা সহরে অনুষ্ঠান হয়েই রইল না, পল্লীগ্রামেও তার প্রভাব বিস্তৃত হয়ে পড়ল। সেই সময়ে Fyodor Volkov নামে এক সওদাগরপুত্র Yaroslavl সহরে একটি সখের সম্প্রদায় তৈরি করেন। ঐ সম্প্রদায়ের অভিনয় এমন বিখ্যাত হয়ে ওঠে যে, এলিজাভেটার হুকুমে Volkovকে রাজধানীতে আসতে হয়।

*

এলিজাভেটা কেবল রঙ্গালয়ের ভক্ত ছিলেন না, তিনি নিজে নাটক রচনাও করতেন। তাঁর আগ্রহ ক্রমে রুসিয়ার আমীর-ওমরাওদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে পড়ল। থিয়েটারি সখ ক্রমে একটা 'ফ্যাসান' হয়ে দাঁড়াল। প্রত্যেক ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়ীতেই একটি ক'রে পারিবারিক রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা হ'ল। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের দাস-দাসীদের ভিতর থেকেই তখন নট-নটী নির্ব্বাচন করা হ'ত এবং কয়েকজন "প্রিন্স" ও "কাউন্টে"র রঙ্গালয় তখন সারা রুসিয়ায় বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল।

*

অভিনয়-নৈপুণ্য দেখিয়ে জনৈক দাসী সেই সময়ে এক কাউন্টের অঙ্কলক্ষ্মী হবার অধিকার লাভ করে!

*

কিন্তু সাধারণতঃ এই সব দাস-শিল্পীর অবস্থা বড় লোভনীয় ছিল না। আজ যে যশ ও সম্মানের অধিকারী, প্রভুর খেয়ালে কাল হয়তো সে আস্তাবলের সহিসের কাজ করতে বাধ্য হ'ত এবং পরশু হয়তো গরু-বাছুরের

মত তাকে হাটে নিয়ে গিয়ে বেচা ফেলা হ'ত! ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে Prince Volkonsky তাঁর পারিবারিক নাট্যসম্প্রদায়ের সত্তর জন নট-নটীকে কয়েক হাজার টাকার বদলে বিক্রী করেছিলেন।

*

প্রায় একশো বৎসর আগেও রুসিয়ায় নট-নটীদের এমনি দুর্দ্দশাই ভোগ করতে হ'ত। কিন্তু এই পারিবারিক সম্প্রদায়গুলি না থাকলে রুস রঙ্গালয় আজ এতটা উন্নত হ'তে পারত না। দাস-শিল্পীরা যাতে শিক্ষিত হবার সুযোগ পায়, প্রভুরা সেজন্যে বিদেশ থেকে নামজাদা শিক্ষকদের নিয়ে আসতেন। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রতিযোগিতার অভাব ছিল না এবং সেই প্রতিযোগিতার ফলে পারিবারিক সম্প্রদায়গুলি নানাদিকে উন্নত হয়ে উঠতে লাগল।

*

সে সময়ে রুসিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা রূপে বিখ্যাত ছিলেন Mikhail Shtchepkin,—তিনি Count Volkenstienএর পারিবারিক সম্প্রদায়ে শিক্ষালাভ করেছিলেন। Shtchepkin পৃথিবীপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক Gogolএর বন্ধু। তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা পেয়ে রুসিয়ার অসংখ্য নট-নটী এখনো অমর হয়ে আছেন। এবং রুস রঙ্গালয়ে প্রথম সরলতা ও স্বাভাবিকতা নিয়ে আসেন তিনিই।

*

পরের যুগে দাস-শিল্পীদের স্থলে যে-সব নট-নটী এলেন, রুস গভর্মেন্ট তাঁদের জন্যে যত্ন ও অর্থব্যয়ের কোন ত্রুটিই করেন নি। পরন্তু রুস গভর্মেন্ট জাতীয় রঙ্গালয়ের উন্নতির জন্যে যে-রকম মুক্তহস্তে টাকা বিলিয়েছেন, পৃথিবীর আর কোন দেশে তার তুলনা পাওয়া যায় না। বড় বড় রঙ্গালয় ও অভিনয়-বিদ্যালয় এবং সেরা শিল্পী-শিক্ষক-সঙ্ঘ, একমাত্র রুস গভর্মেন্টের অর্থসাহায্যেই চলেছে।

*

দেখা যাচ্ছে, রুসিয়ার রঙ্গালয় বরাবর সম্রাট, অভিজাত-সম্প্রদায় ও গভর্মেন্টের কাছ থেকে উৎসাহ ও সাহায্য লাভ ক'রে এসেছে। সুতরাং তার দ্রুত উন্নতির কারণ অনুমান করা কিছুমাত্র কঠিন নয়।

*

আমাদের বাংলা রঙ্গালয়ও সর্ব্বপ্রথমে বাঙালী ধনীদের আলয়ে বাল্যজীবন যাপন করেছিল। কিন্তু সরকারি সাহায্য সে কখনো পায় নি, অদূর-ভবিষ্যতে পাবে ব'লেও মনে হয় না। অথচ বাংলা রঙ্গালয়ের এখন যা অবস্থা, তাতে কি ক'রে যে সে স্বাধীন ভাবে দীর্ঘজীবী হবে, আমরা তো কিছুতেই সেটা ভেবে পাচ্ছি না।

*

আড়াই হাজার, তিনি হাজার টাকা মাসিক বাড়ী-ভাড়া, অল্পবিস্তর নামজাদা নট-নটীদের তিন-শো, পাঁচ-শো বা ততোধিক টাকা মাহিনা এবং এক-এক-খানি নূতন নাটক (সাধারণতঃ যা পঁচিশ, ত্রিশ রাত্রির বেশী চলে না) খুলতে দশ-পনেরো হাজার টাকা খরচ! এর উপরে আরো অনেক বড় বড় খরচ আছে! এই গরীব দেশে,—দর্শকরা সখ থাকলেও যেখানে বেশী টাকা দিতে পারে না—এমন বিপুলব্যয়সাধ্য রঙ্গালয় স্বাধীনভাবে চালানো কি সম্ভব?

*

গেল আট-দশ বৎসরের ভিতরে প্রতিযোগিতার ঘূর্ণাবর্ত্তে প'ড়ে, রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষরাও অন্যায় রকম খরচ বাড়িয়ে ফেলেছেন। বাহির থেকে যখন সাহায্যপ্রাপ্তির আশা নেই, তখন শিল্পীদের তিনশো-পাঁচশো টাকা মাহিনা দেবার এবং এমন জমকালো সাজপোষাক ও দৃশ্যপট তৈরি করবার কোন প্রয়োজন দেখি না। তাঁরা আয় বুঝে ব্যয় করেন নি, ফলে প্রত্যেক রঙ্গালয়েরই স্থায়িত্ব সম্বন্ধে এখন সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে।

*

অবশ্য আর্টের যখন কোন নির্দ্দিষ্ট বাজার-দর নেই, তখন আর্টিষ্টদেরও মাহিনা বেশী হ'লে আর্ত্তনাদ করা উচিত নয়। কিন্তু আর্টিষ্টদের মাহিনা যোগাতে গিয়ে আর্টের ভিত্তি যদি ভঙ্গুর হয়, তাহ'লে সেটা কি আর্টিষ্টদের পক্ষেই আশঙ্কার কথা নয়? এ-বিষয় নিয়ে তাঁদেরও ভাববার সময় এসেছে, খাঁই না কমালে পরিণামে তাঁদেরই সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা।

*

"নাট্যমন্দির" বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, সম্প্রদায় শীঘ্রই তিন-চার মাসের জন্যে বিদেশ-যাত্রা করবে। কিন্তু সামনেই কালবৈশাখী এবং তার পরেই বর্ষা। এ-সময়টায় ভ্রাম্যমান যাত্রা-সম্প্রদায়গুলিও বিশ্রাম গ্রহণ করে। সুতরাং 'নাট্যমন্দিরে'র পক্ষে কি যথেষ্ট চিন্তার কারণ নেই?

*

'নাট্যমন্দিরে'র অভিনয়-সমারোহে এখনও মন্দা পড়ে নি এবং শিশিরকুমারের বিপুল উৎসাহ ও শ্রমশক্তি এখনো তরুণ যুবকদের লজ্জা দিচ্ছে! স্থলবিশেষে একই একশো হ'য়ে দাঁড়ায় এবং স্থলবিশেষে একশোও একের অভাব পূরণ করতে পারে না। যাঁরা বলেন, 'নাট্যমন্দিরে' শিশিরকুমার ছাড়া আর কেউ নেই, তাঁরা এই সত্যটা বোঝেন কি না জানি না।

*

জগতে হাজার হাজার রাম এবং শ্যাম আছে, কিন্তু তাদের অভাব কেউ অনুভব করে না। অভাব হয় একমাত্র অশোকের, একমাত্র কালিদাসের, একমাত্র রবীন্দ্রনাথের।

*

আসছে বুধবারে 'নাট্যমন্দিরে' শিশিরকুমারের উপস্থিতিতে সর্ব্বপ্রথম "চন্দ্রগুপ্তে"র সম্পূর্ণ অভিনয় হবে। আন্টিগোনাসের ভূমিকা গ্রহণ করবেন বিখ্যাত তরুণ অভিনেতা শ্রীযুক্ত ভূমেন রায়।

*

'মনোমোহনে' হঠাৎ আবার শ্রীমতী তারাসুন্দরী, শ্রীমতী কুসুমকুমারী, শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র ও শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন মিত্র প্রভৃতি দেখা দিয়েছেন। কর্ত্তৃপক্ষের এই "ছেড়ে-দিয়ে তেড়ে-ধরা" নীতি সফল হ'লে সুখী হব।

*

'মিনার্ভা'র "যাজ্ঞসেনী"র গুপ্তকথা "দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ"! কিন্তু তার বদলে সেখানে অন্ততঃ একখানি হাল্কা রসের নাটকও তো খোলা যেতে পারে? হাস্যরসাশ্রিত নাট্যাভিনয়ে 'মিনার্ভা'র নাম-ডাক আছে এবং প্রতিদিন পুরাতন প্রাচীর-পত্র দেখবার দায় থেকে নিস্তার পেলে দর্শকরাও কড়ি ফেলে তেল মাখতে নারাজ হবেন না।

*

'মিনার্ভা' যদি কোন নূতন হাস্যনাট্যে দানীবাবুকে নামাতে পারেন, তা'হলে দর্শকদের মধ্যে নিশ্চয়ই উত্তেজনার সৃষ্টি হবে। কারণ হাস্যরসে দানীবাবু এখনো পুরাণো দানীবাবুই আছেন। অন্ততঃ আমাদের এইরকম বিশ্বাস।

*

'ষ্টার' "দধীচি" নাটকের নূতন নাম দিয়েছেন—"দেবাসুর"। নামটি জমকালো।

চিত্রনাটের রূপকথা

—:•:—

আমরা এ সপ্তাহে যতগুলি বিলিতি ছবি দেখেছি তার মধ্যে 'রহস্য-সমিতি' (The Mystery clan) নামে 'পিক্‌চার-হাউসে' যেটি দেখানো হোয়েছে, সেটি সর্ব্বোত্তম। নাট্যের শেষ ঘটনা পর্য্যন্ত দর্শকের কৌতূহল এতে আশ্চর্য্য-রকমে সজীব থাকে কারণ তখনো পর্য্যন্ত সিদ্ধান্ত করা যায় না যে বর্ণিত বিষয়ের পরিণাম কি হবে। নায়ক ও নায়িকার অংশে শ্রীযুক্ত ম্যাট মুর ও শ্রীমতী এডিথ্ রবার্টসের অভিনয় কলাকুশল ও সূক্ষ্ম।

*

'শ্রীমতী প্রজাপতি' (Madame Butterfly) নামক বিখ্যাত বিলাতী গীতি-নাটকখানি আবার চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত হবে। শ্রীযুক্ত ডেভিড ওয়ার্ক গ্রিফিথ এর তত্ত্বাবধান কোরবেন। অনেকদিন আগে আর একবার এই গীতি-নাটিকাটি চিত্রে রূপান্তরিত হোয়েছিল। এর দুর্ভাগ্য জাপানী নারীটির ভূমিকা সেবার নিয়েছিলেন—মেরি-পিক্‌ফোর্ড।

*

ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রদর্শিত একই চিত্রনাট্যের নাম অনেক সময় বদলান হয়—সেই সেই দেশের লোকের বোঝবার সুবিধার জন্য। যেমন এমিল জ্যানিংসের বিখ্যাত ছবি 'ভোডভিল্' (Vaudeville), কলকাতায় দেখানো হোয়েছে 'ভ্যারায়েটি' নামে। এই নামকরণ এর আগেই হোয়েছিল। 'চ্যাঙ' হোচ্ছে একমাত্র ছবি যা সব দেশে ঠিক একই নামে দেখানো হোয়েছে। এ পর্য্যন্ত ৬৭টি দেশে 'চ্যাঙ' দেখানো হোয়েছে। এর ঘটনা পরিচায়ক বর্ণনাগুলি সাঁইত্রিশটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হোয়েছে।

*

'সহানুভূতি' (Compassion) নামে একখানি নতুন ছবি বেরিয়েছে। এতে নায়িকা ও নায়কের অংশে নেমেছেন যথাক্রমে শ্রীমতী এ্যালমা নেমেই ও শ্রীযুক্ত গ্যাষ্টন গ্লাস। কেমন কোরে একজন গরীবের মেয়ে একটি দুঃস্থ শিল্পীকে যশ খ্যাতিলাভ করিয়েছিল, এতে তারই বর্ণনা আছে।

*

যার জন্যে চিত্রদর্শকরা উৎসুক হয়ে আছেন, সেই 'ডনজুয়ান' (Don Juan) ছবিখানি স্থানীয় 'পিক্‌চার প্যালেসে' কাল দেখানো হবে। এতে নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন জন ব্যারিমোর ও মেরি এ্যাষ্টার। এছাড়া আরও একুশ জন বিখ্যাত অভিনেতা অভিনেত্রী এতে অভিনয় কোরেছেন। তাঁদের নাম নীচে দিলুম :—

উইলার্ড লুইস	জন মার্লো	সেলডন্ লিউইস্
এস্টেল্ টেলার	জন রোশে	হেড্ডা হপার
ওয়ার্ণার ওল্যাণ্ড	জেমেক্ সুইকওয়ার্ড	এমিলি ফিটজ্‌রয়
মরটেগু লাভ	হেলেনা ডি' এ্যাল্‌নি	উভো ডে
হেলেনি কষ্টেলো	ল্যায়োনেল ব্রাম	জন্ জর্জ্জ
জেন্ উইন্টন্	নিগেল ডি' ব্রুলিয়ার	ফিলিপ ডি' লেসি।
মার্ণা জয়	হেলেন লি ওয়াদিং	
	ফিলিস্ হেভার	

"গি"

"শুধু সৌন্দর্য্যের নগ্ন আবরণ"

—:•:—

(নাটকীয় গল্প)

(শ্রীঅপ্রকাশ গুপ্ত)

রূপকথা নহে, রূপক নহে, ছোট গল্পও নহে, খাঁটি সত্য ঘটনা। ঘটনা বাস্তব, অথচ উহা এমন অপূর্ব্ব ও এমন উদ্ভট যে দেশী বা বিলাতী কোনও লেখকের কোনও গল্প-গাথায় এমন চিত্রটি দেখি নাই। নাটক-নভেলের অনেক নায়িকা আপন ইষ্ট-সিদ্ধির জন্য রূপের ফাঁদ পাতিয়া অনেক রকম খেলা খেলিয়াছে বটে, কিন্তু সভ্যতার লীলাভূমি পাশ্চাত্য-প্রদেশে ফ্রিডা-নিটার যাহা করিয়াছে, তাহার তুলনা হয় না।

ফ্রিডা নিটার রমণী হইলেও গোয়েন্দাবিভাগের কর্ম্ম লইয়াছিল। জাতিতে সে হাঙ্গেরিয়ান। যুদ্ধের সময় ভদ্রমহিলার ছদ্মবেশ ধরিয়া বেলজিয়মে আসিয়া সে সব-বাস করিতে আরম্ভ করে। ফরাসী ও বেলজিয়ান সৈন্য পক্ষের সকল গুপ্ত কথা জানিয়া লইয়া শত্রুপক্ষকে তাহা গোচর করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল।

ফ্রিডা নিটার অতি রূপবতী। বঙ্কিম বাবুর ভাষায় বলিতে গেলে বলা যায় যে, তাহার সৌন্দর্য্য নব রবি-কর-ফুল্ল জল-নলিনীর ন্যায়—সুবিকসিত রসপরিপূর্ণ, রৌদ্রপ্রদীপ্ত, না সঙ্কুচিত, না বিশুষ্ক; কোমল অথচ প্রোজ্জ্বল;—মুখে হাসি ধরে না। এই সুমধুর হাসি—এই জন-বিমোহন-রূপ তাহার

গোয়েন্দা-কার্য্যের প্রধান সহায় ছিল। এই অস্ত্রবলে সে ফরাসী ও বেলজিয়ামের বহু পদস্থ সৈনিককেই স্ববশে আনিয়া বহু গুপ্ত সংবাদ জানিয়া লইতে পারিয়াছিল।—বৎসর দুই ধরিয়া তাহার এই ব্যবসা বেশ নিরাপদেই চলিয়াছিল।

কিন্তু অদৃষ্টচক্রের এমনই নিদারুণ আবর্ত্তন যে রূপ-যৌবন সমস্তই একদিন নেমির পেষণে দলিত হইয়া যায়। এমন দিন আসিল, ফ্রিডা নিটারের রূপ-যৌবনের খেলাও ব্যর্থ হইয়া গেল। তাহার প্রেম-অভিনয়ের অন্তরালে সে, যে দুরভিসন্ধি পোষণ করিতেছিল, সহসা তাহা প্রকাশ পাইল। বিচারে তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল।

এই ভীষণ দণ্ডের আদেশ শুনিয়া ফ্রিডা কিন্তু একটুও কাতর বা ম্রিয়মাণ হইল না। বরং তাহার মুখকান্তি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সুন্দরী মরালনিন্দিত গ্রীবাভঙ্গী করিয়া হাসিতে হাসিতে বিচারপতিকে বলিল—"আমার একটি প্রার্থনা আছে,—পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান সম্বন্ধে আমি এখন যেমন স্বাধীন, তেমনই যেন আমি আমার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত থাকিতে পাই।"—সুন্দরীর প্রার্থনা মঞ্জুর হইল।

পরদিন প্রাতঃকালে ফ্রিডাকে এক পুরাতন বাটীর অঙ্গনে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইল।—এই স্থানে তাহার প্রাণদণ্ড হইবার কথা।

ফ্রিডা আজ নীলাম্বর-পরিধানা। শুধু মুখখানি ছাড়া সর্ব্বাঙ্গ তাহার নির্ম্মলবাসে আবৃত।—যেন নির্ম্মল নীলাম্বু মধ্যে পূর্ণচন্দ্র শোভা পাইতেছে। এখনই মরিতে হইবে,—তবু সে বিন্দুমাত্র বিচলিত নহে। তাহার মুখে মধুর হাসি পূর্ব্বের ন্যায় এখনও লাগিয়া আছে।

তাহার সম্মুখেই—অনতিদূরে ঘাতক-সৈন্যের দল বন্দুক ঘাড়ে করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই সৈন্যদলের মধ্যে যিনি প্রধান ছিলেন, তিনি ফ্রিডারের পূর্ব্বপরিচিত বন্ধু। ফ্রিডারের রূপের তিনি পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি সকলকে আদেশ দিলেন—"প্রস্তুত হও।"

সৈন্যেরা বন্দুক উত্তোলন করিল। বলিল—"প্রস্তুত।"

আবার আদেশ হইল—"লক্ষ্য স্থির কর।"

এই আদেশের সঙ্গে সঙ্গে রূপসী ফ্রিডারের অঙ্গ হইতে নীল বসনখানি খসিয়া পড়িল।—একি! ফ্রিডার সম্পূর্ণ নগ্ন!

সৈনিক প্রধান ক্ষণকালের জন্য বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইলেন। কিন্তু নির্লজ্জ রমণীর কদর্য্য কৌশলের মর্ম্ম বুঝিতেও তাঁহার বিলম্ব ঘটিল না। তিনি ক্ষণমধ্যেই আত্ম-সম্বরণ করিয়া দৃঢ়স্বরে আদেশ করিলেন—"গুলি কর!"

এক সঙ্গে সকল সৈন্যের বন্দুক গর্জ্জিয়া উঠিল। বালক-নখর-বিচ্ছিন্ন পদ্মিনীবৎ ফ্রিডারের মৃতদেহ ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল।

—

অভিনেতার সঞ্চিত অর্থ

—:০:—

রঙ্গালয়ে অভিনয় করিয়া বাংলা দেশের বিখ্যাত অভিনেতা স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয় বোধ হয় কখনও আশী টাকার বেশী মাহিনা পান নাই। স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্রের মাহিনাও তিন চারিশত টাকার বেশী ছিল না; আর এই মাহিনাও তিনি কেবল অভিনয়ের জন্য পাইতেন না,—কারণ তিনি ছিলেন একাধারে অধ্যক্ষ, অভিনেতা ও নাট্যকার। কিন্তু বিলাতের এক-এক জন মধ্যম শ্রেণীর অভিনেতা একমাসে যা রোজগার করে, আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা গিরিশচন্দ্র সারাজীবন ধরিয়া রঙ্গালয়ে ম্যানেজারি, অভিনয় ও পুস্তক রচনা করিয়াও তত বেশী টাকা উপার্জ্জন করিতে পারেন নাই। বিলাতী রঙ্গালয়ের সংস্রবে থাকিয়া সকলের চেয়ে বেশী টাকা পাইয়াছিলেন মিঃ ডিওভ্‌লি কার্ট। তাঁহার সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ ছত্রিশ লক্ষ টাকার বেশী। কেবল অভিনয় করিয়া সব চেয়ে বেশী টাকা জমাইয়া গিয়াছেন স্যর চার্লস উইণ্ডহাম। তাঁহার উপার্জ্জিত অর্থের পরিমাণ কিছু কম ত্রিশ লক্ষ টাকা। রঙ্গালয়ের সংস্পর্শে থাকিয়া বিলাতে কে কত টাকা রাখিয়া গিয়াছেন আমরা তাহার একটি তালিকা দিলাম। মিঃ ডি-ওভ্‌লি কার্ট, প্রায় ছত্রিশ লক্ষ টাকা, স্যর চার্লস উইণ্ডহাম প্রায় সাড়ে উনত্রিশ লক্ষ টাকা, স্যর এডওয়ার্ড মস্ প্রায় বাইশ লক্ষ টাকা। মিসেস্ ডি-ওভ্‌লি কার্ট প্রায় ষোল লক্ষ টাকা, স্যর উইলিয়ম গিলবার্ট প্রায় সতের লক্ষ টাকা, মিঃ অ্যাণ্ড্রু মেলভিল প্রায় পনেরো লক্ষ টাকা, স্যর আর্থার সলিভ্যান প্রায় আট লক্ষ টাকা, স্যর জর্জ আলেক্‌জ্যাণ্ডার প্রায় তের লক্ষ টাকা, স্যর হার্বার্ট টি প্রায় সাত লক্ষ টাকা, মিঃ কেণ্ডাল ৬৬,০০০ জন এল টুল প্রায় সাড়ে নয় লক্ষ টাকা, এডওয়ার্ড টেরি প্রায় ছয় লক্ষ টাকা, ডব্‌লিউ এস পিন্‌লে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা, উইলসন ব্যারেট প্রায় সাড়ে চারি লক্ষ টাকা, আর্ভিং কিঞ্চিদধিক তিন লক্ষ টাকা, কর্ণি গ্রেণ, উইলিয়ম টেরিস্, ফ্রেড লেস্‌লি ও জর্জ্জ গ্রস্‌মিথ,—ইঁহারা প্রত্যেকেই প্রায় তিন লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছেন।

দেখা যাইতেছে, উপরিউক্ত লক্ষপতিগুলির ভিতরে ডব্‌লিউ এস্ পিন্‌লে সাহেবই সকলের চেয়ে কম টাকা রাখিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার অর্থের পরিমাণ হইতেছে ১০,৯০০ পাউণ্ড, একলক্ষ তেষট্টি হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র।

আমরা কেবল তালিকাভুক্ত লোকগুলির মৃত্যুকালের সঞ্চিত অর্থের হিসাব দিলাম; সুতরাং সারাজীবনে উঁহারা যত টাকা রোজগার ও খরচ করিয়াছেন, তাহার পরিমাণ যে তাঁহাদের সঞ্চিত অর্থের চেয়ে কত বেশী হইবে, পাঠকেরা তাহা কল্পনা করিতে পারেন কি?

শ্রী প্রঃ

চীনদেশের নাটকাভিনয়

—:০:—

(শ্রীভারতকুমার বসু)

চীনদেশে কি পল্লীতে, কি সহরে, সব জায়গাতেই সমস্ত বছর ধ'রেই নাটকের অভিনয় হয়। বড় বড় সহরে রঙ্গালয়গুলি সব সময়েই প্রায় দর্শকে পূর্ণ থাকে! পল্লীতে সাধারণতঃ ভ্রাম্যমান সম্প্রদায়েরা তাদের জিনিষপত্র এনে, রাস্তার ঠিক মাঝখানে তাঁবু ফেলে! এই তাঁবু প্রায়ই কোন দেব-মন্দিরের সামনে পড়ে, কারণ, তাদের ধারণা, দেবতারা নাকি তাহলে তাদের অভিনয় দেখতে পাবেন।

জাতীয় কোন উৎসবের দিনে এই অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়! অথবা, কোন গির্জ্জার উচ্চপদস্থ পুরোহিত নিজে সম্প্রদায়কে আমন্ত্রণ ক'রে এনে অভিনয়ের আয়োজন করান!

চীনের প্রসিদ্ধ সহরে অগুন্‌তি রঙ্গালয় আছে। সেখানে অনেক লোকের স্থান হয়। রঙ্গমঞ্চটী থাকে ঠিক মাঝখানে। অরকেষ্ট্রা থাকে এক ধারে। আর একধারে বালকবালিকাদের বসবার জায়গা। সেখানকার বিশেষত্ব এই যে, কোন উত্তেজনাপূর্ণ গান শেষ হ'তে না হ'তেই, দৃশ্য-চালকরা ষ্টেজের উপর থেকে টেবিল চেয়ার ইত্যাদি সরিয়ে নিয়ে যায়! ষ্টেজের মাঝখানে থাকে একটা প্রকাণ্ড চেয়ার, কখনো কখনো একটা সিংহাসন। আর, সামনের দিকে থাকে একটা টেবিল! এ সবের পিছন দিকে থাকে—সর্প অথবা ময়ূর-চিহ্নিত উজ্জ্বল বিবিধ বর্ণের একটা পর্দ্দা। চেয়ার ও টেবিলের উপরেও সাধারণতঃ ঐ বর্ণের চাদর থাকে। এ ভিন্ন মঞ্চের উপর আর কোন দৃশ্যের আকর্ষণ নেই!

প্রায় সমস্ত চীন নাটকই অপেরার মত। তার মধ্যে কথায় কথায় গান আর নাচ। সেখানকার তিনিই হচ্ছেন সব চেয়ে বড় অভিনেতা, যিনি ভাল নাচতে অথবা গাইতে জানেন! চীনবাসীরা নাটক বুঝতে শিখেছে ১৩০০ সাল থেকে! মোঙ্গলরা নাকি তখন নাটকের প্রথম প্রচলন করে! কিন্তু নাচ তারা প্রথম শিখেছে চীন-দার্শনিক কন্‌ফুসিয়াসের কাছ থেকে! আগে চীনদেশে কোন পুণ্যবান ব্যক্তির সম্মানের জন্য নাচা ও গাওয়া হ'তো! কিন্তু এখন একেবারেই ধর্ম্মমূলক ভাব অভিনয়ের মধ্যে স্থান পেয়েছে! এই অভিনয়ের সঙ্গে সেখানে এসেছে এক নতুন যুগ! এখনো সেখানকার লোকদের মধ্যে ধারণা আছে যে, 'দৃশ্যাভিনয় হবে শুধু দেবতার তুষ্টির জন্য!' তবে এখন ক্রমে সেখানকার নাটকের মধ্যে গল্প প্রচলন করা হয়েছে—যার উদ্দেশ্য হচ্ছে—চীনবাসী ও তাদের দেবতার মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করা! তাদের প্রত্যেক নাটকের মধ্যেই থাকে একটা 'বর্ব্বরের' চরিত্র! সে প'রে থাকে একটা ভয়ঙ্কর মুখোস! এবং অভিনয়ের সময়ে নায়কের মুখে চীনসাধুর মন্ত্র পাঠ শুনে, সে পরাজয় স্বীকার করে! এইরকমের অভিনয় সমস্ত 'বর্ব্বর' অথবা বিদেশীদের মনের মধ্যে একটা তীব্র ঘৃণা জাগিয়ে দিয়েছে! কিন্তু ঐ অভিনয় প্রকৃতপক্ষে নির্দ্দিষ্টভাবে মোঙ্গল অথবা তাতারদের আক্রমণ ক'রলেও, আমেরিকা ও য়ুরোপের আধুনিক 'বর্ব্বরদের' দিকেও তার কটাক্ষের অভাব নেই!

যে-নাটক অনেক শ' বছর আছে লেখা হয়েছিল, সেই নাটক এখনো সেখানে অভিনীত হচ্ছে! ঘটনা-দৃশ্য দেখবার আগেই দর্শকরা সমস্ত ব্যাপার আগে থাকতেই সেখানে বুঝতে পারেন! এইজন্য সেখানকার অভিনয় অংশত দৈহিক ভঙ্গিমার প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়! অভিনয়কে প্রাণবন্ত করবার সেখানে কোন প্রচেষ্টাই নেই! সুতরাং এইরকম অভিনয়ের তৃপ্তি সমাহিত থাকে এমন কতকগুলির নৃত্যগীতের মধ্যে, যা শুধু দৃষ্টিকেই তুষ্ট করে, অনুভূতিকে নয়! সেখানকার কোন নট একটু হাত উঁচু ক'রলেই বাজনা বেজে ওঠে! আর পা বাড়ালেই ঘণ্টা বাজে। এবং ভগবানের স্তোত্র প'ড়লেই কাঁসর বেজে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে গোলমালপ্রিয় চীন দর্শকরা আনন্দে চীৎকার করে! স্তোত্র পড়া শেষ হ'লেও এই চীৎকারের সঙ্গে কাঁসর বাজতে থাকে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত! এই রকম সেখানকার নটের প্রত্যেক কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গেই বাজনা বাজে!

চীন নট কখনো য়ুরোপীয় অথবা আমেরিকান অভিনেতার মত মঞ্চের উপর চলাফেরা করেন না। তাঁর চলবার গতি অতি দ্রুত। আধুনিক প্রসিদ্ধ অভিনেতা মি ল্যান ফ্যাঙ যখন চ'লে বেড়ান, তখন মনে হয় যেন তিনি হাওয়ায় উড়ছেন। কিন্তু তাহ'লেও তাঁর গতি-ভঙ্গিমা অক্ষুণ্ণভাবে সুন্দর।

প্রায় সমস্ত বিখ্যাত চীন নটের মত মি ল্যান্ ফ্যাঙ নারীর ভূমিকা গ্রহণ করেন। তখন তাঁর মুখ, ভঙ্গী, গঠন, এমন কি স্বর লক্ষ্য ক'রে, তাঁকে একেবারেই নারী ব'লেই মনে হবে।

সমস্ত চীনদেশে কোন নারীই মিঃ ল্যান্ ফ্যাঙের চেয়ে বেশী সুন্দর নয়! তাঁর গলা উঁচু পর্দ্দায় উঠলেও, তা হচ্ছে অপূর্ব্ব, অতি সুন্দর!...পুরুষ ও স্ত্রী-ভূমিকা গ্রহণকারী অভিনেতারা যখন গান করেন, তখন তাঁদের স্বর বেরোয় বুক থেকে নয়, গলা থেকে। এইজন্য তা হয় খুব মিহি ও চাপা!

স্ত্রী-ভূমিকা ছাড়া চীন নাটকের মধ্যে "অতি সাহসী ব্যক্তি"র ভূমিকাও থাকে! অভিনয়ের সময়ে আত্মরক্ষার জন্য তিনি দেখান অসি-নৃত্য অথবা দ্বন্দ্বযুদ্ধ!...এই রকম প্রত্যেক চীন অভিনেতাই মঞ্চের উপর লম্বা লম্বা কাঠের বর্শা নিয়ে অপূর্ব্ব কৌশল দেখিয়ে চারিদিকে ঘুরে লম্ফঝম্প করেন!...তার তালে তালে বাজনা বেজে ওঠে!...

চীন নাটক সাধারণতঃ হয় খুব ক্ষুদ্র! এবং তার অভিনয় ক'রতে লাগে মাত্র আধ ঘণ্টা! কিন্তু এক রাত্রে চীনে ১২ খানা নাটকেরও অভিনয় হ'তে পারে! আর অভিনয় চলে রাত একটা দুটো পর্য্যন্ত!

সেখানকার প্রায় সমস্ত নাটকই অনেক আগেকার লেখা! ঐ সমস্ত নাটকের মধ্যে অনেক ব্যাপার অভিনেতৃদের চলা-ফেরার ভঙ্গীতে অথবা কোন বিশিষ্ট ইঙ্গিতে বুঝতে পারা যায়! যেমন কোন নট একটা চাবুক ব্যবহার ক'রলে বুঝতে হবে যে, সে ঘোড়ায় চ'ড়তে যাচ্ছে! তারপর যদি কতকগুলি নটের কাঁধে আঁটা থাকে আধ ডজন 'ফ্ল্যাগ' তা হ'লে বুঝতে হবে যে, তারা হচ্ছে সৈন্যাধ্যক্ষ! তারপর কোন নটের নাকে 'প্লাষ্টার' লাগানো থাকলে বুঝতে হবে, সে হচ্ছে 'হাস্যার্ণব'! ঠিক এই ভাবেই কোন অভিনেতার উপরদিকে পা তোলা ও প'ড়ে যাওয়ায় বুঝতে হবে যে সে, উপরদিকে উঠতে গেল ও তার পরই পা পিছলে প'ড়ে গেল!...

যাই হোক, অভিনয়ের এই সব মামুলী ব্যাপার এখন সেখানকার নটেরা এড়িয়ে চলবার চেষ্টা ক'রছে। আর, এর মধ্যেই চীন-ষ্টেজ য়ুরোপীয় ষ্টেজের আদর্শে ধীরে ধীরে গঠিত হ'তে চলেছে!...

হানাবাড়ীর একরাত্রি

—:•:—

[শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়]

শঙ্কর ভট্টাচার্য্য—বড় কর্ত্তা, দলপতি। শম্ভু, গোপাল, করালী—তিনজন চেলা। ধর্ম্মঠাকুর—দক্ষিণ-পূর্ব্ব আসামবাসী নাগাদের বিগ্রহ। তিনটী নাগা পুরোহিত।

[রাত্রি। পোড়ো বাড়ীর একখানি ঘর। পিছন দিকে একটী দরজা ভেজান রয়েছে; তার পাশেই একটি জানালা খোলা। দরজার সামনের পরদাটী গোটান গোটান। ডান দিকে আর একটী দরজা, তার সামনে পরদা ফেলা। ঘরের বাঁদিকে একটী ভাঙা টেবিল; টেবিলের ওপর আলো জলছে। শঙ্কর একমনে একটা পুরাণো খবরের কাগজ পড়ছেন। কিছু দূরে শম্ভু ও গোপাল মেঝেয় একখানা ছেঁড়া মাদুরে ব'সে কথাবার্ত্তা কইছে; বাঁদিকের পেছনের কোণে করালী গাঁজা সাজছে।]

শম্ভু। কর্ত্তার মতলবটা কি বল্‌দিকি?

গোপাল। কি জানি ভাই, আমিতো কিছু বুঝতে পারছি না।

শ। আর কতকাল এ-রকম ভাবে বন্ধ থাকতে হবে?

গো। তিন তিনটে দিন তো কেটে গেল, কে জানে আর কত দিন!

শ। বাবা, জনপ্রাণীর মুখ দেখবার জো নেই!

গো। আরে, সেইজন্যেই তো এত বড় জায়গাটার ভাড়া সবে একটী টাকা।

সম্পাদকের অসুস্থতার জন্যে
এবারে "রংমহলের পঞ্চরং" বেরুল না

শ। কদ্দিনের জন্যে নিয়েছে জানিস?

গো। তুইও যেমন; সে-সব কথা ও জানায় নাকি?

শ। একবার জিজ্ঞেস ক'রেই ছ্যাখ্‌ না।

গো। কদ্দিনের জন্যে বাড়ীখানা ভাড়া নিয়েছেন, কর্ত্তা?

[গোপালের কথা কর্ত্তার কাণে গেল না। তিনি একমনে কাগজই প'ড়ে যেতে লাগলেন।]

শ। বড় কর্ত্তার রকমটা একবার দেখলিতো?

গো। তা' হোক্‌গে, কিন্তু বুদ্ধিবাজ বলতে হবে।

শ। তবে কিনা গোল পাকাতে ওরাই সবচেয়ে মজবুত; কথায় বলে না, "অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি?" মতলব পাকায় খুব জবর বটে, কিন্তু সেই হিসাবে কাজ করে কৈ? শেষ পর্য্যন্ত এমন কাঁচিয়ে ফেলে যে, কাজকে তেমন পণ্ড করতে আমরাও হার মেনে যাই।

গো। হুঁ; তা' বটে!

শ। জায়গাটা আমার একদম পছন্দ হচ্ছে না।

গো। কেন, তোর হ'ল কি?

শ। ঘরের ভেতর চারদিক দেখছি, আর প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠছে।

গো। কিন্তু আমাদের যে এইখেনেই থাকতে হবে, অন্ততঃ এই তো কর্ত্তার হুকুম। আর তা' নইলে সেই ভূতেদের চোখের আড়াল হবার উপায় কি? তবে এদ্দিকে মুস্কিল হচ্ছে, পাথরগুলো তো বেচতে হবে তাড়াতাড়ি! [করালী কোণ থেকে গাঁজা টানা শেষ ক'রে এগিয়ে এসে মাদুরে বসল।]

করালী। কি যে বলিস্ তার ঠিক নেই!

গো। কেন, অপরাধ?

ক। বলি তারা এখানে আসবে কি ক'রে? আমাদের পাত্তা খুঁজে পেলে তো? ঢাকায় তাদের চোখে ধুলো দিয়ে এসেছি!

গো। কি রকম, কি রকম?

ক। তিন ব্যাটাকেই নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছি—একেবারে নাকালের একশেষ! সঙ্গে তখনও পাথর মুক্তগুলো ছিল! জানোয়ারেরা তাই পেছু নিয়েছিল।

গো। জানলে কি ক'রে? তুইতো আর তাদের দেখাতে যাস নি?

ক। তাতো যাইই নি। কিন্তু কি জানি ভাই, তারা ঠিক জানতে পারে। যাকগে, তারপর শোন্। কালোমিশ ট্যানা-পরা সেই ভূত তিনটেতো আমার পেছু পেছু চল্‌লো; খানিকদূর গিয়ে আমি পথের একটা পুলিসকে বল্লুম, 'দেখনা, এরা দিগ্‌ করছে।' সে জবাব দিলে, "বাবু, উ লোক বহুৎ গরীব আদমি হ্যায়, আপকা কুছ হর্জ্জা নেই কিয়ে গা।" ওঃ, কি অভয়বাণীই দিলেন! আমার এদিকে তখন সেই মণিপুরের সুধাময়ের অবস্থার কথা মনে হচ্ছিল!

গো। আর ওদের হাতে রেঙ্গুনে আশুর কি দশা হয়েছিল জানিস্ তো?

শ। বাপ্‌, ওসব কথা মনে করতেও গা কেঁপে ওঠে!

গো; বাপ্‌, তারপর তুই করলি কি?

ক। আমি করলুম কি, দিব্যি হেলতে দুলতে চ'লে শাঁকারীপটীর রাস্তায় ঢুকে পড়লুম; তারপর একটা মোড় ঘুরেই মার্ দৌড়। দু'টো একটা ক'রে মোড় ছাড়ি আবার দু'টো একটা ঘুরি, এইভাবে গলিঘুঁজির ভিতর দিয়ে নালা পগার পার হ'য়ে একটা নির্জ্জন স্থান দেখে দাঁড়ালুম, কিন্তু

বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তারা এলোনা। তখন আমি খুব সতর্কভাবে পথ চ'লে এসে সেই দিনই ওখান থেকে লম্বা দিলুম।

গো। ওঃ, খুব বেঁচে গিয়েছিস, বাহাদুর বটে!

শ। তা' একথা আমাদের আগে বলিসনি কেন?

ক। বড়বাবু যে এ-সব কথা বলতে দেন না! উনি নিজেই সমস্ত মতলব ঠাওরান—আমরা যেন সবাই গাধার দল! ওঁর গোড়ে গোড় দিয়েই চলতে হচ্ছে যে, তাই সে ব্যাটাদের চোখে ধূলো দেওয়া ছাড়া আর উপায় নেই—নইলে এতদিনে অন্ততঃ একটাকেও জাহান্নমের দরজায় পাঠিয়ে দিতুম।

গো। বড়বাবু শুনেছেন, করালীর কীর্ত্তিটা?

বড়বাবু। হুঁ, শুনেছি বটে!

শ। কি রকম বলুন! বাহাদুর না?

ব-বা। নিশ্চয়ই! সে বিষয়ে আর সন্দেহ আছে!

ক। তারপর এখন কি করবেন মতলব করেছেন?

ব-বা। এখানে খানিক অপেক্ষা করব।

ক। তার কি দরকার তাতো বুঝতে পারি না। এ ভয়ানক বোকামী হয়ে যাচ্ছে গোপাল! হাতে একটাও পয়সা নেই, পাথরগুলো না বেচলে চলবে কি ক'রে? সহরে যেতেই হবে।

গো। বড় কর্ত্তা যে যেতে চাইছেন না।

ক। উনি না যেতে চান, এইখানে থাকুন না কেন।

শ! যা বলেছ! আর ঢাকায় না গিয়ে কলকাতা গেলেই চলবে, তাহ'লেই আর কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকবে না।

গো। তাই চল; বড়কর্ত্তাকে ন্যায্য ভাগ দিলেই হবে।

শ। তা হ'লে বড়বাবু, আমরা চললুম। শুনেছেন, পাথরগুলা দেবেন তো?

ব-বা। নিশ্চয়ই—একশোবার!

[বড়কর্ত্তা শম্ভুর হাতে দুইখানি চকচকে লাল দামী পাথর দিলেন। পাথর দুটী হাঁসের ডিমের মত গোল। তারপর তিনি আবার কাগজ পড়ায় মনঃসংযোগ করলেন।]

ক। চলো হে শম্ভু! [পিছনের দরজা দিয়ে করালী ও শম্ভুর প্রস্থান]

গো। নমস্কার বড়বাবু, আসি তবে! আপনার প্রাপ্য আপনি নিশ্চয়ই পাবেন, কোন চিন্তা নেই। কিছু মনে করবেন না বড়বাবু, এ জায়গাটা নেহাৎ শুকনো—না আছে মদ, না আছে মেয়েমানুষ:—আর তার ওপর ওগুলো বেচতেও তো হবে?

ব-বা। আচ্ছা গোপাল, আমি কি নেহাৎ বোকা?

গো। সে কি কথা, বড়বাবু? কে বললে, আপনি বোকা? আপনি আমাদের সর্ব্বেসর্ব্বা; বুদ্ধি পরামর্শ দিতে তো আপনিই! তাহ'লে আসি এখন, নমস্কার। কই, হাঁ না করছেন না যে?

ব-বা। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! এস, কল্যাণ হোক্।

[তখনও বড়বাবু কাগজ পড়ছেন। গোপাল পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। বড়কর্ত্তা কোমরের কাছ থেকে রিভলভার বার ক'রে টেবিলের উপর রেখে আবার পড়তে আরম্ভ করলেন। একবার ক্ষণিকের জন্যে মুখে হাসির রেখা দেখা গেল। একটু পরেই ভীত, শশব্যস্ত ভাবে শম্ভু প্রভৃতি তিনজনেই ঘরে ঢুকল]

শ। (নিরুদ্ধশ্বাসে) আবার ভিতরে আসতে হ'ল বড়কর্ত্তা!

ব-বা। দেখতে পাচ্ছি।

ক। বড়বাবু······ওরা এখানে এল কি ক'রে?

ব-বা। পায়ে হেঁটেই, নিশ্চয়!

ক। এই একশো দেড়শো মাইল পায়ে হেঁটে এল?

শ। বড়বাবু, আপনি জানতেন যে, ওরা এখানে এসেচে।

ব-বা। অন্ততঃ, ওরা যে এখানে আসবে, তা' আশা ক'রেছিলুম বইকি!

গো। তা' হ'লে, এখন কি কর্ত্তব্য, বড়বাবু?

ব-বা। কেন, করালীকে জিজ্ঞাস করনা!

গো। ওকি কাজের কথা হ'ল! যারা এরকম অসাধ্য সাধন করতে পারে, তাদের হাত থেকে একমাত্র আপনিই আমাদের বাঁচাতে পারেন।··· ······আমি বরাবরই জানি, আপনার বুদ্ধি নইলে আমাদের চলে না! এবারটা রক্ষে করুন বড়বাবু, আমরা আর কখনো আপনার কথার অবাধ্য হব না।

ব-বা। দেখ গোপাল, তোমরা সবাই সাহসী আর খুব বলবান একথা স্বীকার করি। ঐ অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে ঐ রকম কিম্ভূতকিমাকার বীভৎস এক মূর্ত্তির চোখ উপড়ে মণিহরণ ক'রে নিয়ে আসার মত দুঃসাহস জগতে মাত্র দু'চারজন লোকেরই আছে।...হাঁ, সাহস বটে তোমাদের! কিন্তু, তোমরা সব কটাই গাধা। দেখছ তো, সুধাময় আমার কথামত কাজ করেনি ব'লে কি হ'য়েছে; আর সেই অতিদাম্ভিক এশো, সেই বা আজ কোথায়?

শ। ক্ষান্ত হন বড়বাবু, আমাদের মার্জ্জনা করুন।

ব-বা। ত'াহ'লে বুঝতে পারছ, খালি গায়ের শক্তিতে কাজ হয় না! এর সঙ্গে চাই বুদ্ধি, বুদ্ধি, বুদ্ধি।···এ নইলে তোমাদেরও সুধা, এশোর মত অবস্থা হবে।

সকলে। উঃ, কি ভয়ানক।

ব-বা। তোমরা কি ভেবেছ, একবার তাদের হাত থেকে পালিয়েছ ব'লেই নিষ্কৃতি পাবে? তা মনেও ক'রনা। তারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে তোমাদের বার করতে পেছপাও নয়! যতদিন না তারা তাদের ধর্ম্ম ঠাকুরের মহামূল্য চক্ষু ফেরত পায়, ততদিন তারা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর তোমাদের পেছনে ঘুরবে। মুখ্যুটা মনে করেছে, ঢাকার শাঁকারী পটীর মোড় ঘুরেই তাদের হাত থেকে বেঁচে গেছি।

ক। কিন্তু এ কথাও খাঁটী-সত্যি, বড়বাবু, যে আপনিও তাদের ফাঁকি দিতে পারেন নি, কেননা তারা এখানেও এসেছে। ক্রমশঃ

নমো নটনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিফোন নং ৩০৪০—বড়বাজার।

শনিবার ১৫ই এপ্রিল, ১লা বৈশাখ, ম্যাটিনী ৫॥ টায়

১। আলমগীর

আলমগীর—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

উদীপুরী—শ্রীমতী চারুশীলা

২। শেষরক্ষা

চন্দ্র—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

পরদিন রবিবার, ১৬ই এপ্রিল, ২রা বৈশাখ, ম্যাটিনী ৪৷৷০ টায়

শরৎচন্দ্রের

ষোড়শী

জীবানন্দ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

ম্যাজিষ্ট্রেট—শ্রীরাধিকানন্দ মুখার্জ্জি প্রফুল্ল—শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায়

জনার্দ্দন—শ্রীযোগেশ চৌধুরী নির্ম্মল—শ্রীশৈলেন চৌধুরী

ষোড়শী—শ্রীমতী চারুশীলা

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়। অভিনয়ান্তে মোটরবাস পাওয়া যায়

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১১নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৪র্থ বর্ষ ৪৫শ সংখ্যা	সম্পাদক :— শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী	৭ই বৈশাখ ১৩৩৪

নাট্য-জগৎ

—:*:—

দেখছি, ভদ্রমহিলাদের নাট্য-জীবন গ্রহণ করার কথা নিয়ে অনেকেরই মাথা ঘেমে উঠেছে। কেউ কেউ এ-সম্বন্ধে আমাদের মতামত জানতে চেয়েছেন।

•

ভদ্রমহিলারা মাঝে মাঝে সাধারণ সৎকার্য্যে সাহায্যের জন্যে রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করছেন। এবং সে-সম্বন্ধে আমাদের মতামত অনেকবারই প্রকাশ করেছি।

•

আত্মীয়-বান্ধবের সঙ্গে এ-রকম ভাবে আর্টের চর্চ্চা আমরা আপত্তিকর মনে করি না। এ-সব ক্ষেত্রে রঙ্গালয়ের পারিপার্শ্বিক হয় যথেষ্ট ভদ্র এবং সংযত। যাঁরা সেখানে যান, তাঁরা মহিলার ইজ্জৎ রাখতে জানেন। হয়তো দু-চারজন হেটো দর্শকও সেখানে যায়, কিন্তু পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে তারাও সংযত থাকতে বাধ্য হয়।



•

তবে এ-রকম অভিনয়ের সময়েও আমরা নাটক নির্ব্বাচনে চিন্তাশীলতা দেখতে চাই। সাধারণ রঙ্গালয়ে এমন অনেক জনপ্রিয় 'থিয়েটারি' নাটক বা 'প্লে' আছে, যা অশ্লীল না হ'লেও শ্লীল নয়। দু-চারটে কথা বদলালে বা দৃশ্য বাদ দিলেও সেগুলি সংস্কৃত হয় না। কারণ সেগুলির নিজস্ব সুরই হচ্ছে রুচিবিরোধী।

কিন্তু দেখতে পাই, এমন সব নাটকও মহিলাদের অভিনয়ের জন্যে নির্ব্বাচিত হচ্ছে। অথচ সাধারণ রঙ্গালয়েও উচ্চশ্রেণীর নাটকের অভাব নেই। এই হাটখোলাসুলভ মনোভাব আমরা সমর্থন করি না।

•

কারণ নিম্নশ্রেণীর নাটককে মহিলারাও উচ্চশ্রেণীতে তুলতে পারেন না। বরং মহিলাদের ভদ্রতা-গৌরবই তাদের দ্বারা নিম্নগামী হয়। এবং নিন্দকের জিহ্বাও বাচাল হবার সুযোগ পায়।

•

কিন্তু কথা উঠেছে, এমনি ন'-মাসে ছ'-মাসে সখের অভিনয় নিয়ে নয়। কেউ কেউ নাকি পেশাদারী রঙ্গালয়েও মহিলাদের সম্পর্ক বাঞ্ছনীয় মনে করেন। আবার এমনও শোনা যাচ্ছে, কোন কোন মহিলা নাকি সাধারণ রঙ্গালয়েও অভিনয় করতে প্রস্তুত আছেন। তাঁদের সাহসের প্রশংসা করি।

•

বাংলাদেশে "যুগের হাওয়া" বদলাচ্ছে বড় তাড়াতাড়ি। দশ বছর আগে এমন কথা কারুর মুখে শুনলে লোকে তাকে পাগল ঠাওরাতো। কিন্তু এখন এমন কথা নিয়ে প্রকাশ্য আলোচনা সম্ভব হয়েছে।

•

আমরা বলি, সাধারণ রঙ্গালয়ে ভদ্রলোকের মেয়েদের টেনে আনবার

এমনই কি দরকার পড়েছে? গণিকা 'সীতা' বা 'সাবিত্রী' সাজলে আমরা তাকে যতটা সম্ভ্রমের চোখে দেখি, গৃহস্থের মেয়েরা ঐ-সব ভূমিকা গ্রহণ করলে আমাদের সম্ভ্রমের মাত্রা যে তার চেয়েও বেড়ে উঠবে, এমন মনে করবার কারণ নেই।

•

জনৈক বন্ধু বললেন, "মহিলাদের সঙ্গে রঙ্গালয়ের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে সাধারণ অভিনেত্রীদের আদর্শ উঁচু হবে।"—"কেন?" "কারণ মহিলারা শিক্ষায় ও রুচিতে উন্নত।"—

•

সাধারণ রঙ্গালয়ের বর্ত্তমান অভিনেত্রীরা সত্যই কি অশিক্ষিত? তর্কের খাতিরে সেটা মেনে নিলেও তর্ক শেষ হয় না। কারণ সুবোধ ব্যক্তিরা এ স্থলে অন্তঃপুরের দিকে দৃষ্টিপাত না ক'রে সাধারণ রঙ্গালয়ের অভিনেত্রীদের জন্যে উচিতমত শিক্ষার ব্যবস্থা করতেই পরামর্শ দেবেন! এবং সেইটেই বোধ হয় বেশী সহজ কাজ।

•

বাইরে বসে যাঁরা তর্ক করেন তাঁরা জানেন না যে, কোন দেশেই রঙ্গালয়ের ভিতরকার স্বাস্থ্য ভাল নয়। নানা কারণে (সে-সব কারণ এখানে খুলে বলবার দরকার নেই) রঙ্গালয়ের ভিতরে যত-বেশী অধঃপতনের সুযোগ থাকে, ললিত কলার আর কোন ক্ষেত্রে ততটা দেখা যায় না।

•

বিলাতে মহিলারা অভিনয় করেন। হয়তো সেইজন্যেই এদেশে অনেকে তার অনুকরণ করতে চান। বিলাতে সাধারণ রঙ্গালয়ের অভিনেত্রীদের 'মহিলা' ব'লে ডাকা হয় বটে, কিন্তু আসলে তাঁদের অনেকেই ঠিক মহিলা নামের যোগ্য থাকতে পারেন না। এবং তাঁদের অধিকাংশেরই নীতিজ্ঞান ঠিক মহিলার উপযোগীও নয়।

•

Grand Magazineএ এক বিখ্যাত বিলাতী অভিনেত্রীর আত্মকথায় দেখেছি, তিনি অসঙ্কোচে কবুল জবাব দিয়েছেন, "রঙ্গালয়ের অভিনেত্রীরা সতীত্ব কাকে বলে জানে না"! তিনি যে-সব প্রমাণ দেখিয়েছেন, তা চমকপ্রদ! দরকার হ'লে এ-সম্বন্ধে বিশ্ববিখ্যাত বিলাতী নট-নটীর মত তুলতে পারি এবং তা পড়লে অনেকেরই অন্ধ চোখে দৃষ্টি ফুটতে পারে। কিন্তু আপাততঃ নোংরা ঘাঁটবার প্রয়োজন দেখছি না।

•

মোট কথা, রঙ্গালয় ভালো জায়গা নয়। এর বিরুদ্ধে কাগজে যথেষ্ট তর্ক চলতে পারে এবং যার ফলে চাই কি আমাদেরও মুখ বন্ধ হ'তে পারে, কিন্তু ভিতরে যে উলঙ্গ সত্য আছে তার নগ্নতা কিছুমাত্র ঘুচবে না। আমাদের মতে, ভদ্র হলেও যাঁদের আমরা মহিলা বলি না এমন স্ত্রীলোক নিয়েই সাধারণ রঙ্গালয় চালানোর মত শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা আর নেই।

•

মহিলাদের এখানে টেনে এনে আর একটা নূতন ও গুরুতর সমাজ-বিপ্লব বাধাবার চেষ্টা ক'রে লাভ কি? আমাদের মা-লক্ষ্মীরা তো বেশ ঘর আলো ক'রে আছেন, কেন তাঁদের প্রলুব্ধ করা হচ্ছে? ঘরে এবং ঘরের বাইরে স্ত্রী-স্বাধীনতার অসংখ্য ক্ষেত্রের অভাব নেই। তাঁদের সাধারণ রঙ্গালয়ের সংকীর্ণতার মধ্যে বন্দী করবার জন্যে এমন প্রচণ্ড আগ্রহ সঙ্গত, স্বাভাবিক বা সান্ত্বনাজনক বিবেচনা করি না।

•

কৃত্রিম বিদ্রোহ জাতির বিশিষ্টতা নষ্ট করে। অভিধানে বিদ্রোহ অর্থে লেখেনা যথেচ্ছাচার।

•

"নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের ষষ্ঠসপ্ততিতম জন্মদিবসোপলক্ষে" গত বৃহস্পতিবারে শ্যামবাজারে একটি সভার অধিবেশন হয়ে গেছে। সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়।

•

গত বাংলা বছরের শেষ-দিনে, 'ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে' "কল্লোল" পত্রিকার পরিচালকগণ একটি মিলন-উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। গান, বাজনা, "দীয়তাম্ ভুজ্যতাম"—কিছুরই অভাব ছিল না। এমন উৎসব আরো ঘন ঘন হ'লেও আমরা আপত্তি করব না।

•

নাট্য-নদে বৈচিত্র্য ডুবিয়ে এমন 'গাধা-বোট' ভাসালে কারা? এই 'মোটর-বোটে'র যুগে 'গাধা-বোট'?—যাত্রী হবে না!

•

'মনোমোহনে' শনিবারে "বিষবৃক্ষে"র অভিনয়ে সূর্য্যমুখী সাজবেন শ্রীমতী তারাসুন্দরী এবং কুন্দনন্দিনী সাজবেন শ্রীমতী সুশীলা (ছোট)! কুন্দের পাশে সূর্য্যমুখীকে কি-রকম মানাবে, কল্পনা-নেত্রে তা নিরীক্ষণ ক'রে আমরা এখন থেকেই চমৎকৃত হচ্ছি। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষকে ডেকে এনে নগেন্দ্রনাথের ভূমিকা দেওয়া হ'ল না কেন?

•

'মনোমোহনে' 'অরোরা সিনেমা' এ হপ্তায় "শিরিফরহাদ" চিত্রনাট্য দেখিয়েছেন। ছবিখানি এসেছে বোম্বাই থেকে।

•

শ্রীমান নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী যে ইহলোকে বিদ্যমান আছেন, এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না।

•

কর্ণওয়ালিস থিয়েটার ভাড়া দেবার জন্যে ম্যাডান ভাড়াটিয়া খুঁজছেন। এখনো কোন বোকা সাড়া দেয় নি।

•

ঢাকা থেকে সুকবি শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার ঘোষ লিখছেন।—

"গত ১২ই চৈত্র রবিবার সকালবেলায় ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাস মহাশয়ের "রূপলাল হাউসে" একটী উপভোগ্য জলসার আয়োজন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়, সুপ্রসিদ্ধ ওস্তাদ আপ্তাবউদ্দীন এবং ঢাকার প্রসিদ্ধ ওস্তাদগণের মধ্যে অনেকেই এই জলসায় যোগদান করিয়াছিলেন। প্রথমেই শ্যাম সেতারী ও গোলাপ তবলচীর একতান বাদন হয়। তারপর স্বরদ বাজাইয়া আপ্তাবউদ্দীন সকলের আনন্দবর্দ্ধন করেন। উচ্চ অঙ্গের সঙ্গীতে যাঁহারা উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিশেষরূপে পরিতৃপ্ত করিতে পারিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঠাকুর ও বাচার নাম উল্লেখযোগ্য। আপ্তাবউদ্দীন বাঁশী, একতারা ও হারমোনিয়াম বাজাইয়া এবং মালসী গান গাহিয়া সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করেন। তাঁহার বাঁশী বাজান এত মধুর হইয়াছিল যে উহা শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়া যান এবং পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে উহা বাজাইতে অনুরোধ করেন এবং তিনিও কয়েকবার বাঁশী বাজাইয়া যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় সকলের অনুরোধে দুইটী বাংলা ও একটী হিন্দী গান গাহিয়া সকলকে মোহিত করেন। তাঁহার গান এত সুষ্ঠু ও প্রাণপূর্ণ হইয়াছিল যে সকলেই বিশেষ প্রশংসা করেন। সভায় ঢাকার গণ্যমান্য অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে ডাঃ শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, সত্যেনবাবু, অধ্যাপক মৈত্র, ভারতীয় চিত্রকলার অনুরাগিনী মিসেস্ ডস্ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।"

•

ওল্ড বালিগঞ্জ থেকে শ্রীমতী লতিকা বসু লিখছেন।—

"গত শুক্রবার এল্‌ফ্রেড রঙ্গমঞ্চে হাইকোর্টের সোস্যাল ও ড্রামাটিক ক্লাবের সভ্যগণ 'দুর্গাদাস' অভিনয় করিয়াছিলেন। অভিনয় সুন্দর হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে 'গুলনেয়ার' সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছিল। তাঁহার স্বভাবসুলভ অভিনয় ও ভাবভঙ্গী প্রশংসার্হ; মৃত্যুদৃশ্যে ইঁহার অভিনয় দর্শকবৃন্দকে বিচলিত করিয়াছিল। এর পরেই উল্লেখযোগ্য 'দুর্গাদাস' ও 'দিলীর খাঁ'।—

*

"রাজিয়া গ্রন্থকারের একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এই ভূমিকা অভিনয় করিয়া অনেকেই যথেষ্ট যশ অর্জ্জন করিয়াছেন। সেদিনকার রাজিয়ার অভিনয় নিন্দনীয় নয় বটে, কিন্তু মর্ম্মস্পর্শী নয়,—প্রাণহীন হইয়াছিল। রাজিয়ার গান মন্দ নয়। 'ঔরংজীব'—অচল। দুর্গাদাসে ঔরংজীব একটি প্রধান ভূমিকা, হাইকোর্টের কর্ম্মকর্ত্তারা কি আর লোক খুঁজিয়া পাইলেন না? 'আকবর'—সুন্দর। 'সরস্বতী', 'ভীমসিংহ', 'শ্যামসিংহ', 'জয়সিংহ', 'তাহবর খাঁ', 'শম্ভুজী', 'কাশিম' ও 'কাবলেস্ খাঁ' উল্লেখযোগ্য। 'রাজসিংহ', 'মহামায়া', 'অজিত' ও 'সমরদাস' চলনসৈ। 'কামবক্স, 'আজিম' ও 'মৌজাম' অচল। সখীর গান ও বৈরাগীর গান সুন্দর। Stage management বড়ই খারাপ হইয়াছিল। সিনের বড় গোলমাল হইয়াছিল, গুলনেয়ারের মত সম্রাজ্ঞীকে রাস্তায় মরিতে বাধ্য করা বড়ই অশোভনীয় হইয়াছিল। অভিনয় ঠিক নির্দ্ধারিত সময়েই আরম্ভ হইয়াছিল।"

*

শ্রীযুক্ত বিভাসচন্দ্র রায়চৌধুরী লিখছেন:—

"গত ১৫ই ভাদ্র "সাউথ কলিকাতা ইনসটিটিউটের" উদ্যোগে ভবানীপুরে ২ বি, কালীঘাট রোডে (চড়কডাঙ্গা জংসন) "যোড়শী" ও "খাসদখলের" অভিনয় হইয়া গিয়াছে। অভিনয় খুব নিখুত না হইলেও, সৌখীন্ সম্প্রদায়ের পক্ষে যতদূর সুন্দর হওয়া সম্ভব, ততদূর হইয়াছিল। "যোড়শী"র মত সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব-বিশিষ্ট একখানি বই, সৌখীন সম্প্রদায়ের দ্বারা অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চের উপর অভিনয় হওয়া কত শক্ত ব্যাপার—তাহা যাঁহারা ভুক্তভোগী তাঁহারাই কেবল জানেন। "সাউথ ক্যাল্‌কাটা ইন্‌সটিটিউট" এই বই অভিনয় করিয়া যে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আমরা তাঁহাদের অন্তরের সহিত ধন্যবাদ জানাইতেছি।

*

"অভিনীত চরিত্রগুলির মধ্যে আমাদের সব চাইতে ভাল লাগিয়াছে এককড়ির ভূমিকা। এই ভূমিকাটি গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। এই ভদ্রলোকের নিজস্ব এমন কতকগুলি জিনিস আছে, যাহা তিনি এককড়ির চরিত্রের মধ্যে বেশ খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিয়াছিলেন। জীবানন্দ ও যোড়শীর অংশও অতি সুন্দর লাগিয়াছিল। জীবানন্দ সাজিয়াছিলেন—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায় আর যোড়শীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন—শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ।

*

"ছেলেবেলায় নারীর প্রাণের গোপন রহস্য অলকার স্বপ্নের দ্বারে কোন আঘাত দেয় নাই। অর্দ্ধ রাত্রির স্তিমিত আলোকে একদিন নিদ্রাতুর চোখে শুভবিবাহের শুভদৃষ্টির মধ্যে সে তাহার স্বামীকে দেখিয়াছিল। তাহার পাষণ্ড স্বামী তাহা হইতে তাহার মায়ের টাকাটাকেই বড় করিয়া দেখিয়াছিল। তাই সে রাত্রি আর প্রভাত হয় নাই। তারপরে জীবানন্দ ও যোড়শী—দুইটি হৃদয় ভাসিয়া গেল জীবনের খরস্রোতে—একজন ডুবিয়া গেল পঙ্কের মধ্যে, আর একজন ফুটিয়া উঠিল পঙ্কজ হইয়া। এই দুইটি চরিত্র জীবনের পূর্ণ গতি ও পরিণতির চিত্র সেদিন রঙ্গমঞ্চের উপর এমনি সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে তাহা দেখিয়া অনেকের চোখ দিয়া জল পড়িতে দেখা গিয়াছিল। অন্যান্য ভূমিকা মন্দ হয় নাই—তবে দুই একটি ছোট ভূমিকার উপর নজর দেওয়া বিশেষ দরকার ছিল। দুই একজন এমনও ছিলেন যাঁহাদের পাদপ্রদীপের আলোর ভয় এখনো ঘোচে নাই।

*

"খাসদখলে শ্রীযুক্ত শৈলেনবাবুর "নিতাই" আমাদের খুব ভাল লাগিয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীযুক্ত অমিয়বাবুর "গিরিবালা", শ্রীযুক্ত ভূধরবাবুর "মাইতি", শ্রীযুক্ত হরিধনবাবুর "মোহিত", শ্রীযুক্ত সুনীলবাবুর "লোকেন" এবং শ্রীযুক্ত প্রফুল্লবাবুর "বঙ্গচন্দ্র" উল্লেখযোগ্য। "যোড়শী" ও "খাসদখলে"র পথিকরূপী শ্রীমান শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের গান আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে। কিন্তু 'ঠাকুর্দা'র পাঠ দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই।"

চিত্রনাটের রূপকথা

এডমাণ্ড লো যখন প্রথম চলচ্ছবিতে অভিনয় কোবৃতে শুরু করেন তখন একজন কিশোরী, বিদ্যালয়ের ছাত্রী তাঁর অভিনয়ে খুশী হোয়ে তাঁকে একখানি চিঠি লিখেছিল। লো আজ বড়ো অভিনেতা তবু সেই চিঠিখানি বাঁধিয়ে রেখেছেন কারণ আজ সেই লেখিকার যশ তাঁর চেয়ে কম নয়। এখন তিনি চলচ্চিত্রজগতে মেরি এ্যাষ্টর নামে পরিচিত।

*

সম্প্রতি 'ডন জুয়ানে' নায়িকা-রূপে তাঁকে সকলেই দেখেছেন। সুন্দরী, সু-অভিনেত্রী, সুঠাম। 'ডন জুয়ান' যাঁরা এখনো দেখেন নি তাঁদের দেখে আসতে বলি। কিন্তু দেখারও মুস্কিল আছে। প্রতিদিন বহু লোক স্থানাভাবে ফিরছে।

*

'ডন জুয়ানের' অভিনয়ের প্রশংসা করা পদ্মফুলকে রঙ করা বা সোনাকে গিল্টি করার মতোই হবে। সমস্ত দিক দিয়েই দেখবার মতো ছবি। আমরা ভাবি বাঙলার নাট্যালয়গুলির স্বল্পোপার্জ্জনের এই হয়তো কারণ। ছবিতে দর্শকরা যে অপূর্ব্ব নট-নৈপুণ্য, যে উপযুক্ত ও উপভোগ্য দৃশ্যপট দেখে, চলচ্চিত্রের নট-নটীদের অভিনয়-ভঙ্গীর যে সাবলীল পেলবতা (grace) তাদের মুগ্ধ করে, তারা রঙ্গমঞ্চে তারি অনুরূপ কিছু দেখতে চায়। কিন্তু শিশির ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী, নীহারবালা, প্রভা বাঙলার রঙ্গমঞ্চে এক-একটির বেশী নেই!

*

প্রসিদ্ধ অভিনেতা ও প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী শ্রীমতী ভিল্‌মা ব্যাঙ্কির স্বামী শ্রীযুক্ত রড্‌ লা-রকের বহুমুখী বিশেষত্ব :—

(১) তিনি উড়ো জাহাজ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ও উৎসাহী

(২) তিনি তিনবার 'প্যারাচুট' থেকে লাফিয়ে প'ড়েছেন

(৩) চারটি চলচ্চিত্রের আর সতেরোটি আলোকচিত্রের যন্ত্রের তিনি মালিক

(৪) কিশোর বয়েসে তিনি গাইয়ে ছিলেন।

(৫) তিনি ছ ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা—আরনেষ্ট টরেন্স আর মণ্টিব্লু ছাড়া এঁর মতো দৈর্ঘ্য আর কারো নেই।

*

'দেবদাস' ঢাকায় অনেক দিন দেখানো হোয়েছে—আর সেখানে খুব ভালো চ'লেছে। এবার তা পাটনায় দেখানো হবে। শুনলুম মৈমনসিংহেও এর চাহিদা আছে।

*

মানুষের পছন্দর কথা কিছুই বলা যায় না। সুবিখ্যাত অভিনেত্রী শ্রীমতী জ্যাকোয়েলিন লোগানের কোনো ভক্ত তাঁকে একটি শিশু-বাস উপহার দেবেন। শিশু বশ করবার ক্ষমতা জ্যাকোয়েলিন লোগানের খুবই আছে।

*

স্থানীয় গ্লোব চলচ্চিত্র-মঞ্চে অচিরেই 'নিম্নমুখী' (Down-hill) ব'লে যে ছবিটি দেখানো হবে আমরা তার ভূমিকা-লিপি দিলুম।

*

আইভার নভেলো (রডি বারউইক), বেন ওয়েবষ্টার (ডাক্তার ডাউসন) রবিন আর্ভিন (টিম ওয়েকলি), সিবিল রডা (সিবিল ওয়েকলি), লিলিয়ান ব্রেথওয়েট (লেডি বারউইক), হান্না জোন্‌স্ (ড্রেসার), ভায়োলেট ফেয়ার-ব্রাদার (স্ত্রী-কবি), ইসাবেল জিন্‌স্ (জুলিয়া), নর্ম্যান ম্যাকিনেল (সার টমাস বারউইক), জেরল্ড রবার্টস (ধর্ম্মযাজক ওয়েকলি) এ্যানেট বেন্সন (মেবেল)

—'গি'—

বাদল-বেলায়

(শ্রীরাসবিহারী মল্লিক)

বাদল-দিনের সকাল বেলায় কে এসেছে আজ,
দূর নীলিমার সকল গায়ে শ্যামল-মেঘের সাজ।
ছোটে হাওয়া খ্যাপার মত
দুলিয়ে কেয়া-কদম কত,
নদী-নটীর জল-নূপুরে নতুন নাচের ধাঁজ!
বাদল-দিনের সকাল বেলায় কে এসেছে আজ॥

* * * *

সজল কাজল মেঘের পানে নয়ন তুলে চাই—
অসীম সায়র চল্‌কে ওঠে মনের মাঝে ভাই!
সাত ভুবনের দ্বারে দ্বারে
ডাকচে দেয়া বারে বারে!
রইল প'ড়ে আজকে মোর যা কিছু সব কাজ।
বাদল-দিনের সকাল বেলায় কে এসেছে আজ॥

রংমহলের পঞ্চরং

কবিগণ, সাবধান! শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয় এতদিন ছিলেন গদ্যের রাজা, এইবারে তিনি কাব্যরাজ্যে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হয়েছেন। গেল সংখ্যায় "আত্মশক্তি"তে ছটি সনেটে তিনি তাঁর কবিতারচনাশক্তির যে আনকোরা নমুনা দিয়েছেন, তা দেখলে আর সব বাঙালী কবিকে নিশ্চয় তল্পিতল্পা গুটোতে হবে। যথা—

*

১। "ল্যাটিন-মস্ত-ঈনিয়াস এল রোমে তার ট্রয় ছাড়ি
হ'ল—তোমার মাথায়, ভবিষ্যপুরাণ ভ্রমণ-প্রেম-রণ তারি।"

২। "ক' বোতল টানিলে মদ "রঘুবংশম্" যায় গো লেখা?
কালিদাস! ব'লে যাও আজ, যুবক বাঙলার চাই তা শেখা।
নেচে হেসে খেলে, তুড়ি দিতে দিতে গোঁপে চাড়া দিয়ে হাঁটছিলে যখন,
দেখিতে দেখতে, ক্ষণিকের মাঝে ঘামে ঝ'রে পড়ল রঘুবংশ-রতন।"

৩। 'ভিল্‌হেল্‌ম্' 'কাউন্ট', 'ভাটার', 'হাম্বান্' তোমারি প্রেম-কাহিনী
নিজ কথারই কাঠামোতে দেছ এই নিখিলের বাণী।" — প্রভৃতি।

*

—এমনি চুরাশীটি লাইন! কবিতায় যে ছন্দের দরকার হয় এবং গদ্যের প্রত্যেক পংক্তির শেষে মিল দিলেই যে কবিতা হয় না, বিনয়বাবু তা মানতে রাজি নন। কথায় বলে, কবিরা নিরঙ্কুশ। এবং বর্ত্তমান যুগে কাগজ, কলম, কালি ও অবকাশ পেলে বাঙালী 'কবি'রা যে কী ভয়ঙ্কর রূপেই নিরঙ্কুশ হ'তে পারেন, বিনয়বাবু এবার তার কল্পনাতীত দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। অতএব বিনয়বাবু নিশ্চয়ই মহাকবি। আমরা তাঁর মস্তিষ্কের কুশল কামনা করি।

*

শীঘ্রই "হসন্তিকা" নামে একখানি মাসিক কাগজ বেরুবে। তাতে অধুনালুপ্ত "ভারতী"র সুপরিচিত লেখক-সম্প্রদায়ের (বাজারে যাঁরা 'ভারতীর দল' ব'লে বিখ্যাত) রস-রচনা প্রকাশিত হবে। "হসন্তিকা" হচ্ছে আগুন পোয়াবার পাত্র। শুনছি "হসন্তিকা"র আগুনে "শনিবারের চিঠি"র পুড়ে ছাই হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। শনির দল আঁচ্‌ড়ে-কামড়ে দেশশুদ্ধ লোকের দ্বিতীয় রিপু প্রবল ক'রে তুলেছেন। এইবারে তাঁদের ঠেলা

সাম্‌লাবার পালা এসেছে। 'হসন্তিকা' নাকি আরো অনেক ভণ্ড অপোগণ্ডের মুখে আগুন দেবে। সু-খবর!

*

কবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয় অকস্মাৎ আবিষ্কার ক'রে ফেলেছেন যে, স্বর্গীয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ "কোথাও রবীন্দ্রনাথকে স্পর্শ করিতে" পারেন নি। আমরা এর প্রতিবাদ করি। কারণ আমরা স্বচক্ষে দেখেছি, সত্যেন্দ্রনাথ অসংখ্যবার রবীন্দ্রনাথের চরণ "স্পর্শ" ক'রে প্রণাম করেছেন। সেনগুপ্ত মহাশয়ের বিশ্বাস না হয়, রবীন্দ্রনাথকে স্বয়ং জিজ্ঞাসা ক'রে দেখতে পারেন।

*

এবং মাঘমাসের "প্রগতি" পত্র নাকি আবিষ্কার করেছেন যে "কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর, বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য দান কিছুই নাই।" এই কথায় সেনগুপ্ত মহাশয় ক্ষুব্ধ হয়েছেন। আমরা ক্ষুব্ধ হই নি। কারণ আমরা জানি "প্রগতি"র সম্পাদক বয়সে বালক। বালকরা অনেক কথাই বলে। কিন্তু "অমৃতং বালভাষিতং"।

*

ঐ দু'টি আবিষ্কারই না করলে বাংলা সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হ'ত না। কে কাকে স্পর্শ করতে পেরেছে, কে কার চেয়ে বড় বা ছোট, তা নিয়ে মাথা ঘামায় প্রাকৃতজন। আমরা খুঁজি, আনন্দ। সত্যেন্দ্রনাথ আমাদের আনন্দ দিয়েছেন। যতীন্দ্রমোহন আমাদের আনন্দ দিয়েছেন। আমরা আর কিছু জানতে চাই না।

*

যে-সব কাব্য আনন্দদায়ক, সেগুলি আমরা খালি উপভোগ করি। তখন এ-কথা আমাদের মনেও আসে না যে, এখানি একের নম্বরের, এখানি দুয়ের নম্বরের, এখানি তিনের নম্বরের। কাব্য কি চৌরঙ্গীর দোকানের জান্‌লায় সাজাবার জিনিষ, যে নম্বর দেখে তার রসের স্বোয়াদ নিতে হবে?

*

শনির দল নাকি স্বর্গীয় গোঁসাইজীর জীবনী লিখবেন ব'লে শাসিয়ে বেড়াচ্ছেন? এজন্যে গোঁসাইজীর প্রেতাত্মা শঙ্কিত হবে না। জীবদ্দশায় তিনি কোনদিন পাড়ার পানওয়ালার স্ত্রীকে ধ'রে টানাটানি করেন নি, ভগ্নীর প্রেমে পতিত হন নি বা "ইম্পিরিয়াল রেস্তোরাঁ"য় গিয়ে লুকিয়ে সুরা-সাগরে সাঁতার দেন নি। তিনি মদ্যপান করেছেন প্রকাশ্যে এবং বাইজীর বাড়ীতেও গিয়েছেন প্রকাশ্যে। যা প্রকাশ্য তা প্রকাশ করা পণ্ডশ্রম।

*

এমন অনেক জীব আছে, "ঢাক্‌-ঢাক্‌-গুড়-গুড়" হচ্ছে যাদের মূলমন্ত্র, শাক দিয়ে মাছ ঢাকাই যাদের ব্যবসা, দিনে প্রকাশ্যে নিরীহ কেরাণী বা সম্পাদক বা ইস্কুলমাষ্টার সেজে, রাত্রে গোপনে স্বর্ণবৃক্ষের বা পুরীধামের দেবদাসীর খোঁজে বেরুনোই যাদের স্বভাব। কিন্তু তাদের হাঁড়ির উপরে হাটের ভিতরে যদি লগুড়াঘাত করা হয়, তা'হলে কি অনেক কুপো একেবারেই কাৎ হবে না? কতিপয় সফরী গণ্ডুষজলে সাঁতার কেটে, নিজেদের আজকাল অগাধজলসঞ্চারী মকর ব'লে মনে করছে। দুদিন সবুর করুন, আগে তাদের দৌড় দেখি; তারপর একে একে জল থেকে টেনে তুলব। পুঁটিমাছের চাট্‌নি রুচবে ভালো।

*

শনিবারের চিঠির সম্পাদক বড়ই কাতর হ'য়ে পড়েছেন। কারণ "শত শত পণ্ডিতের শত শত বচন উদ্ধৃত করিয়াও সে রসিক-সমাজে আমোল পাইতেছে না।" (শনিবারের চিঠি, চৈত্র) রোগীর মুখেই রোগ ব্যক্ত হ'লে চিকিৎসার সুবিধা হয়। কিন্তু বিচারীর অবস্থা কি শত্রুর মনেও করুণার উদ্রেক করে না?

*

"শত শত বচন উদ্ধৃত" করলেই পাণ্ডিত্য, চিন্তাশীলতা বা লিপিকুশলতা প্রকাশ পায় না। তাহলে কলকাতায় পুস্তকবিক্রেতারা আজ রসিক-সমাজের মাথার মণি হয়ে উঠত—কারণ "শত শত বচন উদ্ধৃত" করবার সুযোগ তাদেরই সব-চেয়ে বেশী। এবং যাঁর নিজের কিছু বলবার ক্ষমতা নেই, পরের "শত শত বচন" ফেরে তাঁরই মুখে মুখে। তেমন নকল পাণ্ডিত্যে রসিকের মন গলে না।

*

"মডার্ণ রিভিউ" ও "প্রবাসী" পত্রের পোষ্যপুত্র "শনিবারের চিঠি" বলছেন:—রামানন্দ বাবু নাকি শরৎচন্দ্রের "পথের দাবী আদ্যোপান্ত পাঠ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত শরৎবাবুর 'বিন্দুর ছেলে'র অনুবাদও Modern Review-এ বাহির হইয়াছে।" এত-বড় সৌভাগ্য শরৎবাবু কোন দিন বোধ হয় কল্পনাও করতে পারেন নি। আমাদের হিংসা হচ্ছে।

—অশনি—

শনিবারের চিঠি

[শ্রীবংশদণ্ড]

(১)

চিট্‌-চিটে চিঠি ওই চিটে-গুড়ে রস-করা,
গাদা-মারা গাদ শুধু, গাধাদের মস্করা!
বলিহার, দু'আনার সমালোচনার সঙ,
সং নেই, আলো নেই, চোনা সব—ওঁচা ঢং;
ডোম-পাড়া আমদানী কামদানী ভাষাতে
বাগ্দিনী পূজে এরা বাগ্দেবী আশাতে।
বাঙলার নারী-নর ভাবে—একি বর্ব্বর,
ভাংখোর ধাঙ্গোড় কাঁপে ভয়-জর্জ্জর;
তারা বলে—একি হলো? বুঝি গেলো নোক্‌রি,
রাখলে না কিছুতেই pit থেকে সোক্‌ড়ি!

(২)

রামবাগানে কান-জাগানে'
পায় কি কলা রামদাসেরা?
তাই তো মাতে কলার পাতে,
কলায় কলা দেখায় এরা।
খ্যাখনহাসি দাঁত বিকাশি
আবার আসি কুঞ্জবনে,
ফুলের কুঁড়ি আস্তে পুরি
হাসে মধুর গুঞ্জরণে!
দেহের উকুন খেতে নিপুণ,
শকুন সম শ্মশান-বায়,
দগ্ধ মুখে সবার বুকে
তাই তো কালোর রসান ভায়।
হা রাম, তুমি হনুর গলে
ঝুলিয়েছিলে মুক্তামালা,
তাদের বংশধর কি হ'ল
হারাম হেন ময়লা-ঢালা?

হানাবাড়ীর একরাত্রি

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়)

ব-বা। তারা যে এখানে আসবে, সে কথা তো আমি আগে থাকতেই জানতুম, করালী! আর মাত্র আমিই জানতুম, কারণ এ সংবাদ নিশ্চয়ই খবরের কাগজে বেরোয় না।

ক। আর জেনেও দিব্যি নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে আছেন?

ব-বা। হাঁ, করালী, বসে আছি। আমি তাদের বিশেষ ক'রে আদর-অভ্যর্থনা করবার জন্তেই যে এই নরককুণ্ডে আস্তানা গেড়েছি। মাটী খুঁড়লেই এর ভেতর বহু ঘর দেখতে পাবে; এমন চমৎকার বাড়ী আর দু'টী নেই, দেখ্‌ছনা, কাছে মাইল খানেকের ভেতর বোধ হয় জনপ্রাণী নেই। আজ আমি একদম নিরাপদ।

গো। ওঃ, বড়বাবুর কি দূরদৃষ্টি!

ব-বা। মনে থাকে যেন, তোমাদের জীবন-মৃত্যুর মাঝে দাঁড়িয়ে আছে আমার বুদ্ধি। উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত লোকের কলকৌশলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যেন আবার আহাম্মুকির পরিচয় দিওনা।

ক। আচ্ছা বড়কর্ত্তা, আপনি যদি এতই সম্ভ্রান্ত মহাশয় ব্যক্তি, তা' হ'লে এই নগণ্য বর্ব্বরদের সঙ্গে না থেকে ভদ্রদের দলে গিয়ে মিশলেই তো পারেন।

ব-বা। তাদের সঙ্গে আমার মিশ খাবে কেন ভাই! আমার চালাকী যে তাদের ঢের ওপরে!

ক। ঢের ওপরে?

ব-বা। হ্যাঁ গো হ্যাঁ! জান, জীবনে কখনও তাস খেলায় হারিনি?

গো। একবারও না?

ব-বা। না, যেখানে সে-খেলায় বাজী ছিল। বিশ্বাস হচ্ছেনা? এক হাত খেলেই দেখনা?

সকলে। থাক্, থাক্, দরকার নেই।

ব-বা। তাহ'লে আমি যা' বলি তাই করবে।

গো। আচ্ছা, বড়বাবু।

শ। বড়বাবু, বড়বাবু, আমি কি যেন একটা দেখলুম। পরদাটা টেনে দি।

ব-বা। না, দরকার নেই।

গো। কিন্তু, বড়বাবু, তাহ'লে যে ওরা আমাদের দেখতে পাবে! শত্রু সন্ধান পাবে, এতো যুক্তিযুক্ত নয়। আমি তো এর কোন মানে—

ব-বা। (কঠিন স্বরে) খুঁজে পাবেনা, তা' জানি গোপাল!

গো। আচ্ছা, দরকার নেই, দরকার নেই।

[প্রত্যেকেই নিজের রিভলভারে হাত দিল।]

ব-বা। (নিজের রিভলভারটি দূরে ফেলিয়া) উঁহু, ওতে হাত দিলে চলবে না।

ক। কেন?

ব-বা। আমি চাই না যে, আমাদের দল থেকে কোনও গোলমাল উঠুক; তাতে হয়তো অবাঞ্ছিত অনিমন্ত্রিতের শুভাগমন ঘটতে পারে। ছোরা হচ্ছে স্বতন্ত্র জিনিষ।

[ছোরার নাম হ'তেই সকলে ছোরা টানতে গেল; কিন্তু বড়কর্ত্তা ইঙ্গিতে জানালেন, এখন প্রয়োজন নেই। বড়কর্ত্তা এর মধ্যেই পাথরগুলো ফেরত নিয়েছেন।]

গো। বড়বাবু, আমার মনে হচ্ছে তারা আসছে।

ব-বা। মোটেই না; আমি ঠিকমত তৈরী না হ'লে তারা আসতেই পারে না।

শ। ব্যাপারটা চুকলে বাঁচি।

ব-বা। তাই নাকি? তবে তো তারা এখনই আসবে। ন্যাও, এখন শোন। আমি যা' যা' করব দেখবে, ঠিক তাই তাই তোমরাও করবে। তোমরা সব্বাই দেখাবে, যেন তোমরা বেরিয়ে যাচ্ছ; কি ক'রে দেখাতে হবে তা' আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। আমার কাছেই পাথরগুলো আছে; কাজেই তারা যখন আমাকে একা পাবে, তখন তাদের ঠাকুরের চোখ আদায় করতে আসবে।

গো। তারা কি ক'রে বুঝবে, কার কাছে আছে?

ব-বা। সেটা আমিও বলতে পারি না, গোপাল। তবে জানি, তারা পারে।

শ। তারা ভেতরে এলে আপনি কি করবেন?

ব-বা। কিছুই না; একদম চুপ ক'রে বসে থাকব, যেন কিছুই জানিনা।

শ। সে কি, তারপর?

ব-বা। তারপর তারা আমার পেছনে হামাগুড়ি দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসবে; তখন এই আমার বন্ধুরা,—শম্ভু, গোপাল, করালী—এরা তাদের কর্ত্তব্য করবে। কেমন, ঠিক কিনা?

গো। নিশ্চয়ই, করব বৈকি! বাছাধনদের একবার বুঝিয়ে দেব'খন!

ব-বা। কিন্তু যদি এক মিনিট দেরী কর, তা' হ'লেই সর্ব্বনাশ; সেই মণিপুরের কাণ্ড আবার এখানে ঘটবে।

শ। কিছুতেই তা' হবে না, বড়কর্ত্তা। ঠিক সময়মত কাজ হবে।

ব-বা। আচ্ছা, বেশ! এখন আমি কি করি দেখ।

[বড়কর্ত্তা পিছনের জানলার সামনে দিয়ে দক্ষিণের বাড়ীর মধ্যে যাবার দরজার কাছে গেলেন। সেটিকে ভেতর দিকে টেনে খুলে তার সামনের পরদার আড়ালে হাঁটু গেড়ে বসে প'ড়ে দরজাটিকে আবার ঠেলে বন্ধ ক'রে দিলেন। মনে হ'ল যেন তিনি বেরিয়ে গেলেন; তিনি সকলকে ব্যাপারটা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন। তারপর ঠিক সমান উপায়েই আবার যেন প্রবেশ করলেন।]

ক্রমশঃ

নমো নটনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিফোন নং ৩০৪০—বড়বাজার।

শনিবার ২১শে এপ্রিল, ৮ই বৈশাখ, ম্যাটিনী ৫॥ টায়

১। বলিদান

করুণাময়—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

দুলালচাঁদ—শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

২। জনা

বিদূষক—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

পরদিন রবিবার, ২২শে এপ্রিল, ৯ই বৈশাখ, ম্যাটিনী ৪॥০ টায়

যোগেশ চন্দ্রের

১। সীতা

রাম—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

সীতা—শ্রীমতী প্রভা

২। শেষরক্ষা

চন্দ্র—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়। অভিনয়ান্তে মোটরবাস পাওয়া যায়

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কাস্থিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্তৃক মুদ্রিত ও ১১নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩, টাকা

৪র্থ বর্ষ
৪৬শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

১৪ই বৈশাখ
১৩৩৫



নাট্য-জগৎ

—:০:—

গেটে বলেছেন, "কাব্যের ইতিহাসেই যথার্থ পক্ষে সেক্সপিয়ারের স্থান। রঙ্গালয়ের ইতিহাসে তাঁর দেখা পাওয়া যায় কদাচ।

*

"সেক্সপিয়ারের রচনা-পদ্ধতি হচ্ছে এমনধারা, রঙ্গমঞ্চের উপর যা যথাযথ ভাবে ফুটিয়ে তোলা একরকম অসাধ্য ব্যাপারও বলা যেতে পারে।"

*

এবং এই সূত্রে বিশ্ববিখ্যাত প্রয়োগকর্ত্তা, লেখক ও শিল্পী গর্ডন ক্রেগ যা বলেছেন, বাংলার নাট্য-শিল্পীগণ তার মধ্যে চিন্তার খোরাক পেতে পারেন যথেষ্ট। আমরা এখানে ক্রেগের উক্তির সার মর্ম্ম উদ্ধার ক'রে দিলুম।

*

"সেক্সপিয়ারের নাটক লেখা হয়েছিল পাঠকদের জন্যে, রঙ্গমঞ্চের জন্যে নয়।"

*

"দেখ্‌ছি, সেক্সপিয়ারকে ওস্তাদ নাট্যশিল্পী ব'লে যাঁরা মতপ্রকাশ করেন, তাঁরাও তাঁর নাটকাবলী থেকে পংক্তির পর পংক্তি, অংশবিশেষ—এমন কি সমগ্র দৃশ্যকে দৃশ্যই বাদ দিয়ে বসেন। অথচ তাঁরাই বলেন, ঐ-সব স্থান নাকি রঙ্গমঞ্চের জন্যেই লেখা হয়েছিল!

*

"কোন-কিছুকে নিখুঁৎ ব'লে পরে তাকে অঙ্গহীন করা অদ্ভুত বটে! যখন কোন ম্যানেজার নাটক নিয়ে কাটাকুটি করেন এইজন্যে যে, জনসাধারণের পক্ষে তার সৌন্দর্য্য বুঝবার সুযোগ হবে অধিকতর, তখন তার মধ্যে আপত্তিকর কিছুই থাকে না। কিন্তু সেইসঙ্গেই সেক্সপিয়ারকে নাট্য-কলার ওস্তাদ বলাও তাঁর পক্ষে সঙ্গত হবে না।

*

"কিন্তু ম্যানেজারদের এমন অধিকারও দেওয়া উচিত নয়। সেক্সপিয়ার নিজে যা স্থির ক'রে গেছেন তা উল্টে দেওয়ার ক্ষমতা নেই, এই ম্যানেজারদের! এমনি কাটাকুটির ফলে 'হ্যামলেট' প্রভৃতি নাটকের নাটকত্ব কতখানি আহত হয়েছে তা আর বলবার নয়। হ্যামলেট আর নিজের যুগের মানুষ নন, এখন তিনি হয়ে দাঁড়িয়েছেন প্রচারক পাদ্রীসাহেব!

*

"শ্রেষ্ঠ নাটক সম্বন্ধে এই স্বাধীনতা সভ্যতার লক্ষণ নয়। এটা হচ্ছে চরম বর্ব্বরতা। সেক্সপিয়ার রঙ্গমঞ্চের জন্যে নাটক লেখেন নি, পড়বার জন্যে লেখে-ছিলেন। যদি তা অভিনয় করতে হয়, সমগ্র ভাবেই করতে হবে। নইলে তা অভিনয় করবার দরকার নেই।

*

"ছোট ছোট অংশ বাদ দিলে এ-সব নাটকের কোন ক্ষতি হবে না, এমন কথা বলা হাস্যকর। মানুষের দেহে চোখ খুব ছোট জিনিষ। অথচ ছোট ব'লে চোখকে বাদ দিলে সমস্ত দেহের কি কোন অনিষ্ট হয় না?

*

"অনেকে অভিনয়ের জন্যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করা যায় না ব'লে সেক্সপিয়ারকে অঙ্গহীন করেন। অভিনয়ের সঙ্গে সময়ের কোন সম্পর্ক নেই। নাটক ভালো হ'লে তাড়াতাড়ি শেষ করবার জন্যে আমরা ব্যস্ত হই না। নাটক খারাপ হ'লেই তাকে কেটে ছোট করতে হয়। এবং

সেক্সপিয়ারকে কেটে ছোট করার এই অর্থই আমরা বুঝি যে, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠতা নেই।

*

"সেক্সপিয়ারের নাটক সমগ্রভাবে অনায়াসেই এক সন্ধ্যার মধ্যে অভিনয় করা যায়,—যদি দৃশ্যপট পরিবর্ত্তনে বিলম্ব না করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার ধারণা, পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতারাও একত্র হ'লে সেক্সপিয়ারের নাটক অভিনয় করা সম্ভব নয়।

*

"আমার এই ধারণা সত্য কিনা তা পরীক্ষার জন্যে আমি "মস্কো আর্ট থিয়েটারে" সমগ্র হ্যামলেট অভিনয়ের ভার নিয়েছিলুম। আমার ধারণা যে সত্য তার উজ্জ্বল প্রমাণ পেয়েছি। "আর্ট থিয়েটারে"র অভিনেতারা প্রথম শ্রেণীর অভিনয় করেছিলেন, কিন্তু তবু তা সফল হয়নি। সেক্সপিয়ারের উচিতমত অভিনয় অসম্ভব। অভিনয়কালে তাঁর নাটক অত্যন্ত একঘেয়ে মনে হয়। সেক্সপিয়ারের নাটক পাঠকের জন্যে লেখা।"

*

এপ্রিল মাস শেষ হ'তে চলল, 'নাট্যমন্দিরে'র দরজা আজও বন্ধ হয় নি। তবে কি শিশিরকুমার তাঁর মত পরিবর্ত্তন করেছেন, সম্প্রদায়কে নিয়ে তিনি প্রবাসী হবেন না? তাহ'লে সমস্ত সহরবাসী আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠবে।

*

'মিনার্ভা'র কর্ত্তৃপক্ষগণ স্থির করেছেন, আসছে ইংরেজী মাসের পাঁচুই তারিখে অমৃতলালের "যাজ্ঞসেনী" না খুলে তাঁরা আর নিশ্চিন্ত হবেন না। তাঁরা পুরা-দমে মহলা চালিয়েছেন। তাঁদের এই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার সংবাদ পেয়ে তুষ্ট হলুন।

*

নাটক না দেখে মত প্রকাশ করা বৈধ নয়। তবে যাঁরা "যাজ্ঞসেনী" প'ড়েছেন তাঁদের মুখে শোনা গেল, অমৃতলালের প্রাচীন বয়সের এই দান নাকি প্রতিভার অপূর্ব্ব দান! কেবল রঙ্গালয় নয়, সাহিত্যও এই দানে পরিপুষ্ট হয়ে উঠবে! এঁদের কথা সত্য হ'লে আনন্দের কথা।

*

"যাজ্ঞসেনী"তে এতদিনের পর দানীবাবু নাকি অর্জ্জুন সাজবার অন্যায় আগ্রহ ছেড়ে ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকা গ্রহণ করতে রাজি হয়েছেন! কেবল অভিনয়-ক্ষমতা থাকলেই বড় অভিনেতা হওয়া যায় না। শ্রেষ্ঠ অভিনেতার প্রধান গুণ হচ্ছে, আপনার উপযোগী ভূমিকা নির্ব্বাচনের ক্ষমতা।

*

জরা বড় নিষ্ঠুর। চিরযৌবন নট আজও জন্মান নি। যৌবনের জয়-টীকা যেদিন থেকে লুপ্ত হয়ে যায়, প্রতিভাবান অভিনেতাকেও সেদিন অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্টের জন্যে পথ ছেড়ে স'রে দাঁড়াতে হয়। রঙ্গমঞ্চ "মেক-বিলিভে"র লীলাক্ষেত্র বটে, কিন্তু সেখানেও কৃত্রিম উপায়ে মানুষকে চির-নবীন রাখা যায় না। নাট্যশিল্পীর জীবনে এইটেই হচ্ছে সব-চেয়ে বড় 'ট্রাজেডি'।

*

'ষ্টারে'র "দেবাসুর" বোধহয় "যাজ্ঞসেনী"র সঙ্গে সঙ্গেই আত্মপ্রকাশ করবে? প্রতিযোগিতায় দুই রঙ্গালয়ের পৌরাণিক নাটক কতখানি জ'মে ওঠে, সেটা দেখবার জন্যে আমাদের আগ্রহের অভাব নেই।

*

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী আমাদের কাছে খবর পাঠিয়েছেন, তিনি ইহলোকেই 'বাহাল তবিয়তে' বিদ্যমান আছেন। আপাততঃ সদল-বলে আবার তিনি চট্টগ্রামে ব'সে অট্টহাসে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

*

নাট্যজগতে কয়েকটি গুজব ঘোরাফেরা করছে। কোন্ মস্তিষ্কে তাদের বাসা, সে কথা বলব না। আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন।

*

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী শীঘ্রই 'আলিবাবা'য় আবদালার ভূমিকা গ্রহণ করবেন। এবং শ্রীমতী অপ্রকাশিকা দেবী তাঁর সঙ্গে একরাত্রির জন্যে মর্জ্জিনা সাজতে রাজি হয়েছেন।

*

উক্ত রাত্রে 'মনোমোহন'ও 'আলিবাবা' অভিনয় ক'রে পাল্টা জবাব দেবেন। আবদাল্লা ও মর্জ্জিনার ভূমিকা গ্রহণ করবেন শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু ও শ্রীমতী তারাসুন্দরী।

*

ঐ রাত্রেই 'মিনার্ভা' 'প্রফুল্লে'র পুনরভিনয় করবেন। মহলা সুরু হ'য়েছে। দানীবাবু যাদবের ভূমিকা নিয়েছেন।

*

ঐ রাত্রে 'ষ্টার' খুলবেন নবনাটক 'খোকাবাবু'। 'নাম-ভূমিকা'য় অবতীর্ণ হবেন শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী। তিনি ঠিক করেছেন, স্বাভাবিক অভিনয়ের জন্যে তিনি তাঁর বাঁধানো দাঁতের পাটি খুলে রাখবেন।

*

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—'খোকাবাবু' নাটকের অভিনয়-শেষে 'ষ্টারে'র কর্ত্তৃপক্ষ নাকি দর্শকগণকে টিকিটের দাম ফেরৎ দেবেন। অপরেশবাবু বললেন,—বাঙালী বিনামূল্যে যাত্রা দেখে। আধুনিক 'থিয়েটার'ও প্রায় যাত্রায় পরিণত হয়েছে। অতএব টিকিটের দাম না নেওয়াই উচিত।

*

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একখানি নাট্যকাব্য লিখছেন—"সরল পাটীগণিত"। নাটকে যে নূতনত্ব আছে, নামেই প্রকাশ।

*

'নাট্যমন্দিরে'র জন্যে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় "চোরবাগানের প্রত্নতত্ত্ব" নামে একখানি নূতন নাটক রচনায় নিযুক্ত হয়েছেন। খুব সম্ভব, এতদিন পরে বাংলা দেশের সর্ব্বপ্রথম চোরের ইতিহাস টের পাওয়া যাবে।

*

'ষ্টারে'র কর্ণধার শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ পালোয়ান রেখে কুস্তি লড়া শিখছেন। তারপর দল নিয়ে আর একবার তিনি ঢাকায় ঘুরে আসবেন।

*

রঙ্গাভিনেতা শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর দৈহিক ওজন ছিল সাড়ে পাঁচমণ। গত মাসে অকস্মাৎ তিনি ওজনে আরো একমণ সাত সের তিন পোয়া আধ ছটাক বেড়ে উঠেছেন।

*

আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা লিখছেন :—

"গত ৬ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার শ্যামবাজার এ-ভি বিদ্যালয়-গৃহে নাট্যাচার্য্য অমৃতলালের ষট্‌সপ্ততিতম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে "অমৃত-চক্রে"র সভ্যেরা এক মহতী সভার আহ্বান করেছিলেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ডাঃ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি, আই, ই, এই উৎসব-সভার পৌরহিত্যের ভার গ্রহণ করেছিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অরুণ সেন, শ্রীযুক্ত অমল হোম, নাট্যকার শ্রীযুক্ত

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন গোস্বামী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

•

"অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু একটী সময়োপযোগী বক্তৃতা দিয়ে শাস্ত্রী মহাশয়কে সভানেতার পদে বরণ করেন। তারপর শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় রচিত "উদ্বোধন"-সঙ্গীত গীত হয়। মঙ্গলাচরণের পর শাস্ত্রীমহাশয় অমৃতলালকে মাল্যবিভূষিত ক'রে তাঁকে সোনার নিব-ওয়ালা রূপোর কলম দিয়ে আশীর্ব্বাদ করেন ও একটি ছোট্ট মিষ্ট বক্তৃতায় অমৃতলালের মধ্যে কত বিভিন্ন প্রকার ব্যক্তিত্বের বিকাশ তিনি দেখেছেন, তাই বলেন। "বাঁদরামি" কাগজে প্রকাশিত অমৃতলালের সেই মনোহর অনুকৃতি-কৌতুক "আবার উদরে কেন ক্ষুধার উদয় রে" প'ড়ে শাস্ত্রী-মহাশয় অমৃতলালের প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হন ও "বিবাহবিভ্রাট" ইত্যাদি পড়বার সঙ্গে সে আকর্ষণ বৃদ্ধিই পেতে থাকে। অমৃতলালের সব লেখা তাঁর প্রায় মুখস্থ ছিল। এক সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর মুখ থেকে "বিবাহ-বিভ্রাটের" একটি দৃশ্য শুনে অত্যন্ত মুগ্ধ হন ও সমস্ত বইখানা পড়বার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করেন। শাস্ত্রী মহাশয় একখানি বই কিনে তাঁকে পাঠিয়ে দেন। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, অমৃতলালের ব্যঙ্গকৌতুক তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব ও অননুকরণীয়। এ লেখা যেমন একদিকে মানুষকে হাসায়, তেমনি অন্যদিকে সামাজিক দোষত্রুটির বিরুদ্ধে অমোঘ চাবুকের কাজ করে। এদিক দিয়ে অমৃতলালকে একজন বড় সমাজ-সংস্কারক বলা যেতে পারে।

•

"শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতার পর "অমৃত-চক্রে"র পক্ষ থেকে অমৃতলালকে এক অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হয় ও কতকগুলি কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ হয়। তারপর রায়বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অরুণ সেন প্রভৃতি গণ্যমান্য সুধীবৃন্দ অমৃতলাল সম্বন্ধে কিছু কিছু বলেন। প্রত্যেকেই বঙ্গরঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতিকল্পে অমৃতলালের অমূল্য দান, তাঁর খাঁটি বাঙলা লেখার নিজস্ব ভঙ্গী, বাঙলাদেশের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা, লেখার মধ্যে দিয়ে হাসির অন্তরালে অশ্রুর মন্দাকিনীর বিচিত্র প্রবাহ বহান, নক্সার মধ্যে পুরাণো কল্কাতার ছবি আঁকা,—এই সব কথা নিয়ে আলোচনা করেন।

•

"বক্তৃতাদি শেষ হ'লে অমৃতলাল তাঁর গুণমুগ্ধ বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, যুবা, কিশোর—সর্ব্ববয়স্ক বৃন্দের প্রতি প্রীতিজ্ঞাপন করতে ওঠেন ও একটি নাতিদীর্ঘ সরস বক্তৃতা দান করেন। তিনি বলেন যে, তাঁর দেহের বহির্ভাগ বার্দ্ধক্যের চিহ্ন ধারণ করলেও তাঁর অন্তর এখনও শিশু, তাই তিনি আজও তাঁর চুণিকাটি গড়গড়ার নলটী সর্ব্বদাই মুখে লাগিয়ে রেখেছেন। তিনি যে, বৃদ্ধ হচ্ছেন এ কথা তিনি ভাবেন না। তিনি বলেন যে, স্ত্রীলোকের বাইরেটা দেখে তার বয়স নিরূপণ করতে হয়, কিন্তু পুরুষের ভিতর দেখে, চিন্তার ধারা দেখেই বয়স ঠিক করা উচিত। তিনি আরো বলেন যে, আজ যে এতদিন বাদে তাঁর জন্মোৎসবের আয়োজন ছেলেরা করেছে, তার একটা বিশেষ কারণ আছে। তাঁর-ষাট বছর বয়সের পর থেকেই তারা তাঁর শোক-সভার আয়োজন করবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। কিন্তু দীর্ঘ ষোল বছর ধ'রে অপেক্ষা ক'রে শেষে আর ধৈর্য্যধারণ করতে না পেরে তারা 'মৃত্যুতিথি' উৎসবের বদলে 'জন্ম তিথি' উৎসব আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। তিনি বাঙলা রঙ্গালয়ে গিরিশচন্দ্র প্রভৃতির দানের কথা স্মরণ করিয়ে শেষে বলেন যে, আগে বাঙালী, তারপর অন্যকিছু।

•

"এর পরে অমৃতলালের "একাকার" প্রভৃতি থেকে নির্ব্বাচিত দৃশ্যাদি অভিনীত হয় ও রসার্ণব শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন গোস্বামী তাঁর সর্ব্বজনবিদিত কৌতুকাভিনয় ক'রে অমৃতলালের প্রতি তাঁর হৃদয়ের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। পরিশেষে "অমৃতচক্রের" কিশোর সভ্যগণ বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে "বৈকুণ্ঠের খাতা" অভিনয় করেন। এই উৎসবকে সুসম্পন্ন করবার জন্যে আমাদের স্নেহাস্পদ শ্রীমান প্রীতিভূষণ বসু ও শ্রীমান সুধাংশুকুমার সান্যাল যে শ্রম স্বীকার করেছেন, তা' খুবই প্রশংসা পাবার যোগ্য।

•

"অবশেষে একটা কথা না ব'লে থাকতে পাচ্ছি না। জিজ্ঞাসা করি আমাদের রঙ্গালয়জীবিরা দিন দিন এতটা অসামাজিক হ'য়ে উঠছেন কি ক'রে ও কিসের জন্যে? নিমন্ত্রণ সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে একজনও, যাঁদের কৃপায় আজ তাঁরা ক'রে খাচ্ছেন, তাঁদেরই অন্যতম নট-পিতামহ অমৃতলালের জন্মোৎসব বাসরে উপস্থিত হননি, এর অর্থ কি? রঙ্গালয় আজকাল শিক্ষিতদের হাতে না? অমৃতলাল আমাদের কাছে দুঃখ ক'রে বলেছেন, "যার সম্বর্দ্ধনায় আমি এই বৃদ্ধ বয়সেও আনন্দের সঙ্গে হার্ডিঞ্জকোলে উপস্থিত ছিলুম, যাকে আমি ভালবাসি, সেই শিশিরেরই কি আসা উচিত ছিল না? বড় দুঃখেই শাস্ত্রীমশাই যাবার সময় ব'লে গেছেন, 'তা হ'লে দেখা যাচ্ছে, অমৃতবাবু থিয়েটারওয়ালাদের নন, আমাদের!' এতবড় অগৌরবের কথাও কাণ পেতে শুনতে হ'ল, আশ্চর্য্য!"

•

শ্রীযুক্ত অনাথ বসু লিখছেন:—

"গত ৬ই বৈশাখ বৃহস্পতিবারে নাট্যমন্দিরের তরুণ সম্প্রদায় ৺দ্বিজেন্দ্রলালের "চন্দ্রগুপ্ত" নাটকের এক বিশেষ অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন।"

•

"স্বয়ং শিশিরকুমারের শিক্ষা-গঠিত ও তত্ত্বাবধান-পরিপুষ্ট এই স্ফুটনোন্মুখ নট-নটীদের যে অপরূপ সাফল্য সে রাত্রে নাট্যমন্দিরের রঙ্গপীঠের পাদপ্রদীপের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করেছিল—তা যেমন বিস্ময়কর, তেমনি আশাপ্রদ।

•

"নিজের হাতে যত্নে-স্নেহে-গড়া শিষ্য-শিষ্যাদের প্রতি অন্তরের অকৃত্রিম অনুরাগবশে নটনায়ক শিশিরকুমার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন মহারাজ নন্দের প্রমোদোদ্যানে আবির্ভূত জনৈক পারিষদের ভূমিকা; এবং যাবতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন নাট্যমন্দিরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতৃবর্গ, যথা—শ্রীযুত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, রবীন্দ্রমোহন রায়, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, ভূপেন্দ্রমোহন রায়, শৈলেন্দ্র চৌধুরী, হীরালাল দত্ত, শীতলচন্দ্র পাল, নৃপেশনাথ রায়, সুহাসচন্দ্র সরকার, রামময় চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী, প্রভা, কৃষ্ণভামিনী, ঊষাবতী প্রভৃতি। এর পূর্ব্বে এরূপ অভিনয়-আয়োজন বোধ করি আর কোন রঙ্গমঞ্চে কোনদিন সম্ভবপর হয় নি।

•

"চাণক্য, চন্দ্রগুপ্ত, কাত্যায়ন, চন্দ্রকেতু, নন্দ, বাচাল, সেলুকস্, সেকেন্দার, আন্টিগোনাস্ এবং ভিক্ষুকের ভূমিকায় দেখা দিয়েছিলেন নবযশোপ্রার্থীর দল,—যথাক্রমে শ্রীযুক্ত কুসুমকুমার গোস্বামী, সহদেব গঙ্গোপাধ্যায়, নকুলেশ্বর দত্ত, জিতেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম, দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, অয়স্কান্ত বক্সী, খগেন্দ্রনাথ পাঠক, গৌরমোহন রায় এবং সুকুমার চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি। স্ত্রী-চরিত্রগুলির মধ্যে মুরার ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন শ্রীমতী আশালতা। ছায়ার ভূমিকায় অবতীর্ণা হয়েছিলেন শ্রীমতী নলিনীবালা। শ্রীমতী শেফালিকা (পুতুল) দেখা দিয়েছিলেন হেলেনের ভূমিকায় এবং শ্রীমতী প্রমীলা (পটুকা) আত্রেয়ীর ভূমিকায়।

•

"এক কথায়, এঁদের প্রত্যেকেই সেদিন স্ব স্ব ভূমিকায় আগাগোড়া এমন সুন্দর, সুষ্ঠু, সু-অভিনয় করেছিলেন যে, সমাগত দর্শকমণ্ডলীর মর্ম্ম স্পর্শ না কোরে পারে নি। এবং এঁদের মধ্যে সবার চাইতে বেশী কৃতিত্ব ফুটিয়ে তুলেছিলেন সেদিন কূট চাণক্যের কঠিন ভূমিকায় কৌশলী অভিনেতা শ্রীযুক্ত কুসুমকুমার গোস্বামী। এঁর রূপদক্ষতা সকলকে চমকৃত করেছে। সেকেন্দার ও আন্টিগোনাস্ আরও উন্নত হওয়া উচিত ছিল। ভিক্ষুকরূপী সুকুমার চক্রবর্ত্তীর গান দুখানি পরম উপোভাগ্য হয়েছিল।

*

এবার মেয়েদের কথা। সবার আগে নজরে পড়েছিল ছায়ার ভূমিকায় তরুণী অভিনেত্রী শ্রীমতী নলিনীবালার মর্ম্মস্পর্শী অভিনয়। তাঁর গানও বেশ। শ্রীমতী শেফালিকার হেলেন, এক কথায় চমৎকার; তাছাড়া তাঁকে মানিয়েছিলও বেশ—একেবারে নিখুঁত। শ্রীমতী আশার মুরার অভিনয় এবং শ্রীমতী প্রমীলার আত্রেয়ীর গানও সুন্দর হয়েছিল।"

অমৃত-গীতিকা *

—:০:—

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

আজ অমৃতের বরে মোরা কি অমৃতের অধিকারী।
বাংলাদেশের রংমহলে ঝরচে নব-রসের ঝারি!

*

নাট্য-বেদের মন্ত্র প'ড়ে
রঙ্গালয়ের ভিত্তি গ'ড়ে
প্রহসনের নামে চালাও মুখ-মারা তরবারি।

*

গঙ্গা-ধোয়া শ্যাম্‌লা মাটির জুঁই-বকুলের আপনি কবি!
সাগর-পারের স্বপন নহে, আঁক্‌চ এ যে ঘরের ছবি;—

*

নিত্য-নবীন চিত্ততলে
নটরাজের নৃত্য চলে,
ওঠে অশোক হাস্য বিলাও, চক্ষে নিয়ে শোকের বারি!

---

* নাট্যাচার্য্য অমৃতলালের বট্‌সপ্ততিতম জন্মদিবস উপলক্ষে মিলন-উৎসবে গীত।

রংমহলের পঞ্চরং

প্রসঙ্গ-কথা

—:*:—

(প্রাপ্ত)

(শ্রীইন্দ্রজিৎ দত্ত)

[ক] উপোদ্ঘাত—

নন্দীকুলাবতংশ শ্রীহলবাহক পূর্ব্বে বাঙ্গাল দেশের কোনও গাঁয়ে থাকিয়া (বাঙ্গাল দেশের 'চিঠি'র প্রতি বিরাগ আর পশ্চিমের 'পাকাটি'র প্রতি নিষ্ঠা দেখিয়া বুঝিতে দেরী হয় না, লেখকের বাড়ী কোথায়। কথায় বলে, হিন্দু যদি মুসলমান হয় গরু খাইবার যম হয়।) স্বব্যবসায় করিতেন। তার পর তিনি কলিকাতায় আসেন এবং হল ছাড়িয়া বাংলা সাহিত্যের মল বাহন করিয়া 'শনিবারের চিঠি'রূপ ধাপার মাঠে ছড়াইতে থাকেন। ক্রমাগত হলবর্ষণ দ্বারা জমির উর্ব্বরতাশক্তি কমিয়া যায় তাই তিনি মল-বর্ষণ দ্বারা তাহা ঠিক করিতেছেন! যদি শ্রীমলবাহক চিপা গলি দিয়া তাঁহার ময়লার গাড়ী চালাইতেন তবে কোনো বিপদ ছিল না, কিন্তু তিনি তা চালান নাই। চাষা আজ মদের স্বোয়াদ লইতে আসিয়াছে, ফলে দেহ-লগ্ন বিষ্ঠার সারের দুর্গন্ধে লোকের যে টিকিয়া থাকা দায় হইয়াছে! শ্রীমল-বাহকের কি অন্য কোনোও পেশা জুটিতেছে না?

শ্রীগুরবে নমঃ—

Renan বলিয়াছেন :—	রেমি স্ত গুরমোঁও তাহাই বলেন :—
Rene Donmic	আলডুস্ হাক সলী।
J. M. Synge	লারোশ ফুকো।
H. W. Fouler	রেঁণা।
Mathew Arnold	হাডসন।
Dean Inge	গ্যালস্‌ওয়ার্দি।
Coswald	বুঁকো।
Joachin Du Belly	ফ্লোবেয়ার।
M. Piere de Nolhac	মিউলটন মরি।
Victor Hugo	গোর্কী।
Ronsad	চেখভ।

Rene de Gourmont　　রেমি দ্য গুরমেঁা।
Maupasant
Boccaccio
Dante
Renan

[খ] স্বপরিচয়—

(সটিক)

১। আমি দেহ সৌন্দর্য্যের উপাসক * * পুরীতে ছুটিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছে (লোকে কথায় বলে, কড়িতে বাঘের দুধ মিলে, বিশেষতঃ কলিকাতা সহরে কিছুরই অভাব নাই—কষ্ট করিয়া অতদূর যাইবার কি প্রয়োজন ?)

২। * * সর্ব্বজনভোগ্য রমণী অথবা দেবী কাহারও প্রতি আমার বিন্দুমাত্র আশক্তি নাই (শ্রীমলবাহক দেহ-সৌন্দর্য্যের উপাসক অথচ খেঁদি বুঁচি, পটলী বা মেনকা, রম্ভা কিছুই তাঁহার রোচে না—তবে তিনি কাহাদের লইয়া সৌন্দর্য্যের উপাসনা করেন ? আমাদের অনুরোধ, তিনি যেন ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৩৭৫।৩৭৬।৩৭৭ ধারাগুলি একটু ভাল করিয়া পড়েন। আইনগুলি 'রেমি দ্য গুরমেঁা' প্রণয়ন করেন নাই সত্য, কিন্তু উহারা তাঁহার লেখা হইতেও স্পষ্টভাবে সব প্রকাশ করিয়াছে।)

৩। * টাইট ফিট্ করা সুইমিং কষ্টিউমের ভণ্ডামি না থাকিলেও সে দৃশ্য দেখিয়া কাহারো স্বর্গ হইতে রম্ভা, মেনকা, ঘৃতাচী স্নান করিতে নামিয়া আসিয়াছে এ ভ্রম হইবার নহে। (বুঝিলাম) শ্রীমলবাহক বেলাভূমিতে বসিয়া মণিমুক্তা আহরণ করিতেছিলেন—কিন্তু হঠাৎ তাঁহার দৈহিক বৃত্তিগুলি সজাগ ও তীব্র হইয়া উঠে নাই তো ?)

৪। আমরা * বাদুড় মাত্র। আমাদের কি হইবে ? (যাহারা নিশি নিশি * ভবনে ফলমধু আহরণ করিয়া দিনে মলবাহন করেন সেই সব বাদুড়ের কি হইবে তাহা কি ছোটকালের গল্পে শ্রীমলবাহক পড়েন নাই ?)

৫। আমার ক্ষমতা অল্প, তাই পরকীয়া লোভ কাটাইতে পারি না।' (প্রথমেই শ্রীমলবাহককে তাঁহার এই সরল স্বীকারোক্তির জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। যাহাদের ক্ষমতা যত অল্প পরকীয়ার প্রতি লোভ তাঁহাদের তত অধিক। জীবনের মধ্য বয়সেই ক্ষমতা অল্প হওয়ায় যৌবনারম্ভে অথবা প্রাগ্-যৌবনে সংযমের পরিচয় না দিলেও হতাশ হইবার কারণ নাই। তাহার জন্য ব্যবস্থা পৌরাণিক যুগের মহাদেব হইতে এ যুগের রামপ্রাণ শর্ম্মা পর্য্যন্ত অনেকেই করিয়াছেন।)

[গ] বাংলা সাহিত্যে অধিকার।

১। আমি ইতিপূর্ব্বে কখনো বাংলা লিখি নাই। (অতএব 'মহিষে'র পেট হইতে বাহির হইয়াই দশপ্রহরণধারিণীর সঙ্গে যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছি।)

২। আমরা Bible এর authorised version, Sir Thomas Brown ও Newman Pascal La Bruyere ও Anatole France এর রচনা পড়িয়া গদ্য কাহাকে বলে চিনিতে শিখিয়াছি (এবং Bang La Gadya rachona Karitesi)

[ঘ] নোটবুকসারসংগ্রহ

বাৎস্যায়নীয় কামসূত্রের ১ম অধিকরণের ২ অধ্যায়ের যশোধরের ভাষ্য।

A dictionary of modern English usage, Easays in Criticism, Historie de France, La Culture ds Ids, palaeolithic ও neolithic সভ্যতা, Renaissance, James Watt, Einstein, Germany youth movement, জীববিজ্ঞান, ল্যামার্ক, ডারউইন, acquired character, মেণ্ডেলিজম্ ইত্যাদি।

[ঙ] মাঘমণ্ডল—

(বা হাড্‌সনের অজীর্ণোদ্গার।)

১। * কিন্তু আমার বাল্যসঙ্গিনীরা যাহাদের সঙ্গে আট দশ বৎসর পর্য্যন্ত লুকোচুরি খেলিয়াছি * *

(ফ্রয়েড বলেন—)

২। তাই আমরা শুক্‌না পাতা, পাকাটি খড়কুটা একত্র করিয়া জ্বালাইয়া দিয়া মেয়েদের আগুন পোহাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াই নিজেদের ধন্য মনে করিতাম। (ঐ বয়সে ইহা অপেক্ষা বেশী কেহ কিছু করিয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। তবে একটা কথা আছে ;—(যদিও রেঁণা বলেন নাই সত্য) যে পাখী ওড়ে বাসায়ই ধড়ফড় করে।)

৩। আমার বাল্য সখা ও সখীরা কে কোথায় আছে * * বলিতে পারি/না।

(ডানা-ভাঙ্গা চখা, কাৎরায় হেথা
　　ওপারে ডাঙ্গায় চখী—
মাছরাঙ্গা সব গাঙ্গে ডুব মারে
　　তুমি গেলে কোথা সখি !)

৪। * যেখানে আমরা ক্রুজি ও লর্ড রবার্টস সাজিয়া পার্ডেবার্গের যুদ্ধের পুনরভিনয় করিতাম……

('বীর ফটিকচাঁদের' কাহিনী বাংলার পাঠক সমাজ অনবগত নহে।)

৫। আমার শৈশবের স্মৃতি বিজড়িত মাঘমণ্ডলকে টানিয়া আনিতে দেখিলে মনে হয় কে যেন দেবীপ্রতিমা আনিয়া মদের দোকান সাজাইয়াছে।

প্রশ্ন :—১। এই মাঘমণ্ডলটী কে ?

২। তিনি এখন কোথায় ?

[চ] স্বকথিত উপদেশ—

১। একজন ভদ্রলোকের কথা শেষ পর্য্যন্ত না শুনিয়া আপত্তি করা অত্যন্ত অভদ্রজনোচিত।

২। লেখায় বিদ্যা ফলাইবার চেষ্টা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ।

৩। * ক্ষমতার বাহিরে কোনও কাজ করিতে যাইয়া উপহাসাস্পদ হওয়াই লজ্জাকর।

৪। করুণ ও হাস্যরসের মধ্যে ব্যবধান একপা মাত্র।

[ছ] উপসংহার—

আমরা সর্ব্বশেষে শ্রীমলবাহকের লাঙ্গুল মর্দ্দন করিয়া নিম্নলিখিত লেখার প্রতি তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। অশেষবিধ মনোবিকারগ্রস্ত হইলেও তিনি বুঝিতে পারিবেন যে তাঁহার মত খোস্‌নবীশ (জুনিয়ার) বাংলা সাহিত্য সমাজে চিরকালই আছে।

"আপনার কি চাই ? নাটক নভেল চাই, না পলিটিক্‌সের দরকার ? কিছু ঐতিহাসিক গবেষণা পাঠাইব না সংক্ষিপ্ত সমালোচনার ব্যবহার দিব ? বিজ্ঞান শাস্ত্রে আপনার প্রসক্তি না ভৌগলিক তত্ত্বরসে আপনি সুরসিক ? যদি আপনি কোটেসন ভালবাসেন না ফুটনোটে আপনার অনুরাগ ? যদি কোটেসন ফুটনোটের প্রয়োজন হয় তবে কোন্ ভাষা হইতে দিব তাহাও লিখিবেন। ইউরোপ ও আসিয়ার সকল ভাষা হইতেই আমার কোটেশন সংগ্রহ করা হইয়াছে, আফ্রিকা ও আমেরিকার কতকগুলি ভাষার সন্ধান পাই নাই। কিন্তু সেই সকল ভাষার কোটেশন আমি অচিরাৎ প্রস্তুত করিব ; আপনি চিন্তিত হইবেন না।"

তেলাপোকা

(বাগবাজারের ময়রা ভোলার খাতা হইতে উদ্ধৃত)

১

ও পুঁচ্‌কে তেলাপোকা ! নোস্ তোরা পাখী-টাখি !
বড় জোর—তোকে মোরা আর্স্‌লা ব'লে ডাকি !
উড়্-উড়্ মিছে করা, পাবিনাকো নীলিমাকে,
গোঁৎ খেয়ে নেমে আয় কাণা ছুঁচো যেথা থাকে—
(আর থাকে নেংটি ও বুড়ো-ধেড়ে ইন্দুর) !
খানা-জলে ভাব্ সেথা ঢেউ বহে সিন্ধুর !
গীত গায় শ্যামা আর মৌমাছি মৌবনে,
সেথা নয়—তোর ডেরা গর্ত্তের চৌকোণে।

২

'দিলীপে'র নাগ্‌রায় ঢুকে তোরা তড় পাস্,
বাঁচ্‌বি না শেষ যদি ঠাস্ ক'রে চড় খাস্ !
'শরতে'র রাস্তায় চাস্ যেতে ফস্ ক'রে,
ওঁচা মুখে পচা লাল পড়ে টস্ টস্ ঝ'রে।
পাজী তুই 'কাজী'-গৃহে চাটি খেতে হাঁটচিস্,
'প্যারডি'র চাম্‌চেতে থুতু-চাঁচি চাটচিস্।
জানা আছে বিদ্যে যা,—পেলে পরে কাব্যকে,
মলাট তো কুরে দিস্।—ভোলে যারা সাক্ ঠকে।

৩

রূপসীর কেশপাশে তোরা খালি তেল পাস্,
পাশ কেটে যাস্ ফেলে গোলাপের নির্য্যাস।
মরমের বাগানেতে দখিনার তালে তালে,
জোছনায় ফোটে ফুল বকুলের ডালে ডালে।
কবিদের গীতায়নে নিতি নাচে কল্পনা,
চাস্ তুই তারি তাল ?—আস্কারা অল্প না !
এ আসর নয় তোর, সব দোর খিল্-আঁটা,
সেৎখানা-প্রেত তরে হেথা চলে মুড়ো-ঝাঁটা।

৪

বোঁটকানি গন্ধের পিচকিরি ছুঁড়্‌চিস্,
ল্যাংলেঙে ঠ্যাং তুলে কিবে নাচ জুড়্‌চিস্ !
গুয়ে-মুয়ে এক হয়ে অমৃতে কি ঠোক্‌রাবি ?
ও ধাতে যে সইবে না, দাগা পেয়ে ওগ্‌রাবি।
চট্‌পট্ হঠ শঠ ! নট্‌খটি চল্‌বে না,
পাঁকাটির ডগ্ থেকে বর্‌বটি ফল্‌বে না !
শুঁয়ো-টুয়ো নাড়া থাক্, একবার শ্যাখ্ দিকি
ল্যাল্ দিয়ে চল্‌চে কি ?—আরে, ও যে টিক্‌টিকি !

হানাবাড়ীর একরাত্রি

—:•:—

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

ব-বা। এখন আমি বাইরের দরজার দিকে পেছন ক'রে বসি; আর তোমরা সব একে একে দেখাও যে, বেরিয়ে যাচ্ছ। আমাদের বাইরের বন্ধুদের টের পেতে দিও না; খুব নীচু হ'য়ে গুঁড়িগুঁড়ি মেরে থাকবে, যেন তারা বাইরের জানলা দিয়ে না দেখতে পায়।

[গোপাল প্রদর্শিত উপায়ে যেন বেরিয়ে গেল।]

মনে থাকে যেন, রিভলভার নয়। পুলিসরা ভয়ানক কৌতূহলী।

[বাকী দু'জনও গোপালের অনুসরণ করল। তিনজনেই ডানদিকের দরজার সামনে পরদার আড়ালে লুকিয়ে রইল; বড়কর্ত্তা যেন একলাই ঘরের মধ্যে রয়েছেন। তিনি পাথর দুটো কে টেবিলের উপর রেখে একটা সিগারেট ধরিয়ে খেতে লাগলেন। হঠাৎ অতর্কিতে পিছনদিকে বাইরের দরজা একটু একটু ক'রে খুলে গেল। বড়বাবু টেবিল থেকে খবরের কাগজ নিয়ে পড়তে লাগলেন। দক্ষিণ-পূর্ব্ব আসামবাসী এক নাগা পুরোহিত ঠিক মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে আস্তে আস্তে বাঁ দিকে বড়কর্ত্তার কাছে এগুতে লাগল। গোপাল আড়াল থেকে বাইরের দরজার দিকে তাকাল, আর কেউ আসচে কিনা দেখবার জন্যে। তারপর যেই অপরিচিতটী বড়কর্ত্তার কাছাকাছি পৌঁছেছে, অমনি চকিতে লাফিয়ে বেরিয়ে এসে তার ওপর ছোরা বসিয়ে দিলে। লোকটা চেঁচাবার আগেই গোপালের বাঁ হাত তার মুখের ওপর স্থাপিত হয়েছিল। লোকটা ঢ'লে পড়ল। বড়কর্ত্তা তখনও অবিচলিতভাবে একমনে খবরের কাগজ পড়ছেন। একবার ফিরে তাকালেন না পর্য্যন্ত।]

গো। (নিম্নস্বরে) বড়কর্ত্তা, মোটে একজন। এবার কি করব।

ব বা। (যেমন ছিলেন তেমনই ভাবে মুখ না ঘুরিয়ে) মাত্র একজন ? র'স র'স, ভেবে দেখি। (যেন তখনও নিমগ্নভাবে কাগজ পড়তে ব্যস্ত, এমনই ভাবে) হ্যাঁ, হয়েছে। গোপাল, যাও, যাও, নিজের জায়গায় যাও; আর একটী অতিথি আসা চাই-ই।…… ..গেছতো ?

গো। আজ্ঞে, হ্যাঁ।

ব-বা। বেশ! এইবার আমাকে সেই বরিশালের মৃত্যু-প্রহসন অভিনয় করতে হবে, আমার হ'য়ে তোমরাই অতিথিকে আপ্যায়িত ক'রো।

[বড়কর্ত্তা বাইরের জানালা দিয়ে দেখা যায়, এমনভাবে একটা লাফ দিয়ে উঠলেন ও দু'হাত দু'পাশে ছুঁড়ে মাটীতে নাগা-পুরোহিতটীর কাছে আছড়ে পড়লেন।]

এইবার প্রস্তুত হও।

[তাঁর চোখ দু'টী বুজে এল। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধতার পর অতি আস্তে

আস্তে আর একটা পুরোহিত গুঁড়ি মেরে ঘরে ঢুকল। সে প্রথমে তার সঙ্গীর দিকে এগুল; তাকে উল্টে ফেলে তার হাতের মুঠো দু'টা দেখে নিলে। তারপর ভূশায়ী, বড়কর্ত্তার দিকে এগুতে আরম্ভ করলে। এই মুহূর্ত্তে গোপাল ঠিক আগের মত এসে তাকেও হত্যা করলে।]

গো। (তারপর নিম্নস্বরে) দু'টী হ'ল বড়কর্ত্তা।

ব-বা। আরও একটা আছে।

গো। তা'হ'লে কি করুব।

ব-বা। (উঠে ব'সে) আবার ভাবতে হ'ল (মৃদুগুঞ্জন আরম্ভ করলেন)

গো। বড়কর্ত্তা, যে উপায়ে হচ্ছে সেইটেই চলুক।

ব-বা। তা হ'তেই পারে না; এক চালে দু'বার কিস্তীমাৎ হয় না।......আচ্ছা, পেয়েছি। করালী, যেমনভাবে দেখিয়েছি তেমনই ভাবে বেরিয়ে এস; তারপর ঐ জানলার কাছে দাঁড়িয়ে এই দু'জনের সঙ্গে যুদ্ধ কর।

ক। কিন্তু ওরা যে—

ব-বা। হাঁ, মৃত! তা' ভয় কি, করালী; গোপাল আর আমি, দু'জনে মিলে, ও দু'টোকে পুনর্জ্জীবিত ক'রে তুলছি, দেখনা!......তুমি এস।

[গোপাল ও বড়কর্ত্তা দু'জনে পিছন দিক থেকে মৃতদেহ দু'টাকে তুলে ধরলেন।]

ব-বা। শম্ভু, এস এস, সাহায্য কর। [শম্ভু কাছে এল] উঠো না, উঠো না; নীচু, নীচু। হাঁ, ঐ রকম আধবসা অবস্থায় ওদের হাত দু'টো নাড়। খবরদার, নিজে দেখা দিও না।.........করালী, এইবার স'রে গিয়ে প'ড়ে যাও; একদম মৃতকল্পবৎ প'ড়ে থাক, একচুল নড়োনা। গোপাল, পেছোও, পেছোও; শম্ভু, শিগ্‌গির পেছোও। সব চুপ।

[বাইরের জানালায় একটা মুখ দেখা দিল। কিছুক্ষণ বাদে সেখান থেকে স'রে গেল। পরে দরজা খুলে সতর্কভাবে তৃতীয় পুরোহিত প্রবেশ করল। ভূ-পাতিত সঙ্গীদু'টার মৃতদেহ উল্টে পাল্টে দেখে তার সন্দেহ হ'ল। সে তৎক্ষণাৎ দু'হাতে দু'টা ছোরা নিয়ে দেয়ালের দিকে পিঠ ক'রে দাঁড়াল ও দু'পাশে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করতে লাগিল। তখন বড়-কর্ত্তা চকিতে এগিয়ে এলেন।]

ব-বা। গোপাল, শিগ্‌গির এস।

[বড়কর্ত্তা আবার কাকে ডাকছেন শুনে তৃতীয় ব্যক্তি ভীত-চিত্তে যেমন দরজার দিকে ছুটে গেল, অমনি তিনি তার পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাত করলেন; সঙ্গে সঙ্গে সে ধরাশায়ী হ'ল।]

ব-বা। যাক্, আজকের পরিশ্রম সার্থক হ'ল, বন্ধু!

গো। বড়বাবু, আপনাকে কোটী প্রণাম! উঃ, কি প্রখর বুদ্ধি!

শ। আর,...আর নেই তো, গোপাল?

ব-বা। না শম্ভু, আর একটাও নেই। মন্দিরে তো তিনজনই ছিল, মনে হচ্ছে।

গো। হাঁ, হাঁ; সেই উদ্ভুট্টে মূর্ত্তি আর তার তিন পূজারী সহচর—এইই তো সেখানে ছিল।

ক। আচ্ছা বড়কর্ত্তা, ও পাথর দুটোর দাম কত হবে। হাজার পনেরো টাকা?

ব-বা। দাম জিজ্ঞেস করছ, করালী? ও দুটোর দাম আমরা যা' চাইব, ভাই! বুঝেছ?

ক। তবে তো আমরা লক্ষপতি!

ব-বা। লক্ষপতি কি, কোটীপতি বল, করালী। শুধু তাই, নির্ব্বিবাদে ভোগ করব, আর ঝঞ্ঝাট রইল না।

গো। এইবার তা'হ'লে বেচবার চেষ্টা দেখা যাক্।

ক। ওটা তত সহজ ব্যাপার ঠাউরো না! বড় বড় পাথর, হঠাৎ বেচতে গেলেই একটা হাঙ্গাম বেধে যাবে।

শ। যাকৃগে, ও-সব কথা পরে হবে; এখন যে লোক নইলে এ কাজটা হ'ত না, তাঁকে একটা ধন্যবাদ দাও।

ব-বা। কি করালী, দূরদৃষ্টি কাকে বলে, দেখলে তো।

গো। আমার মনে হয়, বড়বাবু একজন ত্রিকালদর্শী! হেন জিনিষ হয় না, যা' উনি আগে থাকতে না জানতে পারেন। কি বলেন, বড়বাবু?

ব-বা। অনেকটা তাই বটে গোপাল। আমি যা আগে থাকতে না জানতে পারি, এমন ব্যাপার, কিছুতেই না হোক, অন্ততঃ প্রায়ই ঘটে না।

গো। বড়বাবুর কাছে জীবনটা তাস খেলার চেয়ে শক্ত নয়।

ব-বা। হাঃ, হাঃ, হাঃ, বলেছ বটে গোপাল! দেখনা, তিন তিনটে লোকের চালাকী আমার কাছে ধরা প'ড়ে গেল।

শ। (তাড়াতাড়ি জানলার কাছে উঠে গিয়ে বাইরে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ ক'রে) বাইরে থেকে কেউ যেন এদের দেখতে না পায়!

ব-বা। ওঃ, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পার, শম্ভু। এ হানা-বাড়ীর কাছে কেউ সাহস ক'রে আসবে না। তার ওপর খানিকবাদে তো মাটি খুঁড়ে ওদের পাতাল-পুরীতে পাঠান হবে।

শ। তারপর কি করা হবে?

ব-বা। কি আবার হবে? সবাই মিলে কলকাতায় গিয়ে জহুরী-মহলে হুলুস্থুলু বাধিয়ে দেব।

গো। যা নয় তাই; যখনকার কথা তখন হবে। এখন একটু আমোদ করা যাক্।

ক। ঠিক কথা; ঐ বোতলে খানিকটা রম্ আছে, আর একটা বোধ হয় ধান্যেশ্বরীও মজুত—এই দিয়েই আজকের আমোদ সারতে হবে। এ হাভাতে জায়গায় ওসব কিছুই মেলে না।

গো। নিয়ে এস, নিয়ে এস, বড়বাবুর হেল্‌থ পান করা যাক্। (সকলে মিলে বোতল, গেলাস প্রভৃতি টেবিলের ওপর রাখলে; একধারে একটা ভাঙা বেঞ্চি টেনে নিয়ে এসে তার ওপর তিনজন বসল; বড়বাবু তাঁর নিজস্ব চেয়ারটীতে বসলেন।)

সকলে। (মদ্যপূর্ণ গেলাস হাতে ক'রে) আমরা আমাদের বড়বাবুর হেল্‌থ পান করছি। (মদ্যপান)

(বড়বাবু কিঞ্চিৎ মদ্যপান করিলেন)

গো। বড়বাবু আমাদের সবাইকে বাঁচিয়েছেন; তার ওপর আমাদের আবার বড়লোক ক'রে দিয়েছেন।

ব-বা। আর গোপালও আজ আমার দু'দুবার প্রাণ বাঁচিয়েছে।

গো। সে আপনারই অনুগ্রহে বড়বাবু, কৌশল তো আপনিই শিখিয়েছিলেন।

শ ও ক। যা বলেছ গোপাল, যা বলেছ। বড়বাবু আমাদের মহাপুরুষ!

(বড়বাবু ব্যতীত পুনরায় সকলের মদ্যপান)

গো। একটা গল্প। অনেকদিন গল্প শুনিনি।

শ ও ক। হাঁ, বড়বাবু, একটা গল্প।

ব-বা। আচ্ছা, তা' হ'লে এক গেলাস জল আনতো শম্ভু। আমাকে এখনও বন্ধু ক'টির ব্যবস্থা করতে হবে, মাথাটা আমার ঠাণ্ডা রাখা দরকার; কাজেই ও রম্ খাওয়া চলবে না।

শ। কই, জল তো আমরা এখানে ব্যবহার করি না; জল পাব কোথায়?

গো। বাইরে বেরিয়ে বাঁ দিকের বাগানে একটা ছোট পুকুর আছে।

(শম্ভু জল আনতে বেরিয়ে গেল)

ক্রমশঃ

নমো নটনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিফোন নং ৩০৪০—বড়বাজার।

শেষ দুই রজনী শেষ দুই রজনী

শনিবার ২৮-শে এপ্রিল, ১৫ই বৈশাখ, ম্যাটিনী ৬ টায়

শরৎচন্দ্রের

১। ষোড়শী

জীবানন্দ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

ম্যাজিষ্ট্রেট—শ্রীরাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়

ষোড়শী—শ্রীমতী চারুশীলা

২। বিবাহ বিভ্রাট

মিঃ সিং—শ্রীরাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়

পরদিন রবিবার, ২৯শে এপ্রিল, ১৬ই বৈশাখ, ম্যাটিনী ৫॥০ টায়

যোগেশচন্দ্রের

১। সীতা

রাম—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

সীতা—শ্রীমতী প্রভা

২। রাধাকৃষ্ণ

রাধা—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী

কৃষ্ণ—শ্রীমতী প্রভা

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়। অভিনয়ান্তে মোটরবাস পাওয়া যায়

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১১নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা

৪র্থ বর্ষ
৪৭শ সংখ্যা

সম্পাদক :
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

২১শে বৈশাখ
১৩৩৫



নাট্য-জগৎ

—:০:—

কার্লাইলের মতঃ—"It is in and through Symbols that man, consciously or unconsciously, lives, works and has his being."

*

"সিম্বলে"র বাংলা হয়েছে "প্রতীক"। আধুনিক রঙ্গালয়ে প্রতীকের প্রভাব ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এবং বাংলা রঙ্গালয়েও আজকাল তার ছায়া দেখা যাচ্ছে। "প্রতীক-নৃত্য" প্রভৃতি তার প্রমাণ।

*

অনেকে কিন্তু 'সিম্বলিজ্‌ম্‌' পছন্দ করেন না। 'সিম্বল' কি? "A visible sign of an idea."—নিছক ভাব সহজে ধরা-ছোঁয়া যায় না, অন্ততঃ সকলে তা বুঝতে পারে না। কিন্তু সেই ভাব যখন কোন চিহ্ন বা মূর্ত্তির সাহায্যে দৃষ্টিগোচর হয়, তখন সকলেই তাকে ধারণার ভিতরে আনতে পারে।

*

প্রতিমা পূজার কথাই ধরুন। প্রতিমা ধ্যানগত ভাবের প্রকাশ্য 'সিম্বল' মাত্র। বিশেষ বিশেষ প্রতিমার অভাবে সর্ব্বসাধারণের পক্ষে বিশেষ বিশেষ ভাব ধারণাতীত হ'ত। প্রতিমা ধারণাতীতকে ধারণার মধ্যে আনে।

*

বিশেষজ্ঞ বলেন, 'সিম্বলিজ্‌ম্‌' না থাকলে রঙ্গালয় কখনো ললিত কলাকে প্রকাশ করতে পারত না। কোন ভাবকে 'সিম্বলে'র সাহায্যে ফুটিয়ে তোলার মধ্যে কবিত্ব ও সূক্ষ্মতা আছে যথেষ্ট।

*

জনৈক বিখ্যাত লেখকের উক্তি এখানে উদ্ধার ক'রে দিলুম। আশা করি 'সিম্বল'কে যাঁরা সন্দেহের চোখে দেখেন, এই কথাগুলি পড়লে তাঁরা আশ্বস্ত হবেন।

*

"সিম্বলিজ্‌ম্‌" হচ্ছে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সুশৃঙ্খল। এবং সার্ব্বজনীন ভাবে তাকে ব্যবহার করা হয়। তাকে দেখে ভয় পাবার কারণ নেই, তার লালিত্য অসাধারণ এবং চাষা ও খালাসী থেকে রাজা ও পণ্ডিতরা পর্য্যন্ত তাকে অনায়াসেই বুঝতে পারে।

*

"অনেকের মতে 'সিম্বলিজ্‌ম্‌' নাকি দোষ ও কুস্বাস্থ্যের আধার। এবং তাঁদের আর এক ওজর হচ্ছে—আমরা বাস্তব জগতে বাস করি, এখানে ও-সব চলবে না।

*

"কিন্তু যাকে তাঁরা দুর্ব্বোধ ও ক্ষতিজনক ভাবছেন, তাঁরা সারা জীবনই তাকে ব্যবহার ক'রে আসছেন কেন, এর কোন হদিস পাওয়া যায় না।

*

"কারণ 'সিম্বলিজ্‌ম্‌' কেবল সকল আর্টের মূল নয়, তা হচ্ছে সমস্ত জীবনের উৎস। এবং মাত্র 'সিম্বলে'র প্রসাদেই আমাদের পক্ষে জীবনধারণ সম্ভব হয়ে উঠেছে। আমরা চিরকালই তাকে কাজে লাগিয়ে আসছি।

*

"ভাষার বর্ণমালা হচ্ছে 'সিম্বল', প্রত্যেক সামাজিক জাতির মধ্যে তার দৈনন্দিন ব্যবহার দেখা যায়। অঙ্ক হচ্ছে 'সিম্বল'। পৃথিবীর সমস্ত মুদ্রাই 'সিম্বল' এবং ব্যবসায়ী মানুষ তার উপরে নির্ভর করে।

*

"রাজার মুকুট ও দণ্ড এবং পোপের টুপী 'সিম্বল' ছাড়া আর কিছুই নয়।

কবির কাব্য, চিত্রকরের আলেখ্য, ভাস্করের মূর্ত্তি ও স্থপতির সৌধ 'সিম্বলিজ্‌মে' পরিপূর্ণ। চৈন, মিসরীয়, গ্রীক, রোমীয় ও আধুনিক কলাবিদরা 'সিম্বলে'র মূল্য অস্বীকার করেন নি। গান হচ্ছে 'সিম্বলিজ্‌মে'রই প্রকাশ এবং 'সিম্বলে'র সাহায্যেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

•

"সকল রকম স্বাগত ও বিদায় সম্ভাষণেই 'সিম্বলে'র ব্যবহার দেখি এবং মৃতদেহের উপরে স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন ক'রে আমরা 'সিম্বলে'র উপরে অনুরাগের পরিচয় দি। ... ... অতএব 'সিম্বলিজ্‌মে'র সঙ্গে কারুর ঝগড়া করবার দরকার নেই।"

•

আমরা শুনে যার-পর-নাই আনন্দিত হলুম যে, 'নাট্যমন্দিরে'র সন্ধ্যাদীপে আপাততঃ শিখার অভাব হবে না। সহরের একটি শ্রেষ্ঠ আনন্দের প্রতিষ্ঠান যে স্থায়ী হ'ল, এজন্যে প্রত্যেক নাট্যরসিকই নিশ্চয় আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবেন।

•

কিন্তু "দেবাসুর" ও "যাজ্ঞসেনী"র মাঝখানে দর্শক আকর্ষণ করতে হ'লে "নাট্যমন্দিরে"ও যে নূতন নাটকের নিতান্ত দরকার! প্রতি রাত্রে দু-তিনখানা নাটক অভিনয় ক'রে আর কত দিন চলবে? নট-নটীদের দৈহিক স্বাস্থ্যের দিকেও তো দৃষ্টি রাখা দরকার? এবং বহু-বিজ্ঞাপিত 'শিশির ভাদুড়ীর যুগে' 'অমর দত্তের যুগধর্ম্ম' বেশ শোভন ব'লেও মনে করি না।

•

কিন্তু গত যুগেও এমন একটি রঙ্গালয় ছিল, সেকালের ক্লাসিক ও মিনার্ভা প্রভৃতির মত দর্শক সংগ্রহের জন্যে অতিরিক্ত আগ্রহ প্রকাশ ক'রে যে নিজের আদর্শ ক্ষুণ্ণ করে নি। আমরা পুরাতন ষ্টার থিয়েটারের কথা বলছি। দর্শক আসুক না আসুক, ষ্টার প্রতি রাত্রে নিয়মিতরূপে দিতেন মাত্র একখানি ক'রে নাটক! ষ্টারের সেকালের কর্ত্তারা নিজেদের উপরে শ্রদ্ধা হারান নি কোনদিন।

•

বিজ্ঞাপনের অসহনীয় আড়ম্বরও পুরাণো ষ্টারে ছিল না।—"হৈ হৈ ব্যাপার, রৈ রৈ কাণ্ড, ছিল তখন বিডন ষ্ট্রীটেরই একান্ত নিজস্ব! ষ্টারের প্রাচীরপত্র হঠাৎ কোনদিন কাটা সৈনিকের নাম পর্য্যন্ত বুকে লিখে জাঁক দেখাত না, অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রধান নট-নটীর নাম পর্য্যন্ত সে চোখের আড়ালে রাখত। 'ষ্টারের নাটক'—এইটুকুই ছিল যথেষ্ট। এবং তাই হওয়াই উচিত।

•

নট-নটীদের নামের দিকে অন্যায় রকম ঝোঁক দিয়ে রঙ্গালয়ের কর্ত্তারা যে নিজেদের কতখানি অসহায় ক'রে তোলেন, তা আর বল্‌বার নয়। কারণ প্রাচীরপত্রে হঠাৎ সুপ্রতিষ্ঠ নট-নটীর নামের অভাব হ'লে পরে তাঁরা আর জনতা আকর্ষণ করতে পারেন না। ব্যক্তিগত শক্তির দ্বারা নয়, সম্প্রদায়গত শক্তি দ্বারাই রঙ্গালয় চালানো উচিত। 'অমুক সম্প্রদায় অভিনয় করছেন'—দর্শকরা যাতে তাই-ই যথেষ্ট ব'লে মনে করে, এমন ব্যবস্থাই দরকার।

•

শিশিরকুমার বা দানীবাবু বা তারাসুন্দরীর কথা স্বতন্ত্র। তাঁদের ব্যক্তিত্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে একলাই জেগে থাকে এবং লোকে তাঁদের আলাদা ভাবেই প্রার্থনা করে।

•

বিলাতে নাটক মহলার সময়ে রঙ্গালয়ে সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও নাট্য-সমালোচকগণকে নিমন্ত্রণ করবার নিয়ম আছে। এটি খুব ভালো নিয়ম। সম্ভবতঃ এই নিয়মেরই অনুসরণে মিনার্ভার কর্ত্তৃপক্ষ এ-হপ্তায় 'যাজ্ঞসেনীর' মহলায় আমাদের আহ্বান করেছিলেন।

•

মহলা দেখে আমরা আশান্বিত হয়েছি, অত্যন্ত! নাট্যাচার্য্যের পরিণত বয়সের, নিপুণ হাতের এই কলমের ছবিখানি যে বাংলা সাহিত্যের চিত্রশালিকায় গৌরবের আসন লাভ করবে, আমরা অনায়াসেই তা মনে করতে পারি। 'কচিসবুজ' নাট্যকারদের অশ্রান্ত প্রলাপে বাংলা রঙ্গালয় প্রায় পাগলা-গারদে পরিণত হ'তে চলেছে, এ-সময়ে অমৃতভাষী নাট্যাচার্য্যের অমৃতায়মান সঙ্গীত, শীতের তুষারাঘাতের পরে বসন্তের প্রথম পাখীর গীতের মত মধুর লাগবারই কথা। রঙ্গালয়ের এই অমৃতযোগ স্থায়ী হোক্, প্রীতিদ হোক্, সমুজ্জল হোক্।

•

'যাজ্ঞসেনী'র যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিতে মিনার্ভা যে কিছুমাত্র কৃপণতা প্রকাশ করেন নি, দর্শকরা তার প্রকৃষ্ট পরিচয় থেকে বঞ্চিত হবেন না। সাধারণতঃ আজ-কালকার রঙ্গালয়ে নূতন নাটকের মহলা যেমন আধা-মন দিয়ে, অনিয়মিত ভাবে দু-তিন রাত্রের মধ্যে নম-নম ক'রে সারা হয়, 'যাজ্ঞসেনী'র বেলায় সে নিয়মের অনুসরণ করা হয় নি। দীর্ঘকালব্যাপী ধারাবাহিক মহলার পরে 'যাজ্ঞসেনী'কে একেবারে পরিপূর্ণ মহিমায় জনসাধারণের সামনে এনে দাঁড় করানো হবে। এবং এই কাজে মিনার্ভা কোন পাথর উল্টোতেই বাকী রাখেন নি!

•

'যাজ্ঞসেনী'র মহলায় কর্ণধার হয়েছেন স্বয়ং অমৃতলাল এবং সেইটেই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। তাঁর একটি বিশেষ ও বিখ্যাত গুণ হচ্ছে এই যে, যতক্ষণ না তাঁর মনের মত হ'তে পারেন ততক্ষণ কোন নট-নটীকে তিনি মহলা থেকে রেহাই দেন না। শিক্ষকতার জন্যে গিরিশ, অর্দ্ধেন্দু ও অমৃত—এই ত্রয়ী বরাবরই প্রসিদ্ধ! একমাত্র অমৃতলালই আজ মহাকালকে উপহাস ক'রে জীবিত আছেন। তাঁর শিক্ষার ফল যে কতটা উপভোগ্য হবে, এই হপ্তাতেই সকলের তা দেখবার সুযোগ ঘটবে। আমরা আসছে বারে "যাজ্ঞসেনী" সম্বন্ধে আমাদের মতামত সবিস্তারে বর্ণনা করব।

•

লোকে বলে, পাছে শিশিরকুমার কর্ণোয়ালিস ছেড়ে ফের 'মনোমোহন'কে দখল করেন, সেই ভয়েই 'আর্ট থিয়েটার' 'মনোমোহন'কে আদা-জল খেয়ে চালিয়ে আসছেন। কিন্তু আপাততঃ শিশিরকুমারের নিরাশ্রয় হবার যখন আর কোন সম্ভাবনাই নেই, তখন 'আর্টে'র কর্ত্তৃপক্ষ কি করবেন তাই ভাবছি। আমাদের মতে পাততাড়ি গুটানোই নিরাপদ। ও-ভাবে রঙ্গালয় চলবে না। বাঙালী দর্শকের মাথায় আজও বুদ্ধির অভাব হয় নি।

•

ষ্টারে নাট্যকার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "শিবশক্তি" নামে একখানি পৌরাণিক নাটক অভিনয়ের কথা হচ্ছে।

•

শ্রীমান নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী এখন চট্টগ্রামে, সে খবর আগেই দিয়েছি। সংপ্রতি একখানি পত্রে শ্রীমান লিখেছেন:—

"যখন আর সবাই বাম,
মান রাখে চট্টগ্রাম।"

—শ্রীমানের এই কবিতা-কণিকা কোন্ শ্রেণীর, সমালোচকরা তা নিয়ে 'উত্তপ্ত আলোচনা' করতে পারেন।

•

বাঙালী-চালিত 'অরোরা সিনেমা' আজও নিয়মিত ভাবে ছবি দেখাচ্ছেন। এই শনিবার হ'তে তাঁরা মনোমোহন থিয়েটারে নূতন দেশী ছবি আলিবাবা নিয়মিতভাবে দেখাবেন। এই সৎসাহসের জন্য আমরা সত্ত্বাধিকারী অনাদিবাবুকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।

•

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "নিষিদ্ধ ফল" নামে গল্প অবলম্বনে লিখিত চিত্রনাট্যের ছবি তোলার কাজ শেষ হয়ে গেছে।

•

'সিরাজ' নামে নূতন যে চিত্রনাট্যখানি শীঘ্রই দেখানো হবে, তাতে নাকি প্রসিদ্ধ চিত্রকর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় ও তাঁর সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী মায়া রায় দুটি ভূমিকা গ্রহণ করেছেন? বাজে গুজব, না সত্য কথা?

*

ভূপেন্দ্রনাথের বিখ্যাত হাস্য-নাট্য "কেলোর কীর্ত্তি" শীঘ্রই চলচ্চিত্রে পরিণত হবে।

*

ষ্টারে "দেবাসুর" খোলা হয়েছে। কিন্তু তার সম্বন্ধে ভালো-মন্দ কোন গুজবই শোনা যাচ্ছে না কেন? এটা ভালো কথা নয়। স্বপক্ষে হোক্ আর বিপক্ষেই হোক, যে-কোন রকম আন্দোলনই নাটক জমবার পক্ষে সাহায্য করে।

*

য়ুনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে ১৯২৭—২৮ অব্দের 'ইণ্টার-কলেজিয়েট প্রাচ্য-সঙ্গীত-প্রতিযোগিতার ফল। গুণানুসারে:—ধ্রুপদে—শ্রীযুক্ত হর্ষদেব রায় (রিপন কলেজ) ও শ্রীযুক্ত সুধাময় গোস্বামী (সংস্কৃত কলেজ)। খেয়ালে—শ্রীযুক্ত হর্ষদেব রায় ও শ্রীযুক্ত অম্বিকা মজুমদার (ল কলেজ)। ঠুংরিতে শ্রীযুক্ত অম্বিকা মজুমদার ও শ্রীযুক্ত রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায় (ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুল)। টপ্পায়—শ্রীযুক্ত হর্ষদেব রায় ও শ্রীযুক্ত রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

*

আধুনিক বাংলা গানে—শ্রীযুক্ত অম্বিকা মজুমদার, শ্রীযুক্ত সন্তোষ ঘোষ (স্কটিস চার্চ্চ কলেজ), শ্রীযুক্ত সুধাময় গোস্বামী, শ্রীযুক্ত হরিপদ রায় (বেঙ্গল টেকনিক্যাল স্কুল) ও শ্রীযুক্ত অনিলকুমার ভট্টাচার্য্য (স্কটিস চার্চ্চ কলেজ)। বাউলে—শ্রীযুক্ত অম্বিকা মজুমদার, শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র ঘোষ-দস্তিদার (গভর্মেণ্ট আর্ট স্কুল), শ্রীযুক্ত সন্তোষ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়। কীর্ত্তনে—শ্রীযুক্ত রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য (গভর্মেণ্ট আর্ট স্কুল) শ্রীযুক্ত অম্বিকা মজুমদার ও শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র ঘোষ-দস্তিদার।

*

সেতারে—শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার ভঞ্জ-চৌধুরী (স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ) ও শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ (বিদ্যাসাগর কলেজ)। এসরাজে—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ) ও শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দেব-বর্ম্মন (আশুতোষ কলেজ)।

গান

—:০:—

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

জীবন-দোলায় মরণ দোলে,
জনম নাচে শ্মশান-ঘাটে,
চাঁদের ছবি রইল আঁকা,
উদয়-রবির পাটল-পাটে!

*

ছায়ার গলায় আলোর মালা,
সুখের বুকে দুখের জ্বালা,
অধর-ভরা হাসির স্বপন
চোখের জলে সাঁতার কাটে।

*

ওগো দোসর, কাঁটার বনে
চয়ন ক'রে কুসুমগুলি,
শোণিত-মাখা আমোদে রোজ
ঠাকুরঘরে রাখ্‌চি তুলি।

*

দিবস-রাতের মিলন মাঝে
তোমার হাতের তালি বাজে,
কে নটরাজ উঠ্‌চে জেগে
আমার বিজন প্রাণের নাটে।

চিত্রনাটের রূপকথা

—:*:—

'পার্‌ল্ সিনেমা'—নাম নিয়ে কলকাতায় যে নতুন চলচ্ছবি-প্রেক্ষাগৃহের দ্বার সম্প্রতি উন্মুক্ত হোয়েছে, আমরা তার কল্যাণ কামনা করি—এর স্বত্বাধিকারীও পার্শি।

*

'প্যালেস্ অফ্ ভ্যারায়েটিসে' 'লা বোহিম্' আমরা দেখে এসেছি। শ্রীমতী লিলিয়ান গিস্ মিমির ভূমিকায় অভিনয়-নৈপুণ্যের যে পরিচয় দিয়েছেন তা স্মরণযোগ্য। নায়কের অংশে শ্রীযুক্ত জন্ জিল্‌বার্টের

অভিনয় সুন্দর। শ্রীমতী রেণী এ্যাডাব্রির ভূমিকা ক্ষুদ্র—আবির্ভাব বিরল, কিন্তু ঐটুকুর মধ্যেই তিনি তাঁর কৃতিত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন।

•

'লা বোহিমে'ও সেন্সরের অস্ত্রাঘাতের দাগ আছে। এই সেন্সর-পীড়া থেকে অব্যাহতিলাভের কি কোনো উপায় নেই? আমার সেদিন মনে হ'চ্ছিল দিনকতক চলচ্ছবি-কৌতূহলীরা শান্ত হোয়ে থাকতে পারবেন না কি, চলচ্চিত্র বর্জ্জন কোরে? তাঁরা সেন্সর-শাসনের প্রতিবাদে বদ্ধপরিকর হ'তে পারেন না কি?

•

অন্ততঃ আমরা কি সমবেত হোয়ে দাবী কোরতে পারি না যে, সেন্সর-সজ্যে এমন সব লোক থাকবেন যাঁদের মস্তিষ্কের দিকটা বড় হোয়ে, ভাবের দিকটা রুদ্ধ হয়নি, যাঁরা আইনের দিক থেকে শুধু নয়, আনন্দের দিক থেকে চলচ্ছবির বিচার কোরতে পারেন? বিনা তর্কে আমরা মাথা পেতে সব রকম ভারই বহন কোরবো কেন? প্রতীচ্যে ধাত্রী ক্যাভেল সম্পর্কিত ছবিটি দেখাতে দেওয়া হবে না এই হুকুম জারি হোয়ে ছিল—কিন্তু হাকিমও ন'ড়লো, হুকুমও ন'ড়লো।

•

গ্লোব থিয়েটারে 'রেশমী মোজা'ও (Silk Stockings) আমরা দেখে এসেছি। ছবিটিতে নায়িকার ভূমিকায় শ্রীমতী লরা লা প্ল্যান্টের অভিনয় ছাড়া উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই। আজকাল এমন কতকগুলি ছবি দেখা যায় যাতে শুধু নানারকমের স্ত্রী-পরিচ্ছদ ছাড়া আর কিছু দেখানো ছবির কর্তৃপক্ষদের উদ্দেশ্য ছিলনা ব'লেই মনে হয়।

•

শ্রীমতী লা প্লান্টের পিতা ছিলেন ফরাসী, কাজ করতেন নৃত্যশিক্ষকের। শ্রীমতী বলেন তাঁদের পরিবার ছিল বৃহৎ, অর্থের ছিল তাঁদের অত্যন্তাভাব। শুঁটকি মাছ খেয়ে তিনি কতদিন কাটাতেন। মোটা বোলে কেউ তাঁকে চলচ্ছবিতে নিতে চায়নি। ব্যায়াম কোরে, উপবাস কোরে রোগা হবার কি প্রয়াসই না তিনি কোরেছিলেন। আজ তিনি চলচ্ছবি-জগতের উচ্চতম শিখরে স্থান পেয়েছেন। উদ্যোগিনী মহিলা-সিংহীর বিশিষ্ট উদাহরণ।

•

তরুণ ও সুবিখ্যাত ইংরেজ চলচ্ছবি-অভিনেতা শ্রীযুক্ত ওয়াল্টার বাটলার হলিউডে গিয়ে শ্রীমতী ভিলমা ব্যাঙ্কির সঙ্গে কতকগুলি চিত্রনাট্যে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করবেন ব'লে স্থির হোয়েছে।

•

আগামী শনিবার 'প্যালেস্ অফ ভ্যারায়েটিসে' একখানি ছবি দেখানো হ'বে, তার নাম 'অনাহুত অতিথি' (The Uninvited Guest), এতে শ্রীমতী জিন্ টলি অভিনয় কোরেছেন। শ্রীমতীর রূপ ও গুণ আমেরিকার অভিজ্ঞ সমালোচকদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। আমেরিকাতে আর কারুর এঁর চেয়ে বেশী ফটো তোলা হয়নি।

"পি"

রংমহলের পঞ্চরং

শান্কি ও অশনি সংবাদ

শনির চিঠি বেরিয়েছে, ভরা কালবোশেখীতে। চায়ের পেয়ালায় উত্তাল তরঙ্গ ওঠবার সম্ভাবনা!

•

শনির চিঠি বেরিয়েছে, দেহের পাঁচ জায়গায়—অর্থাৎ পঞ্চপ্রাণের উপরে 'নাচঘরে'র চাবুকের দাগ নিয়ে। পাঁচবারের আর্ত্তনাদই আমাদের কাণে এসে পৌঁচেছে।

•

শনির চিঠি বেরিয়েছে, গোঁসাইজীর জীবনচরিতামৃত বেরোয় নি। আমাদের পড়বার ঔৎসুক্য কম ছিল না।

•

গোঁসাইজীর জীবনীর উপসংহার আমরা লিখে রেখেছিলুম। সাহিত্যের চিড়িয়াখানায় যে-সব জীব ল্যাজ লুকিয়ে ঘুরে বেড়ায়, গোঁসাইজীর রোজ-নামচায় তাদেরই খানকয় লেখনী-চিত্র ছিল। অনেক কষ্টে সেগুলি আমরা জোগাড় করেছিলুম। বাঞ্ছা ছিল, গোঁসাইজীর জীবনীর পরিশিষ্ট রূপে সেগুলি একে একে প্রকাশ করব। কিন্তু জীবনীর গোড়াপত্তন না হ'লে পরিশিষ্টের পরিচয় দি কেমন ক'রে? কাজেই আপাততঃ চেপে যেতে হ'ল।

•

গল্পগুলির নাম এই:—১। ছাতাওয়ালা গলির অশোক-কানন। ২। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোদকখোর প্রেমিক মহিষ, রসিক পানওয়ালীর নয়ন-বাণ ও অরসিক ব্যক্তিবিশেষের কাহিনী। ৩। গুকুড়বাসী সজনে-ডাঁটার কেচ্ছা। ৪। গুহা-নিহিত দিবাকর-রহস্য। ৫। মাঘমণ্ডলের কুক্কুট শাস্ত্রী। ৬। বোতলবাসী হুমুখো সর্পগণ। ৭। ভোগানন্দের কামানন্দ। পাঠকরা নামগুলি মনে রাখবেন। গোঁসাইজীর জীবনী বেরুলে গল্পগুলি তাঁরাও পড়বার সুযোগ পাবেন।

•

ফাল্গুনের "কল্লোলে" হেমেন রায় নাকি অসম্ভবকে সম্ভব করতে চেয়েছেন ব'লে শনির দল এক ফিরিস্তি দিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা মহাকবি মোহিতলালের এই চমৎকার কাব্য-টুকরাগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করতে ভুলে গেছেন। পাছে তাঁদের ভ্রমের জন্যে পাঠকদের উপভোগ অতৃপ্ত থেকে যায়, আমরা তাই ঝুলি না ঝেড়েই গুটিকয় নমুনা দেখালুম। আরো দেখতে চান, আরো দেখাতে পারি।

•

১। "কেঁদে উঠি কলহাসে"
২। "কুহূ-অমানিশি যাপি' প্রহরে প্রহরে"
৩। "অনির্ব্বাণ শীতল অনলে"
৪। "রাধা ও ম্যাডোনা একাকারা"
৫। "ভরা দুপুর ছিল যখন পূর্ণিমারি রাতি"
৬। "সারা ধরণীর বায়ু-মণ্ডল
প্রেমিকের চোখে করে ছলছল্"
৭। "কায়া নাই, তবু ছায়াখানি তার"
৮। "কাণে জাগে রূপ, সুর বাজে চোখে"
৯। "সেই চাহনির কালো-ফিতায়"
১০। "শব হ'য়ে জাগিবি রে মৃত্যুহীন মরণ-বাসর"
১১। "ভগবান ভাগে"
১২। "ওষ্ঠে হাসি, নেত্রে জল"

•

আগে আমরা জানতুম, কাব্যে সূক্ষ্মতম ভাবপ্রকাশের জন্যে এ-রকম প্রয়োগ দূষ্য নয়। রবীন্দ্রনাথও দূষ্য মনে করলে "গানের সুরের আসনখানি" পথের ধারে পাততেন না, "তারার বাঁশী"ও তৈরি করতেন না এবং "আলোক-ধেনু"ও চরাতেন না। কিন্তু শনির পাল বলছেন এ-সব দোষ। অতএব হয় ঘাট মানো, নয় গালাগাল খাও।

•

শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু লিখছেন:—"হসন্তিকা সম্বন্ধে আপনারা যা লিখেছেন তা ঠিক নয়। কোনো বিশেষ ব্যক্তি, সঙ্ঘ, বা পত্র-পত্রিকার বিরুদ্ধতা 'হসন্তিকা'র উদ্দেশ্যই নয়—'হসন্তিকা' কারুর প্রতি কোনো বিদ্বেষ নিয়ে ছদ্মগ্রহণ করছে না।"

•

"Tree is known by its fruit"—'ফলেন পরিচীয়তে'। বাঙালীর কথায় ও কাজে নাকি মেলে না। আশা করি 'হসন্তিকা'র পরিচালকদের বিরুদ্ধে আমরা তেমন অভিযোগ করবার অবসর পাব না। গিরিজাবাবু 'হসন্তিকা'র অন্যতম পরিচালক। আমরা তাঁর কথারই সঙ্গে মিলিয়ে 'হসন্তিকা' পড়বার চেষ্টা করব।

*

আচ্ছা, কোন ছোটলোক যদি জঘন্য অশ্রাব্য অশ্লীল কথা বলে, তাহ'লে কোন ভদ্রলোক কি তার পরিচয় দেবার জন্যে মুখে আবার সেই কথাটা উচ্চারণ করতে পারেন? জানি না, "যেমন ঘেন্না করে" গল্প কোন্ বেহায়ার কাগজে বেরিয়েছে। কিন্তু বৈশাখের শনির চিঠির ১১৬—১৭ পৃষ্ঠায় সেই গল্পের দুটো অংশ কেমন ক'রে যে তুলে দেওয়া হ'ল তাই ভেবে আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেছি। শনিবারের চিঠি যে ভদ্রলোকের দ্বারা প্রকাশিত হয় না, এইটেই হচ্ছে তার জলন্ত প্রমাণ। এই শ্লীলতার পাণ্ডারা উলঙ্গকে দেখাবার জন্যে নিজেরাই ল্যাংটো হয়ে নাচ সুরু করেছেন। মানুষের এমন অধঃপতন কল্পনার অতীত।

*

শনির চিঠিতে এই কবিতাটি বেরিয়েছে!—

ধিনা ধিন তাক্-ধিনা-ধিন তালে নাচের আসর ভরেছে—
ফাগু মোর ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা ছেড়ে খেউড় ধরেছে! (বাঃ ভাই)
ধ্রুপদের মিথ্যে কেন দিচ্ছিলে ভাই চৌতালী ধাপ্পা—
কাটা তাল পিঠে প'ড়ে আসর সমেত হচ্ছিল খাপ্পা! (ব্রেকেটে তাক্)

*

ছন্দের সূক্ষ্ম ধ্বনি সম্বন্ধে শনির সেবাইতদের কর্ণ যে কতখানি দীর্ঘ, ১ম ও ২য় পংক্তির শেষ-অংশের সঙ্গে ৩য় ও ৪র্থ পংক্তির শেষ-অংশ মিলিয়ে পড়লে তা বুঝতে আর বিলম্ব হয় না। এটি নিশ্চয় ঘণ্টায়-চার-প্যারডি-লেখকের কবিত্বের ফিন্‌কি?

*

মহাকবি মোহিতলাল নাকি শীঘ্রই দেশান্তরি হচ্ছেন? নেপোলিয়নের অভাবে শনিমণ্ডলবাসী জেনারেলদের দশা কী যে হবে, তা জগৎ-মাতা জগদম্বাই জানেন। শুনলুম, মহাকবির আসন্ন বিরহের আশঙ্কায় গঙ্গাবিহারী কুমীরদের চক্ষে অশ্রুর উৎস উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। হবেই তো!

*

শনির চিঠির দাম আরো দু' পয়সা বাড়ল। বাড়বেই তো! কারণ পরিচালকরা ভালো-রকমই জানেন, দাম বাড়ালেও ফরাসী দেশে প্রস্তুত দ্রব্য-বিশেষের চাহিদা কমে না। বয়াটে-সমাজের মুখপত্র শনির চিঠি, তার আর দাম বাড়বে না?

*

কাণে কাণে কে ব'লে গেল, শ্রীমান নীরোদ চৌধুরী নাকি আর একটি নূতন প্রবন্ধ রচনায় নিযুক্ত হয়েছেন। তার মধ্যে মহাসাগরতলে স্মরণাতীত কালে বিলুপ্ত আটলাণ্টিসের শ্রেষ্ঠ লেখকগণের রচনা থেকে "শত শত বচন উদ্ধৃত" করে বুঝানো হয়েছে যে, অশ্লীলতা হচ্ছে শ্লীলতার বিরোধী। শ্রীমানের মৌলিক গবেষণার বহর যে বিস্ময়কর, সেটা অস্বীকার করা অসম্ভব। আহা, এমন ছেলে বাঁচলে হয়।

*

শনির চিঠির প্রথমেই এবারে বঙ্কিমচন্দ্রের ছবি ছাপা হয়েছে। সাহিত্য-সম্রাটের পরলোকগত আত্মার দীর্ঘশ্বাস আমরা শুনতে পাচ্ছি। স্বর্গীয় আত্মাকে নরকস্থ করার অপরাধে বঙ্কিমচন্দ্রের বংশধররা মানহানির মামলা রুজু করতে পারেন।

*

ক্ষীরোদপ্রসাদের স্মৃতিসভায় হেমেন্দ্রকুমার রায়ের যে-গানটি গাওয়া হয়েছিল, তার দুটি পংক্তি:—

"আজ পলাসীর প্রান্তরেতে তোমার স্মৃতির দীর্ঘশ্বাসে
যশোহরের প্রতাপ আবার খড়্গা নিয়ে শত্রু নাশে।

—শনিমঙ্গলের চ্যাংড়ারা এ-দুটি পংক্তি প'ড়ে একেবারে নাড়ী-ছাড়া হয়ে খাবি খেতে সুরু করেছেন। পলাসীর প্রান্তরে যশোহরের প্রতাপ!—'জিওগ্রাফী'তে ভুল! শনিমণ্ডলে ইস্কুলমাষ্টারের অভাব নেই। আমরা তা জানি। কাজেই—

*

কিন্তু যাক্ সে কথা। আমাদের কথা হচ্ছে, অশোক-পলাশ গাছের ডালে জন্মগ্রহণ করলেও এবং ডারুইন তাদের মাথায় নিয়ে নাচলেও শাখামৃগদের জন্যে অশোক-পলাশের ফুল ফোটে না, মালা কেউ গাঁথে না, কবিতাও কেউ লেখে না।—শনির আড্ডায় ব'সে তারা লুব্ধ কর্ণে "সন্দেহজনক শব্দ"ই শ্রবণ করুক, ও-দুটি পংক্তির অর্থ তাদের বুঝাতে যাওয়াও সময় নষ্ট করা। এমন কি, আশুতোষ দেবও তাদের জন্যে মানের বই লেখবার চেষ্টা করেন নি। কাব্যের 'এল ডোরেডো' শনিমণ্ডলে আজও আবিষ্কৃত হয় নি। বিশ্বামিত্রের সাধনায়ও তা সম্ভব নয়।—"ভৈঁস্‌কে আগে বীন্ বাজৈ ভৈঁস্ ঠাঁঢ়্ পগুরায়্!" অতএব, এইখানেই ইতি।

—অশনি—

বাস্তুঘুঘু

(শ্রীআচাভুয়া শর্ম্মা)

বাগ্বাদিনীর বাস্তুভিটেয় মস্ত ঘুঘুর বস্তি ঐ!
এবার কি আর চল্‌বে না দিন ওদের সাথে দোস্তি বৈ?
খয়েরী-রং শ্যামঘুঘু আর রামঘুঘুরা লালপানা,
ফুটকী-দেগো পাঁড়ঘুঘু, সব বাধায় আজব কারখানা!
সবজে-রঙা হরিয়ালী,—ডোরা-কাটা চুড়ধারী,
কাণের কাছে ঘ্যান্‌ঘেনিয়ে কর্‌লে ভারি দিক্‌দারি!
ঠাঠাপড়া ভিটেয় ডাকে—'ঘু ঘু ঘু ঘু আয় ঘুঘী'!—
ডাকচে যেন জ্যান্ত ছালে তৈরি কোন ডুগডুগি!

*

"ঘুঘী লো সই, ডাক্ শুনে মোর মঞ্জুবীণা যাক্ থেমে,
চঞ্চুতে তোর চুম্ব খাব গ্রীষ্মে যদি যাই ঘেমে!
ঘুঁজির ভেতর ঘুরঘুরিয়ে ঘুগ্‌নিদানার চাট খেয়ে
ঘুঘী লো, মোর ঘুংরি-ডাকের ঘুন্নীতে দি মাঠ ছেয়ে!
দখিন-হাওয়ার উকিল হয়ে কোকিলগুলো তান ধরে,
পদ্মাসনার পদ্মপাঠে মুগ্ধ ভোমর গান করে,
অশোক-ফুলের চষক ভ'রে রাঙা সুরার রস পিয়ে,
ধরার কবি হয় উতলা প্রেম-সেতারে সুর দিয়ে,—
আমরা তখন শুন্‌রে ডাকি ঘু ঘু ঘু ঘু ঘুপ্‌সীতে
সবাই মিলে—ক্যাব্‌লা, ঘাঘী, শুঁট্‌কো এবং ধুপ্‌সীতে!

*

চাঁদের আলোয় চোখ মেলি না, আমরা বেজায় রাতকাণা,
বাস করি সব চিলের ছাতে, কিংবা পেলে পাইখানা!
দোয়েল-শ্যামা কোয়েল-শারী মোদের কারুর নয় সাথী,
ঘুঘুঘুঘুর ভেংচি কেটে থামাই তাদের বজ্জাতি।
ঘুষ্টিতে এই গুষ্টিনাশা সব-হারানোর সঙ্গীতে,
ঘুঘী লো, তুই ওঠ্ না জেগে, নাচ্ না নিলাজ ভঙ্গীতে!
কাব্য-টাব্য সব অশ্রাব্য কেবল সত্য ঘুঘুর ডাক,
এবং মিঠে শূন্য ভিটেয় ঘুঘীর নাচের তাল ও ফাঁক!

*

আমরা আনি 'বিস্মরণী'—দেশের দশের নাম মুছি,
মায়ের কথায়, বোনের কথায় কারুর কিছু নেই রুচি!
কেবল জানি হাব্‌লী ঘুঘী, তোর চুমো আর তোর স্মরৎ,
আমরা 'কামের কেলি-উলাস'—থাক্ ভারত আর যাক্ ভারত!
কণ্ঠে মোদের, বক্ষে মোদের দেবতা শনির আশীর্ব্বাদ—
কবির হাতের কলম খসে শুনলে মোদের অশিব নাদ!
ধ্বংস-পথের পাণ্ডা মোরা গণ্ডা গণ্ডা চরুচি রে,
কুহু-কেকা বিদায় নিলেও আমরা তবু সরুচি নে!
ঘুঘুর গীতে যাই ছড়িয়ে শ্মশান-স্মৃতি সব আঁতে
পালাই কেবল ব্যাধ এসে যেই বাজ-আঁটুনির ফাঁদ পাতে!

হানাবাড়ীর একরাত্রি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়)

ক। (মদ খেতে খেতে) আজ কি আমোদের দিন!

গো। আমার গান গাইতে ইচ্ছে করছে।

(মদ খেতে খেতে) "হেসে নাও দু'দিন বইত' নয়
হেসে নাও দু'দিন বইত' নয়......"

[হঠাৎ ভয়-ব্যাকুল ভাবে শম্ভুর প্রবেশ।]

ব-বা। এই যে, শম্ভু-মহারাজ! এস......একি! কি হয়েছে?

শ। বড়বাবু, আমি আমার ভাগ চাই না, ফেরত নিন।

ব-বা। একি, একি কর্‌ছ শম্ভু?

শ। (ভীতিব্যস্ত ভাবে) তা' জানি না বড়বাবু, আপনি ফেরত নিন, ফেরত নেবেন কিনা বলুন!

ব-বা। কি, তুমি কি শেষে পুলিশের গোয়েন্দাগিরি করতে চাও শম্ভু?

শ। না, বড়বাবু, আমি কিছু চাই না, কিছু চাই না; খালি আমায় ভাগ দেবেন না, এই কথাটা বলুন; অনুগ্রহ করুন বড়বাবু!

ব-বা। আচ্ছা, কি পাগলের মত বকৃছ? প্রাণ যায়, সবাইয়ের যাবে, তোমার একার যাবে না। কি হয়েছে, পুলিশে ঘিরেছে তো?

শ। আজ্ঞে না। আমি ভাগ চাই না......

ব-বা। কি মুস্কিলেই পড়া গেল! কি হয়েছে ছাই ব'লেই ফেল না বাপু!

শ। বড়বাবু, ভগবান সাক্ষী—

ক। আচ্ছা, তারপর?

ব-বা। চুপ কর; বলতে দাও।

শ। ভগবান সাক্ষী, আমি একটা কি অদ্ভুত জিনিষ এগিয়ে আসতে দেখলুম।

ব-বা। কি অদ্ভুত জিনিষ, শম্ভু?

শ। (বাইরে দরজার দিকে তাকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে) ওই, ওই বড়বাবু! ফেরত নিন, বলুন ফেরত নেবেন?

সকলে। অ্যাঁ, অ্যাঁ............

[সমস্ত নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে শম্ভুর ফোঁপানির শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঘরের মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি প্রবেশ করল; তার চোখ খোব্‌লান; হাঁতড়ে হাতড়ে এগিয়ে এসে টেবিল থেকে সেই পাথর দু'টো তুলে নিয়ে চোখে লাগিয়ে দিলে। শম্ভু তখনও কাঁদছে, বাকী সবাই ভয়ে বিস্ময়ে কাঠ হ'য়ে বসে আছে। মূর্ত্তিটা সহজ ভাবে বেরিয়ে গেল; পায়ের আওয়াজ খানিক বাদে মিলিয়ে গেল।]

ব-বা। ওঃ, কি সর্ব্বনাশ! গুরু রক্ষে কর!

ক। ওকি, বড়বাবু?

গো। সেই মূর্ত্তিটা, দক্ষিণপূর্ব্ব আসামের।

ক। যাক্, চলে গেছে!

গো। পাথর দুটো নিয়ে গেল।

শ। তা', যাকৃগে, প্রাণে বেঁচেছি।

[দূর থেকে বিকৃত-কণ্ঠে আওয়াজ এল] গোপালচরণ হালদার?

ক। একি, একি, গোপাল, একি!...

[সে উঠে দাঁড়িয়ে যেন কিসের আকর্ষণেই বেরিয়ে গেল। মুহূর্ত্ত পরেই একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ কাণে আসতেই শম্ভু তাড়াতাড়ি জানলার ধারে এগিয়ে দেখতে গেল; কিন্তু পরক্ষণেই সভয়ে পেছিয়ে এল।]

ক। (চুপি চুপি) কি ব্যাপার, শম্ভু?

শ। আমি দেখেছি, আমি দেখেছি। ওঃ, আমি দেখেছি। [কথা বলতে বলতে বেঞ্চিতে এসে বসল।]

ব-বা। (ধীরে ধীরে নিজের হাত শম্ভুর কাঁধে রেখে, মিনতির স্বরে), কি দেখেছ, শম্ভু? কি, ব্যাপার?

শ। পারব না, পারব না বলতে; ওঃ দেখেছি, দেখেছি!

[আবার আওয়াজ]—করালীকিঙ্কর বটব্যাল!

ক। একি, আমাকেও যেতে হবে নাকি? না, আমি যাব না; একি? [যেতে যেতে] বড়বাবু, বড়বাবু!......[বাইরে চ'লে গেল।]

[পুনরায়]—শম্ভুশেখর শেঠ!

শ। আমি যাব না, বড়বাবু, আমি যাব না। এ হ'তে পারে না। [কিসের আকর্ষণে চ'লে গেল।]

[বাইরের আওয়াজ] সর্দ্দার, শঙ্করপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য!

ব-বা। (চলতে চলতে) আমিও?......কই, আগে থাকতে জানতে পারিনি তো? দূরদৃষ্টি, না দুরদৃষ্ট? [টলতে টলতে প্রস্থান।]

* ইংরেজি থেকে চুরি।

নমো নটনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিফোন নং ৩০৪০—বড়বাজার।

শনিবার ও রবিবার অপূর্ব্ব অভিনয় আয়োজন!

শনিবার ৫ই মে, ২২শে বৈশাখ, সন্ধ্যা ৬ টায়

১। শরৎচন্দ্রের

ষোড়শী

জীবানন্দ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

ষোড়শী—শ্রীমতী চারুশীলা

২। রবীন্দ্রনাথের

শেষ-রক্ষা

চন্দ্র—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

পরদিন রবিবার, ৬ই মে, ২৩শে বৈশাখ, ম্যাটিনী ৫ টায়

১। ক্ষীরোদপ্রসাদের

আলমগীর

আলমগীর—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

উদিপুরী—শ্রীমতী চারুশীলা

২। সধবার একাদশী

নিমচাঁদ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়। অভিনয়ান্তে মোটরাস পাওয়া যায়

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমল[illegible]লাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১১নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩, টাকা

৪র্থ বর্ষ
৪৮-শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

২৮-শে বৈশাখ
১৩৩৫

নাট্যজগৎ

—:*:—

চারিদিকে বাস্তবতার ক্ষুধা! কবি চাইচেন বাস্তবতা, চিত্রকর চাইচেন বাস্তবতা, অভিনেতা চাইচেন, বাস্তবতা!

•

কিন্তু এ বাস্তবতার সীমা কোথায়? কতদূর অগ্রসর হব এবং কোথায় গিয়ে থামব? বাস্তব হ'লেই কি কোন-কিছু প্রশংসনীয় হয়?

•

প্রসঙ্গক্রমে ব'লে রাখি, স্বর্গীয় কবিবর দ্বিজেন্দ্র লাল রায় এক বার আমাদের কাছে বলেছিলেন, "পুরীষও স্বাভাবিক, তা ব'লে তাও কি দেখাতে হবে?"—বর্ত্তমান বাংলা-সাহিত্যে এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেছে। :

•



দেবদাস চিত্রনাটে পার্ব্বতীর ভূমিকায়—শ্রীমতী রমা দেবী।

বর্ত্তমান বাংলা-সাহিত্যে একরকম বাস্তবতার দেখা পাওয়া গেছে, যার আদর্শ হচ্ছে ফরাসী দেশের "আফ্‌টার-ডিনার সিরিজের" গল্পগুলি। কিন্তু এই বাস্তবতার ভক্তরা ভুলে গেছেন, ফ্রান্সেও আজ পর্য্যন্ত ঐ গল্পগুলি সাহিত্যিক মর্য্যাদা লাভ করে নি। স্থায়ী সাহিত্যের ইতিহাসে তাদের কোন স্থান নেই।

•

রঙ্গালয়ের বাস্তবতা স্বতন্ত্র জিনিষ এটা কেউ ভেবে দেখেছেন কিনা জানিনা, কিন্তু নটের সঙ্গে বাস্তবতার সম্পর্ক কতটুকু, সে-সম্বন্ধে জনৈক ইংরেজ বিশেষজ্ঞ যা বলেছেন, আমরা এখানে তার সারমর্ম্ম উদ্ধার ক'রে দিলুম।

•

"তোমরা জিজ্ঞাসা কর, আমার মতে বাস্তব অভিনয়

অর্থে মানুষের স্বভাব সরল ভাবে হুবহু দেখানো কিনা?—হ্যাঁ, বাস্তবতা ঠিক তাই বটে!—মানুষের স্বভাব সরল ভাবে অবিকল দেখানো। আধুনিক কবি ও চিত্রকররা তাইই দেখান—তুলি ও কলমের সাহায্যে।

*

"এবং যে-হেতু বাস্তববাদীরা স্বভাবকে এমনি সরল ভাবে দেখাতে চান (যে সরলতাকে তাঁরা বলেন সত্য, কিন্তু আসলে যা নৃশংসতা), এবং যে-হেতু এই সরলতা ফুলও নয় ফলও নয়, একটি নূতন উদ্ভিদের শিকড় মাত্র, সে-হেতু আমি মনে করি, আধুনিক কবি ও চিত্রকরদের তথাকথিত স্বাধীনতা অভিনেতাদের কখনোই প্রার্থনা করা উচিত নয়। তাঁরা যেন ঐ-রকম নৃশংসতার প্রত্যেক খুঁটিনাটিটি সাধ্যমত দেখাবার জন্যে উৎসাহিত না হন।

*

"সাহিত্যে ও চিত্রে আধুনিক বাস্তববাদীরা মৃত্যু বা প্রণয় দুঃখকে যেমন অবিকল ভাবে দেখান, ঠিক তেমনি ভাবে তাদের ফুটিয়ে তুলতে চাইবেন, নিশ্চয়ই এমন কোন নির্ব্বোধ অভিনেতা নেই।

*

"বাস্তববাদীরা দাবী করতে পারেন, বক্তব্য বিষয় নিয়ে তাঁরা ততটা মাথা ঘামান না, যতটা ঘামান তার প্রকাশ-পদ্ধতি নিয়ে। তাই যদি হয়, তাহ'লে যা কুৎসিত, যা নিষ্ঠুর, বাস্তববাদীদের কেবল তাই নিয়েই নাড়াচাড়া করতে দেখি কেন—কল্পনাবাদীরা যার উপরে ঢাকা দেবার জন্যে এত-বেশী চেষ্টা করেন?

*

"কল্পনাবাদী ও বাস্তববাদী লেখকরা যে স্বাধীনতা অর্জ্জন করেছেন, জনসাধারণ অভিনেতাদেরও সে স্বাধীনতা দেবে কিনা, এও একটা বড় প্রশ্ন।

*

"ছবি ও কথা ও জীবন্ত বাস্তবতার মধ্যে তফাৎ কি? গ্যালারির দর্শকরাও তা জানে, তা অনুভব করে এবং মিলটন ও রাবেকে (Rabelais) তারা যা প্রকাশ করতে দিয়েছে, অভিনেতাদের কখনোই তা প্রকাশ করতে দেবে না! নট এখানে ছাড়পত্র পায় নি।

*

(ভারতচন্দ্রের বা রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর'কে হুবহু ভাবে যদি কোন অভিনেতা রঙ্গমঞ্চের উপরে ফুটিয়ে তুলতে যান, তাহ'লে বাঙালী দর্শকদের হাতে তাঁর কি দশা হবে, আপনারা অনায়াসেই তা ভেবে নিতে পারেন!)

*

"বাস্তবতা হচ্ছে একটি ইতর ভাবপ্রকাশের উপায়, অন্ধের উপরে যা আরোপ করা হয়। কী স্বচ্ছ ও সুন্দর এই গান—'রূপ হচ্ছে সত্য, সত্য হচ্ছে রূপ—পৃথিবীর মধ্যে কেবল ঐটুকুই তোমরা জেনে রাখো এবং ঐটুকুই খালি জেনে রাখা দরকার'! অন্ধ কিন্তু কর্কশ কণ্ঠে বলছে—'সত্য হচ্ছে বাস্তবতা, বাস্তবতা হচ্ছে সত্য—পৃথিবীর মধ্যে এইটুকুই আমি খালি জেনে রেখেছি এবং এইটুকুই খালি জেনে রাখতে চাই'!

*

"দুয়ের প্রভেদ হচ্ছে প্রেমগত। পৃথিবীকে যিনি ভালোবাসেন রূপ দেখেন তিনি সর্ব্বত্র। তিনি হচ্ছেন দেবতা, প্রজ্ঞার দ্বারা অপূর্ণকে করেন সম্পূর্ণ। তিনি রোগী ও বিকলাঙ্গকে সুস্থ ও স্বাভাবিক ক'রে তুলতে পারেন, ক্লান্তের চিত্তে সাহস সঞ্চার করতে পারেন এবং অন্ধের চোখ কিসে ফোটে, তাও তাঁর অজানা নয়। এই শক্তি কলাবিদের আছে, আমি মানি। তিনি পৃথিবী শাসন করেন।"

*

গেলবারে বলেছিলুম, এবারে মিনার্ভার নূতন নাটক 'যাজ্ঞসেনী'র সমালোচনা করব। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বরুণদেবের অতিরিক্ত অনুগ্রহে গত রবিবারে কলকাতা সহর হঠাৎ ভিনিস নগরে পরিণত হয়েছিল। দেশভেদে 'গণ্ডোলা'র অভাবে একখানা 'পান্‌সী' বা 'গাধাবোট' হ'লেও চলত, কিন্তু তাও আমরা যোগাড় করতে পারিনি। এবং সাঁতার জানলেও, তার সাহায্যে রঙ্গালয়ে গমন অভিনব হ'লেও উপভোগ্য যে হ'ত না, এ-বিষয়ে আশা করি দু-মত নেই। অতএব বাড়ীতেই বন্দী হয়ে রইলুম। কাজেই না দেখে সমালোচনা না-ক'রে ও-কাজটা আসচে বারেই সুসম্পন্ন করা উচিত মনে করছি।

*

তবে মহলা দেখে এটুকু বুঝেছি যে, নাটক হিসাবে 'যাজ্ঞসেনী' একেবারেই চর্ব্বিত চর্ব্বণ হবে না। সাধারণতঃ ঐতিহাসিক নাটক বলতে আমরা যে সস্তা হেটো জিনিষের কথা ভাবি, যাজ্ঞসেনী' মোটেই সে-শ্রেণীর নাটক নয়। অমৃতলালের শক্তি 'যাজ্ঞসেনী'র প্রত্যেক চরিত্রই নূতনত্বে জীবন্ত ক'রে তুলেছে। এবং স্থলবিশেষে 'যাজ্ঞসেনী'র নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত হৃদয়কে অভিভূত ক'রে দেয়।

*

দৃশ্যপটগুলিও দেখেছি। যে-দৃশ্যপটের উপরে মিনার্ভার ছাপ্ থাকে, হল-মার্কা সোনার মত তার উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে যে মতভেদ থাকতে পারে না, এ-কথা বলাই বাহুল্য। শ্রীমতী সুবাসিনী ও সখীদের গানগুলি যে সকলেই অত্যন্ত উপভোগ করবেন, মহলা দেখেই এ ভবিষ্যদ্বাণী অনায়াসে করতে পারি। আপাততঃ এর বেশী আর কিছু বলা নিরাপদ নয়।

*

'অরোরা সিনেমা'র সত্ত্বাধিকারী অনাদিবাবুর উৎসাহের সীমা নেই। 'মনোমোহনে' ইতিমধ্যেই তিনি দাক্ষিণাত্য থেকে একখানি নতুন দেশী ছবি এনেছিলেন, সংপ্রতি আবার তিনি 'আলিবাবা' আনিয়ে এখানে দেখাচ্ছেন। এ ছবিখানি দেখলে বাঙালী দর্শকরা বেশ স্পষ্টই বুঝতে পারবেন যে, চলচ্চিত্র-বিভাগে দাক্ষিণাত্য বাংলা-দেশকে কতখানি পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছে।

*

এ 'আলিবাবা' আমাদের রঙ্গালয়ের 'আলিবাবা, নয়। এ হচ্ছে খাঁটি আরব্য উপন্যাসের চমকপ্রদ ও চিত্তোত্তেজক 'আলিবাবা'! সংকীর্ণ রঙ্গমঞ্চের উপরে 'আলিবাবা'র সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্যের আভাস দেওয়াও অসম্ভব। বাংলা রঙ্গমঞ্চের 'আলিবাবা' সে অসম্ভবকে সম্ভব করতেও পারেনি। আসল 'আলিবাবা' কি, মনোমোহন থিয়েটারে গেলেই তা স্বচক্ষে দর্শন করতে পারবেন।

*

তারপর এটাও সকলে সর্ব্বদা মনে রাখবেন যে, সহরের এ-অঞ্চলে 'আরোরা সিনেমা' হচ্ছে চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে বিদেশী ব্যবসায়ীদের মধ্যে একমাত্র বাঙালীর প্রতিষ্ঠান, যার দীর্ঘ জীবনের ব্যবস্থা করতে প্রত্যেক বাঙালীই বাধ্য।

*

'নাট্যমন্দিরে' এখন একমাত্র 'ষোড়শী' ছাড়া প্রতি রাত্রেই পুরাতন নাটকের পর পুরাতন নাটকের স্রোত,—এটা যে 'নবযুগে'র নূতনত্বের পরিচয় নয়, আশা করি শিশিরবাবু নিজেই সেটা না মেনে পারবেন না। দুঃখের বিষয়, তাঁকে বারংবার এই সহজ সত্য কথাটা মনে করিয়ে দিতে হচ্ছে। 'নাট্যমন্দিরে' আবার আমরা তরুণ সজীবতা দেখতে চাই—নূতন নাটক, নূতন ভাব, নূতন পরিকল্পনা!

*

নিরপেক্ষ পত্রে (এমন-কি স্বপক্ষের পত্রেও!) ষ্টারের "দেবাসুর" সম্বন্ধে যে মন্তব্য বেরিয়েছে, তা পড়লে কোন ভদ্রলোকেরই টিকিট কিনে 'দেবাসুরে'র অভিনয় দেখবার সাধ হবে না। তাই আমাদেরও 'দেবাসুর' দেখবার উত্তপ্ত উৎসাহ রীতিমত জুড়িয়ে এসেছে—যদিও পরের মুখে ঝাল খাওয়ার অভ্যাস আমাদের নেই।

*

কলকাতায় আর বোকা ঠকানো অসম্ভব দেখে 'মনোমোহনে'র আর্ট-উপাসকরা আবার সেই-সব দেশে পিঠ্‌টান দিয়েছেন—যেখানে "এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে"! আর্ট থিয়েটারের অধিকাংশ নামজাদারা সেইসঙ্গে প্রবাসী হয়েছেন—ষ্টারের "দেবাসুর" কি সেইজন্যেই জমবার অবকাশ পায়নি?

*

শ্রীমতী তারাসুন্দরী যোগ দিয়েছেন চট্টগ্রামের শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীর সম্প্রদায়ে। স্থায়ীভাবে কিনা জানি না।

*

✓কলকাতায় ও তার আশপাশে চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী চলছে প্রায় চৌদ্দ-পনেরোটি। সে-সব স্থানের অধিকাংশ দর্শকই হচ্ছে বাঙালী। কিন্তু মাত্র তিনটি বাংলা রঙ্গালয় (মনোমোহনকে বাদ দিলুম), তাও দর্শকের অভাবে ভালো চলছে না। বাংলাদেশে চলচ্চিত্রের যুগধর্ম্ম ক্রমেই বেশী মাত্রায় আত্মপ্রকাশ করছে।

*

✓এই যুগধর্ম্ম পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আজ ফুটে উঠেছে। আর্ভিং, ষ্টানিসলাভ্‌স্কি, হ্যাকেট, ডিউজ ও সারা বার্ণার্ড প্রভৃতি নট-নটীরা আজীবন চেষ্টা ক'রেও যে যশ অর্জ্জন করতে পারেন নি, ভ্যালেন্টিনো বা চ্যাপলিন বা পিকফোর্ড দু-চার বৎসরেই তা অর্জ্জন করতে পেরেছেন—তাঁদের চেনে সারা পৃথিবী। অথচ রঙ্গালয়ের চেয়ে চলচ্চিত্রের আর্ট কতখানি নিম্নশ্রেণীর!

*

✓ভ্যালেন্টিনোর জনপ্রিয়তা দেখবার সুযোগ পেলে আজ ব্যাস, বাল্মীকি ও কালিদাস, হোমর, সেক্সপিয়ার ও দান্তে নিশ্চয়ই দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করতেন! চলচ্চিত্র কলাজগতে উচ্চাসনের দাবী করে না বটে, কিন্তু তার ভাষা হচ্ছে সার্ব্বজনীন ভাষা। এখানে আর সব আর্ট তার কাছে সঙ্কুচিত।

*

তাই আর সব জাতির মত বাঙালীও আজ রুশ, জার্ম্মান, ফরাসী ও ইংরেজের অভিনয় দেখে যে-আনন্দ পায়, স্বদেশী রঙ্গালয়েও তা পায় না। তার উপর গরীব দেশ, এই বাংলা! রঙ্গালয় বাঙালীর ট্যাঁকের উপর যত-বেশী দাবি করে, চলচ্চিত্র তার চেয়ে ঢের কম পেয়েও খুসি হয়। বাংলা রঙ্গালয়ের চিন্তার কারন আছে। তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল নয়।

*

একটা দুঃসংবাদে প্রাণে বড় আঘাত পেয়েছি। শ্রীমতী বীণাপাণি রায় 'নাচঘরে'র পাঠকদের কাছে নিশ্চয়ই সুপরিচিত। এই বৎসরেই "প্রলয়-শেষে" নামে তাঁর একখানি সুলিখিত নাটিকা ধারাবাহিকভাবে আমরা প্রকাশ করেছি। খালি 'নাচঘর' নয়, বাংলাদেশের অধিকাংশ সাময়িক পত্র-পত্রিকার পাঠকই তাঁর নাটিকা, গল্প ও কবিতা প্রভৃতি পড়বার সুযোগ পেয়েছেন। অল্প বয়সেই তিনি পরলোকে গিয়েছেন।

*

এই সেদিন তাঁর সর্ব্বপ্রথম রচনা 'নাচঘরে'ই প্রকাশিত হয়েছিল। আর আজ সাহিত্য-সাধনার এই প্রথম স্তরেই, যশের এই প্রথম ধাপে উঠেই তাঁকে যে ইহলোক থেকে বিদায় নিতে হ'ল, এ একটা চরম দুর্ভাগ্যের কথা। শ্রীমতী বীণাপাণি আমাদের যে-সব পত্র লিখেছিলেন, তার প্রত্যেক ছত্রই লেখিকার গভীর সাহিত্যানুরাগের পরিচয় দেয়। জীবিত থাকলে বঙ্গসাহিত্য তাঁর স্থায়ী দান থেকে বঞ্চিত হ'তো না। তাঁর মৃত্যু যেন ঈশ্বরের অত্যাচার ব'লে মনে হচ্ছে। কিন্তু উপায় নেই, এ অত্যাচার সইতেই মানুষের জন্ম। আমরা শ্রীমতী বীণাপাণির স্বামী, মাতা, পিতা, ভগ্নী ও সন্তানদের দুঃখ-শোকে সমবেদনা প্রকাশ করছি।

*

পাঠকদের অনুগ্রহে এই সংখ্যায় "নাচঘরে"র চতুর্থ বর্ষ পূর্ণ হ'ল।

গান

(শ্রীমতী প্রভা)

দেয়া-বাঁশীর সুরের পাছে,
বৃষ্টি-নটীর নূপুর নাচে,
সঙ্গী-হারা উদাসী প্রাণ
আজ যে তাহার দোসর যাচে!
—বৃষ্টি-নটীর নূপুর নাচে!

বাদ্‌লা-হাওয়ার স্রোতের দোলায়
কেয়া-ফুলের গন্ধ দোলে!
চাঁদ-হারানো আঁধার রাতে
বাঁশ-ঝাড়ে ঐ জোনাক্ জ্বলে!
গান গায় আজ কাজ্‌রী সুরে,
স্বপন-ভরা কাজল্-পুরে,
কদম-ফোটা ভাব-ভুবনে
রূপ-গড়া আজ নতুন ছাঁচে!
—বৃষ্টি-নটীর চটুল নাচে!

চিত্রনাট্যের রূপকথা

—:*:—

এ সপ্তাহে 'ভ্যারাইটিসে' চার্লি চ্যাপলিনের 'সার্কাস' ও 'পার্ল্ সিনেমায়' নাজিমোভার 'ক্ষমাযোগ্য পাপ' (Reedeming sin) ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোনো নূতন ছবি কোথাও দেখানো হয়নি। এই দুখানি ছবি সকলকে আমরা দেখে আসতে বলি। অভিনয়-নৈপুণ্যের ও আখ্যানের যে মনোমুগ্ধকর প্রকাশ এ দুটি ছবিতে আছে, কোনো রকম লিখিত পরিচয়ে তার বর্ণনা করা যায় না।

*

শ্রীমতী বিলি ডাভের চোখের তারার একটি অদ্ভুত শক্তি আছে ব'লে প্রকাশ। তিনি যখন যে পোষাক পরেন তার রঙ অনুসারে, শ্রীমতীর চোখের তারার রঙও নাকি বদলায়।

*

শ্রীমতী পোলা নেগ্রী আবিষ্কার ক'রেছেন যে সাদা পরচুল প'র্‌লে যুবতী মেয়েদের খুব সুন্দর দেখায়। তিনটি পাপী (Three Sinners) নামক তাঁর নূতন ছবিতে তিনি তাই সাদা পরচুল প'র্‌বেন। 'প্যাসান' নামক ছবিতে মাদাম ডিউ ব্যারির ভূমিকায় ছাড়া এ পর্য্যন্ত আর কোনো ভূমিকায় শ্রীমতী সাদা চুল পরেন নি।

*

'শূন্য' (Zero) নামক একখানি চিত্রনাট্য অচিরেই দর্শকদের সামনে উপস্থিত করা হবে। এতে শ্রীমতী জে কপ্‌টন ও শ্রীযুক্ত ষ্টুয়ার্ট রোম যথাক্রমে নায়িকা ও নায়কের ভূমিকা নিয়েছেন।

*

স্থানীয় 'ক্রাউন সিনেমায়' আগামী সপ্তাহে 'পুনর্জ্জন্ম' নামক ছবি দেখানো হবে। এর ভূমিকা-লিপিতে যাঁদের নাম আছে, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর নাম সাহিত্যিক হিসেবে তাঁদের মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে। শিল্প-নির্দ্দেশক ব'লে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়ের নাম এতে দেওয়া হ'য়েছে। আমরা এই ছবি দেখে এসে, আমাদের মন্তব্য লিপিবদ্ধ কোর্‌বো।

*

বায়স্কোপ আরম্ভ হ'য়ে যাবার পর ক্রমাগত লোকেদের আনাগোনা সম্বন্ধে আমরা এর আগেও লিখেছি—আবার লিখছি। প্রত্যেক বায়োস্কোপে কর্ত্তৃপক্ষদের আইন কোরে দেওয়া উচিত যে, বায়োস্কোপ আরম্ভ হবার পাঁচমিনিট আগে অর্থাৎ ২-৫৫, ৫-৫৫ ও ৯-২৫এ দোর বন্ধ কোরে দেওয়া হবে, তারপর আর কাউকে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। এই রকম আইন না কোর্‌লে আর কঠিন ভাবে তা পালনের জন্যে সকলকে বাধ্য না কোর্‌লে, যারা ঠিক সময়ে যান তাঁদের কত অসুবিধা হয় ভুক্তভোগী মাত্রেই তা জানেন।

*

'পিক্‌চার প্যালেসে' বেলা তিনটার সময় যে আনাড়িটি পিয়ানো বাজায়, সে কি বিনা বেতনে কাজ করে? নয়তো তাকে এখনো বাতিল ও নামঞ্জুর করা হয়নি কেন? 'ব্যঙ্গ-সঙ্গীতের' নির্দ্দেশসূচক গোলোকের গতি-অনুযায়ী সে পিয়ানো বাজাতেই পারে না। বেলা তিনটের প্রদর্শনীতে যারা যায় তাদের মর্য্যাদা ও রসানুভূতির উপর এই অত্যাচার অসহ্য।

*

ফিরিঙ্গি মেয়েরা খাঁটি সাহেবদের দ্বারা উপেক্ষিত হ'য়ে সেই উপেক্ষার ভার ভারতবর্ষীয়দের উপর চাপাতে যান। সেদিন কোনো বায়স্কোপ-গৃহে দেখলুম একজন মান্দ্রাজী ভদ্রলোকের পাশে তার স্থান নির্দ্দিষ্ট হোয়েছিল ব'লে একজন চুণাগলি-নিবাসিনী পাউডার-প্রাচুর্য্যে ধবলিতা, কঞ্চি-দেহা কিশোরী একটা ছ আনার টিকিট বদলে ছটাকা চার আনার টিকিট কিনে উচ্চতর আসনে আসীনা হোলো। ঘৃণাটা হওয়া উচিত আমাদেরই তরফ থেকে, এই সব মেয়েকে তা বুঝিয়ে দেবার ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

*

শ্রীমতী ডোরিস কেনিয়ন কবিতা-রচনায় আমেরিকা থেকে যশোলাভ ক'রেছেন।

নাচঘর গ্রাহকদের প্রতি

এই সংখ্যায় 'নাচঘরে'র ৪র্থ বর্ষ পূর্ণ হ'লো। যাঁরা ৫ম বর্ষে গ্রাহক থাকতে চান না তাঁরা এই সংখ্যা পত্রিকা পাবামাত্র দয়া ক'রে জানালে বাধিত হবো। আর যাঁদের কাছ থেকে কোনো নিষেধ পত্র বা মণিঅর্ডারে টাকা পাব না, তাঁদের নামে ৫ম বর্ষের প্রথম সংখ্যা ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠাবো। অনুগ্রহ করে তাঁরা ভিঃ পিঃ গ্রহণ করে' বাধিত করবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ—"নাচঘর"

রংমহলের পঞ্চরং

মাধুকরী

[শ্রীইন্দ্রজিৎ দত্ত]

—:*:—

'শনিবারের চিঠি'র আসর আজকাল একেবারে জমজমাট। শনিমণ্ডল নিজেদের উল্লাসে নিজেরাই একান্ত মস্‌গুল। আনন্দ ও আত্মতৃপ্তির আতিশয্যে যে তাঁহাদের গলিত দন্তের বাহার চারিদিক উদ্ভাসিত করিতেছে সে দিকে লক্ষ্য করিবার ফুরসৎ কোথায়?

ইঁহারা বলিতে কসুর করেন না যে, সাহিত্যের দুর্নীতিকে ইঁহারা গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিবেন। আমরাও বলি, সংকল্প সাধু। কিন্তু কথা এই

যে, এই ব্যাপারে যে পরিমাণ শক্তি ও সাধনার প্রয়োজন, সেটুকু তাঁহাদের আছে কিনা ?

তাহা যে নাই সে কথা একান্ত জোর করিয়াই বলা চলে। কারণ এ পর্য্যন্ত তাঁহারা যে বিচার-বুদ্ধি ও পন্থা-নির্ব্বাচনের নিদর্শন দেখাইয়াছেন, তাহাকে আর যাহাই বলা যাউক যুক্তিসঙ্গত ও চিন্তাপ্রসূত বলিয়া কিছুতেই ধরা যায় না। ঝগড়া-ঝাঁটির দৌলতে ব্যক্তিগত আক্রোশের ঝাল ও রূপান্তরে 'কামকলা কেলি-উল্লাসের' সাধ মিটাইবার চেষ্টা কি দুর্নীতির পরিপন্থী ? অসংযমকে শুধু সংযম দ্বারাই পরাজয় করা যায় এটুকু বোঝা কি এতই দুরূহ ব্যাপার !

এই গ্রহমণ্ডলে মধ্যমণি যিনি—অর্থাৎ যাঁহার ঘাড়ে একদল প্রাণী কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া উদরসাৎ করিবারই চেষ্টায় আছেন—তিনি দুর্নীতির কলুষ-কালিমা নির্ব্বিশেষে বুঝাইবার জন্য অনবরত রেঁণা, রেমি দ্য গুঁরমো, আনাতোল ফ্রাঁস প্রভৃতি বিশিষ্ট মনীষীদিগকে যাত্রার আসরে নামাইয়া, নিজের ফরাসী সাহিত্যে অধিকার বাঙ্গালী পাঠক সমাজের নিকট উপস্থাপিত করিতেছেন। কিন্তু তবু যে কেহ বুঝিতেছেন না, তাঁহার এ বিদ্যাবত্তা কত গভীর, 'কোটেশন' ও 'ফুটনোটে' তাঁহার খাতা কিরূপ ভর্ত্তি, বিশ্বসাহিত্যে তাঁহার কী বিরাট অধিকার—এই তো বিশেষ দুঃখ ! তিনিই আবার বলেন, লেখায় বিদ্যা ফলাইবার চেষ্টা অত্যন্ত ভদ্রতাবিরুদ্ধ !—শুধু কর্ত্তার বেলায় বাদ বোধ হয় !

অন্য যাঁহারা আছেন, তাঁহারা সম্প্রতি তিলক ও ফোঁটা কাটিয়া সময় থাকিতে জপে বসিয়াছেন। প্রেয়সীর কাছে গচ্ছিত খেলেনা লইয়া খেলিবার সময় চলিয়া গেলে, অভাবে স্বভাব বদলাইয়া আসে ! বৃদ্ধ বয়সে জাতি বিশেষ তপস্বী হইয়া উঠে না কি ?

কিন্তু বাঘ বুড়া হইলেও থাপ ভোলেনা ! তাই 'মণিমুক্তা'র মালা গলায় দোলাইয়াই ইঁহারা গত রজনীর 'জন্ম-রাজধানী'র আনন্দ কোলাহলকে জিয়াইয়া রাখিতেছেন ! আর বেচারী রেঁণার তো কথাই নাই !

এই সুখভোগ একান্ত নির্জ্জনে করিলে ইঁহাদের কোন দোষ দেওয়া উচিত হইত না কিন্তু সদর রাস্তায় নগ্ন হইয়া বাহির হইলে সর্ব্বসাধারণের তাহাতে বাধা দিবার অধিকার বর্ত্তে। কাজেই বলিতে হয়, মহাশয় ! যে সকল কুৎসিত লেখা, অত্যন্ত অখ্যাত অপঠিত ও ক্ষীণজীবী কাগজের পৃষ্ঠায়ই আত্মগোপন করিয়া থাকিত—সেগুলি টানিয়া আনিয়া লোকচক্ষুর সম্মুখে ধরিবার আবশ্যকতা কি ?

আবশ্যকতা কি তাহা আঁচ করিতে কাহাকেও বেগ পাইতে হয় না। ইঁহারা বুঝিয়াছেন,কুৎসিত কথা না হইলে আসর জমে না আর কাগজের বিক্রয়ও কমিয়া আসে। কাজেই দুর্নীতি-পরিপন্থীর ভণ্ড আবরণে ইঁহারা নিজেদের সুরুচির পরিচয় দান করিয়া বেশ দু'পয়সার সংস্থান করিতেছেন ! বাজারের যাবতীয় অশ্লীল কথার শ্রী এখানে বিশিষ্টরূপে জমাট বাঁধে ; তাই অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদের কাছে অতি উপাদেয় ও মুখরোচক হয় ! একত্র অত কুৎসিত কথা আর কোথায় পাওয়া যায় ? একমাস এই 'মণিমুক্তা' খনি ও সাগরের তিমির-গর্ভেই থাকুক তো দেখি, 'চিঠি'র আকাঙ্ক্ষায় ডাকপিয়াদাকে কে তাগিদ দেয় !

কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, এই পেশাদারী টীকাদার সম্প্রদায় একান্তই ধন্যবাদের যোগ্য। জাতি, বর্ণ ও বয়স নির্ব্বিশেষে ইঁহারা সর্ব্বদা দুর্নীতির prophylatic টীকা দিতেছেন। সাধু উদ্দেশ্যে বড় বড় ডাক্তারের সার্টিফিকেট-দেওয়া ঔষধ ব্যাগে পুরিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কিন্তু মানসিক আর শারীরিক ব্যাধি যে এক নয় এইটুকু বুঝিতে কি একেবারেই গলদঘর্ম্ম হইতে হয় ? হায় কপাল ! নিতি নিতি 'সন্দেহজনক শব্দ' আর 'ফচ্‌কে ছুঁড়ির' গান শুনাইলে কি প্রাণ immune হয়, না—? ডাক্তাররা বলেন, injectionএ শারীরিক অসুখ সারিতে পারে কিন্তু মানসিক অবসাদ তাহাতে অবশ্যম্ভাবী !

আমার কিন্তু মনে হয়, ইঁহারা নিতান্তই 'সবুজদলে'র advertisement বিভাগের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহাদের সহিত কি পরিমাণ বখ্‌রা ঠিক হইয়াছে তাহার সঠিক সংবাদ এখনো কর্ণে আসে নাই, তবে বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছি যে ইঁহাদের Canvassingএর জোরে কাগজ বিশেষের কাটতি ক্রমাগত হু হু করিয়া বাড়িতেছে ! এ পর্য্যন্ত বাংলাদেশে এই প্রকার সমালোচনার ধারা ও নমুনা কেহ দেখাইতে পারেন নাই—আমরা কৃতজ্ঞ অন্তরে এই বিভাগের কর্ম্মীদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি !

নিজের ছেলের সমবয়সী ছোক্‌রাদেরও মুখে ভ্যাংচাইতে ইঁহাদের পরম আগ্রহ। নিজেদের বিচার-শক্তির গর্ব্বে ইঁহারা ভরপুর, অথচ সামান্য এইটুকু বুঝিবার শক্তি নাই যে, এই প্রকার দন্তবিকাশে অপক্বমতি বালকদের নিকট হইতে শুধু আড়াআড়ি ও পাল্লা ছাড়া অন্য কিছু লাভ হয় না। ইহাতে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকারই হয় অত্যন্ত বেশী।

অপকার হয় এই যে, এই সব বালক তাহাদের প্রতি বিশিষ্ট বৃদ্ধদের এবম্প্রকার আকস্মিক ও সুচারু দৃষ্টি লাভ করিয়া আপনাদিগকে 'কী হ'নু' বলিয়া মনে করে আর এই দৃষ্টিপাতের হেতুটিকে অত্যন্ত অঙ্গাঙ্গিভাবে আকড়িয়া ধরে। ফলে, প্রথমে তাহাদের লিখিবার কিছু শক্তি থাকিলেও ক্রমশঃ তাহা পেশার পাশে ও পাল্লার চাপে পড়িয়া শুকাইয়া উঠে।

কাজেই মনে হয়, ব্যক্তিগত বা সমাজগত যে ভাবেই দেখা যাউক, শনি-মণ্ডলের স্থিতি বাংলা দেশে কাহারও কোষ্ঠির শুভস্থানে নাই।

কথাটা ঠিক বটে, যাঁহারা 'সবুজ' কথার বেসাতি করেন প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা বয়সের দাস। কারণ মানুষের মন একবার তের, চৌদ্দ বছরের সময়ে আর একবার কুড়ি, একুশের সময়ে একটু অরক্ষণীয় হইয়া পড়ে। এই কুড়ি-একুশের ধাক্কাটা একটু বেশী—নানা প্রকার অতৃপ্তির বেদনা নানাভাবে প্রতিভাত হইতে পারে। কিন্তু সে ধাক্কার ঔষধও অন্যরূপ, শনির চিঠির রসচাতুরী আর ইয়ার-পন্থা নহে !

একথা বুঝাইবার জন্য সম্ভবতঃ রেঁণা বা লাপ্রাসকে টানিয়া প্রমাণিত করিতে হইবেনা যে ছোঁয়াচে রোগের চিকিৎসার জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ রোগী-কক্ষের আবশ্যক। যে কোনো Hygieneএ ইহা পাওয়া যাইবে। রোগ যত ছড়াইবে—প্রকোপও তত বৃদ্ধি পাইবে—মড়কও তত বেশী হইবে। কাজেই প্রাথমিক সোপান বর্জ্জন করিয়া চীৎকার করিলে যে লাভ না হইয়া ক্ষতির পরিমাণই বাড়িয়া যাইবে ইহা নিঃসন্দেহ। সেই Segregation Camp কোথায় ?

আমাদের বাংলা দেশের রেঁণা, 'জন্ম-রাজধানীর' যুগকবি আর প্রবাসীর শস্য-সংগ্রাহক বলিয়া দিবেন কি এই Prophylatic টীকাদারির নামে এই দুর্নীতির ঠিকাদারির অর্থ কি ?

যারা 'ক্ষীণেন্দ্রের খেউড়' খায়

['বেশাখে'র (বৈশাখের নয়) শনির চিঠি দ্রষ্টব্য]

কুঁক্‌ড়ো-সখা, শনির চিঠির !
চাস্ ক্যানো আর মিটির-মিটির ?
গপ্ ক'রে কি খেউড় চেখে ঢেঁকুর ওঠে বদ্‌রকম ?
আঁস্তাকুড়ের কোঁস্তা-ঝাড়া
টুকরে জমাস্ কুচ্‌নী-পাড়া,
তার ওপরে খেউড় খেলি ?—অতি-লোভেই বদ্-হজম !
কোথায় গেল সেই বলাহক ?
কোন্‌খানেতে আজ পলাতক ?

'নাচঘরে'তে নাচতে এসে কেমন খেলে কাণমলা!
গোঁসাই-গলির ভোগানন্দ,
কবৃত জল-যোগানন্দ,
'প্যারডিকা'র ভূমানন্দে ছায় নাকি তার প্রাণ দোলা?
গোপন গলির এক তলাতে
পাড়া এবং লোক চলাতে
নিত্য রাতে 'ইত্যাদি'তে ছিলেন দাদা নামজাদা!
বাঁ-হাতে আজ কলম ধ'রে
সস্তা-কালি তাইতে ভ'রে,
ল্যাথক ব'নে আজ লুকিয়ে একসা করে লাল-সাদা!
মশক গেল কোন্ কোণেতে?
দুঃখু বড় তার মনেতে
লিখলে কিছু দুষ্টু লোকে ছায় পেছনে হাততালি,
সঙ্গে ক'রে সজ্‌নে-ডাঁটা,
তুল্‌তে বুকের ব্যথার কাঁটা,
'চাঙ্গুয়া'তে চাঙ্গা হ'তে চায় যেতে তার মন খালি!
লোহিত-ভায়া, ছিমস্ত আর,
জানি আমি কি মন্ত্র কার,—
আরো অনেক কাদা-চিংড়ী হেথায় হোথায় ছায় উঁকি!
নাম সহি আর কেউ করে না,
সাম্‌নে এসে শূল ধরে না,
জবর চাবুক চলবে তবু, ক্ষীণেন্দ্র নয় ফুলটুকি!
তেঁতুল-ডালে হুপহুপিয়ে
দিন-দুপুরে হুপহুপিয়ে,
আঁচড়ে কামড়ে রোম ছিঁড়েচ, 'রোমোদ্গমক' খুঁজচ তাই! *
তোমরা গুণের শিরোমণি,
যতই খোঁজো 'বিস্মরণী',
আমরা তত বাহির ছেড়ে জাহির করব গুহ্যটাই!
ভিত্‌রে চলে ছুঁচোর কেত্তন;
বাইরে বেজায় কোঁচার পত্তন,
'নাচঘরে'তে ধর্‌তে হেলে ধর্‌লে ভুলে কেউটেকে!
হবেই হবে ছোবল খেতে,
ককিয়ে কেঁদে বুকটা পেতে,
আরো য'দিন পেছন থেকে মুখ লুকোবে কেউ ঢেকে!
দেখলে কিবা সহরতলীর?
এইতো সবে সন্ধ্যে কলির!
ঠ্যালার চোটে নাম ভোলাব—আমার কাছে মুক্তি নেই!
নামবে যত, নামব তত!
করব আঘাত শক্তিমত,
কাঁটা দিয়েই তুলব কাঁটা,—আমার শুধু যুক্তি এই!

* "রোমদ্গমক" নয়—ওটি শনি-গোপালেরই নিজস্ব।

পাদপ্রদীপের আলোকে

—:•:—

(শ্রীভারতকুমার বসু)

জার্ম্মানীর নাট্যজগৎ এখন সরগরম! এই এ বছর নববর্ষে-উৎসবে বার্লিনের একটা রঙ্গালয়ে "ইভ্‌লীন" নামে একখানি গীতি-নাটিকা খুব সমারোহের সঙ্গে অভিনীত হ'য়ে গেছে!

*

শোনা যায় নাকি যে, নাটকখানির ভিত্তি ফিলিপ ওফেন্‌হামের একটী গল্পের উপর প্রতিষ্ঠিত! কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটী "দি ওর্‌লো" প্রণেতার স্বকপোলকল্পিত! এবং এটী ওফেন্‌হামের ঐ বিশিষ্ট গল্পটী লেখবার পূর্ব্বেই রচিত হ'য়েছিল।

*

"ইভ্‌লীনে"র প্রধান নায়িকা ইভ্‌লীন হচ্ছেন একজন আমেরিকান ধনী-কন্যা! চিকিৎসক এঁকে উপদেশ দিয়েছেন এক বছর ধ'রে কাজ ক'রবার জন্য! ইভলীন্ এই উপদেশ পালন ক'রলেন; কিন্তু নিজের প্রীতি অনুসারে। অতুল ঐশ্বর্য্য থাকলেও তিনি গ্যাস-ষ্টোভ বিক্রী ক'রতে লাগলেন, মাথার টুপী তৈরী ক'রতে লাগলেন এবং নাচের অভিনয় দেখাতে লাগলেন!

*

"ইভলীন"—নাটিকার নৃত্য-গীতে-ভরা আখ্যান-বস্তুটি বার্লিনের দর্শকদের অত্যন্ত পছন্দ হ'য়েছে! সম্ভবতঃ এটী বার্লিনের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটিকা ব'লে পরিগণিত হবে।

*

"মুন্‌চসেন্" একখানি ক্ষুদ্র অপেরা। বাস্তের গুণে যে এই রকম একখানি অপেরা সুন্দর এবং নিখুঁৎভাবে উৎরে যেতে পারে, এর অভিনয় দেখবার আগে জার্ম্মান-দর্শকদের নাকি সে ধারণা ছিল না।

*

এডোয়ার্ড কুনেকের জয়যুক্ত লেখনী থেকে একখানি সুন্দর গীতিনাট্য সম্প্রতি বেরিয়েছে! তার নাম "ব্লণ্ড্ লিস্‌লট্।" এর আখ্যান-বস্তুটি এই:—

জার্ম্মান্ ডাচেস্ এলিজাবেথ্ চার্‌লট্ চতুর্দ্দশ লুইর কাছে চিরকাল বন্দী ছিলেন! কিন্তু জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তিনি জার্ম্মানের মতই নির্ভীক এবং বীরত্ব-মণ্ডিত তাঁর মাথা নত করেন নি।

*

গীতিনাট্যখানি শীঘ্রই জার্ম্মানীতে খোলা হবে! এর একটী দৃশ্যে Saxophone ব্যবহার করা হবে!

*

ভিন্ন রুচিহি জনা।…জার্ম্মানীর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য "ফ্রিড্‌ম্যান্ ফ্রিড্রিক" প্রণীত "ডার হারভন্" নামে একটী রঙ্গনাট্য শীঘ্রই বার্লিনে খোলা হবে! এতে দেখানো হ'য়েছে যে, কেমন ক'রে পৈতৃক কারবার বজায় রেখে মানুষ জীবনে সাফল্য পেতে পারে আর পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে আনন্দে ব্যবহার করতে পারে।

*

নাটকে অতিরঞ্জিত বা অন্যায়-রঞ্জিত ব্যাপার জার্ম্মানরা বরদাস্ত ক'রতে পারে না। কিছুদিন আগে বার্লিনের "ষ্টেট্ থিয়েটারে" 'ইথাকার ইউলিসিজে'র চরিত্র বিকাশ ও তার যথারীতি অভিনয় দেখে সেখানকার দর্শকরা অত্যন্ত বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেছিল। ফলে, থিয়েটারে একটা গোলমাল বাধবার সূচনা হয়।…

*

জার্ম্মানরা বলে যে, ক্লাসিক-নাট্য হবে মূল ঘটনাকে বজায় রেখে! এবং প্রয়োগকর্ত্তারা এ-বিষয়ে তাদের মোটেই বিরক্ত ক'রবে না!

*

বার্লিনের "পিপ্‌ল্‌স্ থিয়েটার" হচ্ছে খাঁটি রাজনৈতিক ভাবের জন্মাগার। সম্প্রতি ঐ থিয়েটারে অভিনয় করাবার জন্য তরুণ নাট্যকার মিঃ বার্ট্ একখানি নাটক লিখেছেন। তার নাম "ম্যাস্‌নিষ্ট্ ম্যান্"। অর্থাৎ "সৈন্যদলে যোগ দেবার সময়েই মানুষ হয় মানুষ নামের যোগ্য।"

*

মিঃ বার্ট বলেন যে, অনেকের উপকারের জন্যে একজন তার সমস্ত দুঃখ, এবং সমস্ত স্বার্থ ছেড়ে দিতে পারে। আত্মদানেই আত্মজয় হয়।

*

এ উক্তি হচ্ছে জার্ম্মানীর জাতীয় শক্তি বিকাশের উদ্দীপ্ত অনুপ্রেরণা স্বরূপ।

নমো নটনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিফোন নং ৩০৪০—বড়বাজার।

শনিবার ১২ই মে, ২৯শে বৈশাখ, সন্ধ্যা ৭ টায়

১। ক্ষীরোদপ্রসাদের

নর-নারায়ণ

কর্ণ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

কৃষ্ণ—শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী

পদ্মাবতী—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী। দ্রৌপদী—শ্রীমতী চারুশীলা

২। রাধাকৃষ্ণ

সময় সঙ্ক্ষেপার্থে দু-একটী দৃশ্য পরিত্যক্ত হইল

পরদিন রবিবার, ১৩ই মে, ৩০শে বৈশাখ, ম্যাটিনী ৫ টায়

১। শরৎচন্দ্রের

ষোড়শী

জীবানন্দ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

ষোড়শী—শ্রীমতী চারুশীলা

২। রবীন্দ্রনাথের

শেষ-রক্ষা

চন্দ্র—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়। অভিনয়ান্তে মোটরবাস পাওয়া যায়

কলিকাতা ২২, সুকিয়া স্ট্রীট, কান্তিক প্রেস—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্তৃক মুদ্রিত ও ১১নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।